মহাভারত

রাজশেখর বসু



চিরায়ত গ্রন্থমালা

আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

মহাভারত

সারানুবাদ

রাজশেখর বসু

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৩১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪২৩ মার্চ ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২, ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ছয়শত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0430-1

MAHABHARAT
Bengali translation of the Sanskrit epic "Mahabharata"
by Krishna Dvaipayana Vyasa
Translated from Sanskrit by Rajshekhar Basu
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 600.00 only

ভূমিকা

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের *মহাভারত* প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ এবং জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রন্থ বা তার অনুবাদ আগাগোড়া পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র মহাভারতই পুরাবৃত্ত ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার, এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক *মহাভারতের* আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষঙ্গিক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীরস ও বাধাস্বরূপ।

এই পুস্তক ব্যাসকৃত *মহাভারতের* সারাংশের অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞ্জক নয় সেইসকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বংশতালিকা, যুদ্ধবিবরণের বাহুল্য, রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি, এবং পুনরুক্ত বিষয়। স্থলবিশেষে নিতান্ত নীরস অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সারানুবাদের উদ্দেশ্য— মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র *মহাভারতকে* উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য করা।

মহাভারতকে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পঞ্চম বেদ স্বরূপ ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ করে *মহাভারত* সংকলিত হয়েছে। এতে ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি যেসকল দার্শনিক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্মবিদ্যার্থীর অধ্যয়নের বিষয়। প্রত্নান্বেষীর কাছে *মহাভারত* অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতিবিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভাণ্ডার। ভূগোল জীবতত্ত্ব পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কী ছিল তা-ও এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও *মহাভারতকে* মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস নামেই এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।'

মহাভারতে সত্য ঘটনার বিবরণ কতটা আছে, কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ মূলত কুরুপাঞ্চালযুদ্ধ কি না, পাণ্ডু albino ছিলেন কি না, কুন্তীর বহুদেবভজনা এবং একই কন্যার সহিত পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রাতার বিবাহ কোনও বহুভর্তৃক (polyandrous) জাতির সূচনা করে কি না, যুধিষ্ঠিরাদির পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নই আদিম *মহাভারতের* রচয়িতা কি না, ইত্যাদি

আলোচনা এই ভূমিকার অধিকারবহির্ভূত। *মহাভারতে* আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থের রচয়িতা; তিনি তাঁর পৌত্রের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে *মহাভারত* পাঠের আদেশ দেন। শাস্ত্রবিশ্বাসী প্রাচীনপন্থি পণ্ডিতগণের মতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খ্রি.-পূ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছুকাল পরে *মহাভারত* রচিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আদিগ্রন্থের রচনাকাল খ্রি.-পূ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দের মধ্যে, খ্রিস্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খ্রি.-পূ. ১৫৩০ বা ১৪৩০, তিলক ও অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে প্রায় ১৪০০। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম *মহাভারত* প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহার উচ্ছেদ করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না।' বর্তমান *মহাভারতের* সমস্তটা এক কালে রচিত না হলেও এবং তাতে বহু লোকের হাত থাকলেও সমগ্র রচনাই এখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে।

*মহাভারত*কথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমিশ্রণ, পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বপ্নদৃষ্ট লোকে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, ঋষিরা হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পাল্লায় পড়ে নাকাল হন; তাঁদের তুলনায় বাইবেলের মেথুসেলা অল্পায়ু শিশুমাত্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের সবচেয়ে বড় কাজ। বিখ্যাত বীরগণ যেসকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় না। স্ত্রী-পুরুষ অসংকোচে তাদের কামনা ব্যক্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব গণ্য হয় না; গরুড় গজকচ্ছপ খান, এমন সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; মনুষ্যজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসিতেও জরায়ুর কাজ হয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, অতিপ্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন এই পরিবেশে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সুখদুঃখ আমাদেরই সমান। *মহাভারতের* যা মুখ্য অংশ, কুরুপাণ্ডবীয় আখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত ব্যাপারের চাপে নষ্ট হয়নি। স্বাভাবিক মানবচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত, নাটকীয় ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব ও নীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল যাকে 'মনস্তত্ত্ব' বলা হয়, অর্থাৎ গল্পবর্ণিত নরনারীর আচরণের আকস্মিকতা এবং জটিল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব নেই। অতিপ্রাচীন ব্যাস ঋষি যেকোনও অর্বাচীন গল্পকারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারেন।

জীবন্ত মানুষের চরিত্রে যত জটিলতা আর অসংগতি দেখা যায় গল্পবর্ণিত চরিত্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ রচয়িতা যখন বিরুদ্ধ গুণাবলির সমাবেশ করেন তখন

তাঁকে সাবধান হতে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না ঠেকে। বাস্তব মানবচরিত্র যত বিপরীতধর্মী, কল্পিত মানবচরিত্র ততটা হতে পারে না, বেশি টানাটানি করলে রসভঙ্গ হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সীমা আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যের লেখকরা বরং অতিরিক্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা ছাঁচে ঢালা পালিশ করা প্রাণী, তাদের চরিত্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। রঘুবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রভৃতি একই আদর্শে কল্পিত। *মহাভারত* অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কিন্তু এতে বহু চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে তা দুর্লভ। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে *মহাভারতে* গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। *মহাভারত* সংহিতা গ্রন্থ, এতে বহু রচয়িতার হাত আছে এবং একই ঘটনার বিভিন্ন কিংবদন্তি গ্রথিত হয়েছে। মূল আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহু লেখক তাতে যোগ করেছেন। এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত বিরাট পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও বিচ্যুত হবেন না। *মহাভারত* তাজমহল নয়, বারোয়ারি উপন্যাসও নয়।

সকল দেশেই কুম্ভীলক বা plagiarist আছেন যাঁরা পরের রচনা চুরি করে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের বিপরীতই বেশি দেখা যায়। এঁরা কবিযশঃপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গুঁজে দিয়েই কৃতার্থ হন। এই প্রকার বহু রচয়িতা ব্যাসের সহিত একাত্মা হবার ইচ্ছায় *মহাভারত*সমুদ্রে তাঁদের ভালো-মন্দ অর্ঘ্য প্রক্ষেপ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে *মহাভারতের* বিভিন্ন স্তর বলেছেন তা এইরূপে উৎপন্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পাকা করবার জন্য স্থানে-অস্থানে তাঁকে দিয়ে অনর্থক অলৌকিক লীলা দেখিয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম করিয়েছেন। কেউ সুবিধা পেলেই মহাদেবের মহিমা কীর্তন করে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ-বা গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রত-উপবাসাদির ফল বা স্ত্রীজাতির কুৎসা প্রচার করেছেন, কেউ-বা আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্ত্যক্ত হয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায় তাহাই ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের জন্য তথ্য খুঁজছিলেন তাই তাঁকে বিড়ম্বনা স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু যিনি কথাগ্রন্থ হিসেবেই *মহাভারত* পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবার কারণ নেই। তিনি প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত আছে, তার ফলে উত্তম, মধ্যম ও অধম রচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গে পড়তে হবে। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, *মহাভারতের* মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে কোনও বাধা হয় না। সহৃদয় পাঠক এই জগদ্‌বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে পড়তে পারবেন। তিনি এর

শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গসমূহ মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করবেন এবং কুরচিত বা উৎকট যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন।

মহাভারতে যে ঘটনাগত অসঙ্গতি দেখা যায় তার কারণ— বিভিন্ন কিংবদন্তির যোজনা। চরিত্রগত অসঙ্গতির একটি কারণ— বহু রচয়িতার হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ— প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য হতে পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দক্ষিণা দিতে বললেন, অর্জুনও তাতে খুশি। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবরা বিনা দ্বিধায় এক নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে দিলেন। দুঃশাসন যখন চুল ধরে দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে বললেন, 'ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে পাচ্ছেন না?' দ্রৌপদী বহুবার প্রশ্ন করলেন, 'আমি ধর্মানুসারে বিজিত হয়েছি কি না আপনারা বলুন।' ভীষ্ম বললেন, 'ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।' বীরশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ অম্লানবদনে দুঃশাসনকে বললেন, 'পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কর।' মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ করে বসে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভাবতে লাগলেন। ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনাদির অন্নদাস এবং কৌরবদের হিতসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দুর্যোধনের উৎকট দুষ্কর্ম সইতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন? তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে কিংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় ছিল না? এ প্রশ্নের আমরা বিশদ উত্তর পাই না। যুদ্ধারম্ভের পূর্বক্ষণে যখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভীষ্ম এই বলে আত্মগ্লানি জানালেন— 'কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি, আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না।' দ্রোণ ও কৃপও অনুরূপ বাক্য বলেছেন। এঁদের মর্যাদাবুদ্ধি বা code of honour আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। এঁরা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত গোপন করেন না, অথচ যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধুকে অসংকোচে বধ করেছেন।

ভাগ্যক্রমে *মহাভারতে* চরিত্রগত অসঙ্গতি খুব বেশি নেই। অধিকাংশ স্থলে *মহাভারতীয়* নরনারী স্বাভাবিক রূপেই চিত্রিত হয়েছে, তাদের আচরণ আমাদের অবোধ্য নয়। যেটুকু জটিলতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাই। মূল আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর দ্রোণ অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী দুর্যোধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলরাম শিশুপাল শল্য অম্বা-শিখণ্ডী প্রভৃতি, এবং উপাখ্যানবর্ণিত কচ দেবযানী শর্মিষ্ঠা বিদুলা নল দময়ন্তী ঋষ্যশৃঙ্গ সাবিত্রী প্রভৃতি, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল কয়েকজনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি—

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিচিত্রবীর্যের বৈপিত্র ভ্রাতা, তাঁকে আমরা শান্তনু থেকে আরম্ভ করে জনমেজয় পর্যন্ত সাতপুরুষের সমকালবর্তী রূপে দেখতে পাই। ইনি মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ মোটেই নন। শাশুড়ি সত্যবতীর অনুরোধে অম্বিকা ও অম্বালিকা অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন; অম্বিকা চোখ বুজে ভীষ্মাদিকে ভেবেছিলেন, অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্মদাতা, কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে অপরের ক্ষেত্রে উৎপাদিত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। উদাসীন হলেও তিনি কুরুপাণ্ডবের হিতকামী, deus ex machina-র ন্যায় মাঝে মাঝে অবির্ভূত হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যার সমাধান করেন।

ভীষ্মচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের অভিভূত করে। তিনি দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে রক্ষা করেননি— এ আমরা ভুলতে পারি না; কিন্তু অনুমান করতে পারি যে, তৎকালে তাঁর নিশ্চেষ্টতা, যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান, এবং পরিশেষে পাণ্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ— এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী কর্তব্যবুদ্ধি। তিনি তাঁর কামুক পিতার জন্য কুরুরাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করলেন, চিরকুমারব্রত নিয়ে দুই অপদার্থ বৈমাত্র ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের অভিভাবক হলেন, এবং আজীবন নিষ্কামভাবে ভ্রাতার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর পিতৃভক্তিতে আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনুপযুক্ত কারণে তিনি এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভীষ্ম তাঁর ভ্রাতার জন্য ক্ষত্রিয় রীতি অনুসারে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বা শাল্বরাজের অনুরাগিণী জেনে তাঁকে সসম্মানে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অভাগিনী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে ভীষ্মের বধসাধন করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্রোশের উপযুক্ত কারণ আমরা খুঁজে পাই না। উদ্‌যোগপর্বে আছে, পরশুরাম ভীষ্মকে বলেছিলেন, 'তুমি এঁকে গ্রহণ করে বংশরক্ষা কর।' ভীষ্ম সম্মত হননি। অম্বার মনে কি ভীষ্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ জন্মেছিল? ভীষ্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা করে বাংলায় একাধিক নাটক রচিত হয়েছে।

দ্রোণ দ্রুপদের বাল্যসখা, কিন্তু পরে অপমানিত হওয়ায় দ্রুপদের উপর তাঁর ক্রোধ হয়েছিল। কুরুপাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্রুপদকে পরাস্ত করে দ্রোণ পাঞ্চালরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন। তার পরে দ্রুপদের ওপর তাঁর আর ক্রোধ ছিল না, কিন্তু দ্রুপদ প্রতিশোধের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। উদারস্বভাব দ্রোণ তা জেনেও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দ্রোণের হস্তেই দ্রুপদের মৃত্যু হল, ধৃষ্টদ্যুম্নও পিতৃহন্তার শিরশ্ছেদ করলেন। কৌরবপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অর্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত গোপন করেননি, এ জন্য তাঁকে দুর্যোধনের বহু কটুবাক্য শুনতে হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁর নীচতা আছে উদারতাও আছে, দুর্যোধন তাঁকে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন। দ্যূতসভায় বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, 'মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে।

ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্রণা করেছেন তা আমি জানি।' এই অস্থিরমতি হতভাগ্য অন্ধ বৃদ্ধের ধর্মবুদ্ধি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, তখন তিনি দুর্যোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে তিনি বিদুরের কাছে মন্ত্রণা চান, কিন্তু স্বার্থত্যাগ করতে হবে শুনলেই চটে ওঠেন। ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক ইচ্ছা যুদ্ধ না হয় এবং দুর্যোধন যা অন্যায় উপায়ে দখল করেছেন তা বজায় থাকে। কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদূত হয়ে হস্তিনাপুরে আসেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ঘুষ দিয়ে বশে আনবার ইচ্ছা করেছিলেন। দারুণ শোক পেয়ে শেষ দশায় তাঁর স্বভাব পরিবর্তিত হল, যুধিষ্ঠিরকে তিনি পুত্রতুল্য জ্ঞান করলেন। আশ্রমবাসিক-পর্বে বনগমনের পূর্বে প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন তা সদাশয়তার পরিচায়ক।

গান্ধারী মনস্বিনী, তিনি পুত্রের দুর্বৃত্ততা ও স্বামীর দুর্বলতা দেখে শঙ্কিত হন, ভর্ৎসনাও করেন, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেন না। শতপুত্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের উপর তাঁর অতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ হয়েছিল, কিন্তু তা দীর্ঘকাল রইল না। পরিশেষে তিনিও পাণ্ডবগণকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করলেন।

কুন্তী দৃঢ়চরিত্রা তেজস্বিনী বীরনারী, দ্রৌপদীর যোগ্য শাশুড়ি। তিনি যখনই মনে করেছেন যে পুত্রেরা নিরুদ্যম হয়ে আছে তখনই অনতিতীক্ষ্ণ বাক্যে তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। উদ্‌যোগপর্বে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'পুত্র, তুমি মন্দমতি, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা করে তোমার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করেছ।'

যুধিষ্ঠির অর্জুনের তুল্য কীর্তিমান নন, কিন্তু তিনিই *মহাভারতের* নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষ। তাঁকে নির্বোধ বললে অবিচার হবে, কিন্তু দ্যূতপ্রিয়তা উদারতা ও ধর্মভীরুতার জন্য সময়ে সময়ে তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সাধারণত তাঁর ক্রোধ অল্প সে জন্য প্রতিশোধের প্রবৃত্তি তীক্ষ্ণ নয়; কিন্তু কদাচিৎ তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যেমন কর্ণপর্বে অর্জুনের উপর। তিনি বিশেষ যুদ্ধপটু নন, সে জন্য তাঁর ভ্রাতারা তাঁকে একটু আড়ালে রাখেন, তথাপি মাঝে মাঝে তিনি বীরত্ব দেখিয়েছেন। দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের প্ররোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি মিথ্যা বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার না করে তিনি কোনও কর্ম করেন না, এজন্য দ্রৌপদী আর ভীমের কাছে তাঁকে বহু ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের অহংবুদ্ধি বড় বেশি, তার ফলে কেবলই নিজেকে পাপী মনে করে মনস্তাপ ভোগ করেন। বার বার তাঁর মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনে ব্যাসদেবও বিরক্ত হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। যুধিষ্ঠির ভালো মানুষ হলেও দৃঢ়চিত্ত, যা সংকল্প করেন তা থেকে টলেন না। অবস্থাবিশেষে তিনি realist-ও হতে পারেন। কপট উপায়ে দ্রোণবধের জন্য অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির বিশেষ অনুতপ্ত হননি। অশ্বত্থামা যখন নারায়ণাস্ত্রে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছিলেন তখন অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখে যুধিষ্ঠির দ্রোণের অন্যায় কার্যাবলির উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করে

বললেন, 'আমাদের সেই পরম সুহৃৎ নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব।' ভীম নাভির নিম্নে গদাপ্রহার করে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলেন দেখে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভর্ৎসনা করে চলে গেলেন। তখন যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা করে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম।' যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ব সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে শেষ পর্বে। তিনি স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁকে ছলক্রমে নরকদর্শন করতে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির মনে করলেন তাঁর ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী সেখানেই যন্ত্রণাভোগ করছেন। তখন তিনি স্বর্গের প্রলোভন ও দেবতাদের অনুরোধ পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে বললেন, 'আমি ফিরে যাব না, এখানেই থাকব।'

ভীমকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'রক্তপ রাক্ষস।' যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রোণ যখন অবসন্ন হয়েছেন তখন ভীম নির্মম ভাষায় দ্রোণকে তিরস্কার করলেন। ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানের বিবরণ ভীষণ ও বীভৎস। তথাপি সাধারণ লোকে এই স্থূলবুদ্ধি হঠকারী প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্দয় লোকটিকে স্নেহ করে। ভীম তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা হনুমানের মতো আরাধ্য হতে না পারলেও জনপ্রিয় হয়েছেন, কারণ তিনি উৎকট অপরাধের উৎকট শাস্তি দিতে পারেন। সেকালের যাত্রার ভীম, যিনি 'দাদা আর গদা' ভিন্ন কিছুই জানতেন না, যখন অয়েলক্লথের গদা নিয়ে আসরে নামতেন তখন আবালবৃদ্ধবনিতা উৎফুল্ল হত। ভীম চমৎকার কুযুক্তি দিতে পারেন। বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে তিনি অধীর হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'কৃষক যেমন অল্পপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ করেন। .... সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পূতিকা, সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি তের মাসকেই তের বৎসর গণ্য করুন। যদি এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন।' ভীম মাংসলোভী পেটুক ছিলেন এবং তাঁর গোঁফদাড়ির অভাব ছিল; কর্ণ তাঁকে ঔদরিক আর তূবরক (মাকুন্দ) বলে খেপাতেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'ভীম, অজ্ঞ লোকে উদরের জন্যই প্রাণিহিংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে জঠরাগ্নি প্রশমিত কর।' ধৃতরাষ্ট্রাদির অপরাধ ভীম কখনই ভুলতে পারেননি, যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত পুত্রহীন জ্যেষ্ঠতাতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও তিনি আপত্তি করেছেন। তাঁর গঞ্জনা সইতে না পেরেই ধৃতরাষ্ট্র বনে যেতে বাধ্য হলেন।

অর্জুন সর্বগুণান্বিত এবং *মহাভারতের* বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি কৃষ্ণের সখা ও মন্ত্রশিষ্য, প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির অস্ত্রশিক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং অতিশয় রূপবান। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর আছে, এই কারণে এবং অত্যধিক প্রশস্তির ফলে তিনি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন। অর্জুন ধীরপ্রকৃতি, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠির তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন,

'তোমার গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দাও।' তাতে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে কাটতে গেলেন, অবশেষে কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্বক্ষণে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতার উপদেশ শুনিয়েছিলেন তা পেয়ে জগতের লোক ধন্য হয়েছে। অর্জুনের 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' দূর হয়েছিল, কিন্তু কোনও স্থায়ী উপকার হয়েছিল কি না সন্দেহ। আশ্বমেধিকপর্বে অর্জুন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করেছেন যে বুদ্ধির দোষে তিনি পূর্বের উপদেশ ভুলে গেছেন।

নকুল-সহদেবের চরিত্রে অসামান্যতা বেশি কিছু পাওয়া যায় না। উদ্‌যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদূত হয়ে হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন নকুল তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে।' কিন্তু সহদেব বললেন, 'যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে।' মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'সহদেব মনে করতেন তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ কেউ নেই। ... নকুল মনে করতেন তাঁর চেয়ে রূপবান কেউ নেই।'

মহাভারতে সকল পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভীমের পত্নী হিড়িম্বা এবং অর্জুনের পত্নী উলূপী চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা ছাড়া আর সকলের স্থান আখ্যানমধ্যে নগণ্য।

দ্রৌপদী সীতা-সাবিত্রীর শ্রেণিতে স্থান পাননি, তিনি নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার একজন। দ্রৌপদী সর্ব বিষয়ে অসামান্যা, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোনও নারী তাঁর তুল্য জীবন্ত রূপে চিত্রিত হননি। তিনি অতি রূপবতী, কিন্তু শ্যামাঙ্গী সে জন্য তাঁর নাম কৃষ্ণা। বার বৎসর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করতে আসেন। তখন বয়সের হিসাবে দ্রৌপদী যৌবনের শেষ প্রান্তে এসেছেন, তিনি পঞ্চ বীর পুত্রের জননী, তারা দ্বারকায় অস্ত্রশিক্ষা করছে। তথাপি জয়দ্রথ তাঁকে দেখে বলছেন, 'এঁকে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী।' দ্রৌপদী যখন বিরাট-ভবনে সৈরিন্ধ্রী রূপে এলেন তখন রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁকে দেখে বললেন, 'তোমার করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্‌গদভাষিণী, সুকেশী, সুস্তনী, ... কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুদর্শনা। ... রাজা যদি তোমার উপর লুব্ধ না হন তবে তোমাকে মাথায় করে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন।' এই আশঙ্কাতেই সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। দ্রৌপদী অবলা নন, জয়দ্রথ ও কীচককে ধাক্কা দিয়ে ভূমিশায়ী করেছিলেন। তিনি অসহিষ্ণু তেজস্বিনী স্পষ্টবাদিনী, তীক্ষ্ণ বাক্যে নিষ্ক্রিয় পুরুষদের উত্তেজিত করতে পারেন। তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব ৫-পরিচ্ছেদে, উদ্‌যোগপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে, এবং শান্তিপর্ব ২-পরিচ্ছেদে দ্রৌপদীর খেদ ও ভর্ৎসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্বসাহিত্যে দুর্লভ। বহু কষ্ট ভোগ করে তাঁর মন তিক্ত হয়ে

গেছে, মঙ্গলময় বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই। বনপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'মহারাজ বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন।' দ্রৌপদী মাঝে মাঝে তাঁর পঞ্চ স্বামীকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, স্বামীরা তা নির্বিবাদে সয়ে যান। তাঁরা দ্রৌপদীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় রক্ষণীয়া।' দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালোবাসার কিছু প্রকারভেদ দেখা যায়। যুধিষ্ঠির তাঁকে অনেক জ্বালিয়েছেন, তথাপি দ্রৌপদী তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীকে ভক্তি করেন, অনুকম্পা ও কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাও করেন, ভালোমানুষ অবুঝ একগুঁয়ে গুরুজনকে লোকে যেমন করে থাকে। বিপদের সময় দ্রৌপদী ভীমের ওপরেই বেশি ভরসা রাখেন এবং শক্ত কাজের জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন, তাতে ভীম কৃতার্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্জুন তাঁর প্রথম অনুরাগের পাত্র, পরেও বোধহয় অর্জুনের ওপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'ধনঞ্জয়ের ওপর এঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল।' বিদেশে অর্জুন কিছুকাল উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, দ্রৌপদী তা গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু অর্জুন যখন রূপবতী সুভদ্রাকে ঘরে আনলেন তখন দ্রৌপদী অতি দুঃখে বললেন, 'কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বার বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।' দ্রৌপদীর একটি বৈশিষ্ট্য— কৃষ্ণের সহিত তাঁর স্নিগ্ধ সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের সখী এবং সুভদ্রার ন্যায় স্নেহভাগিনী, সকল সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়।

দুর্যোধন *মহাভারতের* প্রতিনায়ক এবং পূর্ণ পাপী। তাঁর তুল্য রাজ্যলোভী বা প্রভুত্বলোভী ধর্মজ্ঞানহীন দুর্মুখ ক্রূর দুরাত্মা এখনও দেখা যায়, এই কারণে তাঁর চরিত্র আমাদের সুপরিচিত মনে হয়। তিনি আজীবন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করেছেন, নিজেও ঈর্ষা ও বিদ্বেষে দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর দুই মন্ত্রণাদাতা কর্ণ ও শকুনি তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। দুর্যোধন নিয়তিবাদী। সভাপর্বে তিনি বিদুরকে বলেছেন, 'যিনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি জলস্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি।' উদ্‌যোগপর্বে কন্ব মুনি তাঁকে সদুপদেশ দিলে দুর্যোধন উরুতে চাপড় মেরে বললেন, 'মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?' কিন্তু শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিতে হয়। দুর্যোধনের অন্ধকারময় চরিত্রে আমরা একবার একটু স্নিগ্ধ আলোক দেখতে পাই।— দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে সাত্যকিকে দেখে তিনি বলেছেন, 'সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচার ও পৌরুষকে ধিক— আমরা পরস্পরের প্রতি শরসন্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যকি, আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই-বা কেন হল? যে ধনের লোভে আমরা যুদ্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কী করব?' আশ্রমবাসিকপর্বে

প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মৃত পুত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন আপনাদের কাছে কোনও অপরাধ করেনি।' প্রজাদের যিনি মুখপাত্র তিনিও স্বীকার করলেন, 'রাজা দুর্যোধন আমাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেননি।' যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'ইনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হলেও ইনি কখনও ভীত হননি।' আসল কথা, দুর্যোধন লৌকিক ফরমুলা অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে স্বর্গ, অশ্বমেধে স্বর্গ, গঙ্গাস্নানে স্বর্গ; আজীবন কে কী করেছে তা ধর্তব্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।' তিনি কর্ণের গুণাগুণের জমাখরচ কষে সদ্‌গুণাবলির মোটা রকম উদ্‌বৃত্ত পেয়েছিলেন কি না জানি না। আমরা কর্ণচরিত্রে নীচতা ও মহত্ত্ব দুই-ই দেখতে পাই (নীচতাই বেশি), কিন্তু তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধহয় বহু রচয়িতার হাতে পড়ে কর্ণচরিত্রের এই বিপর্যয় হয়েছে। কর্ণপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদে অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, দ্যূতক্রীড়া এবং দুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই মূল দুরাত্মা কর্ণ।' কৃষ্ণ অত্যুক্তি করেননি।

মহাভারতে সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশি অসঙ্গতি ঘটেছে। মূল *মহাভারতের* রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশি দেখাননি। সাধারণত তাঁর আচরণ গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচবধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ। বঙ্কিমচন্দ্র যা কিছু অপ্রিয় পেয়েছেন সবই প্রক্ষেপ বলে উড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে আদর্শনরধর্মী ঈশ্বর বলে মেনেছেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেছেন, 'এই মহাত্মা কেশব সেই পরম পুরুষের অষ্টমাংশ।' মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন, 'তুমি সনাতন পরমাত্মা।' অর্জুন কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করলেও সবসময়ে তা মনে রাখতেন না। কৃষ্ণের বিশ্ব-রূপদর্শনে অভিভূত হয়ে অর্জুন বলেছেন, 'তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা বলে সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর।' স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশারউড তাঁদের গীতার মুখবন্ধে লিখেছেন, 'Arjuna knows this— yet, by a merciful ignorance, he sometimes forgets. Indeed, it is Krishna who makes him forget, since no ordinary man could bear the strain of constant companionship with God' *মহাভারত*পাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহুবিদিত ছিল না। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা; দুর্যোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না। উদ্‌যোগপর্বে

তিনি যখন পাণ্ডবদূত কৃষ্ণকে বন্দি করবার মতলব করছিলেন তখন কৃষ্ণ সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, কিন্তু তাতেও দুর্যোধনের বিশ্বাস হল না। যুদ্ধের পূর্বে শকুনিপুত্র উলূককে তাঁর প্রতিনিধিরূপে পাণ্ডবশিবিরে পাঠাবার সময় দুর্যোধন তাঁকে শিখিয়ে দিলেন— 'তুমি কৃষ্ণকে বলবে, ... ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার মায়া দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পুংশ্চিহ্নধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সে জন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেননি।' সর্বত্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত না হলেও কৃষ্ণ বহু সমাজে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ শৌর্য বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পুরুষ-শ্রেষ্ঠ গণ্য হতেন। তিনি রাজা নন, যাদব অভিজাততন্ত্রের একজন প্রধান মাত্র, কিন্তু প্রতিপত্তিতে সর্বত্র শীর্ষস্থানীয়। তথাপি কৃষ্ণদ্বেষীর অভাব ছিল না। সভাপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উক্ত বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের অনুকরণে শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করতেন এবং প্রচার করতেন যে তিনিই আসল বাসুদেব ও পুরুষোত্তম।

অল্প বা অধিক যাই হোক, *মহাভারতের* ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তা সর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যার সত্যতায় সন্দেহের কারণ নেই। দ্রৌপদীর বহুপতিত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে। তিনি যদি শুধু গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করতেন না। তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত জনশ্রুতি বা ইতিহাস মানতে হয়েছে তাই তিনি এই ঘটনাটি বাদ দিতে পারেননি। আখ্যানের মধ্যে দ্রোণপত্নী কৃপীর উল্লেখ অতি অল্প, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে অল্পকেশী বলা হয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ বেশ ও গন্ধ কুৎসিত ছিল, ভীম মাকুন্দ ছিলেন, মাহিষ্মতী পুরীর নারীরা স্বৈরিণী ছিল, মদ্র ও বাহীক দেশের স্ত্রী-পুরুষ অত্যন্ত কদাচারী ছিল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, হিমালয়ের উত্তরে বালুকার্ণব ছিল, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র নদ) এত বিশাল ছিল যে তাকে সাগর বলা হত, দ্বারকাপুরী সাগর-কবলিত হয়েছিল— ইত্যাদি তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে যা সত্য বলে মানতে বাধা হয় না।

মহাভারত পড়লে প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকলেই প্রচুর মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও সুরাপান চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ রচনাকালে তা গর্হিত গণ্য হত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীরাও অন্ন পরিবেশন করত। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১ বৎসরের বর ১০ বা ৭ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে; কিন্তু পরে আবার বলেছেন, বয়স্থা কন্যাকে বিবাহ করাই বিজ্ঞলোকের

উচিত। *মহাভারতে* সর্বত্র যুবতীবিবাহই দেখা যায়। রাজাদের অনেক পত্নী এবং দাসী বা উপপত্নী থাকত, যাঁর এক ভার্যা তিনি মহাসুকৃতিশালী গণ্য হতেন। বর্ণসংকরত্বের ভয় ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বহুপ্রকার বর্ণসংকরের উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহমৃতা হতেন, আবার অনেকে পুত্রপৌত্রাদির সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতী কুন্তী উত্তরা সুভদ্রা। নারীর মর্যাদার অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দানবিক্রয় এবং জুয়াখেলায় পণ রাখা হত। ভূমি ধনরত্ন বস্ত্র যানবাহন প্রভৃতির সঙ্গে রূপবতী দাসীও দান করার প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃদ্ধির জন্য বেশ্যার দল নিযুক্ত হত। ব্রাহ্মণরা প্রচুর সম্মান পেতেন; তাঁরা সভায় তুমুল তর্ক করতেন বলে লোকে উপহাসও করত। দেবপ্রতিমার পূজা প্রচলিত ছিল। রাজাকে দেবতুল্য জ্ঞান করা হত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১৩-পরিচ্ছেদে ভীষ্ম বলেছেন, 'যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।' অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতি বীভৎস ছিল। পুরাকালে নরবলি চলত, *মহাভারতের* কালে তা নিন্দিত হলেও লোপ পায়নি, জরাসন্ধ তার আয়োজন করেছিলেন।

যুদ্ধের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হলেও আমরা তৎকালীন যুদ্ধরীতির কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারি। ভীষ্মপর্ব ১-পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যে নিয়মবন্ধন বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতিক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিরস্ত্র বা বাহনচ্যুত শত্রুকে মারা অন্যায় গণ্য হত। নিয়মলঙ্ঘন করলে যোদ্ধা নিন্দাভাজন হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সূর্যাস্তের পর অবহার বা যুদ্ধবিরাম ঘোষিত হত, কিন্তু সময়ে সময়ে রাত্রিকালেও যুদ্ধ চলত। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ হত, কিন্তু সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামা তার ব্যতিক্রম করেছেন। যুদ্ধভূমির নিকট বেশ্যাশিবির থাকত। বিখ্যাত যোদ্ধাদের রথে চার ঘোড়া জোতা হত। ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথী আহত হলে ধ্বজদণ্ড ধরে নিজেকে সামলাতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন বলে বর্ণিত হয়েছে। দ্বৈরথ যুদ্ধের পূর্বে বাগ্‌যুদ্ধ হত, বিপক্ষের তেজ কমাবার জন্য দুই বীর পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথীদের চতুর্দিকে রক্ষী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্র থাকত। বোধহয় পদাতি সৈন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের বর্মও থাকত না; এই কারণেই রথারোহী বর্মধারী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ করতে পারতেন।

আদিপর্ব ১-পরিচ্ছেদে *মহাভারত*কথক সৌতি বলেছেন, 'কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরা বলবেন।' এই শেষোক্ত কবিরা *মহাভারতের* ত্রুটি শোধনের চেষ্টা করেছেন। *মহাভারতের* দুষ্মন্ত ইচ্ছা করে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কালিদাসের দুষ্মন্ত শাপের বশে না জেনে

করেছেন। *মহাভারতের* কচ দেবযানীকে প্রত্যাভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্ষমাশীল। কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচরিত্র সংশোধিত হয়েছে।

মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলো দু-তিন হাজার বৎসর ধরে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাটকাদির উপাদান যুগিয়েছে। *মহাভারতের* বহু শ্লোক প্রবাদরূপে সুপ্রচলিত হয়েছে। *মহাভারতীয়* নরনারীর চরিত্রে কোথায় কী অসঙ্গতি বা ত্রুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য করেনি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল আর একালের লোকাচারে অনেক প্রভেদ, তথাপি *মহাভারতে* কৃষ্ণ ভীষ্ম ও ঋষিগণ কর্তৃক ধর্মের যে মূল আদর্শ কথিত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণীয়।

দুঃখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই লোকপ্রিয় হবার কথা, কিন্তু এদেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচলিত চিরায়ত-সাহিত্য বা ক্লাসিক *রামায়ণ-মহাভারত* বিয়োগান্ত হল কেন? এই দুই গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ্য— বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাচ্ছলে ধর্মশিক্ষা; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যও আছে। মানুষ চিরজীবী নয়, সে জন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। *রামায়ণ* রাম-রাবণ প্রভৃতির এবং *মহাভারত* ভরতবংশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত। এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সুখদুঃখ মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনদ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেননি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু, এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন—

> সবে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ
> সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥ (স্ত্রীপর্ব)

— সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

রাজশেখর বসু

১ আষাঢ় ১৩৫৬

আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ... ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ... হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের,— ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

—রামেন্দ্রসুন্দর, 'মহাকাব্যের লক্ষণ'

সূচি

আদিপর্ব	২১
সভাপর্ব	১০৫
বনপর্ব	১৩৯
বিরাটপর্ব	২৪৬
উদ্‌যোগপর্ব	২৭৪
ভীষ্মপর্ব	৩৩৩
দ্রোণপর্ব	৩৬৬
কর্ণপর্ব	৪১০
শল্যপর্ব	৪৪৭
সৌপ্তিকপর্ব	৪৭০
স্ত্রীপর্ব	৪৭৯
শান্তিপর্ব	৪৮৫
অনুশাসনপর্ব	৫২৩
আশ্বমেধিকপর্ব	৫৫১
আশ্রমবাসিকপর্ব	৫৭২
মৌষলপর্ব	৫৮৬
মহাপ্রস্থানিকপর্ব	৫৯২
স্বর্গারোহণপর্ব	৫৯৬
পরিশিষ্ট	৬০১

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা

আদিপর্ব

অনুক্রমণিকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায়

১। শৌনকের আশ্রমে সৌতি ১

পৌষ্যপর্বাধ্যায়

২। জনমেজয়ের শাপ — আরুণি, উপমন্যু ও বেদ ৩

৩। উতঙ্ক, পৌষ্য ও তক্ষক ৫

পৌলোমপর্বাধ্যায়

৪। ভৃগু ও পুলোমা — চ্যবন — অগ্নির শাপমোচন ৯

৫। রুরু-প্রমদ্বরা — ডুণ্ডুভ ১০

আস্তীকপর্বাধ্যায়

৬। জরৎকারু মুনি — কদ্রু ও বিনতা — সমুদ্রমন্থন ১৩

৭। কদ্রু-বিনতার পণ — গরুড় — গজকচ্ছপ — অমৃতহরণ ১৫

৮। আস্তীকের জন্ম — পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ ১৮

৯। জনমেজয়ের সর্পসত্র ২২

আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায়

১০। উপরিচর বসু — পরাশর-সত্যবতী — কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ২৪

১১। কচ ও দেবযানী ২৬

১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি ২৮

১৩। যযাতির জরা ৩২

১৪। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ৩৪

১৫। মহাভিষ — অষ্ট বসু — প্রতীপ — শান্তনু-গঙ্গা ৩৮

১৬। দেবব্রত ভীষ্ম — সত্যবতী ৪০

১৭। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য — কাশীরাজের তিন কন্যা ৪২

পৃষ্ঠা

১৮। দীর্ঘতমা — ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম — অণীমাণ্ডব্য ৪৪

১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী — কর্ণ — দুর্যোধনাদির জন্ম ৪৬

২০। যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম — পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু ৪৯

২১। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডব — ভীমের নাগলোকদর্শন ৫১

২২। কৃপ — দ্রোণ — অশ্বত্থামা — একলব্য — অর্জুনের পটুতা ৫৩

২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন ৫৭

২৪। দ্রুপদের পরাজয় — দ্রোণের প্রতিশোধ ৬০

২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা ৬১

জতুগৃহপর্বাধ্যায়

২৬। বারণাবত — জতুগৃহদাহ ৬২

হিড়িম্ববধপর্বাধ্যায়

২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা — ঘটোৎকচের জন্ম ৬৬

বকবধপর্বাধ্যায়

২৮। একচক্রা — বক রাক্ষস ৬৯

চৈত্ররথপর্বাধ্যায়

২৯। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম-বৃত্তান্ত — গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ ৭১

৩০। তপতী ও সংবরণ ৭৪

৩১। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শক্তি ও কল্মাষপাদ — ঔর্ব — ধৌম্য ৭৫

স্বয়ংবরপর্বাধ্যায়

৩২। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর — অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ৭৯

	পৃষ্ঠা
৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমার্জুনের যুদ্ধ — কুন্তী-সকাশে দ্রৌপদী	৮২
বৈবাহিকপর্বাধ্যায়	
৩৪। দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক	৮৪
৩৫। ব্যাসের বিধান — দ্রৌপদীর বিবাহ	৮৬
বিদুরাগমনপর্বাধ্যায়	
৩৬। হস্তিনাপুরে বিতর্ক	৮৮
রাজ্যলাভপর্বাধ্যায়	
৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ — সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমা	৯০
অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায়	
৩৮। অর্জুনের বনবাস — উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গা — বভ্রুবাহন	৯২
সুভদ্রাহরণপর্বাধ্যায়	
৩৯। রৈবতক — সুভদ্রাহরণ — অভিমন্যু — দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র	৯৫
খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায়	
৪০। অগ্নির অগ্নিমান্দ্য — খাণ্ডবদাহ — ময় দানব	৯৫

সভাপর্ব

সভাক্রিয়াপর্বাধ্যায়	
১। ময় দানবের সভানির্মাণ	১০০
২। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদ	১০২
মন্ত্রপর্বাধ্যায়	
৩। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণা	১০৪
৪। জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত	১০৬
জরাসন্ধপর্বাধ্যায়	
৫। জরাসন্ধবধ	১০৮
দিগ্‌বিজয়পর্বাধ্যায়	
৬। পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয়	১১১
রাজসূয়িকপর্বাধ্যায়	
৭। রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ	১১৩
অর্ঘ্যাভিহরণপর্বাধ্যায়	
৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান	১১৫
৯। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা	১১৬
শিশুপালবধপর্বাধ্যায়	
১০। যজ্ঞসভায় বাগ্‌যুদ্ধ	১১৮
১১। শিশুপালবধ — রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি	১২১
দ্যূতপর্বাধ্যায়	
১২। দুর্যোধনের দুঃখ — শকুনির মন্ত্রণা	১২২
১৩। ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন-সংবাদ	১২৪
১৪। যুধিষ্ঠিরাদির দ্যূতসভায় আগমন	১২৭
১৫। দ্যূতক্রীড়া	১২৮
১৬। দ্রৌপদীর নিগ্রহ — ভীমের শপথ — ধৃতরাষ্ট্রের বরদান	১৩১
অনুদ্যূতপর্বাধ্যায়	
১৭। পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া	১৩৬
১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা	১৩৮

বনপর্ব

আরণ্যকপর্বাধ্যায়	
১। যুধিষ্ঠির ও অনুগামী বিপ্রগণ — সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী	১৪১
২। ধৃতরাষ্ট্রের অস্থির মতি	১৪৩
৩। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয়	১৪৫
কির্মীরবধপর্বাধ্যায়	
৪। কির্মীরবধের বৃত্তান্ত	১৪৮
অর্জুনাভিগমনপর্বাধ্যায়	
৫। কৃষ্ণের আগমন — দ্রৌপদীর ক্ষোভ	১৪৯
৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত — দ্বৈতবন	১৫১
৭। দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ	১৫৪
৮। ভীম-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ — ব্যাসের উপদেশ	১৫৬
৯। অর্জুনের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন	১৫৮

	পৃষ্ঠা
কৈরাতপর্বাধ্যায়	
১০। কিরাতবেশী মহাদেব — অর্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভ	১৫৯
ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যায়	
১১। ইন্দ্রলোকে অর্জুন — উর্বশীর অভিসার	১৬১
নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায়	
১২। ভীমের অধৈর্য — মহর্ষি বৃহদশ্ব	১৬৩
১৩। নিষধরাজ নল — দময়ন্তীর স্বয়ংবর	১৬৪
১৪। কলির আক্রমণ — নল-পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া	১৬৭
১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ — দময়ন্তীর পর্যটন	১৬৮
১৬। কর্কোটক নাগ — নলের রূপান্তর	১৭২
১৭। পিত্রালয়ে দময়ন্তী — নল-ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা	১৭৩
১৮। নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন	১৭৭
১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার	১৭৯
তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়	
২০। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা	১৮০
২১। ইল্বল-বাতাপি — অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা — ভৃগুতীর্থ	১৮২
২২। দধীচ — বৃত্রবধ — সমুদ্রশোষণ	১৮৪
২৩। সগর রাজা — ভগীরথের গঙ্গানয়ন	১৮৬
২৪। ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান	১৮৭
২৫। পরশুরামের ইতিহাস	১৯০
২৬। প্রভাস — চ্যবন ও সুকন্যা — অশ্বিনীকুমারদ্বয়	১৯২
২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস	১৯৫
২৮। উশীনর, কপোত ও শ্যেন	১৯৭
২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অষ্টাবক্র ও বন্দী	১৯৮

	পৃষ্ঠা
৩০। ভরদ্বাজ, যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবসু ও পরাবসু	১৯৯
৩১। নরকাসুর — বরাহরূপী বিষ্ণু — বদরিকাশ্রম	২০২
৩২। সহস্রদল পদ্ম — ভীম-হনুমান-সংবাদ	২০৩
৩৩। ভীমের পদ্মসংগ্রহ	২০৬
জটাসুরবধপর্বাধ্যায়	
৩৪। জটাসুরবধ	২০৭
যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায়	
৩৫। ভীমের সহিত যক্ষ-রাক্ষসাদির যুদ্ধ	২০৮
নিবাতকবচযুদ্ধপর্বাধ্যায়	
৩৬। অর্জুনের প্রত্যাবর্তন — নিবাত-কবচ ও হিরণ্যপুরের বৃত্তান্ত	২১১
আজগরপর্বাধ্যায়	
৩৭। অজগর, ভীম ও যুধিষ্ঠির	২১৩
মার্কণ্ডেয় সমাস্যাপর্বাধ্যায়	
৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়র আগমন — অরিষ্টনেমা ও অত্রি	২১৫
৩৯। বৈবস্বত মনু ও মৎস্য — বালকরূপী নারায়ণ	২১৭
৪০। পরীক্ষিৎ ও মণ্ডূকরাজকন্যা — শল, দল ও বামদেব	২১৯
৪১। দীর্ঘায়ু বক ঋষি — শিবি ও সুহোত্র — যযাতির দান	২২১
৪২। অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি — ইন্দ্রদ্যুম্ন	২২৩
৪৩। ধুন্ধুমার	২২৫
৪৪। কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ	২২৭
৪৫। দেবসেনা ও কার্তিকেয়	২২৯
দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্বাধ্যায়	
৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৩২
ঘোষযাত্রাপর্বাধ্যায়	
৪৭। দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ	২৩৪
৪৮। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন	২৩৭
৪৯। দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ	২৩৯

	পৃষ্ঠা
মৃগস্বপ্নোদ্ভব- ও ব্রীহিদ্রৌণিক-পর্বাধ্যায়	
৫০। যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন — মুদ্গলের সিদ্ধিলাভ	২৪০
দ্রৌপদীহরণ- ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যায়	
৫১। দুর্বাসার পারণ	২৪২
৫২। দ্রৌপদীহরণ	২৪৩
৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মুক্তি	২৪৫
রামোপাখ্যানপর্বাধ্যায়	
৫৪। রামের উপাখ্যান	২৪৭
পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়	
৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান	২৫২
কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায়	
৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান	২৫৯
আরণেয়পর্বাধ্যায়	
৫৭। যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর	২৬১
৫৮। ত্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ	২৬৫

বিরাটপর্ব

পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায়	
১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা	২৬৭
২। ধৌম্যের উপদেশ—অজ্ঞাতবাসের উপক্রম	২৬৮
৩। বিরাটভবনে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন	২৭০
সময়পালনপর্বাধ্যায়	
৪। মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ	২৭৩
কীচকবধপর্বাধ্যায়	
৫। কীচক, সুদেষ্ণা ও দ্রৌপদী	২৭৪
৬। কীচকের পদাঘাত	২৭৬
৭। ভীমের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ	২৭৮
৮। কীচকবধ	২৭৯
৯। উপকীচকবধ — দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা	২৮১
গোহরণপর্বাধ্যায়	
১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা	২৮৩
১১। দক্ষিণগোগ্রহ — সুশর্মার পরাজয়	২৮৪
১২। উত্তরগোগ্রহ — উত্তর ও বৃহন্নলা	২৮৬
১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক — ভীষ্মের উপদেশ	২৮৯
১৪। কৌরবগণের পরাজয়	২৯২
১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন — বিরাটের পুত্রগর্ব	২৯৫
বৈবাহিকপর্বাধ্যায়	
১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ — উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ	২৯৮

উদ্যোগপর্ব

সেনোদ্যোগপর্বাধ্যায়	
১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা	৩০১
২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন — বলরাম ও দুর্যোধন	৩০৪
৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির	৩০৫
৪। ত্রিশিরা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহুষ ও অগস্ত্য	৩০৭
৫। সেনাসংগ্রহ	৩১১
সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায়	
৬। দ্রুপদ-পুরোহিতের দৌত্য	৩১২
৭। সঞ্জয়ের দৌত্য	৩১৩
প্রজাগর- ও সনৎসুজাত-পর্বাধ্যায়	
৮। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে বিদুর — বিরোচন ও সুধন্বা	৩১৮
যানসন্ধিপর্বাধ্যায়	
৯। কৌরবসভায় বাদানুবাদ	৩২০
ভগবদ্যানপর্বাধ্যায়	
১০। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদীর অভিমত	৩২৫
১১। কৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন	৩২৯
১২। কুন্তী, দুর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ	৩৩২
১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ	৩৩৪
১৪। রাজা দম্ভোদ্ভব — সুমুখ ও গরুড়	৩৩৬

		পৃষ্ঠা
১৫।	বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী	৩৩৯
১৬।	দুর্যোধনের দুরাগ্রহ	৩৪২
১৭।	গান্ধারীর উপদেশ — কৃষ্ণের সভাত্যাগ	৩৪৫
১৮।	কৃষ্ণ ও কুন্তী -- বিদুলার উপাখ্যান	৩৪৭
১৯।	কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ	৩৪৯
২০।	কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ	৩৫১
২১।	কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন	৩৫৩

সৈন্যনির্যাণপর্বাধ্যায়

২২।	পাণ্ডবযুদ্ধসজ্জা	৩৫৪
২৩।	বলরাম ও রুক্মী	৩৫৬
২৪।	কৌরবযুদ্ধসজ্জা	৩৫৭

উলূকদূতাগমনপর্বাধ্যায়

২৫।	উলূকের দৌত্য	৩৫৯

রথাতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায়

২৬।	রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা — ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ	৩৬২

অম্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

২৭।	অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস	৩৬৪
২৮।	যুদ্ধযাত্রা	৩৬৯

ভীষ্মপর্ব

জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ- ও ভূমি-পর্বাধ্যায়

১।	যুদ্ধের নিয়মবন্ধন	৩৭১
২।	ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র	৩৭২
৩।	সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন	৩৭৩

ভগবদ্‌গীতাপর্বাধ্যায়

৪।	কুরুপাণ্ডবের ব্যূহরচনা	৩৭৪
৫।	ভগবদ্‌গীতা	৩৭৬

ভীষ্মবধপর্বাধ্যায়

৬।	যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার — কর্ণ -- যুযুৎসু	৩৮২
৭।	কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ — বিরাটপুত্র উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু	৩৮৫
৮।	ভীমার্জুনের কৌরবসেনাদলন	৩৮৬
৯।	কৃষ্ণের ক্রোধ	৩৮৮
১০।	ঘটোৎকচের জয়	৩৯১
১১।	সাত্যকিপুত্রগণের মৃত্যু	৩৯২
১২।	ভীমের জয়	৩৯৩
১৩।	বিরাটপুত্র শঙ্খের মৃত্যু — ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়	৩৯৪
১৪।	ইরাবানের মৃত্যু — ঘটোৎকচের মায়া	৩৯৬
১৫।	ভীষ্মের পরাক্রম	৩৯৮
১৬।	ভীষ্ম-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদি	৪০১
১৭।	ভীষ্মের পতন	৪০৩
১৮।	শরশয্যায় ভীষ্ম	৪০৬

দ্রোণপর্ব

দ্রোণাভিষেকপর্বাধ্যায়

১।	ভীষ্ম-সকাশে কর্ণ	৪১০
২।	দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে বরদান	৪১১
৩।	অর্জুনের জয়	৪১৩

সংশপ্তকবধপর্বাধ্যায়

৪।	সংশপ্তকগণের শপথ	৪১৪
৫।	সংশপ্তকগণের যুদ্ধ — ভগদত্তবধ	৪১৬

অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়

৬।	অভিমন্যুবধ	৪২০
৭।	যুধিষ্ঠির-সকাশে ব্যাস — মৃত্যুর উপাখ্যান	৪২৪
৮।	সুবর্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান	৪২৬

প্রতিজ্ঞাপর্বাধ্যায়

৯।	অর্জুনের প্রতিজ্ঞা	৪২৮
১০।	জয়দ্রথের ভয় — সুভদ্রার বিলাপ	৪৩১
১১।	অর্জুনের স্বপ্ন	৪৩৩

জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায়

১২।	জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণার্জুন	৪৩৫
১৩।	কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় — ভূরিশ্রবা-বধ	৪৩৯
১৪।	জয়দ্রথবধ	৪৪৩

	পৃষ্ঠা
১৫। দুর্যোধনের ক্ষোভ	৪৪৪
ঘটোৎকচবধপর্বাধ্যায়	
১৬। সোমদত্ত-বাহ্লীক-বধ — কৃপ-কর্ণ-অশ্বত্থামার কলহ	৪৪৬
১৭। কৃষ্ণার্জুন ও ঘটোৎকচ	৪৪৮
১৮। ঘটোৎকচবধ	৪৫০
দ্রোণবধপর্বাধ্যায়	
১৯। দ্রুপদ-বিরাট-বধ — দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি	৪৫৩
২০। দ্রোণের ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ	৪৫৪
নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বাধ্যায়	
২১। অশ্বত্থামার সংকল্প — ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকির কলহ	৪৫৭
২২। অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রমোচন	৪৬০
২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য	৪৬২

কর্ণপর্ব

	পৃষ্ঠা
১। কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেক	৪৬৪
২। অশ্বত্থামার পরাজয়	৪৬৫
৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ — রণভূমির ভীষণতা	৪৬৭
৪। পাণ্ড্যরাজবধ — দুঃশাসনের পরাজয়	৪৬৮
৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় — যুযুৎসু প্রভৃতির যুদ্ধ	৪৬৯
৬। পাণ্ডবগণের জয়	৪৭১
৭। কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ	৪৭২
৮। ত্রিপুরসংহার ও পরশুরামের কথা	৪৭৪
৯। কর্ণ-শল্যের যুদ্ধযাত্রা	৪৭৮
১০। কর্ণ-শল্যের কলহ	৪৭৯
১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান	৪৮২
১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত	৪৮৪
১৩। কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও ভীমের যুদ্ধ	৪৮৫
১৪। অশ্বত্থামা ও কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের যুদ্ধ	৪৮৮
১৫। যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য	৪৯০
১৬। অর্জুনের ক্রোধ — কৃষ্ণের উপদেশ	৪৯৩
১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা — যুধিষ্ঠিরের অনুতাপ	৪৯৬
১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিযান	৪৯৮
১৯। দুঃশাসনবধ — ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন	৫০০
২০। কর্ণবধ	৫০২
২১। দুর্যোধনের বিষাদ — যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	৫০৭

শল্যপর্ব

	পৃষ্ঠা
শল্যবধপর্বাধ্যায়	
১। কৃপ-দুর্যোধন-সংবাদ	৫০৯
২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক	৫১০
৩। শল্যবধ	৫১১
৪। শাল্ববধ	৫১৪
৫। উলূক-শকুনি-বধ	৫১৫
হ্রদপ্রবেশপর্বাধ্যায়	
৬। দুর্যোধনের হ্রদপ্রবেশ	৫১৬
৭। যুধিষ্ঠিরের তর্জন	৫১৮
গদাযুদ্ধপর্বাধ্যায়	
৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম	৫২০
৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ — চন্দ্রের যক্ষ্মা — একত দ্বিত ত্রিত	৫২৩
১০। অসিতদেবল ও জৈগীষব্য — সারস্বত	৫২৪
১১। বৃদ্ধকন্যা সুভ্রূ — কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক	৫২৬
১২। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ	৫২৮
১৩। বলরামের ক্রোধ — যুধিষ্ঠিরাদির ক্ষোভ	৫৩০
১৪। দুর্যোধনের ভর্ৎসনা	৫৩১
১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ	৫৩৩
১৬। অশ্বত্থামার অভিষেক	৫৩৪

সৌপ্তিকপর্ব

	পৃষ্ঠা
সৌপ্তিকপর্বাধ্যায়	
১। অশ্বত্থামার সংকল্প	৫৩৬
২। মহাদেবের আবির্ভাব	৫৩৮

	পৃষ্ঠা
৩। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা	৫৩৯
৪। দুর্যোধনের মৃত্যু	৫৪০
ঐষীকপর্বাধ্যায়	
৫। দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন	৫৪১
৬। ব্রহ্মশির অস্ত্র	৫৪২
৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য	৫৪৫

স্ত্রীপর্ব

জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায়	
১। বিদুরের সান্ত্বনাদান	৫৪৬
২। ভীমের লৌহমূর্তি	৫৪৭
৩। গান্ধারীর ক্রোধ	৫৪৮
স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায়	
৪। গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন — কৃষ্ণকে অভিশাপ	৫৫০
শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায়	
৫। মৃতসংকার — কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ	৫৫১

শান্তিপর্ব

রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায়	
১। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদাদি	৫৫৩
২। যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ	৫৫৪
৩। চার্বাকবধ — যুধিষ্ঠিরের অভিষেক	৫৫৬
৪। ভীষ্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি	৫৫৮
৫। রাজধর্ম	৫৬০
৬। বেণ ও পৃথু রাজার কথা	৫৬২
৭। বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিয়োগ — শুল্ক	৫৬৩
৮। রাজার মিত্র — দণ্ডবিধি — রাজকর — যুদ্ধনীতি	৫৬৫
৯। পিতা মাতা ও গুরু — ব্যবহার — রাজকোষ	৫৬৬
আপদ্ধর্মপর্বাধ্যায়	
১০। আপদ্গ্রস্ত রাজা — তিন মৎস্যের উপাখ্যান	৫৬৭
১১। মার্জার-মূষিক-সংবাদ	৫৬৯
১২। বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল-সংবাদ	৫৭১
১৩। খড়্গের উৎপত্তি	৫৭৩
১৪। কৃতঘ্ন গৌতমের উপাখ্যান	৫৭৩
মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়	
১৫। আত্মজ্ঞান — ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ-সংবাদ	৫৭৬
১৬। অজগরব্রত — কামনাত্যাগ	৫৭৮
১৭। সৃষ্টিতত্ত্ব — সদাচার	৫৭৯
১৮। বরাহরূপী বিষ্ণু — যজ্ঞে অহিংসা — প্রাণদণ্ডের নিন্দা	৫৮০
১৯। বিষয়তৃষ্ণা — বিষ্ণুর মাহাত্ম্য — জ্বরের উৎপত্তি	৫৮২
২০। দক্ষযজ্ঞ	৫৮৫
২১। আসক্তিত্যাগ — শুক্রের ইতিহাস	৫৮৭
২২। সুলভা-জনক-সংবাদ	৫৮৮
২৩। ব্যাসপুত্র শুক — নারদের উপদেশ	৫৯০
২৪। উঞ্ছব্রতধারীর উপাখ্যান	৫৯৪

অনুশাসনপর্ব

১। গৌতমী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল	৫৯৬
২। সুদর্শন-ওঘবতীর অতিথি-সৎকার	৫৯৯
৩। কৃতজ্ঞ শুক — দৈব ও পুরুষ-কার — ভঙ্গস্বনের স্ত্রীভাব	৬০০
৪। হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ	৬০৩
৫। অষ্টাবক্রের পরীক্ষা	৬০৪
৬। ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ — গঙ্গা-মাহাত্ম্য — মতঙ্গ	৬০৬
৭। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন — বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভ	৬০৮
৮। ব্রাহ্মণসেবা — সৎপাত্র ও অসৎপাত্র	৬০৯
৯। স্ত্রীজাতির কুৎসা — বিপুলের গুরুপত্নীরক্ষা	৬১০

পৃষ্ঠা

১০। বিবাহভেদ — দুহিতার অধিকার — বর্ণসংকর — পুত্রভেদ ৬১৩
১১। চ্যবন ও নহুষ ৬১৪
১২। চ্যবন ও কুশিক ৬১৫
১৩। দানধর্ম — অপালক রাজা — কপিলা — লক্ষ্মী ও গোময় ৬১৭
১৪। দানের অপাত্র — বশিষ্ঠাদির লোভসংবরণ ৬১৯
১৫। ছত্র ও পাদুকা — পুষ্প ধূপ ও দীপ ৬২১
১৬। সদাচার — ভ্রাতার কর্তব্য ৬২২
১৭। মানসতীর্থ — বৃহস্পতির উপদেশ ৬২৩
১৮। মাংসাহার ৬২৪
১৯। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ ৬২৫
২০। ত্রিবিধ প্রমাণ — ভীষ্মোপদেশের সমাপ্তি ৬২৬
২১। ভীষ্মের স্বর্গারোহণ ৬২৭

আশ্বমেধিকপর্ব

আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায়
১। যুধিষ্ঠিরের পুনর্বার মনস্তাপ ৬৩০
২। মরুত্ত ও সংবর্ত ৬৩১
৩। কামগীতা ৬৩৪
অনুগীতাপর্বাধ্যায়
৪। অনুগীতা ৬৩৫
৫। কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মরুবাসী উতঙ্ক ৬৩৮
৬। উতঙ্কের পূর্ববৃত্তান্ত ৬৪০
৭। কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন ৬৪২
৮। পরীক্ষিতের জন্ম ৬৪৩
৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অর্জুনের যাত্রা ৬৪৫
১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ — বভ্রুবাহন উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা ৬৪৬
১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ ৬৪৯
১২। শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ — নকুলরূপী ধর্ম ৬৫২

পৃষ্ঠা

আশ্রমবাসিকপর্ব

আশ্রমবাসপর্বাধ্যায়
১। যুধিষ্ঠিরের উদারতা ৬৫৫
২। ভীমের আক্রোশ — ধৃতরাষ্ট্রের সংকল্প ৬৫৬
৩। ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ ৬৫৭
৪। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা ৬৫৯
৫। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি ৬৬১
৬। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদি ৬৬২
৭। বিদুরের তিরোধান ৬৬৩
পুত্রদর্শনপর্বাধ্যায়
৮। মৃত যোদ্ধৃগণের সমাগম ৬৬৫
৯। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষিৎ — পাণ্ডবগণের প্রস্থান ৬৬৭
নারদাগমনপর্বাধ্যায়
১০। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু ৬৬৮

মৌষলপর্ব

১। শাম্বের মুষল প্রসব — দ্বারকায় দুর্লক্ষণ ৬৭১
২। যাদবগণের বিনাশ ৬৭২
৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ ৬৭৩
৪। অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন ৬৭৪

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

১। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরাদি ৬৭৮
২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু ৬৭৯
৩। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা ৬৮০

স্বর্গারোহণপর্বাধ্যায়

১। যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন ৬৮২
২। কুরুপাণ্ডবাদির স্বর্গলাভ ৬৮৪
৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য ৬৮৫

পরিশিষ্ট

মহাভারতে বহু উক্ত ব্যক্তি, স্থান ও অস্ত্রাদি ৬৮৭

আদিপর্ব

অনুক্রমণিকা ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায়

১। শৌনকের আশ্রমে সৌতি

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

— নারায়ণ, নরোত্তম নর[১] ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে তার পর জয় উচ্চারণ করবে[২]।

কুলপতি মহর্ষি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করছিলেন। একদিন লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণকথক সৌতি[৩] সেখানে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন। আশ্রমের মুনিরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল কোথায় ছিলে? সৌতি উত্তর দিলেন, আমি রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ছিলাম, সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরচিত বিচিত্র মহাভারতকথা বৈশম্পায়নের মুখে শুনেছি। তার পর বহু তীর্থে ভ্রমণ করে সমন্তপঞ্চক দেশে যাই, যেখানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল। এখন আপনাদের দর্শন করতে এখানে এসেছি। দ্বিজগণ, আপনারা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে শুচি হয়ে সুখে উপবিষ্ট রয়েছেন, আমার কাছে কী শুনতে ইচ্ছা করেন আদেশ করুন— পবিত্র পুরাণকথা, না মহাত্মা নরপতি ও ঋষিগণের ইতিহাস? ঋষিরা বললেন, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন যে ব্যাসরচিত মহাভারতকথা বলেছিলেন আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা করি।

সৌতি বললেন, চরাচরগুরু হৃষীকেশ হরিকে নমস্কার করে আমি ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতকথা আরম্ভ করছি। কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। ব্যাসদেব এই

---

১. বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ।
২. অর্থাৎ পুরাণ-মহাভারতাদি বিজয়প্রদ আখ্যান পাঠ করবে।
৩. এঁর প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সূত এজন্য উপাধি সৌতি। সূতজাতির বৃত্তি সারথ্য ও পুরাণাদি কথন।

মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সবিস্তারেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ আদি থেকে, কেউ আস্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ-বা উপরিচরের উপাখ্যান থেকে পাঠ করেন।

মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন উপায়ে এই ইতিহাস শিষ্যদের অধ্যয়ন করাব? তখন ভগবান ব্রহ্মা তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার গ্রন্থের লিপিকার হবেন। ব্যাস গণেশকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আমি সম্মত আছি, কিন্তু আমার লেখনী ক্ষণমাত্র থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনায় আট হাজার আটশ এমন কূটশ্লোক আছে যার অর্থ কেবল আমি আর আমার পুত্র শুক বুঝতে পারি, সঞ্জয় পারেন কি না সন্দেহ। ব্যাস গণেশকে বললেন, আমি যা বলে যাব আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হলেও কূটশ্লোক লেখবার সময় তাঁকে ভাবতে হত, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন।[১]

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহ্মণগণের বহু অনুরোধের পর ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনাবার জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দুর্বৃত্ততা বিবৃত করেছেন। উপাখ্যান সহিত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগ বর্জন করে ব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন, পণ্ডিতগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তা ছাড়া ব্যাস দেড়শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজের পুত্র শুকদেবকে এই গ্রন্থ পড়িয়ে তার পর অন্যান্য শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। তিনি ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একটি মহাভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন, তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনের লক্ষ পিতৃলোকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনুষ্যলোকে প্রচলিত আছে। ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন শেষোক্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করেছিলেন, আমি তাই বলব। পূর্বকালে দেবতারা তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখেছিলেন যে উপনিষৎসহ চার বেদের তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহত্ত্বে ও ভারবত্তায় অধিক, সে জন্যই এর নাম মহাভারত।

অনন্তর সৌতি অতি সংক্ষেপে মহাভারতের মূল আখ্যান এবং পর্বসংগ্রহ (অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন।

---

১. মহাভারতের সকল সংস্করণে এই আখ্যান নেই।

পৌষ্যপর্বাধ্যায়

২। জনমেজয়ের শাপ— আরুণি, উপমন্যু ও বেদ

সৌতি বললেন ।— পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় তাঁর তিন ভ্রাতার সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে এক যজ্ঞ করছিলেন এমন সময় সেখানে একটি কুকুর এল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাকে প্রহার করল, সে কাঁদতে কাঁদতে তার মাতার কাছে গেল। কুক্কুরী ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞস্থলে এসে বললেন, আমার পুত্রকে বিনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রভৃতি কোনও উত্তর দিলেন না। কুক্কুরী বলল, এ কোনও অপরাধ করেনি তথাপি প্রহৃত হয়েছে; তোমার উপরেও অতর্কিত বিপদ এসে পড়বে।

দেবশুনী সরমার এই অভিশাপ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তাকুল হলেন। যজ্ঞ শেষ হলে তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে এসে শাপমোচনের উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নমস্কার করে বললেন, ভগবান, আপনার পুত্র সোমশ্রবাকে দিন, তিনি আমার পুরোহিত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই পুত্র সর্পীর গর্ভজাত, এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবারণ করতে পারে। কিন্তু এর একটি গূঢ় ব্রত আছে, কোনও ব্রাহ্মণ কিছু প্রার্থনা করলে এ তা অবশ্যই পূরণ করবে। যদি তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমেজয় ঋষিপুত্রকে নিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আমি এঁকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করেছি, ইনি যা বলবেন তোমরা তা নির্বিচারে করবে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষশিলা প্রদেশ জয় করতে গেলেন।[১]

এই সময়ে আয়োদ ধৌম্য[২] নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর তিন শিষ্য— উপমন্যু, আরুণি ও বেদ। তিনি তাঁর পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আরুণিকে আজ্ঞা দিলেন, যাও, তুমি আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধ। আরুণি গুরুর আজ্ঞা পালন করতে গেলেন, কিন্তু আল বাঁধতে না পেরে অবশেষে শুয়ে পড়ে জলরোধ করলেন। আরুণি ফিরে এলেন না দেখে ধৌম্য তাঁর অপর দুই শিষ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রে গিয়ে ডাকলেন, বৎস আরুণি, কোথায় আছ, এস। আরুণি উঠে এসে বললেন, আমি জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে সেখানে শুয়ে ছিলাম, এখন আপনি ডাকতে উঠে এসেছি, আজ্ঞা করুন কী করতে হবে। ধৌম্য বললেন, তুমি কেদারখণ্ড (ক্ষেত্রের আল) বিদারণ করে উঠেছ সে জন্য তোমার নাম উদ্দালক হবে। আমার আজ্ঞা পালন করেছ সে জন্য তুমি শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে।

---

১. এই বৃত্তান্তের সঙ্গে পরবর্তী আখ্যানের যোগসূত্র স্পষ্ট নয়।
২. পাঠান্তর— আপোদ ধৌম্য।

আয়োদ ধৌম্য আর এক শিষ্য উপমন্যুকে আদেশ দিলেন, বৎস, তুমি আমার গো রক্ষা কর। উপমন্যু প্রত্যহ গরু চরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে গুরুকে প্রণাম করতে লাগলেন। একদিন গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি কী খাও? তোমাকে বেশ স্থূল দেখছি। উপমন্যু বললেন, আমি ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করি। গুরু বললেন, আমাকে নিবেদন না করে ভিক্ষান্ন ভোজন উচিত নয়। তার পর থেকে উপমন্যু ভিক্ষাদ্রব্য এনে গুরুকে দিতেন। তথাপি তাঁকে পুষ্ট দেখে গুরু বললেন, তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আমি নিই, তুমি এখন কী খাও? উপমন্যু বললেন, প্রথমবার ভিক্ষা করে আপনাকে দিই, তার পর আবার ভিক্ষা করি, তাতেই আমার জীবিকানির্বাহ হয়। গুরু বললেন, এ তোমার অন্যায়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদের হানি হয়, তুমিও লোভী হয়ে পড়ছ। তার পর উপমন্যু একবার মাত্র ভিক্ষা করে গুরুকে দিতে লাগলেন। গুরু আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, বৎস, তোমাকে তো অতিশয় স্থূল দেখছি, এখন কী খাও? উপমন্যু বললেন, আমি এইসব গরুর দুধ খাই। গুরু বললেন, আমার অনুমতি বিনা দুধ খাওয়া তোমার অন্যায়। উপমন্যু তার পরেও স্থূলকায় রয়েছেন দেখে গুরু বললেন, এখন কী খাও? উপমন্যু বললেন স্তন্যপানের পর বাছুররা যে ফেন উদ্‌গার করে তাই খাই। গুরু বললেন, এই বাছুররা দয়া করে তোমার জন্য প্রচুর ফেন উদ্‌গার করে, তাতে এদের পুষ্টির ব্যাঘাত হয়; ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গুরুর সকল নিষেধ মেনে নিয়ে উপমন্যু গরু চরাতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে অর্কপত্র (আকন্দপাতা) খেলেন। সেই ক্ষার তিক্ত কটু রুক্ষ তীক্ষ্ণ বস্তু খেয়ে তিনি অন্ধ হলেন এবং চলতে চলতে কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সূর্যাস্তের পর উপমন্যু ফিরে এলেন না দেখে আয়োদ ধৌম্য বললেন, আমি তার সকল প্রকার ভোজনই নিষেধ করেছি, সে নিশ্চয় রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই বলে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে ডাকলেন, বৎস উপমন্যু, কোথায় আছ, এস। উপমন্যু কূপের ভিতর থেকে উত্তর দিলেন, আমি অর্কপত্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে পড়ে গেছি। ধৌম্য বললেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষুষ্মান করবেন। উপমন্যু স্তব করলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন, আমরা প্রীত হয়েছি, তুমি এই পূপ (পিষ্টক) ভক্ষণ কর। উপমন্যু বললেন, গুরুকে নিবেদন না করে আমি খেতে পারি না। অশ্বিদ্বয় বললেন, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে আমাদের স্তব করে পূপ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গুরুকে নিবেদন না করেই খেয়েছিলেন! উপমন্যু বললেন, আমি আপনাদের নিকট অনুনয় করছি, গুরুকে নিবেদন না করে আমি খেতে পারব না। অশ্বিদ্বয় বললেন, তোমার গুরুভক্তিতে আমরা প্রীত হয়েছি; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় হবে, তোমার দন্ত হিরণ্ময় হবে, তুমি চক্ষুষ্মান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে। উপমন্যু চক্ষু লাভ করে গুরুর কাছে এলেন এবং অভিবাদন করে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। গুরু প্রীত হয়ে বললেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে তোমার মঙ্গল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রও তুমি আয়ত্ত করবে। উপমন্যুর পরীক্ষা এইরূপে শেষ হল।

আয়োদ ধৌম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার গৃহে কিছুকাল বাস করে আমার সেবা কর, তোমার মঙ্গল হবে। বেদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে থেকে তাঁর আজ্ঞায় বলদের ন্যায় ভারবহন এবং শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাদি কষ্ট সইতে লাগলেন। অবশেষে তিনি গুরুকে পরিতুষ্ট করে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা লাভ করলেন। এইরূপে তাঁর পরীক্ষা শেষ হল।

৩। উতঙ্ক, পৌষ্য ও তক্ষক

উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন, তাঁরও তিনটি শিষ্য হল। তিনি শিষ্যদের বলতেন না যে এই কর্ম কর, বা আমার শুশ্রূষা কর। গুরুগৃহবাসের দুঃখ তিনি জানতেন সে জন্য শিষ্যদের কষ্ট দিতে চাইতেন না। কিছুকাল পরে জনমেজয় এবং পৌষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়ের পদে বরণ করলেন। একদা বেদ যাজন কার্যের জন্য বিদেশে যাবার সময় উতঙ্ক[১] নামক শিষ্যকে বলে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে বিষয়ের অভাব হবে তুমি তা পূরণ করবে। উতঙ্ক গুরুগৃহে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। একদিন আশ্রমের নারীরা তাঁকে বললেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হয়েছেন কিন্তু উপাধ্যায় এখানে নেই; ঋতু যাতে নিষ্ফল না হয় তুমি তা কর। উতঙ্ক উত্তর দিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এমন অকার্য করতে পারি না, উপাধ্যায় আমাকে অকার্য করবার আদেশ দেননি। কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে প্রীত হয়ে বললেন, বৎস উতঙ্ক, আমি তোমার কী প্রিয়সাধন করব বল। তুমি ধর্মানুসারে আমার সেবা করেছ, আমাদের পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার।

উতঙ্ক বললেন, আমিই-বা আপনার কী প্রিয়সাধন করব বলুন, আমি আপনার অভীষ্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। বেদ বললেন, বৎস, এখন থাকুক না। কিছুকাল পরে উতঙ্ক পুনর্বার গুরুকে দক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বেদ বললেন, তুমি বহুবার আমাকে দক্ষিণার কথা বলেছ; গৃহমধ্যে গিয়ে উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর কী দিতে হবে। তখন উতঙ্ক গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে বললেন, ভগবতী, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়েছেন, আমি গুরুদক্ষিণা দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাই, আপনি বলুন কী দক্ষিণা দেব। উপাধ্যায়পত্নী বললেন, তুমি রাজা পৌষ্যের কাছে যাও, তাঁর ক্ষত্রিয়া পত্নী যে দুই কুণ্ডল পরেন তাই চেয়ে আন। চার দিন পরে পুণ্যক ব্রত হবে, তাতে আমি ওই কুণ্ডলে শোভিত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই অভীষ্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার মঙ্গল হবে, কিন্তু যদি না কর তবে অনিষ্ট হবে।

১. আশ্বমেধিকপর্বে ৬-পরিচ্ছেদে উতঙ্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার।

উতঙ্ক কুণ্ডল আনবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তিনি প্রকাণ্ড বৃষে আরূঢ় এক মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেলেন। সেই পুরুষ বললেন, উতঙ্ক, তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ককে অনিচ্ছুক দেখে তিনি আবার বললেন, উতঙ্ক, খাও, বিচার কর না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন। তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে সত্বর আচমন করে পৌষ্যের নিকট যাত্রা করলেন। পৌষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, কী আজ্ঞা বলুন। উতঙ্ক কুণ্ডল প্রার্থনা করলে রাজা বললেন, আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে মহিষীর কাছে চেয়ে নিন। উতঙ্ক মহিষীকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে পৌষ্যকে বললেন, আমাকে মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয়নি, অন্তঃপুরে মহিষী নেই। পৌষ্য ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, নিশ্চয় আপনি উচ্ছিষ্ট (এঁটো মুখে) আছেন, অশুচি ব্যক্তি আমার পতিব্রতা ভার্যাকে দেখতে পায় না। উতঙ্ক স্মরণ করে বললেন, আমি এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়িয়ে আচমন করেছিলাম সে জন্য এই দোষ হয়েছে। উতঙ্ক তখন পূর্বমুখে বসে হাত পা মুখ ধুলেন এবং তিনবার নিঃশব্দে ফেনশূন্য অনুষ্ণ হৃদ্য জল পান করে দু-বার মুখাদি ইন্দ্রিয় মুছলেন। তার পর তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে মহিষীকে দেখতে পেলেন। উতঙ্কের প্রার্থনা শুনে মহিষী প্রীত হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুটির প্রার্থী, অতএব সাবধানে নিয়ে যাবেন।

উতঙ্ক সন্তুষ্ট হয়ে পৌষ্যের কাছে এলেন। পৌষ্য বললেন, ভগবান, সৎপাত্র সহজে পাওয়া যায় না, আপনি গুণবান অতিথি, আপনার সৎকার করতে ইচ্ছা করি। উতঙ্ক বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আসুন। অন্ন আনা হলে উতঙ্ক দেখলেন তা ঠাণ্ডা এবং তাতে চুল রয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে অশুচি অন্ন দিয়েছেন অতএব আপনি অন্ধ হবেন। পৌষ্য বললেন, আপনি নির্দোষ অন্নের দোষ দিচ্ছেন এজন্য আপনি নিঃসন্তান হবেন। উতঙ্ক বললেন, অশুচি অন্ন দিয়ে আবার অভিশাপ দেওয়া আপনার অনুচিত, দেখুন না অন্ন অশুচি কি না। রাজা অন্ন দেখে অনুমান করলেন এই শীতল অন্ন কোনও মুক্তকেশী স্ত্রী এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তিনি ক্ষমা চাইলে উতঙ্ক বললেন, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হবেন, কিন্তু শীঘ্রই আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিয়েছেন তা-ও যেন না ফলে। রাজা বললেন, আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয়নি, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীততুল্য কিন্তু বাক্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুর থাকে, ক্ষত্রিয়ের এর বিপরীত। আমি শাপ প্রত্যাহার করতে পারি না, আপনি চলে যান। উতঙ্ক বললেন, আপনি অন্নের দোষ স্বীকার করেছেন অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই বলে তিনি কুণ্ডল নিয়ে চলে গেলেন।

উতঙ্ক যেতে যেতে পথে এক নগ্ন ক্ষপণক[১] দেখতে পেলেন, সে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তিনি কুণ্ডল দুটি ভূমিতে রেখে স্নানাদির জন্য জলাশয়ে গেলেন, সেই অবসরে

---

১. দিগম্বর সন্ন্যাসী বিশেষ।

ক্ষপণক কুণ্ডল নিয়ে পালিয়ে গেল। স্নান শেষ করে উতঙ্ক দৌড়ে গিয়ে ক্ষপণককে ধরে ফেললেন। সে তখনই তক্ষকের রূপ ধারণ করল এবং সহসা আবির্ভূত এক গর্তে প্রবেশ করে নাগলোকে চলে গেল। উতঙ্ক সেই গর্ত দণ্ডকাষ্ঠ (ব্রহ্মচারীর যষ্টি) দিয়ে খুঁড়ে বড় করবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহ্মণকে সাহায্য কর। বজ্র দণ্ডকাষ্ঠে অধিষ্ঠান করে গর্তটি বড় করে দিল। উতঙ্ক সেই গর্ত দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবিধ প্রাসাদ হর্ম্য ক্রীড়াস্থানাদি দেখতে পেলেন। কুণ্ডল ফিরে পাবার জন্য তিনি নাগগণের স্তব করতে লাগলেন। তার পর দেখলেন, দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনছে, তার কতক সুতো কালো কতক সাদা; ছয় কুমার দ্বাদশ অর (পাখি) যুক্ত একটি চক্র ঘোরাচ্ছে; একজন সুদর্শন পুরুষ এবং একটি অশ্বও সেখানে রয়েছে। উতঙ্ক এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, কী অভীষ্ট সাধন করব বল। উতঙ্ক বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হোক। পুরুষ বললেন, তুমি এই অশ্বের গুহ্যদেশে ফুৎকার দাও। উতঙ্ক ফুৎকার দিলে অশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হল। তখন ভীত হয়ে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুণ্ডল। কুণ্ডল পেয়ে উতঙ্ক ভাবলেন, আজ উপাধ্যায়ানীর পুণ্যক ব্রত, আমি বহু দূরে এসে পড়েছি, কী করে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব? সেই পুরুষ তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বে আরূঢ় হয়ে যাও, ক্ষণমধ্যে তোমার উপাধ্যায়ের গৃহে পৌঁছবে।

উপাধ্যায়ানী স্নান করে কেশসংস্কার করছিলেন এবং উতঙ্ক এলেন না দেখে তাঁকে শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় উতঙ্ক এসে প্রণাম করে কুণ্ডল দিলেন। তার পর তিনি উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। উপাধ্যায় বললেন, তুমি যে দুই স্ত্রীকে বস্ত্র বয়ন করতে দেখেছ তাঁরা ধাতা ও বিধাতা, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র রাত্রি ও দিন, ছয় কুমার ছয় ঋতু, চক্রটি সংবৎসর, তার দ্বাদশ অর দ্বাদশ মাস, যিনি পুরুষ তিনি স্বয়ং ইন্দ্র, এবং অশ্ব অগ্নি। তুমি যাবার সময় পথে যে বৃষ দেখেছিলে সে ঐরাবত, তার আরোহী ইন্দ্র। তুমি যে পুরীষ খেয়েছ তা অমৃত। নাগলোকে তোমার বিপদ হয়নি, কারণ ইন্দ্র আমার সখা, তাঁর অনুগ্রহে তুমি কুণ্ডল আনতে পেরেছ। সৌম্য, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি স্বগৃহে যাও, তোমার মঙ্গল হবে।

উতঙ্ক তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করে হস্তিনাপুরে রাজা জনমেজয়ের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষশিলা জয় করে ফিরে এসেছেন, মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে আছেন। উতঙ্ক যথাবিধি আশীর্বাদ করে বললেন, মহারাজ, যে কার্য করা উচিত ছিল তা না করে আপনি বালকের ন্যায় অন্য কার্য করছেন। জনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন, আমি ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করে থাকি, আমাকে আপনি কী করতে বলেন? উতঙ্ক বললেন, আপনার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যে প্রাণহরণ করেছে সেই

দুরাত্মা তক্ষকের ওপর আপনি প্রতিশোধ নিন। সেই নৃপতির চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসছিলেন, কিন্তু তক্ষক তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আপনি শীঘ্র সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করুন এবং জ্বলিত অগ্নিতে সেই পাপীকে আহুতি দিন। তাতে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ হবে, আমিও প্রীত হব, কারণ সেই দুরাত্মা আমার বিঘ্ন করেছিল।

উতঙ্কের কথা শুনে জনমেজয় তক্ষকের ওপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং শোকার্তমনে মন্ত্রিগণকে পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

পৌলোমপর্বাধ্যায়

৪। ভৃগু-পুলোমা— চ্যবন— অগ্নির শাপমোচন

মহর্ষি শৌনক সৌতিকে বললেন, বৎস, আমি ভৃগুবংশের বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি, তুমি তা বল।

সৌতি বললেন।— ব্রহ্মা যখন বরুণের যজ্ঞ করছিলেন তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়েছিল। ভৃগুর ভার্যার নাম পুলোমা। তিনি গর্ভবতী হলে একদিন যখন ভৃগু স্নান করতে যান তখন এক রাক্ষস আশ্রমে এসে ভৃগুপত্নীকে দেখে মুগ্ধ হল। এই রাক্ষসেরও নাম পুলোমা। পূর্বে সে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু কন্যার পিতা ভৃগুকেই কন্যাদান করেন। সেই দুঃখ সর্বদাই রাক্ষসের মনে ছিল। ভৃগুর হোমগৃহে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখে রাক্ষস বলল, অগ্নি, তুমি দেবগণের মুখ, সত্য বল এই পুলোমা কার ভার্যা। এই সুন্দরীকে পূর্বে আমি ভার্যারূপে বরণ করেছিলাম কিন্তু ভৃগু অন্যায়ভাবে এঁকে গ্রহণ করেছেন। এখন আমি এঁকে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই। তুমি সত্য কথা বল।

অগ্নি ভীত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, দানবনন্দন, তুমি পূর্বে এই পুলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ করনি। পুলোমার পিতা বরলাভের আশায় ভৃগুকেই কন্যাদান করেছিলেন। ভৃগু আমার সম্মুখেই এঁকে বিবাহ করেছেন। যাকে তুমি পূর্বে বরণ করেছিলে ইনিই সেই পুলোমা। আমি মিথ্যা বলতে পারব না।

তখন রাক্ষস বরাহের রূপ ধারণ করে পুলোমাকে হরণ করে মহাবেগে নিয়ে চলল। পুলোমার শিশু গর্ভচ্যুত হল, সে জন্য তার নাম চ্যবন। সূর্যতুল্য তেজোময় সেই শিশুকে দেখে রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূতলে পড়ল, পুলোমা পুত্রকে নিয়ে দুঃখিত মনে আশ্রমের দিকে চললেন। ব্রহ্মা তাঁর এই রোরুদ্যমানা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিলেন এবং পুলোমার অশ্রুজাত নদীর নাম বধূসরা রাখলেন। ভৃগু তাঁর পত্নীকে বললেন, তোমার পরিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল? পুলোমা উত্তর দিলেন, অগ্নি আমার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন

ভৃগু সরোষে অগ্নিকে শাপ দিলেন, তুমি সর্বভুক হবে। অগ্নি বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ দিলে? আমি ধর্মানুসারে রাক্ষসকে সত্য কথাই বলেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার মাননীয়, সে জন্য আমি প্রত্যভিশাপ দিলাম না। আমি যোগবলে বহু মূর্তিতে অধিষ্ঠান করি, আমাকে যে আহুতি দেওয়া হয় তাতেই দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আমি সর্বভুক কী করে হব?

অগ্নি দ্বিজগণের অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর অভাবে সকলে অতিশয় কষ্টে পড়ল, ঋষিরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে শাপের বিষয় জানলেন এবং বললেন, অগ্নির অন্তর্ধানে আমাদের ক্রিয়ালোপ হয়েছে; যিনি দেবগণের মুখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তিনি কী করে সর্বভুক হতে পারেন? ব্রহ্মা মিষ্টবাক্যে অগ্নিকে বললেন, হুতাশন, তুমি ত্রিলোকের ধারয়িতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক, ক্রিয়ালোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমি সদা পবিত্র, সর্বশরীর দিয়ে তুমি সর্বভুক হবে না, তোমার গুহ্যদেশে যে শিখা আছে এবং তোমার যে ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুমি তেজঃস্বরূপ, মহর্ষি ভৃগু যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কর এবং তোমার মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগরূপে গ্রহণ কর। অগ্নি বললেন, তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

৫। রুরু-প্রমদ্‌বরা— ডুণ্ডুভ

ভৃগুপুত্র চ্যবনের পত্নীর নাম সুকন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হন। এই রুরুর কথা এখন বলব।

স্থূলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতহিতে রত এক মহর্ষি ছিলেন। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহিত সহবাসে মেনকা গর্ভবতী হন। সেই নির্দয়া নির্লজ্জা অপ্সরা নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পরিত্যাগ করেন। মহর্ষি স্থূলকেশ দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী সেই কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে রূপে গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ সে জন্য মহর্ষি তার নাম রাখলেন— প্রমদ্‌বরা। রুরু সেই কন্যাকে দেখে মোহিত হলেন, তাঁর পিতা প্রমতির অনুরোধে স্থূলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন।

কিছুদিন পরে বিবাহকাল আসন্ন হল। প্রমদ্‌বরা তাঁর সখীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে দুর্দৈবক্রমে একটি সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সর্পের দংশনে প্রমদ্‌বরা বিবর্ণ বিগতশ্রী ও হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। স্থূলকেশ এবং অন্যান্য ঋষিরা দেখলেন পদ্মকান্তি সেই বালা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। প্রমতি ও বনবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ

সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। শোকার্ত রুরু গহন বনে গিয়ে করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে বললেন, যদি আমি দান তপস্যা ও গুরুজনের সেবা করে থাকি, যদি জন্মাবধি ব্রতপালন করে থাকি, কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষীকেশে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে আমার প্রিয় এখনই জীবনলাভ করুন।

রুরুর বিলাপ শুনে দেবতারা কৃপান্বিত হয়ে একজন দূত পাঠালেন। এই দেবদূত রুরুকে বললেন, বৎস, এই কন্যার আয়ু শেষ হয়েছে, তুমি বৃথা শোক কর না। তবে দেবতারা একটি উপায় নির্দিষ্ট করেছেন, তা যদি করতে পার তবে প্রমদ্বরাকে ফিরে পাবে। রুরু বললেন, হে আকাশচারী, বলুন সেই উপায় কী, আমি তাই করব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর, তা হলেই সে জীবিত হবে। রুরু বললেন, আমি অর্ধ আয়ু দিলাম, আমার প্রিয়া সৌন্দর্যময়ী ও সালংকারা হয়ে উত্থান করুন।

প্রমদ্বরার পিতা গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু দেবদূতের সঙ্গে যমের কাছে গিয়ে বললেন, ধর্মরাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে মৃতা প্রমদ্বরা রুরুর অর্ধ আয়ু নিয়ে বেঁচে উঠুক। যম বললেন, তাই হোক। তখন বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা যেন নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করলেন। প্রমতি ও স্থূলকেশ মহানন্দে বরকন্যার বিবাহ দিলেন।

রুরু অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্পকুল বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং যথাশক্তি সকলপ্রকার সর্পই বধ করতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) শুয়ে আছে। রুরু তখনই তাকে দণ্ডাঘাতে মারতে গেলেন। ডুণ্ডুভ বলল, তপোধন, আমি কোনও অপরাধ করিনি, তবে কেন আমাকে মারতে চান? রুরু বললেন, আমার প্রাণসমা ভার্যাকে সাপে কামড়েছিল, সে জন্য প্রতিজ্ঞা করেছি সাপ দেখলেই মারব। ডুণ্ডুভ বলল, যারা মানুষকে দংশন করে তারা অন্যজাতীয়, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে ডুণ্ডুভ বধ করতে পারেন না। রুরু জিজ্ঞাসা করলেন, ডুণ্ডুভ, তুমি কে? ডুণ্ডুভ উত্তর দিল, পূর্বে আমি সহস্রপাৎ নামে ঋষি ছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সখা ছিলেন, তাঁর বাক্য অব্যর্থ। একদিন তিনি অগ্নিহোত্রে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে আমি বালসুলভ খেলার ছলে একটি তৃণনির্মিত সর্প নিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তাতে তিনি মূর্ছিত হন। সংজ্ঞালাভ করে তিনি সক্রোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন নির্বিষ সর্প নির্মাণ করেছ, আমার শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান করে এই পরিহাস করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাহার করুন। খগম বললেন, যা বলেছি তা মিথ্যা হবে না, তবে আমার এই কথা শুনে রাখ— প্রমতির পুত্র রুরুর দর্শন পেলে তুমি শাপমুক্ত হবে। তুমি সেই রুরু, আজ আমি পূর্বরূপ ফিরে পাব।

ঋষি সহস্রপাৎ ডুণ্ডুভরূপ ত্যাগ করলেন এবং তেজোময় পূর্বরূপ লাভ করে রুরুকে বললেন,

অহিংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং স্মৃতঃ ॥
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান্ ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণঃ সৌম্য এবেহ ভবতীতি পরা শ্রুতিঃ ॥
বেদবেদাঙ্গবিৎ তাত সর্বভূতাভয়প্রদঃ।
অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চেতি বিনিশ্চিতম্ ॥
ব্রাহ্মণস্য পরো ধর্মো বেদানাং ধারণাপি চ।
ক্ষত্রিয়স্য হি যো ধর্মঃ স হি নেষ্যেত বৈ তব ॥

— সর্ব প্রাণীর অহিংসাই পরম ধর্ম; অতএব ব্রাহ্মণ কখনও কোনও প্রাণীর হিংসা করবেন না। বৎস, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে যে ব্রাহ্মণ শান্তমূর্তি বেদবেদাঙ্গবিৎ এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁর পক্ষে অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেদের ধারণাই পরম ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম তা তোমার গ্রহণীয় নয়।

তার পর সহস্রপাৎ বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। পূর্বকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পসমূহ বিনষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবিৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক ভীত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেছিলেন।

রুরু সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহস্রপাৎ বললেন, আমি এখন যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, তুমি ব্রাহ্মণদের কাছে সব শুনতে পাবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। রুরু তাঁকে চতুর্দিকে অন্বেষণ করে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তার পর আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সর্পযজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনলেন।

আস্তীকপর্বাধ্যায়

৬। জরৎকারু মুনি— কদ্রু ও বিনতা— সমুদ্রমন্থন

শৌনক বললেন, তুমি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও আস্তীকের ইতিহাস বল।

সৌতি বললেন।— আস্তীকের পিতার নাম জরৎকারু, তিনি মহাতপা ব্রহ্মচারী ঊর্ধ্বরেতা পরিব্রাজক ছিলেন। একদিন তিনি পর্যটন করতে করতে দেখলেন, কতকগুলি মানুষ উশীর (বেনা) তৃণ অবলম্বন করে ঊর্ধ্বপাদ অধোমুখ হয়ে গর্তের উপর ঝুলছেন। জরৎকারুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা যাযাবর নামক ঋষি ছিলাম। জরৎকারু নামে আমাদের একটি পুত্র আছে, সেই মূঢ় কেবল তপস্যা করে, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা তার নেই। আমরা অনাথ হয়ে বংশলোপের আশঙ্কায় পাপীর ন্যায় এই গর্তে লম্বমান রয়েছি। জরৎকারু বললেন, আপনারা

আমারই পিতৃপুরুষ, বলুন কী করব। পিতৃগণ বললেন, বৎস, দারগ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন কর, তাতেই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। জরৎকারু বললেন, আমি নিজের জন্য বিবাহ বা ধনোপার্জন করব না, আপনাদের হিতের জন্যই দারগ্রহণ করব। যে কন্যার নাম আমার নামের সমান, যাকে তার আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় দান করবে, তাকেই আমি ভিক্ষাস্বরূপ নেব।

জরৎকারু বিবাহার্থী হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে ধীর ও উচ্চ কণ্ঠে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করলেন। তখন বাসুকি তাঁর ভগিনীকে নিয়ে এসে বললেন, দ্বিজোত্তম, আপনি একে গ্রহণ করুন। কন্যার নাম আর নিজের নাম এক জেনে জরৎকারু তাঁকে বিবাহ করলেন। আস্তীক নামে তাঁদের এক পুত্র হল, তিনিই সর্পগণকে ত্রাণ করেন এবং পিতৃগণকেও উদ্ধার করেন।

শৌনক বললেন, বৎস সৌতি, তোমার কথা অতি মধুর, আমরা আরও শুনতে ইচ্ছা করি। সৌতি বলতে লাগলেন—

পুরাকালে সত্যযুগে দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই সুলক্ষণা রূপবতী কন্যা ছিলেন, তাঁরা কশ্যপের ধর্মপত্নী। কশ্যপ তাঁদের বর নিতে ইচ্ছা করলে কদ্রু বললেন, তুল্যবলশালী সহস্র নাগ আমার পুত্র হোক; বিনতা বললেন, আমাকে দুই পুত্র দিন যারা কদ্রুর পুত্রের চেয়েও বলবান ও তেজস্বী। কশ্যপ দুই পত্নীকেই অভীষ্ট বর দিলেন। যথাকালে কদ্রু এক সহস্র এবং বিনতা দুই ডিম্ব প্রসব করলেন। পাঁচশ বৎসর পরে কদ্রুর প্রত্যেক ডিম্ব থেকে পুত্র নির্গত হল। নিজের দুই ডিম্ব থেকে কিছুই বার হল না দেখে বিনতা একটি ডিম্ব ভেঙে দেখলেন, তার মধ্যস্থ সন্তানের দেহের ঊর্ধ্বভাগ আছে কিন্তু নিম্নভাগ অপরিণত। সেই পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে মাতাকে শাপ দিলেন, তোমার লোভের ফলে আমার দেহ অসম্পূর্ণ হয়েছে, তুমি পাঁচশ বৎসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকবে। অন্য ডিম্বটিকে অসময়ে ভেঙো না, যথাকালে তা থেকে পুত্র নির্গত হয়ে তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। এই কথা বলে তিনি আকাশে উঠলেন এবং অরুণরূপে সূর্যের সারথি হলেন। গরুড়ও যথাকালে জন্মগ্রহণ করলেন এবং জননী বিনতাকে ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত হয়ে আকাশে উড়লেন।

একদিন কদ্রু ও বিনতা দেখলেন, তাঁদের নিকট দিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যাচ্ছে।[১] অমৃতমন্থনে উৎপন্ন এই অশ্বরত্নের প্রশংসা সকল দেবতাই করতেন।

শৌনক অমৃতমন্থনের বিবরণ শুনতে চাইলে সৌতি বললেন।— একদা দেবগণ সুমেরু পর্বতের শিখরে বসে অমৃতপ্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণা করছিলেন। নারায়ণ ব্রহ্মাকে বললেন, দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হয়ে সমুদ্রমন্থন করুন, তা হলে অমৃত পাবেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনন্ত মন্দর পর্বত উৎপাটন

১. পরবর্তী ঘটনা ৭-পরিচ্ছেদে আছে।

করলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা সমুদ্রতীরে গিয়ে বললেন, অমৃতের জন্য আমরা আপনাকে মন্থন করব। সমুদ্র বললেন, আমাকে অনেক মর্দন সইতে হবে, অমৃতের অংশ যেন আমি পাই।

দেবাসুরের অনুরোধে সাগরস্থ কূর্মরাজ মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করলেন, ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্বতের নিম্নদেশ সমান করে দিলেন। তার পর মন্দরকে মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকি (অনন্ত)কে রজ্জু করে দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন। অসুরগণ নাগরাজের শীর্ষদেশ এবং দেবগণ পুচ্ছ ধারণ করলেন। বাসুকির মুখ থেকে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত যে নিশ্বাসবায়ু নির্গত হল তা মেঘে পরিণত হয়ে পরিশ্রান্ত দেবাসুরের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। সমুদ্র থেকে মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উঠল, মন্দরের ঘর্ষণে বহু জলজন্তু নিষ্পিষ্ট হল, পর্বতের বৃক্ষসকল পক্ষিসমেত নিপতিত হল, বৃক্ষের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে হস্তী সিংহ প্রভৃতি জন্তুকে দগ্ধ করে ফেলল। নানাপ্রকার বৃক্ষের নির্যাস, ওষধির রস এবং কাঞ্চনদ্রব সমুদ্রজলে পড়ল। সেই সকল রসমিশ্রিত জল থেকে দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপন্ন হল।

তার পর মথ্যমান সাগর থেকে চন্দ্র উঠলেন এবং ঘৃত থেকে লক্ষ্মী, সুরা দেবী, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও নারায়ণের বক্ষের ভূষণ কৌস্তুভ মণির উদ্ভব হল। সর্বকামনাপূরক পারিজাত এবং সুরভি ধেনুও উত্থিত হল। লক্ষ্মী, সুরা দেবী, চন্দ্র ও উচ্চৈঃশ্রবা দেবগণের নিকট গেলেন। অনন্তর ধন্বন্তরি দেব অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ 'আমার আমার' বলে কোলাহল করতে লাগল। তার পর শ্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত মহাকায় ঐরাবত উত্থিত হলে ইন্দ্র তাকে ধরলেন। অতিশয় মন্থনের ফলে কালকূট উঠল, সধূম অগ্নির ন্যায় সেই বিষে জগৎ ব্যাপ্ত হল। ব্রহ্মার অনুরোধে ভগবান মহেশ্বর সেই বিষ কণ্ঠে গ্রহণ করলেন, সেই থেকে তাঁর নাম নীলকণ্ঠ।

দানবগণ অমৃত ও লক্ষ্মী লাভের জন্য দেবতাদের সঙ্গে কলহ করতে লাগল। নারায়ণ মোহিনী মায়ায় স্ত্রীরূপ ধারণ করে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করল। তিনি দানবগণকে শ্রেণিবদ্ধ করে বসিয়ে কমণ্ডলু থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণের প্রতি ধাবিত হল, তখন বিষ্ণু অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কাছ থেকে অমৃত নিয়ে পান করছিলেন সেই অবসরে রাহু নামক এক দানব দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত পান করল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও সূর্য বিষ্ণুকে বলে দিলেন, বিষ্ণু তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। রাহুর মুণ্ড আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগল, তার কবন্ধ (ধড়) ভূমিতে পড়ল, সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হল। সেই অবধি চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরস্থায়ী শত্রুতা হল।

বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ত্যাগ করে দেবগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলেন। দানবগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

৭। কদ্রু-বিনতার পণ— গরুড়— গজকচ্ছপ— অমৃতহরণ

একদিন উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে কদ্রু ও বিনতা তর্ক করলেন, এই অশ্বের বর্ণ কী। বিনতা বললেন, শ্বেত; কদ্রু বললেন, এর পুচ্ছলোম কৃষ্ণ। অবশেষে এই পণ স্থির হল যে কাল তাঁরা অশ্বটিকে ভালো করে দেখবেন এবং যাঁর কথা মিথ্যা হবে তিনি সপত্নীর দাসী হবেন।

কদ্রু তাঁর সর্পপুত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে ওই অশ্বের পুচ্ছে লগ্ন হও, যাতে তা কজ্জলবর্ণ দেখায়। যে সর্পরা সম্মত হল না কদ্রু তাদের শাপ দিলেন, তোমরা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে দগ্ধ হবে। পরদিন প্রভাতে কদ্রু ও বিনতা আকাশপথে সমুদ্রের পরপারে গেলেন। উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ লোম দেখে বিনতা বিষণ্ণ হলেন এবং কদ্রু তাঁকে দাসীত্বে নিযুক্ত করলেন।

এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিম্ব বিদীর্ণ করে মহাবল গরুড় বহির্গত হলেন এবং অগ্নিরাশির ন্যায় তেজোময় বিশাল দেহ ধারণ করে আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগলেন। তার পর তিনি সমুদ্রের পরপারে মাতার নিকট গেলেন। কদ্রু বিনতাকে বললেন, সমুদ্রের মধ্যে এক সুরম্য নাগালয় আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে চল। বিনতা কদ্রুকে এবং গরুড় তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা সর্পগণকে বহন করে নিয়ে চললেন। সূর্যতাপে পুত্ররা কষ্ট পাচ্ছে দেখে কদ্রু ইন্দ্রের স্তব করলেন, ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হল। সর্পসকল হৃষ্ট হয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এক রমণীয় দ্বীপে এল। তারা গরুড়কে বলল, আমাদের অন্য এক দ্বীপে নিয়ে চল যেখানে নির্মল জল আছে। গরুড় বিনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের আজ্ঞানুসারে আমাকে চলতে হবে কেন? বিনতা জানালেন যে, কদ্রু কপট উপায়ে তাঁকে পণে পরাজিত করে দাসীত্বে নিযুক্ত করেছেন। গরুড় দুঃখিত হয়ে সর্পদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী করলে আমরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারি? সর্পরা বলল, যদি নিজ বীর্যবলে অমৃত আনতে পার তবে মুক্তি পাবে।

গরুড় বিনতাকে বললেন, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছি, পথে কী খাব? বিনতা বললেন, সমুদ্রের এক প্রান্তে বহু সহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি সেই নির্দয় দুরাত্মাদের খেয়ো কিন্তু ব্রাহ্মণদের কখনও হিংসা করো না। গরুড় আকাশমার্গে যাত্রা করে নিষাদালয়ে উপস্থিত হলেন এবং মুখব্যাদান করে নিষাদগণকে গ্রাস করতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর সঙ্গে গরুড়ের কণ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন। দীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ বোধ হওয়ায় গরুড় বললেন, দ্বিজোত্তম, তুমি শীঘ্র নির্গত হও, ব্রাহ্মণ পাপী হলেও আমার ভক্ষ্য নয়। ব্রাহ্মণ বললেন, তবে আমার নিষাদী ভার্যাকেও ছেড়ে দাও। গরুড় বললেন, আপনি তাঁকে নিয়ে শীঘ্র বেরিয়ে আসুন, যেন আমার জঠরানলে জীর্ণ না হন। ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক নির্গত হয়ে গরুড়কে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন।

তার পর গরুড় তাঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপের কাছে গেলেন। কশ্যপ কুশল প্রশ্ন করলে গরুড় বললেন, আমি মাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য অমৃত আনতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি প্রচুর খাদ্য পাই না, আপনি আমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির উপায় বলুন।

কশ্যপ বললেন, বিভাবসু নামে এক কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক ধনবিভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতেন। একদিন বিভাবসু বললেন, যে ভ্রাতারা গুরু ও শাস্ত্র মানে না তারাই পরস্পরকে শত্রু ভেবে শঙ্কিত হয়; সাধুলোকে ধনবিভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিষেধ শুনবে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হতে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও। সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বৎস গরুড়, ওই যে সরোবর দেখছ ওখানে দুই ভ্রাতা গজকচ্ছপ রূপে পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তুমি ওই মহাগিরিতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন কর।

এক নখে গজ আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে নিয়ে গরুড় অলম্ব তীর্থে গেলেন। সেখানকার বৃক্ষসকল শাখাভঙ্গের ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটি বিশাল দিব্য বটবৃক্ষ গরুড়কে বলল, আমার শতযোজন আয়ত মহাশাখায় বসে তুমি গজকচ্ছপ ভোজন কর। গরুড় বসবামাত্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালখিল্য মুনিগণ সেই শাখা থেকে অধোমুখে ঝুলছেন দেখে গরুড় সন্ত্রস্ত হয়ে চঞ্চুদ্বারা শাখাটি ধরে ফেললেন এবং বহু দেশে বিচরণ করে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন। কশ্যপ সেখানে তপস্যা করছিলেন। তিনি পুত্রের অনিষ্টবারণের জন্য বালখিল্যগণকে বললেন, তপোধনগণ, লোকের হিতের নিমিত্ত গরুড় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, আপনারা তাকে অনুমতি দিন। তখন বালখিল্যগণ শাখা ত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেলেন। গরুড় শাখা মুখে করে বিকৃতস্বরে পিতাকে বললেন, ভগবান, মানুষবর্জিত এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পারি। কশ্যপ একটি তুষারময় জনশূন্য পর্বতের কথা বললেন। গরুড় সেখানে গিয়ে শাখা ত্যাগ করলেন এবং পর্বতশৃঙ্গে বসে গজকচ্ছপ ভোজন করলেন।

ভোজন শেষ করে গরুড় মহাবেগে উড়ে চললেন। অশুভসূচক নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হলেন। বৃহস্পতি বললেন, কশ্যপ-বিনতার পুত্র কামরূপী গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করে অমৃতরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। গরুড়কে দেখে দেবগণ ভয়ে কম্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা অমৃতের রক্ষক ছিলেন, তিনি গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভূপতিত হলেন। গরুড়ের পক্ষের আন্দোলনে ধূলি উড়ে দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে, বায়ু সেই ধূলি অপসারিত করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। পরিশেষে গরুড় জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে অমৃতরক্ষাগারে প্রবেশ করলেন।

গরুড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা জ্বলছে, তার নিকটে একটি ক্ষুরধার লৌহচক্র নিরন্তর ঘুরছে। তিনি তাঁর দেহ সংকুচিত করে চক্রের অরের অন্তরাল দিয়ে

প্রবেশ করে দেখলেন, অমৃত রক্ষার জন্য দুই ভয়ংকর সর্প চক্রের নিম্নদেশে রয়েছে। গরুড় তাদের বধ করে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিষ্ণুর দর্শন পেলেন। গরুড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে বিষ্ণু প্রীত হয়ে বললেন, তোমাকে বর দেব। গরুড় বললেন, আমি তোমার উপরে থাকতে এবং অমৃতপান না করেই অজর অমর হতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। তখন গরুড় বললেন, ভগবান, তুমিও আমার কাছে বর চাও। বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও, আমার রথধ্বজের উপরেও থেকো। গরুড়, তাই হবে, বলে মহাবেগে প্রস্থান করলেন।

তখন ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন। গরুড় সহাস্যে বললেন, শতক্রতু, দধীচি মুনি, তাঁর অস্থিজাত বজ্র, এবং তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পালক ফেলে দিলাম, তোমার বজ্রপাতে আমার কোনও ব্যথা হয়নি। গরুড়ের নিক্ষিপ্ত সেই সুন্দর পালক দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম দিলেন 'সুপর্ণ'। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বললেন, যদি তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে ফিরিয়ে দাও, কারণ তুমি যাদের দেবে তারাই আমাদের ওপর উপদ্রব করবে। গরুড় বললেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি অমৃত নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমি রাখব সেখান থেকে তুমি হরণ করো। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে গরুড় বললেন, মহাবল সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হোক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে।

তার পর গরুড় বিনতার কাছে এলেন এবং সর্পভ্রাতাদের বললেন, আমি অমৃত এনেছি, এই কুশের উপর রাখছি, তোমরা স্নান করে এসে খেয়ো। এখন তোমাদের কথা রাখ, আমার মাতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত কর। তাই হোক, বলে সর্পরা স্নান করতে গেলে, সেই অবসরে ইন্দ্র অমৃত হরণ করলেন। সর্পের দল ফিরে এসে 'আমি আগে, আমি আগে' বলে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেয়ে কুশ চাটতে লাগল, তার ফলে তাদের জিহ্বা দ্বিধাবিভক্ত হল।

৮। আস্তীকের জন্ম— পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ

শৌনক বললেন, কদ্রুর অভিশাপ[১] শুনে তাঁর পুত্রেরা কী করেছিল বল।

সৌতি বললেন।— ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসুকি) কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মাতার অভিশাপের পর নানা পবিত্র তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার কী কামনা তা বল। শেষ উত্তর দিলেন, আমার সহোদরগণ অতি মন্দমতি, তারা আমার বৈমাত্র ভ্রাতা গরুড়কে দ্বেষ করে। আমি পরলোকেও সহোদরদের সংসর্গ চাই না, সে জন্য তপস্যায় প্রাণ বিজর্সন দেব। ব্রহ্মা

১. ৭-পরিচ্ছেদে।

বললেন, আমি তোমার ভ্রাতাদের আচরণ জানি। ভাগ্যক্রমে তোমার ধর্মবুদ্ধি হয়েছে, তুমি আমার আদেশে এই শৈল-বন-সাগর-জনপদাদি-সমন্বিত চঞ্চল পৃথিবীকে নিশ্চল করে ধারণ কর। শেষ নাগ পাতালে গিয়ে মস্তক দ্বারা পৃথিবী ধারণ করলেন, ব্রহ্মার ইচ্ছায় গরুড় তাঁর সহায় হলেন। পাতালবাসী নাগগণ তাঁকে বাসুকিরূপে নাগরাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

মাতৃপ্রদত্ত শাপ খণ্ড করবার জন্য বাসুকি তাঁর ধার্মিক ভ্রাতাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। নাগগণ অনেক প্রকার উপায় নির্দেশ করলেন কিন্তু বাসুকি কোনওটিতে সম্মত হলেন না। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বললেন, আমাদের মাতা যখন অভিশাপ দেন তখন আমি তাঁর ক্রোড়ে বসে শুনেছিলাম— ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, তপস্বী পরিব্রাজক জরৎকারুর ঔরসে বাসুকির ভগিনী[১] জরৎকারুর গর্ভে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই ধার্মিক সর্পগণকে রক্ষা করবেন।

তার পর বাসুকি বহু অন্বেষণের পর মহর্ষি জরৎকারুকে পেয়ে তাঁকে ভগিনী সম্প্রদান করলেন। সেই ধার্মিক তপস্বী বাসুকির প্রদত্ত রমণীয় গৃহে সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। তিনি ভার্যাকে বললেন, তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি কর তবে এই বাসগৃহ আর তোমাকে ত্যাগ করব। বাসুকির ভগিনী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাকী[২]-র ন্যায় পতির সেবা করে যথাকালে গর্ভবতী হলেন। একদিন মহর্ষি তাঁর ক্রোড়ে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময় সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হল। পাছে সন্ধ্যাকৃত্যের কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশঙ্কায় তিনি মৃদুস্বরে স্বামীকে জাগালেন। মহর্ষি বললেন, নিদ্রাভঙ্গ করে তুমি আমার অবমাননা করেছ, তোমার কাছে আর আমি থাকব না। আমি যতক্ষণ সুপ্ত থাকি ততক্ষণ সূর্যের অস্ত যাবার ক্ষমতা নেই। অনেক অনুনয় করলেও তিনি তাঁর বাক্য প্রত্যাহার করলেন না, যাবার সময় পত্নীকে বলে গেলেন, ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ঋষি আছেন।

যথাকালে বাসুকিভগিনীর দেবকুমার তুল্য এক পুত্র হল। এই পুত্র চ্যবনতনয় প্রমতির কাছে বেদাধ্যয়ন করলেন। মহর্ষি জরৎকারু চলে যাবার সময় তাঁর পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন সে জন্য তাঁর পুত্র আস্তীক নামে খ্যাত হলেন।

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, জনমেজয় তাঁর পিতার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে চাইলে মন্ত্রীরা তাঁকে কী বলেছিলেন?

সৌতি বললেন, জনমেজয়ের মন্ত্রীরা এই ইতিহাস বলেছিলেন।— অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয় ছিলেন। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করার পর দুরদৃষ্টক্রমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। তিনি প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় মহাবীর ও ধনুর্ধর ছিলেন। একদা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করতে গিয়ে একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ

১. ইনিই মনসা দেবী।
২. টীকাকার নীলকণ্ঠ অর্থ করেছেন স্ত্রী-বক।

করে তার অনুসরণ করলেন এবং পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে গহন বনে শমীক নামক এক মুনিকে দেখতে পেলেন। রাজা মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মুনি উত্তর দিলেন না, কারণ তিনি তখন মৌনব্রতধারী ছিলেন। পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে একটা মৃত সর্প ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে মুনির স্কন্ধে পরিয়ে দিলেন। মুনি কিছুই বললেন না, ক্রোধও প্রকাশ করলেন না। রাজা তখন নিজের পুরীতে ফিরে গেলেন।

শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী ক্রোধী পুত্র ছিলেন, তিনি তাঁর আচার্যের গৃহ থেকে ফেরবার সময় কৃশ নামক এক বন্ধুর কাছে শুনলেন, রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর তপোরত পিতাকে কিরূপে অপমান করেছেন। শৃঙ্গী ক্রোধে যেন প্রদীপ্ত হয়ে এই অভিশাপ দিলেন, আমার নিরপরাধ পিতার স্কন্ধে যে মৃত সর্প দিয়েছে সেই পাপীকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক নাগ দগ্ধ করবে। শৃঙ্গী তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন। শমীক বললেন, বৎস, আমরা পরীক্ষিতের রাজ্যে বাস করি, তিনি আমাদের রক্ষক, তাঁর অনিষ্ট আমি চাই না। তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হয়ে এসেছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম করেছেন। পুত্র, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয়নি। শৃঙ্গী বললেন, পিতা, আমি যদি অন্যায়ও করে থাকি তথাপি আমার শাপ মিথ্যা হবে না।

গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে শমীক পরীক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গুরুর উপদেশ অনুসারে গৌরমুখ বললেন, মহারাজ, মৌনব্রতী শমীকের স্কন্ধে আপনি মৃত সর্প রেখেছিলেন, তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর পুত্র ক্ষমা করেননি, তাঁর শাপে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে। শমীক বার বার বলে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় যত্নবান হন।

পরীক্ষিৎ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং বিষচিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখানে থেকেই মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজকার্য করতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সপ্তম দিনে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ বিষচিকিৎসার জন্য রাজার কাছে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তক্ষক তাঁকে বলল, আপনি এত দ্রুত কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ বললেন, আজ তক্ষক নাগ পরীক্ষিৎকে দংশন করবে, আমি গুরুর কৃপায় বিষ নষ্ট করতে পারি, রাজাকে সদ্য সদ্য নিরাময় করব। তক্ষক বলল, আমিই তক্ষক, এই বটবৃক্ষে দংশন করছি, আপনার মন্ত্রবল দেখান।

তক্ষকের দংশনে বটবৃক্ষ জ্বলে গেল। কাশ্যপের মন্ত্রশক্তিতে ভস্মরাশি থেকে প্রথমে অঙ্কুর, তার পর দুটি পল্লব, তার পর বহু পত্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হল। তক্ষক বলল, তপোধন, আপনি কিসের প্রার্থী হয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণের শাপে তাঁর আয়ু ক্ষয় পেয়েছে, আপনি তাঁর চিকিৎসায় কৃতকার্য হবেন কি না সন্দেহ। রাজার কাছে আপনি যত ধন আশা করেন তার চেয়ে বেশি আমি দেব, আপনি ফিরে যান। কাশ্যপ

ধ্যান করে জানলেন যে পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তিনি তক্ষকের কাছে অভীষ্ট ধন নিয়ে চলে গেলেন।

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আর জল নিয়ে পরীক্ষিতের কাছে গেল। রাজা সেইসকল উপহার নিয়ে তাদের বিদায় দিলেন এবং অমাত্য-সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে ফল খাবার উপক্রম করলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণনয়ন তাম্রবর্ণ কীট দেখে রাজা তা হাতে ধরে সচিবদের বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আমার দুঃখ বা ভয় নেই, শৃঙ্গীর বাক্য সত্য হোক, এই কীট তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক। এই বলে তিনি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কীট রেখে হাসতে লাগলেন। তখন কীটরূপী তক্ষক নিজ মূর্তি ধরে রাজাকে বেষ্টন করল এবং সগর্জনে তাঁকে দংশন করল। মন্ত্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর তাঁরা দেখলেন, পদ্মবর্ণ তক্ষক আকাশে যেন সীমন্তরেখা বিস্তার করে চলেছে। বিষের অনলে রাজার গৃহ আলোকিত হল, তিনি বজ্রাহতের ন্যায় পড়ে গেলেন।

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর রাজপুরোহিত এবং মন্ত্রীরা পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁর শিশুপুত্র জনমেজয়কে রাজা করলেন। যথাকালে কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার কন্যা বপুষ্টমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হল। তিনি অন্য নারীর প্রতি মন দিতেন না, পতিব্রতা রূপবতী বপুষ্টমার সঙ্গে মহানন্দে কালযাপন করতে লাগলেন।

৯। জনমেজয়ের সর্পসত্র

মন্ত্রীদের কাছে পিতার মৃত্যুবিবরণ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, তার পর জলস্পর্শ করে বললেন, যে দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করেছে তার ওপর আমি প্রতিশোধ নেব। তিনি পুরোহিতদের প্রশ্ন করলেন, আপনারা এমন ক্রিয়া জানেন কি যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়? পুরোহিতরা বললেন, মহারাজ, সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞ আছে, আমরা তার পদ্ধতি জানি।

রাজার আজ্ঞায় আয়োজন হতে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবার সময় একজন পুরাণকথক সূত বলল, কোনও ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের ব্যাঘাত করবেন। জনমেজয় দ্বারপালকে বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে। অনন্তর যথাবিধি সর্পসত্র আরম্ভ হল। কৃষ্ণবসনধারী যাজকগণ ধূমে রক্তলোচন হয়ে সর্পগণকে আহ্বান করে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। নানাজাতীয় নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প অগ্নিতে পড়ে বিনষ্ট হল।

তক্ষক নাগ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমার ভয় নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বাসুকি তাঁর ভগিনীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি তোমার পুত্রকে বল যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করে। তখন জরৎকারু

আস্তীককে পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমরতুল্য পুত্র, তুমি আমার ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গকে যজ্ঞাগ্নি থেকে রক্ষা কর। আস্তীক বললেন, তাই হবে, আমি নাগরাজ বাসুকিকে তাঁর মাতৃদত্ত শাপ থেকে রক্ষা করব।

আস্তীক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বারপাল তাঁকে প্রবেশ করতে দিল না। তখন তিনি স্তুতি করতে লাগলেন— পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, তুমি ভরতবংশের প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতির যজ্ঞের তুল্য; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। ইন্দ্রের শত যজ্ঞ, যম রন্তিদেব কুবের ও দাশরথি রামের যজ্ঞ, এবং যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতির যজ্ঞ যেরূপ, তোমার এই যজ্ঞও সেইরূপ; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। তোমার তুল্য প্রজাপালক রাজা জীবলোকে নেই, তুমি বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য। তুমি যমের ন্যায় ধর্মজ্ঞ, কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন।

আস্তীকের স্তুতি শুনে জনমেজয় বললেন, ইনি অল্পবয়স্ক হলেও বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলছেন, এঁকে বর দিতে চাই। রাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্রাহ্মণ সম্মান ও বরলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শীঘ্র আসে আগে সেই চেষ্টা করুন। আগন্তুক ব্রাহ্মণকে রাজা বর দিতে চান দেখে সর্পসত্রের হোতা চণ্ডভার্গবও প্রীত হলেন না। তিনি বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসেনি। ঋত্বিগ্‌গণ বললেন, আমরা বুঝতে পারছি তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তখন রাজার অনুরোধে হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র বিমানে চড়ে যজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন, তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ে লুকিয়ে রইল। জনমেজয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তক্ষক যদি ইন্দ্রের কাছে থাকে তবে ইন্দ্রের সঙ্গেই তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন।

ইন্দ্র যজ্ঞস্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মন্ত্রপ্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে যজ্ঞাগ্নির অভিমুখে আসতে লাগল। ঋত্বিগ্‌গণ বললেন, মহারাজ, ওই তক্ষক ঘুরতে ঘুরতে আসছে, তার মহাগর্জন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে, এখন ওই ব্রাহ্মণকে বর দিতে পারেন। রাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সুপণ্ডিত, তোমার অভিপ্রেত বর চাও। আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ; তক্ষক আকাশে স্থির হয়ে রইল। তখন আস্তীক রাজাকে বললেন, জনমেজয়, এই যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হোক, অগ্নিতে আর যেন সর্প না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, সুবর্ণ রজত ধেনু যা চাও দেব, কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না হয়। রাজা এইরূপে বার বার অনুরোধ করলেও আস্তীক বললেন, আমি আর কিছুই চাই না, আপনার যজ্ঞ নিবৃত্ত হোক, আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হোক। তখন সদস্যগণ সকলে রাজাকে বললেন, এই ব্রাহ্মণকে বর দিন।

আস্তীক তাঁর অভীষ্ট বর পেলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হল, রাজাও প্রীতিলাভ করে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ দান করলেন। তিনি আস্তীককে বললেন, তুমি আমার অশ্বমেধ

যজ্ঞে সদস্যরূপে আবার এসো। আস্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে ফিরে গেলেন। সর্পগণ আনন্দিত হয়ে বর দিতে চাইলে আস্তীক বললেন, প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ বা অন্য ব্যক্তি যদি রাত্রিতে বা দিবসে এই ধর্মাখ্যান পাঠ করে তবে তোমাদের কাছ থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সর্পগণ প্রীত হয়ে বলল, ভাগিনেয়, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ করব।

আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোহভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিতুমর্হথ ॥
সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর ॥
আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে।
শতধা ভিদ্যতে মূর্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥[১]

— হে মহাভাগ সর্পগণ, যিনি সর্পসত্রে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন সেই আস্তীককে স্মরণ করছি, আমায় হিংসা করো না। সর্প, সরে যাও, তোমার ভালো হোক; মহাবিষ সর্প, চলে যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞের পর আস্তীকের বাক্য স্মরণ কর। আস্তীকের কথায় যে সর্প নিবৃত্ত হয় না তার মস্তক শিমুল[২] ফলের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়।

আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায়

১০। উপরিচর বসু— পরাশর-সত্যবতী— কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

শৌনক বললেন, বৎস সৌতি, সর্পসত্রে কর্মের অবকাশে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন প্রতিদিন যে মহাভারত পাঠ করতেন তাই আমরা এখন শুনতে ইচ্ছা করি। সৌতি বললেন, জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন যে মহাভারতকথা বলেছিলেন তা আপনারা শুনুন।—

চেদি[৩] দেশে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য করে স্ফটিকময় বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং একটি বংশনির্মিত যষ্টি দিয়েছিলেন। উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব করে সেই যষ্টি রাজপুরীতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন। পরদিন তিনি গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অলংকৃত এবং কুসুম্ভ পুষ্পে রঞ্জিত বস্ত্রে বেষ্টিত করে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন করতেন। সেই অবধি অন্যান্য রাজারাও এইপ্রকার উৎসব করে থাকেন। উপরিচর ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ

১. সর্পভয়বারক মন্ত্র।
২. শিংশ বা শিংশপার প্রচলিত অর্থ শিশুগাছ, কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ শিমুল অর্থ করেছেন।
৩. এইখানে মহাভারতের মূল আখ্যানের আরম্ভ।

করতেন সেই কারণেই তাঁর এই নাম। তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল, তাঁরা বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন।

উপরিচরের রাজধানীর নিকট শুক্তিমতী নদী ছিল। কোলাহল নামক পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করে। রাজা সেই পুত্রকে সেনাপতি এবং কন্যাকে মহিষী করলেন। একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা তাঁর ঋতুস্নাতা রূপবতী মহিষী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাবিষ্ট হলেন এবং স্খলিত শুক্র এক শ্যেনপক্ষীকে দিয়ে বললেন, তুমি শীঘ্র গিরিকাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণের ফলে শুক্র যমুনার জলে পড়ে গেল। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসী হয়ে ছিল, সে শুক্র গ্রহণ করে গর্ভিণী হল এবং দশম মাসে ধীবরের জালে ধৃত হল। ধীবর সেই মৎসীর উদরে একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী সন্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। অপ্সরা তখনই শাপমুক্ত হয়ে আকাশপথে চলে গেল। উপরিচর ধীবরকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হোক। পুরুষ সন্তানটি পরে মৎস্য নামে এক ধার্মিক রাজা হয়েছিলেন।

সেই রূপগুণবতী কন্যার নাম সত্যবতী, কিন্তু সে মৎস্যজীবীদের কাছে থাকত সে জন্য তার অন্য নাম মৎস্যগন্ধা। একদিন সে যমুনায় নৌকা চালাচ্ছিল এমন সময় পরাশর মুনি তীর্থ পর্যটন করতে করতে সেখানে এলেন। অতীব রূপবতী চারুহাসিনী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে পরাশর বললেন, সুন্দরী, এই নৌকার কর্ণধার কোথায়? সে বলল, যে ধীবরের এই নৌকা তাঁর পুত্র না থাকায় আমিই সকলকে পার করি। পরাশর নৌকায় উঠে যেতে যেতে বললেন, আমি তোমার জন্মবৃত্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমার কাছে বংশধর পুত্র চাচ্ছি, তুমি আমার কামনা পূর্ণ কর। সত্যবতী বলল, ভগবান, পরপারের ঋষিরা আমাদের দেখতে পাবেন। পরাশর তখন কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টি করলেন, সর্বদিক তমসাচ্ছন্ন হল। সত্যবতী লজ্জিত হয়ে বলল, আমি কুমারী, পিতার বশে চলি, আমার কন্যাভাব দূষিত হলে কী করে গৃহে ফিরে যাব? পরাশর বললেন, আমার প্রিয়কার্য করে তুমি কুমারীই থাকবে। পরাশরের বরে মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত হল। এক যোজন দূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত সে জন্য লোকে তাকে যোজন-গন্ধাও বলত।

সত্যবতী সদ্য গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করলেন। যমুনার দ্বীপে জাত এই পরাশরপুত্রের নাম দ্বৈপায়ন[১], ইনি মাতার আদেশ নিয়ে তপস্যায় রত হলেন। পরে ইনি বেদ বিভক্ত করে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্র শুক ও বৈশম্পায়নাদি শিষ্যকে চতুর্বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁরাই মহাভারতের সংহিতাগুলো পৃথক পৃথক প্রকাশিত করেন।

---

১. এঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জাত এজন্য উপনাম দ্বৈপায়ন।

১১। কচ ও দেবযানী

জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন কুরুবংশের বৃত্তান্ত আদি থেকে বললেন—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি তাঁর পঞ্চাশটি কন্যাকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অদিতি থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান (সূর্য), মনু, ইলা, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ ও যযাতি উৎপন্ন হন। যযাতি দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন।

ত্রিলোকের ঐশ্বর্যের জন্য যখন দেবাসুরের বিরোধ হয় তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে এবং অসুররা শুক্রাচার্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। এই দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যুদ্ধে মারতেন শুক্র বিদ্যাবলে তাদের পুনর্জীবিত করতেন। বৃহস্পতি এই বিদ্যা জানতেন না, সে জন্য দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পারতেন না। দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র কচকে বললেন, তুমি অসুররাজ বৃষপর্বার কাছে যাও, সেখানে শুক্রাচার্যকে দেখতে পাবে। শুক্রের প্রিয়কন্যা দেবযানীকে যদি সন্তুষ্ট করতে পার তবে তুমি নিশ্চয় মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করবে। কচ শুক্রের কাছে গিয়ে বললেন, আমি অঙ্গিরা ঋষির পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, আমাকে শিষ্য করুন, সহস্র বৎসর আমি আপনার কাছে থাকব। শুক্র সম্মত হলেন। গুরু ও গুরুকন্যার সেবা করে কচ ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন। তিনি গীত নৃত্য বাদ্য করে এবং পুষ্প ফল উপহার দিয়ে প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীকে তুষ্ট করতেন। সুগায়ক সুবেশ প্রিয়বাদী রূপবান মাল্যধারী পুরুষকে নারীরা স্বভাবত কামনা করে, সে জন্য দেবযানীও নির্জন স্থানে কচের কাছে গান গাইতেন এবং তাঁর পরিচর্যা করতেন।

এইরূপে পাঁচশো বৎসর গত হলে দানবরা কচের অভিসন্ধি বুঝতে পারল। একদিন কচ যখন বনে গরু চরাচ্ছিলেন তখন তারা তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কুকুরকে দিল। কচ ফিরে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পিতা, আপনার হোম শেষ হয়েছে, সূর্য অস্ত গেছে, গরুর পালও ফিরেছে, কিন্তু কচকে দেখছি না। নিশ্চয় তিনি হত হয়েছেন। আমি সত্য বলছি, কচ বিনা আমি বাঁচব না। শুক্র তখন সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে আহ্বান করলেন। কচ তখনই কুকুরদের শরীর ভেদ করে হৃষ্টচিত্তে উপস্থিত হলেন এবং দেবযানীকে জানালেন যে, দানবরা তাঁকে বধ করেছিল। তার পর আবার একদিন দানবরা কচকে হত্যা করল এবং শুক্র তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তৃতীয় বারে দানবরা কচকে দগ্ধ করে তাঁর ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রকে খাওয়াল। কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ করতে লাগলেন। শুক্র বললেন, অসুররা তাকে বার বার বধ করছে, আমরা কী করব। তুমি শোক করো না। দেবযানী সরোদনে বললেন, পিতা, বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মচারী কর্মদক্ষ কচ আমার প্রিয়, আমি তাঁকেই অনুসরণ

করব। তখন শুক্র পূর্বের ন্যায় কচকে আহ্বান করলেন। গুরুর জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আমি অভিবাদন করছি, আমাকে পুত্র জ্ঞান করুন। অসুররা আমাকে ভস্ম করে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে আপনাকে খাইয়েছে। শুক্র দেবযানীকে বললেন, তুমি কিসে সুখী হবে বল, আমার উদর বিদীর্ণ না হলে কচকে দেখতে পাবে না, আমি না মরলে কচ বাঁচবে না। দেবযানী বললেন, আপনার আর কচের মৃত্যু দুই-ই আমার পক্ষে সমান, আপনাদের কারও মৃত্যু হলে আমি বাঁচব না। তখন শুক্র বললেন, বৃহস্পতির পুত্র, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ, দেবযানী তোমাকে স্নেহ করে। যদি তুমি কচরূপ ইন্দ্র না হও তবে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। বৎস, তুমি পুত্ররূপে আমার উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গুরুর নিকট বিদ্যা লাভ করে তোমার যেন ধর্মবুদ্ধি হয়।

শুক্রের দেহ বিদীর্ণ করে কচ বেরিয়ে এলেন এবং নবলব্ধ বিদ্যার দ্বারা তাঁকে পুনর্জীবিত করে বললেন, আপনি বিদ্যাহীন শিষ্যের কর্ণে বিদ্যামৃত দান করেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান করি। শুক্র গাত্রোত্থান করে সুরাপানের প্রতি এই অভিশাপ দিলেন— যে মন্দমতি ব্রাহ্মণ মোহবশে সুরাপান করবে, সে ধর্মহীন ও ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্য পাপী হবে। তার পর দানবগণকে বললেন, তোমরা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে আমার তুল্য প্রভাবশালী হয়েছেন, তিনি আমার কাছেই বাস করবেন।

সহস্র বৎসর অতীত হলে কচ স্বর্গলোকে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবযানী তাঁকে বললেন, অঙ্গিরার পৌত্র, তুমি বিদ্যা কুলশীল তপস্যা ও সংযমে অলংকৃত, তোমার পিতা আমার মাননীয়। তোমার ব্রতপালনকালে আমি তোমার পরিচর্যা করেছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত, তুমি আমাকে বিবাহ কর। কচ উত্তর দিলেন, ভদ্রে, তুমি আমার গুরুপুত্রী, তোমার পিতার তুল্যই আমার পূজনীয়, অতএব ও কথা বলো না। দেবযানী বললেন, কচ, তুমি আমার পিতার গুরুপুত্রের পুত্র, আমার পিতার পুত্র নও। তুমিও আমার পূজ্য ও মান্য। অসুররা তোমাকে বার বার বধ করেছিল, তখন থেকে তোমার ওপর আমার প্রীতি জন্মেছে। তুমি জান তোমার প্রতি আমার সৌহার্দ্য অনুরাগ আর ভক্তি আছে, তুমি আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করতে পার না।

কচ বললেন, দেবযানী, প্রসন্ন হও, তুমি আমার কাছে গুরুরও অধিক। চন্দ্রনিভাননী, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শুক্রাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস করেছি। ধর্মত তুমি আমার ভগিনী, অতএব আর ওরূপ কথা বলো না। তোমাদের গৃহে আমি সুখে বাস করেছি, এখন যাবার অনুমতি দাও, আশীর্বাদ কর যেন পথে আমার মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্মের অবিরোধে[১] আমাকে স্মরণ করো, সাবধানে আমার গুরুদেবের সেবা করো।

১. অর্থাৎ প্রণয়ীভাবে নয়, ভ্রাতৃভাবে।

দেবযানী বললেন, কচ, যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা ফলবতী হবে না। কচ উত্তর দিলেন, তুমি আমার গুরুপুত্রী, গুরুও সম্মতি দেননি, সে জন্যই প্রত্যাখ্যান করছি। আমি ধর্মসঙ্গত কথাই বলেছি, তথাপি তুমি কামের বশে আমাকে অভিশাপ দিলে। তোমার যে কামনা তা-ও সিদ্ধ হবে না, কোনও ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তুমি বলেছ, আমার বিদ্যা নিষ্ফল হবে; তাই হোক। আমি যাকে শেখাব, তার বিদ্যা ফলবতী হবে। এই কথা বলে কচ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করলেন।

১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি

কচ ফিরে এলে দেবতারা আনন্দিত হয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখলেন, তার পর ইন্দ্র অসুরগণের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। এক রমণীয় বনে কতকগুলো কন্যা জলকেলি করছে দেখে ইন্দ্র বায়ুর রূপ ধরে তাদের বস্ত্রগুলো মিশিয়ে দিলেন। সেই কন্যাদের মধ্যে অসুরপতি বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ছিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরলেন।

দেবযানী বললেন, অসুরী, আমার শিষ্যা হয়ে তুই আমার কাপড় নিলি কেন? তুই সদাচারহীনা, তোর ভালো হবে না। শর্মিষ্ঠা বললেন, তোর পিতা বিনীত হয়ে নিচে বসে স্তুতিপাঠকের ন্যায় আমার পিতার স্তব করেন। তুই যাচকের কন্যা, আমি দাতার কন্যা।—

আদুন্বস্ব বিদুন্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি।
অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি।
লপ্স্যসে প্রতিযোদ্ধারং ন হি ত্বাং গণয়াম্যহম্ ॥[১]

— যাচকী, যতই বিলাপ কর, গড়াগড়ি দে, বিবাদ কর বা রাগ দেখা, তোর অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র আছে। ভিক্ষুকী, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করছিস। আমি তোকে গ্রাহ্য করি না, ঝগড়া করবার জন্য তুই নিজের সমান লোক পাবি।

দেবযানী নিজের বস্ত্র নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শর্মিষ্ঠা ক্রোধে অধীর হয়ে তাঁকে এক কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং মরে গেছে মনে করে নিজের ভবনে চলে গেলেন। সেই সময়ে মৃগয়ায় শ্রান্ত ও পিপাসিত হয়ে রাজা যযাতি অশ্বারোহণে সেই কূপের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন, কূপের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় এক কন্যা রয়েছে। রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করলে দেবযানী নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাকে সৎকুলোদ্ভব শান্ত বীর্যবান দেখছি, আমার দক্ষিণ হস্ত ধরে আপনি আমাকে তুলুন। যযাতি দেবযানীকে উদ্ধার করে রাজধানীতে চলে গেলেন।

দেবযানীর দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে শুক্র তখনই সেখানে এলেন। তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন করে বললেন, বোধহয় তোমার কোনও পাপ ছিল তারই এই প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

---

১. বহু আর্যপ্রয়োগ আছে।

দেবযানী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত হোক বা না হোক, শর্মিষ্ঠা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে আমাকে কী বলেছে শুনুন।— তুই স্তুতিকারী যাচকের কন্যা, আর আমি দাতার কন্যা— তোর পিতা যাঁর স্তুতি করেন। পিতা, শর্মিষ্ঠার কথা যদি সত্য হয় তবে তার কাছে নতি স্বীকার করব এই কথা তার সখীকে আমি বলেছি। শুক্র বললেন, তুমি স্তাবক আর যাচকের কন্যা নও, তুমি যাঁর কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব করে, বৃষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাতি তা জানেন। যিনি সজ্জন তাঁর পক্ষে নিজের গুণবর্ণনা কষ্টকর, সে জন্য আমি কিছু বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমরা ক্ষমা করে নিজের গৃহে যাই, সাধুজনের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে যে নিরস্ত করতে পারে সে সর্বজগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, পিতা, আমি ওসব কথা জানি, কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন নীচ লোকের কাছে অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরণ ভালো। অস্ত্রাঘাতে যে ক্ষত হয় তা সারে কিন্তু বাক্‌ক্ষত সারে না।

তখন শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে দানবরাজ বৃষপর্বার কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, পাপের ফল সদ্য দেখা যায় না, কিন্তু যে বার বার পাপ করে সে সমূলে বিনষ্ট হয়। আমার নিষ্পাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচকে তুমি বধ করিয়েছিলে, তোমার কন্যা আমার কন্যাকে বহু কটু কথা বলে কূপে ফেলে দিয়েছে। তোমার রাজ্যে আমরা আর বাস করব না। বৃষপর্বা বললেন, যদি আমার প্ররোচনায় কচ নিহত হয়ে থাকে বা দেবযানীকে শর্মিষ্ঠা কটু কথা বলে থাকে, তবে আমার যেন অসদ্‌গতি হয়। আপনি প্রসন্ন হন, যদি চলে যান তবে আমরা সমুদ্রে প্রবেশ করব। শুক্র বললেন, দেবযানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার দুঃখ আমি সইতে পারি না। তোমরা তাকে প্রসন্ন কর।

বৃষপর্বা সবান্ধবে দেবযানীর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, দেবযানী প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহস্র কন্যার সহিত শর্মিষ্ঠা আমার দাসী হোক, পিতা আমার বিবাহ দিলে তারা আমার সঙ্গে যাবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের রোষ নিবারণের জন্য শর্মিষ্ঠা দাসীত্ব স্বীকার করলেন।

দীর্ঘকাল পরে একদিন বরবর্ণিনী দেবযানী শর্মিষ্ঠা ও সহস্র দাসীর সঙ্গে বনে বিচরণ করছিলেন এমন সময় রাজা যযাতি মৃগের অন্বেষণে পিপাসিত ও শ্রান্ত হয়ে আবার সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, রত্নভূষিত দিব্য আসনে সুহাসিনী দেবযানী বসে আছেন, রূপে অতুলনীয়া স্বর্ণালংকারভূষিতা আর একটি কন্যা কিঞ্চিৎ নিম্ন আসনে বসে দেবযানীর পদসেবা করছেন। যযাতির প্রশ্নের উত্তরে দেবযানী নিজেদের পরিচয় দিলেন। যযাতি বললেন, অসুররাজকন্যা কী করে আপনার দাসী হলেন জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। আপনার রূপ এঁর রূপের তুল্য নয়। দেবযানী উত্তর দিলেন, সবই দৈবের বিধানে ঘটে, এঁর দাসীত্বও সেই কারণে হয়েছে। আকার বেশ ও কথাবার্তায় আপনাকে রাজা বোধ হচ্ছে, আপনি কে? যযাতি বললেন, আমি রাজা যযাতি, মৃগয়া করতে এসেছিলাম, এখন অনুমতি দিন ফিরে যাব।

দেবযানী বললেন, শর্মিষ্ঠা আর এই সমস্ত দাসীর সঙ্গে আমি আপনার অধীন হচ্ছি, আপনি আমার ভর্তা ও সখা হন। যযাতি বললেন, সুন্দরী, আমি আপনার যোগ্য নই, আপনার পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে কন্যাদান করবেন না। দেবযানী বললেন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরের সংসৃষ্ট, আপনি পূর্বেই আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করেছি। দেবযানী তখন তাঁর পিতাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, পিতা, এই রাজা যযাতি আমার পাণি গ্রহণ করে কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনাকে প্রণাম করছি, এঁর হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি অন্য পতি বরণ করব না।

শুক্র বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাখে না তাই তুমি যযাতিকে বরণ করেছ। কচের শাপে তোমার স্ববর্ণে বিবাহও হতে পারে না। যযাতি, তোমাকে এই কন্যা দিলাম, এঁকে তোমার মহিষী কর। আমার বরে তোমার বর্ণসংকরজনিত পাপ হবে না। বৃষপর্বার কন্যা এই কুমারী শর্মিষ্ঠাকে তুমি সসম্মানে রেখো, কিন্তু এঁকে শয্যায় ডেকো না।

দেবযানী শর্মিষ্ঠা আর দাসীদের নিয়ে যযাতি তাঁর রাজধানীতে গেলেন। দেবযানীর অনুমতি নিয়ে তিনি অশোক বনের নিকট শর্মিষ্ঠার জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর অন্নবস্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। সহস্র দাসীও শর্মিষ্ঠার কাছে রইল।

কিছুকাল পরে দেবযানীর একটি পুত্র হল। শর্মিষ্ঠা ভাবলেন আমার পতি নেই, বৃথা যৌবনবতী হয়েছি; আমিও দেবযানীর ন্যায় নিজেই পতি বরণ করব। একদা যযাতি বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শর্মিষ্ঠা তাঁকে সংবর্ধনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার রূপ কুল শীল আপনি জানেন, আমি প্রার্থনা করছি আমার ঋতুরক্ষা করুন। যযাতি বললেন, তুমি সর্ব বিষয়ে অনিন্দিতা তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে শয্যায় আহ্বান করতে শুক্রাচার্যের নিষেধ আছে। শর্মিষ্ঠা বললেন,

> ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
> ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
> প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে
> পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

— মহারাজ, পরিহাসে, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহকালে, প্রাণসংশয়ে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায়, এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।[১]

যযাতি বললেন, আমি রাজা হয়ে যদি মিথ্যাচরণ করি তবে প্রজারাও আমার অনুসরণ করে মিথ্যাকথনের পাপে বিনষ্ট হবে। শর্মিষ্ঠা বললেন, যিনি সখীর পতি তিনি নিজের পতির তুল্য, দেবযানীকে বিবাহ করে আপনি আমারও পতি হয়েছেন। পুত্রহীনার পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনার প্রসাদে পুত্রবতী হয়ে আমি ধর্মাচরণ করতে চাই। তখন যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন।

---

১. কর্ণপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে।

১৩। যযাতির জরা

শর্মিষ্ঠার দেবকুমারতুল্য একটি পুত্র হল। দেবযানী তাঁকে বললেন, তুমি কামের বশে এ কী পাপ করলে? শর্মিষ্ঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ঋষি আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁরই বরে আমার পুত্র হয়েছে, আমি অন্যায় কিছু করিনি। দেবযানী প্রশ্ন করলেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম গোত্র বংশ কী? শর্মিষ্ঠা বললেন, তিনি তপস্যার তেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার শক্তি আমার ছিল না। দেবযানী বললেন, তুমি যদি বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থেকেই অপত্যলাভ করে থাক তবে আর আমার ক্রোধ নেই।

কালক্রমে যদু ও তুর্বসু নামে দেবযানীর দুই পুত্র এবং দ্রুহ্য অনু ও পুরু নামে শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র হল। একদিন দেবযানী যযাতির সঙ্গে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য কয়েকটি বালক নির্ভয়ে খেলা করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বৎসগণ, তোমাদের নাম কী, বংশ কী, পিতা কে? বালকরা যযাতি আর শর্মিষ্ঠার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, এই আমাদের পিতা-মাতা। এই বলে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের আদর করলেন না, তারা কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার কাছে এল। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অসুর স্বভাবের বশে আমারই অপ্রিয় কার্য করেছ, আমাকে তোমার ভয় নেই। শর্মিষ্ঠা উত্তর দিলেন, আমি ন্যায় আর ধর্ম অনুসারে চলেছি, তোমাকে ভয় করি না। এই রাজর্ষিকে তুমি যখন পতিরূপে বরণ করেছিলে তখন আমিও করেছিলাম। যিনি আমার সখীর পতি, ধর্মানুসারে তিনি আমারও পতি।

তখন দেবযানী বললেন, রাজা, তুমি আমার অপ্রিয় কার্য করেছ, আর আমি এখানে থাকব না। এই বলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সাশ্রুলোচনে শুক্রাচার্যের কাছে চললেন, রাজাও পিছু পিছু গেলেন। দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধর্ম পরাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করেছে। পিতা, রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করেছেন আর দুর্ভাগা আমাকে দুই পুত্র দিয়েছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন।

শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ। আমার উপদেশ গ্রাহ্য করনি, অতএব দুর্জয় জরা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ প্রত্যাহারের জন্য যযাতি বহু অনুনয় করলে শুক্র বললেন, আমি মিথ্যা বলি না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দিতে পারবে। যযাতি বললেন, আপনি অনুমতি দিন, যে পুত্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং পুণ্যবান কীর্তিমান হবে। শুক্র বললেন, তাই হবে।

যযাতি রাজধানীতে এসে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বললেন, বৎস, আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হইনি। আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন

আমাকে দাও, সহস্র বৎসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের জরা ফিরিয়ে নেব। যদু উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কষ্ট, আমি নিরানন্দ শ্বেতশ্মশ্রু লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হয়ে যাব, যুবক সহচররা আমাকে অবজ্ঞা করবে। আমার চেয়ে প্রিয়তর পুত্র আপনার আরও তো আছে, তাদের বলুন। যযাতি বললেন, আত্মজ হয়েও যখন আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সন্তান রাজ্যের অধিকারী হবে না।

তার পর যযাতি একে একে তুর্বসু দ্রুহ্যু এবং অনুকে অনুরোধ করলেন কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযাতি তাঁদের এইরূপ শাপ দিলেন— তুর্বসু-র বংশলোপ হবে, তিনি অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ জাতির রাজা হবেন, দ্রুহ্যু কখনও অভীষ্ট লাভ করবেন না, তিনি অতি দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাধি নিয়ে বাস করবেন; অনু জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ করেই মরবে, তিনি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হবেন।

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার অনুরোধ শুনে তখনই বললেন, মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভীষ্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার জরা আমি নেব। যযাতি প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

পুরুর যৌবন পেয়ে যযাতি অভীষ্ট বিষয় ভোগ, প্রজাপালন এবং বহুবিধ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহস্র বৎসর অতীত হলে তিনি পুরুকে বললেন, পুত্র, তোমার যৌবন লাভ করে আমি ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করেছি।—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥
> যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
> একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥

— কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব হিরণ্য পশু ও স্ত্রী আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত।

তার পর যযাতি বললেন, পুরু, আমি প্রীত হয়েছি, তোমার যৌবন ফিরে নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন ব্রাহ্মণাদি প্রজারা বললেন, মহারাজ, যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, শুক্রের দৌহিত্র এবং দেবযানীর গর্ভজাত, তাঁর পর আরও তিন পুত্র আছেন; এঁদের অতিক্রম করে কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতে চান কেন? যযাতি বললেন, যদু প্রভৃতি আমার আজ্ঞা পালন করেনি, পুরু করেছে; শুক্রাচার্যের বর অনুসারে আমার অনুগত পুত্রই রাজ্য পাবে। প্রজারা রাজার কথার অনুমোদন করলেন।

পুরুকে রাজ্য দিয়ে যযাতি বনে বাস করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে সুরলোকে গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আর ঋষিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমার সমান। এই আত্মপ্রশংসার ফলে তিনি ইন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত

হলেন। যযাতি ভূতলে না পড়ে কিছুকাল অন্তরীক্ষে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শিবি এই চারজন রাজর্ষির সঙ্গে বিবিধ ধর্মালাপ করলেন। এঁরা যযাতির দৌহিত্র[১]। অনন্তর যযাতি পুনর্বার স্বর্গলোকে গেলেন।

১৪। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা

পুরুর বংশে দুষ্মন্ত[২] নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পৃথিবীর সর্ব প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁর দুই পুত্র হয়, লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় এবং শকুন্তলার গর্ভে ভরত। ভরতবংশের যশোরাশি বহুবিস্তৃত। একদা দুষ্মন্ত প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মৃগয়া করতে গেলেন। বহু পশু বধ করে তিনি একাকী অপর এক বনে ক্ষুৎপিপাসার্ত ও শ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন। এই বন অতি রমণীয়, নানাবিধ কুসুমিত বৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং ঝিল্লী ভ্রমর ও কোকিলের রবে মুখরিত। রাজা মালিনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির মনোহর আশ্রম দেখতে পেলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুরাও শান্তভাবে বিচরণ করছে।

অনুচরদের অপেক্ষা করতে বলে দুষ্মন্ত আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন, ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ এবং বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করছেন। মহর্ষি কণ্বের দেখা না পেয়ে তাঁর কুটিরের নিকটে এসে দুষ্মন্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন? রাজার বাক্য শুনে লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী তাপসবেশধারিণী একটি কন্যা বাইরে এলেন এবং দুষ্মন্তকে স্বাগত জানিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর মধুর স্বরে কুশলপ্রশ্ন করে বললেন, কী প্রয়োজন বলুন, আমার পিতা ফল আহরণ করতে গেছেন, একটু অপেক্ষা করুন, তিনি শীঘ্রই আসবেন।

এই সুনিতম্বিনী চারুহাসিনী রূপযৌবনবতী কন্যাকে দুষ্মন্ত বললেন, আপনি কে, কার কন্যা, এখানে কোথা থেকে এলেন? কন্যা উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমি ভগবান কণ্বের দুহিতা। রাজা বললেন, তিনি তো ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী, আপনি তাঁর কন্যা কীরূপে হলেন? কন্যা বললেন, ভগবান কণ্ব এক ঋষিকে আমার জন্মবৃত্তান্ত বলেছিলেন, আমি তা শুনেছিলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বলছি, শুনুন।—

পূর্বকালে বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন করে নৃত্য করতে লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর সূক্ষ্ম শুভ্র বসন বায়ু হরণ করলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবস্ত্রা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মেনকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, তিনি গর্ভবতী হলেন এবং একটি কন্যা প্রসব করেই তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে ইন্দ্রসভায় চলে

---

১. এঁদের কথা উদ্‌যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদে আছে। সেখানে বসুমানকে বসুমনা বলা হয়েছে।
২. বা দুষ্যন্ত।

গেলেন। সিংহব্যাঘ্রসমাকুল জনহীন বনে সেই শিশুকে পক্ষীরা রক্ষা করতে লাগল। মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দুহিতার ন্যায় পালন করলেন। শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত সে জন্য তার নাম শকুন্তলা হল। আমিই সেই শকুন্তলা। শরীরদাতা প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকে ধর্মশাস্ত্রে পিতা বলা হয়। মহারাজ, আমাকে মহর্ষি কণ্বের দুহিতা বলে জানবেন।

দুষ্মন্ত বললেন, কল্যাণী, তোমার কথায় জানলাম তুমি রাজপুত্রী, তুমি আমার ভার্যা হও। এই সুবর্ণমালা, বিবিধ বস্ত্র, কুণ্ডল, নানাদেশজাত মণিরত্ন, বক্ষের অলংকার এবং মৃগচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার ভার্যা হও। তুমি গান্ধর্বরীতিতে আমাকে বিবাহ কর, এইরূপ বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

শকুন্তলা বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার পিতা ফিরে এলেই আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন। তিনিই আমার প্রভু ও পরম দেবতা, তাঁকে অমান্য করে অধর্মানুসারে পতিবরণ করতে পারি না। দুষ্মন্ত বললেন, বরবর্ণিনী, ধর্মানুসারে তুমি নিজেই নিজেকে দান করতে পার। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বা রাক্ষস বিবাহ অথবা এই দুইয়ের মিশ্রিত রীতিতে বিবাহ ধর্মসঙ্গত, অতএব তুমি গান্ধর্ব বিধানে আমার ভার্যা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যদি ধর্মসঙ্গত হয় তবে আগে এই অঙ্গীকার করুন যে, আমার পুত্র যুবরাজ হবে এবং আপনার পরে সেই পুত্রই রাজা হবে।

কিছুমাত্র বিচার না করে দুষ্মন্ত উত্তর দিলেন, তুমি যা বললে তাই হবে। মনস্কামনা সিদ্ধ হলে তিনি শকুন্তলাকে বার বার বললেন, সুহাসিনী, আমি চতুরঙ্গিনী সেনা পাঠাব, তারা তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কণ্ব শুনে কী বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দুষ্মন্ত নিজের পুরীতে ফিরে গেলেন।

কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না, কিন্তু মহর্ষি দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে আজ যে পুরুষসংসর্গ করেছ তাতে তোমার ধর্মের হানি হয়নি। নির্জনে বিনা মন্ত্রপাঠে সকাম পুরুষের সকামা স্ত্রীর সঙ্গে যে মিলন তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ বলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা, তোমার পতি দুষ্মন্ত ধর্মাত্মা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার যে পুত্র হবে সে সাগরবেষ্টিতা সমগ্র পৃথিবী ভোগ করবে। শকুন্তলা কণ্বের আনীত ফলাদির বোঝা নামিয়ে রেখে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন এবং তাঁর শ্রান্তি দূর হলে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করেছি, আপনি মন্ত্রিসহ সেই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করুন। শকুন্তলার প্রার্থনা অনুসারে কণ্ব বর দিলেন, পুরুবংশীয়গণ ধর্মিষ্ঠ হবে, কখনও রাজ্যচ্যুত হবে না।

তিন বৎসর পরে[১] শকুন্তলা একটি সুন্দর মহাবলশালী অগ্নিতুল্য দ্যুতিমান পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্র কণ্বের আশ্রমে পালিত হতে লাগল এবং ছ বৎসর বয়সেই সিংহ ব্যাঘ্র

---

১. টীকাকার বলেন, মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন।

বরাহ মহিষ হস্তী প্রভৃতি ধরে এনে আশ্রমস্থ বৃক্ষে বেঁধে রাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন করত; সে জন্য আশ্রমবাসীরা তার নাম দিলেন সর্বদমন। তার অসাধারণ বলবিক্রম দেখে কণ্ব বললেন, এর যুবরাজ হবার সময় হয়েছে। তার পর তিনি শিষ্যদের বললেন, নারীরা দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস করলে নিন্দা হয়, তাতে সুনাম চরিত্র ও ধর্মও নষ্ট হতে পারে। অতএব তোমরা শীঘ্র শকুন্তলা আর তার পুত্রকে দুষ্মন্তের কাছে দিয়ে এস।

শকুন্তলাকে রাজভবনে পৌঁছিয়ে দিয়ে শিষ্যরা ফিরে গেলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের কাছে গিয়ে অভিবাদন করে বললেন, রাজা, এই তোমার পুত্র, আমার গর্ভে জন্মেছে। কণ্বের আশ্রমে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা স্মরণ কর, একে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। পূর্বকথা স্মরণ হলেও রাজা বললেন, আমার কিছু মনে পড়ছে না, দুষ্ট তাপসী, তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম অর্থ বা কামের কোনও সম্বন্ধ হয়নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা করতে পার।

লজ্জায় ও দুঃখে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হল, ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্র কটাক্ষে তিনি যেন রাজাকে দগ্ধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ক্রোধ ও তেজ দমন করে বললেন, মহারাজ, তোমার স্মরণ থাকলেও প্রাকৃতজনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই? তুমি সত্য বল, মিথ্যা বলে নিজেকে অপমানিত করো না। আমি তোমার কাছে যাচিকা হয়ে এসেছি, যদি আমার কথা না শোন তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। আমাকে যদি পরিত্যাগ কর তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আত্মজ, একে ত্যাগ করতে পার না।

দুষ্মন্ত বললেন, তোমার গর্ভে আমার পুত্র হয়েছিল তা আমার মনে নেই। নারীরা মিথ্যা কথাই বলে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসতী ও নির্দয়া, ব্রাহ্মণত্বলোভী তোমার পিতা বিশ্বামিত্র কামুক ও নির্দয়। তুমি নিজেও ভ্রষ্টার ন্যায় কথা বলছ। দুষ্ট তাপসী, দূর হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের মধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আমি অন্তরীক্ষে চলি, ইন্দ্রকুবেরাদির গৃহে যেতে পারি। যে নিজে দুর্জন সে সজ্জনকে দুর্জন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু নেই। যদি তুমি মিথ্যারই অনুরক্ত হও তবে আমি চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভব হবে না। দুষ্মন্ত, তোমার সাহায্য না পেলেও আমার পুত্র হিমালয়-ভূষিত চতুঃসাগরবেষ্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই বলে শকুন্তলা চলে গেলেন।

তখন দুষ্মন্ত অন্তরীক্ষ থেকে এই দৈববাণী শুনলেন— শকুন্তলা সত্য বলেছেন, তুমিই তাঁর পুত্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হোক। রাজা হৃষ্ট হয়ে পুরোহিত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদূতের কথা শুনলেন, আমি নিজেও বালককে পুত্র বলে জানি, কিন্তু যদি কেবল শকুন্তলার কথায় তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তার পর দুষ্মন্ত তাঁর পুত্র ও ভার্যা শকুন্তলাকে আনন্দিত মনে গ্রহণ করলেন। তিনি শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেবী, তোমার সতীত্ব প্রতিপাদনের জন্যই আমি

এইরূপ ব্যবহার করেছিলাম, নতুবা লোকে মনে করত তোমার সঙ্গে আমার অসৎ সম্বন্ধ হয়েছিল। এই পুত্রকে রাজ্য দেব তা পূর্বেই স্থির করেছি। প্রিয়ে, তুমি ক্রোধবশে আমাকে যেসব অপ্রিয় কথা বলেছ তা আমি ক্ষমা[১] করলাম।

১৫। মহাভিষ— অষ্টবসু— প্রতীপ— শান্তনু-গঙ্গা

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত বহু দেশ জয় এবং বহুশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। তাঁর বংশের এক রাজার নাম হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেন। হস্তীর চার পুরুষ পরে কুরু রাজা হন, তাঁর নাম অনুসারে কুরুজাঙ্গল দেশ খ্যাত হয়। তিনি যেখানে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানই পবিত্র কুরুক্ষেত্র। কুরুর অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম প্রতীপ, তাঁর পুত্র শান্তনু।

মহাভিষ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তিনি বহু যজ্ঞ করে স্বর্গে যান। একদিন তিনি দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সহসা বায়ুর প্রভাবে গঙ্গার সূক্ষ্ম বসন অপসৃত হল। দেবগণ অধোমুখ হয়ে রইলেন, কিন্তু মহাভিষ গঙ্গাকে অসংকোচে দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর, পরে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। মহাভিষ স্থির করলেন তিনি মহাতেজস্বী প্রতীপ রাজার পুত্র হবেন।

গঙ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মর্ত্যে ফিরে আসছিলেন, পথিমধ্যে দেখলেন বসু নামক দেবগণ মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। গঙ্গার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, বশিষ্ঠ আমাদের শাপ দিয়েছেন— তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। আমরা মানুষীর গর্ভে যেতে চাই না, আপনিই আমাদের পুত্ররূপে প্রসব করুন, প্রতীপের পুত্র শান্তনু আমাদের পিতা হবেন। জন্মের পরেই আপনি আমাদের জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই। গঙ্গা বললেন, তাই করব, কিন্তু যেন একটি পুত্র জীবিত থাকে, নতুবা শান্তনুর সঙ্গে আমার সঙ্গম ব্যর্থ হবে। বসুগণ বললেন, আমরা প্রত্যেকে নিজ বীর্যের অষ্টমাংশ দেব, তার ফলে একটি পুত্র জীবিত থাকবে। এই পুত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না।

রাজা প্রতীপ গঙ্গাতীরে বসে জপ করছিলেন, এমন সময় মনোহর নারীরূপ ধারণ করে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতীপের দক্ষিণ উরুতে বসলেন। রাজা বললেন, কল্যাণী, কী চাও? গঙ্গা বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে চাই। রাজা বললেন, পরস্ত্রী আর অসবর্ণা আমার অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আমি দেবকন্যা, অগম্যা নই। রাজা বললেন, তুমি আমার

১. দুষ্মন্ত নিজের কটূক্তির জন্য ক্ষমা চাইলেন না।

বাম উরুতে না বসে দক্ষিণ উরুতে বসেছ, সেখানে পুত্র কন্যা আর পুত্রবধূর স্থান। তুমি আমার পুত্রবধূ হয়ো। গঙ্গা বললেন, তাই হব, কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার পুত্র আপত্তি করতে পারবেন না। প্রতীপ সম্মত হলেন।

গঙ্গা অন্তর্হিত হলে প্রতীপ ও তাঁর পত্নী পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হল শান্তনু। শান্তনু যৌবন লাভ করলে প্রতীপ তাঁকে বললেন, তোমার নিমিত্ত এক রূপবতী কন্যা পূর্বে আমার কাছে এসেছিল। সে যদি পুত্রকামনায় তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তবে ইচ্ছা পূর্ণ করো, কিন্তু তার পরিচয় জানতে চেয়ো না, তার কার্যেও বাধা দিও না। তার পর প্রতীপ তাঁর পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে প্রস্থান করলেন।

একদিন শান্তনু গঙ্গার তীরে এক দিব্যাভরণভূষিতা পরমা সুন্দরী নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুমি দেবী দানবী অপ্সরা না মানুষী? তুমি আমার ভার্যা হও। গঙ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আমি তোমার মহিষী হব, কিন্তু আমি শুভ বা অশুভ যাই করি তুমি যদি বারণ বা ভর্ৎসনা কর তবে তোমাকে নিশ্চয় ত্যাগ করব। শান্তনু তাতেই সম্মত হলেন।

ভার্যার স্বভাবচরিত্র রূপগুণ ও সেবায় পরিতৃপ্ত হয়ে শান্তনু সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। তাঁর আটটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হয়েছিল। প্রত্যেক পুত্রের জন্মের পরেই গঙ্গা তাকে জলে নিক্ষেপ করে বলতেন, এই তোমার প্রিয়-কার্য করলাম। শান্তনু অসন্তুষ্ট হলেও কিছু বলতেন না, পাছে গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। অষ্টম পুত্র প্রসবের পর গঙ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু বললেন, একে মেরো না, পুত্রঘাতিনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঙ্গা বললেন, তুমি পুত্র চাও, অতএব এই পুত্রকে বধ করব না, কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ হল। গঙ্গা নিজের পরিচয় দিলেন এবং বসুগণের এই বৃত্তান্ত বললেন।—

একদা পৃথু প্রভৃতি বন্ধুগণ নিজ নিজ পত্নীসহ সুমেরু পর্বতের পার্শ্ববর্তী বশিষ্ঠের তপোবনে বিহার করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু, নন্দিনীকে দেখে দ্যু-নামক বসুর পত্নী তাঁর স্বামীকে বললেন, আমার সখী রাজকন্যা জিতবতীকে এই ধেনু উপহার দিতে চাই। পত্নীর অনুরোধে দ্যু-বসু নন্দিনীকে হরণ করলেন। বশিষ্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নন্দিনী নেই। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, যারা আমার ধেনু নিয়েছে তারা মানুষ হয়ে জন্মাবে। বসুগণের অনুনয়ে প্রসন্ন হয়ে বশিষ্ঠ বললেন, তোমরা সকলে এক বৎসর পরে শাপমুক্ত হবে, কিন্তু দ্যু-বসু নিজ কর্মের ফলে দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করবেন। তিনি ধার্মিক, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, পিতার প্রিয়কারী এবং স্ত্রীসম্ভোগত্যাগী হবেন।

তার পর গঙ্গা বললেন, মহারাজ, অভিশপ্ত বসুগণের অনুরোধে আমি তাদের প্রসব করে জলে নিক্ষেপ করেছি, কেবল দ্যু-বসু— যিনি এই অষ্টম পুত্র— দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনুষ্যলোকে বাস করবেন এবং পুনর্বার স্বর্গলোকে যাবেন। এই বলে গঙ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

১৬। দেবব্রত-ভীষ্ম— সত্যবতী

শান্তনু দুঃখিত মনে তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি সর্বপ্রকার রাজগুণে মণ্ডিত ছিলেন এবং কামরাগবর্জিত হয়ে ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করতেন। ছত্রিশ বৎসর তিনি স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

একদিন তিনি মৃগের অনুসরণে গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য চারুদর্শন দীর্ঘকায় এক বালক শরবর্ষণ করে গঙ্গা আচ্ছন্ন করছে। শান্তনুকে মাথায় মোহিত করে সেই বালক অন্তর্হিত হল। তাকে নিজের পুত্র অনুমান করে শান্তনু বললেন, গঙ্গা, আমার পুত্রকে দেখাও। তখন শুভ্রবসনা সালংকারা গঙ্গা পুত্রের হাত ধরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহারাজ, এই আমার অষ্টমগর্ভজাত পুত্র, একে আমি পালন করে বড় করেছি। এ বশিষ্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেছে। শুক্র ও বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জানেন, জামদগ্ন্য যত অস্ত্র জানেন, সে সমস্তই এ জানে। এই মহাধনুর্ধর রাজধর্মজ্ঞ পুত্রকে তুমি গৃহে নিয়ে যাও।

দেবব্রত নামক এই পুত্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অনুরক্ত হলেন। চার বৎসর পরে শান্তনু একদিন যমুনাতীরবর্তী বনে বেড়াতে বেড়াতে অনির্বচনীয় সুগন্ধ অনুভব করলেন এবং তার অনুসরণ করে দেবাঙ্গনার ন্যায় রূপবতী একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যা বললেন, আমি দাস[১] রাজের কন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকাচালনা করি। শান্তনু দাসরাজের কাছে গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসরাজ বললেন, আপনি যদি একে ধর্মপত্নী করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, এর গর্ভজাত পুত্রই আপনার পরে রাজা হবে তবে কন্যাদান করতে পারি।

শান্তনু উক্তপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না, তিনি সেই রূপবতী কন্যাকে ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পিতাকে চিন্তান্বিত দেখে দেবব্রত বললেন, মহারাজ, রাজ্যের সর্বত্র কুশল, তথাপি আপনি চিন্তাকুল হয়ে আছেন কেন? আপনি আর অশ্বারোহণে বেড়াতে যান না, আপনার শরীর বিবর্ণ ও কৃশ হয়েছে, আপনার কী রোগ বলুন। শান্তনু বললেন, বৎস, আমার মহান বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্ত্রচর্চা করে থাক, কিন্তু মানুষ অনিত্য। তোমার বিপদ ঘটলে আমার বংশলোপ হবে। তুমি শতপুত্রেরও অধিক, সে জন্য আমি বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃথা পুনর্বার বিবাহ করতে ইচ্ছা করি না, তোমার মঙ্গল হোক এই কামনাই করি। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পুত্র না থাকা আর একটিমাত্র পুত্র দুই-ই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কী হবে— এই চিন্তাই আমার দুঃখের কারণ।

বুদ্ধিমান দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতার শোকের কারণ কী? অমাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ করতে চান। দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের

১. ধীবরজাতি বিশেষ।

সঙ্গে নিয়ে দাসরাজের কাছে গেলেন এবং পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন, এরূপ শ্লাঘনীয় বিবাহসম্বন্ধ কে না চায়? যিনি আমার কন্যা সত্যবতীর জন্মদাতা, সেই উপরিচর রাজা বহুবার আমাকে বলেছেন যে, শান্তনুই তার উপযুক্ত পতি। কিন্তু এই বিবাহে একটি দোষ আছে— বৈমাত্র ভ্রাতারূপে তুমি যার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে, সে কখনও সুখে থাকতে পারবে না।

গাঙ্গেয় দেবব্রত বললেন, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি শুনুন, এরূপ প্রতিজ্ঞা অন্য কেউ করতে পারে না— আপনার কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে সে-ই রাজত্ব পাবে। দাসরাজ বললেন, সৌম্য, তুমি রাজা শান্তনুর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার কন্যারও রক্ষক হলে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তার অধিকার অনুসারে আমি আরও কিছু বলছি শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পুত্র হবে তাকেই আমার ভয়। দেবব্রত বললেন, আমি পূর্বেই সমগ্র রাজ্য ত্যাগ করেছি, এখন প্রতিজ্ঞা করছি আমার পুত্রও হবে না। আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করব, আমার পুত্র না হলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, আমি সত্যবতীকে দান করব। তখন আকাশ থেকে অপ্সরা দেবগণ ও পিতৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করে বললেন, এঁর নাম ভীষ্ম হল। সত্যবতীকে ভীষ্ম বললেন, মাতা, রথে উঠুন, আমরা স্বগৃহে যাব। হস্তিনাপুরে এসে ভীষ্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। সকলেই তাঁর দুষ্কর কার্যের প্রশংসা করে বললেন, ইনি ভীষ্ম[২]ই বটেন। শান্তনু পুত্রকে বর দিলেন, হে নিষ্পাপ, তুমি যতদিন বাঁচতে ইচ্ছা করবে ততদিন তোমার মৃত্যু হবে না, তোমার ইচ্ছানুসারেই মৃত্যু হবে।

১৭। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য— কাশীরাজের তিন কন্যা

সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। কনিষ্ঠ পুত্র যৌবনলাভ করার পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলশালী ছিলেন এবং মানুষ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একদিন গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তাঁকে বললেন, তোমার আর আমার নাম একই, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর নতুবা অন্য নাম নাও। কুরুক্ষেত্রে হিরণ্মতী নদীর তীরে দুজনের ঘোর যুদ্ধ হল, তাতে কুরুনন্দন চিত্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভীষ্ম অপ্রাপ্তযৌবন বিচিত্রবীর্যকে রাজপদে বসালেন।

বিচিত্রবীর্য যৌবনলাভ করলে ভীষ্ম তাঁর বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। কাশীরাজের তিন পরমা সুন্দরী কন্যার একসঙ্গে স্বয়ংবর হবে শুনে ভীষ্ম বিমাতার অনুমতি নিয়ে

---

২. যিনি ভীষণ অর্থাৎ দুঃসাধ্য কর্ম করেন।

রথারোহণে একাকী বারাণসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ থেকে রাজারা স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছেন। যখন পরিচয় দেবার জন্য রাজাদের নামকীর্তন করা হল তখন কন্যারা ভীষ্মকে বৃদ্ধ ও একাকী দেখে তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেন। সভায় যে সকল হীনমতি রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে বললেন, এই পরম ধর্মাত্মা পলিতকেশ নির্লজ্জ বৃদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে প্রতিজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কী বলবে? ভীষ্ম বৃথাই ব্রহ্মচারী খ্যাতি পেয়েছেন।

উপহাস শুনে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন এবং জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজগণ, বহুপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু ধর্মবাদিগণ বলেন যে, স্বয়ংবরসভায় বিপক্ষদের পরাভূত করে কন্যা হরণ করাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। আমি এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের শক্তি থাকে তো যুদ্ধ কর। রাজারা ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করে সভা থেকে উঠলেন এবং অলংকার খুলে ফেলে বর্ম ধারণ করে নিজ নিজ রথে উঠে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। সর্বশস্ত্রবিশারদ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে রাজারা পরাজিত হলেন, কিন্তু মহারথ শাল্বরাজ তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, থাম থাম। ভীষ্মের শরাঘাতে সারথি ও অশ্ব নিহত হল, শাল্ব ও অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে চলে গেলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তিন কন্যাকে পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভগিনী বা দুহিতার ন্যায় যত্নসহকারে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন।

ভীষ্ম বিবাহের উদ্‌যোগ করছেন জেনে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা[১] হাস্য করে তাঁকে বললেন, আমি স্বয়ংবরে শাল্বরাজকেই বরণ করতাম, তিনিও আমাকে চান, আমার পিতারও তাতে সম্মতি আছে। ধর্মজ্ঞ, আপনি ধর্ম পালন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য সেই দুই সুন্দরী পত্নীকে পেয়ে কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। সাত বৎসর পরে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন। সুহৃৎ ও চিকিৎসকগণ প্রতিকারের বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু আদিত্য যেমন অস্তাচলে যান বিচিত্রবীর্যও সেইরূপ যমসদনে গেলেন।

১৮। দীর্ঘতমা— ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম— অণীমাণ্ডব্য

পুত্রশোকার্তা সত্যবতী তাঁর দুই বধূকে সান্ত্বনা দিয়ে ভীষ্মকে বললেন, রাজা শান্তনুর পিণ্ড কীর্তি ও বংশরক্ষার ভার এখন তোমার ওপর। তুমি ধর্মের তত্ত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জন্য দুই ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও এবং বিবাহ কর, পিতৃপুরুষগণকে নরকে নিমগ্ন করো না।

---

১. অম্বার পরবর্তী ইতিহাস উদ্‌যোগপর্ব ২৭-পরিচ্ছেদে আছে।

ভীষ্ম বললেন, মাতা, আমি ত্রিলোকের সমস্তই ত্যাগ করতে পারি কিন্তু যে সত্যপ্রতিজ্ঞা করেছি, তা ভঙ্গ করতে পারি না। শান্তনুর বংশ যাতে রক্ষা হয় তার ক্ষত্রধর্মসম্মত উপায় বলছি শুনুন। পুরাকালে জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হলে ক্ষত্রিয়নারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ পুত্র বিবাহকারীরই পুত্র হয়। উতথ্য ঋষির পত্নী মমতা যখন গর্ভিণী ছিলেন তখন তাঁর দেবর বৃহস্পতি সঙ্গম প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শুনে বৃহস্পতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন, তখন গর্ভস্থ শিশু তার পা দিয়ে পিতৃব্যের চেষ্টা ব্যর্থ করল। বৃহস্পতি শিশুকে শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যের পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হল দীর্ঘতমা। তিনি ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধর্ম[১] অবলম্বন করায় প্রতিবেশী মুনিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘতমার পুত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চড়িয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। ধর্মাত্মা বলি রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে সুদেষ্ণা নিজে গেলেন না, তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি এগারজন ঋষি উৎপন্ন হন। তার পর রাজার নির্বন্ধে সুদেষ্ণা স্বয়ং গেলেন, দীর্ঘতমা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে— অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বলি রাজার বংশ এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

তার পর ভীষ্ম বললেন, মাতা, বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য আপনি কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করুন। সত্যবতী হাস্য করে লজ্জিতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানালেন এবং পরিশেষে বললেন, কন্যাবস্থায় আমার যে পুত্র হয়েছিল তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তিনি মহাযোগী মহর্ষি, চতুর্বেদ বিভক্ত করে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ, সে জন্য তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চলে যান এবং যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আমি ডাকলেই তিনি আসবেন। ভীষ্ম, তুমি আর আমি অনুরোধ করলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন।

ভীষ্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করলেন। ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আবির্ভূত হলেন, সত্যবতী তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদুগ্ধে সিক্ত করে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। মাতাকে অভিবাদন করে ব্যাস বললেন, আপনার অভিলাষ পূরণ করতে এসেছি, কী করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবতী তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্ঞী এক বৎসর ব্রতপালন করে শুদ্ধ হন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, অরাজক রাজ্যে বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব

১. পশুর তুল্য যত্রতত্র সঙ্গম।

যাতে রানিরা সদ্য গর্ভবতী হন তার ব্যবস্থা কর, সন্তান হলে ভীষ্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস বললেন, যদি এখনই পুত্র উৎপাদন করতে হয় তবে রানিরা যেন আমার কুৎসিত রূপ গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন।

সত্যবতী অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁর পুত্রবধূ অম্বিকাকে কোনও প্রকারে সম্মত করে শয়নগৃহে পাঠালেন। অম্বিকা উত্তম শয্যায় শুয়ে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুরুবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকিত গৃহে ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল জটা-শ্মশ্রু দেখে অম্বিকা ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতী প্রশ্ন করলেন, এর গর্ভে গুণবান রাজপুত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পুত্র শতহস্তিতুল্য বলবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং শতপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতী বললেন, অন্ধ ব্যক্তি কুরুকুলের রাজা হবার যোগ্য নয়, তুমি আর একটি পুত্র দাও। সত্যবতীর অনুরোধে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রবধূ অম্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মূর্তি দেখে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। সত্যবতীকে ব্যাস বললেন, এই পুত্র বিক্রমশালী খ্যাতিমান এবং পঞ্চপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে পাণ্ডুবর্ণ হবে।

যথাকালে অম্বিকা একটি অন্ধ পুত্র এবং অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসব করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। অম্বিকা পুনর্বার ঋতুমতী হলে সত্যবতী তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহর্ষির রূপ আর গন্ধ মনে করে অম্বিকা নিজে গেলেন না, অপ্সরার ন্যায় রূপবতী এক দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুমি আর দাসী হয়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান হবে।

এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য নামে এক মৌনব্রতী ঊর্ধ্ববাহু তপস্বী ছিলেন। একদিন কয়েকজন চোর রাজরক্ষীদের ভয়ে পালিয়ে এসে মাণ্ডব্যের আশ্রমে তাদের অপহৃত ধন লুকিয়ে রাখল। রক্ষীরা আশ্রমে এসে মাণ্ডব্যকে প্রশ্ন করল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। অন্বেষণের ফলে চোরের দল অপহৃত ধন সমেত ধরা পড়ল, রক্ষীরা তাদের সঙ্গে মাণ্ডব্যকেও রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার আদেশে সকলকেই শূলে চড়ানো হল, কিন্তু মাণ্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জীবিত রইলেন। অবশেষে তাঁর পরিচয় পেয়ে রাজা ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শূল থেকে নামালেন, কিন্তু শূলের ভগ্ন অগ্রভাগ তাঁর দেহে রয়ে গেল। মাণ্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচরণ ও তপস্যা করতে লাগলেন এবং শূলখণ্ডের জন্য অণী[১] মাণ্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একদিন তিনি ধর্মরাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ কর্মের ফলে আমাকে এই দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করেছিলেন, তারই এই ফল। অণীমাণ্ডব্য বললেন, আপনি লঘু পাপে আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণিবধের

---

১. অণী— শূলাদির অগ্রভাগ।

চেয়ে ব্রাহ্মণবধ গুরুতর। আমার শাপে আপনি শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আজ আমি এই বিধান দিচ্ছি— চতুর্দশ[১] বৎসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছু করলে তা পাপ বলে গণ্য হবে না। অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গর্ভে বিদুররূপে জন্মেছিলেন।

১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী— কর্ণ— দুর্যোধনাদির জন্ম

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরকে ভীষ্ম পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান, পাণ্ডু পরাক্রান্ত ধনুর্ধর, এবং বিদুর অদ্বিতীয় ধর্মপরায়ণ হলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, বিদুর শূদ্রার গর্ভজাত, এ কারণে পাণ্ডুই রাজপদ পেলেন।

বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্ম গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিলেন। অন্ধ পতিকে অতিক্রম করবেন না— এই প্রতিজ্ঞা করে পতিব্রতা গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড ভাঁজ করে চোখের উপর বাঁধলেন।

বসুদেবের পিতা যদুশ্রেষ্ঠ শূরের পৃথা[২] নামে একটি কন্যা ছিল। শূর তাঁর পিতৃষ্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে সেই কন্যা দান করেন। পালকপিতার নাম অনুসারে পৃথার অপর নাম কুন্তী হল। একদা ঋষি দুর্বাসা অতিথিরূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁর পরিচর্যা করলেন, তাতে দুর্বাসা তুষ্ট হয়ে একটি মন্ত্র শিখিয়ে বললেন, এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করবে তাঁদের প্রসাদে তোমার পুত্রলাভ হবে। কৌতূহলবশে কুন্তী সূর্যকে ডাকলেন। সূর্য আবির্ভূত হয়ে বললেন, অসিতনয়না, তুমি কী চাও? দুর্বাসার বরের কথা জানিয়ে কুন্তী নতমস্তকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্য বললেন, তোমার আহ্বান বৃথা হবে না, আমার সঙ্গে মিলনের ফলে তুমি পুত্র লাভ করবে এবং কুমারীই থাকবে। কুন্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হল। এই পুত্র স্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও কুণ্ডল ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বসুষেণ নাম দিয়ে পুত্রবৎ পালন করলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ত্রের প্রয়োগ শিখলেন। তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। একদিন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ[৩] প্রার্থনা করলেন। কর্ণ নিজের দেহ থেকে কবচটি কেটে দিলে ইন্দ্র তাঁকে শক্তি অস্ত্র দান করে বললেন, তুমি যার ওপর এই অস্ত্র ক্ষেপণ করবে সে মরবে, কিন্তু একজন নিহত হলেই অস্ত্রটি আমার কাছে ফিরে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ার জন্য বসুষেণের নাম কর্ণ ও বৈকর্তন হয়।

---

১. আর একটি শ্লোকে দ্বাদশ আছে।

২. ইনি কৃষ্ণের পিসি।

৩. কর্ণের কবচ-কুণ্ডল-দানের কথা বনপর্ব ৫৬-পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পালিতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলে কুন্তী নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর গলায় বরমাল্য দিলেন। পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেবার ইচ্ছায় ভীষ্ম মদ্রদেশের রাজা বাহ্লীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর ভগিনীকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিয়ম নিশ্চয় আপনার জানা আছে। ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আমি কুলধর্ম লঙ্ঘন করতে পারি না। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই। এই বলে তিনি স্বর্ণ রত্ন গজ অশ্ব প্রভৃতি ধন বিবাহের পণ রূপে শল্যকে দিলেন। শল্য প্রীত হয়ে তাঁর ভগিনী মাদ্রীকে দান করলেন, ভীষ্ম সেই কন্যাকে হস্তিনাপুরে এনে পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক রাজার শূদ্রা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক একটি কন্যা উৎপাদিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদুরের বিবাহ হল।

কিছুকাল পরে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নির্গত হয়ে নানা দেশ জয় করে বহু ধন নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে সেই সমস্ত ধন ভীষ্ম, দুই মাতা ও বিদুরকে উপহার দিলেন। তার পর তিনি দুই পত্নীর সঙ্গে বনে গিয়ে মৃগয়া করতে লাগলেন।

ব্যাস বর দিয়েছিলেন যে গান্ধারীর শত পুত্র হবে। যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বৎসরেও তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না এবং কুন্তীর একটি পুত্র (যুধিষ্ঠির) হয়েছে জেনে তিনি অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করলেন, তাতে লৌহের ন্যায় কঠিন একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হল। তিনি সেই পিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক শত এক ভ্রূণ পৃথক হল। সেই ভ্রূণগুলোকে তিনি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পূর্বেই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মেছিলেন, সে কারণে যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ। দুর্যোধন ও ভীম একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে গৃধ্র শৃগাল কাক প্রভৃতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা গেল। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতিকে বললেন, আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যুধিষ্ঠির তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তার পরে আমার এই পুত্র রাজা হবে তো? শৃগালাদি শ্বাপদ জন্তুরা আবার ডেকে উঠল। তখন ব্রাহ্মণগণ ও বিদুর বললেন, আপনার পুত্র নিশ্চয় বংশ নাশ করবে, ওকে পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। পুত্রস্নেহের বশে ধৃতরাষ্ট্র তা করলেন না। এক মাসের মধ্যে তাঁর দুর্যোধন দুঃশাসন দুঃসহ প্রভৃতি একশত পুত্র এবং দুঃশলা নামে একটি কন্যা হল। গান্ধারী যখন গর্ভভারে ক্লিষ্ট ছিলেন তখন এক বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করত। তার গর্ভে যুযুৎসু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

২০। যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম— পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু

একদিন পাণ্ডু অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি হরিণমিথুনকে শরবিদ্ধ করলেন। আহত হরিণ ভূপতিত হয়ে বলল, কামক্রোধের বশবর্তী মূঢ় ও পাপাসক্ত লোকেও এমন নৃশংস কর্ম করে না। কোন্ জ্ঞানবান পুরুষ মৈথুনে রত মৃগদম্পতিকে বধ করে? মহারাজ, আমি কিমিন্দম মুনি, পুত্রকামনায় মৃগরূপ ধারণ করে পত্নীর সহিত সঙ্গত হয়েছিলাম। তুমি জানতে না যে আমি ব্রাহ্মণ, সে জন্য তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও স্ত্রীসঙ্গমকালে মৃত্যু হবে।

শাপগ্রস্ত পাণ্ডু বহু বিলাপ করে বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হব, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করব। শাপের ফলে আমার সন্তান উৎপাদন অসম্ভব, অতএব গৃহস্থাশ্রমে আর থাকব না। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁকে বললেন, আমরা তোমার ধর্মপত্নী, আমাদের সঙ্গে থেকেই তো তপস্যা করতে পার, আমরাও ইন্দ্রিয়দমন করে তপস্যা করব। তার পর পাণ্ডু নিজের এবং দুই পত্নীর সমস্ত অলংকার ব্রাহ্মণদের দান করে হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অরণ্যবাসী হয়েছেন।

পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে নাগশত, চৈত্ররথ, কালকূট, হিমালয়ের উত্তরস্থ গন্ধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এবং হংসকূট অতিক্রম করে শতশৃঙ্গ পর্বতে এসে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু ঋষির সঙ্গে তাঁর সখ্য হল। একদিন ঋষিরা বললেন, আজ ব্রহ্মলোকে মহাসভা হবে, আমরা ব্রহ্মাকে দেখতে সেখানে যাচ্ছি। সস্ত্রীক পাণ্ডু তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইলে তাঁরা বললেন, সেই দুর্গম দেশে এই রাজপুত্রীরা যেতে পারবেন না, তুমি নিরস্ত হও। পাণ্ডু বললেন, আমি নিঃসন্তান, স্বর্গের দ্বার আমার পক্ষে রুদ্ধ, সে জন্য আপনাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। আমি যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন-তপস্যা আর অনিষ্ঠুরতার দ্বারা দেব, ঋষি ও মনুষ্যের ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছি, কিন্তু পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমি যেভাবে জন্মেছি সেইভাবে আমার পত্নীর গর্ভে যাতে সন্তান হতে পারে তার উপায় আপনারা বলুন। ঋষিরা বললেন, রাজা, আমরা দিব্য চক্ষুতে দেখছি তোমার দেবতুল্য পুত্র হবে।

পাণ্ডু নির্জনে কুন্তীকে বললেন, তুমি সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর, আপৎকালে স্ত্রীলোকে উত্তম বর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে। কুন্তী বললেন, অমি শুনেছি রাজা ব্যুষিতাশ্ব যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মহিষী ভদ্রা মৃতপতির সহিত সংগমে পুত্রবতী হয়েছিলেন। তুমিও তপস্যার প্রভাবে আমার গর্ভে মানস পুত্র উৎপাদন করতে পার। পাণ্ডু বললেন, ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য শক্তিমান ছিলেন, আমার তেমন শক্তি নেই। আমি প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব বলছি শোন। পুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিচরণ করত, তাতে দোষ হত না, কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার। উত্তরকুরু-দেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে। এদেশেও সেই

প্রাচীন প্রথা অধিককাল রহিত হয়নি। উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু দেখলেন, তাঁর পিতার সমক্ষেই এক ব্রাহ্মণ তাঁর মাতার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না, সনাতন ধর্মই এই, পৃথিবীতে সকল স্ত্রীলোকই গরুর তুল্য স্বাধীন। শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আজ থেকে যে নারী পরপুরুষগামিনী হবে, যে পুরুষ পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ করে অন্য নারীর সংসর্গ করবে, এবং যে নারী পতির আজ্ঞা পেয়েও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে আপত্তি করবে, তাদের সকলেরই ভ্রূণহত্যার পাপ হবে। কুন্তী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে তা তুমি জান। আমি পুত্রপ্রার্থী, মস্তকে অঞ্জলি রেখে অনুনয় করছি, তুমি কোনও তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে গুণবান পুত্র লাভ কর।

কুন্তী তখন দুর্বাসার বরের বৃত্তান্ত পাণ্ডুকে জানিয়ে বললেন, মহারাজ, তুমি অনুমতি দিলে আমি কোনও দেবতা বা ব্রাহ্মণকে মন্ত্রবলে আহ্বান করতে পারি। দেবতার কাছে সদ্য পুত্রলাভ হবে, ব্রাহ্মণের কাছে বিলম্ব হবে। পাণ্ডু বললেন, আমি ধন্য হয়েছি, অনুগৃহীত হয়েছি, তুমিই আমাদের বংশের রক্ষিত্রী। দেবগণের মধ্যে ধর্মই সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান, আজই তুমি তাঁকে আহ্বান কর।

গান্ধারী যখন এক বৎসর গর্ভধারণ করেছিলেন সেই সময়ে কুন্তী মন্ত্রবলে ধর্মকে আহ্বান করলেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের উপর ধর্মের সহিত সঙ্গমের ফলে কুন্তী পুত্রবতী হলেন। প্রসবকালে দৈববাণী হল— এই বালক ধার্মিকগণের শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি হবে, এবং যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত হবে।

তার পর পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে কুন্তী ভীম ও অর্জুন নামে আরও দুই পুত্র লাভ করলেন। একদিন মাদ্রী পাণ্ডুকে বললেন, মহারাজ, কুন্তী আমার সপত্নী, তাঁকে আমি কিছু বলতে সাহস করি না, কিন্তু তুমি বললে তিনি আমাকেও পুত্রবতী করতে পারেন। পাণ্ডু অনুরোধ করলে কুন্তী সম্মত হলেন এবং তাঁর উপদেশে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্র লাভ করলেন। মাদ্রীর আরও পুত্রের জন্য পাণ্ডু অনুরোধ করলে কুন্তী বললেন, আমি মাদ্রীকে বলেছিলাম— কোনও এক দেবতাকে স্মরণ কর, কিন্তু সে যুগল দেবতাকে আহ্বান করে আমাকে প্রতারিত করেছে। মহারাজ, আমাকে আর অনুরোধ করো না।

দেবতার প্রসাদে লব্ধ পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্র কালক্রমে চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় বলশালী এবং দেবতার ন্যায় তেজস্বী হল। একদিন রমণীয় বসন্তকালে পাণ্ডু নির্জনে মাদ্রীকে দেখে সংযম হারালেন এবং পত্নীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তাঁকে সবলে গ্রহণ করলেন। শাপের ফলে সঙ্গমকালেই পাণ্ডুর প্রাণবিয়োগ হল। মাদ্রীর আর্তনাদ শুনে কুন্তী সেখানে এলেন এবং বিলাপ করে বললেন, আমি রাজাকে সর্বদা সাবধানে রক্ষা করতাম, তুমি এই বিজন স্থানে কেন তাঁকে লোভিত করলে? তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তাঁকে হৃষ্ট দেখেছ। আমি জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, সে জন্য ভর্তার সহমৃতা হব। তুমি এই বালকদের

পালন কর। মাদ্রী বললেন, আমি কামভোগে তৃপ্ত হইনি, অতএব পতির অনুসরণ করব। তোমার তিন পুত্রকে আমি নিজ পুত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দুই পুত্রকে নিজপুত্রবৎ পালন কর। এই বলে মাদ্রী পাণ্ডুর সহগমনকামনায় প্রাণত্যাগ করলেন।

২১। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডব— ভীমের নাগলোক দর্শন

পাণ্ডুর আশ্রমের নিকট যে সকল ঋষি বাস করতেন তাঁরা মন্ত্রণা করে পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ এবং কুন্তী ও রাজপুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোল, ভীমের পনের, অর্জুনের চোদ্দ এবং নকুল-সহদেবের তের। ঋষিরা রাজসভায় এলে কৌরবগণ প্রণত হয়ে সংবর্ধনা করলেন। ঋষিদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধতম তিনি পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুবিবরণ এবং যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় দিলেন এবং সভাস্থ সকলকে বিস্মিত করে সঙ্গিগণসহ অন্তর্হিত হলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেন। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পন্ন হল, সকলে দুঃখিত মনে রাজপুরীতে ফিরে এলেন। তখন ব্যাস শোকবিহ্বলা সত্যবতীর কাছে এসে বললেন, মাতা, সুখের দিন শেষ হয়েছে, পৃথিবী এখন গতযৌবনা, ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে, কৌরবদের দুর্নীতির ফলে ধর্মকর্ম লোপ পাবে। কুরুবংশের ক্ষয় যেন আপনাকে দেখতে না হয়, আপনি তপোবনে নিয়ে যোগ অবলম্বন করুন। সত্যবতী তাঁর পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ব্যাসের কথা জানিয়ে বললেন, তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তার পর তাঁরা তিনজনে বনে গিয়ে ঘোর তপস্যায় দেহ ত্যাগ করে ইষ্টলোকে গেলেন।

পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের পিতৃগৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন। নানাবিধ ক্রীড়ায় ভীমই সর্বাধিক শক্তি দেখাতেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের মাথা ঠোকাঠুকি করিয়ে, জলে ডুবিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে নিগ্রহ করতেন। বাহুযুদ্ধে, গমনের বেগে বা ব্যায়ামের অভ্যাসে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। ভীমের মনে কোনও বিদ্বেষ ছিল না, তথাপি তিনি বালসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ধার্তরাষ্ট্রগণের অপ্রিয় হলেন।

দুর্যোধন গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটি নামক স্থানে উদকক্রীড়ন নাম দিয়ে একটি সুসজ্জিত আবাস রচনা করলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য রাখিয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানকার উদ্যানে সকলে খেলাচ্ছলে পরস্পরের মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন, সেই সুযোগে পাপমতি দুর্যোধন ভীমকে কালকূট বিষমিশ্রিত খাদ্য দিলেন। জলক্রীড়ার পর সকলে বিহারগৃহে বিশ্রাম করতে গেলেন, কিন্তু ভীম অত্যন্ত শ্রান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গঙ্গাতীরে পড়ে রইলেন। দুর্যোধন তাঁকে লতা দিয়ে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন।

সংজ্ঞাহীন ভীম জলে নিমগ্ন হয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন। মহাবিষ সর্পগণ তাঁকে দংশন করতে লাগল, সেই জঙ্গম সর্পবিষে স্থাবর কালকূট বিষ নষ্ট হল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর বন্ধন ছিন্ন করে সর্প বধ করতে লাগলেন। তখন কতকগুলো সর্প নাগরাজ বাসুকির কাছে গিয়ে সংবাদ দিল। বাসুকি ভীমের কাছে গিয়ে তাঁকে নিজের দৌহিত্রের দৌহিত্র, অর্থাৎ কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলে চিনতে পেরে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। বাসুকি বললেন, একে ধনরত্ন দিয়ে সুখী কর। একজন নাগ বলল, ধন দিয়ে কী হবে, যদি আপনি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই কুমারকে রসায়ন পান করতে দিন। বাসুকির আজ্ঞায় নাগগণ ভীমকে রসায়নকুণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। ভীম স্বস্ত্যয়ন করে শুচি হয়ে পূর্বমুখে বসলেন এবং এক নিশ্বাসে এক-একটি কুণ্ডের রস পান করে আটটি কুণ্ড নিঃশেষ করলেন। তার পর তিনি নাগদত্ত উত্তম শয্যায় শুয়ে সুখে নিদ্রিত হলেন।

জলবিহার শেষ করে কৌরব[১] ও পাণ্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। ভীম আগেই চলে গেছেন মনে করে তাঁরা রথ গজ ও অশ্বে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। ভীমকে না দেখে কুন্তী অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলেন। বিদুর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমস্ত নগরোদ্যানে অন্বেষণ করেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুন্তীর ভয় হল, হয়তো ক্রুর দুর্যোধন ভীমকে হত্যা করেছে। বিদুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহামুনি ব্যাস বলেছেন, আপনার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হবে।

অষ্টম দিনে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হল। নাগগণ তাঁকে বলল, রসায়ন জীর্ণ করে তুমি অযুত হস্তীর বল পেয়েছ, এখন দিব্য জলে স্নান করে গৃহে যাও। ভীম স্নান করে উত্তম অন্ন ভোজন করলেন এবং নাগদের আশীর্বাদ নিয়ে দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে স্বগৃহে ফিরে গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, চুপ করে থাক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। দুর্যোধন বিফলমনোরথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ করতে লাগলেন।

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গৌতমগোত্রজ কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করলেন।

২২। কৃপ— দ্রোণ— অশ্বত্থামা— একলব্য— অর্জুনের পটুতা

মহর্ষি গৌতমের শরদ্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধনুর্বেদে যেমন বুদ্ধি ছিল বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাকে দেখে শরদ্বানের হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল এবং রেতঃপাত হল। সেই রেতঃ একটি শরস্তম্বে পড়ে দু ভাগ হল, তা থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা

১. ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত সেজন্য কৌরব। তথাপি সাধারণত দুর্যোধনাদিকেই কৌরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরু বলা হয়।

জন্মগ্রহণ করল। রাজা শান্তনু তাদের দেখতে পেয়ে কৃপা করে গৃহে এনে সন্তানবৎ পালন করলেন এবং বালকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী রাখলেন। শরদ্বান তপোবলে তাদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে রাজভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী করলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধন প্রভৃতি এবং বৃষ্ণিবংশীয় ও নানাদেশের রাজপুত্রগণ এই কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগলেন।

ভরদ্বাজ ঋষি গঙ্গোত্তরী প্রদেশে বাস করতেন। একদিন স্নানকালে ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে তাঁর শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র তিনি কলসের মধ্যে রাখেন, তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবেশ্য মুনি দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। পাঞ্চালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন, তাঁর পুত্র দ্রুপদ দ্রোণের সঙ্গে খেলা করতেন। পিতার আদেশে দ্রোণ কৃপীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একটি পুত্র হয়, সে ভূমিষ্ঠ হয়েই অশ্বের ন্যায় চিৎকার করেছিল, সে জন্য তার নাম অশ্বত্থামা হল।

ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণ পিতার আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধনুর্বেদ চর্চা করতে লাগলেন। একদিন তিনি শুনলেন যে অস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন পরশুরাম তাঁর সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদের দিতে ইচ্ছা করেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের কাছে গিয়ে প্রণাম করে ধন চাইলেন। পরশুরাম বললেন, আমার কাছে সুবর্ণাদি যা ছিল সবই ব্রাহ্মণদের দিয়েছি, সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দিয়েছি, এখন কেবল আমার শরীর আর অস্ত্রশস্ত্র অবশিষ্ট আছে, কী চাও বল। দ্রোণ বললেন, আপনি সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাকে দিন এবং তাদের প্রয়োগ ও প্রত্যাহরণের বিধি আমাকে শেখান। পরশুরাম দ্রোণের প্রার্থনা পূরণ করলেন। দ্রোণ কৃতার্থ হয়ে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে গেলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যগর্বে দ্রুপদ তাঁর বাল্যসখার অপমান করলেন। দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বাস করতে লাগলেন।

একদিন রাজকুমারগণ নগরের বাইরে এসে বীটা[১] নিয়ে খেলছিলেন। দৈবক্রমে তাঁদের বীটা কূপের মধ্যে পড়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা তুলতে পারলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পক্বকেশ কৃশকায় ব্রাহ্মণ নিকটে বসে হোম করছেন দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহ্মণ দ্রোণ। তিনি সহাস্যে বললেন, ধিক তোমাদের ক্ষত্রবল আর অস্ত্রশিক্ষা, ভরতবংশে জন্মে একটা বীটা তুলতে পারলে না! তোমাদের বীটা আর আমার এই অঙ্গুরীয় আমি ঈষীকা (কাশ তৃণ) দিয়ে তুলে দেব, কিন্তু আমাকে খাওয়াতে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, কৃপাচার্য অনুমতি দিলে আপনি প্রত্যহ আহার পাবেন। দ্রোণ সেই শুষ্ক কূপে তাঁর আংটি ফেললেন, তার পর একটি ঈষীকা ফেলে বীটা বিদ্ধ করলেন, তার পর আর একটি ঈষীকা দিয়ে প্রথম ঈষীকা বিদ্ধ করলেন। এইরূপ পর পর ঈষীকা ফেলে উপরের ঈষীকা ধরে বীটা টেনে তুললেন। রাজপুত্রেরা এই ব্যাপার দেখে উৎফুল্লনয়নে সবিস্ময়ে বললেন, বিপ্রর্ষি, আপনার আংটিও তুলুন। দ্রোণ তাঁর ধনু থেকে

১. পুলির আকার কাষ্ঠখণ্ড, গুলিডাণ্ডা খেলার গুলি।

একটি শর কূপের মধ্যে ছুড়লেন, তার পর আরও শর দিয়ে পূর্বের ন্যায় অঙ্গুরীয় উদ্ধার করলেন। বালকরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার রূপগুণ যেমন দেখলে তা ভীষ্মকে জানাও।

বিবরণ শুনে ভীষ্ম বুঝলেন যে এই ব্রাহ্মণই দ্রোণ এবং তিনিই রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু হবার যোগ্য। ভীষ্ম তখনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে আনলেন। দ্রোণ বললেন, পাঞ্চালরাজপুত্র দ্রুপদ আর আমি মহর্ষি অগ্নিবেশ্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলাম, বাল্যকাল থেকে দ্রুপদ আমার সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হলে চলে যাবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, দ্রোণ, আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র, আমি পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত হলে আমার রাজ্য তোমারও হবে। তাঁর এই কথা আমি মনে রেখেছিলাম। তার পর আমি পিতার আদেশে এবং পুত্রকামনায় বিবাহ করি। আমার পত্নী অল্পকেশী, কিন্তু তিনি ব্রতপরায়ণা এবং সর্বকর্মে আমার সহায়। আমার পুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় তেজস্বী। একদা বালক অশ্বত্থামা ধনীপুত্রদের দুধ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দুঃখে দিশাহারা হলাম। বহু স্থানে চেষ্টা করেও কোথাও ধর্মসঙ্গত উপায়ে পয়স্বিনী গাভী পেলাম না। অশ্বত্থামার সঙ্গী বালকরা তাকে পিটুলি গোলা খেতে দিলে, দুধ খাচ্ছি মনে করে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকরা আমাকে উপহাস করে বলল, দরিদ্র দ্রোণকে ধিক, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পুত্র পিটুলি গোলা খেয়ে আনন্দে নৃত্য করে। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হল, পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ করে স্ত্রীপুত্রসহ দ্রুপদ রাজার কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সখা বলে সম্ভাষণ করতে গেলে দ্রুপদ বললেন, ব্রাহ্মণ, তোমার বুদ্ধি অমার্জিত তাই আমাকে সখা বলছ, সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। ব্রাহ্মণ আর অব্রাহ্মণ, রথী আর অরথী, প্রবলপ্রতাপ রাজা আর শ্রীহীন দরিদ্র— এদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না। তোমাকে এক রাত্রির উপযুক্ত ভোজন দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

দ্রোণ বললেন, এই অপমানের পর আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করে কুরুদেশে চলে এলাম। ভীষ্ম, এখন বলুন আপনার কোন প্রিয়কার্য করব। ভীষ্ম বললেন, আপনার ধনু জ্যামুক্ত করুন, রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দিন, এখানে সসম্মানে বাস করে সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করুন। এই রাজ্যের আপনিই প্রভু, কৌরবগণ আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। দ্রোণ বললেন, কুমারদের শিক্ষার ভার আমি নিলে কৃপাচার্য দুঃখিত হবেন, অতএব আমাকে কিছু ধন দিন, আমি সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাই। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কৃপাচার্যও থাকবেন, আমরা তাঁর যথোচিত সম্মান ও ভরণ করব। আপনি আমার পৌত্রদের আচার্য হবেন।

ভীষ্ম একটি সুপরিচ্ছন্ন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং পৌত্রদের শিক্ষার ভার তাঁর হাতে দিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা দেশের রাজপুত্রগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, সূতপুত্র কর্ণও তাঁকে গুরুরূপে বরণ করলেন। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জুনই আচার্যের সর্বাপেক্ষা স্নেহপাত্র হলেন।

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, কিন্তু নীচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে বনে চলে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মৃন্ময়ী মূর্তিকে আচার্য কল্পনা করে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।

একদিন কুরুপাণ্ডবগণ মৃগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনুচর মৃগয়ার উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুড়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বললেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করল কেন? দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কী দেব আজ্ঞা করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতরচিত্তে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দ্রোণকে দিলেন। তার পর সেই নিষাদপুত্র অন্য অঙ্গুলি দিয়ে শরাকর্ষণ করে দেখলেন, কিন্তু শর পূর্ববৎ শীঘ্রগামী হল না। অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন।

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বত্থামা গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগে, নকুল-সহদেব অসিযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথচালনায়, এবং অর্জুন বুদ্ধি বল উৎসাহ ও সর্বাস্ত্রের প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ হলেন। দুরাত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীম ও অর্জুনের শ্রেষ্ঠতা সইতে পারতেন না।

একদিন দ্রোণ একটি কৃত্রিম ভাস[১] পক্ষী গাছের উপর রেখে কুমারদের বললেন, তোমরা এই পক্ষীকে লক্ষ্য করে স্থির হয়ে থাক, যাকে বলব সে শরাঘাতে ওর মুণ্ডচ্ছেদ করে ভূমিতে ফেলবে। সকলে শরসন্ধান করলে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি গাছের উপর ওই পাখি দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমার ভ্রাতাদের দেখছ? যুধিষ্ঠির বললেন যে তিনি সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ বিরক্ত হয়ে বললেন, সরে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ করতে পারবে না। দুর্যোধন-ভীম প্রভৃতিও বললেন, আমরা সবই দেখছি। দ্রোণ তাঁদেরও সরিয়ে দিলেন। তার পর অর্জুনকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি কেবল ভাসপক্ষী দেখছি। দ্রোণ বললেন, আবার বল। অর্জুন বললেন, কেবল ভাসের মস্তক দেখছি। আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবারে শর ত্যাগ কর। তৎক্ষণাৎ অর্জুনের ক্ষুরধার শরে ভাসের ছিন্ন মুণ্ড ভূমিতে পড়ে গেল।

---

১. মোরগ অথবা শকুন।

একদিন শিষ্যদের সঙ্গে দ্রোণ গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে নামলে একটা কুম্ভীর[১] তাঁর জঙ্ঘা কামড়ে ধরল। দ্রোণ শিষ্যদের বললেন, তোমরা শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। তাঁর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন পাঁচ শরে কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড করলেন, অন্য শিষ্যরা মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ প্রীত হয়ে অর্জুনকে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দান করে বললেন, এই অস্ত্র মানুষের প্রতি প্রয়োগ করো না, যদি অন্য শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে।

২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন

একদিন ব্যাস কৃপ ভীম বিদূর প্রভৃতির সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, কুমারদের অস্ত্রাভ্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে, আপনি অনুমতি দিলে তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রদর্শন করবেন। ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে বললেন, আপনি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষুষ্মান লোকের ন্যায় আমিও কুমারগণের পরাক্রম দেখি।

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় এবং দ্রোণের নির্দেশ অনুসারে বিদূর সমতল স্থানে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মাণ করালেন এবং ঘোষণা করে সাধারণকে জানিয়ে শুভ তিথি-নক্ষত্রযোগে দেবপূজা করলেন। নির্দিষ্ট দিনে ভীষ্ম ও কৃপাচার্যকে অগ্রবর্তী করে ধৃতরাষ্ট্র সুসজ্জিত প্রেক্ষাগারে এলেন। গান্ধারী-কুন্তী প্রভৃতি রাজপুরনারীগণ উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে মঞ্চে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের কোলাহলে ও বাদ্যধ্বনিতে সেই সভা মহাসমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হল।

অনন্তর শুক্লকেশ দ্রোণাচার্য শুক্ল বসন ও মালা ধারণ করে পুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে রঙ্গভূমিতে এলেন এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলাচরণ করালেন। দ্রোণ ও কৃপকে ধৃতরাষ্ট্র সুবর্ণরত্নাদি দক্ষিণা দিলেন। তার পর ধনু ও তূণীর ধারণ করে অঙ্গুলিত্র কটিবন্ধ প্রভৃতিতে সুরক্ষিত হয়ে রাজপুত্রগণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অস্ত্রপ্রয়োগ দেখাতে লাগলে। তাঁরা অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে নিজ নিজ নামাঙ্কিত বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন, রথ গজ ও অশ্ব চালনার, বাহুযুদ্ধের এবং খড়্গ-চর্ম[২] প্রয়োগের বিবিধ প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত দুর্যোধন ও ভীম গদাহস্তে এসে মত্ত হস্তীর ন্যায় সগর্জনে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কুমারগণ রঙ্গভূমিতে কী করছেন তার বিবরণ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমের এবং আর একদল দুর্যোধনের পক্ষপাতী হওয়ায় জনমণ্ডলী যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, সভায় কুরুরাজের জয়, ভীমের জয়,

---

১. মূলে 'গ্রাহ' আছে, তার অর্থ কুম্ভীর-হাঙ্গর দুই-ই হয়।
২. চর্ম— ঢাল।

এইরূপ কোলাহল উঠল। তখন দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকে বললেন, তুমি ওই দুই মহাবীরকে নিবারণ কর, যেন রঙ্গস্থলে ক্রোধের উৎপত্তি না হয়। অশ্বত্থামা গদাযুদ্ধে উদ্যত ভীম আর দুর্যোধনকে নিরস্ত করলেন।

মেঘমন্দ্রতুল্য বাদ্যধ্বনি থামিয়ে দিয়ে দ্রোণ বললেন, যিনি আমার পুত্রের চেয়ে প্রিয়, সর্বাস্ত্রবিশারদ, উপেন্দ্রতুল্য, সেই অর্জুনের শিক্ষা আপনারা দেখুন। দর্শকগণ উৎসুক হয়ে অর্জুনের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? বিদুর বললেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অবতীর্ণ হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কুন্তীর তিন পুত্রের গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি, অনুগৃহীত হয়েছি, রক্ষিত হয়েছি। অর্জুন আগ্নেয় বারুণ বায়ব্য প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ দেখালেন। তার পর একটি ঘূর্ণমান লৌহবরাহের মুখে এককালে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, রজ্জুলম্বিত গোশৃঙ্গের ভিতরে একুশটি বাণ প্রবিষ্ট করলেন, খড়্গ আর গদা হস্তে বিবিধ কৌশল দেখালেন।

অর্জুনের কৌশলপ্রদর্শন শেষ হয়ে এসেছে এবং বাদ্যরবও মন্দীভূত হয়েছে, এমন সময় দ্বারদেশে সহসা বজ্রধ্বনির ন্যায় বাহ্বাস্ফোট (তাল ঠোকার শব্দ) শোনা গেল। দ্বারপালরা পথ ছেড়ে দিলে কবচকুণ্ডলশোভিত মহাবিক্রমশালী কর্ণ পাদচারী পর্বতের ন্যায় রঙ্গভূমিতে এলেন এবং অধিক সম্মান না দেখিয়ে দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম করলেন। অর্জুন যে তাঁর ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, পার্থ, তুমি যা দেখিয়েছ তার সবই আমি দেখাব। এই বলে তিনি দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অর্জুন যা যা করেছিলেন তাই করে দেখালেন। দুর্যোধন আনন্দিত হয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহু, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, তুমি এই কুরুরাজ্য ইচ্ছামতো ভোগ কর। কর্ণ বললেন, আমি তোমার সখ্য চাই, আর অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই। দুর্যোধন বললেন, তুমি সখ্য হয়ে আমার সঙ্গে সমস্ত ভোগ কর আর শত্রুদের মাথায় পা রাখ।

অর্জুন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করে বললেন, কর্ণ, যারা অনাহূত হয়ে আসে আর অনাহূত হয়ে কথা বলে, তারা যে নরকে যায় আমি তোমাকে সেখানে পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই রঙ্গভূমিতে সকলেরই আসবার অধিকার আছে। দুর্বলের ন্যায় আমার নিন্দা করছ কেন, যা বলবার শর দিয়েই বল। আজ গুরুর সমক্ষেই শরাঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ করব। তার পর দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অর্জুন তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা কর্ণের পক্ষে গেলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পুত্রকে দেখতে এলেন, অর্জুনের উপর মেঘের ছায়া এবং কর্ণের উপর সূর্যের কিরণ পড়ল। দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম অর্জুনের কাছে গেলেন। রঙ্গভূমি দুই পক্ষে বিভক্ত হওয়ায় স্ত্রীদের মধ্যেও দ্বৈধভাব উৎপন্ন হল।

কর্ণকে চিনতে পেরে কুন্তী মূর্ছিত হলেন, বিদুরের আজ্ঞায় দাসীরা চন্দন-জল সেচন করে তাঁকে প্রবুদ্ধ করল। দুই পুত্রকে সশস্ত্র দেখে কুন্তী বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন, এই অর্জুন কুরুবংশজাত, পাণ্ডুও কুন্তীর পুত্র, ইনি তোমার সঙ্গে

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন। মহাবাহু কর্ণ, তুমি তোমার মাতা-পিতার কুল বল, কোন রাজবংশের তুমি ভূষণ? তোমার পরিচয় পেলে অর্জুন যুদ্ধ করা বা না করা স্থির করবেন, রাজপুত্রেরা তুচ্ছকুলশীল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। কৃপের কথায় কর্ণ বর্ষাজলসিক্ত পদ্মের ন্যায় লজ্জায় মস্তক নত করলেন। দুর্যোধন বললেন, আচার্য, অর্জুন যদি রাজা ভিন্ন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চান তবে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করছি। দুর্যোধন তখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ লাজ পুষ্প স্বর্ণ-ঘটের জল প্রভৃতি উপকরণে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

এমন সময় কর্ণের পালকপিতা অধিরথ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত দেহে যষ্টিহস্তে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনু ত্যাগ করে নতমস্তকে প্রণাম করলেন, অধিরথ সসম্ভ্রমে তাঁর চরণ আবৃত[1] করে পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর মস্তক অশ্রুজলে অভিষিক্ত করলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, সূতপুত্র, তুমি অর্জুনের হাতে মরবার যোগ্য নও, তুমি কশা হাতে নিয়ে কুলধর্ম পালন কর। কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ খেতে পারে না, তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করতে পার না। ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হতে লাগল। দুর্যোধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা তোমার উচিত হয়নি। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরস্তম্ব থেকে জন্মেছিলেন, আর তোমাদের জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে। কবচকুণ্ডলধারী সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণ নীচ বংশে জন্মাতে পারেন না। কেবল অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত পৃথিবীই ইনি ভোগ করবার যোগ্য। যারা অন্যরূপ মনে করে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোক।

এই সময়ে সূর্যাস্ত হল। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধরে রঙ্গভূমি থেকে প্রস্থান করলেন। পাণ্ডবগণ, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতিও নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনন্দিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের এই বিশ্বাস হল যে কর্ণের তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে নেই।

২৪। দ্রুপদের পরাজয়— দ্রোণের প্রতিশোধ

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন আমার দক্ষিণা চাই। তোমরা যুদ্ধ করে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে নিয়ে এস, তাই শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। রাজকুমারগণ সম্মত হলেন এবং দ্রোণকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করলেন।

দ্রুপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাতৃগণ রথারোহণে এসে কৌরবগণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধন প্রভৃতির দর্প দেখে অর্জুন দ্রোণকে বললেন, ওরা দ্রুপদকে বন্দি

---

১. কর্ণ উচ্চজাতীয় এই সম্ভাবনায়।

করতে পারবে না। ওরা আগে নিজেদের বিক্রম দেখাক তার পর আমরা যুদ্ধে নামব। এই বলে তিনি নগর থেকে অর্ধ ক্রোশ দূরে ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দ্রুপদের বাণবর্ষণে দুর্যোধনাদি ব্যতিব্যস্ত হলেন, তাঁদের সৈন্যের উপর নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মুষল ও যষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। কৌরবদের আর্তরব শুনে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভ্রাতারা বললেন, আপনি যুদ্ধ করবেন না। এই বলে তাঁরা রথারোহণে অগ্রসর হলেন। ভীম কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে ধাবিত হয়ে পাঞ্চালরাজের গজসৈন্য অশ্ব রথ প্রভৃতি ধ্বংস করতে লাগলেন। তার পর অর্জুনের সঙ্গে দ্রুপদ ও তাঁর ভ্রাতা সত্যজিতের ভীষণ যুদ্ধ হল। অর্জুনের শরাঘাতে সত্যজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হল, সত্যজিৎ পলায়ন করলেন। তখন অর্জুন দ্রুপদের ধনু ও রথধ্বজ ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারথিকে শরবিদ্ধ করে খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। পাঞ্চাল সৈন্য দশ দিকে পালাতে লাগল। দ্রুপদকে ধরে অর্জুন ভীমকে বললেন, দ্রুপদ রাজা কুরুবীরগণের আত্মীয়, তাঁর সৈন্য বধ করবেন না, আসুন, আমরা গুরুদক্ষিণা দেব।

কুমারগণ দ্রুপদ আর তাঁর অমাত্যকে ধরে এনে দ্রোণকে দক্ষিণাস্বরূপ উপহার দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রুপদ, আমি তোমার রাষ্ট্র দলিত করে রাজপুরী অধিকার করেছি, তোমার জীবনও শত্রুর অধীন, এখন পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ করে কী চাও তা বল। তার পর দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বীর, প্রাণের ভয় করো না, আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ। তুমি বাল্যকালে আমার সঙ্গে খেলেছিলে, সে জন্য তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে। অরাজা রাজার সখা হতে পারে না, তোমাকে আমি অর্ধ রাজ্য দিচ্ছি, যদি ইচ্ছা কর তবে আমাকে সখা মনে করতে পার। দ্রুপদ বললেন, শক্তিমান মহাত্মার পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আমি প্রীত হয়েছি, আপনার চিরস্থায়ী প্রণয় কামনা করি। তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হয়ে দ্রুপদকে মুক্তি দিলেন।

গঙ্গার দক্ষিণে চর্মন্বতী নদী পর্যন্ত দেশ দ্রুপদের অধিকারে রইল, দ্রোণাচার্য গঙ্গার উত্তরে অহিচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষুণ্ণ দ্রুপদ পুত্রলাভের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা

এক বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ধৈর্য স্থৈর্য অনিষ্ঠুরতা সরলতা প্রভৃতি গুণে যুধিষ্ঠির তাঁর পিতা পাণ্ডুর কীর্তিও অতিক্রম করলেন। বৃকোদর[১] ভীম বলরামের কাছে অসিযুদ্ধ গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অর্জুন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পটুতা লাভ করলেন। সহদেব সর্বপ্রকার নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও অতিরথ (যিনি অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন)

১. যাঁর উদরে বৃক বা জঠরাগ্নি আছে, বহুভোজী।

এবং চিত্রযোধী (বিচিত্র যুদ্ধকারী) নামে খ্যাত হলেন। অর্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় করে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করলেন।

পাণ্ডবদের বিক্রমের খ্যাতি অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মন দূষিত হল, দুশ্চিন্তার জন্য তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হতে লাগল। তিনি মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ কণিককে বললেন, দ্বিজোত্তম, পাণ্ডবদের খ্যাতি শুনে আমার অসূয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহ কী কর্তব্য তা বলুন, আমি আপনার উপদেশ পালন করব।

রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ উপদেশের প্রসঙ্গে কণিক বললেন, মহারাজ, উপযুক্ত কাল না আসা পর্যন্ত অমিত্রকে কলসের ন্যায় কাঁধে বইবেন, তার পর সুযোগ এলেই তাকে পাথরের উপর আছড়ে ফেলবেন। যাঁকে দারুণ কর্ম করতে হবে তিনি বিনীত হয়ে হাস্যমুখে কথা বলবেন, কিন্তু হৃদয়ে ক্ষুরধার থাকবেন। মৎস্যজীবী যেমন বিনা অপরাধে মৎস্য হত্যা করে, সেইরূপ পরের মর্মচ্ছেদ ও নিষ্ঠুর কর্ম না করে বিপুল ঐশ্বর্যলাভ হয় না। কুরুরাজ, আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ; নিজেকে রক্ষা করুন, যেন পাণ্ডবরা আপনার অনিষ্ট না করে; এমন উপায় করুন যাতে শেষে অনুতাপ করতে না হয়।

জতুগৃহপর্বাধ্যায়

২৬। বারণাবত— জতুগৃহদাহ

পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দুর্যোধন তাঁর মাতুল সুবলপুত্র শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পিতা, পুরবাসীগণ আপনাকে আর ভীষ্মকে অনাদর করে যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করতে চায়। আপনি অন্ধ বলে রাজ্য পাননি, পাণ্ডু পেয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্ররাই যদি বংশানুক্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে। আপনি কৌশল করে পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন, তা হলে আমাদের আর ভয় থাকবে না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কী করে নির্বাসিত করতে পারি? ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কৃপ তা সমর্থন করবেন না। দুর্যোধন বললেন, আমি অর্থ আর সম্মান দিয়ে প্রজাদের বশ করেছি, অমাত্যগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে। ভীষ্মের কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বত্থামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পুত্রের অনুসরণ করবেন, কৃপও তাঁর ভাগিনেয়কে ত্যাগ করবেন না। বিদুর আমাদের অর্থে পুষ্ট হয়েও গোপনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী, কিন্তু তিনি একলা আমাদের বাধা দিতে পারবেন না। আপনি আজই পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান।

ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মন্ত্রী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন, বারণাবত অতি মনোরম নগর, সেখানে পশুপতির উৎসব উপলক্ষে এখন বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এইপ্রকার বর্ণনা শুনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার ইচ্ছা হল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের বললেন, বৎসগণ, আমি শুনেছি যে বারণাবত অতি রমণীয় নগর, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কদের ধনদান করে কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে এস। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় এবং নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে সম্মত হলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

দুর্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই, তুমি দ্রুতগামী রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শণ, সর্জরস (ধুনা) প্রভৃতি দিয়ে একটি চতুঃশাল (চকমিলান) সুসজ্জিত গৃহ নির্মাণ করাও। মৃত্তিকার সঙ্গে প্রচুর ঘৃত তৈল বসা জতু (গালা) মিশিয়ে তার দেওয়ালে লেপ দেবে এবং চতুর্দিকে কাষ্ঠ তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এমন করে রাখবে যাতে পাণ্ডবরা বুঝতে না পারে। তুমি সমাদর করে পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন শয্যা যান প্রভৃতি দেবে। কিছুকাল পরে যখন তারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন দ্বারদেশে অগ্নিদান করবে। পুরোচন তখনই দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে বারণাবতে গেলেন।

বুদ্ধিমান বিদুর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গি দেখে তাঁর দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। যুধিষ্ঠিরের যাত্রাকালে বিদুর অন্যের অবোধ্য ম্লেচ্ছভাষায় তাঁকে বললেন, শত্রুর অভিসন্ধি যে জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অগ্নিতে শুষ্ক বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানুষ শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা দিঙনির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বুঝেছি।

পথে যেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে অবোধ্য ভাষায় কী বললেন আর তুমিও বুঝেছি বললে, এর অর্থ কী? যুধিষ্ঠির বললেন, বিদুরের কথার অর্থ— আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল পথই যেন আমরা চিনে রাখি।

পাণ্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জয়ধ্বনি করে সংবর্ধনা করল, তাঁরাও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অধিবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। পুরোচন মহাসমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেন। সেখানে দশ রাত্রি বাসের পর তিনি পাণ্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে গেলেন, তার নাম 'শিব', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অশিব। যুধিষ্ঠির সেখানে গিয়ে ঘৃত বসা ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপুণ শিল্পীরা এই গৃহ আগ্নেয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত করেছে, পাপী পুরোচন আমাদের দগ্ধ করতে চায়। ভীম বললেন, যদি মনে করেন এখানে অগ্নিভয় আছে তবে

পূর্বের বাসস্থানেই চলুন। যুধিষ্ঠির তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করছি জানলে পুরোচন বলপ্রয়োগ করে আমাদের দগ্ধ করবে। যদি পালিয়ে যাই তবে দুর্যোধনের চরেরা আমাদের হত্যা করবে। আমরা মৃগয়ার ছলে এই দেশের সর্বত্র বিচরণ করে পথ জেনে রাখব এবং এই জতুগৃহের ভূমিতে গর্ত করে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের নিশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।

সেই সময়ে একটি লোক এসে নির্জনে পাণ্ডবদের বলল, আমি খননকার্যে নিপুণ, বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তিনি ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করেছিলেন তা আমি জানি, এই আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে পুরোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বিদুরের তুল্যই আমার হিতার্থী, অগ্নিদাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দুর্যোধনের আদেশে পুরোচন এই ভবনে অনেক অস্ত্র এনে রেখেছে, এখান থেকে পলায়ন করা দুঃসাধ্য। তুমি গোপনে আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পরিখায় ও গৃহমধ্যে গর্ত করে এক বৃহৎ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করল এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান করে দিল, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। পুরোচন গৃহের দ্বারদেশেই বাস করতেন সে জন্য সুড়ঙ্গের মুখ আবৃত করা হল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মৃগয়া করতেন এবং রাত্রিকালে সশস্ত্র ও সতর্ক হয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে বাস করতেন।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হলে পুরোচন স্থির করলেন যে পাণ্ডবদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের পলায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দগ্ধ করব এবং অন্য ছ জনকে এখানে রেখে চলে যাব। একদিন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজন করালেন, অনেক স্ত্রীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজন করে রাত্রিতে চলে গেল। এক নিষাদ-স্ত্রী তার পাঁচ পুত্রকে নিয়ে খেতে এসেছিল, সে পুত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান করে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগ্ন হল। সকলে সুষুপ্ত হলে ভীম পুরোচনের শয়নগৃহে, জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ুতে জতুগৃহের সর্বদিক জ্বলে উঠল, অগ্নির উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরাও জেগে উঠে বলতে লাগল পাপিষ্ঠ পুরোচন দুর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ করে পাণ্ডবদের বধ করেছে। দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, যিনি নির্দোষ পাণ্ডবগণকে শত্রুর ন্যায় হত্যা করিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা পুরোচনও পুড়ে মরেছে। বারণাবতবাসীরা জ্বলন্ত জতুগৃহের চতুর্দিকে থেকে এইরূপে বিলাপ করে রাত্রিযাপন করল।

পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী অলক্ষিত হয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিদ্রার ব্যাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যুধিষ্ঠির-অর্জুনের হাত ধরে বেগে চললেন। বিদুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর

গঙ্গার তীরে একটি বায়ুবেগসহ যন্ত্রযুক্ত পতাকাশোভিত নৌকা[1] রেখেছিল। পাণ্ডবগণকে গঙ্গার অপর পারে এনে বিদুরের অনুচর জয়োচ্চারণ করে চলে গেল।

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পথনির্ণয় করে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলেন। দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পরদিন সন্ধ্যাকালে তাঁরা হিংস্রপ্রাণীসমাকুল ঘোর অরণ্যে উপস্থিত হলেন। কুন্তী প্রভৃতি সকলে তৃষ্ণায় কাতর হওয়ায় ভীম পদ্মপুটে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে ক্লান্ত হয়ে ভূমিতে নিদ্রামগ্ন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে বারণাবতবাসীরা আগুন নিভিয়ে দেখল পুরোচন পুড়ে মরেছেন। পাণ্ডবদের খুঁজতে খুঁজতে তারা নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রের দগ্ধ দেহ পেয়ে স্থির করল যে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সুড়ঙ্গ দেখতে পেল না, কারণ খনক তা মাটি দিয়ে ভরিয়েছিল। হস্তিনাপুরে সংবাদ গেলে ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির অন্ত্যেষ্টির জন্য বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাতিগণের সঙ্গে ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র নিরাভরণ হয়ে একবস্ত্রে গঙ্গায় গিয়ে তর্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে লাগলেন, কেবল বিদুর অধিক শোক প্রকাশ করলেন না।

হিড়িম্ববধপর্বাধ্যায়

২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা— ঘটোৎকচের জন্ম

কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি যেখানে নিদ্রিত ছিলেন তার অনতিদূরে শালগাছের উপর হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ষার মেঘের ন্যায়, চক্ষু পিঙ্গল, বদন দংষ্ট্রাকরাল, কেশ ও শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, আকার ভয়ংকর। পাণ্ডবদের দেখে এই রাক্ষসের মনুষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হল, সে তার ভগিনী হিড়িম্বাকে বলল, বহুকাল পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহ্বা বেরিয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারালো আটটি দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ ছেদন করে ফেনিল রক্ত পান করব। তুমি ওদের বধ করে নিয়ে এস, আজ আমরা দুজনে প্রচুর নরমাংস খেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব।

ভ্রাতার কথা শুনে হিড়িম্বা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পাণ্ডবদের কাছে এসে দেখল সকলেই নিদ্রিত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভীমকে দেখে সে ভাবল, এই মহাবাহু সিংহস্কন্ধ উজ্জ্বলকান্তি পুরুষই আমার স্বামী হবার যোগ্য। আমি ভ্রাতার কথা শুনব না, ভ্রাতৃস্নেহের চেয়ে পতিপ্রেমই বড়। কামরূপিণী হিড়িম্বা সুন্দরী

---

১. 'সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্'।

সালংকারা নারীর রূপ ধারণ করে যেন লজ্জায় ঈষৎ হেসে ভীমসেনকে বলল, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুল্য পুরুষরা এবং এই সুকুমারী রমণী যাঁরা ঘুমিয়ে রয়েছেন এঁরা কে? এই বনে আমার ভ্রাতা হিড়িম্ব নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস খেতে চায় সে জন্য আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপনি আমার পতি হন। আমি আকাশচারিণী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব। ভীম বললেন, রাক্ষসী, নিদ্রিত মাতা ও ভ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চলে যেতে পারে? হিড়িম্বা বলল, এঁদের জাগান, আমি সকলকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, এঁরা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা যক্ষ গন্ধর্ব সকলকেই আমি পরাস্ত করতে পারি। তুমি যাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ভগিনীর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব দ্রুতবেগে পাণ্ডবদের কাছে আসতে লাগল। হিড়িম্বা ভীমকে বলল, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আরোহণ করুন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই, মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা করো না। হিড়িম্ব এসে দেখল, তার ভগিনী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে সূক্ষ্ম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তুই অসতী, এদের সঙ্গে তোকেও বধ করব। এই বলে সে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এঁদের জাগিয়ে কী হবে, আমার কাছে এস। তোমার ভগিনীর দোষ কী, ইনি আমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তার পর ভীম আর হিড়িম্বের ঘোর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হল। পাছে ভ্রাতাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় সে জন্য ভীম রাক্ষসকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে সকলেই জেগে উঠলেন।

কুন্তী হিড়িম্বাকে বললেন, বরবর্ণিনী সুরকন্যাতুল্য তুমি কে? এই বনের দেবতা, না অপ্সরা? হিড়িম্বা নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল যে ভীমের প্রতি তার অনুরাগ হয়েছে। অর্জুন ভীমকে বললেন, আপনি বিলম্ব করবেন না, আমাদের যেতে হবে। উষাকাল আসন্ন, সেই রৌদ্র মুহূর্তে রাক্ষসরা প্রবল হয়। ওই রাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শীঘ্র মেরে ফেলুন। তখন ভীম হিড়িম্বকে তুলে ধরে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পর ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে বধ করলেন।

অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশি দূরে নয়, আমরা শীঘ্র সেখানে যাই চলুন, দুর্যোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভীম বললেন, রাক্ষসজাতি মোহিনী মায়ার বলে শত্রুতা করে, হিড়িম্বা, তুমিও তোমার ভ্রাতার পথে যাও। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি স্ত্রীহত্যা করো না, এ আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। হিড়িম্বা কুন্তীকে প্রণাম করে করজোড়ে বলল, আর্যা, আমি স্বজন ত্যাগ করে আপনার এই বীর পুত্রকে পতিরূপে বরণ করেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি বাঁচব না, আমাকে মুগ্ধা ভক্তিমতী ও অনুগতা জেনে দয়া করুন। আপনার পুত্রের সঙ্গে আমাকে মিলিত করে

দিন। আমি ওঁকে নিয়ে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব, তার পর আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে মনে মনে ভাবলেই আমি উপস্থিত হব।

যুধিষ্ঠির বললেন, হিড়িম্বা, তোমার কথা অসঙ্গত নয়, কিন্তু তোমাকে এই নিয়ম পালন করতে হবে।— ভীম স্নান আহ্নিক করে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সূর্যাস্ত হলেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। ভীম হিড়িম্বাকে বললেন, রাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমার পুত্র না হয় তত দিনই আমি তোমার সঙ্গে থাকব। হিড়িম্বা সম্মত হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশপথে চলে গেল।

কিছুকাল পরে হিড়িম্বার একটি ভীষণাকার বলবান পুত্র হল, তার কর্ণ সূক্ষ্মাগ্র, দন্ত তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর ভয়ানক। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই সদ্য প্রসব করে। হিড়িম্বার পুত্র জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ করে সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ হল। তার মাথা ঘটের মতো এবং চুল খাড়া সে জন্য হিড়িম্বা পুত্রের নাম রাখল ঘটোৎকচ। কুন্তী ও পাণ্ডবদের প্রণাম করে সে বলল, আমাকে কী করতে হবে আজ্ঞা করুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমি কুরুকুলে জন্মেছ, তুমি সাক্ষাৎ ভীমের তুল্য এবং পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি আমাদের সাহায্য করো। ঘটোৎকচ বলল, প্রয়োজন হলেই আমি উপস্থিত হব। এই বলে সে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

পাণ্ডবরা জটা বল্কল মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বীর বেশে মৎস্য ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল ও কীচক দেশের ভিতর দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ ব্যাসের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানি, বিষণ্ন হয়ো না, তোমাদের মঙ্গল হবে। যতদিন আমার সঙ্গে আবার দেখা না হয় তত দিন তোমরা নিকটস্থ ওই নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। এই কথা বলে ব্যাস পাণ্ডবগণকে একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রেখে এলেন।

বকবধপর্বাধ্যায়

২৮। একচক্রা— বকরাক্ষস

পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা ভিক্ষা করে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দু-ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপর চার ভ্রাতা ও কুন্তী খেতেন। এইরূপে বহুদিন গত হল। একদিন যুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা করতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুন্তী গৃহে আছেন, এমন সময় তাঁরা তাদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে আর্তনাদ শুনতে পেলেন। কুন্তী অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন, ব্রাহ্মণ তার পত্নী পুত্র ও কন্যার সঙ্গে বিষণ্নমুখে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলছিলেন,

ধিক মানুষের জীবন যা নল-তৃণের ন্যায় অসার, পরাধীন ও সকল দুঃখের মূল। ব্রাহ্মণী, আমি নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি দুর্বুদ্ধিবশত তোমার স্বর্গস্থ পিতামাতার এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাওনি, তার ফলে এখন এই আত্মীয়নাশ হবে। যিনি আমার নিত্যসঙ্গিনী পতিব্রতা ধর্মপত্নী তাঁকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, আমার বালিকা কন্যা বা পুত্রকেও ছাড়তে পারি না। যদি আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই তবে তোমরাও মরবে। হায়, আমাদের গতি কী হবে, সকলের একসঙ্গে মরাই ভালো।

ব্রাহ্মণী বললেন, তুমি প্রাকৃতজনের ন্যায় বিলাপ করছ কেন? লোকে নিজের জন্যই পত্নী ও পুত্রকন্যা চায়। তুমি থাক, আমি যাব, তাতে আমার ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় পুণ্য হবে। লোকে ভার্যার কাছে যা চায় সেই পুত্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমার অভাবে আমি তাদের ভরণপোষণ করতে পারব না। ভূমিতে মাংস পড়ে থাকলে যেমন পাখিরা লোলুপ হয় তেমনই পতিহীনা নারীকে সকলে কামনা করে, দুরাত্মা পুরুষরা হয়তো আমাকে সৎপথ থেকে বিচলিত করবে। এই কন্যার বিবাহ এবং পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আমি কী করে করব? আমার অভাবে তুমি অন্য পত্নী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ ঘোর অধর্ম। অতএব আমাকে যেতে দাও।

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তখন তাঁদের কন্যাটি বলল, একদিন আমাকে তো ছাড়তেই হবে, বরং এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আমিও অমৃতলোক লাভ করব। বালক পুত্রটি উৎফুল্লনয়নে কলকণ্ঠে বলল, তোমরা কেঁদো না, আমি এই তৃণ দিয়ে সেই রাক্ষসকে বধ করব।

কুন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুঃখের কারণ কী বলুন, যদি পারি তো দূর করতে চেষ্টা করব। ব্রাহ্মণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল রাক্ষস বাস করে, সে-ই এদেশের প্রভু। আমাদের রাজা তাঁর রাজধানী বেত্রকীয়গৃহে থাকেন, তিনি নির্বোধ ও দুর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষস এই দেশ রক্ষা করে, তার মূল্যস্বরূপ আমাদের প্রতিদিন একজন লোককে পাঠাতে হয়, সে প্রচুর অন্ন ও দুই মহিষ সঙ্গে নিয়ে যায়। বক সেই মানুষ, মহিষ আর অন্ন ভোজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মানুষকে কিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগত্যা আমি স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে তার কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেলুক।

কুন্তী বললেন, আপনি দুঃখ করবেন না, আমার পাঁচ পুত্রের একজন রাক্ষসের কাছে যাবে। ব্রাহ্মণ বললেন, আপনারা আমার শরণাগত ব্রাহ্মণ অতিথি, আমাদের জন্য আপনার পুত্রের প্রাণনাশ হতে পারে না। কুন্তী বললেন, আমার পুত্র বীর্যবান মন্ত্রসিদ্ধ ও তেজস্বী, সে রাক্ষসের খাদ্য পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু আপনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ মন্ত্রশিক্ষার জন্য লোকে আমার পুত্রের ওপর উপদ্রব করবে। কুন্তীর কথা শুনে

ব্রাহ্মণ অতিশয় হৃষ্ট হলেন। এমন সময় যুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন শুনে যুধিষ্ঠির মাতাকে বললেন, যাঁর বাহুবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই, যাঁর ভয়ে দুর্যোধন প্রভৃতি বিনিদ্র থাকে, যিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপনি কোন্ বুদ্ধিতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, যুধিষ্ঠির, ভীমের বল অযুত হস্তীর সমান, তার তুল্য বলবান কেউ নেই। এই ব্রাহ্মণের গৃহে আমরা সুখে নিরাপদে বাস করছি, এঁর প্রত্যুপকার করা আমাদের কর্তব্য।

রাত্রি প্রভাত হলে ভীম অন্ন নিয়ে বক রাক্ষস যেখানে থাকে সেই বনে গেলেন এবং তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবেগে ভীমের কাছে এসে দেখল, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক বলল, আমার অন্ন আমার সম্মুখেই কে খাচ্ছে, কোন দুর্বুদ্ধির যমালয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছে? ভীম মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুই হাত দিয়ে ভীমের পিঠে আঘাত করল, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ করতে এল। ভীম ভোজন শেষ করে আচমন করে বাঁ হাতে রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত গাছ ধরে ফেললেন। তখন দু-জনে বাহুযুদ্ধ হতে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে বধ করলেন। রাক্ষসের চিৎকার শুনে তার আত্মীয়-পরিজন ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও মানুষের হিংসা করবে না, যদি কর তবে তোমাদেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের আদেশ মেনে নিল। তার পর ভীম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের দ্বারদেশে ফেলে দিয়ে অন্যের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে এলেন। নগরবাসীরা আশ্চর্য হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। ব্রাহ্মণ বললেন, একজন মন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মা আমাদের রোদনে দয়ার্দ্র হয়ে আমার পরিবর্তে রাক্ষসের কাছে অন্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনিই তাকে বধ করে সকলের হিতসাধন করেছেন।

চৈত্ররথপর্বাধ্যায়

২৯। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত— গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ

কিছুকাল পরে পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে অন্য এক ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন। ইনি বিবিধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য বিবরণের প্রসঙ্গে বললেন, পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হবে। পাণ্ডবগণ সবিশেষ জানতে চাইলে তিনি এই ইতিহাস বললেন।—

দ্রোণাচার্যের নিকট পরাজয়ের পর দ্রুপদ প্রতিশোধ ও পুত্রলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হলেন। তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরে বিচরণ করতে করতে একটি ব্রাহ্মণবসতিতে এলেন।

সেখানে যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি বাস করতেন। পাদসেবায় উপযাজকে তুষ্ট করে দ্রুপদ বললেন, আমি আপনাকে দশ কোটি গো দান করব, আপনি আমাকে এমন পুত্র পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে বধ করবে। উপযাজ সম্মত হলেন না, তথাপি দ্রুপদ তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে উপযাজ বললেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজ শুচি অশুচি বিচার করেন না, আমি তাঁকে ভূমিতে পতিত ফল তুলে নিতে দেখেছি। ইনি গুরুগৃহে বাসকালে অন্যের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করতেন। আমার মনে হয় ইনি ধন চান, আপনার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। যাজের প্রতি অশ্রদ্ধা হলেও দ্রুপদ তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। যাজ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়রূপে নিযুক্ত করলেন।

যজ্ঞ শেষ হলে যাজ দ্রুপদমহিষীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আসুন, আপনার দুই সন্তান উপস্থিত হয়েছে। মহিষী বললেন, আমার মুখপ্রক্ষালন আর স্নান হয়নি, আপনি অপেক্ষা করুন। যাজ বললেন, যজ্ঞাগ্নিতে আমি আহুতি দিচ্ছি, উপযাজ মন্ত্রপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভীষ্টলাভ হবেই, আপনি আসুন বা না আসুন। যাজ আহুতি দিলে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক অগ্নিবর্ণ বর্মমুকুটভূষিত খড়গধনুর্বাণধারী কুমার সগর্জনে উত্থিত হলেন। পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগল, আকাশবাণী হল— এই রাজপুত্র দ্রোণবধ করে রাজার শোক দূর করবেন। তার পর যজ্ঞবেদি থেকে কুমারী পাঞ্চালী উঠলেন, তিনি সুদর্শনা শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশী, পীনপয়োধরা, তাঁর নীলোৎপলতুল্য সৌরভ এক ক্রোশ দূরেও অনুভূত হয়। আকাশবাণী হল— সর্বনারীর শ্রেষ্ঠা এই কৃষ্ণা হতে ক্ষত্রিয়ক্ষয় এবং কুরুবংশের মহাভয় উপস্থিত হবে। দ্রুপদ ও তাঁর মহিষী এই কুমার-কুমারীকে পুত্রকন্যা রূপে লাভ করে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। ধৃষ্ট (প্রগল্‌ভ) ও দ্যুম্ন (দ্যুতি, যশ, বীর্য, ধন) সমন্বিত এই কারণে কুমারের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন হল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণী অনুসারে কুমারীর নাম কৃষ্ণা হল। দৈব অনিবার্য এই জেনে এবং নিজ কীর্তি রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বগৃহে এনে অস্ত্রশিক্ষা দিলেন।

এই বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবগণ বিষণ্ণ হলেন। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমরা এই ব্রাহ্মণের গৃহে বহুকাল বাস করেছি, এদেশে যে রমণীয় বন-উপবন আছে তা-ও দেখা হয়েছে, এখন ভিক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তোমরা ভালো মনে কর তবে পাঞ্চাল দেশে চল। পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। এই সময়ে ব্যাস পুনর্বার তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, কোনও এক ঋষির একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল, পূর্বজন্মের কর্মদোষে তার পতিলাভ হয়নি। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট-হয়ে মহাদেব এসে বললেন, অভীষ্ট বর চাও। কন্যা বার বার বললেন, সর্বগুণান্বিত পতি কামনা করি। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বার পতি চেয়েছ, এ জন্য পরজন্মে তোমার পাঁচটি ভরতবংশীয় পতি হবে। সেই দেবরূপিণী কন্যা কৃষ্ণা নামে দ্রুপদের বংশে জন্মেছে, সে-ই তোমাদের পত্নী হবে। তোমরা পাঞ্চালনগরে যাও, দ্রুপদকন্যাকে পেয়ে তোমরা সুখী হবে।

পাণ্ডবরা পাঞ্চালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গঙ্গাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য অর্জুন একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ স্ত্রীদের নিয়ে গঙ্গায় জলক্রীড়া করতে এসেছিলেন। পাণ্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, প্রাতঃসন্ধ্যার পূর্বকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসদের, অবশিষ্ট কাল মানুষের। রাত্রিতে কোনও মানুষ, এমনকি সসৈন্য নৃপতিও, যদি জলের কাছে আসে তবে ব্রহ্মজ্ঞগণ নিন্দা করেন। আমি কুবেরের সখা গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, এই বন আমার, তোমরা দূরে যাও। অর্জুন বললেন, সমুদ্র হিমালয়ের পার্শ্বে, এবং এই গঙ্গায় দিনে-রাত্রিতে বা সন্ধ্যায় কারও আসতে বাধা নেই। তোমার কথায় কেন আমরা গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করব না? তখন অঙ্গারপর্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অনেকগুলো বাণ ছুড়লেন। অর্জুন তাঁর মশাল আর ঢাল ঘুরিয়ে সমস্ত বাণ নিরস্ত করে দ্রোণের নিকট লব্ধ প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গন্ধর্বরাজের রথ দগ্ধ হয়ে গেল, তিনি অচেতন হয়ে অধোমুখে পড়ে গেলেন, অর্জুন তাঁর মাল্যভূষিত কেশ ধরে টানতে লাগলেন। গন্ধর্বের ভার্যা কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাভাগ, আমি আপনার শরণাগতা, রক্ষা করুন, আমার স্বামীকে মুক্তি দিন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অর্জুন গন্ধর্বকে ছেড়ে দিলেন।

গন্ধর্ব বললেন, আমি পরাজিত হয়েছি, নিজেকে আর অঙ্গারপর্ণ[১] বলব না। আমার বিচিত্র রথ দগ্ধ হয়েছে, আমার এক নাম চিত্ররথ হলেও আমি দগ্ধরথ হয়েছি। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান করেছেন সেই অর্জুনকে আমার চাক্ষুসি বিদ্যা দান করছি। রাজকুমার, তুমি ত্রিলোকের যা কিছু দেখতে ইচ্ছা করবে এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে আর তোমার প্রত্যেক ভ্রাতাকে একশত দিব্যবর্ণ বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব দিচ্ছি, এরা প্রভুর ইচ্ছানুসারে উপস্থিত হয়। অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দিচ্ছ তা নিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। গন্ধর্ব বললেন, তুমি জীবন দিয়েছ, তার পরিবর্তে আমি চাক্ষুসি বিদ্যা দিচ্ছি। তোমার আগ্নেয় অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব আমাকে দাও।

অর্জুন গন্ধর্বের প্রার্থনা অনুসারে চাক্ষুসি বিদ্যা ও অশ্ব নিলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র দান করে সখ্যে আবদ্ধ হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমরা বেদজ্ঞ ও শত্রুদমনে সমর্থ, তথাপি রাত্রিকালে আমাদের ধর্ষণ করলে কেন? গন্ধর্ব বললেন, তোমাদের অগ্নিহোত্র নেই, ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করেও চল না, সে জন্য আমি তোমাদের ধর্ষণ করেছি। হে তাপত্য, শ্রেয়োলাভের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করা কর্তব্য। পুরোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বীরত্ব বা আভিজাত্যের প্রভাবে রাজ্য জয় করতে পারেন না। ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রাখলেই চিরকাল রাজ্যপালন করা যায়।

---

১. যাঁর পর্ণ বা বাহন জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য।

৩০। তপতী ও সংবরণ

অর্জুন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতী কে? আমরা তো কৌন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই ত্রিলোকবিশ্রুত উপাখ্যান বললেন।—

যিনি নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন সেই সূর্যের এক কন্যার নাম তপতী, ইনি সাবিত্রীর কনিষ্ঠা। রূপে-গুণে তিনি অতুলনা ছিলেন। সূর্যদেব এমন কোনও পাত্র খুঁজে পেলেন না যিনি তপতীর উপযুক্ত। সেই সময়ে কুরুবংশীয় ঋক্ষপুত্র সংবরণ রাজা প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি ধার্মিক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের নৃপতি, সে জন্য সূর্য তাঁকেই কন্যা দিতে ইচ্ছা করলেন। একদিন সংবরণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে গেলে তাঁর অশ্ব ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়ে মরে গেল। সংবরণ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে এক অতুলনীয় রূপবতী কন্যা দেখতে পেলেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সেই কন্যা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় অন্তর্হিত হলেন। রাজা কামমোহিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, তখন তপতী আবার দেখা দিয়ে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পষ্ট বাক্যে অনুনয় করে বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে ভজনা কর নতুবা আমার প্রাণবিয়োগ হবে। তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশংগত ভক্ত। তপতী বললেন, আপনিও আমার প্রাণ হরণ করেছেন। আমি স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপনি তপস্যায় তাঁকে প্রীত করে আমাকে প্রার্থনা করুন। এই বলে তপতী চলে গেলেন।

সংবরণ পুনর্বার মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অমাত্য ও অনুচরগণ অন্বেষণ করে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথায় পদ্মসুরভিত শীতল জল সেচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ করে মন্ত্রী ভিন্ন সকলকেই বিদায় দিলেন এবং সেই পর্বতেই ঊর্ধ্বমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষিকে স্মরণ করতে লাগলেন। দ্বাদশ দিন অতীত হলে বশিষ্ঠ সেখানে এলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত জেনে কিছুক্ষণ সংবরণের সঙ্গে আলাপ করে ঊর্ধ্বে চলে গেলেন। সূর্যের কাছে এসে বশিষ্ঠ প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, বিভাবসু, আপনার তপতী নামে যে কন্যা আছে তাঁকে আমি মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করছি। সূর্য সম্মত হয়ে তপতীকে দান করলেন, বশিষ্ঠ তাঁকে নিয়ে সংবরণের কাছে এলেন। সংবরণ তপতীকে বিবাহ করলেন এবং মন্ত্রীর ওপর রাজ্যচালনার ভার দিয়ে সেই পর্বতের বনে-উপবনে পত্নীর সঙ্গে বার বৎসর সুখে বাস করলেন।

সেই বার বৎসরে তাঁর রাজ্যে একবিন্দু বৃষ্টিপাত হল না, স্থাবর জঙ্গম এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পুত্রকলত্র ছেড়ে দিকে দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। বশিষ্ঠ মুনি সংবরণ ও তপতীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবার বর্ষণ করলেন, শস্য উৎপন্ন হল। অর্জুন, সেই তপতীর গর্ভে কুরু নামক পুত্র হয়। তুমি তাঁরই বংশে জন্মেছ, সে জন্য তুমি তাপত্য।

৩১। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শক্তি ও কল্মাষপাদ— ঔর্ব— ধৌম্য

অর্জুন বশিষ্ঠের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্বরাজ বললেন।— বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র, অরুন্ধতির পতি এবং ইক্ষ্বাকু কুলের পুরোহিত। কান্যকুব্জরাজ কুশিকের পুত্র গাধি, তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গিয়ে পিপাসিত হয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন। রাজার সৎকারের নিমিত্ত বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু নন্দিনীকে বললেন, আমার যা প্রয়োজন তা দাও। নন্দিনী ধূমায়মান অন্নরাশি, সূপ (দাল), দধি, ঘৃত, মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রত্ন ও বসন উৎপন্ন করলে, বশিষ্ঠ তা দিয়ে বিশ্বামিত্রের সৎকার করলেন। নন্দিনীর মনোহর আকৃতি দেখে বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন, আপনি দশ কোটি ধেনু বা আমার রাজ্য নিয়ে আপনার কামধেনু আমাকে দান করুন। বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না, তখন বিশ্বামিত্র সবলে নন্দিনীকে হরণ করে কশাঘাতে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। নন্দিনী বলল, ভগবান, বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের কশাঘাতে আমি অনাথার ন্যায় বিলাপ করছি, আপনি তা উপেক্ষা করছেন কেন? বশিষ্ঠ বললেন, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। কল্যাণী, আমি তোমাকে ত্যাগ করিনি, যদি তোমার শক্তি থাকে তবে আমার কাছেই থাক।

তখন সেই পয়স্বিনী কামধেনু ভয়ংকর রূপ ধারণ করে হম্বা রবে সৈন্যদের বিতাড়িত করল। তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে পহ্লব দ্রবিড় শক যবন শবর পৌণ্ড্র কিরাত সিংহল বর্বর খশ পুলিন্দ চীন হূন কেরল ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সৈন্য উৎপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদলকে বধ না করেও পরাজিত করল। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠের প্রতি বিবিধ শর বর্ষণ করলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ একটি বংশদণ্ড দিয়ে সমস্ত নিরস্ত করলেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলেন কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মশক্তিযুক্ত যষ্টিতে সমস্ত ভস্মীভূত হল। বিশ্বামিত্রের আত্মগ্লানি হল, তিনি বললেন,

ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্॥

— ক্ষত্রিয় বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনেছি যে তপস্যাই পরম বল।

তার পর বিশ্বামিত্র রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যায় নিরত হলেন।

কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলছিলেন। সেই পথে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিকে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে সরে যাও। শক্তি বললেন, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শক্তি কিছুতেই সরে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও।

কল্মাষপাদকে যজমান রূপে পাবার জন্য বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। অভিশপ্ত কল্মাষপাদ যখন শক্তিকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করছিলেন সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হল।

এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরাত্রে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে পাচককে সমাংস অন্ন নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক জানাল যে মাংস নেই। রাক্ষসাবিষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিয়ে যাও। পাচক বধ্যভূমিতে গিয়ে নরমাংস নিল এবং পাক করে অন্নের সহিত ব্রাহ্মণকে নিবেদন করল। দিব্যদৃষ্টিশালী ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে নৃপাধম এই অভোজ্য পাঠিয়েছে সে নরমাংসভোজী হবে।

শক্তি এবং অরণ্যচারী ব্রাহ্মণ এই দুজনের শাপের ফলে রাক্ষসাবিষ্ট কল্মাষপাদ কর্তব্যজ্ঞানশূন্য বিকৃতেন্দ্রিয় হলেন। একদিন তিনি শক্তিকে দেখে বললেন, তুমি যে শাপ দিয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই বলে তিনি শক্তিকে বধ করে ভক্ষণ করলেন। বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রের সকলকেই খেয়ে ফেলেন। পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন এমন সময় পিছন থেকে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন। বশিষ্ঠ বললেন, কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আমি অদৃশ্যন্তী, শক্তির বিধবা পত্নী। আমার গর্ভে যে পুত্র আছে তার বার বৎসর বয়স হয়েছে, সে-ই বেদপাঠ করছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বশিষ্ঠ আনন্দিত হয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।

পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খেতে গেলেন। বশিষ্ঠ তাঁর ভীতা পুত্রবধূকে বললেন, ভয় নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা। এই বলে তিনি হুংকার করে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তাঁকে শাপমুক্ত করলেন এবং বললেন, রাজা, তুমি ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে দ্বিজগণকে পূজা করব। এখন যাতে পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারি তার উপায় করুন, আমাকে একটি পুত্র দিন। বশিষ্ঠ বললেন, তাই দেব। তার পর তাঁরা লোকবিখ্যাত অযোধ্যাপুরীতে ফিরে এলেন। বশিষ্ঠের সহিত সঙ্গমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী হলেন, বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। দ্বাদশ বৎসরেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না দেখে মহিষী পাষাণখণ্ড দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ করে পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্রের নাম অশ্মক, ইনি পৌদন্য নগর স্থাপন করেছিলেন।

বশিষ্ঠের পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীও একটি পুত্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম পরাশর। একদিন পরাশর বশিষ্ঠকে পিতা বলে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী সাশ্রুনয়নে বললেন, বৎস, পিতামহকে পিতা বলে ডেকো না, তোমার পিতাকে রাক্ষসে খেয়েছে। পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে

সর্বলোক বিনাশের সংকল্প করলেন। তখন পৌত্রকে নিরস্ত করবার জন্য বশিষ্ঠ এই উপাখ্যান বললেন।—

পুরাকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর পুরোহিত ভৃগুবংশীয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর ক্ষত্রিয়দের অর্থাভাব হল, তাঁরা ভার্গবদের কাছে প্রার্থী হয়ে এলেন। ভার্গবদের কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদের দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়গণকে দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন করে ধন দেখতে পেলেন, তাতে সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিলেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণী তাঁর ঊরুদেশে গর্ভ গোপন করে রাখলেন। ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট করতে এলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণীর ঊরু ভেদ করে মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় দীপ্তমান পুত্র প্রসূত হল, তার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা অনুগ্রহ ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণী বললেন, তোমরা আমার ঊরুজাত পুত্র ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনায় ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তার পর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। ঔর্বকে সর্বলোকবিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ এসে বললেন, বৎস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমরা স্বর্গারোহণের জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ হয় না, সে জন্য স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়দের হাতে মরেছি। আমরা ইচ্ছা করলেই ক্ষত্রিয়সংহার করতে পারতাম। তার পর পিতৃগণের অনুরোধে ঔর্ব তাঁর ক্রোধাগ্নি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকীর[1] মস্তকরূপে অগ্নি উদ্গার করে সমুদ্রজল পান করে।

বশিষ্ঠের কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন, কিন্তু তিনি রাক্ষসসত্র যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষস দগ্ধ হতে লাগল। অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। পুলস্ত্য[2] বললেন, বৎস, যারা তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ রাক্ষসদের মেরে তোমার কী আনন্দ হচ্ছে? তুমি আমার বংশনাশ করো না। শক্তি শাপ দিয়েই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। এখন তিনি তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেবলোকে সুখে আছেন। পুলস্ত্যের কথায় পরাশর তাঁর যজ্ঞ শেষ করলেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাষপাদ কী কারণে তাঁর মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট পুত্রোৎপাদনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন? গন্ধর্বরাজ বললেন, রাজা কল্মাষপাদ যখন রাক্ষসরূপে বনে বিচরণ করছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্নীকে দেখতে পান। রাজা সেই ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেলেন, তাতে ব্রাহ্মণী শাপ দেন, স্ত্রীসঙ্গম করলেই তোমার মৃত্যু হবে। যাঁকে তুমি পুত্রহীন করেছ সেই বশিষ্ঠই তোমার পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করবেন। এই কারণেই কল্মাষপাদ তাঁর মহিষীকে বশিষ্ঠের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

---

১. বড়বা।

২. ইনি রাবণ প্রভৃতির পূর্বপুরুষ।

অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তোমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপযুক্ত পুরোহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক তীর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পৌরোহিত্যে বরণ করতে পার। অর্জুন প্রীতমনে গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয় অস্ত্র দান করে বললেন, অশ্বগুলো এখন তোমার কাছে থাকুক, আমরা প্রয়োজন হলেই নেব। তার পর তাঁরা পরস্পরকে সম্মান দেখিয়ে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করলেন। পাণ্ডবগণ ধৌম্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

স্বয়ংবরপর্বাধ্যায়

৩২। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর— অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

পাণ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে ব্রহ্মচারীর বেশে স্বয়ংবর দেখবার জন্য যাত্রা করলেন। পাঞ্চালযাত্রী বহু ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হল। ব্রাহ্মণরা বললেন, তোমরা দেবতুল্য রূপবান, হয়তো দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা তোমাদের একজনকে বরণ করবেন। দ্রুপদের অধিকৃত দক্ষিণ পাঞ্চালে এসে পাণ্ডবরা ভার্গব নামক এক কুম্ভকারের অতিথি হলেন এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন।

দ্রুপদের ইচ্ছা ছিল যে অর্জুনকেই কন্যাদান করবেন। অর্জুনকে যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক ধনু নির্মাণ করালেন যা নোয়ানো দুঃসাধ্য। তা ছাড়া তিনি শূন্যে একটি যন্ত্র স্থাপিত করে তার উপরে লক্ষ্যবস্তুটি রাখলেন। দ্রুপদ ঘোষণা করলেন, যিনি এই ধনুতে গুণ পরাতে পারবেন এবং যন্ত্র অতিক্রম করে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করবেন তিনি আমার কন্যাকে পাবেন। এই ঘোষণা শুনে কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনাদি এবং বহু দেশ থেকে রাজা ও ব্রাহ্মণরা স্বয়ংবর-সভায় এলেন। দ্রুপদ তাঁদের সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। নগরের পূর্বোত্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা নির্মিত হল, তার চতুর্দিক বাসভবন, প্রাচীর, পরিখা, দ্বার ও তোরণে শোভিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত সভাস্থান চন্দনজল ও অগুরুধূপে সুবাসিত করা হল। আগন্তুক রাজারা কৈলাস শিখরের ন্যায় উচ্চ শুভ্র প্রাসাদে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করে সুখে বাস করতে লাগলেন।

রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রৌপদীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে মঞ্চের উপরে বসল, পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য দেখতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে নৃত্য গীত ও ধনরত্ন-দান চলল। তার পর ষোড়শ দিনে দ্রৌপদী স্নান করে উত্তম বসন ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে কাঞ্চনী মালা ধারণ করে সভায় অবতীর্ণ হলেন। দ্রুপদের

কুলপুরোহিত যথানিয়মে হোম করে আহুতি দিলেন এবং স্বস্তিবাচন করিয়ে সমস্ত বাদ্য থামিয়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘগম্ভীর উচ্চস্বরে বললেন, সমবেত ভূপতিগণ, আমার কথা শুনুন।— এই ধনু, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। ওই যন্ত্রের ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত রূপবান ও বলবান যে ব্যক্তি এই দুরূহ কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁর ভার্যা হবেন— এ কথা আমি সত্য বলছি।

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভাস্থ রাজগণের পরিচয় দিলেন, যথা— দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ এবং আরও বহু রাজা।

কুণ্ডলধারী যুবক রাজারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলতে লাগলেন, দ্রৌপদী আমারই হবেন। মত্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পারলেন এবং বলরামকে তাঁদের কথা বললেন। বলরামও তাঁদের দেখে আনন্দিত হলেন। অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রপৌত্রগণ দ্রৌপদীকে তদ্‌গতচিত্তে নিরীক্ষণ করছিলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের দেখতে পেলেন না। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই দ্রৌপদীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। অনন্তর রাজারা সদর্পে লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তাঁরা ধনুতে গুণ পরাতেও পারলেন না, ধনুর আঘাতে তাঁরা ভূপতিত হলেন, তাঁদের কিরীট হার প্রভৃতি অলংকার ছড়িয়ে পড়ল।

তখন কর্ণ সেই ধনু তুলে নিয়ে তাতে গুণ পরিয়ে শরসন্ধান করলেন। পাণ্ডবগণ এবং আর সকলে স্থির করলেন, কর্ণ নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করবেন। কিন্তু কর্ণকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বললেন, আমি সূতজাতীয়কে বরণ করব না। কর্ণ সূর্যের দিকে চেয়ে সক্রোধে হাস্য করে স্পন্দমান ধনু পরিত্যাগ করলেন।

তার পর দমঘোষের পুত্র চেদিরাজ শিশুপাল ধনুতে গুণ পরাতে গেলেন, কিন্তু না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মহাবীর জরাসন্ধেরও ওই অবস্থা হল, তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। কেউ তাঁকে বারণ করলেন, কেউ বললেন, শল্য প্রভৃতি মহাবীর অস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিয়রা যা পারলেন না একজন দুর্বল ব্রাহ্মণ তা কী করে পারবে। ব্রাহ্মণরা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হতে চাই না, রাজাদের বিদ্বেষের পাত্র হতেও চাই না। আর একজন বললেন, এই শ্রীমান যুবার গতি সিংহের তুল্য, বিক্রম নগেন্দ্রের তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। ব্রাহ্মণের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহার করেও শক্তিমান।

ধনুর কাছে গিয়ে অর্জুন কিছুক্ষণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার পর ধনু প্রদক্ষিণ করে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করে ধনু তুলে নিলেন।

তার পর তাতে অনায়াসে গুণ পরিয়ে পাঁচটি শর সন্ধান করে যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল। অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল, দেবতারা অর্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁদের উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, রাজারা লজ্জিত হয়ে হায় হায় বলতে লাগলেন, বাদ্যকারগণ তূর্যধ্বনি করল, সূতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। দ্রুপদ অতিশয় আনন্দিত হলেন। সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল, নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁদের বাসভবনে চলে গেলেন।

বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা
পার্থঞ্চ শত্রুপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
স্বভ্যস্তরূপাপি নবেব নিত্যং
বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা॥
মদাদৃতেঽপি স্খলতীব ভাবৈ-
র্বাচা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্যা।

— লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে নিরীক্ষণ করে কুমারী কৃষ্ণা হাস্য না করেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দৃষ্ট হলেও তাঁর রূপ দর্শকদের কাছে নতুন বোধ হল। বিনা মত্ততায় তিনি যেন ভাবাবেশে স্খলিত হতে লাগলেন, বিনা বাক্যে যেন দৃষ্টি দ্বারাই বলতে লাগলেন।

দ্রৌপদী স্মিতমুখে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সভাস্থিত নৃপতি ও ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে অর্জুনের বক্ষে শুক্ল বরমাল্য লম্বিত করলেন। তার পর দ্বিজগণের প্রশংসাবাক্য শুনতে শুনতে অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন।

৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমার্জুনের যুদ্ধ— কুন্তী-সকাশে দ্রৌপদী

রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করে পাঞ্চালরাজ একটা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দুরাত্মা দ্রুপদ আর তার পুত্রকে বধ করব। আমাদের আহ্বান করে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পরিশেষে অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবর ক্ষত্রিয়ের জন্য, তাতে ব্রাহ্মণের অধিকার নেই। যদি এই কন্যা আমাদের কাকেও বরণ না করে তবে তাকে আগুনে ফেলে আমরা চলে যাব। লোভের বশে যে আমাদের অপ্রিয় কাজ করেছে সেই ব্রাহ্মণকে আমরা বধ করতে পারি না, দ্রুপদকেই বধ করব।

রাজারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে দ্রুপদ শান্তির কামনায় ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে অর্জুনের পাশে দাঁড়ালেন, অর্জুনও ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের মৃগচর্ম আর করঙ্ক নেড়ে বললেন,

ভয় পেয়ো না, আমরা যুদ্ধ করব। অর্জুন সহাস্যে বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আমি শত শত শরে এই ক্রুদ্ধ রাজাদের নিবৃত্ত করব। অনন্তর রাজারা এবং দুর্যোধনাদি ব্রাহ্মণের দিকে ধাবিত হলেন, কর্ণ অর্জুনকে এবং শল্য ভীমকে আক্রমণ করলেন। অর্জুনের আশ্চর্য শরক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তুমি কি মূর্তিমান ধনুর্বেদ, না রাম, না বিষ্ণু? অর্জুন বললেন, আমি একজন ব্রাহ্মণ, গুরুর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছি। এই বলে অর্জুন কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তা-ও ছিন্ন হল। নিজের সকল অস্ত্র বিফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্রহ্মতেজ অজেয়, তখন তিনি বাইরে চলে গেলেন। শল্য আর ভীম বহুক্ষণ মুষ্টি আর জানু দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। ব্রাহ্মণরা হেসে উঠলেন। রাজারা বললেন, এই দুই যোদ্ধা ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রশংসার পাত্র, আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এঁদের পরিচয় পেলে পরে আবার সানন্দে যুদ্ধ করব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনয় করে বললেন, এঁরা ধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। তখন রাজারা নিবৃত্ত হয়ে চলে গেলেন।

ভীম ও অর্জুন তাঁদের বাসস্থান কুম্ভকারের কর্মশালায় এসে আনন্দিত-মনে কুন্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। কুটিরের ভিতর থেকেই কুন্তী বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, আমি অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন, পুত্র, তোমার দুই ভ্রাতা দ্রুপদ রাজার এই কন্যাকে আমার কাছে এনেছে, আমি প্রমাদবশে বলেছি— সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এঁর পাপ না হয় তার উপায় বল। যুধিষ্ঠির একটু চিন্তা করে বললেন, অর্জুন, তুমি যাজ্ঞসেনীকে[১] জয় করেছ, তুমিই এঁকে যথাবিধি বিবাহ কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভীমের, তার পর আমার, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখছিলেন, পাণ্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তিনি ব্যাসের কথা স্মরণ করে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্যা হবেন।

এমন সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং যুধিষ্ঠির ও পিতৃস্বসা কুন্তীর পাদবন্দনা করে বললেন, আমি কৃষ্ণ, আমি বলরাম। কুশলপ্রশ্নের পর যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস করছি, বাসুদেব, তোমরা জানলে কী করে? কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, অগ্নি গুপ্ত থাকলেও প্রকাশ পায়, পাণ্ডব ভিন্ন অন্য কার এত বিক্রম? ভাগ্যক্রমে আপনারা জতুগৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্রদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। আপনাদের সমৃদ্ধিলাভ হোক, আপনারা গোপনে থাকবেন। এই বলে কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের শিবিরে প্রস্থান করলেন।

---

১. দ্রুপদের এক নাম যজ্ঞসেন।

ভীমার্জুন যখন দ্রৌপদীকে নিজেদের আবাসে নিয়ে আসছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুম্ভকারের গৃহের চতুর্দিকে নিজের অনুচরদের রেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুন্তী ভিক্ষান্ন পাক করে দ্রৌপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহ্মণ আর আগন্তুকদের অন্ন দাও, তার পর যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভীমকে দাও। অবশিষ্ট অংশ যুধিষ্ঠিরাদি চার ভ্রাতার, তোমার আর আমার জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদী হৃষ্টচিত্তে কুন্তীর আজ্ঞা পালন করলেন। পাণ্ডবদের ভোজনের পর সহদেব ভূমিতে কুশশয্যা পাতলেন, তার উপরে নিজ নিজ মৃগচর্ম বিছিয়ে পঞ্চ ভ্রাতা শুয়ে পড়লেন। কুন্তী তাঁদের মাথার দিকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শুলেন। কুশশয্যায় এইরূপে পায়ের বালিশের মতন শুয়েও দ্রৌপদীর মনে দুঃখ বা পাণ্ডবদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব হল না। পাণ্ডবরা শুয়ে শুয়ে অস্ত্র রথ হস্তী প্রভৃতি সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে লাগলেন। অন্তরাল থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্তই শুনলেন এবং ভগিনীকে দেখলেন। তিনি রাত্রিকালেই দ্রুপদকে সকল বৃত্তান্ত জানাবার জন্য সত্বর চলে গেলেন।

বিষণ্ণ দ্রুপদ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণা কোথায় গেল? কোনও হীনজাতি তাকে নিয়ে যায়নি তো? আমার মস্তকে কর্দমাক্ত চরণ কে রাখল? পুষ্পমালা কি শ্মশানে পড়েছে? অর্জুনই কি লক্ষ্যভেদ করেছেন?

বৈবাহিকপর্বাধ্যায়

৩৪। দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক

ধৃষ্টদ্যুম্ন যা দেখেছিলেন, আর শুনেছিলেন সমস্তই দ্রুপদকে জানিয়ে বললেন, সেই পঞ্চবীরের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তাঁরা নিশ্চয় ক্ষত্রিয়। আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে, কারণ, শুনেছি পাণ্ডবরা অগ্নিদাহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দ্রুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর পুরোহিতকে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পুরোহিত গিয়ে বললেন, রাজা পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্রুপদের ইচ্ছা তাঁর কন্যা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হন, অর্জুন তাঁকে ধর্মানুসারে লাভ করুন।

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীম পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুরোহিতকে সংবর্ধনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পাঞ্চালরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জাতি কুল শীল গোত্র কিছুই নির্দেশ করেননি। তাঁর পণ অনুসারে এই বীর লক্ষ্যভেদ করে কৃষ্ণাকে জয় করেছেন। অনুতাপের কোনও কারণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এমন সময় দ্রুপদের একজন দূত এসে বললেন, রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষীয়গণকে ভোজন করাতে চান। অন্ন প্রস্তুত, কাঞ্চনপদ্মচিত্রিত উত্তম অশ্বযুক্ত রথও এনেছি, আপনারা কৃষ্ণাকে নিয়ে শীঘ্র চলুন।

পুরোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডবগণ, কুন্তী ও দ্রৌপদী পাঞ্চাল-রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরীক্ষার জন্য দ্রুপদ বিভিন্ন উপহার পৃথক পৃথক সাজিয়ে রেখেছিলেন, যথা— একস্থানে ফল ও মাল্য, অন্যত্র বর্ম চর্ম অস্ত্রাদি, অন্যত্র কৃষির যোগ্য গো রজ্জু বীজ প্রভৃতি, অন্যত্র বিবিধ শিল্পকার্যের অস্ত্র এবং ক্রীড়ার উপকরণ। দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তী অন্তঃপুরে গেলেন। সিংহবিক্রম বিশালবাহু মৃগচর্মধারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাদপীঠযুক্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হলেন, ঐশ্বর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পরিষ্কৃত-বেশধারী দাসদাসী ও পাচকগণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন পরিবেশন করল, পাণ্ডবগণ যথেচ্ছা ভোজন করে তৃপ্ত হলেন। তার পর তাঁরা অন্যান্য উপহার-সামগ্রী অগ্রাহ্য করে যেখানে যুদ্ধোপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ করে দ্রুপদ রাজা, তাঁর পুত্র ও মন্ত্রীগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এঁরা কুন্তীপুত্র।

যুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, নিশ্চিন্ত হন, আমরা ক্ষত্রিয়, পদ্মিনী যেমন এক হ্রদ থেকে অন্য হ্রদে যায় আপনার কন্যাও তেমন এক রাজগৃহ থেকে অন্য রাজগৃহে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পুণ্যদিন, অর্জুন আজই যথাবিধি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, আমারও বিবাহ করতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, অথবা অন্য কাকে উপযুক্ত মনে কর তা বল। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলের মহিষী হবেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই নিয়ম আছে, রত্ন পেলে একসঙ্গে ভোগ করব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না। দ্রুপদ বললেন, কুরুনন্দন, এক পুরুষের বহু স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি শোনা যায় না। তুমি ধর্মজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব, এমন বেদবিরুদ্ধ লোকবিরুদ্ধ কার্যে তোমার মতি হল কেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম, তার গতি আমরা বুঝি না, প্রাচীনদের পথই আমরা অনুসরণ করি। আমি অসত্য বলি না, আমার মনও অধর্মে বিমুখ, আমার মাতা যা বলেছেন তাই আমার অভিপ্রেত।

দ্রুপদ, যুধিষ্ঠির, কুন্তী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল বৃত্তান্ত তাঁকে জানিয়ে দ্রুপদ বললেন, আমার মতে এক স্ত্রীর বহু পতি হওয়া লোকবিরুদ্ধ বেদবিরুদ্ধ। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কী করে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যায় উপগত হবেন? যুধিষ্ঠির বললেন, পুরাণে শুনেছি গৌতমবংশীয়া জটিলা সাতজন ঋষির পত্নী ছিলেন; মুনিকন্যা বার্ক্ষীর দশ পতি ছিল, তাঁদের সকলেরই নাম প্রচেতা। মাতা সকল গুরুর শ্রেষ্ঠ, তিনি যখন বলেছেন— তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর, তখন তাঁর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুন্তী বললেন, যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য, আমি মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় করি, কী করে মিথ্যা থেকে মুক্তি পাব? ব্যাস বললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে। পাঞ্চালরাজ, যুধিষ্ঠির যা বলেছেন তাই সনাতন ধর্ম, যদিও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দ্রুপদের হাত ধরে অন্য এক গৃহে গেলেন।

৩৫। ব্যাসের বিধান— দ্রৌপদীর বিবাহ

ব্যাস দ্রুপদকে এই উপাখ্যান বললেন।— পুরাকালে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক যজ্ঞ করেন, যম তার পুরোহিত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিযুক্ত থাকায় মনুষ্যগণ মৃত্যুহীন হয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হলে যম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার মানুষের মরণ হবে। দেবতারা যজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা গঙ্গার জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একটি অনলপ্রভা রমণী গঙ্গার জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমণী ইন্দ্রকে বললেন, আমার পিছনে পিছনে আসুন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, হিমালয়শিখরে সিদ্ধাসনে বসে এক সুদর্শন যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মত্ত হয়ে তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই বিশ্ব আমারই অধীন জেনো, আমিই এর ঈশ্বর। যুবা হাস্য করে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হলে সেই যুবা ইন্দ্রের সঙ্গিনীকে বললেন, ওকে নিয়ে এস, আমি ওর দর্প দূর করছি। সেই রমণীর স্পর্শমাত্র ইন্দ্র অবশ হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন যুবকরূপী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও দর্প প্রকাশ করো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতটি উঠিয়ে গহ্বরের ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহ্বরে প্রবেশ করে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চারজন পুরুষ সেখানে রয়েছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন, গর্বের ফলে এরা এই গহ্বরে রয়েছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মনুষ্য হয়ে জন্মাবে এবং বহু শত্রু বধ করে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে।

তখন পূর্ববর্তী চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় আমাদের মানুষীর গর্ভে উৎপাদন করবেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আমি নিজ বীর্যে একজন পুরুষ সৃষ্টি করে তাকেই পঞ্চম ইন্দ্ররূপে পাঠাব। মহাদেব তাতে সম্মত হলেন এবং সেই লোকবাঞ্ছিতা শ্রীরূপিণী রমণীকে মনুষ্যলোকে তাঁদের ভার্যা হবার জন্য আদেশ দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একটি কৃষ্ণ এবং একটি শুক্ল কেশ উৎপাটন করলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিয়ে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হল। শুক্ল কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন হলেন।

এই উপাখ্যান শেষ করে ব্যাস দ্রুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ ইন্দ্রই পাণ্ডবরূপে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভার্যারূপে নির্দিষ্টা সেই লক্ষ্মীরূপিণী রমণীই দ্রৌপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, পাণ্ডবদের পূর্বমূর্তি দেখুন। দ্রুপদ দেখলেন, তাঁরা অনল ও সূর্যতুল্য প্রভাবান দিব্যরূপধারী, তাঁদের বক্ষ বিশাল, দেহ দীর্ঘ, মস্তকে স্বর্ণকিরীট ও দিব্য মাল্য, দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে বর্তমান। দ্রুপদ বিস্মিত ও

আনন্দিত হয়ে ব্যাসকে প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস এক ঋষিকন্যার কথা[১] বললেন যাঁকে মহাদেব বর দিয়েছিলেন— তোমার পঞ্চপতি হবে। ব্যাস আরও বললেন, মানুষের পক্ষে এরূপ বিবাহ বিহিত নয়, কিন্তু এঁরা দেবতার অবতার, মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হবেন।

তার পর যুধিষ্ঠিরাদি স্নান ও মাঙ্গলিক কার্য শেষ করে বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন। যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি দেবার পর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন। পরবর্তী চার দিনে একে একে অন্য ভ্রাতাদেরও বিবাহ সম্পন্ন হল। প্রত্যেক বার পুনর্বিবাহের পূর্বে ব্রহ্মর্ষি ব্যাস দ্রৌপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন— তুমি আবার কুমারী হও।

পতিশ্বশুরতা[২] জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজে।
মধ্যমেষু চ পাঞ্চাল্যাস্ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু।

— জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীর পতি ও ভাশুর হলেন, কনিষ্ঠ সহদেব পতি ও দেবর হলেন, এবং মধ্যবর্তী তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে পতি ভাশুর ও দেবর হলেন।

পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলন হওয়ায় দ্রুপদ সর্ববিধ ভয় থেকে মুক্তিলাভ করলেন। কুন্তী তাঁর পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি পতিদের আদরিণী, পতিব্রতা ও বীরপুত্রপ্রসবিনী হও। গুণবতী, তুমি পৃথিবীর সকল রত্ন লাভ কর, শত বৎসর সুখে জীবিত থাক। পাণ্ডবদের বিবাহের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ বহু মণিমুক্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাসী, অশ্ব গজ প্রভৃতি উপহার পাঠালেন।

বিদুরাগমনপর্বাধ্যায়

৩৬। হস্তিনাপুরে বিতর্ক

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন এবং দুর্যোধনাদি লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হয়ে ফিরে এসেছেন জেনে বিদুর প্রীতমনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, ভাগ্যক্রমে কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন, দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে পেয়েছেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, কী সৌভাগ্য! এই বলে তিনি দুর্যোধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য বহু অলংকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে নিয়ে এস। বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, যুধিষ্ঠিরাদি যেমন পাণ্ডুর প্রিয় ছিলেন তেমন আমারও প্রিয়। তাঁরা কুশলে

১. ২৯-পরিচ্ছেদে আছে।
২. এখানে শ্বশুর অর্থে ভ্রাতৃশ্বশুর বা ভাশুর।

আছেন এবং শক্তিশালী মিত্র লাভ করেছেন এজন্য আমি তুষ্ট হয়েছি। বিদুর বললেন, মহারাজ, এই বুদ্ধিই আপনার চিরকাল থাকুক।

বিদুর চলে গেলে দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, শত্রুর উন্নতিকে আপনি স্বপক্ষের উন্নতি মনে করছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে পাণ্ডবদের শক্তিক্ষয় হয়, যেন তারা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমারও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদুরের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। তোমরা কী কর্তব্য মনে কর তা বল। দুর্যোধন বললেন, আমরা চতুর ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্রুপদ রাজাকে বিস্তর অর্থ দিয়ে বলব তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে ত্যাগ করেন অথবা নিজ রাজ্যেই তাঁকে রাখেন। দ্রৌপদীর অনেক পতি, তাঁকে অন্য পুরুষে আসক্ত করাও সুসাধ্য। আমরা চতুর লোক দিয়ে ভীমকে হত্যা করাব, সে মরলে তার ভ্রাতাদের তেজ নষ্ট হবে।

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে তুমি গুপ্ত উপায়ে পাণ্ডবদের নিগৃহীত করবার চেষ্টা করেছিলে কিন্তু কৃতকার্য হওনি। তারা যখন অসহায় বালক ছিল এবং এখানেই বাস করত তখনই কিছু করতে পারনি। এখন তারা শক্তিমান হয়েছে, বিদেশে রয়েছে, কৌশলপ্রয়োগে তাদের নির্যাতিত করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে ভেদ ঘটানোও অসাধ্য, যারা এক পত্নীতে আসক্ত তাদের ভিন্ন করা যায় না। দ্রুপদের বহু ধন আছে, ধনের লোভ দেখালে তিনি পাণ্ডবদের ত্যাগ করবেন না। আমার মত এই— পাঞ্চালরাজ যত দিন দুর্বল আছেন, পাণ্ডবরা যত দিন প্রচুর অশ্বরথাদি এবং মিত্র সংগ্রহ করতে না পারে, যে পর্যন্ত কৃষ্ণ যাদববাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে না আসেন, তার মধ্যেই তুমি বলপ্রয়োগ কর। আমরা বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে দ্রুপদকে পরাজিত করে সত্বর পাণ্ডবদের এখানে নিয়ে আসব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কর্ণ, তুমি যে বীরোচিত উপায় বললে তা তোমারই উপযুক্ত, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এই বলে তিনি ভীষ্মাদিকে ডেকে আনালেন। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার রুচিকর নয়, আমার কাছে ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুই-ই সমান। দুর্যোধন যেমন এই রাজ্যকে পৈতৃক মনে করে, পাণ্ডবরাও সেইরূপ মনে করে। অতএব অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দাও। দুর্যোধন, তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম পালন কর। ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত আছেন। যেদিন শুনেছি তাঁরা পুড়ে মরেছেন সেদিন থেকে আমি মুখ দেখাতে পারি না। লোকে পুরোচনকে তত দোষী মনে করে না যত তোমাকে করে।

দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহাত্মা ভীষ্মের যে মত আমারও তাই। আপনি বহু ধনরত্ন দিয়ে দ্রুপদের কাছে লোক পাঠান, সে গিয়ে বার বার বলবে যে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ায় আপনি আর দুর্যোধন অতিশয় প্রীত হয়েছেন। তার পর পাণ্ডবদের এখানে

আনবার জন্য দুঃশাসন ও বিকর্ণ[1] সুসজ্জিত সৈন্যদল নিয়ে যান। পাণ্ডবরা এখানে এসে প্রজাদের সম্মতিক্রমে পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনি নিজের পুত্রের তুল্যই তাঁদের সমাদর করবেন।

কর্ণ বললেন, মহারাজ, যে ভীষ্ম-দ্রোণ আপনার কাছে ধন-মান পেয়ে আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনার অন্তরঙ্গ, তাঁরা আপনার হিতকর মন্ত্রণা দিলেন না এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে। যদি আপনাদের ভাগ্যে রাজ্যভোগ থাকে তবে তার অন্যথা হবে না, যদি না থাকে তবে চেষ্টা করেও রাজ্য রাখতে পারবেন না। আপনি বুদ্ধিমান, আপনার মন্ত্রণাদাতারা সাধু কি অসাধু তা বুঝে দেখুন। দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দুষ্টস্বভাব সে জন্য আমাদের দোষ দিচ্ছ। আমি হিতকর কথাই বলেছি, তার অন্যথা করলে কুরুকুল বিনষ্ট হবে।

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার বন্ধুরা হিতবাক্যই বলবেন, কিন্তু আপনি যদি না শোনেন তবে বলা বৃথা। ভীষ্ম ও দ্রোণের চেয়ে বিজ্ঞ এবং আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, এঁরা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রয়োগে পাণ্ডবদের জয় করা অসম্ভব। বলরাম আর সাত্যকি[2] যাঁদের সহায়, কৃষ্ণ যাঁদের মন্ত্রণাদাতা, দ্রুপদ যাঁদের শ্বশুর এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি শ্যালক, তাঁরা যুদ্ধে কী না জয় করতে পারেন? আপনি দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনির মতে চলবেন না, এঁরা অধার্মিক দুর্বুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞানহীন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদুর হিতবাক্যই বলেছেন। যুধিষ্ঠিরাদি যেমন পাণ্ডুর পুত্র তেমন আমারও পুত্র। অতএব বিদুর, তুমি গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী আর দ্রৌপদীকে পরম সমাদরে এখানে নিয়ে এস।

বিদুর নানাবিধ ধনরত্ন উপহার নিয়ে দ্রুপদের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন; তিনি, ভীষ্ম, এবং অন্যান্য কৌরব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার প্রিয়সখা দ্রোণ আপনাকে গাঢ় আলিঙ্গন জানিয়েছেন। এখন পঞ্চপাণ্ডবকে যাবার অনুমতি দিন। কুরুকুলের নারীগণ পাঞ্চালীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজ্যলাভপর্বাধ্যায়

৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ— সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমা

বিদুরের কথা শুনে দ্রুপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব অতি সঙ্গত, কিন্তু আমার কিছু বলা উচিত নয়। যদি যুধিষ্ঠিরাদি ইচ্ছা করেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ তাতে মত দেন তবে

১. দুর্যোধনের এক ভ্রাতা।

২. যদুবংশের বীর বিশেষ।

পাণ্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এঁদের যাওয়াই উচিত মনে করি, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রুপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্রুপদ বললেন, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে করি।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সুসজ্জিত হস্তিনাপুরে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধনের মহিষী এবং অন্যান্য বধূগণ লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদীকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী তাঁকে আলিঙ্গন করেই মনে করলেন, এই পাঞ্চালীর জন্য আমার পুত্রদের মৃত্যু হবে। তাঁর আদেশে বিদুর শুভনক্ষত্রযোগে কুন্তী ও দ্রৌপদীকে পাণ্ডুর ভবনে নিয়ে গেলেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে ভীষ্মের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমারা অর্ধ রাজ্য নাও এবং খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হলে আমাদের মধ্যে আর বিবাদ হবে না।

পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে ঘোর বনপথ দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সৌধসমন্বিত পরিখা-প্রাকার-বেষ্টিত উপবন-সরোবরাদি-শোভিত স্বর্গধামতুল্য এক নগর[১] স্থাপন করলেন। পাণ্ডবদের সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বারবতী[২]তে ফিরে গেলেন।

ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে নিজের রমণীয় আসনে বসিয়ে যথাবিধি অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দ্রৌপদী বসনে দেহ আবৃত করে এলেন এবং নারদকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নারদ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, এখন যেতে পার। দ্রৌপদী চলে গেলে নারদ পাণ্ডবগণকে নিভৃতে বললেন, পাঞ্চালী একাই তোমাদের সকলের ধর্মপত্নী, এমন নিয়ম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তার পর নারদ এই উপাখ্যান বললেন।—

পুরাকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই পরাক্রান্ত পুত্র জন্মেছিল। তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য করত। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ত্রিলোকবিজয়ের কামনায় তারা বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল। দেবতারা ভয় পেয়ে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের তপোভঙ্গ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুন্দ-উপসুন্দ বিচলিত হল না। তার পর ব্রহ্মা বর দিতে এলে তারা বলল, আমরা যেন মায়াবিৎ অস্ত্রবিৎ বলবান কামরূপী এবং অমর হই। ব্রহ্মা বললেন, তোমরা ত্রিলোকবিজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর দিতে পারি না। তখন তারা বলল, তবে এই বর দিন যে ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে আমাদের কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যদি হয় তো পরস্পরের হাতেই হবে। ব্রহ্মা তাদের প্রার্থিত বর দিলেন। তারা দৈত্যপুরীতে গিয়ে বন্ধুবর্গের সঙ্গে ভোগবিলাসে মগ্ন

১. এই নগরকেই পরে ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হয়েছে।
২. দ্বারকা।

হল এবং বহু বৎসর ধরে নানাপ্রকার উৎসব করতে লাগল। তার পর তারা বিপুল সৈন্যদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার বরের বিষয় জানতেন, সে জন্য স্বর্গ ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে পালিয়ে গেলেন। সুন্দ-উপসুন্দ ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলকেই জয় করল এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল।

দেবগণ ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ করে এক অতুলনীয়া রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের উত্তম বস্তু তিল তিল পরিমাণে মিলিত করে সৃষ্ট এজন্য ব্রহ্মা তার নাম দিলেন তিলোত্তমা। তিনি আদেশ দিলেন, তুমি সুন্দ-উপসুন্দকে প্রলুব্ধ কর। তিলোত্তমা যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করল। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মুখ নির্গত হল, এইরূপে তিনি চতুর্মুখ হলেন। ইন্দ্রেরও সহস্র নয়ন হল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন সে জন্য তাঁর নাম স্থাণু।

সুন্দ-উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতের নিকট পুষ্পিত শালবনে সুরাপানে মত্ত হয়ে বিহার করছিল এমন সময় মনোহর রক্তবসন পরে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সুন্দ তার ডান হাত এবং উপসুন্দ বাঁ হাত ধরল। ভ্রুকুটি করে সুন্দ বলল, এ আমার ভার্যা, তোমার গুরুস্থানীয়া। উপসুন্দ বলল, এ আমার ভার্যা, তোমার বধূস্থানীয়া। তার পর তারা গদা নিয়ে যুদ্ধ করে দুজনেই নিহত হল। দেবগণ ও মহর্ষিগণের সঙ্গে ব্রহ্মা সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, সুন্দরী, তুমি আদিত্যলোকে বিচরণ করবে, তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভালো করে দেখতে পারবে না।

উপাখ্যান শেষ করে নারদ বললেন, সর্ববিষয়ে মিলিত ও একমত হয়েও তিলোত্তমার জন্য দুই অসুর পরস্পরকে বধ করেছিল, অতএব তোমরা এমন উপায় কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের বিচ্ছেদ না হয়। তখন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন, সেই সময়ে অন্য কোনও ভ্রাতা যদি তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বার বৎসর বনবাসে যেতে হবে।

অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায়

৩৮। অর্জুনের বনবাস— উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গা— বভ্রুবাহন

একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, নীচাশয় নৃশংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা

করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী বলে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কর। অর্জুন ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন সমস্যায় পড়ে ভাবলেন, যদি ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা না করি তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যদি নিয়মভঙ্গ করে তাঁর ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হোক, আমি ধর্ম পালন করব। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে ধনুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন, চোরেরা দূরে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে।

অর্জুন রথারোহণে যাত্রা করে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার করে ব্রাহ্মণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, আজ্ঞা দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সে জন্য আমি অসন্তুষ্ট হইনি, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরীত হলেই দোষ হয়। অর্জুন বললেন, আপনার মুখেই শুনেছি— ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ করে বলছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তার পর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা নিয়ে অর্জুন বার বৎসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিক্ষু পুরাণপাঠক প্রভৃতিও তাঁর অনুগমন করলেন।

বহু দেশ ভ্রমণ করে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে এসে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে উলূপী বললেন, আমি ঐরাবত-কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা, আপনি আমাকে ভজনা করুন। আপনার ব্রহ্মচর্যের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। আমার অনুরোধ রাখলে আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অর্জুন উলূপীর প্রার্থনা পূরণ করলেন। উলূপী তাঁকে বর দিলেন, আপনি জলে অজেয় হবেন, সকল জলচর আপনার বশ হবে।[১]

উলূপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তার পর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মণিপুরে এলেন। সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার বংশে প্রতি পুরুষের একটিমাত্র সন্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি পুত্র গণ্য করি। তার গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে— এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পার। অর্জুন সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন এবং মণিপুরে তিন বৎসর বাস করলেন। তার পর পুত্র হলে চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করে পুনর্বার ভ্রমণ করতে গেলেন।

---

১. ভীষ্মপর্ব ১৪-পরিচ্ছেদে ইরাবান সম্বন্ধে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অর্জুন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্র পৌলম কারন্ধম ও ভারদ্বাজ এই পঞ্চতীর্থ তপস্বীগণ বর্জন করেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে তিনি জানলেন যে এইসকল তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের বারণ না শুনে অর্জুন সৌভদ্র তীর্থে স্নান করতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজন্তু তাঁর পা ধরল। অর্জুন তাকে সবলে উপরে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকারা সুন্দরী নারী হয়ে গেল। সে বলল, আমি অপ্সরা বর্গা, কুবেরের প্রিয়া। আমি চার সখীর সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলাম, ফেরবার সময় আমরা দেখলাম এক রূপবান ব্রাহ্মণ নির্জন স্থানে বেদাধ্যয়ন করছেন। আমরা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলে তিনি শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভীর হয়ে শতবর্ষ জলে বাস করবে। আমরা অনুনয় করলে তিনি বললেন, কোনও পুরুষশ্রেষ্ঠ যদি তোমাদের জল থেকে তোলেন তবে নিজ রূপ ফিরে পাবে। পরে নারদ আমাদের দুঃখের কথা শুনে বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের তীরে পঞ্চতীর্থে যাও, অর্জুন তোমাদের উদ্ধার করবেন। সেই অবধি আমরা এখানে আছি। আমাকে যেমন মুক্ত করেছেন সেইরূপ আমার সখীদেরও করুন। অর্জুন অন্য চার অপ্সরাকে শাপমুক্ত করলেন।

সেখান থেকে অর্জুন পুনর্বার মণিপুরে গেলেন এবং রাজা চিত্রবাহনকে বললেন, আমার পুত্র বভ্রুবাহনকে আপনি নিন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বললেন, তুমি এখানে থেকে পুত্রকে পালন কর, পরে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে আমার মাতা-ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করবে। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন তখন তোমার পিতার সঙ্গে যেয়ো। সুন্দরী, আমার বিরহে দুঃখ করো না।

তার পর অর্জুন পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী সকল তীর্থ দেখে প্রভাসে এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সেখানে এসে অর্জুনকে রৈবতক পর্বতে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান পূর্বেই সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেখানে বিবিধ খাদ্য ও নৃত্যগীতাদির আয়োজন ছিল। অর্জুন সেখানে সুখে বিশ্রাম করে স্বর্ণময় রথে কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। শত সহস্র দ্বারকাবাসী স্ত্রী-পুরুষ তাঁকে দেখবার জন্য রাজপথে এল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক[১] বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদরে তাঁর সংবর্ধনা করলেন।

সুভদ্রাহরণপর্বাধ্যায়

৩৯। রৈবতক— সুভদ্রাহরণ— অভিমন্যু— দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র

কিছুদিন পর রৈবতক পর্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়দের মহোৎসব আরম্ভ হল। বহু সহস্র নগরবাসী পত্নী ও অনুচরদের সঙ্গে পদব্রজে ও বিবিধ যানে সেখানে এল। হলধর মত্ত

১. যদুবংশের বিভিন্ন শাখা।

হয়ে তাঁর পত্নী রেবতীর সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, অক্রূর, সারণ, সাত্যকি প্রভৃতিও স্ত্রীদের নিয়ে এলেন। বাসুদেবের সঙ্গে অর্জুন নানাপ্রকার বিচিত্র কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন অর্জুন বাসুদেবকন্যা সালংকারা সুদর্শনা সুভদ্রাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ করে সহাস্যে বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হল কেন? ইনি আমার ভগিনী সুভদ্রা, সারণের সহোদরা, আমার পিতার প্রিয় কন্যা। যদি চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অর্জুন বললেন, তোমার এই ভগিনী যদি আমার ভার্যা হন তবে আমি কৃতার্থ হব; কিন্তু এঁকে পাবার উপায় কী? কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, কিন্তু স্ত্রীস্বভাব অনিশ্চিত, কাকে বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভগিনীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞগণ বলেন এরূপ বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশস্ত। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের সম্মতি আনালেন।

অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কাঞ্চনময় রথে মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করলেন। সুভদ্রা পূজা শেষ করে রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে দ্বারকায় ফিরছিলেন, অর্জুন তাঁকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে চললেন। কয়েকজন সৈনিক এই ব্যাপার দেখে কোলাহল করতে করতে সুধর্মা নামক মন্ত্রণাসভায় এসে সভাপালকে জানালে, সভাপাল যুদ্ধসজ্জার জন্য মহাভেরী বাজাতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে যাদবগণ পানভোজন ত্যাগ করে সভায় এসে মন্ত্রণা করলেন এবং অর্জুনের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন।

সুরাপানে মত্ত বলরাম সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পরিধানে নীল বসন, কণ্ঠে বনমালা। তিনি বললেন, ওহে নির্বোধগণ, কৃষ্ণের মত না জেনেই তোমরা গর্জন করছ কেন? তিনি কী বলেন আগে শোন, তার পর যা হয় করো। তার পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, তুমি নির্বাক হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই আমরা অর্জুনকে সম্মান করেছি, কিন্তু সেই কুলাঙ্গার তার যোগ্য নয়। যার সৎকুলে জন্ম সে অন্নগ্রহণ করে ভোজনপাত্র ভাঙে না। সুভদ্রাকে হরণ করে সে আমাদের মাথায় পা দিয়েছে, এই অন্যায় আমি সইব না, আমি একাই পৃথিবী থেকে কুরুকুল লুপ্ত করব। সভাস্থ সকলেই বলরামের কথার অনুমোদন করলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয়নি, বরং মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তিনি ভাবেননি, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কন্যা হরণ করেছেন। অর্জুন ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি যুদ্ধে অজেয়, এমন সুপাত্র কে না চায়? আপনারা শীঘ্র গিয়ে মিষ্টবাক্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, এই আমার মত। তিনি যদি আপনাদের পরাজিত করে স্বভবনে চলে যান তবে আপনাদের যশ নষ্ট হবে, কিন্তু মিষ্ট কথায় ফিরিয়ে আনলে তা হবে না। আমাদের পিতৃষ্বসার পুত্র হয়ে তিনি শত্রুতা করবেন না।

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি সুভদ্রাকে বিবাহ করে এক বৎসর দ্বারকায় রইলেন, তার পর বনবাসের অবশিষ্ট কাল পুষ্করতীর্থে যাপন করলেন। বার বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বার বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অর্জুন বার বার ক্ষমা চেয়ে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সুভদ্রাকে রক্ত কৌষেয় বসন পরিয়ে গোপবধূর বেশে কুন্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পরম প্রীতির সহিত তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীকে প্রণাম করে বললেন, আমি আপনার দাসী। দ্রৌপদী তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার স্বামীর যেন শত্রু না থাকে।

সৈন্যদলে বেষ্টিত হয়ে যদুবীরগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম নানাবিধ মহার্ঘ যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনন্দে যাপন করে সকলে ফিরে গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যমুনাতীরে অর্জুনের সঙ্গে মৃগয়া করে মৃগ-বরাহ মারতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে সুভদ্রা একটি পুত্র প্রসব করলেন। নির্ভীক ও মন্যুমান (ক্রোধী বা তেজস্বী) সে জন্য তাঁর নাম অভিমন্যু হল। জন্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই বালকের সমস্ত শুভকার্য সম্পন্ন করলেন। অর্জুন দেখলেন, অভিমন্যু শৌর্যে বীর্যে কৃষ্ণেরই তুল্য। দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠির ভীমাদির ঔরসে পাঁচটি বীর পুত্র লাভ করলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায়

৪০। অগ্নির অগ্নিমান্দ্য— খাণ্ডবদাহ— ময় দানব

একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের সুহৃদবর্গ ও নারীগণকে নিয়ে যমুনায় জলবিহার করতে গেলেন। তাঁরা যমুনার তীরবর্তী বহুপ্রাণীসমাকুল মনোহর খাণ্ডব বন দেখে বিহারস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীত ও বিবিধ ক্রীড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে গিয়ে মহার্ঘ আসনে বসে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, মস্তকে জটা, পরিধানে চীরবাস। তিনি বললেন, আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ; কৃষ্ণার্জুন, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন করিয়ে তৃপ্ত কর। আমি অগ্নি, অন্ন চাই না, এই খাণ্ডববন দগ্ধ করতে ইচ্ছা করি। তক্ষক নাগ সপরিবারে এখানে থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন, সে জন্য আমি দগ্ধ করতে পারি না। তোমরা উত্তম অস্ত্রবিৎ, তোমরা সহায় হলে আমি খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই আমি চাই।

এই সময়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই পূর্ব-ইতিবৃত্ত বললেন।— শ্বেতকি নামে এক রাজা নিরন্তর যজ্ঞ করতেন। তাঁর পুরোহিতদের চক্ষু ধূমে পীড়িত হওয়ায় তাঁরা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। তখন রাজা মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। মহাদেব বর দিতে এলে শ্বেতকি বললেন, আপনি আমার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করুন। মহাদেব হাস্য করে বললেন, আমি তা পারি না। পরিশেষে মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বাসা শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিদেব বার বৎসর ঘৃতপান করেছিলেন, তার ফলে তাঁর অরুচি রোগ হল। তিনি প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর, তা হলেই প্রকৃতিস্থ হবে। অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু শতসহস্র হস্তী শুণ্ড দ্বারা এবং বহুশীর্ষ নাগগণ মস্তক দ্বারা জলসেচন করে অগ্নি নির্বাপিত করল। সাত বার চেষ্টা করে বিফল হয়ে অগ্নিদেব আবার ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, নর ও নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মেছেন এবং এখন খাণ্ডববনেই আছেন, তাঁরা তোমার সহায় হলে দেবতারাও বাধা দিতে পারবেন না।

অর্জুন অগ্নিকে বললেন, ভগবান, আমার কাছে দিব্য বাণ অনেক আছে কিন্তু তার উপযুক্ত ধনু এখন সঙ্গে নেই, কৃষ্ণও নিরস্ত্র। আপনি এমন উপায় বলুন যাতে ইন্দ্র বর্ষণ করলে আমি তাঁকে নিবারণ করতে পারি। তখন অগ্নিদেব লোকপাল বরুণকে স্মরণ করলেন এবং বরুণ উপস্থিত হলে তাঁর কাছ থেকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাণ্ডীব[1] ধনু, দুই অক্ষয় তূণীর, এবং কপিধ্বজ রথ চেয়ে নিয়ে অর্জুনকে দিলেন এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামক গদা দিলেন। কৃষ্ণার্জুন দুই রথে আরোহণ করলে অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। পশুপক্ষী চিৎকার করে পালাতে গেল, কিন্তু অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে অগ্নিতে পড়ল, কোনও প্রাণী নিস্তার পেল না। অগ্নির আকাশস্পর্শী শিখা দেখে দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে সহস্রধারায় জলবর্ষণ হতে লাগল, কিন্তু অগ্নির তেজে তা আকাশেই শুকিয়ে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে ছিলেন। তক্ষকপত্নী তাঁর পুত্র অশ্বসেনকে গিলে ফেলে বাইরে আসবার চেষ্টা করলে অর্জুন তার শিরশ্ছেদন করলেন। তখন ইন্দ্র বায়ু বর্ষণ করে অর্জুনকে মোহগ্রস্ত করলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মুক্ত হল। অগ্নি কৃষ্ণ ও অর্জুন তাকে শাপ দিলেন, তুমি নিরাশ্রয় হবে। ইন্দ্র তাঁকে বঞ্চিত করেছেন এই কারণে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করলেন। ইন্দ্র ও অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। অসুর গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি কৃষ্ণার্জুনকে হারাবার জন্য উপস্থিত হল, কিন্তু অর্জুনের শরাঘাতে এবং কৃষ্ণের চক্রে আহত হয়ে সকলেই বিতাড়িত হল। ইন্দ্র বজ্র নিয়ে এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ

---

১. টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, গাণ্ডী বা গণ্ডারের পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড) দিয়ে প্রস্তুত সেজন্য গাণ্ডীব নাম।

করলেন, কিন্তু কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রাঘাতে তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে ইন্দ্র মন্দব পর্বতের একটি বিশাল শৃঙ্গ উৎপাটিত করে অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের বাণে পর্বতশৃঙ্গ সহস্রখণ্ড হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, অসংখ্য প্রাণী নিহত হল।

দেবগণের পরাজয় দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণার্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন মহাগম্ভীর শব্দে এই অশরীরিণী দৈববাণী হল— বাসব, তোমার সখা তক্ষক দগ্ধ হননি, তিনি কুরুক্ষেত্রে আছেন। অর্জুন আর বাসুদেবকে কেউ যুদ্ধে জয় করতে পারে না, তাঁরা পূর্বে নর-নারায়ণ নামক দেবতা ছিলেন। দৈববাণী শুনে ইন্দ্রাদি দেবগণ সুরলোকে চলে গেলেন, অগ্নি অবাধে খাণ্ডববন দগ্ধ করে প্রাণীগণের মাংস রুধির বসা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। এই সময়ে ময় নামক এক অসুর তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে অগ্নি তাকে খেতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে মারবার জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং অর্জুনের অনুরোধে নিরস্ত হলেন। অগ্নি পনের দিন ধরে খাণ্ডববন দগ্ধ করলেন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেন, নমুচির ভ্রাতা ময় দানব এবং চারটি শার্ঙ্গক পক্ষী, এই ছটি প্রাণী ছাড়া কেউ জীবিত রইল না।

মন্দপাল নামে এক তপস্বীর সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুর পর পিতৃলোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনার পিতৃ-ঋণ শোধ হয়নি, আপনি পুত্র উৎপাদন করে তবে এখানে আসুন। শীঘ্র বহু সন্তান লাভের জন্য মন্দপাল শার্ঙ্গক পক্ষী হয়ে জারিতা নাম্নী শার্ঙ্গিকার সঙ্গে সঙ্গত হলেন। জারিতার গর্ভে চারটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হল। খাণ্ডবদাহের সময় তারা ডিম্বের মধ্যেই ছিল, মন্দপালের প্রার্থনায় অগ্নি তাদের মারলেন না। মন্দপাল তাঁর চার পুত্রকে নিয়ে জারিতার সঙ্গে অন্যত্র চলে গেলেন।

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। অর্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার ওপর প্রসন্ন হবেন তখন তোমাকে সকল অস্ত্র দেব। কৃষ্ণ বর চাইলেন, অর্জুনের সঙ্গে যেন তাঁর চিরস্থায়ী প্রীতি হয়। ইন্দ্র বর দিয়ে স্বস্থলে চলে গেলেন। অগ্নি কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি, এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। তখন কৃষ্ণ, অর্জুন ও ময় দানব তিনজনে রমণীয় নদীকূলে গিয়ে উপবেশন করলেন।

সভাপর্ব

সভাক্রিয়াপর্বাধ্যায়

১। ময় দানবের সভানির্মাণ

কৃষ্ণ ও অর্জুন নদীতীরে উপবিষ্ট হলে ময় দানব কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে অর্জুনকে বললেন, কৌন্তেয়, আপনি কৃষ্ণের ক্রোধ আর অগ্নির দহন থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকার কী করব বলুন। অর্জুন উত্তর দিলেন, তোমার কর্তব্য সবই তুমি করেছ, তোমার মঙ্গল হোক, তোমার আর আমার মধ্যে যেন সর্বদা প্রীতি থাকে; এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও মহাশিল্পী, আপনাকে তুষ্ট করবার জন্য আমি কিছু করতে ইচ্ছা করি। অর্জুন বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আমি কিছু করাতে চাই না। তোমার অভিলাষ ব্যর্থ করতেও চাই না, তুমি কৃষ্ণের জন্য কিছু কর, তাতেই আমার প্রত্যুপকার হবে।

ময় দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ একটু ভেবে বললেন, শিল্পীশ্রেষ্ঠ, যদি তুমি আমাদের প্রিয় কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন এক সভা নির্মাণ কর যার অনুকরণ মানুষের অসাধ্য। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন ময়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হলে সবিশেষ চিন্তার পর ময় সভানির্মাণে উদ্‌যোগী হলেন এবং পুণ্যদিনে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণগণকে সঘৃত পায়স ও বহুবিধ ধনরত্ন দিয়ে তুষ্ট করলেন। তার পর তিনি চতুর্দিকে দশ হাজার হাত পরিমাপ করে সর্ব ঋতুর উপযুক্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন।

জনার্দন কৃষ্ণ এতদিন ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করছিলেন, এখন তিনি পিতার কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি পিতৃষ্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করে ভগিনী সুভদ্রার কাছে সস্নেহে বিদায় নিলেন এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে সুভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পর তিনি স্বস্তিবাচন করিয়ে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিলেন এবং শুভমুহূর্তে স্বর্ণভূষিত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণের সারথি দারুককে সরিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির নিজেই বল্‌গা হাতে নিলেন, অর্জুনও শ্বেত চামর নিয়ে রথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও পুরবাসীগণ রথের পিছনে চললেন। এইরূপে অর্ধ যোজন গিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনা

করে তাকে ফিরে যেতে বললেন। তিনি ভীমসেনকে অভিবাদন এবং অর্জুনকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন, নকুল-সহদেব কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সকলকেই আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর রথ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবগণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলে ময় দানব অর্জুনকে বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি একবার কৈলাসের উত্তরবর্তী মৈনাক পর্বতে যাব। পুরাকালে দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তার জন্য আমি বিন্দুসরোবরের নিকট কতকগুলি বিচিত্র ও মনোহর মণিময় দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম যা দানবরাজ বৃষপর্বার সভায় দেওয়া হয়। যদি পাওয়া যায় তবে সেগুলো আমি আপনাদের সভার জন্য নিয়ে আসব। বিন্দুসরোবরের তীরে রাজা বৃষপর্বার গদা আছে, তা স্বর্ণবিন্দুতে অলংকৃত, ভারসহ, দৃঢ় এবং লক্ষ গদার তুল্য শত্রুঘাতিনী। সেই গদা ভীমের যোগ্য। সেখানে দেবদত্ত নামক বরুণের শঙ্খও আছে। এই সবই আমি আপনাদের জন্য আনব।

ঈশান কোণে যাত্রা করে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, শঙ্খ, বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত ধনরাশি সংগ্রহ করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আর অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ দিলেন। তার পর ময় ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত করে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিকনির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কূর্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন তাঁদের কেউ কেউ সরোবর বলে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন। সভাস্থানের সকল দিকেই পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকারণ্ডবাদি-সমন্বিত পুষ্করিণী ছিল। চোদ্দ মাসে সকল কার্য সম্পন্ন করে ময় যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন যে সভা প্রস্তুত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়েস, ফলমূল, বরাহ ও হরিণের মাংস, তিলমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য দিয়ে দশ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন এবং তাঁদের উত্তম বসন, মাল্য ও বহু সহস্র গাভী দান করলেন। তার পর গীতবাদ্য সহকারে দেবপূজা ও বিগ্রহস্থাপন করে সভায় প্রবেশ করলেন। সাত দিন ধরে মল্ল ঝল্ল[১] সূত বৈতালিক প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরাদির মনোরঞ্জন করল। নানা দেশ থেকে আগত ঋষি ও নৃপতিদের সঙ্গে পাণ্ডবগণ সেই সভায় আনন্দে বাস করতে লাগলেন।

---

১. লগুড় যোদ্ধা, লাঠিয়াল।

২। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদ

একদিন দেবর্ষি নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এই চারজন ঋষির সঙ্গে পাণ্ডবদের সভায় উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির যথাবিধি আসন অর্ঘ্য গো মধুপর্ক ও রত্নাদি দিয়ে সংবর্ধনা করলে নারদ প্রশ্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ বিষয়ক এইপ্রকার বহু উপদেশ দিলেন।— মহারাজ, তুমি অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচিন্তাও কর তো? কাল বিভাগ করে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কামের সেবা কর তো? তোমার দুর্গসকল যেন ধনধান্য জল অস্ত্র যন্ত্র যোদ্ধা ও শিল্পীগণে পরিপূর্ণ থাকে। কঠোর দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ো না। বীর, বুদ্ধিমান, পবিত্রস্বভাব, সদ্‌বংশজ ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। শরণাগত শত্রুকে পুত্রবৎ রক্ষা করবে। পররাজ্য জয় করে যে ধনরত্ন পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার যা আয় তার অর্ধে বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুর্থাংশে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে। গণক[১] ও লেখক[২]গণ প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে তোমাকে আয়ব্যয়ের হিসাব দেবে। লোভী, চোর, বিদ্বেষী আর অল্পবয়স্ক লোককে কার্যের ভার দেবে না। তোমার রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কৃষি যেন কেবল বৃষ্টির ওপর নির্ভর না করে। কৃষকদের যেন বীজ আর খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অল্প সুদে ঋণ পায়। তুমি নারীদের সঙ্গে মিষ্টবাক্যে আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হলে তোমার অমাত্যরা যেন ঘুষ নিয়ে মিথ্যা বিচার না করে। অন্ধ মূক পঙ্গু অনাথ ও ভিক্ষুদের পিতার ন্যায় পালন করবে। নিদ্রা আলস্য ভয় ক্রোধ মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ পরিহার করবে।

নারদের চরণে প্রণত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, আপনার উপদেশে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হল, যা বললেন তাই আমি করব। আপনি যে রাজকর্ম বিবৃত করলেন তা আমি যথাশক্তি পালন করে থাকি। আমি সৎপথেই চলতে ইচ্ছা করি, কিন্তু পূর্ববর্তী জিতেন্দ্রিয় নৃপতিগণ যেভাবে কর্তব্যপালন করতেন তা আমি পারি না। তার পর যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি বহু লোকে বিচরণ করে থাকেন, এই সভার তুল্য বা এর চেয়ে ভালো কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাস্যে বললেন, তোমার এই সভার তুল্য অন্য সভা আমি মনুষ্যলোকে দেখিনি, শুনিওনি। তবে আমি ইন্দ্র যম বরুণ কুবের ও ব্রহ্মার সভার কথা বলছি শোন।—

ইন্দ্রের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেড়শো যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা ইচ্ছানুসারে আকাশে চালিত করা যায়। সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই। ইন্দ্রাণী শচী সেখানে শ্রী লক্ষ্মী হ্রী কীর্তি ও দ্যুতি দেবীর সঙ্গে বিরাজ করেন। দেবগণ, সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, বহু মহর্ষি, রাজা হরিশ্চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল সেখানে থাকেন। যমের সভা

---

১. হিসাব-রক্ষক।

২. কেরানি।

তৈজস উপাদানে নির্মিত, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তার বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য আরও বেশি। স্বর্গীয় ও পার্থিব সর্ববিধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, ধ্রুব, কাতবীর্যার্জুন, ভরত, নিষধপতি নল, ভগীরথ, রাম-লক্ষ্মণ, তোমার পিতা পাণ্ডু প্রভৃতি সেখানে থাকেন। বরুণের সভা জলমধ্যে নির্মিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে যমসভার সমান, তার প্রাকার ও তোরণ শুভ্র। সেই সভা অধিক শীতলও নয় উষ্ণও নয়, সেখানে বাসুকি তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ এবং বিরোচনপুত্র বলি প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন। চার সমুদ্র, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী, তীর্থসরোবর, পর্বতসমূহ এবং জলচরগণ মূর্তিমান হয়ে সেখানে বরুণের উপাসনা করে। কুবেরের সভা একশো যোজন দীর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ ও শুভ্রবর্ণ। যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের সেখানে বিচিত্র বসন ও আভরণে ভূষিত হয়ে সহস্র রমণীতে বেষ্টিত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধর্বগণ অপ্সরাদের সঙ্গে দিব্যতালে গান করেন। মিশ্রকেশী মেনকা উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, বিশ্বাবসু হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব, এবং ধার্মিক বিভীষণ সেখানে থাকেন। পুলস্ত্যের পুত্র কুবের উমাপতি শিবকে নতশিরে প্রণাম করে সেই সভায় উপবেশন করেন।

মহারাজ, আমি সূর্যের আদেশে সহস্রবৎসরব্যাপী ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান করি, তার পর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মার সভায় যাই। সেই সভা অবর্ণনীয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। সেখানে ক্ষুৎপিপাসা বা গ্লানি নেই, তার প্রভা ভাস্করকে অতিক্রম করে। দক্ষ প্রচেতা কশ্যপ বশিষ্ঠ দুর্বাসা সনৎকুমার অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা, আদিত্য বসু রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতা, এবং শরীরী ও অশরীরী পিতৃগণ সেখানে ব্রহ্মার উপাসনা করেন। ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির, দেবতাদের এইসকল সভা আমি দেখেছি, মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সভাও এখন দেখলাম।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহামুনি, ইন্দ্রসভার বর্ণনায় আপনি একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের নামই বললেন। তিনি কোন্ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন? আপনি যমের সভায় আমার পিতা পাণ্ডুকে দেখেছেন। তিনি কী বললেন তা-ও জানতে আমার পরম কৌতূহল হচ্ছে।

নারদ বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল নরপতির অধীশ্বর সম্রাট ছিলেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ধন দান করেছিলেন। যে রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যাঁরা পলায়ন না করে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁরা তীব্র তপস্যায় কলেবর ত্যাগ করেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় নিত্য বিরাজ করেন। হরিশ্চন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তোমার পিতা পাণ্ডু বিস্মিত হয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন মর্ত্যলোকে এসে তাঁর এই কথা আমি তোমাকে বলি— পুত্র, তুমি পৃথিবী জয় করতে সমর্থ, ভ্রাতারা তোমার বশবর্তী, এখন তুমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান কর, তা হলে আমি হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রসভায় বহুকাল সুখভোগ করতে পারব। অতএব যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার পিতার এই সংকল্প সিদ্ধ কর। এই উপদেশ দিয়ে নারদ তাঁর সঙ্গী ঋষিদের নিয়ে দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মন্ত্রপর্বাধ্যায়

৩। কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণা

নারদের কথা শুনে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় বার বার ভাবতে লাগলেন। তিনি ধর্মানুসারে অপক্ষপাতে সকলের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ করে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন— যার যা দেয় আছে তা দাও; ধর্মই সাধু, ধর্মই সাধু। প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে পিতার তুল্য জ্ঞান করত, তাঁর শত্রু ছিল না এজন্য তিনি অজাতশত্রু নামে খ্যাত হলেন। তিনি ভ্রাতাদের উপর বিভিন্ন কর্মের ভার দিয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য শাসন ও পালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজত্বকালে বার্ধুষী (তেজারতি), যজ্ঞকার্য, গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপীড়ন, ব্যাধি ও অগ্নিভয় ছিল না, রাজকর্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রী ও ভ্রাতাদের মত জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, আপনি সম্রাট হবার যোগ্য, আপনার সুহৃদ্‌বর্গ মনে করেন যে এখনই রাজসূয় যজ্ঞ করবার প্রকৃষ্ট সময়। পুরোহিত ও মুনিগণও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জনার্দন কৃষ্ণের মত জানা কর্তব্য এই ভেবে যুধিষ্ঠির একজন দূতকে দ্রুতগ্রামী রথে দ্বারকায় পাঠালেন, কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা জেনে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করবার সকল গুণই আপনার আছে, তথাপি কিছু বলছি শুনুন। পৃথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষত্রিয় আছেন তাঁরা সকলেই পুরূরবা বা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। যযাতি থেকে উৎপন্ন ভোজবংশীয়গণ চতুর্দিকে রাজত্ব করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে অভিভূত করে জরাসন্ধ এখন শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। সমস্ত পৃথিবী যাঁর বশে থাকে তিনিই সম্রাটের পদ লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশুপাল সেই জরাসন্ধের সেনাপতি। করূষ দেশের রাজা মহাবল বক্র, করভ মেঘবাহন প্রভৃতি রাজা, এবং আপনার পিতার সখা মুর ও নরক দেশের অধিপতি বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্ত, এঁরা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত। কেবল আপনার মাতুল পুরুজিৎ— যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশের রাজা— স্নেহবশে আপনার পক্ষে আছেন। যে দুর্মতি নিজেকে পুরুষোত্তম ও বাসুদেব বলে প্রচার করে এবং আমার চিহ্ন ধারণ করে, সেই বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রকও জরাসন্ধের পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভীষ্মকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ[১] আছে, আমরা সর্বদা তাঁর প্রিয় আচরণ করি, তথাপি তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বহু দেশের রাজারা জরাসন্ধের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র

১. ভীষ্মক রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর।

আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্মতি কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করে শ্বশুরের সহায়তায় নিজ জ্ঞাতিদের উপর পীড়ন করেছিল, সে জন্য বলরাম ও আমি কংসকে বধ করি। তার পর আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে তিনশো বৎসর নিরন্তর যুদ্ধ করেও আমরা জরাসন্ধের সেনা সংহার করতে পারব না।

হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জরাসন্ধের সহায় ছিলেন। বহুবার যুদ্ধ করবার পর বলরাম হংসকে বধ করেন, সেই সংবাদ শুনে মনের দুঃখে ডিম্ভকও জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। জরাসন্ধ তখন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যান, আমরাও আনন্দিত হয়ে মথুরায় বাস করতে লাগলাম। তার পর কংসের পত্নী অস্তি তাঁর পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে বার বার বললেন, আমার পতিহন্তাকে বধ করুন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিম দিকে পালিয়ে গেলাম এবং রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দুর্গসংস্কার করে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গম স্থানে দেবতারাও আসতে পারেন না এবং স্ত্রীলোকেও তা রক্ষা করতে পারে। রৈবতক পর্বত তিন যোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত। আমাদের গিরিদুর্গে শত শত দ্বার আছে, আঠার জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার প্রত্যেকটি রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার ভ্রাতা আছেন। চারুদেষ্ণ, চক্রদেব, তাঁর ভ্রাতা, সাত্যকি, আমি, বলরাম, এবং শাম্ব— আমরা এই সপ্ত রথী যুদ্ধে বিষ্ণুর তুল্য। এ ছাড়া কৃতবর্মা, অনাধৃষ্টি, কঙ্ক, বৃদ্ধ অন্ধকভোজ রাজা এবং তাঁর দুই পুত্র প্রভৃতি যোদ্ধারা আছেন। এঁরা সকলেই এখন বৃষ্ণি[1]গণের সঙ্গে বাস করছেন এবং পূর্ব বাসভূমি মথুরার কথা ভাবছেন।

মহারাজ, জরাসন্ধ জীবিত থাকলে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি মহাদেবের বরপ্রভাবে ছিয়াশি জন রাজাকে জয় করে তাঁর রাজধানী গিরিব্রজে বন্দি করে রেখেছেন, আরও চৌদ্দ জনকে পেলেই তিনি সকলকে বলি দেবেন। যদি আপনি যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের মুক্তি দেবার এবং জরাসন্ধকে বধ করবার চেষ্টা করুন।

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অর্জুন আর আমি তিন জনে মিলে জরাসন্ধকে জয় করতে পারি। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীমার্জুন আমার দুই চক্ষু; জনার্দন, তুমি আমার মন। তোমাদের বিসর্জন দিয়ে আমি কী করে জীবন ধারণ করব? স্বয়ং যমরাজও জরাসন্ধকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত মনে করি।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি দুর্লভ ধনু, শর, উৎসাহ, সহায় ও শক্তির অধিকারী, বলপ্রয়োগ করাই আমি উচিত মনে করি। যদি আপনি যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করেন তবে আপনার গুণহীনতাই প্রকাশ পাবে। যদি শান্তিকামী মুনি হতে চান তবে এর পর কাষায় বস্ত্র ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যলাভ করুন, আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

---

১. কৃষ্ণের কুল।

৪। জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ভরতবংশের যোগ্য কথা বলেছেন। যুদ্ধ না করে কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শুনিনি। বুদ্ধিমানের নীতি এই, যে অতিপ্রবল শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করবে না, জরাসন্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা ছদ্মবেশে শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং একাকী পেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করব। আমাদের আত্মীয় নৃপতিদের মুক্তির জন্য আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তার ফলে যদি মরি তবে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, এই জরাসন্ধ কে? তার কীরূপ পরাক্রম যে অগ্নিতুল্য তোমাকে স্পর্শ করে পতঙ্গের ন্যায় পুড়ে মরেনি? কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, জরাসন্ধ কে এবং আমরা কেন তার বহু উৎপীড়ন সহ্য করেছি তা বলছি শুনুন। বৃহদ্রথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বৃহদ্রথ তাঁর দুই ভার্যাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুজনকেই সমদৃষ্টিতে দেখবেন। রাজার যৌবন গত হল তথাপি তিনি পুত্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চণ্ডকৌশিক মুনি রাজাকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড করে দুই রাজপত্নী খেলেন এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীরখণ্ড প্রসব করলেন। তার প্রত্যেকটির এক চক্ষু, এক বাহু, এক পদ এবং অর্ধ মুখ উদর নিতম্ব। রাজ্ঞীরা ভয়ে ও দুঃখে তাঁদের সন্তান পরিত্যাগ করলেন, দুজন ধাত্রী সেই দুই সজীব প্রাণীখণ্ড আবৃত করে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। সেই সময়ে জরা নামে এক রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দুটিকে দেখে সুদৃশ্য করবার ইচ্ছায় সংযুক্ত করল। তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ বীর কুমার উৎপন্ন হল। রাক্ষসী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল, বজ্রতুল্য গুরুভার শিশুকে সে তুলতে পারল না। বালক তার তাম্রবর্ণ হাতের মুঠি মুখে পুরে সজল মেঘের ন্যায় গর্জন করে কাঁদতে লাগল। সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্নী, এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য লোক সেখানে এলেন। জরা রাক্ষসী নারীমূর্তি ধারণ করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বলল, বৃহদ্রথ, তোমার পুত্রকে নাও, ধাত্রীরা একে ত্যাগ করেছিল, আমি রক্ষা করেছি। তখন দুই কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিয়ে স্তনদুগ্ধধারায় স্নান করালেন।

রাজা বৃহদ্রথ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পুত্রপ্রদায়িনী কল্যাণী পদ্মকোষবর্ণা, তুমি কে? রাক্ষসী উত্তর দিল, আমি কামরূপিণী জরা রাক্ষসী, তোমার গৃহে অমি সুখে বাস করছি। গৃহদেবী নামে রাক্ষসী প্রত্যেক মানুষের গৃহে বাস করে, দানববিনাশের জন্য ব্রহ্মা তাদের সৃষ্টি করেছেন। যে লোক ভক্তি করে গৃহদেবীকে ঘরের দেওয়ালে চিত্রিত করে রাখে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মহারাজ, আমি তোমার গৃহপ্রাচীরে চিত্রিত থেকে গন্ধ পুষ্প ভোজ্যাদির দ্বারা পূজিত হচ্ছি, সে জন্য তোমার প্রত্যুপকার করতে ইচ্ছা করি। এই বলে রাক্ষসী অন্তর্হিত হল। জরা রাক্ষসী সেই কুমারকে সন্ধিত অর্থাৎ যোজিত করেছিল সে জন্য তার নাম জরাসন্ধ হল।

যথাকালে জরাসন্ধকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে তপোবনে চলে গেলেন। চণ্ডকৌশিকের আশীর্বাদে জরাসন্ধ সকল রাজার উপর প্রভুত্ব এবং ত্রিপুরারি মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শক্তি লাভ করলেন। কংস হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে জরাসন্ধের প্রবল শত্রুতা হল। তিনি একটা গদা নিরানব্বই বার ঘুরিয়ে গিরিব্রজ থেকে মথুরার অভিমুখে নিক্ষেপ করেন, সেই গদা নিরানব্বই যোজন দূরে পতিত হয়। মথুরার নিকটবর্তী সেই স্থানের নাম গদাবসান।

জরাসন্ধবধপর্বাধ্যায়

৫। জরাসন্ধবধ

তার পর কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধের প্রধান দুই সহায় হংস আর ডিম্ভক মরেছে, কংসকেও আমি নিহত করেছি, অতএব জরাসন্ধবধের এই সময়। কিন্তু সুরাসুরও সম্মুখযুদ্ধে তাঁকে জয় করতে পারেন না, সে জন্য মল্লযুদ্ধেই তাঁকে মারতে হবে। আমি কৌশলজ্ঞ, ভীম বলবান, আর অর্জুন আমাদের রক্ষক, আমরা তিনজন মিলে মগধরাজকে জয় করতে পারব। আমরা যদি নির্জন স্থানে তাঁকে আহ্বান করি তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তিনি বাহুবলে দর্পিত সে জন্য আমার বা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপমানজনক মনে করবেন, ভীমসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভীম নিশ্চয় তাঁকে বধ করতে পারবেন। যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জুনকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।

যুধিষ্ঠির বললেন, অচ্যুত, তুমি পাণ্ডবদের প্রভু, আমরা তোমার আশ্রিত, তুমি যা বলবে তাই করব। যখন আমরা তোমার আজ্ঞাধীন তখন জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হবেন, রাজারা মুক্তি পাবেন, আমার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হবে। জগন্নাথ, তুমি আমাদের কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও। কৃষ্ণ বিনা অর্জুন অথবা অর্জুন বিনা কৃষ্ণ থাকতে পারেন না, কৃষ্ণার্জুনের অজেয় কেউ নেই। আর, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান বৃকোদর কী না করতে পারেন?

কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন স্নাতক[১] ব্রাহ্মণের বেশ ধরে মগধযাত্রা করলেন। তাঁরা কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালকূট দেশ অতিক্রম করে গণ্ডকী মহাশোণ সদানীরা, সরযূ, চর্মন্বতী প্রভৃতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর পূর্বমুখে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং গিরিব্রজ নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ এক বৃষরূপধারী মাংসাশী দৈত্যকে বধ

১. যিনি ব্রহ্মচর্য সমাপনের পর স্নান করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছেন।

করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ি দিয়ে তিনটি ভেরী প্রস্তুত করিয়ে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃঙ্গ উৎপাটিত করে নগরে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা নগরের সমৃদ্ধি দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন। এক মালাকারের কাছ থেকে মাল্য আর অঙ্গরাগ কেড়ে নিয়ে তাঁরা নিজেদের বস্ত্র রঞ্জিত করলেন এবং মাল্যধারণ করে অগুরুচন্দনে চর্চিত হলেন। তার পর জনাকীর্ণ তিনটি কক্ষা (মহল) অতিক্রম করে সগর্বে জরাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা আপনার স্বস্তি ও কুশল হোক। জরাসন্ধ তখন একটি ব্রতাচরণের জন্য উপবাসী ছিলেন। তিনি আগন্তুকদের বেশ দেখে বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়ে সম্মান করে বললেন, আপনারা বসুন। তিনজনে উপবিষ্ট হলে জরাসন্ধ বললেন, আপনারা মাল্যধারণ ও চন্দনাদি অনুলেপন করেছেন, রঞ্জিত বস্ত্র পরেছেন, আপনাদের বেশ ব্রাহ্মণের ন্যায় কিন্তু বাহুতে ধনুর্গুণের আঘাতচিহ্ন দেখছি। সত্য বলুন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করে ছদ্মবেশে অদ্বার দিয়ে কেন এসেছেন? আমি যথাবিধি অর্ঘ্যাদি উপহার দিয়েছি, কিন্তু আপনারা তা নিলেন না কেন?

স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতিই স্নাতকের ব্রত নিয়ে মাল্যাদি ধারণ করতে পারে। আমরা ক্ষত্রিয় সে জন্য আমাদের বাক্যবল বেশি নেই, যদি চান তো বাহুবল দেখাতে পারি। বুদ্ধিমান লোকে অদ্বার দিয়ে শত্রুর গৃহে এবং দ্বার দিয়ে মিত্রের গৃহে যায়। আমরা কোনও প্রয়োজনে এখানে এসেছি, আপনি আমাদের শত্রু সে জন্য আপনার প্রদত্ত অর্ঘ্য আমরা নিতে পারি না।

জরাসন্ধ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেছি এমন মনে পড়ে না। আমি নিরপরাধ, তবে আমাকে শত্রু বলছেন কেন?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষত্রিয়কুলে নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যক্তির আদেশে আমরা তোমাকে শাসন করতে এসেছি। তুমি বহু ক্ষত্রিয়কে অবরুদ্ধ করে রেখেছ, সৎস্বভাব রাজগণকে রুদ্রের নিকট বলি দেবার সঙ্কল্প করেছ। তোমার এই পাপকার্য নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমরা ধর্মচারী, ধর্মরক্ষায় সমর্থ। মনুষ্যবলি আমরা কখনও দেখিনি, তুমি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হয়ে কোন বুদ্ধিতে ক্ষত্রিয়গণকে মহাদেবের নিকট পশুরূপে বলি দিতে চাও? ক্ষত্রিয়দের রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে বধ করতে এসেছি। আমরা ব্রাহ্মণ নই, আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, এঁরা দুজন পাণ্ডুপুত্র। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি, হয় বন্দি রাজাদের মুক্তি দাও, না হয় যমালয়ে যাও।

জরাসন্ধ বললেন, কৃষ্ণ, যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করা যেতে পারে— এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। দেবতার জন্য যাদের এনেছি ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। তোমরা কী প্রকার যুদ্ধ চাও? ব্যূহিত সৈন্য নিয়ে, না তোমাদের একজন বা দুজন বা তিনজনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কৃষ্ণ বললেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে চাও? জরাসন্ধ ভীমসেনকে নির্বাচন করলেন।

পুরোহিত গোরোচনা মাল্য প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও মূর্ছা নিবারক ওষুধ নিয়ে রাজার কাছে এলেন। স্বস্ত্যয়নের পর জরাসন্ধ কিরীট খুলে ফেলে দৃঢ়ভাবে কেশবন্ধন করে ভীমের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের জন্য স্বস্ত্যয়ন করলে ভীমও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। দুই যোদ্ধা বাহু ও চরণ দ্বারা পরস্পরকে বেষ্টন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় স্তব্ধনয়নে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা হস্তীর ন্যায় গর্জন করে পরস্পরের কটি স্কন্ধ পার্শ্ব ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন। বহু সহস্র ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি স্ত্রী-পুরুষ যুদ্ধ দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হল।

কার্তিক মাসের প্রথম দিনে আরম্ভ হয়ে সেই যুদ্ধ অনাহারে অবিশ্রামে দিবারাত্র চলল। চতুর্দশ দিবসে রাত্রিকালে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ নিবৃত্ত হলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমকে বললেন, যুদ্ধে ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়, অধিক পীড়ন করলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মৃদুভাবে বাহুদ্বারা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কর। কৃষ্ণের কথায় ভীম জরাসন্ধের দুর্বলতা বুঝলেন এবং তাঁকে বধ করবার জন্য আরও সচেষ্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, এই পাপী তোমার অনেক স্বজন নিহত করেছে, এ অনুগ্রহের যোগ্য নয়। কৃষ্ণ বললেন, ভীম, তোমার পিতা পবনদেবের কাছে যে দৈববল পেয়েছ সেই বল এখন দেখাও।

তখন ভীম জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘূর্ণিত করে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে গর্জন করতে লাগলেন এবং দুই পা ধরে টান দিয়ে তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করলেন। জরাসন্ধের আর্তনাদ ও ভীমের গর্জন শুনে মগধবাসীরা ত্রস্ত হল, স্ত্রীদের গর্ভপাত হল। তার পর জরাসন্ধের মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সেই রাত্রিতেই বন্দি রাজাদের মুক্ত করলেন।

জরাসন্ধের দিব্যরথে রাজাদের তুলে নিয়ে তাঁরা গিরিব্রজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এই রথ ইন্দ্র উপরিচর বসুকে দিয়েছিলেন, উপরিচরের কাছ থেকে বৃহদ্রথ এবং তার পর জরাসন্ধ পান। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলে গরুড় সেই রথের ধ্বজে বসলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং সারথি হলেন। কারামুক্ত কৃতজ্ঞ রাজারা সবিনয়ে বললেন, দেবকীনন্দন, আমরা প্রণাম করছি, আজ্ঞা করুন আমাদের কী করতে হবে। যে কর্ম মানুষের পক্ষে দুষ্কর তা-ও আমরা করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করে সম্রাট হতে ইচ্ছা করেন, আপনারা তাঁকে সাহায্য করবেন। রাজারা সানন্দে সম্মত হলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের পুত্র সহদেব তাঁর পুরোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গের সঙ্গে এসে বাসুদেবকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর প্রদত্ত মহার্ঘ রত্নসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান করে তাঁদের স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

দিগ্‌বিজয়পর্বাধ্যায়

৬। পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয়

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ধনু অস্ত্র সহায় ভূমি যশ সবই আমরা পেয়েছি, এখন রাজকোষে ধনবৃদ্ধি করা উচিত মনে করি। অতএব আমি সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। যুধিষ্ঠির সম্মতি দিলে অর্জুন ভীম সহদেব ও নকুল বিভিন্ন দিকে দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে রইলেন।

অর্জুন উত্তর দিকে গিয়ে কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কিরাত চীন এবং সাগরতীরবাসী অন্যান্য সৈন্য দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করলেন। আট দিন পরেও অর্জুনকে অক্লান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুরুনন্দন, তোমার বল ইন্দ্রপুত্রেরই উপযুক্ত। আমি ইন্দ্রের সখা, তথাপি যুদ্ধে তোমার সঙ্গে পারছি না। পুত্র, তুমি কী চাও বল। অর্জুন বললেন, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সম্রাট হতে ইচ্ছা করেন, আপনি প্রীতিপূর্বক তাঁকে কর দিন। ভগদত্ত সম্মত হলে অর্জুন কুবেররক্ষিত উত্তর পর্বতের রাজ্যসমূহ, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, সিংহপুর, সুহ্ম, চোল, দেশ, বাহ্লীক, কম্বোজ, দরদ প্রভৃতি জয় করলেন। তার পর তিনি শ্বেতপর্বত অতিক্রম করে কিম্পুরুষ, হাটক ও গন্ধর্ব দেশ জয় করে হরিবর্ষে এলেন। সেখানকার মহাবল মহাকায় দ্বারপালরা মিষ্টবাক্যে বলল, কল্যাণীয় পার্থ, নিবৃত্ত হও, এখানে প্রবেশ করলে কেউ জীবিত থাকে না। এই উত্তরকুরু দেশে যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধারী এখানে এলে কিছুই দেখতে পায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু চাও তো বল। অর্জুন সহাস্যে বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্রাট হবেন এই আমার ইচ্ছা। যদি এই দেশ মানুষের অগম্য হয় তবে আমি যেতে চাই না, তোমরা কিঞ্চিৎ কর দাও। দ্বারপালরা অর্জুনকে দিব্য বস্ত্র আভরণ মৃগচর্ম প্রভৃতি কর স্বরূপ দিল। দিগ্বিজয় শেষ করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে পূর্বদিকে গিয়েছিলেন। তিনি পাঞ্চাল, গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দনগর প্রভৃতি জয় করে চেদি দেশে উপস্থিত হলেন। চেদিরাজ শিশুপাল ভীমের কাছে এসে কুশলপ্রশ্ন করে সহাস্যে বললেন, ব্যাপার কী? ভীম ধর্মরাজের অভীষ্ট জানালে শিশুপাল তখনই কর দিলেন। তের দিন শিশুপালের আতিথ্য ভোগ করে ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণিমান ও কোশলপতি বৃহদ্বলকে পরাজিত করলেন। তার পর অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তরসোমক, মল্ল, মৎস্য, দরদ, বৎস, সুহ্ম প্রভৃতি দেশ জয় করে গিরিব্রজপুরে গেলেন এবং জরাসন্ধপুত্র সহদেবের নিকট কর নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্ণের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর পুণ্ড্রদেশের রাজা মহাবল বাসুদেব এবং কৌশিকী নদীর তীরবাসী রাজাকে পরাস্ত করে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম,

এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও পূর্বসাগরের তীরবর্তী ম্লেচ্ছ দেশ জয় করে বহু ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে শূরসেন ও মৎস্য দেশের রাজা, কুন্তিভোজ, অবন্তি ও ভোজকট দেশের রাজা দুর্ধর্ষ ভীষ্মক ও পাণ্ড্যরাজ প্রভৃতিকে পরাস্ত করে কিষ্কিন্ধ্যায় গেলেন এবং বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বশীভূত করলেন। তার পর তিনি মাহিষ্মতী পুরীতে গেলেন। সেখানকার রাজা নীলকে স্বয়ং অগ্নিদেব সাহায্য করতেন সে জন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং প্রাণসংশয় হল। মাহিষ্মতী-বাসীরা ভগবান অগ্নিকে পারদারিক বলত। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নি নীল রাজার সুন্দরী কন্যার সহিত বিহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেরে অগ্নিকে শাসন করলেন। অগ্নির কোপে রাজভবন জ্বলে উঠল, তখন রাজা অগ্নিকে প্রসন্ন করে কন্যাদান করলেন। সেই অবধি অগ্নিদেব রাজার সহায় হলেন। অগ্নির বরে মাহিষ্মতীর নারীরা স্বৈরিণী ছিল, তাদের বারণ করা যেত না। সহদেব বহু স্তুতি করলে অগ্নি তুষ্ট হলেন, তখন অগ্নির আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কর দিলেন। সহদেব ত্রিপুর, পৌরব, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ জয় করে ভোজকট নগরে গিয়ে কৃষ্ণের শ্বশুর ভীষ্মক রাজার নিকট কর আদায় করলেন। তার পর তিনি কর্ণপ্রাবরক[১]গণ, কালমুখ নামক নররাক্ষসগণ, একপাদ পুরুষগণ প্রভৃতিকে জয় করে কেবল দূত পাঠিয়ে পাণ্ড্য, দ্রবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ থেকে কর আদায় করলেন। ধর্মাত্মা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার করে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ ও মহার্ঘ বস্ত্র উপহার পাঠালেন। এইরূপে বল ও সামনীতির প্রয়োগে সকল রাজাকে করদ করে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন করলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহেত্থ, দশার্ণ, ত্রিগর্ত, মালব, পঞ্চনদ প্রদেশ, দ্বারপালপুর প্রভৃতি জয় করলেন। তিনি দূত পাঠালে যাদবগণসহ কৃষ্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর নকুল মদ্ররাজপুর শাকলে গিয়ে মাতুল শল্যের নিকট প্রচুর ধনরত্ন আদায় করলেন এবং সাগরতীরবর্তী ম্লেচ্ছ পহ্লব ও বর্বরগণকে জয় করে দশ হাজার উষ্ট্রে ধন বোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

রাজসূয়িকপর্বাধ্যায়

৭। রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ

রাজা যুধিষ্ঠির ধনাগারে ও শস্যাগারে সঞ্চিত বস্তুর পরিমাণ জেনে রাজসূয় যজ্ঞে উদ্‌যোগী হলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসায় যুধিষ্ঠির তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন, কৃষ্ণ,

---

১. যাদের কান চামড়ায় ঢাকা।

তোমার প্রসাদেই এই পৃথিবী আমার বশে এসেছে এবং আমি বহু ধনের অধিকারী হয়েছি। এখন আমি তোমার ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি, তুমি অনুমতি দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনিই সম্রাট হবার যোগ্য, অতএব নিজেই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, তাতেই আমরা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি আমাকে যে কার্যে নিযুক্ত করবেন আমি তাই করব।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ঋত্বিকদের নিয়ে এলেন। সুসাম্য উদ্গাতা হলেন, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু, ধৌম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস ব্রহ্মা[১] হলেন। শিল্পীগণ বিশাল গৃহসমূহ নির্মাণ করলেন। সহদেব নিমন্ত্রণের জন্য সর্বদিকে দূত পাঠালেন। তার পর যথাকালে বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। নানা দেশ থেকে আগত ব্রাহ্মণরা তাঁদের জন্য নির্মিত আবাসে রাজার অতিথি হয়ে রইলেন। তাঁরা বহুপ্রকার আখ্যায়িকা বলে এবং নট-নর্তকদের নৃত্যগীত উপভোগ করে কালযাপন করতে লাগলেন। সর্বদাই দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁদের শতসহস্র ধেনু, শয্যা স্বর্ণ ও দাসী দান করলেন।

ভীম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর দুর্যোধনাদি দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা, গান্ধার রাজ সুবল, তাঁর পুত্র শকুনি, রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য, বাহ্লীকরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সপুত্র দ্রুপদ, শাল্বরাজ, সাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছগণের সহিত প্রাগ্-জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত, বৃহদ্বল রাজা, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গ কলিঙ্গ মালব অন্ধ্র দ্রবিড় সিংহল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের রাজা, কুন্তিভোজ, সপুত্র বিরাট্ রাজা, চেদিরাজ মহাবীর শিশুপাল, বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ, সকলেই রাজসূয় যজ্ঞ দেখতে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন।

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন করে যুধিষ্ঠির বললেন, এই যজ্ঞে আপনারা সর্ববিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। তার পর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্যবিভাগ করে দিলেন।— দুঃশাসন খাদ্যদ্রব্যের ভার নেবেন, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণগণকে সংবর্ধনা করবেন, সঞ্জয়[২] রাজাদের সেবা করবেন, কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভীষ্ম ও দ্রোণ স্থির করবেন, কৃপ ধনরত্নের ভার নেবেন এবং দক্ষিণা দেবেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভুর ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যয়ের ভার নিলেন, দুর্যোধন উপহারদ্রব্য[৩] গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছায় কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণদের চরণ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হলেন। যাঁরা যুধিষ্ঠিরের সভায় এসেছিলেন তাঁদের কেউ সহস্র মুদ্রার কম উপঢৌকন আনেননি। নিমন্ত্রিত রাজারা স্পর্ধা করে ধনদান করতে লাগলেন যাতে তাঁদের প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হয়।

---

১. ঋত্বিক বিশেষ।

২. ধৃতরাষ্ট্রের সারথি।

৩. উপহারের বিবরণ ১৩-পরিচ্ছেদে আছে।

অর্ঘ্যাভিহরণপর্বাধ্যায়

৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান

অভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও রাজাদের সঙ্গে নারদাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞশালার অন্তর্গৃহে প্রবেশ করলেন। ঋষিগণ কার্যের অবকাশে গল্প করতে লাগলেন। বিতণ্ডাকারী দ্বিজগণ বলতে লাগলেন, এইরকম হবে, ওইরকম নয়। কেউ কেউ শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে লঘু বিষয়কে গুরু এবং গুরু বিষয়কে লঘু প্রতিপাদিত করতে লাগলেন। আকাশে শ্যেনপক্ষীরা যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে সেইরূপ কোনও কোনও বুদ্ধিমান অপরের উক্তির নানাপ্রকার অর্থ করতে লাগলেন। কয়েকজন সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম ও অর্থবিষয়ক আলাপে সানন্দে নিরত হলেন।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সর্বদেশের ক্ষত্রিয়রাজগণ সমবেত হয়েছেন দেখে নারদ এইপ্রকার চিন্তা করলেন।— সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষত্রকুলে জন্মেছেন। তিনি পূর্বে দেবগণকে আদেশ দিয়েছিলেন— তোমরা পরস্পরকে বধ করে পুনর্বার স্বর্গলোকে আসবে। ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁর বাহুবল আশ্রয় করেন তিনিই পৃথিবীতে অন্ধক-বৃষ্ণিদের বংশ উজ্জ্বল করেছেন। অহো, এই মহাবিস্তৃত বলশালী ক্ষত্রগণকে নারায়ণ নিজেই সংহার করবেন।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এখন রাজগণকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য দেবার ব্যবস্থা কর। গুরু, পুরোহিত, সম্বন্ধী, স্নাতক, সুহৃৎ ও রাজা এই ছ জন অর্ঘ্যদানের যোগ্য। এঁরা বহুদিন পরে আমাদের কাছে এসেছেন। তুমি এঁদের প্রত্যেককেই অর্ঘ্য দিতে পার অথবা যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে দিতে পার। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি এঁদের মধ্যে একজনের নাম করুন যিনি অর্ঘ্যদানের যোগ্য। ভীষ্ম বললেন, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, সেইরূপ সমাগত সকল জনের মধ্যে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ।—

> অসূর্যমিব সূর্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।
> ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ ॥

— সূর্য যেমন অন্ধকারময় স্থান উদ্‌ভাসিত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান আহ্লাদিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত করেছেন।

ভীষ্মের অনুমতিক্রমে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যথাবিধি নিবেদন করলেন, কৃষ্ণও তা নিলেন। চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের এই পূজা সইতে পারলেন না, তিনি সভামধ্যে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করে কৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন।

৯। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

শিশুপাল বললেন, যুধিষ্ঠির, এখানে মহামহিম রাজারা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ রাজার যোগ্য পূজা পেতে পারেন না। তোমরা বালক, সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব জান না, ভীষ্মেরও বুদ্ধিলোপ হয়েছে। ভীষ্ম, তোমার ন্যায় ধর্মহীন লোক নিজের প্রিয়কার্য করতে গিয়ে সাধুজনের অবজ্ঞাভাজন হয়। কৃষ্ণ রাজা নন, তিনি তোমাদের পূজা কেন পাবেন? যদি বয়োবৃদ্ধকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বসুদেব থাকতে তাঁর পুত্রকে দেবে কেন? যদি কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের হিতৈষী আর অনুগত মনে কর তবে দ্রুপদ অর্ঘ্য পাবেন না কেন? যদি কৃষ্ণকে আচার্য মনে কর তবে দ্রোণকে অর্ঘ্য দিলে না কেন? যদি কৃষ্ণকে পুরোহিত ভেবে থাক তবে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন থাকতে কৃষ্ণকে পূজা করলে কেন? মহারাজ যুধিষ্ঠির, মৃত্যু যাঁর ইচ্ছাধীন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এখানে রয়েছেন; সর্বশাস্ত্রবিশারদ বীর অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্যোধন, ভরতকুলের আচার্য কৃপ, তোমার পিতা পাণ্ডুর ন্যায় গুণবান মহাবল ভীষ্মক, মদ্রাধিপ শল্য, এবং জামদগ্ন্যের প্রিয়শিষ্য বহুযুদ্ধজয়ী মহারথ কর্ণও এখানে আছেন— এঁদের কাকেও অর্ঘ্য দেওয়া হল না কেন? কৃষ্ণের অর্চনা করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অপমান করবার জন্য রাজাদের কেন ডেকে আনলে? আমরা যে কর দিয়েছি তা যুধিষ্ঠিরের ভয়ে বা অনুনয়ে নয়, লোভেও নয়। তিনি ধর্মকার্য করছেন, সম্রাট হতে চান, এই কারণেই দিয়েছি। কিন্তু এখন ইনি আমাদের গ্রাহ্য করছেন না। যে দুরাত্মা অন্যায় উপায়ে জরাসন্ধকে নিহত করেছে সেই ধর্মচ্যুত কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ধর্মাত্মা-খ্যাতি নষ্ট হল। আর মাধব, হীনবুদ্ধি পাণ্ডবরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নিলে? কুকুর যেমন নির্জন স্থানে ঘৃত পেয়ে ভোজন করে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইরূপ পূজা পেয়ে গৌরব বোধ করছ। কুরুবংশীয়গণ তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে উপহাস করেছে। নপুংসকের যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজযোগ্য পূজা নেওয়া তোমার পক্ষে সেইরূপ। রাজা যুধিষ্ঠির কেমন, ভীষ্ম কেমন, আর এই বাসুদেবও কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের আসন থেকে উঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন।

যুধিষ্ঠির তখনই শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, চেদিরাজ, তোমার কথা ন্যায়সঙ্গত হয়নি, শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে তুমি অবজ্ঞা করতে পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহু মহীপাল রয়েছেন, তাঁরা যখন কৃষ্ণের পূজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। কৃষ্ণকে ভীষ্ম যেমন জানেন তুমি তেমন জান না।

ভীষ্ম বললেন, যিনি সর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষ্ণের পূজায় যার সম্মতি নেই সে অনুনয় বা মিষ্টবাক্যের যোগ্য নয়। মহাবাহু কৃষ্ণ কেবল আমাদের অর্চনীয় নন, ইনি ত্রিলোকেরই অর্চনীয়। বহু ক্ষত্রিয়কে কৃষ্ণ যুদ্ধে জয় করেছেন, নিখিল জগৎ তাঁতে প্রতিষ্ঠিত, সে জন্য বৃদ্ধ রাজারা এখানে থাকলেও আমি কৃষ্ণকেই পূজনীয় মনে করি। জন্মাবধি ইনি যা করেছেন তা আমি বহুলোকের কাছে বহুবার শুনেছি। এই সভায় উপস্থিত

বালক-বৃদ্ধ সকলকে পরীক্ষার পর কৃষ্ণের যশ শৌর্য ও জয় জেনেই আমরা তাঁকে অর্ঘ্য দিয়েছি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বলশালী, বৈশ্যদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ধনী, এবং শূদ্রদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই বৃদ্ধরূপে গণ্য হন। দুই কারণে গোবিন্দ সকলের পূজ্য— বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং অমিত বিক্রম। নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শৌর্য শালীনতা কীর্তি, উত্তম বুদ্ধি, বিনয় শ্রী ধৈর্য বৃদ্ধি তুষ্টি, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান। ইনি ঋত্বিক গুরু সম্বন্ধী স্নাতক নৃপতি সুহৃৎ— সবই, সে জন্য আমরা এঁর পূজা করেছি। কৃষ্ণই সর্বলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীন শিশুপাল তা বোঝে না তাই অমন কথা বলেছে। সে যদি মনে করে যে কৃষ্ণের পূজা অন্যায়, তবে যা ইচ্ছা করুক।

সহদেব বললেন, যিনি কেশীকে নিহত করেছেন, যাঁর পরাক্রম অপ্রমেয়, সেই কেশবকে আমি পূজা করছি। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সইতে পারবে না তার মাথায় আমি পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আমি নিশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষ্ণই অর্ঘ্যদানের যোগ্য। সহদেব তাঁর পা তুলে দেখালেও সদ্‌বুদ্ধি মানী বলশালী রাজারা কিছু বললেন না। সহদেবের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হল, 'সাধু সাধু' এই দৈববাণী শোনা গেল। ভূতভবিষ্যদ্‌বক্তা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বললেন, কমলপত্রাক্ষ কৃষ্ণকে যারা অর্চনা করে না তারা জীবন্মৃত, তাঁদের সঙ্গে কখনও কথা বলা উচিত নয়।

তার পর সহদেব পূজার্হ সকলকে পূজা করে অর্ঘ্যদান কার্য শেষ করলেন। কৃষ্ণের পূজা হয়ে গেলে শিশুপাল ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে রাজাদের বললেন, আমি আপনাদের সেনাপতি, আদেশ দিন, আমি বৃষ্ণি আর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। শিশুপাল-প্রমুখ সকল রাজাই ক্রোধে আরক্তবদন হয়ে বলতে লাগলেন, যুধিষ্ঠিরের অভিষেক আর বাসুদেবের পূজা যাতে পণ্ড হয় তাই আমাদের করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে করে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হলেন। সুহৃদ্‌গণ বারণ করলে তাঁরা গর্জন করে উঠলেন, মাংসের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে সিংহ যেমন করে। কৃষ্ণ বুঝলেন যে এই বিশাল নৃপতিসংঘ যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

শিশুপালবধপর্বাধ্যায়

১০। যজ্ঞসভায় বাগ্‌যুদ্ধ

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, এই বিশাল রাজসমুদ্র ক্রোধে বিচলিত হয়েছে, যাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয় এবং আমাদের মঙ্গল হয় তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, ভয় পেয়ো না,

কুকুরের দল যেমন প্রসুপ্ত সিংহের নিকটে এসে ডাকে, এই রাজারাও তেমনি কৃষ্ণের নিকট চিৎকার করছে। অল্পবুদ্ধি শিশুপাল সকল রাজাকেই যমালয়ে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। নরব্যাঘ্র কৃষ্ণ যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন তার এইপ্রকার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে।

শিশুপাল বললেন, কুলাঙ্গার ভীষ্ম, তুমি বৃদ্ধ হয়ে রাজাদের বিভীষিকা দেখাচ্ছ, তোমার লজ্জা নেই? বদ্ধ নৌকা যেমন অন্য নৌকার অনুসরণ করে, এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের পিছনে যায়, কৌরবগণও সেইরূপ তোমার অনুসরণ করছে। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে একজন গোপের স্তব করতে চাও! বাল্যকালে কৃষ্ণ পুতনাকে বধ করেছিল, যুদ্ধে অক্ষম অশ্বাসুর আর বৃষভাসুরকে মেরেছিল, একটা অচেতন কাষ্ঠময় শকট পা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল— এতে আশ্চর্য কী আছে? সপ্তাহকাল গোবর্ধন ধারণ করেছিল যা একটা উইঢিবি মাত্র, তা-ও বিচিত্র নয়। একদিন কৃষ্ণ পর্বতের উপর খেলা করতে করতে প্রচুর অন্ন খেয়েছিল, তা-ও আশ্চর্য নয়; যে কংসের অন্ন কৃষ্ণ খেত তাঁকেই সে হত্যা করেছে এইটেই পরমাশ্চর্য। ধার্মিক সাধুরা বলেন, স্ত্রী গো ব্রাহ্মণ অন্নদাতা আর আশ্রয়দাতার উপর অস্ত্রাঘাত করবে না। এই কৃষ্ণ গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যা করেছে, আর তোমার উপদেশে তাকেই পূজা করা হয়েছে! তুমি বলেছ, কৃষ্ণ বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ জগতের প্রভু; কৃষ্ণও তাই ভাবে। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, তুমি নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে কর, তবে অন্য পুরুষে অনুরক্তা কাশীরাজকন্যা অম্বাকে হরণ করেছিলে কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমারই সম্মুখে অন্য একজন তোমার ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন! তোমার কোন ধর্ম আছে? তোমার ব্রহ্মচর্যও মিথ্যা, মোহবশে বা ক্লীবত্বের জন্য তুমি ব্রহ্মচারী হয়েছ। নিঃসন্তানের যজ্ঞ দান উপবাস সবই ব্যর্থ। একটি প্রাচীন উপাখ্যান শোন।— এক বৃদ্ধ হংস সমুদ্রতীরে বাস করত, সে মুখে ধর্মকথা বলত কিন্তু তার স্বভাব অন্যবিধ ছিল। সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মাচরণ কর, অধর্ম করো না। জলচর পক্ষীরা সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ডিম রেখে চরতে যেত। সেই পাপী হংস সুবিধা পেলেই ডিমগুলো খেয়ে ফেলত। অবশেষে জানতে পেরে পক্ষীরা সেই মিথ্যাচারী হংসকে মেরে ফেলল। ভীষ্ম, এই ক্রুদ্ধ রাজারা তোমাকেও সেই হংসের ন্যায় বধ করবেন।

তার পর শিশুপাল বললেন, মহাবল জরাসন্ধ রাজা আমার অতিশয় সম্মানের পাত্র ছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে দাস গণ্য করতেন তাই তার সঙ্গে যুদ্ধ করেননি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অদ্বার দিয়ে গিরিব্রজপুরে প্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণভক্ত জরাসন্ধ কৃষ্ণ আর ভীমার্জুনকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তা নেয়নি। মূর্খ ভীষ্ম, কৃষ্ণ যদি জগৎকর্তাই হয় তবে নিজেকে পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ মনে করে না কেন?

শিশুপালের কথা শুনে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর স্বভাবত আয়ত পদ্মপলাশবর্ণ নয়ন রক্তবর্ণ হল। তিনি ওষ্ঠ দংশন করে সবেগে আসন থেকে উঠলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে ধরে নিরস্ত করলেন। শিশুপাল হেসে বললেন, ভীষ্ম, ওকে ছেড়ে দাও, রাজারা

দেখুন ও আমার তেজে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হবে। ভীষ্ম বললেন, এই শিশুপাল তিন চক্ষু আর চার হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং জন্মকালে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করেছিল। এর মাতা-পিতা প্রভৃতি ভয় পেয়ে একে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হল— রাজা, তোমার পুত্রটিকে পালন কর, এর মৃত্যুকাল এখনও আসেনি, যদিও এর হন্তা জন্মগ্রহণ করেছেন। শিশুপালের জননী নমস্কার করে বললেন, আপনি দেবতা বা অন্য যাই হন, বলুন কার হাতে এর মৃত্যু হবে। পুনর্বার দৈববাণী হল— যিনি কোলে নিলে এর অতিরিক্ত দুই হাত খসে যাবে এবং যাঁকে দেখে এর তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হবে তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। চেদিরাজের অনুরোধে বহু সহস্র রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল পরে বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের পিতৃষ্বসা (চেদিরাজ দমঘোষের মহিষী)-কে দেখতে এলেন। রাজমহিষী কুশলপ্রশ্নাদি করে শিশুটিকে কৃষ্ণের কোলে দিলেন, তৎক্ষণাৎ তার অতিরিক্ত দুই বাহু খসে গেল, তৃতীয় চক্ষু ললাটে নিমজ্জিত হল। মহিষী বললেন, কৃষ্ণ, আমি ভয়ার্ত হয়েছি, তুমি বর দাও যে শিশুপালের অপরাধ ক্ষমা করব। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, দেবী, ভয় নেই, আমি এর একশত অপরাধ ক্ষমা করব। ভীম, এই মন্দমতি শিশুপাল গোবিন্দের বরে দর্পিত হয়েই তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। এই বুদ্ধি এর নিজের নয়, জগৎস্বামী কৃষ্ণের প্রেরণাতেই এমন করছে।

শিশুপাল বললেন, ভীষ্ম, যদি স্তব করেই আনন্দ পাও তবে বাহ্লীকরাজ, মহাবীর কর্ণ, অশ্বত্থামা দ্রোণ জয়দ্রথ কৃপ ভীষ্মক শল্য প্রভৃতির স্তব কর না কেন? হিমালয়ের পরপারে কুলিঙ্গ পক্ষিণী থাকে, সে সতত এই শব্দ করে— 'মা সাহসম্', সাহস করো না, অথচ সে নিজে সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস খায়, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বেঁচে আছে। তুমিও সেইরূপ এই ভূপতিদের ইচ্ছায় বেঁচে আছ।

ভীষ্ম বললেন, চেদিরাজ, যাদের ইচ্ছায় আমি বেঁচে আছি সেই রাজাদের আমি তৃণতুল্যও জ্ঞান করি না। ভীষ্মের কথায় কেউ হাসলেন, কেউ গালি দিলেন, কেউ বললেন, একে পুড়িয়ে মার। ভীষ্ম বললেন, উক্তি আর প্রত্যুক্তিতে বিবাদের শেষ হবে না। আমি তোমাদের মাথায় এই পা রাখছি। যে গোবিন্দকে আমরা পূজা করেছি তিনি এখানেই রয়েছেন, মরবার জন্য যে ব্যস্ত হয়েছে সে চক্রগদাধারী কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুক।

১১। শিশুপাল বধ— রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি

শিশুপাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহ্বান করছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুমি রাজা নও, কংসের দাস, পূজার অযোগ্য। যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা করছে তারাও আমার বধ্য।

কৃষ্ণ মৃদুবাক্যে সমবেত নৃপতিবৃন্দকে বললেন, রাজগণ, যাদবরা এই শিশুপালের কোনও অপকার করেনি তথাপি এ আমাদের শত্রুতা করেছে। আমরা যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যাই তখন আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র হয়েও এই নৃশংস দ্বারকা দগ্ধ করেছিল। ভোজরাজ রৈবতকে বিহার করছিলেন, তাঁর সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বন্ধন করে নিজ রাজ্যে চলে যায়। এই পাপাত্মা আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করেছিল। বভ্রুর ভার্যা দ্বারকা থেকে সৌবীর দেশে যাচ্ছিলেন, সেই অকামা নারীকে এ হরণ করেছিল। এই নৃশংস ছদ্মবেশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র করূষ রাজার জন্য হরণ করেছিল। আমার পিতৃস্বসার জন্য আমি সব সয়েছি, কিন্তু শিশুপাল আজ আপনাদের সমক্ষে আমার প্রতি যে আচরণ করল তা আপনারা দেখলেন। এই অন্যায় আমি ক্ষমা করতে পারব না। এই মূঢ় রুক্মিণীকে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু শূদ্র যেমন বেদবাক্য শুনতে পায় না এ-ও তেমনি রুক্মিণীকে পায়নি।

বাসুদেবের কথা শুনে রাজারা শিশুপালের নিন্দা করতে লাগলেন। শিশুপাল উচ্চ হাস্য করে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে রুক্মিণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল এই কথা এখানে বলতে তোমার লজ্জা হল না? নিজের স্ত্রী অন্যপূর্বা ছিল এই কথা তুমি ভিন্ন আর কে সভায় প্রকাশ করতে পারে? তুমি ক্ষমা কর বা না কর, ক্রুদ্ধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার কী করতে পার?

তখন ভগবান মধুসূদন চক্র দ্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করলেন, বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহু শিশুপাল ভূপতিত হলেন। রাজারা দেখলেন, আকাশ থেকে সূর্যের ন্যায় একটি উজ্জ্বল তেজ শিশুপালের দেহ থেকে নির্গত হল এবং কমলপত্রাক্ষ কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর দেহে প্রবেশ করল। বিনা মেঘে বৃষ্টি বা বজ্রপাত হল, বসুন্ধরা কেঁপে উঠলেন, রাজারা কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাক্‌স্ফূর্তি হল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেষণ ও ওষ্ঠদংশন করলেন, কেউ নির্জন স্থানে গিয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্যস্থ হয়ে রইলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং মহাবল নৃপতিগণ কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের আজ্ঞা দিলেন যেন সত্বর শিশুপালের সৎকার করা হয়। তার পর যুধিষ্ঠির ও সমবেত রাজারা শিশুপালপুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হল; ভগবান শৌরি (কৃষ্ণ) শার্ঙ্গধনু চক্র ও গদা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যজ্ঞ রক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠির অবভৃথ স্নান (যজ্ঞান্ত স্নান) করলে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, ভাগ্যক্রমে আপনি সাম্রাজ্য পেয়েছেন এবং অজমীঢ় বংশের যশোবৃদ্ধি করেছেন। এই যজ্ঞে সুমহৎ ধর্মকার্য করা হয়েছে, আমরাও সর্বপ্রকারে সৎকৃত হয়েছি। এখন আজ্ঞা করুন আমরা নিজ নিজ রাজ্যে যাব। যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁর ভ্রাতারা ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রধান প্রধান রাজাদের অনুগমন করলেন। কৃষ্ণ বিদায় চাইলে যুধিষ্ঠির বললেন, গোবিন্দ, তোমার প্রসাদেই

আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডল আমার বশে এসেছে। কী বলে তোমাকে বিদায় দেব? তোমার অভাবে আমি স্বস্তি পাব না। তার পর সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গরুড়ধ্বজ রথে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন।

দ্যূতপর্বাধ্যায়

১২। দুর্যোধনের দুঃখ— শকুনির মন্ত্রণা

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে শকুনির সঙ্গে দুর্যোধন পাণ্ডবসভার সমস্ত ঐশ্বর্য ক্রমে ক্রমে দেখলেন। স্ফটিকময়, এক স্থানে জল আছে মনে করে তিনি পরিধেয় বস্ত্র টেনে তুললেন, পরে ভ্রম বুঝতে পেরে লজ্জায় বিষণ্ন হলেন। আর এক স্থানে পদ্মশোভিত সরোবর ছিল, স্ফটিকনির্মিত মনে করে দুর্যোধন চলতে গিয়ে তাতে পড়ে গেলেন, ভৃত্যরা হেসে তাঁকে অন্য বস্ত্র এনে দিল। তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করে এলে ভীমার্জুন প্রভৃতিও হাসলেন, দুর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। অন্য এক স্থানে তিনি দ্বার আছে মনে করে স্ফটিকময় প্রাচীরের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে ভেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে গেলেন, এবং অন্যত্র দ্বার খোলা থাকলেও বন্ধ আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরূপ নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হয়ে তিনি অপ্রসন্নমনে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

শকুনি জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্যোধন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ কেন? দুর্যোধন বললেন, মাতুল, অর্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশে এসেছে এবং তাঁর রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন হয়েছে দেখে আমি ঈর্ষায় দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছি। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন, কিন্তু এমন কোনও পুরুষ ছিল না যে তার শোধ নেয়। বৈশ্য যেমন কর দেয় সেইরূপ রাজারা বিবিধ রত্ন এনে যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছেন। আমি অগ্নিপ্রবেশ করব, বিষ খাব, জলে ডুবব, জীবনধারণ করতে পারব না। যদি পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে সহ্য করি তবে আমি পুরুষ নই, স্ত্রী নই, ক্লীবও নই। তাদের রাজশ্রী আমি একাকী আহরণ করতে পারব না, আমার সহায়ও দেখছি না, তাই মৃত্যুচিন্তা করছি। পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য আমি পূর্বে বহু যত্ন করেছি, কিন্তু তারা সবই অতিক্রম করেছে। পুরুষকারের চেয়ে দৈবই প্রবল, তাই আমরা ক্রমশ হীন হচ্ছি আর পাণ্ডবরা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাতুল, আমাকে মরতে দিন, আমার দুঃখের কথা পিতাকে জানাবেন।

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ক্রোধ করা তোমার উচিত নয়, পাণ্ডবরা নিজেদের ভাগ্যফলই ভোগ করছে। তারা পৈতৃক রাজ্যের অংশই পেয়েছে এবং নিজের শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে কেন, ধনঞ্জয় অগ্নিকে তুষ্ট করে গাণ্ডীব ধনু,

দুই অক্ষয় তূণীর আর ভয়ংকর অস্ত্রসকল পেয়েছে, সে তার কার্মুক আর বাহুর বলে রাজাদের বশে এনেছে, তাতে খেদের কী আছে? ময় দানবকে দিয়ে সে সভা করিয়েছে, কিংকর নামক রাক্ষসরা সেই সভা রক্ষা করে, তাতেই-বা তোমার দুঃখ হবে কেন? তুমি অসহায় নও, তোমার ভ্রাতারা আছেন, মহাধনুর্ধর দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য, আমি ও আমার ভ্রাতারা, আর রাজা সোমদত্ত— এঁদের সঙ্গে মিলে তুমি সমগ্র বসুন্ধরা জয় করতে পার।

দুর্যোধন বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আপনাদের সাহায্যে আমি পৃথিবী জয় করব, সকল রাজা আমার বশে আসবে, পাণ্ডবসভাও আমার হবে। শকুনি বললেন, পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব এবং সপুত্র দ্রুপদ— দেবতারাও এঁদের হারাতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরকে যে উপায়ে জয় করা যায় তা আমি বলছি শোন। সে দ্যূতক্রীড়া ভালোবাসে কিন্তু খেলতে জানে না, তথাপি তাকে ডাকলে আসবেই। দ্যূতক্রীড়ায় আমার তুল্য নিপুণ ত্রিলোকে নেই। তুমি যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান কর, আমি তার রাজ্য আর রাজলক্ষ্মী জয় করে নিশ্চয় তোমাকে দেব। এখন তুমি ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নাও। দুর্যোধন বললেন, সুবলনন্দন, আপনিই তাঁকে বলুন, আমি পারব না।

১৩। ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন-সংবাদ

হস্তিনাপুরে এসে শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন দুর্ভাবনায় পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শত্রু তার এই শোকের কারণ। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না কেন?

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, পুত্র, তোমার শোকের কারণ কী? মহৎ ঐশ্বর্য আর রাজচ্ছত্র তোমাকে আমি দিয়েছি, তোমার ভ্রাতারা আর বন্ধুরা তোমার অহিত করেন না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ; উৎকৃষ্ট অশ্ব, মহার্ঘ শয্যা, মনোরমা নারীবৃন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহারস্থানও তোমার আছে; তবে তুমি দীনের ন্যায় শোক করছ কেন? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, পিতা, আমি কাপুরুষের ন্যায় ভোজন করছি, পরিধান করছি, এবং কালের পরিবর্তন প্রতীক্ষা করে দারুণ ক্রোধ পোষণ করছি। আমাদের শত্রুরা সমৃদ্ধ হচ্ছে, আমরা হীন হয়ে যাচ্ছি, এই কারণেই আমি বিবর্ণ ও কৃশ হচ্ছি। অষ্টাশি হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদের প্রত্যেকের ত্রিশটি দাসী যুধিষ্ঠির পালন করেন। তাঁর ভবনে প্রত্যহ দশ হাজার লোক স্বর্ণপাত্রে উত্তম অন্ন খায়। বহু রাজা তাঁর কাছে কর নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক অশ্ব হস্তী উষ্ট্র স্ত্রী পট্টবস্ত্র কম্বল প্রভৃতি উপহার দিয়েছেন। শত শত ব্রাহ্মণ কর দেবার জন্য এসেছিলেন কিন্তু নিবারিত হয়ে দ্বারদেশেই অপেক্ষা করছিলেন, অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে সভায় প্রবেশ করতে পান। বহু রত্নভূষিত স্বর্ণময় কলস এবং উৎকৃষ্ট

শঙ্খ দিয়ে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করেছেন, তা দেখে আমার যেন জ্বর এল। প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হলে একটি শঙ্খ বাজত, তার শব্দ শুনে আমার রোমাঞ্চ হত। যুধিষ্ঠিরের তুল্য ঐশ্বর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেরও নেই। পাণ্ডুপুত্রদের সমৃদ্ধি দেখে আমি মনে মনে দগ্ধ হচ্ছি, আমার শান্তি নেই। মহারাজ, আমার এই অক্ষবিৎ মাতুল দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য হরণ করতে চান, আপনি অনুমতি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের উপদেশে আমি চলি, তাঁর মত নিয়ে কর্তব্য স্থির করব। তিনি দূরদর্শী, ধর্মসঙ্গত ও উভয় পক্ষের হিতকর উপদেশই তিনি দেবেন। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, বিদুর আপনাকে বারণ করবেন, তার ফলে আমি নিশ্চয় মরব, আপনি বিদুরকে নিয়ে সুখে থাকবেন। পুত্রের এই আর্ত বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, শিল্পীরা শীঘ্র একটি মনোরম বিশাল সভা নির্মাণ করুক, তার সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বার থাকবে। তার পর ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পুত্র, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, ভ্রাতাদের জ্যেষ্ঠ বলে রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন?

পাণ্ডবসভায় তিনি কীরূপ বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করেছিলেন তা জানিয়ে দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের জন্য বিভিন্ন দেশের রাজারা যে উপহার এনেছিলেন তার বিবরণ শুনুন। কাম্বোজরাজ স্বর্ণখচিত মেষলোমনির্মিত এবং গর্তবাসী প্রাণী ও বিড়ালের লোমনির্মিত আবরণবস্ত্র এবং উত্তম চর্ম দিয়েছেন। ত্রিগর্তরাজ বহুশত অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতর দিয়েছেন। শূদ্রেরা কার্পাসিকদেশবাসিনী শতসহস্র তন্বী শ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী দিয়েছে। ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত বহু অশ্ব, লৌহময় অলংকার, এবং হস্তীদন্তের মুষ্টিযুক্ত অসি দিয়েছেন। দ্বিচক্ষু, ত্রিচক্ষু[১], ললাটচক্ষু[১], উষ্ণীষধারী, বস্ত্রহীন, রোমশ, নরখাদক, একপাদ[১], চীন, শক, উড্র, বর্বর, বনবাসী, হারহূণ প্রভৃতি লোকেরা নানা দিক থেকে এসেছিল, তারা বহুক্ষণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করে তবে প্রবেশ করতে পেরেছিল। মেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তীরে যারা থাকে, সেই খস পারদ কুলিঙ্গ প্রভৃতি জাতি রাশি রাশি পিপীলিক[১] স্বর্ণ এনেছিল, পিপীলিকারা যা ভূমি থেকে তোলে। কিরাত দরদ পারদ বাহ্লীক কেরল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্রক এবং আরও বহু দেশের লোক নানাবিধ উপহার দিয়েছে। বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনের সম্মানার্থে চোদ্দ হাজার উৎকৃষ্ট হস্তী দিয়েছেন। দ্রৌপদী প্রত্যহ অভুক্ত থেকে দেখতেন সভায় আগত কুব্জ-বামন পর্যন্ত সকলের ভোজন হয়েছে কি না। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক যুধিষ্ঠিরকে কর দেয়নি— বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য পাঞ্চালগণ এবং সখিত্বের জন্য অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ। রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন কী?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্র, যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে না, তার যেমন অর্থবল ও মিত্রবল আছে তোমারও তেমন আছে। তোমার আর পাণ্ডবদের একই পিতামহ। ভ্রাতার সম্পত্তি কেন হরণ করতে ইচ্ছা কর? যদি যজ্ঞ করে ঐশ্বর্য লাভ করতে চাও তবে

১. মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণে এই সকলের উল্লেখ আছে।

ঋত্বিকরা তার আয়োজন করুন। তুমি যজ্ঞে ধনদান কর, কাম্যবস্তু ভোগ কর, স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার কর, কিন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হও।

দুর্যোধন বললেন, যার নিজের বুদ্ধি নেই, কেবল বহু শাস্ত্র শুনেছে, সে শাস্ত্রার্থ বোঝে না, দর্বী (হাতা) যেমন সুপের (দালের) স্বাদ বোঝে না। আপনি পরের বুদ্ধিতে চলে আমাকে ভোলাচ্ছেন কেন? বৃহস্পতি বলেছেন, রাজার আচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সযত্নে স্বার্থচিন্তা করবেন। মহারাজ, জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, ধর্মাধর্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। অমুক শত্রু অমুক মিত্র, এরূপ কোনও লেখ্য প্রমাণ নেই, চিহ্নও নেই; যে লোক সন্তাপের কারণ সেই শত্রু। জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না, বৃত্তি সমান হলেই শত্রুতা হয়।

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠিরের যে সমৃদ্ধি দেখে তুমি সন্তপ্ত হচ্ছ তা আমি দ্যূতক্রীড়ায় হরণ করব, তাকে আহ্বান কর। আমি সুদক্ষ দ্যূতজ্ঞ, সেনার সম্মুখীন না হয়ে পাশা খেলেই অজ্ঞ পাণ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই। পণই আমার ধনু, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধনুর্গুণ, আসনই আমার রথ। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি মহাত্মা বিদুরের মতে চলে থাকি, তাঁর সঙ্গে কথা বলে কর্তব্য স্থির করব। পুত্র, প্রবলের সঙ্গে কলহ করা আমার মত নয়, কলহ অলৌহময় অস্ত্রস্বরূপ, তাতে বিপ্লব উৎপন্ন হয়। দুর্যোধন বললেন, বিদুর আপনার বুদ্ধিনাশ করবেন তাতে সংশয় নেই, তিনি পাণ্ডবদের হিত যেমন চান তেমন আমাদের চান না। প্রাচীনকালের লোকেরাও দ্যূতক্রীড়া করেছেন, তাতে বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পাণ্ডবদেরও সহায় হতে পারেন। আপনি মাতুল শকুনির বাক্যে সম্মত হয়ে পাণ্ডবদের দ্যূতসভায় আনবার জন্য আজ্ঞা দিন।

ধৃতরাষ্ট্র অবশেষে অনিচ্ছায় সম্মতি দিলেন এবং সংবাদ নিয়ে জানলেন যে দ্যূতসভানির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাঁর মুখ্যমন্ত্রী বিদুরকে বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে ডেকে আন, তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা দেখুন এবং সুহৃদ্‌ভাবে দ্যূতক্রীড়া করুন। বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রশংসা করতে পারি না, দ্যূতের ফলে বংশনাশ হবে, পুত্রদের মধ্যে কলহ হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বিদুর, দৈব যদি প্রতিকূল না হয় তবে কলহ আমাকে দুঃখ দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজগৎ দৈবের বশে রেখেছেন। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর।

১৪। যুধিষ্ঠিরাদির দ্যূতসভায় আগমন

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাবশে বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষত্তা[১], মনে হচ্ছে আপনার মনে সুখ নেই, আপনি কুশলে এসেছেন তো? বৃদ্ধ রাজার পুত্র ও প্রজারা

---

১. দাসীপুত্র। বিদুরের উপাধি।

বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পর বিদুর বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে এই বলেছেন।— তোমার ভ্রাতারা এখানে যে সভা নির্মাণ করেছেন তা তোমাদের সভারই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসে সুহৃদ্‌ভাবে দ্যূতক্রীড়া কর, আমোদ কর। তোমরা এলে আমরা সকলেই আনন্দিত হব।

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূত থেকে কলহ উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা রুচিকর নয়। আপনার কী মত? বিদুর বললেন, আমি জানি যে দ্যূত অনর্থের মূল, তার নিবারণের চেষ্টাও আমি করেছিলাম, তথাপি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে পাঠিয়েছেন। যুধিষ্ঠির, তুমি বিদ্বান, যা শ্রেয় তাই কর। যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনির সঙ্গে খেলতে আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যখন ডেকেছেন তখন আমি নিবৃত্ত হতে পারি না।

পরদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও পরিজনদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ দুর্যোধন শল্য শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে গেলেন। গান্ধারী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, ধৃতরাষ্ট্রও পঞ্চপাণ্ডবের মস্তকাঘ্রাণ করলেন। দ্রৌপদীর অত্যুজ্জ্বল বেশভূষা দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাণ্ডবগণ সুখে রাত্রিযাপন করে পরদিন প্রাতঃকৃত্যের পর দ্যূতসভায় প্রবেশ করলেন।

শকুনি বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, সভায় সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, এখন খেলা আরম্ভ হোক। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূতক্রীড়া শঠতাময় ও পাপজনক, তাতে ক্ষত্রোচিত পরাক্রম নেই, নীতিসঙ্গতও নয়। শঠতায় গৌরব নেই, শকুনি, আপনি অন্যায়ভাবে আমাদের জয় করবেন না। শকুনি বললেন, যে পূর্বেই জানে পাশা ফেললে কোন্ সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী বোঝে, এবং যে অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ সে সমস্তই সইতে পারে। যুধিষ্ঠির, নিপুণ দ্যূতকারের হাতে বিপক্ষের পরাজয় হয়, সে কারণে আমাদেরই পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, তথাপি আমরা খেলব। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি শঠতার দ্বারা সুখ বা ধন লাভ করতে চাই না, ধূর্ত দ্যূতকারের শঠতা প্রশংসনীয় নয়। শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বিদ্বানরাও শঠতার দ্বারা পরস্পরকে জয় করতে চেষ্টা করেন, এ প্রকার শঠতা নিন্দনীয় নয়। তবে তোমার যদি আপত্তি বা ভয় থাকে তবে খেলো না। যুধিষ্ঠির বললেন, আহ্বান করলে আমি নিবৃত্ত হই না, এই আমার ব্রত। এই সভায় কার সঙ্গে আমার খেলা হবে? পণ কে দেবে? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমিই পণের জন্য ধনরত্ন দেব, আমার মাতুল শকুনি আমার হয়ে খেলবেন। যুধিষ্ঠির বললেন, একজনের পরিবর্তে অন্যের খেলা রীতিবিরুদ্ধ মনে করি। যাই হোক, যা ভালো বোঝ তাই কর।

১৫। দ্যূতক্রীড়া

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পশ্চাতে অপ্রসন্নমনে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও বিদুর সভায় এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর খেলা আরম্ভ হল। যুধিষ্ঠির বললেন, রাজা দুর্যোধন, সাগরের আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহামূল্য মণি যা আমার স্বর্ণহারে আছে তাই আমার পণ। তোমার পণ কী? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, আমার অনেক মণি আর ধন আছে, সে সমস্তই আমার পণ। তখন শকুনি তাঁর পাশা ফেললেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই জিতলাম।

যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, আপনি কপট ক্রীড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন। যাই হোক, সহস্র সুবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জুষা আছে, এবারে তাই আমার পণ। শকুনি পুনর্বার পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তার পর যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্র রথের সমমূল্য ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কিংকিণীজালমণ্ডিত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম রথ যাতে আমি এখানে এসেছি, এবং তার কুমুদশুভ্র আটটি অশ্ব আমার পণ। এই কথা শুনেই শকুনি পূর্ববৎ শঠতা অবলম্বন করে পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

তার পর যুধিষ্ঠির পরপর এই সকল পণ রাখলেন।— সালংকারা নৃত্যগীতাদিনিপুণা এক লক্ষ তরুণী দাসী; কর্মকুশল উষ্ণীষকুণ্ডলধারী নম্রস্বভাব এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্ণধ্বজ ও পতাকায় শোভিত এক হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যুদ্ধকালে এবং অন্য কালেও সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অর্জুনকে যে সকল বিচিত্রবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলেন; দশ হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; ষাট হাজার বিশালবক্ষা বীর সৈনিক যারা দুগ্ধ পান করে এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ চারশত ধনভাণ্ড। এ সমস্তই শকুনি শঠতার দ্বারা জয় করলেন।

দ্যূতক্রীড়ায় এইরূপে যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদূর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, মুমূর্ষু ব্যক্তির ওষুধে রুচি হয় না, আমার বাক্যও হয়তো আপনার অপ্রিয় হবে, তথাপি বলছি শুনুন। এই দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করেই শৃগালের ন্যায় রব করেছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপনি জানেন যে অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁদেরই নিয়োগে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। আপনি আদেশ দিন, সব্যসাচী অর্জুন দুর্যোধনকে বধ করবেন, এই পাপী নিহত হলে কৌরবগণ সুখী হবে। আপনি শৃগালতুল্য দুর্যোধনের বিনিময়ে শার্দূলতুল্য পাণ্ডবগণকে ক্রয় করুন। কুলরক্ষার প্রয়োজনে যদি একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উচিত; গ্রামরক্ষার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করা উচিত। দ্যূত থেকে কলহ ভেদ ও দারুণ শত্রুতা হয়, দুর্যোধন তাই সৃষ্টি করছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভগ্ন করে, দুর্যোধন তেমন নিজের রাজ্য থেকে মঙ্গল দূর করছে। মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি

মন্ত্রণা করেছেন তা জানি। এখন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এই যে কলহ সৃষ্ট হল এতে আমার মত নেই। হে প্রতীপ ও শান্তনুর বংশধরগণ, তোমরা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, নির্বোধের অনুসরণ করে তাতে প্রবেশ কর না। এই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, বৃকোধর, সব্যসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংবরণ করতে পারবেন না তখন তুমুল যুদ্ধসাগরে দ্বীপ রূপে কোন পুরুষকে আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসী শকুনি কপটদ্যূতে পটু তা আমরা জানি, ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলে যাক, পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর না।

দুর্যোধন বললেন, ক্ষত্তা, আপনি সর্বদাই আমাদের নিন্দা আর মূর্খ ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপনি নির্লজ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন। নিজেকে কর্তা ভাববেন না, আমার কিসে হিত হবে তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না। আমরা অনেক সয়েছি, আমাদের উত্ত্যক্ত করবেন না। একজনই শাসনকর্তা আছেন, দ্বিতীয় নেই; যিনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি জলস্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি। যিনি পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন তাঁর বুদ্ধিই মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে গেলেই শত্রু সৃষ্টি হয়। যে লোক শত্রুর দলভুক্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া অনুচিত। বিদুর, আপনি যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

বিদুর বললেন, রাজপুত্র, ষাট বৎসরের পতি যেমন কুমারীর কাম্য নয়, আমিও সেইরূপ তোমার অপ্রিয়। এর পরে যদি হিতাহিত সকল বিষয়ে নিজের মনোমতো মন্ত্রণা চাও তবে স্ত্রী জড় পঙ্গু ও মূঢ়দের জিজ্ঞাসা করো। প্রিয়ভাষী পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় হিতবাক্যের বক্তা আর শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আমি সর্বদাই বিচিত্রবীর্যের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা করি। যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার করি, ব্রাহ্মণরা আমাকে আশীর্বাদ করুন।

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি পাণ্ডবদের বহু সম্পত্তি হেরেছ, আর যদি কিছু থাকে তো বল। যুধিষ্ঠির বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই নিয়ে আমি খেলব। এই বলে তিনি পণ করলেন— অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ মেষ এবং পর্ণাশা ও সিন্ধু নদীর পূর্বপারের সমস্ত সম্পত্তি; নগর, জনপদ, ব্রহ্মস্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত পুরুষ। শকুনি সবই জিতে নিলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজপুত্রগণের কুণ্ডলাদি ভূষণ পণ করলেন এবং তা-ও হারলেন। তার পর তিনি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ সিংহস্কন্ধ মহাবাহু যুবা নকুল আমার পণ। শকুনি নকুলকে এবং তার পর সহদেবকেও জয় করে বললেন, যুধিষ্ঠির, তোমার প্রিয় দুই মাদ্রীপুত্রকে আমি জিতেছি, বোধহয় ভীম আর অর্জুন তোমার আরও প্রিয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, মূঢ়, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে চাচ্ছ। শকুনি বললেন, মত্ত লোক গর্তে পড়ে, প্রমত্ত লোক বহুভাষী হয়। তুমি রাজা এবং বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার করি। লোকে জুয়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা বলে[১]।

---

১. অর্থাৎ আমার কথায় রাগ করো না।

যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, যিনি যুদ্ধে নৌকার ন্যায় আমাদের পার করেন, যিনি শত্রুজয়ী ও বলিষ্ঠ, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র অর্জুনকে পণ রাখছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। যুধিষ্ঠির বললেন, ব্রজধারী ইন্দ্রের ন্যায় যিনি যুদ্ধে আমাদের নেতা, যিনি তির্যক্‌প্রেক্ষী[১] সিংহস্কন্ধ ক্রুদ্ধস্বভাব, যাঁর তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অযোগ্য সেই ভীমসেনকে পণ রাখছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। অবশেষে যুধিষ্ঠির নিজেকেই পণ রাখলেন এবং হারলেন।

শকুনি বললেন, রাজা, কিছু ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয় পাঞ্চালী এখনও বিজিত হননি, তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত কর। যুধিষ্ঠির বললেন, যিনি অতিখর্বা বা অতিকৃষ্ণ নন, কৃশা বা রক্তবর্ণা নন, যিনি কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশী, পদ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগন্ধা, রূপে লক্ষ্মীসমা, সর্বগুণান্বিতা, প্রিয়ংবদা, সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখছি।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষুব্ধ হল, বৃদ্ধগণ ধিক ধিক বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি ঘর্মাক্ত হলেন, বিদুর মাথায় হাত দিয়ে মোহগ্রস্তের ন্যায় অধোবদনে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব গোপন করতে পারলেন না, হৃষ্ট হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, কী জিতলে, কী জিতলে? কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষু থেকে অশ্রুপাত হল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

দুর্যোধন বিদুরকে বললেন, পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন, সেই অপুণ্যশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গৃহমার্জনা করুক। বিদুর বললেন, তোমার মতন লোকেই এমন কথা বলতে পারে। কৃষ্ণা দাসী হতে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ রাখবার সময় যুধিষ্ঠিরের স্বামিত্ব ছিল না। মূর্খ, মহাবিষ ক্রুদ্ধ সর্প তোমার মাথার উপর রয়েছে, তাদের আর কুপিত করো না, যমালয়ে যেয়ো না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র নরকের ভয়ংকর দ্বারে উপস্থিত হয়েও তা বুঝছে না, দুঃশাসন প্রভৃতিও তার অনুসরণ করছে।

১৬। দ্রৌপদীর নিগ্রহ— ভীমের শপথ— ধৃতরাষ্ট্রের বরদান

দুর্যোধন তাঁর এক অনুচরকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। সূতবংশীয় প্রাতিকামী দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বলল, যাজ্ঞসেনী, যুধিষ্ঠির দ্যূতসভায় ভীমার্জুন-নকুল-সহদেবকে এবং নিজেকে পণ রেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তিনি পণ রেখেছিলেন, দুর্যোধন আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। দ্রৌপদী বললেন, সূতপুত্র, তুমি দ্যূতকার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করে এস— তিনি আগে নিজেকে না আমাকে হেরেছিলেন?

---

১. যাঁর চক্ষু বা দৃষ্টি বাঁকা।

প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে যুধিষ্ঠির প্রাণহীনের ন্যায় বসে রইলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। দুর্যোধন বললেন, পাঞ্চালী নিজেই এখানে এসে প্রশ্ন করুন। প্রাতিকামী আবার গেলে দ্রৌপদী বললেন, তুমি ধর্মাত্মা নীতিমান সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মানুসারে আমার কর্তব্য কী। তাঁরা যা বলবেন আমি তাই করব। প্রাতিকামী সভায় ফিরে এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমুখে নীরবে রইলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দূতকে দিয়ে দ্রৌপদীকে বলে পাঠালেন, পাঞ্চালী, তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে সভায় এসে শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াও।

দুর্যোধন পুনর্বার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্রৌপদীকে নিয়ে এস। প্রাতিকামী ভীত হয়ে বলল, তাঁকে কী বলব? দুর্যোধন বললেন, এই সূতপুত্র ভীমের ভয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়েছে। দুঃশাসন, তুমি নিজে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এস। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, পাঞ্চালী, তুমি বিজিত হয়েছ, লজ্জা ত্যাগ করে দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা কর, কৌরবগণকে ভজনা কর। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীদের কাছে চললেন, কিন্তু দুঃশাসন তর্জন করে তাঁর কেশ ধরলেন যে কেশ রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপূত জলে সিক্ত হয়েছিল। দুঃশাসনের আকর্ষণে নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মন্দবুদ্ধি অনার্য, আমি একবস্ত্রা রজস্বলা, আমাকে সভায় নিয়ে যেয়ো না। দুঃশাসন বললেন, তুমি রজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা যাই হও, দ্যূতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছ, আমাদের ভজনা কর।

বিক্ষিপ্তকেশে অর্ধস্খলিতবসনে দ্রৌপদী সভায় আনীত হলেন। লজ্জায় ও ক্রোধে দগ্ধ হয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, দুঃশাসন, ইন্দ্রাদি দেবগণও যদি তোমার সহায় হন তথাপি পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই কুরুবীরগণের মধ্যে আমাকে টেনে আনা হল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না! ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে পাচ্ছেন না? ধিক, ভরতবংশের ধর্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে, এই সভায় কৌরবগণ কুলধর্মের মর্যাদালঙ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ করে বক্রনয়নে পতিদের দিকে তাকাচ্ছেন দেখে দুঃশাসন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেসে বললেন, দাসী! কর্ণও হৃষ্ট হয়ে অট্টহাস্য করলেন, শকুনিও অনুমোদন করলেন।

সভাস্থ আর সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ভীষ্ম বললেন, ভাগ্যবতী, ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না। যুধিষ্ঠির সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তিনিই বলেছেন— আমি বিজিত হয়েছি। দ্যূতক্রীড়ায় শকুনি অদ্বিতীয়, তাঁর জন্যই যুধিষ্ঠিরের খেলবার ইচ্ছা হয়েছিল। শকুনি শঠতা অবলম্বন করেছেন যুধিষ্ঠির এমন মনে করেন না। দ্রৌপদী বললেন, যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধূর্ত দুষ্ট শঠ লোকে তাঁকে এই সভায় আহ্বান করেছে। তাঁর খেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কেন বলছেন? তিনি শুদ্ধস্বভাব, প্রথমে শঠতা বুঝতে পারেননি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে

বুঝতে পেরেছেন। এই সভায় কুরুবংশীয়গণ রয়েছেন, এঁরা কন্যা ও পুত্রবধূদের অভিভাবক, সুবিচার করে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না।

দ্রৌপদীর অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্যূতকাররা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দয়া আছে। শত্রুরা শঠতার দ্বারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ করেছে, তাতেও আমার ক্রোধ হয়নি, কারণ আপনি এই সমস্তের প্রভু। কিন্তু পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদী এই অপমানের যোগ্য নন, হীন নৃশংস কৌরবগণ আপনার দোষেই তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছে। আমি আপনার হস্ত দগ্ধ করব— সহদেব, অগ্নি আন।

অর্জুন ভীমকে শান্ত করলেন। দুর্যোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভাস্থ সকলকে বললেন, পাঞ্চালী যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, যদি সুবিচার না করেন তবে আমাদের সদ্য নরকগতি হবে। কুরুগণের মধ্যে বৃদ্ধতম ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ, এঁরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন? যেসকল রাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলুন। বিকর্ণ এইরূপে বহুবার বললেও কেউ উত্তর দিলেন না। তখন হাতে হাত ঘষে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিকর্ণ বললেন, আপনারা কিছু বলুন বা না বলুন, আমি যা ন্যায্য মনে করি তা বলছি। মৃগয়া মদ্যপান অক্ষক্রীড়া এবং অধিক স্ত্রীসংসর্গ— এই চারটি রাজাদের ব্যসন। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ধর্ম থেকে চ্যুত হয়, তার কৃতকর্মকে লোকে অকৃত বলে মনে করে। যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। কিন্তু সকল পাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী, আর যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, অতএব দ্রৌপদী বিজিত হননি।

সভায় মহা কোলাহল উঠল, অনেকে বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করতে লাগলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ যে কিছু বলছেন না তার কারণ এঁরা দ্রৌপদীকে বিজিত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তুমি বালক হয়ে স্থবিরের ন্যায় কথা বলছ। নির্বোধ, তুমি ধর্ম জান না। যুধিষ্ঠির সর্বস্ব পণ করেছিলেন দ্রৌপদী তার অন্তর্গত; তিনি স্পষ্টবাক্যে দ্রৌপদীকেও পণ রেখেছিলেন, পাণ্ডবগণ তাতে আপত্তি করেননি। আরও শোন— স্ত্রীদের এক পতিই বেদবিহিত। দ্রৌপদীর অনেক পতি, অতএব এ বেশ্যা। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করেছেন। দুঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কর।

পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন ফেলে দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণ বিষ্ণু হরিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রের রূপ ধরে তাঁকে আবৃত করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং শুভ্র শত শত বসন আবির্ভূত হতে লাগল। সভায় তুমুল কোলাহল হল, আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভাস্থ রাজারা দ্রৌপদীর প্রশংসা আর দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন।

ক্রোধে হস্ত নিষ্পিষ্ট করে কম্পিত ওষ্ঠে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, শোন, যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দুর্বুদ্ধি ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান

না করি, তবে যেন পিতৃপুরুষগণের গতি না পাই। ভীমের এই লোমহর্ষকর শপথ শুনে রাজারা তাঁর প্রশংসা এবং দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন। সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র রাশীকৃত হল, দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে বসে পড়লেন। বিদুর বললেন, সদস্যগণ, আপনারা রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। বিকর্ণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিয়েছে, আপনারাও দিন। সভাস্থ রাজারা উত্তর দিলেন না। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই কৃষ্ণা দাসীকে গৃহে নিয়ে যাও।

দ্রৌপদী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, কল্যাণী, আমি তোমাকে বলেছি যে ধর্মের গতি অতি দুর্বোধ্য সে জন্য আমি উত্তর দিতে পারছি না। কৌরবগণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছে, শীঘ্রই এদের বিনাশ হবে। পাঞ্চালী, যুধিষ্ঠিরই বলুন তুমি অজিতা না জিতা। দুর্যোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অর্জুন প্রভৃতি বলুন যে যুধিষ্ঠির তোমার স্বামী নন, তিনি মিথ্যাবাদী, তা হলে তুমি দাসীত্ব থেকে মুক্ত হবে। অথবা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং বলুন তিনি তোমার স্বামী কি অস্বামী। ভীম তাঁর চন্দনচর্চিত বিশাল বাহু তুলে বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি আমাদের গুরু না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। উনি যদি আমাকে নিষ্কৃতি দেন তবে চপেটাঘাতে এই পাপী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিষ্পিষ্ট করতে পারি।

অচেতনের ন্যায় নীরব যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধন বললেন, ভীমার্জুন প্রভৃতি আপনার আজ্ঞাধীন, আপনিই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন। এই বলে দুর্যোধন কর্ণের দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সরিয়ে কদলীকাণ্ডতুল্য তাঁর বাম উরু দ্রৌপদীকে দেখালেন। বৃকোদর ভীম বিস্ফারিতনয়নে বললেন, মহাযুদ্ধে তোমার ওই উরু যদি গদাঘাতে না ভাঙি তবে যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়।

বিদুর বললেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা বিপদ হবে তা জেনে রাখ। তোমরা দ্যূতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্ত্রীলোক এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নষ্ট হলে সভা দূষিত হয়। যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পূর্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখতে পারতেন, কিন্তু প্রভুত্ব হারাবার পর তা পারেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে একটা শৃগাল চিৎকার করে উঠল, গর্দভ ও পক্ষীরাও ভয়ংকর রবে ডাকতে লাগল। অশুভ শব্দ শুনে বিদুর গান্ধারী ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ 'স্বস্তি স্বস্তি' বললেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মূর্খ দুর্যোধন, এই কৌরবসভায় তুমি পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নীর সঙ্গে কথা বলেছ! তুমি মরেছ। তার পর তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পাঞ্চালী, তুমি আমার বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ধর্মশীলা সতী, আমার কাছে অভীষ্ট বর চাও।

দ্রৌপদী বললেন, ভরতর্ষভ, এই বর দিন যেন সর্বধর্মচারী যুধিষ্ঠির দাসত্ব থেকে মুক্ত হন, আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে কেউ যেন দাসপুত্র বলে না ডাকে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয় বর চাও, আমার মন বলছে একটিমাত্র বর

তোমার যোগ্য নয়। দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, ভীমসেন ধনঞ্জয় আর নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্রী, তাই হবে। দুটি বরও তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়, আমি আর বর চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক বর, ক্ষত্রিয়াণী দুই বর, রাজা তিন বর এবং ব্রাহ্মণ শত বর নিতে পারেন। আমার স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পুণ্যকর্মের বলেই শ্রেয়োলাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, দ্রৌপদী যা করলেন কোনও নারী তা পূর্বে করেছেন এমন শুনিনি, দুঃখসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে ইনি নৌকার ন্যায় পার করেছেন। এই কথা শুনে ভীম দুঃখিত হয়ে বললেন, মহর্ষি দেবলের মতে পুরুষের তেজ তিনটি— অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীর অপমানে আমাদের সন্তান দূষিত হল। অর্জুন বললেন, হীন লোকে কী বলে না বলে তা নিয়ে সজ্জনরা জল্পনা করেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নির্ভর করেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন বিতর্কে প্রয়োজন কী, মহারাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করব, তার পর আপনি পৃথিবী শাসন করবেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে নিবৃত্ত করে বসিয়ে দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন এখন কী করব। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঙ্গল হোক। সমস্ত ধন সমেত তোমরা নির্বিঘ্নে ফিরে যাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আমি বৃদ্ধ, তোমাদের হিতকর আদেশই দিচ্ছি। তুমি ধর্মের সূক্ষ্ম গতি জান, তুমি বিনীত বৃদ্ধদের সেবক। যাঁরা উত্তম পুরুষ তাঁরা কারও শত্রুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে গুণই দেখেন। এই সভায় তুমি সাধুজনোচিত আচরণ করেছ। বৎস, দুর্যোধনের নিষ্ঠুরতা মনে রেখো না। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ অন্ধ পিতা, আমাকে আর তোমার মাতা গান্ধারীকে দেখো। তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের বলাবল জানবার জন্য আমি দ্যূতসভায় মত দিয়েছিলাম। তোমার ন্যায় শাসনকর্তা এবং বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী থাকতে কুরুবংশীয়গণের কোনও ভয় নেই। এখন তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে যাও, ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্মে মতি থাকুক।

অনুদ্যূতপর্বাধ্যায়

১৭। পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া

পাণ্ডবগণ চলে গেলে দুঃশাসন বললেন, আমরা অতি কষ্টে যা হস্তগত করেছিলাম বৃদ্ধ তা নষ্ট করলেন। তার পর কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা করে দুর্যোধন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, বৃহস্পতি বলেছেন, যে শত্রুরা যুদ্ধে বা যুদ্ধ না করেই

অনিষ্ট করে তাদের সকল উপায়ে বিনষ্ট করবে। দংশনে উদ্যত সর্পকে কণ্ঠে ও পৃষ্ঠে ধারণ করে কে পরিত্যাগ করে? পিতা, ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা আমাদের নিঃশেষ করবে, আমরা তাদের নিগৃহীত করেছি, তারা ক্ষমা করবে না। আমরা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে চাই। এবারে দ্যূতক্রীড়ায় এই পণ হবে— পরাজিত পক্ষ মৃগচর্ম ধারণ করে বার বৎসর মহারণ্যে বাস এবং তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। আমরা দ্যূত জয়ী হয়ে বার বৎসরে রাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হব, মিত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বৎসর পরে পাণ্ডবরা ফিরে এলে আমরা তাদের পরাজিত করব। ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হয়ে বললেন, পাণ্ডবদের শীঘ্র ফিরিয়ে আন।

জ্ঞানবতী গান্ধারী তাঁর পতিকে বললেন, দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলে বিদুর সেই কুলাঙ্গারকে পরলোকে পাঠাতে বলেছিলেন। মহারাজ, তুমি নিজের দোষে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ো না, নির্বোধ অশিষ্ট পুত্রদের কথা শুনো না। পাণ্ডবরা শান্ত হয়েছে, আবার কেন তাদের ক্রুদ্ধ করছ? তুমি স্নেহবশে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারনি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমাদের বংশ নষ্টই হবে, আমি তা নিবারণ করতে পারছি না। আমার পুত্রেরা যা ইচ্ছা হয় করুক।

দুর্যোধনের দূত প্রাতিকামী যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে জানাল যে ধৃতরাষ্ট্র আবার তাঁকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, বিধাতার নিয়োম অনুসারেই জীবের শুভাশুভ ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যখন ডেকেছেন তখন বিপদ হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন যে স্বর্ণময় জন্তু অসম্ভব, তথাপি তিনি স্বর্ণমৃগ দেখে লুব্ধ হয়েছিলেন। বিপদ আসন্ন হলে লোকের বুদ্ধির বিপর্যয় হয়।

যুধিষ্ঠির দ্যূতসভায় উপস্থিত হলে শকুনি বললেন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদের ধন ফিরিয়ে দিয়ে মহৎ কার্য করেছেন। এখন যে পণ রেখে আমরা খেলব তা শোন।— আমরা যদি হারি তবে মৃগচর্ম পরিধান করে দ্বাদশ বর্ষ মহারণ্যে বাস করব, তার পর এক বৎসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদি অজ্ঞাতবাসকালে কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যদি তোমরা হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করবে, এবং ত্রয়োদশ বৎসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস।

সভাস্থ সকলে উদ্‌বিগ্ন হয়ে হাত তুলে বললেন, আত্মীয়দের ধিক, তাঁরা পাণ্ডবদের সাবধান করে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি স্বধর্মনিষ্ঠ, দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হলে নিবৃত্ত হই না। শকুনি, আমি আপনার সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

পরাজিত পাণ্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুঃশাসন বললেন, এখন দুর্যোধন রাজচক্রবর্তী হলেন। পাণ্ডবগণ সুদীর্ঘকালের জন্য নরকে পতিত হল। ক্লীব পাণ্ডবদের কন্যাদান করে দ্রুপদ ভালো করেননি। দ্রৌপদী,

এই পতিত স্বামীদের সেবা করে তোমার আর লাভ কী? ভীম বললেন, নিষ্ঠুর, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মর্মস্থান ছিন্ন করে মনে করিয়ে দেব। নির্লজ্জ দুঃশাসন 'গরু গরু' বলে ভীমের চারিদিকে নাচতে লাগলেন।

পাণ্ডবগণ সভা থেকে নির্গত হলেন। দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন হর্ষে অধীর হয়ে ভীমের সিংহগতির অনুকরণ করতে লাগলেন। ভীম পিছন ফিরে বললেন, মূঢ় দুর্যোধন, দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষের শোণিত পান করলেই আমার কর্তব্য শেষ হবে না, তোমাকে সদলে নিহত করে প্রতিশোধ নেব। আমি গদাঘাতে তোমাকে মারব, পদাঘাতে তোমার মস্তক ভূলুণ্ঠিত করব। অর্জুন কর্ণকে আর সহদেব ধূর্ত শকুনিকে মারবেন, আর এই বাক্যবীর দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্ত আমি সিংহের ন্যায় পান করব।

অর্জুন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্যক্ত করা যায় না, চতুর্দশ বৎসরে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনার প্রিয়কামনায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি— এই ঈর্ষাকারী কটুভাষী অহংকৃত কর্ণকে আমি যুদ্ধে শরাঘাতে বধ করব। যদি এই সত্য পালন করতে না পারি তবে হিমালয় বিচলিত হবে, দিবাকর নিষ্প্রভ হবে, চন্দ্রের শৈত্য নষ্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধার-কুলাঙ্গার শকুনি, তোমার সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আমি করব। নকুল বললেন, দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যারা এই সভায় দ্রৌপদীকে কটুকথা শুনিয়েছে, সেই দুর্বৃত্তদের আমি যমালয়ে পাঠাব, ধর্মরাজ আর দ্রৌপদীর নির্দেশ অনুসারে আমি পৃথিবী থেকে ধার্তরাষ্ট্রগণকে লুপ্ত করব।

১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা

বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর পুত্রগণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহ্লীকরাজ, বিদুর, যুযুৎসু, সঞ্জয় প্রভৃতিকে সম্বোধন করে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি বনগমনের অনুমতি চাচ্ছি, ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শনলাভ করব। সভাসদ্‌গণ লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, কেবল মনে মনে যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করলেন। বিদুর বললেন, আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা এবং সুখভোগে অভ্যস্তা, তিনি সসম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন। পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ববিষয়ে মঙ্গল হোক। যুধিষ্ঠিরাদি বললেন, নিষ্পাপ পিতৃব্য, আপনি আমাদের পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।

বিদুর বললেন, যুধিষ্ঠির, অধর্ম দ্বারা বিজিত হলে পরাজয়ের দুঃখ হয় না। তুমি ধর্মজ্ঞ, অর্জুন যুদ্ধজ্ঞ, ভীম শত্রুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব নিয়মপালক, ধৌম্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ, দ্রৌপদী ধর্মচারিণী। তোমরা পরস্পরের প্রিয়, প্রিয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে পারবে না। আপৎকালে এবং সর্ব কার্যে তোমরা বিবেচনা করে চলো। তোমাদের মঙ্গল হোক, নির্বিঘ্নে ফিরে এস, আবার তোমাদের দেখব।

কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিয়ে দ্রৌপদী বিদায় চাইলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠল। কুন্তী শোকাকুল হয়ে বললেন, বৎসে, তুমি সর্বগুণান্বিতা, আমার কোনও উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কৌরবগণ ভাগ্যবান তাই তারা তোমাদের কোপে দগ্ধ হয়নি। তুমি নির্বিঘ্নে যাত্রা কর, আমি সর্বদাই তোমার শুভচিন্তা করব। আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন না হয়।

দ্রৌপদী আলুলায়িত কেশে রক্তাক্ত একবস্ত্রে সরোদনে যাত্রা করলেন। নিরাভরণ পুত্রগণকে আলিঙ্গন করে কুন্তী বললেন, তোমরা ধার্মিক সচ্চরিত্র উদারপ্রকৃতি ভগবদ্‌ভক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় কেন হল? তোমাদের পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতী। আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ দ্বারকাবাসী, কোথায় আছ, আমাদের দুঃখ থেকে ত্রাণ করছ না কেন?

পাণ্ডবগণ কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে যাত্রা করলেন। দুর্যোধনাদির পত্নীরা দ্রৌপদীর অপমানের বিবরণ শুনে কৌরবগণের নিন্দা করে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। পুত্রদের অন্যায়ের কথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্র উদ্‌বেগ ও অশান্তি ভোগ করছিলেন। তিনি বিদুরকে ডাকিয়ে বললেন, পাণ্ডবগণ কীভাবে যাচ্ছেন তা আমি জানতে চাই, তুমি বর্ণনা কর।

বিদুর বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বস্ত্রে মুখ আবৃত করে চলেছেন। মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও যুধিষ্ঠিরের ধর্মবুদ্ধি বিচলিত হয়নি। তিনি দয়ালু, তাই ক্রুদ্ধ হয়েও চক্ষু উন্মীলন করছেন না, পাছে আপনার পুত্রগণ দগ্ধ হয়। শত্রুদের উপর বাহুবল প্রয়োগ করবেন তা জানাবার জন্য ভীম তাঁর বাহুদ্বয় প্রসারিত করে চলেছেন। বাণবর্ষণের পূর্বাভাষরূপে অর্জুন বালুকা বর্ষণ করতে করতে যাচ্ছেন। সহদেব মুখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্গে ধূলি মেখে বিহ্বলচিত্তে চলেছেন। দ্রৌপদী তাঁর কেশজালে মুখ আচ্ছাদিত করে সরোদনে অনুগমন করছেন। পুরোহিত ধৌম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেবতার সাম মন্ত্র গান করে পুরোভাগে চলেছেন। পুরবাসীগণ বিলাপ করছে—হায়, আমাদের রক্ষকগণ চলে যাচ্ছেন! মহারাজ, পাণ্ডবগণের যাত্রাকালে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে বললেন, দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জুনের বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কৌরবগণ বিনষ্ট হবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। বিপৎসাগরে দ্রোণাচার্যই দ্বীপস্বরূপ এই মনে করে দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনি তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পাণ্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কী হতে পারে। যে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার মৃত্যুর কারণ বলে প্রসিদ্ধি আছে, সে পাণ্ডবপক্ষেই থাকবে। দুর্যোধন, তোমার সুখ হেমন্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ করে নাও, এখন থেকে চতুর্দশ বৎসরে তোমাদের মহাবিনাশ হবে।

বনপর্ব

আরণ্যকপর্বাধ্যায়

১। যুধিষ্ঠির ও অনুগামী বিপ্রগণ— সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উত্তরমুখে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দ জন ভৃত্য স্ত্রীদের নিয়ে রথে চড়ে তাঁদের পশ্চাতে গেল। পুরবাসীরা কৃতাঞ্জলি হয়ে পাণ্ডবগণকে বলল, আমাদের ত্যাগ করে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? নিষ্ঠুর শত্রুরা অধর্ম করে আপনাদের জয় করেছে এই সংবাদ শুনে উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের ভক্ত অনুরক্ত ও হিতকামী, কুরাজার অধিষ্ঠিত রাজ্যে আমরা বাস করব না। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সাধক এবং লোকাচারসম্মত ও বেদোক্ত সকল গুণ আপনাদের আছে, আমরা আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, ব্রাহ্মণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের স্নেহ করেন, তাই যে গুণ আমাদের নেই তা-ও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই অনুরোধ করছি, স্নেহ ও অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে অন্যথা করবেন না।— পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, আমাদের জননী, এবং বহু সুহৃৎ হস্তিনাপুরে রয়েছেন, তাঁরা শোকে বিহ্বল হয়ে আছেন, আপনারা তাঁদের সযত্নে পালন করুন, তাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। আপনারা বহুদূরে এসে পড়েছেন, এখন ফিরে যান। আমাদের স্বজনবর্গের ভার আপনাদের উপর রইল, তাঁদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখবেন, তাতেই আমরা তুষ্ট হব।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথায় প্রজাবর্গ 'হা রাজা' বলে আর্তনাদ করে উঠল এবং অনিচ্ছায় বিদায় নিয়ে শোকাতুরচিত্তে ফিরে গেল। তারা চলে গেলে পাণ্ডবগণ রথারোহণে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গঙ্গাতীরে প্রমাণ নামক মহাবটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই রাত্রিতে তাঁরা কেবল জলপান করে রইলেন। শিষ্য ও পরিজনসহ কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের অনুগমন করেছিলেন, তাঁরা সেই রমণীয় ও ভয়সংকুল সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি জ্বেলে বেদধ্বনি ও বিবিধ আলাপ করতে লাগলেন এবং মধুর বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন, আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে দুঃখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেয়ে থাকব। হিংস্রপ্রাণীসমাকুল বনে বহু কষ্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহ্মণেরা বললেন, রাজা, আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হবে। আমাদের ভরণপোষণের জন্য ভাববেন না, নিজেরাই আহার সংগ্রহ করে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ করে আপনার মঙ্গলবিধান করব, মনোহর কথায় চিত্তবিনোদন করব। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনারা আহার সংগ্রহ করে ভোজন করবেন তা আমি কী করে দেখব? আপনারা ক্লেশভোগের যোগ্য নন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের ধিক, আমাদের প্রতি স্নেহবশেই আপনারা ক্লেশভোগ করতে চাচ্ছেন।

যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে বিশারদ শৌনক নামক এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান[১] আছে, শত ভয়স্থান[২] আছে, মূর্খরাই প্রতিদিন তাতে অভিভূত হয়, পণ্ডিতজন হন না। শাস্ত্রসম্মত অমঙ্গলনাশিনী বুদ্ধি আপনার আছে, অর্থকষ্ট, দুর্গমস্থানে বাস বা স্বজনবিচ্ছেদের জন্য শারীরিক বা মানসিক দুঃখে অবসন্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্মা জনক বলেছেন, রোগ, শ্রম, অপ্রিয় বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এই চার কারণে শারীরিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। শারীরিক দুঃখের প্রতিবিধান করা এবং মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা না করাই দুঃখনিবৃত্তির উপায়। অগ্নি যেমন জলে নির্বাপিত হয় সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ দূরীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হলে শারীরিক কষ্টেরও উপশম হয়। স্নেহ[৩]-ই মানসিক দুঃখের মূল, দুঃখ ভয় শোক হর্ষ আয়াস সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন। জ্ঞানী যোগী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্নেহে লিপ্ত হন না। আপনি কোনও বিষয় স্পৃহা করবেন না, যদি ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, ব্রাহ্মণদের ভরণের জন্যই আমি অর্থ কামনা করি, আমার নিজের লোভ নেই। অনুগত জনকে পালন না করে আমার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী কী করে থাকতে পারে? তৃণাসন ভূমি জল ও মধুর বাক্য, এই চারটির অভাব সজ্জনের গৃহে কখনও হয় না। আর্ত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে জল এবং ক্ষুধিতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ আচরণই পরম ধর্ম।

শৌনক বললেন, মহারাজ এই বেদ্‌বচন আছে— কর্ম কর, ত্যাগও কর; অতএব কোনও ধর্মকার্য কামনাপূর্বক করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের ভরণের জন্য আপনি তপ ও যোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করুন, সিদ্ধ ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তপস্যার প্রভাবে তা-ই করতে পারেন।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে পুরোহিত ধৌম্যকে বললেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি দুঃখী, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, পরিত্যাগ করতেও পারছি না। কী কর্তব্য বলুন। ক্ষণকাল চিন্তা করে ধৌম্য বললেন, সূর্যই সর্বভূতের পিতা,

---

১. ও ২. শোক ও ভয়ের কারণ।

৩. অনুরাগ, আসক্তি।

প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত তিনিই অন্নস্বরূপ, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। ধৌম্য সূর্যের অষ্টোত্তর-শত নাম শিখিয়ে দিলে যুধিষ্ঠির পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যের পূজা করলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে রত হলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে দীপ্যমান মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, রাজা, তোমার যা অভীষ্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর আমি তোমাকে অন্ন দেব। এই তাম্রময় স্থালী নাও, পাঞ্চালী পাকশালায় গিয়ে এই পাত্রে ফলমূল আমিষ শাকাদি রন্ধন করে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বৎসর পরে তুমি আবার রাজ্যলাভ করবে। এই বলে সূর্য অন্তর্হিত হলেন।

বরলাভ করে যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তখনই দ্রৌপদীর সঙ্গে পাকশালায় গিয়ে রন্ধন করলেন। চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তুত হল, অল্প হলেও তা প্রয়োজনমতো বাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হলে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা খেলেন, তার পর বিঘস নামক অবশিষ্ট অন্ন যুধিষ্ঠির এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। সূর্যের বরপ্রভাবে এইরূপে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত বস্তু দান করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে পাণ্ডবগণ ধৌম্য ও অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কাম্যকবনে যাত্রা করলেন।

২। ধৃতরাষ্ট্রের অস্থির মতি

পাণ্ডবদের বনযাত্রার পর প্রজ্ঞাচক্ষু[১] ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, তোমার বুদ্ধি নির্মল, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তুমি জান, কুরুবংশীয়গণকে তুমি সমদৃষ্টিতে দেখ; যাতে কুরুপাণ্ডবের হিত হয় এমন উপায় বল। বিদুর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই ত্রিবর্গের মূল ধর্ম; রাজ্যেরও মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বঞ্চিত করে শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছে। আপনি পূর্বে যেমন পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার সেইরূপ দিন। পাণ্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা— এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যদি করেন তবেই আপনার পুত্রদের কিছু রাজ্য রক্ষা পাবে। দুর্যোধন যদি সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ করে তবে আপনার দুঃখ থাকবে না। যদি তা না হয় তবে দুর্যোধনকে নিগৃহীত করে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের আধিপত্য দিন, দুর্যোধন শকুনি আর কর্ণ পাণ্ডবগণের অনুগত হোক, দুঃশাসন সভামধ্যে ভীমসেন আর দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এছাড়া আর কী পরামর্শ আমি দিতে পারি?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি পূর্বে দ্যূতসভায় যা বলেছিলে এখন আবার তাই বলছ।

১. যাঁর চক্ষুর ক্রিয়া বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

তোমার কথা পাণ্ডবদের হিতকর, আমাদের অহিতকর। পাণ্ডবদের জন্য নিজের পুত্রকে কী করে ত্যাগ করব? পাণ্ডবরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্যোধন আমার দেহ থেকে উৎপন্ন। বিদুর, আমি তোমার বহু সম্মান করে থাকি, কিন্তু তুমি যা বলছ সবই কুটিলতাময়। তুমি চলে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কর। অসতী স্ত্রীর সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করলেও সে স্বামীত্যাগ করে। ধৃতরাষ্ট্র এই বলে সহসা অন্তঃপুরে চলে গেলেন। বিদুর হতাশ হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে সরস্বতী নদীর তীরে সমতল মরুপ্রদেশের নিকটবর্তী কাম্যকবনে এলেন। পশুপক্ষীসমাকুল সেই বনে তাঁরা মুনিগণের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। বিদুর রথারোহণে আসছেন দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যূতক্রীড়ায় ডাকতে এসেছেন? শকুনি কি আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও জয় করে নিতে চায়?

যুধিষ্ঠিরাদি আসন থেকে উঠে বিদুরের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর বিদুর বললেন, ধৃতরাষ্ট্র আমার কাছে হিতকর মন্ত্রণা চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার কথা তাঁর রুচিকর হয়নি, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, রাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আর আমি চাই না। যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদুপদেশ দিতে এসেছি। পূর্বে তোমাকে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলছি।— শত্রু কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও যে সহিষ্ণু হয়ে কালপ্রতীক্ষা করে সে একাকীই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দুঃখেরও অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের এই উপায়, তাতেই রাজ্যলাভ হয়। পাণ্ডুপুত্র, অন্নাদি সমস্তই সমভাবে সহায়দের সঙ্গে ভোগ করবে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশ্লাঘা করবে না, এইরূপ আচরণেই রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বিদুর চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ হল। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, বিদুর আমার ভ্রাতা সুহৃৎ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। যাও সঞ্জয়, তিনি বেঁচে আছেন কি না দেখ। আমি পাপী, তাই ক্রোধবশে তাঁকে দূর করে দিয়েছি, তিনি না এলে আমি প্রাণত্যাগ করব। সঞ্জয় অবিলম্বে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় বললেন, ক্ষত্তা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করেছেন, পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে সত্বর হস্তিনাপুরে চলুন, রাজার প্রাণরক্ষা করুন।

বিদুর ফিরে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমার ভাগ্যক্রমে তুমি ফিরে এসেছ, তোমার জন্য আমি দিবারাত্র অনিদ্রায় আছি, অসুস্থ বোধ করছি। যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা কর। বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনি আমার পরম গুরু, আপনাকে দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে সত্বর চলে এসেছি।

আপনার আর পাণ্ডুর পুত্রেরা আমার কাছে সমান। পাণ্ডবরা এখন দুর্দশাগ্রস্ত তাই আমার মন তাদের দিকে গেছে।

৩। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয়

বিদুর আবার এসেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন শুনে দুর্যোধন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবদের যদি ফিরে আসতে দেখি তবে আমি বিষ খেয়ে, উদ্‌বন্ধনে, অস্ত্রাঘাতে বা অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব। শকুনি বললেন, তুমি মূর্খের ন্যায় ভাবছ কেন? পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা করে গেছে, তারা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতার অনুরোধে ফিরে আসবে না। কর্ণ বললেন, যদি ফিরে আসে তবে আবার দ্যূতক্রীড়ায় তাদের জয় করবেন। দুর্যোধন তুষ্ট হলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা দুর্যোধনের প্রিয়কামনায় কেবল কিংকরের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হয়ে থাকব, অথচ স্বাধীনতার অভাবে প্রকৃত প্রিয়কার্য করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চড়ে যাত্রার উপক্রম করলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন, পাণ্ডবগণ কপটদ্যূতে পরাজিত হয়ে বনে গেছে— এই ঘটনা আমার প্রীতিকর নয়। তারা তের বৎসর পরে ফিরে এসে কৌরবদের উপর বিষ মোচন করবে। তোমার পাপাত্মা মূঢ় পুত্রকে বারণ কর, সে পাণ্ডবদের মারতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারাবে। রাজা, পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের এই বিদ্বেষ যদি তুমি উপেক্ষা কর তবে ঘোর বিপদ উৎপন্ন হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান, দ্যূতক্রীড়ায় আমার এবং ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারীর মত ছিল না, দৈবের আকর্ষণেই আমি তা হতে দিয়েছিলাম। নির্বোধ দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও পুত্রস্নেহবশে তাকে ত্যাগ করতে পারি না।

ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সত্য, পুত্রের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। আমি একটি আখ্যান বলছি শোন।— পুরাকালে একদা গোমাতা সুরভীকে কাঁদতে দেখে ইন্দ্র তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুরভী বললেন, দেখুন আমার ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাঙ্গলের ভারে পীড়িত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কষাঘাত করছে। দুই বৃষের মধ্যে একটি বলবান, সে অধিক ভার বইছে; অন্যটি দুর্বল ও কৃশ, তার দেহের সর্বত্র শিরা দেখা যাচ্ছে, বার বার কশাহত হয়েও সে ভার বইতে পারছে না। তার জন্যই আমি শোকার্ত হয়েছি। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহস্র সহস্র পুত্র নিপীড়িত হয়, একটির জন্য এত কৃপা কেন? সুরভী বললেন, সহস্র পুত্রকে আমি সমদৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে দীন ও সৎ তারই ওপর আমার অধিক কৃপা। তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ষণ করে কৃষককে বাধা দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র,

সুরভীর ন্যায় তুমিও সকল পুত্রকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুর্বলকে অধিক কৃপা করো। পুত্র, তুমি পাণ্ডু ও বিদুর সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার একশত এক পুত্র; পাণ্ডুর কেবল পাঁচ পুত্র, তারা হীনদশাগ্রস্ত ও দুঃখার্ত। কী উপায়ে তারা জীবিত থাকবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে এই চিন্তায় আমি সন্তপ্ত আছি। যদি কৌরবগণের জীবনরক্ষা করতে চাও তবে দুর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তভাবে থাকে সেই চেষ্টা কর।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ মুনি, আপনি যা বললেন তা সত্য। যদি আমরা আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই তবে আপনি নিজেই দুরাত্মা দুর্যোধনকে উপদেশ দিন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈত্রেয় ঋষি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে এখানে আসছেন, তিনিই দুর্যোধনকে উপদেশ দেবেন। এই বলে ব্যাস চলে গেলেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় এলে ধৃতরাষ্ট্র অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। মৈত্রেয় বললেন, মহারাজ, আমি তীর্থ পর্যটন করতে করতে কাম্যকবনে গিয়েছিলাম, সেখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি শুনলাম আপনার পুত্রদের বিভ্রান্তির ফলে দ্যূতরূপে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। আপনি আর ভীষ্ম জীবিত থাকতে আপনার পুত্রদের[১] মধ্যে বিরোধ হওয়া উচিত নয়। দ্যূতসভায় দস্যুবৃত্তির ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপনি তপস্বীদের সমক্ষে আর মুখ দেখাতে পারেন না। তার পর মৈত্রেয় মিষ্টবাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার হিতের জন্য বলছি শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করো না। তাঁরা সকলেই বিক্রমশালী সত্যব্রত ও তেজস্বী এবং হিড়িম্ব বক প্রভৃতি রাক্ষসগণের হন্তা। ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বধ করে সেইরূপ বলিশ্রেষ্ঠ ভীম কির্মীর রাক্ষসকে বধ করেছেন। আরও দেখ, দিগ্‌বিজয়ের পূর্বে ভীম মহাধনুর্ধর জরাসন্ধকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসুদেব যাঁদের আত্মীয়, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যাঁদের শ্যালক, তাঁদের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারে? রাজা দুর্যোধন, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর, আমার কথা শোন, ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না।

দুর্যোধন তাঁর ঊরুতে চপেটাঘাত করলেন এবং ঈষৎ হাস্য করে অধোবদনে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটতে লাগলেন। দুর্যোধনের এই অবজ্ঞা দেখে মৈত্রেয় ক্রোধে রক্তলোচন হলেন এবং জলস্পর্শ করে অভিশাপ দিলেন, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করছ, এই অহংকারের ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ভীম তোমার ঊরু ভগ্ন করবেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন করবার চেষ্টা করলে মৈত্রেয় বললেন, রাজা, দুর্যোধন যদি শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা ফলবে। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, কির্মীরকে ভীম কী করে বধ করেছেন? মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আর কিছু বলব না, আপনার পুত্র আমার কথা শুনতে চায় না। আমি চলে গেলে বিদুরের কাছে শুনবেন।

---

১. পাণ্ডবরাও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররূপে গণ্য।

কির্মীরবধপর্বাধ্যায়

৪ । কির্মীরবধের বৃত্তান্ত

মৈত্রেয় চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, তুমি কির্মীরবধের বৃত্তান্ত বল। বিদুর বললেন, যুধিষ্ঠিরের নিকট যে ব্রাহ্মণরা এসেছিল, তাদের কাছে যা শুনেছি তাই বলছি।— পাণ্ডবরা এখানে যাত্রা করে তিন অহোরাত্র পরে কাম্যকবনে পৌঁছেছিলেন। ঘোর নিশীথে নরখাদক রাক্ষসেরা সেখানে বিচরণ করে। তাদের ভয়ে তপস্বী গোপ ও বনচারীগণ সেই বনের নিকটে যান না। পাণ্ডবরা সেই বনে প্রবেশ করলে এক ভীষণ রাক্ষস বাহু প্রসারিত করে তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তাম্রবর্ণ, দশন প্রকটিত, কেশ উর্ধ্বগত, হস্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠ। তার গর্জনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যাঘ্র মহিষ সিংহ প্রভৃতি সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বুজলেন, পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে ধরে রইলেন। পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করে রাক্ষসী-মায়া বিনষ্ট করলেন। যুধিষ্ঠির রাক্ষসকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কী চাও? রাক্ষস বলল, আমি কির্মীর, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ভক্ষণ করব। যুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিলে কির্মীর বলল, ভাগ্যক্রমে আমার ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেয়েছি, সে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্ত্রবলে আমার ভ্রাতাকে মেরেছে, আমার প্রিয় সখা হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগিনীকে হরণ করেছে। আজ ভীমের রক্তে আমার ভ্রাতার তর্পণ করব, হিড়িম্ববধেরও প্রতিশোধ নেব, ভীমকে ভক্ষণ করে জীর্ণ করে ফেলব।

ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটিত ও পত্রশূন্য করে হাতে নিলেন, অর্জুনও তাঁর গাণ্ডীব ধনুতে জ্যারোপণ করলেন। ভীম বৃক্ষ দিয়ে রাক্ষসের মস্তকে প্রহার করলেন, রাক্ষসও দীপ্ত অশনির ন্যায় জ্বলিত কাষ্ঠ ভীমের দিকে ছুড়ে মারল। ভীম বামপদের আঘাতে সেই কাষ্ঠ রাক্ষসের দিকেই নিক্ষেপ করলেন। তার পর ভীম ও কির্মীর বলবান বৃষের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের নিপীড়নে জর্জর হয়ে কির্মীর ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে নিষ্পিষ্ট করে বধ করলেন।

কির্মীরবধের পর যুধিষ্ঠির সেই স্থান নিষ্কণ্টক করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করছেন। আমি তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি।

৫। কৃষ্ণের আগমন— দ্রৌপদীর ক্ষোভ

পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ তাঁদের দেখতে এলেন। পাঞ্চালরাজের পুত্রগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয়রাজপুত্রগণও এলেন। সেই ক্ষত্রিয়বীরগণ বাসুদেব কৃষ্ণকে পুরোবর্তী করে যুধিষ্ঠিরের চতুর্দিকে উপবেশন করলেন।

বিষণ্নমনে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধভূমি দুরাত্মা দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দুঃশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের নিহত এবং দলের সকলকে পরাজিত করে আমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব। অনিষ্টকারী শঠকে বধ করাই সনাতন ধর্ম।

পাণ্ডবগণের পরাজয়ে জনার্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি যেন সর্বলোক দগ্ধ করতে উদ্যত হলেন। অর্জুন তাঁকে শান্ত করে তাঁর পূর্বজন্মের কর্মকলাপ কীর্তন করলেন।— কৃষ্ণ, তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে যত্রসায়ংগৃহ[১] মুনি হয়ে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ করেছিলে। আমি ব্যাসদেবের কাছে শুনেছি, তুমি বহু বৎসর পুষ্কর তীর্থে, বিশাল বদরিকায়, সরস্বতীনদীতীরে ও প্রভাস তীর্থে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলে। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তপস্যার নিধান, সনাতন যজ্ঞস্বরূপ। তুমি সমস্ত দৈত্যদানব বধ করে শচীপতিকে সর্বেশ্বর করেছিলে। তুমিই নারায়ণ হরি ব্রহ্মা সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পৃথিবী। তুমি শিশু বামনরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আকাশ ও মর্ত্য আক্রমণ করেছিলে। তুমি নিসুন্দ নরকাসুর শিশুপাল জরাসন্ধ শৈব্য শতধন্ব প্রভৃতিকে জয় করেছ, রুক্মীকে পরাস্ত করে ভীষ্মক্‌দুহিতা রুক্মিনীকে হরণ করেছ; ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, যবন কসেরুমান ও শাল্বকে বধ করেছ। জনার্দন, তুমি দ্বারকা নগরী আত্মসাৎ করে সমুদ্রে নিমগ্ন করবে। তোমাতে ক্রোধ বিদ্বেষ অসত্য নৃশংসতা কুটিলতা নেই। ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তুমি মধুকৈটভের হন্তা, শূলপাণি শম্ভু তোমার ললাট থেকে জন্মেছেন।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি আমারই, আমি তোমারই, যা আমার তাই তোমার, যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমার অনুগত সে আমারও অনুগত। তুমি নর আর আমি নারায়ণ ঋষি ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসেছি।

শরণার্থিনী দ্রৌপদী পুণ্ডরীকাক্ষকে বললেন, হৃষীকেশ, ব্যাস বলেছেন তুমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সে জন্য প্রণয়বশে আমি তোমাকে দুঃখ জানাচ্ছি। আমি পাণ্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; দুঃশাসন কেন আমাকে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমার একমাত্র বস্ত্র শোণিতসিক্ত, আমি লজ্জায় কাঁপছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ হেসে উঠল। পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র

---

১. যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানই যাঁর গৃহ।

পাঞ্চালগণ ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকতে তারা আমাকে দাসীরূপে ভোগ করতে চেয়েছিল। ধিক পাণ্ডবগণ, ধিক ভীমসেনের বল, ধিক অর্জুনের গাণ্ডীব! তাঁদের ধর্মপত্নীকে যখন নীচজন পীড়ন করছিল তখন তাঁরা নীরবে দেখছিলেন। স্বামী দুর্বল হলেও স্ত্রীকে রক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পাণ্ডবরা শরণাপন্নকে ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেননি। কৃষ্ণ, আমি বহু ক্লেশ পেয়ে আর্যা কুন্তীকে ছেড়ে পুরোহিত ধৌম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। অমি যে নির্যাতন ভোগ করেছি তা এই সিংহবিক্রান্ত বীরগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ কুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডবদের প্রিয়া ভার্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, তথাপি পঞ্চপাণ্ডবের সমক্ষেই দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করেছিল।

মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত করে সরোদনে বললেন, মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, কর্ণ আমাকে উপহাস করেছে, তোমরা তার কোনও প্রতিকার করছ না। কেশব, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক[১] আছে, তোমার যশোগৌরব আছে, তুমি সখা ও প্রভু[২], এই চার কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, তুমি যাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ তারা অর্জুনের শরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তাক্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভার্যারা রোদন করবে। পাণ্ডবদের জন্য যা সম্ভবপর তা আমি করব, তুমি শোক করো না। কৃষ্ণা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি রাজগণের রাজ্ঞী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুষ্ক হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

দ্রৌপদী অর্জুনের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, দেবী, রোদন করো না, মধুসূদন যা বললেন তার অন্যথা হবে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্যোধনকে এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করবেন। ভগিনী, বলরাম আর কৃষ্ণকে সহায় রূপে পেলে আমরা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অজেয় হব।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি যদি দ্বারকায় থাকতাম তবে আপনাদের এই কষ্ট হত না। আমাকে না ডাকলেও অমি কুরুসভায় যেতাম এবং ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে বুঝিয়ে দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করতাম। ধৃতরাষ্ট্র যদি মিষ্ট কথা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করতাম, সুহৃদ্‌বেশী শত্রু দ্যূতকারগণকে বধ করতাম। আমি দ্বারকায় ফিরে এসে সাত্যকির কাছে আপনার বিপদের কথা শুনে উদ্‌বিগ্ন হয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি। হা, আপনারা সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।

---

১. কৃষ্ণ দ্রৌপদীর মামাতো দেওর।

২. নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ।

৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত— দ্বৈতবন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি দ্বারকা ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? তোমার কী প্রয়োজন ছিল?

কৃষ্ণ বললেন, আমি শাল্ব রাজার সৌভনগর বিনষ্ট করতে গিয়েছিলাম। আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আমি শিশুপালকে বধ করেছি শুনে শাল্ব ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর সৌভবিমানে ব্যূহ রচনা করে আকাশে অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ বিমানই তাঁর নগর। যাদববীরগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দ্বারকাপুরী সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত করলেন। উগ্রসেন[১] উদ্ধব[২] প্রভৃতি ঘোষণা করলেন, কেউ সুরাপান করতে পারবে না। আনর্ত[৩] দেশবাসী নট নর্তক ও গায়কগণকে অন্যত্র পাঠানো হল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওয়া হল এবং নৌকার যাতায়াত নিষিদ্ধ হল। সৈন্যদের বেতন খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হল। শাল্বের চতুরঙ্গিণী সেনা সর্বদিক বেষ্টন করে দ্বারকা অবরুদ্ধ করল। তখন চারুদেষ্ণ প্রদ্যুম্ন শাম্ব[৪] প্রভৃতি বীরগণ রথারোহণে শাল্বের সম্মুখীন হলেন। জাম্ববতীপুত্র শাম্ব শাল্বের সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ক্ষেমবৃদ্ধি আহত হয়ে পালিয়ে গেলে বেগবান নামে এক দৈত্য শাম্বকে আক্রমণ করল, কিন্তু সে শাম্বের গদাঘাতে নিহত হল। বিবিন্ধ্য নামক এক মহাবল দানবকে চারুদেষ্ণ বধ করলেন।

প্রদ্যুম্ন শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি শরাঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলে সারথি দারুকপুত্র তাঁকে দ্রুতগামী রথে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সংজ্ঞালাভ করে প্রদ্যুম্ন বললেন, তুমি রথ ফিরিয়ে নাও, যুদ্ধ থেকে পালানো বৃষ্ণিকুলের রীতি নয়। আমাকে পশ্চাৎপদ দেখলে কৃষ্ণ বলরাম সাত্যকি প্রভৃতি কী বলবেন? কৃষ্ণ আমাকে দ্বারকারক্ষার ভার দিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গেছেন, তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন আবার রণস্থলে গেলেন এবং শাল্বকে শরাঘাতে ভূপাতিত করে এক ভয়ংকর শর ধনুতে সন্ধান করলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের আদেশে নারদ ও পবনদেব দ্রুতবেগে এসে প্রদ্যুম্নকে বললেন, বীর, শাল্বরাজ তোমার বধ্য নন, বিধাতা সংকল্প করেছেন যে কৃষ্ণের হাতে এঁর মৃত্যু হবে। প্রদ্যুম্ন নিবৃত্ত হলেন, শাল্বও দ্বারকা ত্যাগ করে সৌভবিমানে আকাশে উঠলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হলে আমি দ্বারকায় ফিরে এসে দেখলাম যে শাল্বের আক্রমণে নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে। উগ্রসেন বাসুদেব প্রভৃতিকে আশ্বস্ত করে চতুরঙ্গ বল নিয়ে আমি মার্তিকাবত দেশে গেলাম এবং সেখান থেকে

---

১. ইনি কংসের পিতা এবং দ্বারকার অভিজাততন্ত্রের অধিনায়ক বা প্রেসিডেন্ট।
২. কৃষ্ণের এক বন্ধু।
৩. দ্বারকার নিকটস্থ দেশ।
৪. এঁরা তিনজনেই কৃষ্ণপুত্র।

শাল্বের অনুসরণ করলাম। শাল্ব সমুদ্রের উপরে আকাশে অবস্থান করছিলেন। আমার শার্ঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর তাঁর সৌভবিমান স্পর্শ করতে পারল না। তখন আমি মন্ত্রাহূত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করলাম, তার আঘাতে সৌভমধ্যস্থ যোদ্ধারা কোলাহল করে মহার্ণবে নিপতিত হল। সৌভপতি শাল্ব মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা তাঁর মায়া অপসারিত করলাম।

এই সময়ে উগ্রসেনের এক ভৃত্য এসে আমাকে তার প্রভুর এই বার্তা জানাল।— কেশব, শাল্ব দ্বারকায় গিয়ে তোমার পিতা বাসুদেবকে বধ করেছে, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, তুমি ফিরে এস। এই সংবাদ শুনে আমি বিহ্বল হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলাম। সহসা দেখলাম, আমার পিতা হস্তপদ প্রসারিত করে সৌভবিমান থেকে নিপতিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকবার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম সৌভবিমান নেই, শাল্ব নেই, আমার পিতাও নেই। তখন বুঝলাম সমস্তই মায়া। দানবগণ অদৃশ্য বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আমি ক্ষুরধার নির্মল কালান্তক যমতুল্য সুদর্শন চক্রকে অভিমন্ত্রিত করে বললাম, তুমি সৌভবিমান এবং তার অধিবাসী রিপুগণকে বিনষ্ট কর। তখন যুগান্তকালীন দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় সুদর্শন চক্র আকাশে উঠল, এবং ক্রকচ (করাত) যেমন কাষ্ঠ বিদারিত করে সেইরূপ সৌভবিমানকে বিদারিত করল। সুদর্শন চক্র আমার হাতে ফিরে এলে তাকে আবার আদেশ দিলাম, শাল্বের অভিমুখে যাও। সুদর্শনের আঘাতে শাল্ব দ্বিখণ্ডিত হলেন, তাঁর অনুচর দানবগণ হা হা রব করে পালিয়ে গেল।

শাল্ববধের বিবরণ শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি দ্যূতসভায় কেন যেতে পারিনি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দ্যূতক্রীড়া হত না। তার পর কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যুর সঙ্গে রথারোহণে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পুত্রদের নিয়ে পাঞ্চালরাজ্যে এবং ধৃষ্টকেতু নিজের ভগিনী[১]র সঙ্গে চেদিরাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ[২]ও স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন।

ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করে এবং কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজাবর্গের নিকট বিদায় নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী ও ধৌম্য রথারোহণে অন্য বনে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, আমাদের বার বৎসর বনবাস করতে হবে, তোমরা এই মহারণ্যে এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহু মৃগ পক্ষী পুষ্প ফল পাওয়া যায় এবং যেখানে সাধুলোকে বাস করেন। অর্জুন বললেন, দ্বৈতবন রমণীয় স্থান, ওখানে সরোবর আছে, পুষ্পফল পাওয়া যায়, দ্বিজগণও বাস করেন। আমরা ওখানেই বার বৎসর কাটাব।

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর নিকটে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। একদিন মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁদের আশ্রমে এলেন। তিনি পাণ্ডবগণের পূজা গ্রহণ করে তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। যুধিষ্ঠির দুঃখিত হয়ে বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের

---

১. টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ইনি করেনুমতী, নকুলের পত্নী।

২. সহদেবের শ্যালক।

জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অপ্রফুল্ল হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি হৃষ্ট হয়ে হাসলেন কেন? মার্কণ্ডেয় বললেন, বৎস আমি আনন্দের জন্য হাসিনি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যব্রত দাশরথি রামকে মনে পড়েছে, অমি তাঁকে ঋষ্যমূক পর্বতে দেখেছিলাম। তিনি ইন্দ্রতুল্য মহাপ্রভাব এবং সমরে অজেয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। নিজেকে শক্তিমান ভেবে অধর্ম করা কারও উচিত নয়। যুধিষ্ঠির, তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের কষ্ট সয়ে তুমি আবার রাজশ্রী লাভ করবে।

মার্কণ্ডেয় চলে গেলে দাল্ভগোত্রীয় বক মুনি এলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুন্তীপুত্র, অগ্নি ও বায়ু মিলিত হয়ে যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে শত্রুবিনাশ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ না পেলে ক্ষত্রিয় চালকহীন হস্তীর ন্যায় সংগ্রামে দুর্বল হয়। যুধিষ্ঠির, অলব্ধ বিষয়ের লাভের জন্য, লব্ধ বিষয়ের বৃদ্ধির জন্য, এবং যোগ্যপাত্রে দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সংসর্গ কর।

৭। দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ

একদিন সায়াহ্নকালে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন করছিলেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম পরে বনবাসের জন্য যাত্রা করেছিলে তখন দুরাত্মা দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত করেছিলেন। পূর্বে তুমি শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র পরতে, এখন তোমাকে চীরধারী দেখছি। কুণ্ডলধারী যুবক পাচকগণ সযত্নে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তোমাদের খাওয়াত, এখন তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ করছ। বনবাসী ভীমসেনের দুঃখ দেখে কি তোমার ক্রোধবৃদ্ধি হয় না? বৃকোদর একাই সমস্ত কৌরবদের বধ করতে পারেন, কেবল তোমার জন্যই কষ্ট সইছেন। পুরুষব্যাঘ্র অর্জুন আর নকুল-সহদেবের দুর্দশা দেখেও কি তুমি শত্রুদের ক্ষমা করবে? দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পতিব্রতা বীরপত্নী আমাকে বনবাসিনী দেখেও কি তুমি সয়ে থাকবে? লোকে বলে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু তোমাতে তার ব্যতিক্রম দেখছি। যে ক্ষত্রিয় যথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। প্রাচীন ইতিহাসে আছে, একদিন বলি তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অসুরপতি প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করেছিলেন, ক্ষমা ভালো না তেজ ভালো? প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, বৎস সর্বদা তেজ ভালো নয়, সর্বদা ক্ষমাও ভালো নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষতি হয়, ভৃত্য শত্রু ও নিরপেক্ষ লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে এবং কটুবাক্য বলে। আবার যারা কখনও ক্ষমা করে না তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্রোধবশে স্থানে অস্থানে দণ্ডবিধান করে তার অর্থহানি সন্তাপ মোহ ও শত্রুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু হবে এবং যথাকালে কঠোর হবে। যে পূর্বে তোমার উপকার করেছে সে গুরু অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা

করবে। যে না বুঝে অপরাধ করে সে-ও ক্ষমার যোগ্য, কারণ সকলেই পণ্ডিত নয়। কিন্তু যারা সজ্ঞানে অপরাধ করে বলেন 'যে না বুঝে করেছি', সেই কুটিল লোকদের অল্প অপরাধেও দণ্ড দেবে। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ অল্প হলেও দণ্ডনীয়। মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লোভী ও সর্বদা অপরাধী; তারা কোনও কালে ক্ষমার যোগ্য নয়, তাদের প্রতি তেজ প্রকাশ করাই তোমার কর্তব্য।

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে রাখ যে ক্রোধ থেকে শুভাশুভ দুই-ই হয়। ক্রোধ সয়ে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকে পাপ করে, গুরুহত্যাও করে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তারা অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পূজা করে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের ক্রোধ দেখলেও যে ক্রুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে। ক্রোধ উৎপন্ন হলে যিনি প্রজ্ঞার দ্বারা রোধ করতে পারেন, পণ্ডিতরা তাঁকেই তেজস্বী মনে করেন। মূর্খরাই সর্বদা ক্রোধকে তেজ মনে করে, মানুষের বিনাশের জন্যই রজোগুণজাত ক্রোধের উৎপত্তি। ভীষ্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদুর কৃপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস সর্বদাই শমগুণের কথা বলেন। এঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে শান্তির উপদেশ দিলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, যদি লোভের বশে না দেন, তবে বিনষ্ট হবেন।

দ্রৌপদী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমার মোহ সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে পিতৃপিতামহের বৃত্তি ত্যাগ করে তোমার মতি অন্য দিকে গেছে। জগতে কেউ ধর্ম অনিষ্ঠুরতা ক্ষমা সরলতা ও দয়ার দ্বারা লক্ষ্মীলাভ করতে পারে না। তুমি বহুপ্রকার মহাযজ্ঞ করেছ তথাপি বিপরীত বুদ্ধির বশে দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্য ধন ভ্রাতৃগণ আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল মৃদুস্বভাব বদান্য লজ্জাশীল সত্যবাদী, তথাপি দ্যূতব্যসনে তোমার মতি হল কেন? বিধাতাই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে প্রাণীগণের সুখদুঃখ বিধান করেন। কাষ্ঠময় পুত্তলিকা যেমন অঙ্গচালনা করে সেইরূপ সকল মনুষ্য বিধাতার নির্দেশেই ক্রিয়া করে। যেমন সূত্রে গ্রথিত মণি, নাসাবদ্ধ বৃষ, স্রোতে পতিত বৃক্ষ, সেইরূপ মানুষও স্বাধীনতাহীন, তাকে বিধাতার বিধানেই চলতে হয়। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে ঈশ্বরই পাপপুণ্য করাচ্ছেন তা কেউ লক্ষ করে না। মানুষ যেমন অচেতন নিশ্চেষ্ট কাষ্ঠ-পাষাণ-লৌহ দ্বারাই তদ্রূপ পদার্থ ছিন্ন করে, ঈশ্বর সেইরূপ জীব দ্বারাই জীবহিংসা করেন। মহারাজা, বিধাতা প্রাণীগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করেন। তোমার বিপদ আর দুর্যোধনের সমৃদ্ধি দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা করছি যিনি এই বিষম ব্যবস্থা করেছেন। যদি লোকে পাপকর্মের ফলভোগ করে তবে ঈশ্বরও সেই পাপকর্মে লিপ্ত। আর, যদি কেউ পাপ করেও ফলভোগ না করে তবে তার কারণ— সে বলবান। দুর্বল লোকের জন্যই আমার শোক হচ্ছে।

যুধিষ্ঠির বললেন, যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, কিন্তু নাস্তিকের যোগ্য। আমি ধর্মের ফল অন্বেষণ করি না, দাতব্য বলেই দান করি, যজ্ঞ করা উচিত

বলেই যজ্ঞ করি। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই আমি যথাশক্তি গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন করি। যে লোক ধর্মকে দোহন করে ফল পেতে চায় এবং নাস্তিক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙ্কা করে, সে ধর্মের ফল পায় না। দ্রৌপদী, তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে তর্ক করছ। ধর্মের প্রতি সন্দেহ করো না, তাতে তির্যগ্‌গতি লাভ হয়। কল্যাণী, তুমি মূঢ় বুদ্ধির বশে বিধাতার নিন্দা করো না, সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ঋষিগণ যার কথা বলেছেন, শিষ্টজন যার আচরণ করছেন, সেই ধর্মের সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো না।

দ্রৌপদী বললেন, আমি ধর্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা করি না, দুঃখার্ত হয়েই অধিক কথা বলে ফেলেছি। আরও কিছু বলছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। মহারাজ, তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কর। যে লোক কেবল দৈবের ওপর নির্ভর করে, এবং যে হঠবাদী[১] তারা উভয়েই মন্দবুদ্ধি। দেবারাধনায় যা লাভ হয় তাই দৈব, নিজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌরুষ। ফলসিদ্ধির তিনটি কারণ, দৈব, প্রাক্তনকর্ম ও পুরুষকার। আমাদের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, তুমি পুরুষকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হলে তা নিশ্চয় দূর হবে।

৮। ভীম-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ— ব্যাসের উপদেশ

ভীম অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব? উচ্ছিষ্টভোজী শৃগাল যেমন সিংহের কাছ থেকে মাংস হরণ করে সেইরূপ দুর্যোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। রাজা, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করছেন, অল্প একটু ধর্মের জন্য রাজ্য বিসর্জন দিয়ে দুঃখ ভোগ করছেন। আমরা আপনার শাসন মেনে নিয়ে বন্ধুদের দুঃখিত এবং শত্রুদের আনন্দিত করছি। ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিনি এই অন্যায় কার্যের জন্য আমরা দুঃখ পাচ্ছি। সর্বদা ধর্ম ধর্ম করে আপনি কি ক্লীবের দশা পাননি? যাতে নিজের ও মিত্রবর্গের দুঃখ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, ব্যসন ও কুপথ। কেবল ধর্মে বা কেবল অর্থে বা কেবল কামে আসক্ত হওয়া ভালো নয়, তিনটিরই সেবা করা উচিত। শাস্ত্রকাররা বলেছেন, পূর্বাহ্ণে ধর্মের, মধ্যাহ্নে অর্থের এবং সায়াহ্নে কামের চর্চা করবে। আরও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য বয়সে অর্থের, এবং শেষ বয়সে ধর্মের আচরণ করবে। যাঁরা মুক্তি চান তাঁদের পক্ষেই ধর্ম-অর্থ-কাম বর্জন করা বিধেয়, গৃহবাসীর পক্ষে এই ত্রিবর্গের সেবাই শ্রেয়। মহারাজ, আপনি হয় সন্ন্যাস নিন না হয় ধর্ম-অর্থ-কামের চর্চা করুন, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা আতুরের জীবনের ন্যায় দুঃখময়। জগতের মূল ধর্ম, ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, কিন্তু বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকার্য করা যায়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্ম, ভিক্ষা বা বৈশ্য-শূদ্রের বৃত্তি বিহিত

১. যে মনে করে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে।

নয়। আপনি ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়হৃদয়ে শৈথিল্য ত্যাগ করে বিক্রম প্রকাশ করুন, ধুরন্ধরের ন্যায় ভার বহন করুন। কেবল ধর্মাত্মা হলে কোনও রাজাই রাজ্য ধন ও লক্ষ্মী লাভ করতে পারেন না। বলবানরা কপটতার দ্বারা শত্রু জয় করেন, আপনিও তাই করুন। কৃষক যেমন অল্পপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমানও সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ করেন। আমরা যদি কৃষ্ণ প্রভৃতি মিত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করি তবে অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার করতে পারব।

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ তার জন্য তোমার দোষ দিতে পারি না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের বিপদ হয়েছে। আমি দুর্যোধনের রাজ্য জয় করবার ইচ্ছায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার সরলতার সুযোগে ধূর্ত শকুনি শঠতার দ্বারা আমাকে পরাস্ত করেছিল। দুর্যোধন আমাদের দাস করেছিল, দ্রৌপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় যে পণ নির্ধারিত হয়েছিল তা আমি মেনে নিয়েছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা এখন লঙ্ঘন করতে পারি না। তুমি দ্যূতসভায় আমার বাহু দগ্ধ করতে চেয়েছিলে, অর্জুন তোমাকে নিরস্ত করেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লৌহগদা পরিষ্কার করছিলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রয়োগ করলে না? আমার প্রতিজ্ঞার সময়ে কেন আমাকে বাধা দিলে না? উপযুক্ত কালে কিছু না করে এখন আমাকে ভর্ৎসনা করে লাভ কী? লোকে বীজরোপণ করে যেমন ফলের প্রতীক্ষা করে, তুমিও সেইরূপ ভবিষ্যৎ সুখোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক।

ভীম বললেন, মহারাজ, যদি তের বৎসর প্রতীক্ষা করতে হয় তবে তার মধ্যেই আমাদের আয়ু শেষ হবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতমূর্খের ন্যায় আপনার বুদ্ধি শাস্ত্রের অনুসরণ করে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়ালু হয়ে পড়েছেন, ক্ষত্রিয়কুলে কেন আপনি জন্মেছেন? আমরা তের মাস বনে বাস করেছি, ভেবে দেখুন তের বৎসর কত বৃহৎ। মনীষীরা বলেন, সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পূতিকা (পুঁই শাক), সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি তের মাসকেই তের বৎসর গণ্য করুন। যদি এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, উত্তমরূপে মন্ত্রণা আর বিচার করে যদি বিক্রম প্রয়োগ করা হয় তবেই সিদ্ধিলাভ হয়, দৈবও তাতে অনুকূল হন। কেবল বলদর্পে চঞ্চল হয়ে কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। দুর্যোধন ও তার ভ্রাতারা দুর্ধর্ষ এবং অস্ত্রপ্রয়োগে সুশিক্ষিত। আমরা দিগ্‌বিজয়কালে যেসকল রাজাদের উৎপীড়িত করেছি তাঁরা সকলেই কৌরবপক্ষে আছেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহীন, কিন্তু অন্নদাতা ধৃতরাষ্ট্রের ঋণ শোধ করবার জন্য তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হবেন। কোপনস্বভাব সর্বাস্ত্রবিশারদ অজেয় অভেদ্যকবচধারী কর্ণও আমাদের উপর বিদ্বেষযুক্ত। এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে জয় না করে তুমি দুর্যোধনকে বধ করতে পারবে না।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীমসেন বিষণ্ণ হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন সময় মহাযোগী ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভরতসত্তম, তোমাকে আমি প্রতিস্মৃতি নামে বিদ্যা দিচ্ছি, তার প্রভাবে অর্জুন কার্যসিদ্ধি করবে। অস্ত্রলাভ করবার জন্য সে ইন্দ্র রুদ্র বরুণ কুবের ও যমের নিকট যাক। তোমরাও এই বন ত্যাগ করে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকা তপস্বীদের উদ্‌বেগজনক, তাতে উদ্ভিদ-মৃগাদিরও ক্ষয় হয়। এই বলে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিস্মৃতি মন্ত্র লাভ করে অমাত্য ও অনুচরদের সঙ্গে কাম্যকবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

৯। অর্জুনের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন

কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ ও অশ্বত্থামা— এঁরা সমগ্র ধনুর্বেদে বিশারদ, দুর্যোধন এঁদের সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করেছে। সমস্ত পৃথিবীই এখন তার বশে এসেছে। তুমি আমাদের প্রিয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর করি। বৎস, আমি ব্যাসদেবের নিকট একটি মন্ত্র লাভ করেছি, তুমি তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ত্র ইন্দ্রের কাছে আছে, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ত্র লাভ কর।

স্বস্ত্যয়নের পর অর্জুন সশস্ত্র হয়ে যাত্রার উদ্‌যোগ করলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ জীবন মরণ রাজ্য ঐশ্বর্য সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। তোমার মঙ্গল হোক, বলবানদের সঙ্গে তুমি বিরোধ করো না। জয়লাভের জন্য যাত্রা কর, ধাতা ও বিধাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখুন।

অর্জুন হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি আকাশবাণী শুনলেন— তিষ্ঠ। অর্জুন দেখলেন, পিঙ্গবলর্ণ কৃশকায় জটাধারী এক তপস্বী বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তিনি বললেন, বৎস, তুমি কে? অস্ত্রধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই শান্ত তপোবনে অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, তুমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যার প্রভাবে তুমি পরমগতি পেয়েছ। অর্জুনকে অবিচলিত দেখে তপস্বী সহাস্যে বললেন, আমি ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি অভীষ্ট স্বর্গ প্রার্থনা কর। অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে সর্ববিধ অস্ত্র দান করুন, আর কিছুই আমি চাই না। যদি আমার ভ্রাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিতে না পারি তবে আমার অকীর্তি সর্বত্র চিরস্থায়ী হবে। তখন ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ ত্রিলোচন শূলধর শিবের দর্শন পাবে তখন সমস্ত দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই বলে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন।

কৈরাতপর্বাধ্যায়

১০। কিরাতবেশী মহাদেব— অর্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভ

অর্জুন এক ঘোর বনে উপস্থিত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও পটহের ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হলে মহর্ষিগণ মহাদেবকে জানালেন। মহাদেব কাঞ্চনতরুর ন্যায় উজ্জ্বল কিরাতের বেশ ধারণ করে পিনাকহস্তে দর্শন দিলেন। অনুরূপ বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচরীবৃন্দ এবং ভৃত্যগণও অনুগমন করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হল, প্রস্রবণের নিনাদ ও পক্ষীরবও থেমে গেল। সেই সময়ে মূক নামে এক দানব বরাহের রূপে অর্জুনের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন শরাঘাত করতে গেলে কিরাতবেশী মহাদেব বললেন, এই নীলমেঘবর্ণ বরাহকে মারবার ইচ্ছা আমিই আগে করেছি। অর্জুন বারণ শুনলেন না, তিনি ও কিরাত এককালেই শরমোচন করলেন, দুই শর একসঙ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হল। মূক দানব ভীষণ রূপ ধারণ করে মরে গেল। অর্জুন কিরাতকে সহাস্যে বললেন, কে তুমি কনককান্তি? এই বনে স্ত্রীদের নিয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহকে কেন তুমি শরবিদ্ধ করলে? পর্বতবাসী, তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছ সে জন্য তোমাকে বধ করব। কিরাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীর, আমরা এই বনেই থাকি, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জনহীন দেশে কেন এসেছ? অর্জুন বললেন, মন্দবুদ্ধি, তুমি বলদর্পে নিজের দোষ মানছ না, আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই।

অর্জুন শরবর্ষণ করতে লাগলেন, পিনাকপাণি কিরাতরূপী শংকর অক্ষতশরীরে পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অর্জুন বললেন, সাধু সাধু। তাঁর অক্ষয় তূণীরের সমস্ত বাণ নিঃশেষ হল, তিনি ধনুর্গুণ দিয়ে কিরাতকে আকর্ষণ করে মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন, কিরাত ধনু কেড়ে নিলেন। অর্জুন তাঁর মস্তকে খড়্গাঘাত করলেন, খড়্গ লাফিয়ে উঠল। অর্জুন বৃক্ষ আর শিলা দিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন, তা-ও বৃথা হল। তখন দুজনে ঘোর মুষ্টিযুদ্ধ হতে লাগল। কিরাতের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে অর্জুনের শ্বাসরোধ হল, তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পেয়ে তিনি মহাদেবের মৃন্ময় মূর্তি গড়ে পূজা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর নিবেদিত মাল্য কিরাতের মস্তকে লগ্ন হচ্ছে। তখন তিনি কিরাতরূপী মহাদেবের চরণে পতিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন।

মহাদেব প্রীত হয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, পার্থ, তুমি পূর্বজন্মে বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সহচর নর হয়ে অযুত বৎসর তপস্যা করেছিলে, তোমরা নিজ তেজে জগৎ রক্ষা করছ। তুমি অভীষ্ট বর চাও। অর্জুন বললেন, বৃষধ্বজ, ব্রহ্মশির নামে আপনার যে পাশুপত অস্ত্র আছে তাই আমাকে দিন, কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি তা প্রয়োগ

করব। মহাদেব মূর্তিমান কৃতান্তের তুল্য সেই অস্ত্র অর্জুনকে দান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিলেন। তার পর অর্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করে সকল ব্যথা দূর করে বললেন, এখন তুমি স্বর্গে যাও। এই বলে তিনি উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

তখন বরুণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইন্দ্র অর্জুনের নিকট আবির্ভূত হলেন। যম তাঁর দণ্ড, বরুণ তাঁর পাশ, এবং কুবের অন্তর্ধান নামক অস্ত্র দান করলেন। ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয়, তোমাকে মহৎ কার্যের জন্য দেবলোকে যেতে হবে। সেখানেই তোমাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করব। তার পর দেবতারা চলে গেলেন।

ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যায়

১১। ইন্দ্রলোকে অর্জুন— উর্বশীর অভিসার

আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্ণ করে গম্ভীরনাদে মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হল। সেই রথের মধ্যে অসি শক্তি গদা প্রাস বিদ্যুৎ বজ্র, চক্রযুক্ত মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দকারী বায়ুবিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ত্র[১], মহাকায় জ্বলিতমুখ সর্প, এবং রাশীকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়ুগতি দশ সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অর্জুন বললেন, সাধু মাতলি, তুমি আগে রথে ওঠ, অশ্বসকল স্থির হোক, তার পর আমি উঠব। অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে মন্ত্রজপ ও পিতৃতর্পণ করলেন, তার পর শৈলরাজ হিমালয়ের স্তব করে রথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে মানুষের অদৃশ্যলোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নির আলোক নেই। পৃথিবী থেকে যে দ্যুতিমান তারকাসমূহ দেখা যায় সেসকল অতিবৃহৎ হলেও দূরত্বের জন্য দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অর্জুন সেইসকল তারকাকে স্বস্থানে স্বতেজে দীপ্তিমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্থ, ভূতল থেকে যাঁদের তারকারূপে দেখেছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন।

অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট হয়ে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসালেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্বশী প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহারিণী অপ্সরারা নাচতে লাগলেন। তার পর দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অর্জুনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন।

---

১. 'চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাঃ।' নীলকণ্ঠ কামান অর্থ করেছেন। স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত।

ইন্দ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করে অর্জুন অমরাবতীতে পাঁচ বৎসর সুখে বাস করলেন। তিনি ইন্দ্রের আদেশে চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত-বাদ্যও শিখলেন। একদিন চিত্রসেন উর্বশীর কাছে গিয়ে বললেন, কল্যাণী, দেবরাজের আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অর্জুন তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তিনি আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উর্বশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করে স্মিতমুখে বললেন, আমিও তাঁর প্রতি অনুরক্ত। সখা, তুমি যাও, আমি অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হব।

উর্বশী স্নান করে মনোহর অলংকার ও গন্ধমাল্য ধারণ করলেন এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হলে অর্জুনের ভবনে যাত্রা করলেন। তাঁর কোমল কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশ পুষ্পমালায় ভূষিত, মুখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহ্বান করছে, চন্দনচর্চিত হারশোভিত স্তনদ্বয় তাঁর পাদক্ষেপে লম্ফিত হচ্ছে। অল্প মদ্যপান, কামাবেশ ও বিলাসবিভ্রমের জন্য তিনি অতিশয় দর্শনীয়া হলেন। দ্বারপালের মুখে উর্বশীর আগমনসংবাদ পেয়ে অর্জুন শঙ্কিতমনে এগিয়ে এলেন এবং লজ্জায় চক্ষু আবৃত করে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে অভিবাদন করছি, বলুন কী করতে হবে, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। অর্জুনের কথা শুনে উর্বশীর যেন চৈতন্যলোপ হল। তিনি বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, চিত্রসেন আমাকে যা বলেছেন, শোন। তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাতে দেবতা মহর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতির সমক্ষে গন্ধর্বগণ বীণা বাজিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা নৃত্য করেছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুমি নাকি অনিমেষনয়নে শুধু আমাকেই দেখেছিলে। সভাভঙ্গের পর তোমার পিতা ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়ে আমাকে আদেশ জানালেন, আমি যেন তোমার সঙ্গে মিলিত হই। এই কারণেই আমি তোমার সেবা করতে এসেছি। তুমি আমার চিরাভিলষিত, তোমার গুণাবলিতে আকৃষ্ট হয়ে আমি অনঙ্গের বশবর্তিনী হয়েছি।

লজ্জায় কান ঢেকে অর্জুন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার শ্রবণযোগ্য নয়, কুন্তী ও শচীর ন্যায় আপনি আমার গুরুপত্নীতুল্য। আপনি পুরুবংশের জননী[১], গুরুর অপেক্ষাও গুরুতরা, সে জন্যই উৎফুল্লনয়নে আপনাকে দেখেছিলাম। উর্বশী বললেন, দেবরাজপুত্র, আমাকে গুরুস্থানীয়া মনে করা অনুচিত, অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। পুরুবংশের পুত্র বা পৌত্র যে কেউ স্বর্গে এলে আমাদের সঙ্গে সহবাস করেন। তুমি আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর। অর্জুন বললেন, বরবর্ণিনী, আমি আপনার চরণে মস্তক রাখছি, আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয়া, আমি আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়। উর্বশী ক্রোধে অভিভূত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভ্রূকুটি করে বললেন, পার্থ, আমি তোমার পিতার অনুজ্ঞায় স্বয়ং তোমার গৃহে কামার্তা হয়ে এসেছি, তথাপি তুমি আমাকে আদর করলে না; তুমি সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে। এই বলে উর্বশী স্বগৃহে চলে গেলেন।

---

১. পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপৌত্র পুরু।

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দ্র স্মিতমুখে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বৎস, তোমার জন্য কুন্তী আজ সুপুত্রবতী হলেন, তুমি ধৈর্যে ঋষিগণকেও পরাজিত করেছ। উর্বশীর অভিশাপ তোমার কাজে লাগবে, অজ্ঞাতবাসকালে তুমি এক বৎসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তার পর আবার পুরুষত্ব পাবে।

অর্জুন নিশ্চিন্ত হয়ে চিত্রসেন গন্ধর্বের সংসর্গে সুখে স্বর্গবাস করতে লাগলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের এই পবিত্র চরিতকথা যে নিত্য শোনে তার পাপজনক কামক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না, সে মত্ততা দম্ভ ও রাগ পরিহার করে স্বর্গলোকে সুখভোগ করে।

নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

১২। ভীমের অধৈর্য— মহর্ষি বৃহদশ্ব

একদিন পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর সঙ্গে দুঃখিতমনে কাম্যকবনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌরুষ আছে, বলবানদের সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালী হতে পারি, কিন্তু আপনার দ্যূতদোষের জন্য সকলে কষ্ট পাচ্ছি। রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অর্জুনকে ফিরিয়ে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার বৎসরের পূর্বেই ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করব। শত্রুরা দূর হলে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হলে আপনার দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। রাজা, এইরূপই হতে পারে যদি আপনি নির্বুদ্ধিতা দীর্ঘসূত্রতা আর ধর্মপরায়ণতা ত্যাগ করেন। শঠতার দ্বারা শঠকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচারে দুঃসহ দুঃখের কালে এক অহোরাত্রই এক বৎসরের সমান গণ্য হয়, এইরূপ বেদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তের দিনেই তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে, দুর্যোধনাদিকে বধ করবার সময় এসেছে। দুর্যোধনের চর সর্বত্র আছে, অজ্ঞাতবাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার বনবাসে পাঠাবে। যদি অজ্ঞাতবাস থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দ্যূতক্রীড়ায় ডাকবে। আপনার নিপুণতা নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, সে জন্য আবার আপনি হারবেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মহাবাহু, তের বৎসর উত্তীর্ণ হলে তুমি আর অর্জুন নিশ্চয় দুর্যোধনকে বধ করবে। তুমি বলছ, সময় এসেছে, কিন্তু আমি মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না করেও তুমি শত্রুবধ করবে।

এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র মধুপর্ক দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। বৃহদশ্ব বিশ্রামের পর উপবিষ্ট হলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, ভগবান, ধূর্ত দ্যূতকারগণ আমার রাজ্য ও ধন শঠতার দ্বারা হরণ করেছে। আমি সরলস্বভাব, অক্ষনিপুণ

নই। তারা আমার প্রিয়তমা ভার্যাকে দ্যূতসভায় নিয়ে গিয়েছিল, তার পর দ্বিতীয়বার দ্যূতে জয়লাভ করে আমাদের বনে পাঠিয়েছে। দ্যূতসভায় তারা যে দারুণ কটুবাক্য বলেছে এবং আমার দুঃখার্ত সুহৃদ্গণ যা বলেছিলেন তা আমার হৃদয়ে নিহিত আছে, সমস্ত রাত্রি আমি সেইসকল কথা চিন্তা করি। অর্জুনের বিরহেও আমি যেন প্রাণহীন হয়ে আছি। আমার চেয়ে মন্দভাগ্য ও দুঃখার্ত কোনও রাজাকে আপনি জানেন কি?

মহর্ষি বৃহদশ্ব বললেন, যদি শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যিনি তোমার চেয়েও দুঃখী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বৃহদশ্ব নল রাজার এই উপাখ্যান বললেন।—

১৩। নিষধরাজ নল— দময়ন্তীর স্বয়ংবর

নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদ্গুণান্বিত রূপবান অশ্বতত্ত্বজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি বীরসেনের পুত্র, ব্রাহ্মণপালক, বেদজ্ঞ, দ্যূতপ্রিয়, সত্যবাদী, এবং বৃহৎ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি। তাঁর সমকালে বিদর্ভ দেশে ভীম নামে রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁর মহিষী ব্রহ্মর্ষি দমনকে সেবায় তুষ্ট করে একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র লাভ করেন। কন্যার নাম দময়ন্তী, তিন পুত্রের নাম দম, দান্ত ও দমন। দময়ন্তীর ন্যায় সুন্দরী মনুষ্যলোকে কেউ ছিল না, দেবতারাও তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন।

লোকে নল ও দময়ন্তীর নিকট পরস্পরের রূপগুণের প্রশংসা করত, তার ফলে দেখা না হলেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেন। একদিন নল নির্জন উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতগুলো কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একটিকে ধরলে সে বলল, রাজা, আমাকে মারবেন না, আমি আপনার প্রিয়কার্য করব, দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন করে বলব যে তিনি অন্য পুরুষ কামনা করবেন না। নলের কাছে মুক্তি পেয়ে সেই হংস তার সহচরদের সঙ্গে বিদর্ভ দেশে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হল। রাজকন্যা ও তাঁর সখীরা সেই সকল আশ্চর্য হংস দেখে হৃষ্ট হয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেন। দময়ন্তী যাকে ধরতে গেলেন সেই হংস মানুষের ভাষায় বলল, নিষধরাজ নল মূর্তিমান কন্দর্পের ন্যায় রূপবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপনি যেমন নারীরত্ন, নলও সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ, উত্তমার সঙ্গে উত্তমের মিলন অতিশয় শুভকর হবে। দময়ন্তী উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা বলো। তখন হংস নিষধরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানাল।

দময়ন্তী চিন্তাগ্রস্ত বিবর্ণ ও কৃশ হতে লাগলেন। সখীদের মুখে কন্যার অসুস্থতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ করেছে, এখন তার স্বয়ংবর হওয়া উচিত। রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন, তাঁর নিমন্ত্রণে বহু রাজা বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন।

এই সময়ে নারদ ও পর্বত দেবর্ষিদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমরে পরাঙ্‌মুখ না হয়ে জীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ কোথায়? সেই প্রিয় অতিথিগণকে আর এখানে আসতে দেখি না কেন? নারদ বললেন, দেবরাজ, তার কারণ শুনুন।— বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী তাঁর সৌন্দর্যে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে অতিক্রম করেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই নারীরত্নকে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। এমন সময় অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের কাছে এলেন এবং নারদের কথা শুনে হৃষ্ট হয়ে সকলে বললেন, আমরাও যাব।

ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম তাঁদের বাহন ও অনুচরসহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা করলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মন্মথতুল্য নলকে দেখে বিস্মিত হলেন, তাঁদের দময়ন্তীলাভের আশা দূর হল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে রেখে ভূতলে নেমে নলকে বললেন, নিষধরাজ, তুমি সত্যব্রত, দূত হয়ে আমাদের সাহায্য কর। নল কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, করব। আপনারা কে? আমাকে কার দৌত্য করতে হবে? ইন্দ্র বললেন, আমরা অমর, দময়ন্তীর জন্য এসেছি। তুমি গিয়ে তাঁকে বল যে দেবতারা তাঁকে চান, তিনি ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম এই চারজনের একজনকে বরণ করুন। নল বললেন, আমিও তাঁকে চাই, নিজেই যখন প্রার্থী তখন পরের জন্য কী করে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা বললেন, তুমি করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, এখন তার অন্যথা করতে পার না, অতএব শীঘ্র যাও। নল বললেন, সুরক্ষিত অন্তঃপুরে আমি কী করে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি প্রবেশ করতে পারবে।

সখীগণে পরিবেষ্টিত দময়ন্তীর কাছে নল উপস্থিত হলেন। দময়ন্তী স্মিতমুখে বললেন, সর্বাঙ্গসুন্দর, তুমি কে? আমার হৃদয় হরণ করতে কেন এখানে এসেছ? নল বললেন, কল্যাণী, আমি নল, ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম এই দেবতার দূত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, তাঁদের একজনকে পতিরূপে বরণ কর। দময়ন্তী বললেন, রাজা, আমি এবং আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, তুমিই আমার প্রতি প্রণয়শীল হও। হংসদের কাছে সংবাদ পেয়ে তোমাকে পাবার জন্যই আমি স্বয়ংবরে রাজাদের আনিয়েছি। তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তবে বিষ অগ্নি জল বা রজ্জুর দ্বারা আত্মহত্যা করব। নল বললেন, দেবতারা থাকতে মানুষকে চাও কেন? আমি তাঁদের চরণধূলির তুল্যও নই, তাঁদের প্রতিই তোমার মন দেওয়া উচিত। দময়ন্তী অশ্রুপ্লাবিতনয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম করি; মহারাজ, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেবগণের দূতরূপে এসেছি, এখন স্বার্থসাধন কী করে করব? দময়ন্তী বললেন, আমি নির্দোষ উপায় বলছি শোন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সঙ্গে তুমিও স্বয়ংবর সভায় এস, আমি তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব।

নল ফিরে এসে দেবগণকে বললেন, আমি আপনাদের বার্তা দময়ন্তীকে জানিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি আপনাদের সকলকে এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভায় আসতে বলেছেন।

বিদর্ভরাজ ভীম শুভদিনে শুভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন। নানা দেশের রাজারা সুগন্ধ মাল্য ও মণিকুণ্ডলে ভূষিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হলেন। দময়ন্তী সভায় এলে তাঁর দেহেই রাজাদের দৃষ্টি লগ্ন হয়ে রইল, অন্যত্র গেল না। অনন্তর রাজাদের নামকীর্তন আরম্ভ হল। দময়ন্তী তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের আকৃতি একই প্রকার, প্রত্যেককেই নল বলে মনে হয়। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন, এঁদের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্ উপায়ে বুঝব? বৃদ্ধদের কাছে দেবতার যেসব লক্ষণ শুনেছি তা এই পাঁচজনের মধ্যে কারও দেখছি না। তখন দময়ন্তী কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার করে বললেন, আমি হংসগণের বাক্য শুনে নিষধরাজকে পতিত্বে বরণ করেছি, আমার সেই সত্য যেন রক্ষা পায়। দেবগণ নলকে দেখিয়ে দিন, তাঁরা নিজরূপ ধারণ করুন যাতে আমি নলকে চিনতে পারি।

দময়ন্তীর করুণ প্রার্থনা শুনে এবং নলের প্রতি তাঁর পরম অনুরাগ জেনে ইন্দ্রাদি চারজন লোকপাল তাঁদের দেবচিহ্ন ধারণ করলেন। দময়ন্তী দেখলেন, তাঁদের গাত্র স্বেদশূন্য, চক্ষু অপলক, দেহ ছায়াহীন। তাঁদের মাল্য অম্লান, অঙ্গ ধূলিশূন্য, ভূমি স্পর্শ না করেই তাঁরা বসে আছেন। কেবল একজনের এইসকল দেবলক্ষণ নেই দেখে দময়ন্তী বুঝলেন তিনিই নল। তখন লজ্জমানা দময়ন্তী বসনপ্রান্ত ধারণ করে নলের স্কন্ধদেশে পরম শোভন মাল্য অর্পণ করলেন। রাজারা হা হা করে উঠলেন, দেবতা ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বললেন। নল হৃষ্টমনে দময়ন্তীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি দেবগণের সন্নিধিতে মানুষকেই বরণ করলে, আমাকে তোমার ভর্তা ও আজ্ঞানুবর্তী বলে জেনো। সুহাসিনী, যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন আমি তোমারই অনুরক্ত থাকব।

দেবতারা হৃষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করবে। অগ্নি বললেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে এবং অন্তিমে তুমি প্রভাময় দিব্যলোকে যাবে। যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক করবে তাই সুস্বাদু হবে, তুমি চিরকাল ধর্মপথে থাকবে। বরুণ বললেন, তুমি যেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। দেবতারা সকলে মিলে নলকে উত্তম গন্ধমাল্য এবং যুগল সন্তান লাভের বর দিলেন।

বিবাহের পর কিছুকাল বিদর্ভ দেশে থেকে নল তাঁর পত্নীর সঙ্গে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করলেন। যথাকালে দময়ন্তী একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা।

১৪। কলির আক্রমণ— নল-পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া

স্বয়ংবর থেকে ফেরবার পথে দেবতাদের সঙ্গে দ্বাপর আর কলির দেখা হল। কলি বললেন, দময়ন্তীর ওপর আমার মন পড়েছে, তাকে স্বয়ংবরে পাবার জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ংবর হয়ে গেছে, আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী নল রাজাকে বরণ করেছেন। কলি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে ত্যাগ করে সে মানুষকে বরণ করেছে, এজন্য তার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত। ইন্দ্র বললেন, কলি, নলের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন রাজাকে যে অভিশাপ দেয় সে নিজেই অভিশপ্ত হয়ে ঘোর নরকে পড়ে। দেবতারা চলে গেলে কলি দ্বাপরকে বললেন, আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না, নলের দেহে অধিষ্ঠান করে তাকে রাজ্যভ্রষ্ট করব। তুমি আমাকে সাহায্য করবার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর।

কলি নিষধরাজ্যে এসে নলের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার বৎসর পরে একদিন কলি দেখলেন, নল মূত্রত্যাগের পর পা না ধুয়ে শুধু আচমন করে সন্ধ্যা করছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। তার পর তিনি নলের ভ্রাতা পুষ্করের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে অক্ষক্রীড়া কর, আমার সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় করতে পারবে। পুষ্কর সম্মত হয়ে নলের কাছে চললেন, কলি বৃষের রূপ ধারণ করে পিছনে পিছনে গেলেন।

নল পুষ্করের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ যানবাহন বসন প্রভৃতি বহুপ্রকার ধন হারলেন। রাজাকে অক্ষক্রীড়ায় মত্ত দেখে মন্ত্রী পুরবাসীগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কলির আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ন্তী পুনর্বার নিজে গিয়ে তাঁর ধাত্রী বৃহৎসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন দময়ন্তী সারথি বার্ষ্ণেয়কে ডেকে আনিয়ে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহায্য কর। তিনি পুষ্করের কাছে যত হেরে যাচ্ছেন ততই তাঁর খেলার আগ্রহ বাড়ছে। রাজা মোহগ্রস্ত হয়েছেন তাই সুহৃজ্জনের আর আমার কথা শুনছেন না। আমার মন ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো তাঁর রাজ্যনাশ হবে। তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা কর, আমার পুত্রকন্যাকে কুণ্ডিন নগরে তাদের মাতামহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমার দুই সন্তান, রথ ও অশ্ব রেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। সারথি বার্ষ্ণেয় মন্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বালিকা, রথ ও অশ্ব সেখানে রেখে ভীম রাজার কাছে বিদায় নিল। তার পর শোকার্ত হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে অযোধ্যায় গেল এবং সেখানে রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কর্মে নিযুক্ত হল।

১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ— দময়ন্তীর পর্যটন

নলের রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষক্রীড়ায় জিতে নিয়ে পুষ্কর হেসে বললেন, আপনার সর্বস্ব আমি জয় করেছি, কেবল দময়ন্তী অবশিষ্ট আছেন, যদি ভালো মনে করেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। পুণ্যশ্লোক নলের মন দুঃখে বিদীর্ণ হল, তিনি কিছু না বলে তাঁর সকল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে একবস্ত্রে অনাবৃতদেহে রাজ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দময়ন্তীও একবস্ত্রে তাঁর সঙ্গে গেলেন।

পুষ্করের শাসনে কোনও লোক নল-দময়ন্তীর সমাদর করল না। তাঁরা কেবল জলপান করে নগরের উপকণ্ঠে ত্রিরাত্র বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘুরতে ঘুরতে কতকগুলি পাখি দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, এই পাখিগুলোই আজ আমাদের ভক্ষ্য হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তিনি তাঁর পরিধানের বস্ত্র খুলে ফেলে পাখিদের উপর চাপা দিলেন। পাখিরা বস্ত্র নিয়ে আকাশে উঠে বলল, দুর্বুদ্ধি নল, যা নিয়ে দ্যূতক্রীড়া করেছিলে আমরাই সেই পাশা। তুমি সবস্ত্রে গেলে আমাদের প্রীতি হবে না। বিবস্ত্র নল দময়ন্তীকে বললেন, অনিন্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি ঐশ্বর্যহীন হয়েছি, যাদের জন্য আমরা প্রাণযাত্রার উপযুক্ত খাদ্য আর নিষধবাসীর সাহায্য পাচ্ছি না তারাই পক্ষী হয়ে আমার বস্ত্র হরণ করেছে। আমি দুঃখে জ্ঞানহীন হয়েছি। আমি তোমার স্বামী, তোমার ভালোর জন্য যা বলছি শোন।— এখান থেকে কতকগুলি পথ অবন্তী ও ঋক্ষবান পর্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে। ওই বিন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োষ্ণী নদী, ওখানে প্রচুর ফলমূল সমন্বিত ঋষিদের আশ্রম আছে। এই বিদর্ভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই দক্ষিণাপথের। নল কাতর হয়ে এইসব কথা বার বার দময়ন্তীকে বললেন।

দময়ন্তী বললেন, তোমার অভিপ্রায় অনুমান করে আমার হৃদয় কাঁপছে, সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ করে আমি কী করে অন্যত্র যাব? ভিষকরা বলেন, সকল দুঃখে ভার্যার সমান ওষুধ নেই। নল বললেন, তুমি কেন আশঙ্কা করছ, আমি নিজেকে ত্যাগ করতে পারি কিন্তু তোমাকে পারি না। দময়ন্তী বললেন, মহারাজ, তবে বিদর্ভের পথ দেখাচ্ছ কেন? যদি আমার আত্মীয়দের কাছেই আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার পিতা বিদর্ভরাজ তোমাকে সসম্মানে আশ্রয় দেবেন, তুমি আমাদের গৃহে সুখে থাকতে পারবে। নল বললেন, পূর্বে সেখানে সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়েছিলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কী করে যাব?

নল-দময়ন্তী একই বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে করতে একটি পথিকদের বিশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শয়ন করলেন। দময়ন্তী তখনই নিদ্রিত হলেন। নল ভাবলেন, দময়ন্তী আমার জন্যই দুঃখভোগ করছেন, আমি না থাকলে ইনি হয়তো পিতৃগৃহে যাবেন। কলির দুষ্ট প্রভাবে নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করাই স্থির করলেন এবং যে বস্ত্র তাঁরা দু জনেই পরে ছিলেন তা দ্বিখণ্ড করবার জন্য ব্যগ্র হলেন। নল দেখলেন,

আশ্রয়স্থানের এক প্রান্তে একটি কোষমুক্ত খড়গ রয়েছে। সেই খড়গ দিয়ে বস্ত্রের অর্ধভাগ কেটে নিয়ে নিদ্রিতা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। এইরূপে নল আন্দোলিতহৃদয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান করলেন।

নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়ন্তী শোকার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি পতির অন্বেষণে শ্বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরের ন্যায় মহাকায় এক ক্ষুধার্ত অজগর তাঁকে ধরল। দময়ন্তীর আর্তনাদ শুনে এক ব্যাধ তখনই সেখানে এল এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রে অজগরের মুখ চিরে দময়ন্তীকে উদ্ধার করল। অজগরকে বধ করে ব্যাধ দময়ন্তীকে প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিল এবং আহারও দিল। দময়ন্তী আহার করলে ব্যাধ বলল, মৃগশাবকাক্ষী, তুমি কে, কেন এখানে এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অর্ধবসনধারিণী দময়ন্তীর রূপ দেখে ব্যাধ কামার্ত হয়ে তাঁকে ধরতে গেল। দময়ন্তী বললেন, যদি আমি নিষধরাজ ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি তবে এই ক্ষুদ্র মৃগয়াজীবী গতাসু হয়ে পড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়ে ভূপতিত হল।

দময়ন্তী ঝিল্লীনাদিত বহুবৃক্ষ সমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন, সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষ-ভল্লুকাদি প্রাণী এবং ম্লেচ্ছ-তস্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস করে। তিনি উন্মত্তার ন্যায় শ্বাপদ পশু ও অচেতন পর্বতকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অহোরাত্র উত্তর দিকে চলে তিনি এক রমণীয় তপোবনে উপস্থিত হলেন। তপস্বীরা বললেন, সর্বাঙ্গসুন্দরী, তুমি কে? শোক করো না, আশ্বস্ত হও। তুমি কি এই অরণ্যের বা পর্বতের বা নদীর দেবী? দময়ন্তী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যদি কয়েক দিনের মধ্যে নল রাজার দেখা না পাই তবে আমি দেহত্যাগ করব। তপস্বীরা বললেন, কল্যাণী, তোমার মঙ্গল হবে, আমরা দেখছি তুমি শীঘ্রই নিষধরাজের দর্শন পাবে। তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বরত্নসমন্বিত হয়ে নিজ রাজ্য শাসন করবেন, শত্রুদের ভয় উৎপাদন ও সুহৃদগণের শোক নাশ করবেন। এই বলে তপস্বীগণ অন্তর্হিত হলেন। দময়ন্তী বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? তাপসগণ কোথায় গেলেন? তাঁদের আশ্রম, পুণ্যসলিলা নদী, ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষ প্রভৃতি কোথায় গেল?

নলের অন্বেষণে আবার যেতে যেতে দময়ন্তী এক নদীতীরে এসে দেখলেন, এক বৃহৎ বণিকের দল অনেক হস্তী অশ্ব রথ নিয়ে নদী পার হচ্ছে। দময়ন্তী সেই যাত্রীদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মত্তের ন্যায় অর্ধবসনাবৃত কৃশ মলিন মূর্তি দেখে কতকগুলি লোক ভয়ে পালিয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, কেউ হাসতে লাগল। একজন বলল, কল্যাণী, তুমি কি মানবী, দেবতা যক্ষী, না রাক্ষসী? আমরা তোমার শরণ নিলাম, আমাদের রক্ষা কর, যাতে এই বণিকের দল নিরাপদে যেতে পারে তা কর। দময়ন্তী তাঁর পরিচয় দিলেন এবং নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন শুচি নামক সার্থবাহ (বণিক্‌সংঘের নায়ক) বললেন, যশস্বিনী, নলকে আমরা দেখিনি, এই বনে আপনি ভিন্ন কোনও মানুষও দেখিনি। আমরা বাণিজ্যের জন্য চেদিরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাচ্ছি।

নলের দেখা পাবেন এই আশায় দময়ন্তী সেই বণিক্‌সংঘের সঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হলেন। পরিশ্রান্ত বণিকের দল সেখানে রাত্রিযাপনের আয়োজন করল। সকলে নিদ্রিত হলে অর্ধরাত্রে একদল মদমত্ত বণ্য হস্তী বণিকসংঘের পালিত হস্তীদের মারবার জন্য সবেগে এল। সহসা আক্রান্ত হয়ে বণিকরা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল, বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে ও পদের পেষণে অনেকে নিহত হল, বহু উষ্ট্র ও অশ্বও বিনষ্ট হল। হতাবশিষ্ট বণিকরা বলতে লাগল, আমরা বাণিজ্যদেবতা মণিভদ্রের এবং যক্ষাধিপ কুবেরের পূজা করিনি তারই এই ফল। কয়েকজন বলল, সেই উন্মত্তদর্শনা বিকৃতরূপা নারীই মায়াবলে এই বিপদ ঘটিয়েছে। নিশ্চয় সে রাক্ষসী যক্ষী বা পিশাচী, তাকে দেখলে আমরা হত্যা করব।

এই কথা শুনতে পেয়ে দময়ন্তী বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তিনি বিলাপ করে বললেন, এই নির্জন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয় পেয়েছিলাম তা-ও হস্তীযূথ এসে বিধ্বস্ত করল, এ-ও আমার মন্দভাগ্যের ফল। অমি স্বয়ংবরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাঁদেরই কোপে আমার এই দুর্দশা হয়েছে। হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, দময়ন্তী তাঁদের সঙ্গে যেতে লাগলেন। বহুকাল পর্যটনের পর দময়ন্তী একদিন সায়াহ্নকালে চেদিরাজ সুবাহুর নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁকে উন্মত্তার ন্যায় দেখে গ্রাম্য বালকগণ কৌতূহলের বশে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক ধাত্রীকে বললেন, এই দুঃখিনী শরণার্থিনী নারীকে লোকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি ওকে নিয়ে এস।

দময়ন্তী এলে রাজমাতা বললেন, এই দুর্দশাতেও তোমাকে রূপবতী দেখছি, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় তুমি কে? দময়ন্তী বললেন, আমি পতিব্রতা সদ্‌বংশীয়া সৈরিন্ধ্রী[১]। আমার ভর্তার গুণের সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু দুর্দৈববশে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে তিনি বনে এসেছিলেন, সেখানে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করে চলে গেছেন। বিরহতাপে দিবারাত্র দগ্ধ হয়ে আমি তাঁর অন্বেষণ করছি।

রাজমাতা বললেন, কল্যাণী, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়েছে, আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেরা তোমার পতির অন্বেষণ করবে, হয়তো তিনি ঘুরতে ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

দময়ন্তী বললেন, বীরজননী, আমি আপনার কাছে থাকব, কিন্তু কারও উচ্ছিষ্ট খাব না বা পা ধুইয়ে দেব না। পতির অন্বেষণের জন্য আমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখা করব,

---

১. যে নারী পরগৃহে স্বাধীনভাবে থেকে শিল্পাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

কিন্তু অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না। যদি কোনও পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে তবে আপনি তাকে বধদণ্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, এবং নিজ দুহিতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেবরূপিণী সৈরিন্ধ্রী তোমার সমবয়স্কা, ইনি তোমার সখী হবেন। সুনন্দা হৃষ্টচিত্তে দময়ন্তীকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন।

১৬। কর্কোটক নাগ— নলের রূপান্তর

দময়ন্তীকে ত্যাগ করে নল গহন বনে গিয়ে দেখলেন, দাবাগ্নি জ্বলছে এবং কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে, পুণ্যশ্লোক নল, শীঘ্র আসুন। নল অগ্নির নিকটে এলে এক কুণ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, রাজা, আমি কর্কোটক নাগ, মহর্ষি নারদকে প্রতারিত করেছিলাম সে জন্য তিনি শাপ দিয়েছেন— এই স্থানে স্থাবরের ন্যায় পড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন তখন শাপমুক্ত হবে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি সখা হয়ে আপনাকে সৎপরামর্শ দেব। এই বলে নাগেন্দ্র কর্কোটক অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবাগ্নিশূন্য স্থানে চললেন।

যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, নিষধরাজ, আপনি পদক্ষেপ গণনা করে চলুন, আমি আপনার মহোপকার করব। নল দশম পদক্ষেপ করবামাত্র কর্কোটক তাঁকে দংশন করলেন, তৎক্ষণাৎ নলের রূপ বিকৃত হয়ে গেল। কর্কোটক নিজ মূর্তি ধারণ করে বললেন, মহারাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সে জন্য আপনার প্রকৃত রূপ অন্তর্হিত করে দিলাম। যে কলি কর্তৃক আবিষ্ট হয়ে আপনি প্রতারিত ও মহাদুঃখে পতিত হয়েছেন সে এখন আমার বিষে আক্রান্ত হয়ে আপনার দেহে কষ্টে বাস করবে। আপনি অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে বলুন যে আপনি বাহুক নামক সারথি। তিনি আপনার নিকট অশ্বহৃদয় শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহৃদয়[১] দান করবেন। ঋতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, আপনিও দ্যূতক্রীড়ায় পারদর্শী হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্নী পুত্রকন্যা ও রাজ্য ফিরে পাবেন। যখন পূর্বরূপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ করে এই বসন পরিধান করবেন। এই বলে কর্কোটক নলকে দিব্য বস্ত্রযুগল দান করে অন্তর্হিত হলেন।

দশ দিন পরে নল ঋতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহুক, অশ্বচালনায় আমার তুল্য নিপুণ লোক পৃথিবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও কার্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হলে আমি মন্ত্রণা দিতে পারব, রন্ধনবিদ্যাও আমি বিশেষরূপে জানি। সর্বপ্রকার শিল্প ও দুরূহ কার্য সম্পাদনেও আমি যত্নশীল হব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহুক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভালো হবে। দশ

১. 'হৃদয়'-এর অর্থ গুপ্তবিদ্যা, অর্থাৎ অশ্বচালনায় বা অক্ষক্রীড়ায় অসাধারণ নৈপুণ্য।

সহস্র মুদ্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলে বার্ষ্ণেয়[১] ও জীবল[২] তোমার সেবা করবে।

ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস করতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ করে তিনি প্রত্যহ সায়ংকালে এই শ্লোক বলতেন—

ক্ব নু সা ক্ষুৎপিপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপতিষ্ঠতি ॥

— সেই ক্ষুৎপিপাসার্তা শ্রান্তা দুঃখিনী আজ কোথায় শুয়ে আছে? এই হতভাগ্যকে স্মরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে?

একদিন জীবল বলল, বাহুক, কোন্ নারীর জন্য তুমি নিত্য এরূপ বিলাপ কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দবুদ্ধি পুরুষ ঘটনাক্রমে তার অত্যন্ত আদরণীয়া পত্নীর সহিত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দগ্ধ হয়ে ভ্রমণ করছে। নিশাকালে তার প্রিয়াকে স্মরণ করে সে এই শ্লোক গান করে। সেই পতিপরিত্যক্তা বালা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে একাকী শ্বাপদসংকুল দারুণ বনে বিচরণ করছে, হায়, তার জীবনধারণ দুষ্কর।

১৭। পিত্রালয়ে দময়ন্তী— নল-ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা

বিদর্ভরাজ ভীম তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষণের জন্য বহু ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন। তাঁরা প্রচুর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নানা দেশে নল-দময়ন্তীকে খুঁজতে লাগলেন। সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চেদি দেশে এসে রাজভবনে যজ্ঞকালে দময়ন্তীকে দেখতে পেলেন। সুদেব নিজের পরিচয় দিয়ে দময়ন্তীকে তাঁর পিতা মাতা ও পুত্রকন্যার কুশল জানালেন। ভ্রাতার প্রিয় সখা সুদেবকে দেখে দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন। সুনন্দার কাছে সংবাদ পেয়ে রাজমাতা তখনই সেখানে এলেন এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, ইনি কার ভার্যা, কার কন্যা? আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কেন? আপনিই-বা এঁকে জানলেন কী করে? সুদেব নল-দময়ন্তীর ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, দেবী, এঁর অন্বেষণে আমরা সর্বত্র ভ্রমণ করেছি, এখন আপনার আলয়ে এঁকে পেলাম। এঁর অতুলনীয় রূপ এবং দুই ভ্রুর মধ্যে যে পদ্মাকৃতি জটুল রয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় এঁকে আমি চিনেছি।

সুনন্দা দময়ন্তীর ললাটের মল মুছিয়ে দিলেন, তখন সেই জটুল মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট হল। তা দেখে রাজমাতা ও সুনন্দা দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রাজমাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভগিনীর কন্যা, ওই জটুল দেখে চিনেছি।

১. ১৪-পরিচ্ছেদে উক্ত নল-সারথি।
২. ঋতুপর্ণের পূর্বসারথি।

দশার্ণরাজ সুদামা তোমার মাতার ও আমার পিতা, তোমার জন্মকালে দশার্ণদেশে পিতৃগৃহে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। দময়ন্তী, তোমার পক্ষে আমার গৃহ তোমার পিতৃগৃহেরই সমান। দময়ন্তী আনন্দিত হয়ে মাতৃস্বসাকে প্রণাম করে বললেন, আমি অপরিচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে বাস করেছি, এখন আরও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পুত্রকন্যার বিচ্ছেদে আমি শোকার্ত হয়ে আছি, অতএব আজ্ঞা দিন আমি বিদর্ভ দেশে যাব।

রাজমাতা তাঁর পুত্রের অনুমতি নিয়ে বিশাল সৈন্যদলসহ দময়ন্তীকে মনুষ্যবাহিত যানে বিদর্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনন্দিত হয়ে সহস্র গো, গ্রাম ও ধন দান করে সুদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, যদি আমার জীবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পতিকে আনবার চেষ্টা করুন। রাজার আজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দিকে যাত্রা করলেন। দময়ন্তী তাঁদের বলে দিলেন, আপনারা সকল রাষ্ট্রে জনসংসদে এই কথা বার বার বলবেন— 'দ্যূতকার, বস্ত্রার্ধ ছিন্ন করে নিদ্রিতা প্রিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গেছ? সে এখনও অর্ধবস্ত্রে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজা, দয়া কর, প্রতিবাক্য বল।' আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যদি উত্তর দেন তবে ফিরে এসে আমাকে জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে।

দীর্ঘকাল পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ফিরে এসে বললেন, আমি ঋতুপর্ণ রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলেছি, কিন্তু তিনি বা কোনও সভাসদ উত্তর দিলেন না। তার পর আমি বাহুক নামক এক রাজভৃত্যের কাছে গেলাম। সে রাজার সারথি, কুরূপ, খর্ববাহু, দ্রুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করতেও জানে। সে বহুবার নিশ্বাস ফেলে ও রোদন করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করল, তার পর বলল, সতী কুলস্ত্রী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বসন হরণ করেছিল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পতি পরিত্যাগ করে চলে গেলেও সতী নারী ক্রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, আপনি পিতাকে কিছু জানাবেন না। এখন সুদেব শীঘ্র ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেষ্টা করুন।

দময়ন্তী পর্ণাদকে পারিতোষিক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আমি আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হয়ে চলে গেলে দময়ন্তী সুদেবকে বললেন, আপনি সত্বর অযোধ্যায় গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলুন— ভীম রাজার কন্যা দময়ন্তীর পুনর্বার স্বয়ংবর হবে, কল্য সূর্যোদয়কালে তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন, কারণ নল জীবিত আছেন কি না জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপনিও যান।

সুদেবের বার্তা শুনে ঋতুপর্ণ নলকে বললেন, বাহুক, আমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভরাজ্যে দময়ন্তীর স্বয়ংবরে যেতে ইচ্ছা করি। নল দুঃখার্ত হয়ে ভাবলেন, আমার সঙ্গে মিলিত

হবার জন্যই কি তিনি এই উপায় স্থির করেছেন? আমি হীনমতি অপরাধী, তাঁকে প্রতারিত করেছি, হয়তো সে জন্যই তিনি এই নৃশংস কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তিনি কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তান রয়েছে। ঋতুপর্ণকে নল বললেন যে, তিনি একদিনেই বিদর্ভনগরে পৌঁছবেন, তার পর তিনি অশ্বশালায় গিয়ে কয়েকটি সিন্ধুদেশজাত কৃশকায় অশ্ব বেছে নিলেন। তা দেখে রাজা কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, বাহুক, এই সকল ক্ষীণজীবী অশ্ব নিচ্ছ কেন, আমাকে কি প্রতারিত করতে চাও? নল উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই অশ্বগুলোর ললাট মস্তক পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দশটি রোমাবর্ত আছে, দ্রুতগমনে এরাই শ্রেষ্ঠ। তবে আপনি যদি অন্য অশ্ব উপযুক্ত মনে করেন, তাই নেব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহুক, তুমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ, যে অশ্ব ভালো মনে কর তাই নাও। তখন নল নিজের নির্বাচিত চারটি অশ্ব রথে যুক্ত করলেন।

ঋতুপর্ণ রথে উঠলে নল সারথি বার্ষ্ণেয়কে তুলে নিলেন এবং মহাবেগে রথ চালালেন। বার্ষ্ণেয় ভাবল, এই বাহুক কি ইন্দ্রের সারথি মাতলি না স্বয়ং নল রাজা? বয়সে নলের তুল্য হলেও এ আকৃতিতে বিরূপ ও খর্ব। বাহুকের রথচালনা দেখে ঋতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তরীয় উড়ে যাওয়ায় তিনি বললেন, রথ থামাও, বার্ষ্ণেয় আমার উত্তরীয় নিয়ে আসুক। নল বললেন, আমরা এক যোজন ছাড়িয়ে এসেছি, এখন উত্তরীয় পাওয়া অসম্ভব। ঋতুপর্ণ বিশেষ প্রীত হলেন না। তিনি এক বিভীতক (বহেড়া) বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, বাহুক, সকলে সব বিষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শক্তি দেখ।— এই বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পতিত পত্রের সংখ্যা একশো এক, ফলের সংখ্যাও তাই। এর শাখায় পাঁচ কোটি পত্র আর দু হাজার পঁচানব্বই ফল আছে, তুমি গণনা করে দেখ। রথ থামিয়ে নল বললেন, মহারাজ আপনি গর্ব করছেন, আমি এই বৃক্ষ কেটে ফেলে পত্র ও ফল গণনা করব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব করবার সময় নয়। নল বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যদি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন তবে সম্মুখের পথ ভালো আছে, বার্ষ্ণেয় আপনাকে নিয়ে যাক। ঋতুপর্ণ অনুনয় করে বললেন, বাহুক, তোমার তুল্য সারথি পৃথিবীতে নেই, আমি তোমার শরণাপন্ন, গমনে বিঘ্ন করো না। যদি আজ সূর্যাস্তের পূর্বে বিদর্ভদেশে যেতে পার তবে তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আমি পত্র আর ফল গণনা করে বিদর্ভে যাব। রাজা অনিচ্ছায় বললেন, আমি শাখার এক অংশের পত্র ও ফলের সংখ্যা বলছি, তাই গণনা করে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা করে বিস্মিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার শক্তি অতি অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন, তার পরিবর্তে আপনি আমার বিদ্যা অশ্বহৃদয় নিন।

ঋতুপর্ণ অশ্বহৃদয় শিখে নলকে অক্ষহৃদয় দান করলেন। তৎক্ষণাৎ কলি কর্কোটকবিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং অন্যের অদৃশ্য হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্রুদ্ধ নলকে বললেন, নৃপতি, আমাকে অভিশাপ দিও না, আমি তোমাকে

পরমা কীর্তি দান করব। যে লোক তোমার নাম কীর্তন করবে তার কলিভয় থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ করলেন। কলির প্রভাব থেকে মুক্ত নলের সন্তাপ দূর হল, কিন্তু তখনও তিনি বিরূপ হয়ে রইলেন।

১৮। নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন

ঋতুপর্ণ সায়ংকালে বিদর্ভরাজপুর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন। নল-চালিত রথের মেঘগর্জনের ন্যায় ধ্বনি শুনে দময়ন্তী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় মহীপতি নল এখানে আসছেন। আজ যদি তাঁর চন্দ্রবদন না দেখতে পাই, যদি তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় মরব। দময়ন্তী জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাসাদের উপরে উঠে ঋতুপর্ণ বার্ষ্ণেয় ও বাহুককে দেখতে পেলেন।

ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদর্ভরাজ ভীম কিছুই জানতেন না, তিনি ঋতুপর্ণকে সসম্মানে সংবর্ধনা করে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপুত্র স্বয়ংবরের জন্য আসেননি; অগত্যা তিনি বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনাকে অভিবাদন করতে এসেছি। রাজা ভীমও বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, শত যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করে কেবল অভিবাদনের জন্য এঁর আসবার কারণ কী?

রাজভৃত্যগণ ঋতুপর্ণকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গৃহে নিয়ে গেল, বার্ষ্ণেয়ও তাঁর সঙ্গে গেল। বাহুকরূপী নল রথশালায় রথ নিয়ে গিয়ে অশ্বদের যথাবিধি পরিচর্যা করে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কেশিনী নামে এক দূতীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হ্রস্ববাহু বিরূপ রথচালকটি কে?

দময়ন্তীর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশ্ন করে বলল, দময়ন্তী জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপনি কে, আপনাদের সঙ্গে যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই-বা কে? নল উত্তর দিলেন, দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হবে শুনে রাজা ঋতুপর্ণ এখানে এসেছেন। আমি অশ্ববিদ্যায় বিশারদ সে জন্য রাজা আমাকে সারথি করেছেন, আমি তাঁর আহারও প্রস্তুত করি। তৃতীয় লোকটির নাম বার্ষ্ণেয়, পূর্বে সে নলের সারথি ছিল, নল রাজ্যত্যাগ করার পর থেকে সে রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। কেশিনী বললেন, বাহুক, নল কোথায় আছেন বার্ষ্ণেয় কি তা জানে? নল বললেন, সে বা অন্য কেউ নলের সংবাদ জানে না, তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে, তিনি আত্মগোপন করে বিচরণ করছেন। কেশিনী বলল, যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গিয়েছিলেন তাঁর কথার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন দময়ন্তী পুনর্বার তা আপনার নিকট শুনতে চান। নল অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পগদ্গদস্বরে পূর্ববৎ বললেন, সতী কুলস্ত্রী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে

রক্ষা করেন। পক্ষী যার বস্ত্র হরণ করেছিল সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পতি পরিত্যাগ করে চলে গেলেও সতী নারী ক্রুদ্ধ হন না।

কেশিনীর কাছে সমস্ত শুনে দময়ন্তী অনুমান করলেন, বাহুকই নল। তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্যের কৌশল লক্ষ কর। তিনি চাইলেও তাঁকে জল দিও না। কেশিনী পুনর্বার গেল এবং ফিরে এসে বলল, এমন শুদ্ধাচার মানুষ আমি কখনও দেখিনি। ইনি অনুচ্চ দ্বারে প্রবেশকালে নত হন না, দ্বারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। ঋতুপর্ণের ভোজনের জন্য আমাদের রাজা বিবিধ পশুমাংস পাঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে আছে। বাহুকের দৃষ্টিপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উনুনে চড়িয়ে বাহুক একমুষ্টি তৃণ সূর্যকিরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজ্বলিত হল। তিনি অগ্নি স্পর্শ করলে দগ্ধ হন না, পুষ্প মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না, আরও সুগন্ধ ও বিকশিত হয়। দময়ন্তী বললেন, কেশিনী, তুমি আবার যাও, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর রাঁধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কেশিনী মাংস আনলে দময়ন্তী তা চেখে বুঝলেন যে নলই তা রেঁধেছেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে কেশিনীর সঙ্গে বাহুকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তার পর কেশিনীকে বললেন, এই বালক-বালিকা আমার পুত্র-কন্যার সদৃশ সে জন্য আমি কাঁদছি। ভদ্রে, আমরা অন্য দেশের অতিথি, তুমি বার বার এলে লোকে দোষ দেবে, অতএব তুমি যাও।

দময়ন্তী তাঁর মাতাকে বললেন, আমি বহু পরীক্ষায় বুঝেছি যে বাহুকই নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আমার সংশয় আছে। এখন আমি নিজেই তাঁকে দেখতে চাই, আপনি পিতাকে জানিয়ে বা না জানিয়ে, আমাকে অনুমতি দিন। পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে দময়ন্তী নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটাধারিণী মলিনাঙ্গী দময়ন্তী সরোদনে বললেন, বাহুক, নিদ্রিত পত্নীকে বনে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে জান কি? পুণ্যশ্লোক নল ভিন্ন আর কে সন্তানবতী পতিব্রতা ভার্যাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে? নল বললেন, কল্যাণী, যার জন্য আমার রাজ্য নষ্ট হয়েছে সেই কলির প্রভাবেই আমি তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম। তোমার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে কলি আমার দেহে বাস করছিল, এখন আমি তাকে জয় করেছি, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় পতি বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ কেন? দময়ন্তী কৃতাঞ্জলি হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ দিতে পার না, দেবগণকে বর্জন করে আমি তোমাকেই বরণ করেছিলাম। তোমার অন্বেষণে আমি সর্বত্র লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণ পর্ণাদের মুখে তোমার বাক্য শুনেই তোমাকে আনবার জন্য আমি স্বয়ংবর রূপ উপায় অবলম্বন করেছি। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন।

অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু বললেন, নল, এঁর কোনও পাপ নেই, আমরা তিন বৎসর এঁর সাক্ষী ও রক্ষী হয়ে আছি। তুমি ভিন্ন কেউ একদিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারে

না, তোমাকে আনবার জন্যই ইনি অসাধারণ উপায় স্থির করেছিলেন। তখন পুষ্পবৃষ্টি হল, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল। নাগরাজ কর্কোটকের বস্ত্র পরিধান করে নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, দময়ন্তী তাঁকে আলিঙ্গন করে রোদন করতে লাগলেন। অর্ধসঞ্জাতশস্য ভূমি জল পেয়ে যেমন হয়, সেইরূপ দময়ন্তী ভর্তাকে পেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন।

১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার

পরদিন প্রভাতকালে নল রাজা সুসজ্জিত হয়ে দময়ন্তীয় সঙ্গে শ্বশুর ভীম রাজার কাছে গিয়ে অভিবাদন করলেন, ভীমও পরম আনন্দে নলকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করলেন। রাজধানী ধ্বজ পতাকা ও পুষ্পে অলংকৃত করা হল, নগরবাসীরা হর্ষধ্বনি করতে লাগল। ঋতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, ভাগ্যক্রমে আপনি পত্নীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্ঞাতবাসকালে যদি আমি কোনও অপরাধ করে থাকি তা ক্ষমা করুন। নল বললেন, মহারাজ, আপনি কিছুমাত্র অপরাধ করেননি, আপনি পূর্বে আমার সখা ও আত্মীয় ছিলেন, এখন আরও প্রীতিভাজন হলেন। তার পর ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহৃদয় শিক্ষা করে এবং তাঁকে অক্ষহৃদয় দান করে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন।

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রবেশ করে পুষ্করকে বললেন, আমি বহু ধন উপার্জন করেছি, পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া করব। আমার সমস্ত ধন ও দময়ন্তীকে পণ রাখছি, তুমি রাজ্য পণ রাখ। যদি দ্যূতক্রীড়ায় অসম্মত হও তবে আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর। পুষ্কর সহাস্যে বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনি আবার এসেছেন, আমি আপনার ধন জয় করে নেব, সুন্দরী দময়ন্তী আমার সেবা করবেন। নলের ইচ্ছা হল তিনি খড়্গাঘাতে পুষ্করের শিরশ্ছেদ করেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, এখন বাক্যব্যয়ে লাভ কী, আগে জয়ী হও তার পর বলো।

এক পণেই নল পুষ্করের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, মূর্খ, তুমি বৈদর্ভীকে পেলে না, নিজেই সপরিবারে তাঁর দাস হলে। আমার পূর্বের পরাজয় কলির প্রভাবে হয়েছিল, তোমার তাতে কর্তৃত্ব ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ করব না, তুমি আমার ভ্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দিলাম। তোমার প্রতি আমার স্নেহ কখনও নষ্ট হবে না, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। এই বলে নল ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করলেন। পুণ্যশ্লোক নলকে অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে পুষ্কর বললেন, মহারাজ, আপনার কীর্তি অক্ষয় হোক, আপনি আমাকে প্রাণ ও রাজ্য দান করলেন, আপনি অযুত বৎসর জীবিত থাকুন। এক মাস পরে পুষ্কর হৃষ্টচিত্তে নিজ রাজধানীতে চলে গেলেন। অমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে

নলকে বললেন, মহারাজ, আমরা পরম সুখ লাভ করেছি; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইরূপ আপনার পূজা করবার জন্য আমরা আবার আপনাকে পেয়েছি।

নলোপাখ্যান শেষ করে বৃহদশ্ব বললেন, যুধিষ্ঠির, নল রাজা দ্যূতক্রীড়ার ফলে ভার্যার সঙ্গে এইরূপ দুঃখভোগ করেছিলেন, পরে আবার সমৃদ্ধিলাভও করেছিলেন। কর্কোটক নাগ, নল-দময়ন্তী আর রাজর্ষি ঋতুপর্ণের ইতিহাস শুনলে কলির ভয় দূর হয়। তুমি আশ্বস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হয়ো না। তোমার ভয় আছে, আবার কেউ দ্যূতক্রীড়ায় তোমাকে আহ্বান করবে; এই ভয় আমি দূর করছি। আমি সমগ্র অক্ষহৃদয় জানি, তুমি তা শিক্ষা কর। এই বলে বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে অক্ষহৃদয় দান করে তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন।

তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়

২০। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা

অর্জুনের বিরহে বিষণ্ন হয়ে পাণ্ডবগণ কাম্যকবন ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার ইচ্ছা করলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, তোমার কী প্রয়োজন বল। যুধিষ্ঠির প্রণাম করে বললেন, আপনি প্রসন্ন থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে মনে করি। তীর্থপর্যটনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলে কী ফললাভ হয় তাই আপনি বলুন।

বহু শত তীর্থের[১] কথা সবিস্তারে বিবৃত করে নারদ বললেন, যে লোক যথারীতি তীর্থপরিভ্রমণ করে সে শত অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অধিক ফল পায়। এখানকার ঋষিগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন, লোমশ মুনিও আসছেন, তুমি এঁদের সঙ্গে তীর্থপর্যটন কর। নারদ চলে গেলে পুরোহিত ধৌম্যও বহু তীর্থের বর্ণনা করলেন। তার পর লোমশ মুনি এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, আমি একটি অতিশয় প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসছি, অর্জুন মহাদেবের নিকট ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র লাভ করেছেন, যম কুবের বরুণ ইন্দ্রও তাঁকে বিবিধ দিব্যাস্ত্র দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গীত বাদ্য ও সামগান যথাবিধি শিখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে বলেছেন।— অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একটি মহৎ দেবকার্য সম্পাদন করে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন। আমি জানি যে সূর্যপুত্র কর্ণ সত্য-প্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবল, মহাধনুর্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জুনের

---

১. এই প্রসঙ্গে দ্বারবতীর পরে পিণ্ডারক তীর্থের বর্ণনায় আছে— এখনও এই তীর্থে পদ্মচিহ্নিত ও ত্রিশূলাঙ্কিত বহু মুদ্রা (Seal) পাওয়া যায়। বোধহয় এইসকল মুদ্রা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মুদ্রার অনুরূপ।

ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কর্ণের যে সহজাত কবচকে তোমরা ভয় কর তা-ও আমি হরণ করব। তোমার যে তীর্থযাত্রার অভিলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে এই ব্রহ্মর্ষি লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন।

এই বার্তা জানিয়ে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আর অর্জুনের অনুরোধে আমি তোমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করব। যুধিষ্ঠির, তুমি লঘু[১] হও, লঘু হলে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারবে।

উপস্থিত সকল লোককে যুধিষ্ঠির বললেন, যে ব্রাহ্মণ ও যতিগণ ভিক্ষাভোজী, যাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কষ্ট সইতে পারেন না, তাঁরা নিবৃত্ত হন। যাঁরা মিষ্টভোজী, বিভিধ পক্বান্ন লেহ্য পেয় মাংস প্রভৃতি খেতে চান, যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাঁরাও নিবৃত্ত হন। যেসকল পুরবাসী রাজভক্তির বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যান, তিনিই সকলকে উপযুক্ত বৃত্তি দেবেন। যদি তিনি না দেন তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ দেবেন। তখন বহু পুরবাসী দুঃখিতমনে হস্তিনাপুরে চলে গেলেন, ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের তুষ্ট করলেন।

কাম্যকবনবাসী ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমাদেরও তীর্থভ্রমণে নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হলে আমরা যেতে পারব না। লোমশ ও ধৌম্যের মত নিয়ে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস পর্বত ও নারদ ঋষি এসে স্বস্ত্যয়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম করে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমার শেষে পুষ্যা-নক্ষত্রযোগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পাণ্ডবগণ চীর অজিন ও জটা ধারণ করে এবং অভেদ্য কবচ ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দশাধিক রথ পাচকগণ ও পরিচারকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল।

২১। ইল্বল-বাতাপি— অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা— ভৃগুতীর্থ

পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে অগস্ত্যের আশ্রম মণিমতী পুরীতে এলেন। লোমশ বললেন, পুরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করত, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাতাপি। একদিন ইল্বল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলল, আমাকে একটি ইন্দ্রতুল্য পুত্র দিন। ব্রাহ্মণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন না। ইল্বল অতিশয় ক্রুদ্ধ হল এবং মায়াবলে বাতাপিকে ছাগ বা মেষে রূপান্তরিত করে তার মাংস রেঁধে ব্রাহ্মণভোজন করাতে লাগল। ভোজনের পর ইল্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করে বাতাপি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসত। দুরাত্মা ইল্বল এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করল।

১. অর্থাৎ বেশি লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গে নিও না।

এই সময়ে অগস্ত্য মুনি একদিন দেখলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁর পিতৃপুরুষগণ অধোমুখে ঝুলছেন। অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; যদি তুমি সৎপুত্রের জন্ম দিতে পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদ্‌গতি লাভ করবে। অগস্ত্য বললেন, পিতৃগণ, নিশ্চিত হোন, আমি আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করব।

অগস্ত্য নিজের যোগ্য স্ত্রী খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি সর্ব প্রাণীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গের সমবায়ে এক অত্যুত্তমা স্ত্রী কল্পনা করলেন। সেই সময়ে বিদর্ভ দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন, তাঁর মহিষীর গর্ভ থেকে অগস্ত্যের সেই সংকল্পিত ভার্যা ভূমিষ্ঠ হলেন। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী সেই কন্যার নাম রাখা হল লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা বিবাহযোগ্য হলে অগস্ত্য বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা হল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মহিষীও নিজের মত বললেন না। তখন লোপামুদ্রা বললেন, আমার জন্য দুঃখ করবেন না, অগস্ত্যের হাতে আমাকে দিন। রাজা যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্নীকে বললেন, তোমার মহার্ঘ বসন ও আভরণ ত্যাগ কর। লোপামুদ্রা চীর বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে পতির ন্যায় ব্রতচারিণী হলেন। অনেক দিন গঙ্গাদ্বারে কঠোর তপস্যার পর একদিন অগস্ত্য পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামুদ্রা কৃতাঞ্জলি হয়ে লজ্জিতভাবে বললেন, পিতার প্রাসাদে আমার যেমন শয্যা ছিল সেইরূপ শয্যায় আমাদের মিলন হোক। আপনি মাল্য ও ভূষণ ধারণ করুন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই। আমি চীর আর কাষায় বস্ত্র পরে আপনার কাছে যাব না, এই পরিচ্ছদ অপবিত্র করা উচিত নয়। অগস্ত্য বললেন, কল্যাণী, তোমার পিতার যে ধন আছে তা আমার নেই। আমার তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয় এমন উপায়ে আমি ধন আহরণ করতে যাচ্ছি।

শ্রুতর্বা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আমি ধনার্থী, অন্যের ক্ষতি না করে আমাকে যথাশক্তি ধন দিন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত ব্যয়। এই রাজার কাছে ধন নিলে অপরের কষ্ট হবে এই বুঝে অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে নিয়ে একে একে ব্রধ্নশ্ব ও ত্রসদস্যু রাজার কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে তাঁদেরও আয়-ব্যয় সমান, উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। তার পর রাজারা পরামর্শ করে বললেন, ইল্বল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলুন আমরা তার কাছে যাই।

অগস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী তিন রাজাকে ইল্বল সসম্মানে গ্রহণ করল। রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাপি মেষ হয়ে গেল, ইল্বল তাকে কেটে অতিথিসেবার জন্য রন্ধন করল। অগস্ত্য বললেন, আপনারা বিষণ্ন হবেন না, আমিই এই অসুরকে খাব। তিনি প্রধান আসনে উপবিষ্ট হলে ইল্বল তাঁকে সহাস্যে মাংস পরিবেশন করল। অগস্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললে ইল্বল তার ভ্রাতাকে ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায় গর্জন করে

মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ থেকে বায়ু নির্গত হল। ইল্বল বার বার বলল, বাতাপি, নিষ্ক্রান্ত হও। অগস্ত্য হেসে বললেন, কী করে নিষ্ক্রান্ত হবে, আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলেছি।

ইল্বল বিষাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলল, আপনারা কী চান বলুন। অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধনী। অন্যের ক্ষতি না করে আমাদের যথাশক্তি ধন দাও। ইল্বল বলল, আমি যা যা দান করতে চাই তা যদি বলতে পারেন তবেই দেব। অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গরু আর দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ দিতে চাও, তা ছাড়া একটি হিরণ্ময় রথ ও দুই অশ্বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইল্বল দুঃখিতমনে এই সকল ধন এবং তারও অধিক দান করল। তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তাঁর আশ্রমে এলেন, রাজারাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

লোপামুদ্রাকে তাঁর অভীষ্ট শয্যা ও বসনভূষণাদি দিয়ে অগস্ত্য বললেন, তুমি কী চাও— সহস্র পুত্র, শত পুত্র, দশ পুত্র, না সহস্র পুত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক পুত্র? লোপামুদ্রা এক পুত্র চাইলেন। তিনি গর্ভবতী হয়ে সাত মাস পরে দৃঢ়স্যু নামে পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্র মহাকবি মহাতপা এবং বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এঁর অন্য নাম ইধ্মবাহ।

উপাখ্যান শেষ করে লোমশ বললেন, যুধিষ্ঠির, অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদবংশজাত বাতাপিকে বিনষ্ট করেছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী, পতাকার ন্যায় বায়ুতে আন্দোলিত এবং পর্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হয়ে শিলাতলে নাগিনীর ন্যায় নিপতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানুসারে অবগাহন কর।

তার পর পাণ্ডবগণ ভৃগুতীর্থে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রামরূপে বিষ্ণু ভার্গব পরশুরামের তেজোহরণ করেছিলেন। পরশুরাম ভীত ও লজ্জিত হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে পিতৃগণ তাঁকে নিস্তেজ গর্বহীন ও দুঃখিত দেখে বললেন, পুত্র, বিষ্ণুর নিকটে তোমার দর্পপ্রকাশ উচিত হয়নি। তুমি দীপ্তোদ তীর্থে যাও, সেখানে সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু তপস্যা করেছিলেন। সেই তীর্থে পবিত্র বধূসর নদীতে স্নান করলে তোমার পূর্বের তেজ ফিরে পাবে। পিতৃগণের উপদেশ অনুসারে পরশুরাম এই ভৃগুতীর্থে স্নান করে তার পূর্বতেজ লাভ করেছিলেন।

২২। দধীচ— বৃত্রবধ— সমুদ্রশোষণ

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কীর্তিকথা আরও বললেন।— সত্যযুগে কালেয় নামে একদল দুর্দান্ত দানব ছিল, তারা বৃত্রাসুরের সহায়তায় দেবগণকে আক্রমণ করে। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবর্তী করে দধীচ মুনির কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা করে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। দধীচ প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মাকে দিলেন। সেই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমরূপ বজ্র

নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ করে দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বৃত্রকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় দানবদের বেগ সইতে পারলেন না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহাবিষ্ট ইন্দ্রের বলবৃদ্ধির জন্য নারায়ণ ও মহর্ষিগণ নিজ নিজ তেজ দিলেন। দেবরাজ বলান্বিত হয়েছেন জেনে বৃত্র ভয়ংকর সিংহনাদ করে উঠল, সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে ইন্দ্র অবশভাবে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। মহাসুর বৃত্র নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হল। তার পর দেবতারা ত্বরিত হয়ে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিল।

কালেয় দানবগণ রাত্রিকালে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে তপস্বী ব্রাহ্মণদের বধ করতে লাগল। বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি মহাসমুদ্র পান করে ফেলুন, তা হলে আমরা কালেয়গণকে বধ করতে পারব। অগস্ত্য সম্মত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময় তরঙ্গায়িত জলজন্তুসমাকুল সমুদ্রের তীরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন, হতাবশিষ্ট কয়েকজন কালেয় বসুধা বিদীর্ণ করে পাতালে আশ্রয় নিল। অনন্তর দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপনি যে জল পান করেছেন তা উদ্গার করে সমুদ্র আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহুকাল পরে মহারাজ ভগীরথ সমুদ্রকে আবার জলপূর্ণ করবেন।

একদা বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বলল, উদয় ও অস্তের সময় তুমি যেমন মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ কর সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ কর। সূর্য বললেন, আমি স্বেচ্ছায় মেরু প্রদক্ষিণ করি না, এই জগতের যিনি নির্মাতা তাঁরই বিধানে করি। বিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হয়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রসূর্যের পথরোধ হয়। দেবতারা অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিন্ধ্যের কাছে গিয়ে বললেন, আমি কোনও কার্যের জন্য দক্ষিণ দিকে যাব, তুমি আমাকে পথ দাও। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তার পর ইচ্ছামতো বর্ধিত হয়ো। অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সে জন্য বিন্ধ্যপর্বতেরও আর বৃদ্ধি হল না।

২৩। সগর রাজা— ভগীরথের গঙ্গানয়ন

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন।— ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি পত্নীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে পুত্রকামনায় কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র এবং আর এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র হল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ষাট হাজার পুত্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ করতে করতে জলশূন্য সমুদ্রের

তীরে এসে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সগর তাঁর পুত্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ কর। সগরপুত্রগণ যজ্ঞাশ্ব কোথাও না পেয়ে সমুদ্র খনন করতে লাগলেন, অসুর নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হল। অবশেষে তাঁরা সমুদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ করে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকটে তেজোরাশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কপিলকে দেখতে পেলেন। সগরপুত্রগণ চোর মনে করে কপিলের প্রতি সক্রোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির তেজে তখনই ভস্ম হয়ে গেলেন।

সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শৈব্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম অসমঞ্জা। ইনি দুর্বল বালকদের ধরে ধরে নদীতে ফেলে দিতেন সে জন্য সগর তাঁকে নির্বাসিত করেন। অসমঞ্জার পুত্রের নাম অংশুমান। নারদের নিকট ষাট হাজার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সগর শোকে সন্তপ্ত হয়ে পৌত্র অংশুমানকে বললেন, তুমি যজ্ঞাশ্ব খুঁজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কর। অংশুমান পাতালে গিয়ে কপিলকে প্রণাম করে যজ্ঞাশ্ব ও পিতৃব্যগণের তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কপিল প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুমি অশ্ব নিয়ে গিয়ে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার পিতৃব্যগণের উদ্ধারের জন্য তোমার পৌত্র মহাদেবকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবেন।

অংশুমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হল, তিনি সমুদ্রকে নিজের পুত্ররূপে[1] কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গারোহণ করলে অংশুমান রাজা হলেন। তাঁর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথ রাজ্যলাভ করে মন্ত্রীদের উপর রাজকার্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহস্র দিব্য বৎসর অতীত হলে গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন। ভগীরথ তাঁকে বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগরপুত্র কপিলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, আপনি তাঁদের দেহাবশেষ জলসিক্ত করুন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পারবেন। গঙ্গা বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে তিনি মস্তকে ধারণ করেন। ভগীরথ কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করলেন, মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করতে সম্মত হলেন।

ভগীরথ প্রণত হয়ে সংযতচিত্তে গঙ্গাকে স্মরণ করলেন। হিমালয়কন্যা পুণ্যতোয়া গঙ্গা মৎস্যাদি জলজন্তু সহিত গগনমেখলার ন্যায় মহাদেবের ললাটে পতিত হলেন এবং ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হতে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ দেখিয়ে সগরসন্তানগণের ভস্মরাশির নিকট নিয়ে গেলেন। গঙ্গার পবিত্র জলে সিক্ত হয়ে সগরসন্তানগণ উদ্ধার লাভ করলেন, সমুদ্র পুনর্বার জলপূর্ণ হল, ভগীরথ গঙ্গাকে নিজ দুহিতারূপে কল্পনা করলেন।

---

১. ষাট হাজার সন্তানের ভস্মের আধার এজন্য সমুদ্র সগরের পুত্ররূপে কল্পিত এবং 'সাগর' নামে খ্যাত।

২৪। ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

পাণ্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং ঋষভকূট পর্বত অতিক্রম করে কৌশিকী নদীর তীরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই বিশ্বামিত্রের আশ্রম দেখা যাচ্ছে। কশ্যপগোত্রজ মহাত্মা বিভাণ্ডকের আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃষ্টির কালেও জলবর্ষণ করেছিলেন। তাঁর আখ্যান বলছি শোন।—

একদিন বিভাণ্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহ্রদে স্নান করছিলেন এমন সময় উর্বশী অপ্সরাকে দেখে তিনি কামাবিষ্ট হলেন।

তৃষিতা হরিণী জলের সঙ্গে বিভাণ্ডকের শুক্র পান করে গর্ভিণী হল এবং যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করল। এই মুনিকুমারের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল, তিনি সর্বদা ব্রহ্মচর্যে নিরত থাকতেন এবং পিতা বিভাণ্ডক ভিন্ন অন্য মানুষও দেখেননি। এই সময়ে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি দশরথের সখা। আমরা শুনেছি, লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন সে জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে প্রজারা কষ্টে পড়ে। একজন মুনি রাজাকে বললেন, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের কোপ শান্ত করুন এবং মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনান, তিনি আপনার রাজ্যে এলে তখনই বৃষ্টিপাত হবে।

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন করলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ কর্মকুশল মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি প্রধান প্রধান বেশ্যাদের ডেকে আনিয়ে বললেন, তোমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে আমার রাজ্যে নিয়ে এস। বেশ্যারা ভীত হয়ে জানালেন যে তা অসাধ্য। তখন এক বৃদ্ধ বেশ্যা বলল, মহারাজ, আমি সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা যা আবশ্যক তা আমাকে দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধনরত্নাদি পেয়ে সেই বৃদ্ধবেশ্যা একটি নৌকায় কৃত্রিম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পুষ্পফল দিয়ে সাজিয়ে রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করল এবং কয়েকজন রূপযৌবনবতী রমণীকে সঙ্গে নিয়ে বিভাণ্ডকের আশ্রমের অদূরে এসে নৌকা বাঁধল।

বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃদ্ধা তার বুদ্ধিমতী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিল। বেশ্যাকন্যা ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে বলল, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় দেখছি, আপনি আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আমি আপনার যথাবিধি সৎকার করব। এই কৃষ্ণাজিনাবৃত সুখাসনে সুখে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি দেবতার ন্যায় কোন্ ব্রত আচরণ করছেন?

বেশ্যাকন্যা বলল, এই ত্রিযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম আছে। আমার স্বধর্ম এই যে, আমি অভিবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে পারি না।

আপনি আমাকে অভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার ব্রত অনুসারে আপনাকে আলিঙ্গন করব। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আমি আপনাকে পক্ক ভল্লাতক আমলক করূষক ইঙ্গুদ ধন্বন ও প্রিয়লক ফল দিচ্ছি, আপনি ইচ্ছানুসারে ভোজন করুন। বেশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগুলো বর্জন করে ঋষ্যশৃঙ্গকে মহামূল্য সুন্দর সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, বিচিত্র উজ্জ্বল বসন এবং উত্তম পানীয় দিল, তার পর নানাপ্রকার খেলা হাস্যপরিহাসে রত হল। সে লতার ন্যায় বক্র হয়ে কন্দুক নিয়ে খেলতে লাগল এবং ঋষ্যশৃঙ্গের গায়ে গা দিয়ে বার বার আলিঙ্গন করল। মুনিকুমারকে এইরূপে প্রলোভিত করে এবং তাঁকে বিকারগ্রস্ত দেখে সে অগ্নিহোত্র-হোম করবার ছলে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ঋষ্যশৃঙ্গ মদনাবিষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূন্যমনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গাত্র রোমাবৃত। পুত্রকে বিহ্বল দেখে তিনি বললেন, বৎস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখছি না, তুমি চিন্তামগ্ন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ কেন? কে এখানে এসেছিল? ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিলেন, তিনি আকারে অধিক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তিনি দেবপুত্রের ন্যায় সুন্দর। তাঁর জটা সুদীর্ঘ, নির্মল কৃষ্ণবর্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে কী এক বস্তু দুলছে, তার নিচে দুটি রোমহীন অতি মনোহর মাংসপিণ্ড আছে। তাঁর কটি পিপীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পরিধেয় চীরবসনের ভিতরে সুবর্ণমেখলা দেখা যাচ্ছিল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা আছে। তাঁর পরিধেয় অতি অদ্ভুত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ সুন্দর, কণ্ঠস্বর কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে একটি গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করছিলেন, সেই ফলটি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠছিল। সেই দেবপুত্রের ওপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে আমার জটা ধরে মুখে মুখ ঠেকিয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে আমার হর্ষ হল। তিনি যেসব ফল আমাকে খেতে দিয়েছিলেন তার ত্বক আর বীজ নেই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদু জল পান করে আমার অত্যন্ত আনন্দ হল, বোধ হল যেন পৃথিবী ঘুরছে। এইসকল বিচিত্র সুগন্ধ মাল্য তিনি ফেলে গেছেন, তাঁর বিরহে আমি অসুখী হয়েছি, আমার গাত্র যেন দগ্ধ হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহ্মচর্য কী প্রকার? আমি তাঁর সঙ্গেই তপস্যা করব।

বিভাণ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অদ্ভুত রূপ ধারণ করে তপস্যার বিঘ্ন জন্মায়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। পুত্র, অসৎ লোকেই সুরাপান করে, মুনিদের তা পান করা অনুচিত, আর এই সকল মাল্যও আমাদের অব্যবহার্য।

ওরা রাক্ষস, এই বলে পুত্রকে নিবারণ করে বিভাণ্ডক বেশ্যাকে খুঁজতে গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন তিনি ফল আহরণ করতে

গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। ঋষ্যশৃঙ্গ হৃষ্ট ও ব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রমে যাই চলুন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং বিবিধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত করে অঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করল। নৌকা যেখানে উপস্থিত হল তার তীরদেশে লোমপাদ এক বিচিত্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামাত্র দেবরাজ প্রচুর বৃষ্টিপাত করলেন। অঙ্গরাজের কামনা পূর্ণ হল, তিনি তাঁর কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সম্প্রদান করলেন।

বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তিনি অঙ্গরাজধানী চম্পার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে তিনি এক গোপপল্লিতে এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সৎকার করল, বিভাণ্ডক রাজার ন্যায় সুখে রাত্রিবাস করলেন। তিনি তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা? লোমপাদের শিক্ষা অনুসারে তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে উত্তর দিল, মহর্ষি, এইসব পশু ও কৃষিক্ষেত্র আপনার পুত্রের অধিকারভুক্ত। এইরূপে সম্মান পেয়ে এবং মিষ্ট বাক্য শুনে বিভাণ্ডকের ক্রোধ দূর হল, তিনি রাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তৃক পূজিত হয়ে এবং পুত্র-পুত্রবধূকে দেখে তুষ্ট হলেন। বিভাণ্ডকের আজ্ঞায় ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুকাল অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং পুত্রজন্মের পর আবার পিতার আশ্রমে ফিরে গেলেন।

২৫। পরশুরামের ইতিহাস— কার্তবীর্যার্জুন

পাণ্ডবগণ কৌশিকী নদীর তটদেশ থেকে যাত্রা করে গঙ্গাসাগরসঙ্গম কলিঙ্গদেশস্থ বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। যুধিষ্ঠির পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণকে বললেন, ভগবান পরশুরাম কখন তপস্বীদের দর্শন দেন? আমি তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। অকৃতব্রণ বললেন, আপনার আগমন তিনি জানেন, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবেন। চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে তিনি দেখা দেন, এই রাত্রি অতীত হলেই চতুর্দশী পড়বে। তার পর যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অকৃতব্রণ পরশুরামের এই ইতিহাস বললেন।—

হৈহয়রাজ কার্তবীর্যের সহস্র বাহু ছিল, মহর্ষি দত্তাত্রেয়'র বরে তিনি স্বর্ণময় বিমান এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর ওপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উপদ্রবে পীড়িত হয়ে দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকে বললেন, আপনি কার্তবীর্যকে বধ করে প্রাণীদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু সম্মত হয়ে তাঁর স্বকীয় আশ্রম বদরিকায় গেলেন। এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাধি কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অপ্সরার ন্যায় রূপবতী একটি কন্যা ছিল। ভৃগুপুত্র ঋচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাধি বললেন, কৌলিক রীতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপনি যদি শুল্ক স্বরূপ আমাকে এক সহস্র দ্রুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দিক

শ্যামবর্ণ এবং দেহ পাণ্ডুবর্ণ, তবে কন্যা দান করতে পারি। ঋচীক বরুণের নিকট ওইরূপ সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাধিকে দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।

একদিন সপত্নীক মহর্ষি ভৃগু তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখতে এলেন। ভৃগু হৃষ্ট হয়ে বধূকে বললেন, সৌভাগ্যবতী, তুমি বর চাও। সত্যবতী নিজের এবং তাঁর মাতার জন্য পুত্র চাইলেন। ভৃগু বললেন, ঋতুস্নানের পর তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উডুম্বর বৃক্ষকে করবে এবং দুজনে এই দুই চরু ভক্ষণ করবে। সত্যবতী ও তাঁর মাতা (গাধির মহিষী) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে বিপর্যয় করলেন। ভৃগু তা দিব্যজ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীকে বললেন, তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন। তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হলেও বৃত্তিতে ক্ষত্রিয় হবে, তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও আচারে ব্রাহ্মণ হবে। সত্যবতী বার বার অনুনয় করলেন, আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয়াচারী না হয়, বরং আমার পৌত্র সেইরূপ হোক। ভৃগু বললেন, তাই হবে। জমদগ্নি নামে খ্যাত এই পুত্র কালক্রমে সমগ্র ধনুর্বেদ ও অস্ত্রপ্রয়োগবিধি আয়ত্ত করলেন। তাঁর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ হল। রেণুকার পাঁচ পুত্র, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ রাম (বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম) গুণে শ্রেষ্ঠ।

একদিন রেণুকা স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। চিত্তবিকারের জন্য বিহ্বল ও ত্রস্ত হয়ে রেণুকা আর্দ্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্নীকে অধীর ও ব্রাহ্মীশ্রীবর্জিত দেখে জমদগ্নি ধিক্কার দিয়ে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার জন্য পুত্রদের একে একে আজ্ঞা দিলেন। মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে চার পুত্র নীরবে রইলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেন, তাঁরা পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বুদ্ধি হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদগ্নি তাঁকে বললেন, পুত্র দুশ্চরিত্রা মাতাকে বধ কর, ব্যথিত হয়ো না। পরশুরাম কুঠার দিয়ে তাঁর মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। জমদগ্নি প্রসন্ন হয়ে বললেন, বৎস, আমার আজ্ঞায় তুমি দুষ্কর কর্ম করেছ, তোমার বাঞ্ছিত বর চাও। পরশুরাম এই বর চাইলেন— মাতা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন পাপস্পর্শ না হয়, আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান, আমি যেন যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করি। জমদগ্নি এই সকল বর দিলেন।

একদিন জমদগ্নির পুত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীর্য আশ্রমে এসে সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ করলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষসকল ভগ্ন করলেন। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শুনে কার্তবীর্যের প্রতি ধাবিত হলেন এবং তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে তাঁকে বধ করলেন। তখন কার্তবীর্যের পুত্রগণ আশ্রমে এসে জমদগ্নিকে আক্রমণ করলেন। তিনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন সে জন্য মহাবলশালী হয়েও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় 'রাম রাম' বলে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন। কার্তবীর্যের পুত্রগণ তাঁকে বধ করে চলে গেলেন।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে একাকীই কার্তবীর্যের পুত্র ও অনুচরগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন। তিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে সমন্তপঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ করলেন। অবশেষে পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয়হত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে মহাত্মা কশ্যপকে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদি দান করলেন। কশ্যপের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ সেই বেদি খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিলেন, সে জন্য তাঁদের নাম খাণ্ডবায়ন হল। তার পর ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দান করলেন। তদবধি তিনি এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।

চতুর্দশী তিথিতে মহাত্মা পরশুরাম পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের দর্শন দিলেন। তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠির এক রাত্রি মহেন্দ্র পর্বতে বাস করে পরদিন দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

২৬। প্রভাস— চ্যবন ও সুকন্যা— অশ্বিনীকুমারদ্বয়

পাণ্ডবগণ গোদাবরী নদী, দ্রবিড় দেশ, অগস্ত্য তীর্থ, সূর্পারক তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করে সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। পাণ্ডবগণ ভূমিতে শয়ন করেন, তাঁদের গাত্র মলিন এবং সুকুমারী-দ্রৌপদীও কষ্টভোগ করছেন দেখে সকলে অতিশয় দুঃখিত হলেন। বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন শাম্ব সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ যুধিষ্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন করে উপবেশন করলেন।

গোদুগ্ধ কুন্দপুষ্প ইন্দু মৃণাল ও রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বলরাম বললেন, ধর্মাচরণ করলেই মঙ্গল হয় না, অধর্ম করলেই অমঙ্গল হয় না। মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটা ও চীর ধারণ করে বনবাসী হয়ে ক্লেশ পাচ্ছেন, আর দুর্যোধন পৃথিবী শাসন করছেন, এই দেখে অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের আচরণই ভালো। ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে তাঁরা কী সুখ পাচ্ছেন? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নির্বাসন আর দুর্যোধনের বৃদ্ধি দেখে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন?

সাত্যকি বললেন, এখন বিলাপের সময় নয়, যুধিষ্ঠির কিছু না বললেও আমাদের যা কর্তব্য তা করব। আমরা ত্রিলোক জয় করতে পারি, বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক প্রভৃতি যদুবংশের বীরগণ আজই সসৈন্যে যাত্রা করে দুর্যোধনকে যমালয়ে পাঠান। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করুন, তাঁর বনবাসের কাল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমন্যু রাজ্য শাসন করবে।

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি, আমরা তোমার মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ ভূজবলে বিজিত হয়নি এমন রাজ্য যুধিষ্ঠির চান না। ইনি, এঁর ভ্রাতারা, এবং দ্রুপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়। একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যকি, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখন মনে করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমরা দুর্যোধনকে জয় করো।

যাদবগণ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বার যাত্রা করে পুণ্যতোয়া পয়োষ্ণী নদী অতিক্রম করে নর্মদার নিকটস্থ বৈদুর্য পর্বতে উপস্থিত হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন।— মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বল্মীক পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়ে যায়। একদিন রাজা শর্যাতি এখানে বিহার করতে এলেন, তাঁর চার হাজার স্ত্রী এবং সুকন্যা নামে এক রূপবতী কন্যা ছিল। সুকন্যাকে সেই মনোরম স্থানে বিচরণ করতে দেখে চ্যবন আনন্দিত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। সুকন্যা শুনতে পেলেন না, তিনি বল্মীকস্তূপের ভিতরে চ্যবনের দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে বললেন, একি! তার পর কৌতূহল ও মোহের বশে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করলেন। চ্যবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের মলমূত্র রুদ্ধ করলেন। সৈন্যদের কষ্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ ক্রোধী চ্যবন ঋষি এখানে তপস্যা করেন, কেউ তাঁর অপকার করেনি তো? সুকন্যা বললেন, বল্মীকস্তূপের ভিতরে খদ্যোতের ন্যায় দীপ্যমান কী রয়েছে দেখে আমি কণ্টক দিয়ে বিদ্ধ করেছি। শর্যাতি তখনই চ্যবনের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমার বালিকা কন্যা অজ্ঞানবশে আপনাকে পীড়া দিয়েছে, ক্ষমা করুন। চ্যবন বললেন, রাজা, তোমার কন্যা দর্প ও অবজ্ঞার বশে আমাকে বিদ্ধ করেছে, তাকে যদি দান কর তবে ক্ষমা করব। শর্যাতি বিচার না করেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করলেন।

সুকন্যা সযত্নে চ্যবনের সেবা করতে লাগলেন। একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনী, তোমার ন্যায় সুন্দরী দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে দিয়েছেন কেন? তুমি শ্রেষ্ঠ বেশভূষা ধারণের যোগ্য, জরাজর্জরিত অক্ষম চ্যবনকে ত্যাগ করে আমাদের একজনকে বরণ কর। সুকন্যা বললেন, আমি আমার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন, আমরা দেবচিকিৎসক, তোমার পতিকে যুবা ও রূপবান করে দেব, তার পর তিনি এবং আমরা এই তিন জনের মধ্যে একজনকে তুমি পতিত্বে বরণ করো। সুকন্যা চ্যবনকে জানালে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং মুহূর্তকাল পরে তিনি

জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ করে জল থেকে উঠলেন। সকলে তুল্যরূপধারী হলেও সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ করলেন। চ্যবন হৃষ্ট হয়ে অশ্বিনীদ্বয়কে বললেন, আপনারা আমাকে রূপবান যুবা করেছেন, আমি এই ভার্যাকেও পেয়েছি। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের সোমপায়ী করব।

চ্যবনের অনুরোধে রাজা শর্যাতি এক যজ্ঞ করলেন। চ্যবন যখন অশ্বিদ্বয়কে দেবার জন্য সোমরসের পাত্র নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, এঁরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারী মাত্র, মর্ত্যলোকেও বিচরণ করেন, এঁরা সোমপানের অধিকারী নন। চ্যবন নিরস্ত হলেন না, ঈষৎ হাস্য করে অশ্বিদ্বয়ের জন্য সোমপাত্র তুলে নিলেন। ইন্দ্র তখন বজ্রপ্রহারে উদ্যত হলেন। চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, অগ্নি থেকে মদ নামক এক মহাবীর্য মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্যা[1] উদ্ভূত হয়ে মুখব্যাদান করে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, প্রসন্ন হন, আজ থেকে দুই অশ্বিনীকুমারও সোমপানের অধিকারী হবেন। চ্যবন প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহুদ্বয় মুক্ত করলেন এবং মদকে বিভক্ত করে সুরাপান, স্ত্রী, দ্যূত ও মৃগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্যাতির যজ্ঞ সমাপ্ত হল, চ্যবন তাঁর ভার্যার সঙ্গে বনে চলে গেলেন।

২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস

পাণ্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন করে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, যেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করেছিলেন। লোমশ এই ইতিহাস বললেন।—

ইক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের ওপর রাজ্যভার দিয়ে বনে গিয়ে সন্তান কামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন যজ্ঞবেদির উপর এককলস জল রয়েছে। যুবনাশ্ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেলেন না। তখন তিনি জলপান করে অবশিষ্ট জল কলস থেকে ফেলে দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মুনিরা নিদ্রা থেকে উঠে দেখলেন, কলস জলশূন্য। যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে চ্যবন বললেন, রাজা, আপনি অনুচিত কার্য করেছেন, আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল রেখেছিলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পুত্র প্রসব করবেন কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, এই শিশু কী পান করবে? 'মাং ধাস্যতি'— আমাকে পান করবে— এই বলে ইন্দ্র তার মুখে

১. অভিচার ক্রিয়ার জন্য আবির্ভূত দেবতা।

নিজের তর্জনী পুরে দিলেন, সে চুষতে লাগল। এজন্য তার নাম হল মান্ধাতা। মান্ধাতা বড় হয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও অভেদ্য কবচের অধিকারী হলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। মান্ধাতা ত্রিভুবন জয় এবং বহু যজ্ঞ করে ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ করেছিলেন।

সোমক রাজার একশো ভার্যা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর একটিমাত্র পুত্র হল, সোমকের শতপত্নী সর্বদা তাকে বেষ্টন করে থাকতেন। একদিন সেই বালক পিপীলিকার দংশনে কেঁদে উঠল, তার মাতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজা সোমক সেই আর্তনাদ শুনে অন্তঃপুরে এসে পুত্রকে শান্ত করলেন। তার পর তিনি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রীবর্গকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে পুত্র না থাকাই ভালো, এক পুত্রে কেবলই উদ্‌বেগ হয়। আমি পুত্রার্থী হয়ে শত ভার্যার পাণিগ্রহণ করেছি, কিন্তু শুধু একটি পুত্র হয়েছে, এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে। আমার ও পত্নীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একটিমাত্র বালককে আশ্রয় করে আছে। এমন উপায় কি কিছু নেই যাতে আমার শত পুত্র হতে পারে?

পুরোহিত বললেন, আমি এক যজ্ঞ করব, তাতে যদি আপনি আপনার পুত্র জন্তুকে আহুতি দেন তবে শীঘ্র শত পুত্র লাভ করবেন। জন্তুও আবার তার মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে, তার বাম পার্শ্বে একটি কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে। রাজা সম্মত হলে পুরোহিত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপত্নীরা জন্তুর হাত ধরে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুরোহিত) তখন বালককে সবলে টেনে নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার বসা দিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। তার গন্ধ আঘ্রাণ করে রাজপত্নীরা শোকার্ত হয়ে সহসা ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং সকলেই গর্ভবতী হলেন। যথাকালে সোমক শত পুত্র লাভ করলেন। জন্তু কনকবর্ণ চিহ্ন ধারণ করে তার ভূতপূর্ব মাতার গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ট হল।

তার পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পরলোকে গেলেন। যাজককে নরকভোগ করতে দেখে সোমক তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন, আমি আপনার জন্য যে যজ্ঞ করেছিলাম তারই এই ফল। তখন সোমক ধর্মরাজ যমকে বললেন, যাজককে মুক্তি দিন, এঁর পরিবর্তে আমিই নরকভোগ করব। যম বললেন, রাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পারে না। সোমক বললেন, এই ব্রহ্মবাদী যাজককে ছেড়ে আমি পুণ্যফল ভোগ করতে চাই না, এর সঙ্গেই আমি স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম করেছি, আমাদের পাপপুণ্যের ফল সমান হোক। তখন যমের সম্মতিক্রমে যাজকের সঙ্গে সোমকও নরকভোগ করলেন এবং পাপক্ষয় হলে দুজনেই মুক্ত হয়ে শুভলোক লাভ করলেন।

২৮। উশীনর, কপোত ও শ্যেন

যুধিষ্ঠিরাদি প্রসর্পণ ও প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধু নদ, কাশ্মীরমণ্ডল, পরশুরামকৃত মানস সরোবরের দ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, ভৃগুতুঙ্গ, বিতস্তা নদী প্রভৃতি দেখে যমুনার পার্শ্ববর্তী জলা ও উপজলা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

লোমশ বললেন, রাজা উশীনর এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দ্র শ্যেনরূপে এবং অগ্নি কপোতরূপে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের ভয়ে কপোত রাজার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উরুদেশে লুকিয়ে রইল। শ্যেন বলল, আমি ক্ষুধার্ত, এই কপোত আমার বিহিত খাদ্য, ধর্মের লোভে ওকে রক্ষা করবেন না, তাতে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে এসেছে, শরণাগতকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। শ্যেন বলল, যদি আমাকে আহার থেকে বঞ্চিত করেন তবে আমার প্রাণবিয়োগ হবে, আমি মরলে আমার স্ত্রীপুত্রাদিও মরবে। আপনি একটা কপোতকে রক্ষা করতে গিয়ে বহু প্রাণ নষ্ট করবেন। যে ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী তা কুধর্ম। রাজা, গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিচার করে ধর্মাধর্ম নিরূপণ করা উচিত। উশীনর বললেন, বিহগশ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শরণাগতকে পরিত্যাগ করতে বলছ কেন? ভোজন করাই তোমার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো বৃষ বরাহ মৃগ মহিষ বা অন্য যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যেন বলল, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন, আর কিছুই আমি খাব না। উশীনর বললেন, শিবিবংশের[১] এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শ্যেন বলল, কপোতের উপরে যদি আপনার এতই স্নেহ তবে তার সমপরিমাণ মাংস নিজের দেহ থেকে কেটে আমাকে দিন। উশীনর বললেন, শ্যেন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি অনুগ্রহ মনে করি। এই বলে তিনি তুলাযন্ত্রের একদিকে কপোতকে রেখে অপর দিকে নিজের মাংস কেটে রাখলেন, কিন্তু বার বার মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমান হল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন।

তখন শ্যেন বলল, ধর্মজ্ঞ, আমি ইন্দ্র, এই কপোত অগ্নি; তোমার ধর্মজ্ঞান পরীক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম। জগতে তোমার এই কীর্তি চিরস্থায়ী হবে। এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। ধর্মাত্মা উশীনর নিজের যশে পৃথিবী ও আকাশ আবৃত করে যথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন।

২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অষ্টাবক্র ও বন্দী

লোমশ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর আশ্রম। ত্রেতাযুগে অষ্টাবক্র ও তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা জনক-রাজার যজ্ঞে গিয়ে

১. উশীনর শিবিবংশীয়। ৪১-পরিচ্ছেদে উশীনরের পুত্রের নামও শিবি।

বরুণপুত্র বন্দীকে বিতর্কে পরাস্ত করেছিলেন। উদ্দালক ঋষি তাঁর শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে নিজের কন্যা সুজাতার বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠরত কহোড়কে বলল, পিতা, আপনার প্রসাদে আমি গর্ভে থেকেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, আপনার পাঠ ঠিক হচ্ছে না। মহর্ষি কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে শাপ দিলেন— তোর দেহ অষ্ট স্থানে বক্র হবে। কহোড়ের এই পুত্র অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন, তিনি তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুর সমবয়স্ক ছিলেন।

গর্ভের দশম মাসে সুজাতা তাঁর পতিকে বললেন, আমি নিঃস্ব, আমাকে অর্থসাহায্য করে এমন কেউই নেই, কী করে সন্তানপালন করব? কহোড় ধনের জন্য জনক রাজার কাছে গেলেন, সেখানে তর্ককুশল বন্দী তাঁকে বিচারে পরাস্ত করে জলে ডুবিয়ে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতাকে বললেন, গর্ভস্থ শিশু যেন জানতে না পারে। জন্মগ্রহণ করে অষ্টাবক্র তাঁর পিতার বিষয় কিছুই জানলেন না, তিনি উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা মনে করতে লাগলেন। বার বৎসর বয়সে একদিন অষ্টাবক্র তাঁর মাতামহের কোলে বসে আছেন এমন সময় শ্বেতকেতু তার হাত ধরে টেনে বললেন, এ তোমার পিতার কোল নয়। অষ্টাবক্র দুঃখিত হয়ে তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায়? তখন সুজাতা পূর্বঘটনা বললেন।

অষ্টাবক্র তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন, চল, আমরা জনক রাজার যজ্ঞে যাই, সেখানে ব্রাহ্মণদের বিতর্ক শুনব, উত্তম অন্নও ভোজন করব; মাতুল ও ভাগিনেয় যজ্ঞসভার নিকটে এলে দ্বারপাল বাধা দিয়ে বলল, আমরা বন্দীর আজ্ঞাধীন, এই সভায় বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিদ্বান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরাই পারেন। অষ্টাবক্র বললেন, আমরা ব্রতচারী, বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী, অতএব আমরা বৃদ্ধই। দ্বারপাল পরীক্ষা করবার জন্য কতকগুলো প্রশ্ন করল। অষ্টাবক্র তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জনক রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ, শুনেছি বন্দীর সঙ্গে বিতর্কে যাঁরা হেরে যান আপনার আজ্ঞায় তাঁদের জলে ডোবানো হয়। কোথায় সেই বন্দী? আমি তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি না জেনেই বন্দী জয় করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগর্বিত অনেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে বিচার করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন। অষ্টাবক্র বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রতিপক্ষ পাননি তাই বিচারসভায় সিংহের ন্যায় আস্ফালন করেন। আমার সঙ্গে বিতর্কে তিনি পরাস্ত হয়ে ভগ্নচক্র শকটের ন্যায় পথে পড়ে থাকবেন।

তখন রাজা জনক অষ্টাবক্রকে বিবিধ দুরূহ প্রশ্ন করলেন এবং তার সদুত্তর পেয়ে বললেন, দেবতুল্য বালক, বাক্‌পটুতায় তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক নও, স্থবির। তোমাকে আমি দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি। অষ্টাবক্র সভায় প্রবেশ করে বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুত্তরের পর বন্দী অধোমুখে নীরব হলেন। সভায় মহা কোলাহল উঠল, ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে সসম্মানে অষ্টাবক্রের কাছে এলেন। অষ্টাবক্র বললেন, এই বন্দী ব্রাহ্মণদের জয় করে জলে ডুবিয়েছিলেন, এখন

এঁকেই আপনারা ডুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন, আমি বরুণের পুত্র, জনক রাজার এই যজ্ঞের সমকালে বরুণও এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, আমি ব্রাহ্মণদের জলমজ্জিত করে সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়েছি, তাঁরা এখন ফিরে আসছেন। আমি অষ্টাবক্রকে সম্মান করছি, তাঁর জন্যই আমি (জলমজ্জিত হয়ে) পিতার সঙ্গে মিলিত হব। অষ্টাবক্রও তাঁর পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে পাবেন।

অনন্তর কহোড় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বরুণের নিকট পূজা লাভ করে জনকের সভায় ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহারাজ, এই জন্যই লোকে পুত্র-কামনা করে, আমি যা করতে পারিনি আমার পুত্র তা করেছে। তার পর বন্দী সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, পিতা ও মাতুলের সঙ্গে অষ্টাবক্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে এলেন। কহোড় তাঁর পুত্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। পিতার আজ্ঞা পালন করে অষ্টাবক্র নদী থেকে অবক্র সমান-অঙ্গ হয়ে উত্থিত হলেন। সেই কারণে এই নদী সমঙ্গা নামে খ্যাত।

৩০। ভরদ্বাজ, যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবসু ও পরাবসু

লোমশ বললেন, যুধিষ্ঠির, এই সেই সমঙ্গা বা মধুবিলা নদী, বৃত্রবধের পর ইন্দ্র যাতে স্নান করে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই ঋষিগণের প্রিয় কনখল পর্বত, এই মহানদী গঙ্গা, ওই রৈভ্যাশ্রম যেখানে ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হয়েছিলেন। সেই ইতিহাস শোন।—

ভরদ্বাজ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই পুত্র অর্বাবসু ও পরাবসু বিদ্বান্ ছিলেন, ভরদ্বাজ শুধু তপস্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভরদ্বাজকে সম্মান করেন না কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্রকে করেন দেখে ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গুরুমুখ থেকে বহুকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়; অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদবিৎ হওয়া যায় সেই কামনায় আমি তপস্যা করছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা করো না, ফিরে গিয়ে গুরুর নিকট বেদবিদ্যা শেখ। যবক্রীত তথাপি তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হতে বললেন কিন্তু যবক্রীত শুনলেন না। তখন ইন্দ্র অতিজরাগ্রস্ত দুর্বল যক্ষ্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণের রূপে গঙ্গাতীরে এসে নিরন্তর বালুকামুষ্টি ফেলতে লাগলেন। যবক্রীত তাঁকে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, ব্রাহ্মণ, নিরর্থক এ কী করছেন? ইন্দ্র বললেন, বৎস, আমি গঙ্গায় সেতু বাঁধছি, লোকে যাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। যবক্রীত বললেন, তপোধন, এই অসাধ্য কার্যের চেষ্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুমি যেমন বেদজ্ঞ হবার আশায় তপস্যা করছ, আমিও সেইরূপ বৃথা চেষ্টা করছি। যবক্রীত বললেন, দেবরাজ,

যদি আমার তপস্যা নিরর্থক মনে করেন তবে বর দিন যেন আমি বিদ্বান্ হই। ইন্দ্র বর দিলেন— তোমরা পিতা-পুত্রে বেদজ্ঞান লাভ করবে।

যবক্রীত পিতার কাছে এসে বরলাভের বিষয় জানালেন। ভরদ্বাজ বললেন, বৎস, অভীষ্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষুদ্র হবে, তার ফলে তুমি বিনষ্ট হবে। মহর্ষি রৈভ্য কোপনস্বভাব, তিনি যেন তোমার অনিষ্ট না করেন। যবক্রীত বললেন, আপনি ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনার তুল্যই আমার মান্য। পিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিয়ে যবক্রীত মহানন্দে অন্যান্য ঋষিদের অনিষ্ট করতে লাগলেন।

একদিন বৈশাখ মাসে যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে কিন্নরীর ন্যায় রূপবতী পরাবসুর পত্নীকে দেখতে পেলেন। যবক্রীত নির্লজ্জ হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে ভজনা কর। পরাবসুপত্নী ভয় পেয়ে 'তাই হবে' বলে পালিয়ে গেলেন। রৈভ্য আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ কাঁদছেন। যুবক্রীতের আচরণ শুনে রৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দু গাছি জটা ছিঁড়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে পরাবসুপত্নীর তুল্য রূপবতী এক নারী এবং এক ভয়ংকর রাক্ষস উৎপন্ন হল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবক্রীতকে বধ কর। তখন সেই নারী যবক্রীতের কাছে গিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করে কমণ্ডলু হরণ করল। যবক্রীতের মুখ তখন উচ্ছিষ্ট ছিল। রাক্ষস শূল উদ্যত করে তাঁর দিকে ধাবিত হল। যবক্রীত তাঁর পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শূদ্র তাঁকে সবলে দ্বারদেশে ধরে রাখল। তখন রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্রীতকে বধ করল।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন— পুত্র, তুমি ব্রাহ্মণদের জন্য তপস্যা করেছিলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না করেই বেদজ্ঞ হতে পারেন। ব্রাহ্মণের হিতার্থী ও নিরপরাধ হয়েও কেন তুমি বিনষ্ট হলে? আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়েছিলে? আমি বৃদ্ধ, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, তথাপি দুর্মতি রৈভ্য আমাকে পুত্রহীন করলেন। রৈভ্যও শীঘ্র তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এইরূপ অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ পুত্রের অগ্নিসৎকার করে নিজেও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এই সময়ে রাজা বৃহদ্দ্যুম্ন এক যজ্ঞ করছিলেন। সাহায্যের জন্য রৈভ্যের দুই পুত্র সেখানে গিয়েছিলেন, আশ্রমে কেবল রৈভ্য ও তাঁর পুত্রবধূ ছিলেন। একদিন পরাবসু আশ্রমে আসছিলেন, তিনি শেষরাত্রে বনমধ্যে কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে দেখে মৃগ মনে করে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টি করে পরাবসু যজ্ঞস্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসুকে বললেন, অমি মৃগ মনে করে পিতাকে বধ করেছি। আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন, আমি একাকীই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব। অর্বাবসু সম্মত হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়শ্চিত্তের পর যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। তখন পরাবসু হৃষ্ট হয়ে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে বললেন, এই ব্রহ্মহত্যাকারী যেন আপনার যজ্ঞ না দেখে ফেলে, তা হলে আপনার অনিষ্ট হবে। রাজা

অর্বাবসুকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ভৃত্যদের আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবসু বার বার বললেন, আমার এই ভ্রাতাই ব্রহ্মহত্যা করেছে, আমি তাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করেছি। তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করল না দেখে অর্বাবসু বনে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় নিরত হলেন। মূর্তিমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্বাবসুর প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তার ফলে রৈভ্য ভরদ্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন, পরাবসুর পাপ দূর হল, রৈভ্য বিস্মৃত হলেন যে পরাবসু তাঁকে হত্যা করেছিলেন, এবং সূর্যমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল।

জীবিত হয়ে যবক্রীত দেবগণকে বললেন, আমি বেদাধ্যায়ী তপস্বী ছিলাম তথাপি রৈভ্য আমাকে কী করে বধ করতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি গুরুর সাহায্য না নিয়ে (কেবল তপস্যার প্রভাবে) বেদপাঠ করেছিলে, আর রৈভ্য অতি কষ্টে গুরুদের তুষ্ট করে দীর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে জন্য তাঁর জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

৩১। নরকাসুর— বরাহরূপী বিষ্ণু— বদরিকাশ্রম

উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করে যুধিষ্ঠিরাদি সপ্তধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন, এখন আমরা মণিভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সকলের সঙ্গে এই গঙ্গাদ্বারে অপেক্ষা কর, কেবল আমি নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘু আহার করে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম পথে যাত্রা করব। ভীম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবং আমরা সকলেই উৎসুক হয়ে আছি। এই রাক্ষসসংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে অমি ছেড়ে দিতে পারি না। পাঞ্চালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে আমি তাঁদের বহন করে নিয়ে যাব। দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, আমি চলতে পারব, আমার জন্য ভেবো না।

যুধিষ্ঠিরাদি সকলে পুলিন্দরাজ সুবাহুর বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন সূর্যোদয় হলে পাচক ও ভৃত্যদের পুলিন্দরাজের নিকটে রেখে তাঁরা পদব্রজে হিমালয় পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই যে কৈলাসশিখরতুল্য সুবিশাল স্তূপ দেখছ তা নরকাসুরের অস্থি। নরকাসুর তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুর্ধর্ষ হয়ে দেবগণের উপর উৎপীড়ন করত। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিষ্ণু হস্তদ্বারা স্পর্শ করে সেই অসুরের প্রাণহরণ করেন।

তার পর লোমশ বরাহরূপ বিষ্ণুর এই আখ্যান বললেন।— সত্যযুগে এক ভয়ংকর কালে আদিদেব বিষ্ণু যমের কার্য করতেন। তখন কেউ মরত না, কেবল জন্মগ্রহণ

করত। পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতির সংখ্যা এত হল যে তাদের গুরুভারে বসুমতী শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তিনি সর্বাঙ্গে ব্যথিত হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ্ণু রক্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের রূপে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করে শত যোজন ঊর্ধ্বে তুললেন। চরাচর সংক্ষোভিত হল, দেবতা ঋষি প্রভৃতি সকলেই কম্পিত হয়ে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, ব্রহ্মা আশ্বাস দিয়ে তাঁদের ভয় দূর করলেন।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হতে লাগল, সকলে ভীত হয়ে বৃক্ষ বল্মীকস্তূপ প্রভৃতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দুর্যোগ থেমে গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্রোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন— আমি পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিগণ শান্তির জন্য মন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে মৃগচর্মের উপর শুইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুষারাবৃত দুর্গম গিরিপথে দ্রৌপদী কী করে যাবেন? ভীম স্মরণ করা মাত্র মহাবাহু ঘটোৎকচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন কী করতে হবে। ভীম বললেন, বৎস, তোমার মাতা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, এঁকে বহন করে নিয়ে চল। তুমি এঁকে স্কন্ধে নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে আকাশমার্গে চল, যেন এঁর কষ্ট না হয়।

ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে চললেন, তাঁর অনুচর রাক্ষসরা পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের নিয়ে চলল, কেবল মহর্ষি লোমশ নিজের প্রভাবে সিদ্ধমার্গে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অগ্রসর হলেন। বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে সকলে রাক্ষসদের স্কন্ধ থেকে নেমে নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রম দর্শন করলেন। সেখানকার মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরাদিকে সাদরে গ্রহণ করে যথাবিধি অতিথিসৎকার করলেন। সেই আনন্দজনক অতি দুর্গম স্থানে বিশাল বদরী তরুর নিকটে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরাদি সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করলেন।

৩২। সহস্রদল পদ্ম— ভীম-হনুমান-সংবাদ

অর্জুনের প্রতীক্ষায় পাণ্ডবগণ ছ রাত্রি শুদ্ধভাবে বদরিকাশ্রমে বাস করলেন। একদিন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ুদ্বারা বাহিত একটি সহস্রদল পদ্ম দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, দেখ, এই দিব্য পদ্মটি কী সুন্দর ও সুগন্ধ! আমি ধর্মরাজকে এটি দেব। ভীম, আমি যদি তোমার প্রিয়া হই তবে এইপ্রকার বহু পদ্ম সংগ্রহ করে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাব। এই বলে দ্রৌপদী পদ্মটি নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন, ভীমও ধনুর্বাণহস্তে পদ্মবনের সন্ধানে যাত্রা করলেন।

ভীম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং আনন্দিতমনে লতাসমূহ সঞ্চালিত করে যেন খেলা করতে করতে চললেন। ভয়শূন্য হরিণের দল ঘাস মুখে করে তাঁর দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব রমণীরা পতির পার্শ্বে বসে পরম রূপবান দীর্ঘকায় কাঞ্চনবর্ণ ভীমকে অদৃশ্যভাবে নানা ভঙ্গিসহকারে দেখতে লাগল। বনচর বরাহ মহিষ সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতিকে সন্ত্রস্ত করে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সানুদেশে এক রমণীয় সুবিশাল কদলীবন দেখতে পেলেন। তিনি গর্জন করে কদলীতরু উৎপাটিত করতে লাগলেন, সহস্র সহস্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আর্দ্রপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের অনুসরণ করে তিনি পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত একটি রমণীয় বিশাল সরোবরে উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের ন্যায় বহুক্ষণ জলক্রীড়া করে তীরে উঠে তাল ঠুকে শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বতগুহায় সুপ্ত সিংহসকল গর্জন করে উঠল এবং সিংহনাদে ত্রস্ত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চ রব করতে লাগল।

হনুমান সেখানে ছিলেন। ভ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলীতরুর মধ্যবর্তী পথ রুদ্ধ করলেন। সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হনুমান সেখানে শুয়ে পড়ে হাই তুলে তাঁর বিশাল লাঙ্গুল আস্ফোটন করতে লাগলেন, তার শব্দ পর্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হল। সেই শব্দ শুনে ভীমের রোমাঞ্চ হল, তিনি নিকটে এসে দেখলেন, কদলীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হনুমান শুয়ে আছেন, তিনি বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য পিঙ্গলবর্ণ ও চঞ্চল। তাঁর গ্রীবা স্থূল ও খর্ব, কটিদেশ ক্ষীণ, ওষ্ঠস্বর হ্রস্ব, জিহ্বা ও মুখ তাম্রবর্ণ, ভ্রূ চঞ্চল, দন্ত শুক্ল ও তীক্ষ্ণ, তিনি স্বর্গের পথ রোধ করে হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভীম নির্ভয়ে হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর সিংহনাদ করলেন। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে হনুমান ভীমের দিকে অবজ্ঞাভরে চাইলেন এবং একটু হেসে বললেন, আমি রুগ্ণ, সুখে নিদ্রামগ্ন ছিলাম, কেন আমাকে জাগালে? আমি তির্যগ্‌যোনি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে সকল প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। তুমি কে, কোথায় যাবে? এই পথ দেবলোকে যাবার, মানুষের অগম্য।

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আমি বানর, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভালো চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমার মৃত্যু হবে। ভীম বললেন, মৃত্যুই হোক বা যাই হোক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও, তা হলে আমিও তোমার হানি করব না। হনুমান বললেন, আমি রুগ্ণ, ওঠবার শক্তি নেই, যদি নিতান্তই যেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও। ভীম বললেন, নির্গুণ পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে আমি তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারি না; নতুবা হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন সেইরূপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন করতাম। হনুমান বললেন, কে সেই হনুমান? ভীম বললেন, তিনি আমার ভ্রাতা, মহাগুণবান বুদ্ধিমান ও বলবান, রামায়ণোক্ত অতি বিখ্যাত বানরশ্রেষ্ঠ। আমি তাঁরই তুল্য বলশালী, তোমাকে নিগৃহীত করবার শক্তি

আমার আছে। তুমি পথ দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে। হনুমান বললেন, বার্ধক্যের জন্য আমার ওঠবার শক্তি নেই। তুমি দয়া কর, আমার লাঙ্গুলটি সরিয়ে গমন কর।

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন স্থির করে ভীম তার পুচ্ছ ধরলেন, কিন্তু নড়াতে পারলেন না। তিনি দু হাত দিয়ে ধরে তোলবার চেষ্টা করলেন, তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হল, ঘর্মস্রাব হতে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন তিনি অধোবদনে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কপিশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হোন, আমার কটুবাক্য ক্ষমা করুন। আমি শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যের ন্যায় প্রশ্ন করছি— আপনি কে?

হনুমান তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর কথা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকবে তত দিন আমি জীবিত থাকব। সীতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়। কুরুনন্দন, এই দেবপথ মানুষের অগম্য সে জন্যই আমি রোধ করেছিলাম। তুমি যে পদ্মের সন্ধানে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভীম হৃষ্ট হয়ে বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়েছি। বীর, সমুদ্রলঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। হনুমান ভীমের প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভীষণ বিন্ধ্যপর্বততুল্য দেহ দেখে ভীম রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপুল শরীর দেখলাম, এখন সংকুচিত করুন। আপনি পার্শ্বে থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? আপনি তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে সদলবলে ধ্বংস করতে পারতেন। হনুমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ আমার সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁকে বধ করলে রামের কীর্তি নষ্ট হত। ভীম, এই পদ্মবনে যাবার পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ করে পুষ্পচয়ন করো না।

হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত করে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভীমের সকল শ্রম দূর হল, তাঁর বোধ হল তিনি অত্যন্ত বলশালী হয়েছেন। হনুমান বললেন, কুন্তীপুত্র, যদি চাও তবে আমি ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের সংহার করব, শিলার আঘাতে হস্তিনাপুর বিমর্দিত করব। ভীম বললেন, মহাবাহু, আপনার প্রসাদেই আমরা শত্রুজয় করব। হনুমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ করবে তখন আমিও তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ করব; আমি অর্জুনের ধ্বজের উপরে বসে প্রাণান্তকর দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমরা অনায়াসে শত্রুবধ করতে পারবে। এই বলে হনুমান অন্তর্হিত হলেন।

৩৩। ভীমের পদ্মসংগ্রহ

ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করলেন। দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদী দেখতে পেলেন, তার

জল অতি নির্মল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য পদ্মে আচ্ছন্ন। এই নদী কৈলাসশিখর ও কুবেরভবনের নিকটবর্তী, ক্রোধবশ নামক রাক্ষসগণ তা রক্ষা করে। মৃগচর্মধারী স্বর্ণাঙ্গদভূষিত ভীম নিঃশঙ্কচিত্তে খড়গহস্তে পদ্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষসগণ তাঁকে প্রশ্ন করল, মুনিবেশধারী অথচ সশস্ত্র কে তুমি? ভীম তাঁর পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তিনি দ্রৌপদীর জন্য পদ্ম নিতে এসেছেন। রাক্ষসরা বলল, এখানে কুবের ক্রীড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে পারে না। যক্ষরাজের অনুমতি না নিয়ে যে আসে সে বিনষ্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের ভ্রাতা হয়ে সবলে পদ্ম হরণ করতে এসেছ কেন? ভীম বললেন, যক্ষপতি কুবেরকে তো এখানে দেখছি না, আর তাঁর দেখা পেলেও আমি অনুমতি চাইতে পারি না, কারণ ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তাছাড়া এই নদীর উৎপত্তি পর্বতনির্ঝর থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান অধিকার।

নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীম জলে নামছেন দেখে রাক্ষসরা তাঁকে মারবার জন্য ধাবিত হল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হল, আর সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে নেমে অমৃততুল্য জল পান করলেন এবং পদ্মতরু উৎপাটিত করে অনেক পদ্ম সংগ্রহ করলেন। পরাজিত রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শুনে কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি, কৃষ্ণার জন্য ভীম ইচ্ছামতো পদ্ম নিন।

সেই সময়ে বদরিকাশ্রমে বালুকাময় খরস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, উল্কাপাত হল, এবং অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশঙ্কায় যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়? দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুরোধে পদ্ম আনতে গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরাও শীঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সাহায্যে যুধিষ্ঠিরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বহন করে ভীমের নিকট উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন, অনেক যক্ষ নিহত হয়ে পড়ে আছে, ক্রুদ্ধ ভীম স্তব্ধনয়নে ওষ্ঠ দংশন করে গদা তুলে নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, এ কী করেছ? এতে দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন, আর এমন করো না। সেই সময়ে উদ্যানরক্ষীগণ এসে সকলকে প্রণাম করল। যুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসদের সান্ত্বনা দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল।

পাণ্ডবগণ অর্জুনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সানুদেশে কিছুকাল সুখে যাপন করলেন। তার পর একদিন যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ আমাদের বহু তীর্থ দেখিয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখেছি, এখন কোন্ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণী হল— এখান থেকে কেউ সেখানে যেতে পারে না। আপনি বদরিকাশ্রমে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে যান, তা হলে কুবেরভবন দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদরিকায় ফিরে গেলেন।

জটাসুরবধপর্বাধ্যায়

৩৪। জটাসুরবধ

জটাসুর নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করত। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ উত্তম ব্রাহ্মণ বলে সে নিজের পরিচয় দিত, যুধিষ্ঠির অসন্দিগ্ধমনে সেই পাপীকে পালন করতেন। একদিন ভীম মৃগয়ায় গেছেন, ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, এই সুযোগে জটাসুর বিকট রূপ ধারণ করে যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ত্র হরণ করে নিয়ে চলল। সহদেব বিশেষ চেষ্টা করে তার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন এবং খড়্গ কোষমুক্ত করে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে ডাকতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির জটাসুরকে বললেন, দুর্বুদ্ধি, তুমি আমাদের আশ্রমে সসম্মানে বাস করে এবং আমাদের অন্ন খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রৌপদীকে স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসস্থিত বিষ আলোড়ন করে পান করেছ।

যুধিষ্ঠির নিজেকে গুরুভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গতি মন্দীভূত হল। সহদেব বললেন, মহারাজ, আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি একে বধ করতে না পারি তবে অমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাহস্তে ভীম সেখানে এলেন। ভীম রাক্ষসকে বললেন, পাপী, তুমি যখন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে আমি চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণবেশী অতিথি হয়ে আমাদের প্রিয়কার্য করতে এ জন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ করিনি। তুমি এখন কালসূত্রে বদ্ধ মৎস্যের ন্যায় দ্রৌপদীরূপ বড়িশ গ্রাস করেছ। বক আর হিড়িম্ব রাক্ষস যেখানে গেছে তুমিও সেখানে যাবে। জটাসুর যুধিষ্ঠিরাদিকে ছেড়ে দিয়ে ভীমকে বলল, তুমি যেসব রাক্ষস বধ করেছ আজ তোমার রক্তে তাদের তর্পণ করব।

ভীম ও জটাসুরের দারুণ বাহুযুদ্ধ হতে লাগল। নকুল-সহদেব সাহায্য করতে এলে ভীম তাঁদের নিরস্ত করে সহাস্যে বললেন, আমি একে মারতে পারব, তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ। ভীমের মুষ্টির আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন ভীম তার সর্বাঙ্গ নিষ্পিষ্ট করে চূর্ণ করে দিলেন, বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় তার মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হল।

যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায়

৩৫। ভীমের সহিত যক্ষরাক্ষসাদির যুদ্ধ

বদরিকাশ্রমে বাস কালে একদিন যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের বনবাসকালের চার বৎসর নিরাপদে অতীত হয়েছে। অস্ত্রশিক্ষার জন্য সুরলোকে যাবার সময় অর্জুন বলেছিলেন যে, পঞ্চম বৎসর প্রায় পূর্ণ হলে তিনি কৈলাস পর্বতে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবেন। অতএব আমরা কৈলাস গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা করব।

যুধিষ্ঠিরাদি, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ এবং ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচরগণ সতের দিনে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হলেন। তার পর তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের নিকটে রাজর্ষি বৃষপর্বার পবিত্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত্রি সুখে বাস করার পর অতিরিক্ত পরিচ্ছদ আভরণ ও যজ্ঞপাত্র বৃষপর্বার কাছে রেখে তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পাণ্ডবদের সহচর ব্রাহ্মণগণ বৃষপর্বার আশ্রমেই রইলেন। যুধিষ্ঠিরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও ধৌম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকায় সর্বধর্মজ্ঞ আর্ষ্টিষেণ তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা এখানেই অর্জুনের জন্য অপেক্ষা কর। পাণ্ডবগণ সুস্বাদু ফল, বাণহত মৃগের পবিত্র মাংস, পবিত্র মধু এবং মুনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মুখে বিবিধ কথা শুনে বনবাসের পঞ্চম বর্ষ যাপন করলেন।

ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে চলে গেলেন। একদিন দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অর্জুন খাণ্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং ইন্দ্রকেও নিবারিত করেছিলেন। তিনি দারুণ মায়াবীদের বধ করেছেন, গাণ্ডীব ধনুও লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ ও অজেয় বাহুবল আছে। তুমি এখানকার রাক্ষসদের বিতাড়িত করে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের উপরিভাগ দেখব।

মহাবৃষ যেমন প্রহার সইতে পারে না, ভীম সেইরূপ দ্রৌপদীর তিরস্কারতুল্য বাক্য সইতে পারলেন না, সশস্ত্র হয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাঞ্চন ও স্ফটিকে নির্মিত, সর্বদিক সুবর্ণপ্রাচীরে বেষ্টিত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। কিছুক্ষণ বিষণ্নমনে নিশ্চল হয়ে কুবেরপুরী দেখে ভীম শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ করে করতালি দিলেন। শব্দ শুনে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ বেগে আক্রমণ করতে এল। ভীমের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। তখন কুবেরসখা মণিমান নামক মহাবল রাক্ষস শক্তি শূল ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু ভীম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন।

যুদ্ধের শব্দ শুনে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের কাছে রেখে নকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহাবাহু ভীম বহু রাক্ষস সংহার করে ধনু আর গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারিতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর করো না।

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পাণ্ডবগণ রোমাঞ্চিত হয়ে যক্ষ-রাক্ষস পরিবেষ্টিত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়্গধনুর্ধারী মহাবল পাণ্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের প্রিয়কার্য করবেন জেনে প্রীত হলেন। যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়্গ ও ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে কুবেরকে দেখতে লাগলেন।

কুবের যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি প্রাণীগণের হিতে রত তা সকলেই জানে; তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের হঠকারিতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লজ্জিত হয়ো না, এই যক্ষরাক্ষসদের বিনাশ হবে তা দেবতারা পূর্বেই জানতেন। তার পর কুবের ভীমকে বললেন, বৎস, তুমি দ্রৌপদীর জন্য আমাকেও দেবগণকে অগ্রাহ্য করে এই যে সাহসের কাজ করেছ তাতে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি আমাকে শাপমুক্ত করেছ। কুশবতী নগরীতে যখন দেবগণের মন্ত্রণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আমি মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখেছিলাম, তিনি যমুনাতীরে উগ্র তপস্যা করছিলেন। আমার সখা রাক্ষসপতি মণিমান মূর্খতা মোহ ও দর্পের বশে অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ক্রোধে চতুর্দিক যেন দগ্ধ করে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দুরাত্মা সখা সসৈন্যে মানুষের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যবিনাশের দুঃখ ভোগ করবে, সেই সৈন্যহন্তা মনুষ্যকে দেখে পাপমুক্ত হবে।

তার পর কুবের যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই ভীমসেন ধর্মাজ্ঞানহীন, গর্বিত, বালবুদ্ধি, অসহিষ্ণু ও ভয়শূন্য; একে তুমি শাসনে রেখো। রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষ যাপন করো, আমার নিযুক্ত গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও পর্বতবাসীগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবং খাদ্যপানীয় এনে দেবে। কুবেরকে প্রণাম করে ভীম তাঁর শক্তি গদা খড়্গ ধনু প্রভৃতি অস্ত্র সমর্পণ করলেন। শরণাগত ভীমকে কুবের বললেন, বৎস, তুমি শত্রুগণের গৌরব নাশ কর, সুহৃদ্‌গণের আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভয়ে বাস কর। অর্জুন শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই বলে কুবের অন্তর্হিত হলেন।

৩৬। অর্জুনের প্রত্যাবর্তন— নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরের বৃত্তান্ত

একমাস পরে একদিন পাণ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকিত করে ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতলি তা চালাচ্ছেন, ভিতরে কিরীটমাল্যধারী অর্জুন নব-আভরণে ভূষিত হয়ে বসে আছেন। বিমান থেকে নেমে অর্জুন পুরোহিত ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাণ্ডবগণ কর্তৃক সৎকৃত হয়ে মাতলি বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন।

প্রিয়া দ্রৌপদীকে ইন্দ্রদত্ত বিবিধ মহামূল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর্জুন তাঁর ভ্রাতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং সুরলোকে বাস ও অস্ত্রশিক্ষার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বললেন। পরদিন প্রভাতকালে উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্র পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি পৃথিবী শাসন করবে, এখন তোমরা কাম্যকবনে ফিরে যাও। অর্জুন সর্ববিধ অস্ত্র লাভ করেছেন, আমার প্রিয়কার্যও করেছেন। এখন ত্রিভুবনের লোকেও এঁকে জয় করতে পারবে না। ইন্দ্র চলে গেলে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন তাঁর যাত্রা ও সুরলোকবাসের ঘটনাবলি সবিস্তারে জানিয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন।—

আমার অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন গুরুদক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। আমার শত্রু নিবাতকবচ নামক তিন কোটি দানব সমুদ্রমধ্যস্থ দুর্গে বাস করে, তারা রূপে ও বিক্রমে সমান। তুমি তাদের বধ কর, তা হলেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

কিরীট-কবচে ভূষিত হয়ে গাণ্ডীবধনু নিয়ে আমি ইন্দ্রের রথে যাত্রা করলাম। অবিলম্বে মাতলি আমাকে সমুদ্রস্থ দানবনগরে নিয়ে এলেন। সহস্র সহস্র নিবাতকবচ নামক দানব লৌহময় মহাশূল গদা মুষল খড়গ প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বিকৃত বাদ্যধ্বনি করে আমাকে আক্রমণ করল। তুমুল যুদ্ধে অনেক দানব আমার অস্ত্রাঘাতে নিহত হল। তার পর তারা মায়াবলে শিলা জল অগ্নি ও বায়ু বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। তখন আমি নিজের অস্ত্রমায়ায় দানবগণের মায়া নষ্ট করলাম। তারা অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে শিলা বর্ষণ করতে লাগল, আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্থান গুহার ন্যায় হয়ে গেল। তখন মাতলির উপদেশে আমি দেবরাজের প্রিয় ভীষণ বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। পর্বতের ন্যায় বিশালকায় নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যুদ্ধস্থান ব্যাপ্ত হল, দানবরমণীগণ উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিল। আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করলাম, দানবদের এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতারা এখানে বাস করেন না কেন? মাতলি বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেরই ছিল, নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে এই স্থান অধিকার করে দেবতাদের তাড়িয়ে দেয়। ইন্দ্রের অনুযোগে

ব্রহ্মা বলেছিলেন, বাসব, এই নিয়তি আছে যে তুমি অন্য দেহে এদের সংহার করবে। এই কারণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন।

নিবাতকবচগণকে বিনষ্ট করে যখন আমি দেবলোকে ফিরছিলাম তখন আর একটি দীপ্তিময় আশ্চর্য নগর আমার দৃষ্টিগোচর হল। মাতলি বললেন, পুলোমা নামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাসুরী বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট এই বর পায় যে, তাদের পৌলোম ও কালকেয় নামক পুত্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই প্রভাময় রমণীয় আকাশচারী নগরে বাস করবে। এই সেই ব্রহ্মার নির্মিত হিরণ্যপুর নামক দিব্য নগর। পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশত্রু অসুরগণকে বিনষ্ট কর।

মাতলি আমাকে হিরণ্যপুরে নিয়ে গেলেন। দানবগণ আক্রমণ করলে আমি তাদের মোহগ্রস্ত করে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগর কখনও ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হল। তার পর দানবগণ ষাট হাজার রথে চড়ে আমার দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রতিহত করে যুদ্ধ করতে লাগল। আমি ভীত হয়ে দেবদেব রুদ্রকে প্রণাম করে রৌদ্র নামে খ্যাত সর্বশত্রুনাশক দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হলাম। তখন এক আশ্চর্য পুরুষ আবির্ভূত হল, তার তিন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত। তার কেশ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, লেলিহান মহানাগগণ তা বেষ্টন করে আছে। মহাদেবকে নমস্কার করে আমি সেই ঘোর রৌদ্র অস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করে নিক্ষেপ করলাম। তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মহিষ সর্প হস্তী প্রভৃতি এবং দেব ঋষি গন্ধর্ব পিশাচ যক্ষ ও নানারূপ অস্ত্রধারী রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীতে সর্বস্থান ব্যাপ্ত হল। ত্রিমস্তক, চতুর্দন্ত, চতুর্ভুজ ও নানারূপধারী প্রাণীগণ নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আমিও শরবর্ষণ করে মুহূর্তমধ্যে সমস্ত দানব সংহার করলাম।

আমি দেবলোকে ফিরে গেলে মাতলির মুখে সমস্ত শুনে দেবরাজ আমার বহু প্রশংসা করে বললেন, পুত্র, তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান হবেন না। তার পর তিনি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দিব্যকবচ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিরীট এবং এই সকল দিব্য বস্ত্র ও আভরণ দান করলেন। আমি পাঁচ বৎসর সুরলোকে বাস করে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে এখন এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি।

অর্জুনের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে যুধিষ্ঠির অতিশয় আনন্দিত হলেন। পরদিন তাঁর অনুরোধে অর্জুন দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে নদী ও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হল; সূর্য উঠলেন না, অগ্নি জ্বললেন না, ব্রাহ্মণগণ বেদ স্মরণ করতে পারলেন না। তখন নারদ এসে বললেন, অর্জুন, দিব্যাস্ত্র বৃথা প্রয়োগ করো না, তাতে মহাদোষ হয়। যুধিষ্ঠির, অর্জুন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্ত্রের প্রয়োগ দেখবে।

আজগরপর্বাধ্যায়

৩৭। অজগর, ভীম ও যুধিষ্ঠির

গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পঞ্চপাণ্ডব চার বৎসর সুখে বাস করলেন। তার পূর্বেই তাঁরা ছ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। একদিন ভীম অর্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জন্যই আমরা দুর্যোধনকে মারতে যাইনি, মান পরিহার করে সুখভোগে বঞ্চিত হয়ে বনে বিচরণ করছি। আমাদের বনবাসের একাদশ বৎসর চলছে, পরে এক বৎসর দূরদেশে অজ্ঞাতবাস করলে দুর্যোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে ভবিষ্যতে শত্রুজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ঘটোৎকচ অনুচরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন করে নিয়ে চললেন। লোমশ দেবলোকে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বৃষপর্বার আশ্রমে এক রাত্রি এবং বদরিকায় এক মাস বাস করে কিরাতরাজ সুবাহুর দেশে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভৃত্য, পাচক, সারথি ও রথ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে এবং ঘটোৎকচকে বিদায় দিয়ে তাঁরা যমুনার উৎপত্তিস্থানের নিকট বিশাখযূপ নামক বনে এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বৎসর মৃগয়া করে কাটালেন।

একদিন ভীমসেন মৃগ বরাহ মহিষ বধ করে বনে বিচরণ করছিলেন, এমন সময় এক পর্বতকন্দরবাসী হরিদ্‌বর্ণ চিত্রিতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্টন করে ধরল। অজগরের স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞালোপ হল, মহাবলশালী হয়েও তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভুজগশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? আমি ধর্মরাজের ভ্রাতা ভীমসেন, অযুত হস্তীর সমান বলবান, আমাকে কী করে বশে আনলে? ভীমের দুই বাহু মুক্ত এবং তাঁর দেহ বেষ্টিত করে অজগর বলল, তোমার পূর্বপুরুষ রাজর্ষি নহুষের নাম শুনে থাকবে, আমি সেই নহুষ[১] অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়েছি। আমি বহুকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছি, আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে ভক্ষ্যরূপে পেয়েছি। ভীম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আমি ভাবছি না, আমার মৃত্যু হলে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহ্বল ও নিরুদ্যম হবেন। রাজ্যের লোভে আমি ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কটুকথা বলে পীড়া দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে হয়তো সর্বাস্ত্রবিৎ ধীমান অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হবেন না, কিন্তু মাতা কুন্তী ও নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন।

সহসা নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তিনি বহুক্ষণ পূর্বে মৃগয়া করতে গেছেন। যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মৃগয়ার চিহ্ন অনুসরণ করে তিনি এক পর্বতকন্দরে এসে

১. নহুষের পূর্বকথা উদ্‌যোগপর্ব ৪-পরিচ্ছেদে আছে।

দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্টন করে রয়েছে, তাঁর নড়বার শক্তি নেই। ভীমের কাছে সব কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, অমিতবিক্রম সর্প, আমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দিন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব। সর্প বলল, এই রাজপুত্রকে আমি মুখের কাছে পেয়েছি, এই আমার ভক্ষ্য। তুমি চলে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি ইচ্ছামতো প্রশ্ন করুন, আমি তার উত্তর দেব।

সর্প বলল, তোমার বাক্য শুনে মনে হচ্ছে তুমি অতি বুদ্ধিমান। বল— ব্রাহ্মণ কে? জ্ঞাতব্য কী? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সত্য দান ক্ষমা সচ্চরিত্র অহিংসা তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। সুখদুঃখহীন পরব্রহ্ম, যাঁকে লাভ করলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য। সর্প বলল, শূদ্রদের মধ্যেও তো ওইসব গুণ থাকতে পারে; আর, এমন কাকেও দেখা যায় না যিনি সুখদুঃখের অতীত। যুধিষ্ঠির বললেন, যে শূদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তিনি শূদ্র নন, ব্রাহ্মণ; যে ব্রাহ্মণে থাকে না তিনি ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে শূদ্র বলাই উচিত। আর, আপনি যাই মনে করুন, সুখদুঃখাতীত ব্রহ্ম আছেন এই আমার মত। সর্প বলল, যদি গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ হয় তবে যে পর্যন্ত কেউ গুণযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে ব্রাহ্মণ নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, মহাসর্প, আমি মনে করি সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে। সে জন্য মানুষের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে মুক্তি দিল। তার পর তার সঙ্গে নানাবিধ দার্শনিক আলাপ করে যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হল কেন? সর্পরূপী নহুষ বললেন, আমি দেবলোকে অভিমানে মত্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহ্মর্ষি দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আমি পা দিয়ে তাঁর মস্তক স্পর্শ করি। তাঁর অভিশাপে আমি সর্প হয়ে অধোমুখে পতিত হলাম। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করবেন। এই কথা বলে নহুষ অজগরের রূপ ত্যাগ করে দিব্যদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। যুধিষ্ঠির ভীম ও ধৌম্য তাঁদের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

মার্কণ্ডেয়সমাস্যা[১]পর্বাধ্যায়

৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়'র আগমন— অরিষ্টনেমা ও অত্রির কথা

বিশাখযূপ বনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু কাটিয়ে পাণ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁদের দেখতে এলেন। অর্জুনকে

---

১. সমাস্যা—ধর্মতত্ত্ব, আখ্যান ইত্যাদি কথন ও শ্রবণের জন্য একত্র উপবেশন।

সুভদ্রা ও অভিমন্যুর কুশলসংবাদ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, যাজ্ঞসেনী, ভাগ্যক্রমে অর্জুন ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজনবর্গ এখন পূর্ণ হল। তোমার বালক পুত্রগণ ধনুর্বেদে অনুরক্ত ও সুশীল হয়েছে। তোমার পিতা ও ভ্রাতা নিমন্ত্রণ করলেও তারা মাতুলালয়ের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চায় না, তারা দ্বারকাতেই সুখে আছে। আর্যা কুন্তী আর তুমি যেমন পার সেইরূপ সুভদ্রাও সর্বদা তাদের সদাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন ও কুমার অভিমন্যু তাদের রথ ও অশ্বচালনা এবং বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ শেখাচ্ছেন। তার পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, যাদবসেনা আপনার আদেশের অপেক্ষা করছে, আপনি পাপী দুর্যোধনকে সবান্ধবে বিনষ্ট করুন। অথবা আপনি দ্যূতসভায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শত্রু সংহার করবে, আপনি যথাকালে হস্তিনাপুর অধিকার করবেন।

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গতি, উপযুক্ত কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছি, অজ্ঞাতবাস শেষ করেই তোমার শরণ নেব।

এমন সময়ে মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি সেখানে এলেন। তাঁর বয়স বহু সহস্র বৎসর কিন্তু তিনি দেখতে পঁচিশ বৎসরের যুবার ন্যায়। তিনি পূজা গ্রহণ করে উপবিষ্ট হলে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে পুণ্যকথা শুনতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে দেবর্ষি নারদও পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, তিনিও মার্কণ্ডেয়কে অনুরোধ করলেন।

মার্কণ্ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল ইহলোক পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। মার্কণ্ডেয় এই আখ্যান বললেন।— হৈহয় বংশের এক রাজকুমার মৃগয়া করতে গিয়ে কৃষ্ণমৃগচর্মধারী এক ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁকে মৃগ মনে করে বধ করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত মুনিকে দেখলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহর্ষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহর্ষি তাঁদের পাদ্য-অর্ঘাদি দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্রহ্মহত্যা করেছি, সৎকৃত হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পুনর্বার ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ দেখতে পেলেন না। তখন অরিষ্টনেমা বললেন, দেখুন তো, আমার এই পুত্রই সেই নিহত ব্রাহ্মণ কি না। রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই মৃত মুনিকুমার কী করে জীবিত হলেন? অরিষ্টনেমা বললেন, আমরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করি, ব্রাহ্মণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বলি, যাতে দোষ হয় এমন কথা বলি না। অতিথি ও পরিচারকদের ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই আমরা খাই। আমরা শান্ত, সংযতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, তীর্থপর্যটক ও দানপরায়ণ, পুণ্যদেশে তেজস্বী ঋষিগণের সংসর্গে বাস করি। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই তার অল্পমাত্র আপনাদের বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন না। রাজারা হৃষ্ট হয়ে অরিষ্টনেমাকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।— মহর্ষি অত্রি বনগমনের ইচ্ছা করলে তাঁর ভার্যা বললেন, রাজর্ষি বৈণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পুত্র ও ভৃত্যদের ভাগ করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। অত্রি সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি করলেন— রাজা, আপনি ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পৃথিবীর প্রথম নরপতি; মুনিরা বলেন, আপনি ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তুতি শুনে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অত্রি, এমন কথা আর বলো না, ইন্দ্রই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মূঢ় অপরিণতবুদ্ধি, রাজাকে তুষ্ট করবার জন্য স্তুতি করছ। অত্রি ও গৌতম কলহ করছেন দেখে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ দুজনকে ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। সনৎকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপতি বলা হয়, তিনিই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপতি বিরাট প্রভৃতি নামে স্তুত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। অত্রি রাজাকে যে প্রথম বা প্রধান বলেছেন তা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে অত্রিকে জয়ী দেখে বৈণ্য রাজা প্রীত হয়ে তাঁকে বহু ধন দান করলেন।

৩৯। বৈবস্বত মনু ও মৎস্য— বালকরূপী নারায়ণ

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন।— বিবস্বানের (সূর্যের) পুত্র মনু রাজ্যলাভের পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। একদিন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য চীরিণী নদীর তীরে এসে মনুকে বলল, বলবান মৎস্যদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মনু সেই মৎস্যটিকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। ক্রমশ সে বড় হল, তখন মনু তাকে একটি বিশাল পুষ্করিণীতে রাখলেন। কালক্রমে মৎস্য এত বড় হল যে সেখানেও তার স্থান হল না, তখন মনু তাকে গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পরে মৎস্য বলল, প্রভু, আমি অতি বৃহৎ হয়েছি, গঙ্গায় নড়তে পারছি না, আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিন। মনু যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বলল, ভগবান, আপনি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শুনুন।— প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগ্ন হবে। আপনি রজ্জুযুক্ত একটি দৃঢ় নৌকা প্রস্তুত করিয়ে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহ্মণগণ যেসকল বীজের কথা বলেছেন তা-ও তাতে রাখবেন। আপনি সেই নৌকায় থেকে আমার প্রতীক্ষা করবেন, আমি শৃঙ্গ ধারণ করে আপনার কাছে আসব। মৎস্যের উপদেশ অনুসারে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। তিনি স্মরণ করলে মৎস্য উপস্থিত হল। মনু তার শৃঙ্গে রজ্জু বাঁধলেন, মৎস্য গর্জমান ঊর্মিময় লবণাম্বুর উপর দিয়ে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পৃথিবী আকাশ ও সর্বদিক সমস্তই জলময়, কেবল সাতজন ঋষি, মনু আর মৎস্যকে দেখা যাচ্ছিল। বহু বর্ষ পরে হিমালয়ের নিকটে এসে

মনু মৎস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশৃঙ্গে নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃঙ্গ এখনও 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত। তার পর মৎস্য ঋষিগণকে বলল, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমার উপরে কেউ নেই, আমি মৎস্যরূপে তোমাদের ভয়মুক্ত করেছি। এই মনু দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সকল প্রজা ও স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করবেন। এই বলে মৎস্য অন্তর্হিত হল। তার পর মনু কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে সকল প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পরিমাণ চার হাজার বৎসর[১], তার সন্ধ্যা[২] চারশো, এবং সন্ধ্যাংশ[৩] ও চারশো বৎসর। ত্রেতাযুগ তিন হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা তিনশো বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাই। দ্বাপরযুগ দু হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই-ই দুশো বৎসর। কলিযুগ এক হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-একশো বৎসর। চার যুগে বার হাজার বৎসর; এক হাজার যুগে (এক হাজার চতুর্যুগে) ব্রহ্মার এক দিন। তার পর ব্রহ্মার রাত্রি প্রলয়কাল। একদা প্রলয়কালে আমি নিরাশ্রয় হয়ে সমুদ্রজলে ভাসছিলাম, এমন সময়ে দেখলাম, এক বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিব্য-আস্তরণযুক্ত পর্যঙ্কে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন বালক শুয়ে আছে, তার বর্ণ অতসী[৪] পুষ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন[৫]। সেই বালক বললেন, বৎস মার্কণ্ডেয়, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের ভিতরে বাস কর। এই বলে তিনি মুখব্যাদান করলেন। আমি তাঁর উদরে প্রবেশ করে দেখলাম, নগর রাষ্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য দেবগণ অসুরগণ প্রভৃতি সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বৎসরের অধিক কাল তাঁহার দেহের মধ্যে বিচরণ করে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আমি সেই বরেণ্য দেবের শরণ নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মুখ দেখে বায়ুবেগে নির্গত হলাম। বাইরে এসে দেখলাম, সেই পীতবাস দ্যুতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তিনি সহাস্যে বললেন, মার্কণ্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তো? আমি নবদৃষ্টি লাভ করে মোহমুক্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরক্ত চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করলাম। তার পর কৃতাঞ্জলি হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আর তোমার মায়াকে জানতে ইচ্ছা করি। সেই দেব বললেন, পুরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' দিয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সে জন্য আমি নারায়ণ। আমি তোমার ওপর পরিতুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে অনেকবার তোমাকে বর দিয়েছি। লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল

১. অনেকে বৎসরের অর্থ করেন দৈব বৎসর, অর্থাৎ মানুষের ৩৬০ বৎসর।
২. যে কালে যুগলক্ষণ ক্ষীণ হয়।
৩. যে কালে পরবর্তী যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
৪. অতসী বা তিসির ফুল নীলবর্ণ।
৫. বিষ্ণুর বক্ষের রোমাবর্ত।

তিনি জাগরিত না হন তত কাল আমি শিশুরূপে এইখানে থাকি। প্রলয়ান্তে ব্রহ্মা জাগরিত হলে আমি তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সৃষ্টি করব। তত কাল তুমি সুখে এখানে বাস কর। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এই ইতিহাস শেষ করে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, সেই প্রলয়কালে আমি পদ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখেছিলাম, তিনিই তোমার এই আত্মীয় জনার্দন। এঁর বরে আমার স্মৃতি নষ্ট হয় না, আমি দীর্ঘায়ু ইচ্ছামৃত্যু হয়েছি। এই অচিন্ত্যস্বভাব মহাবাহু কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা এঁর শরণ নাও। মার্কণ্ডেয় এইরূপ বললে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন।

৪০। পরীক্ষিৎ ও মণ্ডূকরাজকন্যা— শল, দল ও বামদেব

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন।— অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিবিড় বনে এক সরোবর দেখতে পেলেন। রাজা স্নান করে অশ্বকে মৃণাল খেতে দিয়ে সরোবরের তীরে বসলেন। তিনি দেখলেন, এক পরমসুন্দরী কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। রাজা বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। কন্যা বলল, আমি কন্যা; যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হতে পারে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। তিনি পত্নীর সঙ্গে নির্জন স্থানে বাস করতে লাগলেন।

পরিচারিকাদের কাছে কন্যার বৃত্তান্ত শুনে রাজমন্ত্রী বহুবৃক্ষশোভিত এক উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী ছিল, তার জল মুক্তাজাল দিয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, এই মনোরম উদ্যানে জল নেই, আপনি এখানে বিহার করুন। রাজা তাঁর মহিষীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে সেই পুষ্করিণীর তীরে এলেন। রাজা রানিকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানি জলে নিমগ্ন হলেন, আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই পুষ্করিণী জলশূন্য করালেন এবং তার মধ্যে একটা ব্যাঙ দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ডূক বধ কর। মণ্ডূকরাজ তপস্বীর বেশে রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেক বধ করবেন না। রাজা বললেন, এই দুরাত্মারা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মণ্ডূকরাজ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম আয়ু, আপনার ভার্যা আমার কন্যা সুশোভনা। তার এই দুষ্ট স্বভাব— সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে অভিশাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার সন্তান ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী হবে।

সুশোভনার গর্ভে পরীক্ষিতের তিন পুত্র হল— শল, দল, বল। যথাকালে শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পরীক্ষিৎ বনে চলে গেলেন। একদিন শল রথে চড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্রুতগামী হরিণকে ধরতে পারলেন না। সারথি বলল, এই রথে যদি বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। মহর্ষি বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রার্থনা করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হলেই শীঘ্র ফিরিয়ে দিও। রাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা করে হরিণ ধরলেন, কিন্তু রাজধানীতে গিয়ে অশ্ব ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আত্রেয়কে রাজার কাছে পাঠালে রাজা বললেন, এই দুই অশ্ব রাজারই যোগ্য, ব্রাহ্মণের অশ্বে কী প্রয়োজন? তার পর বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন। রাজা বললেন, মহর্ষি, সুশিক্ষিত বৃষই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বাহন; আর বেদও তো আপনাদের বহন করে। শল রাজা যখন কিছুতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না, তখন বামদেবের আদেশে চারজন ঘোররূপ রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শূলহস্তে রাজাকে মারতে গেল। রাজা উচ্চস্বরে বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশ্যগণ যদি আমার অনুবর্তী হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ করুন; বামদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আমি দেব না। এইরূপ বলতে বলতে শল রাক্ষসদের হাতে নিহত হলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে অশ্ব চাইলে দল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সারথিকে বললেন, আমার যে বিষলিপ্ত বিচিত্র বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুররা খাবে। বামদেব বললেন, রাজা, সেনজিৎ নামে তোমার যে দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আছে তাকেই তোমার বাণ বধ করুক। দলের বাণ অন্তঃপুরে গিয়ে রাজপুত্রকে বধ করল। রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাকে স্তম্ভিত করেছেন, আমি তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারছি না, অতএব তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে জীবিত থাকুন। বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মহিষীকে বাণ দিয়ে স্পর্শ কর, তা হলে পাপমুক্ত হবে। রাজা দল তা করলে মহিষী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রতিদিন সদুপদেশ দিই, ব্রাহ্মণগণকেও সত্য ও প্রিয় বাক্য বলি, তার ফলে আমি পুণ্যলোক লাভ করব। মহিষীর ওপর তুষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপমুক্ত হয়ে শুভাশীর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন।

৪১। দীর্ঘায়ু বক ঋষি— শিবি ও সুহোত্র— যযাতির দান

তার পর মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রসখা দীর্ঘায়ু বক ঋষির এই উপাখ্যান বললেন।— দেবাসুরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে পূর্বসমুদ্রের নিকটে

বক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বৎসর বয়স হয়েছে; চিরজীবীদের কী দুঃখ তা আমাকে বলুন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রিয় লোকের বিরহ, অসাধু লোকের সঙ্গে মিলন, পুত্র-দারাদির বিনাশ, পরাধীনতার কষ্ট, ধনহীনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্যাদা, কুলীনের কুলক্ষয়— চিরজীবীদের এইসব দেখতে হয়, এরচেয়ে অধিক দুঃখ আর কী আছে? ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, চিরজীবীদের সুখ কী তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুমিত্রকে আশ্রয় না করে দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ— এরচেয়ে সুখতর কী আছে? অতিভোজী না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শক্তিতে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্রেয়, পরগৃহে অপমানিত হয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। অতিথি ভৃত্য ও পিতৃগণকে অন্নদান করে যে অবশিষ্ট অন্ন খায় তার চেয়ে সুখী কে আছে? মহর্ষি বকের সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করে দেবরাজ সুরলোকে চলে গেলেন।

পাণ্ডবগণ ক্ষত্রিয়মাহাত্ম্য শুনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় বললেন।— একদা কুরুবংশীয় সুহোত্র রাজা পথিমধ্যে উশীনরপুত্র রথারূঢ় শিবি রাজাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণে দুজনেই সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে বললেন, তোমরা পরস্পরের পথরোধ করে রয়েছ কেন? রাজারা উত্তর দিলেন, ভগবান, যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবার বিধি আছে। আমরা তুল্যগুণশালী সখা, সে জন্য কে শ্রেষ্ঠ তা স্থির করতে পারছি না। নারদ বললেন, ক্রূর লোক মৃদুস্বভাব লোকের প্রতিও ক্রূরতা করে, সাধুজন অসাধুর প্রতিও সাধুতা করেন, তবে সাধুর সহিত সাধু সদাচরণ করবেন না কেন? শিবি রাজা সুহোত্রের চেয়ে সাধুস্বভাব।—

জয়েৎ কদর্যং দানেন সত্যেনানৃতবাদিনম্।
ক্ষময়া ক্রূরকর্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ ॥

— দান করে কৃপণকে, সত্য বলে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা করে ক্রূর-কর্মাকে, এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করবে।

নারদ তার পর বললেন, তোমরা দুজনেই উদার; যিনি অধিকতর উদার তিনিই সরে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। তখন সুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর বহু সৎকর্মের প্রশংসা করে চলে গেলেন। এইরূপে রাজা সুহোত্র তাঁর মাহাত্ম্য দেখিয়েছিলেন।

তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।— একদিন রাজা যযাতির কাছে এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুর জন্য আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। দেখা যায় লোকে যাচকের ওপর অসন্তুষ্ট হয়; আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার প্রার্থিত বস্তু

আপনি তুষ্ট হয়ে দেবেন কি না? রাজা বললেন, আমি দান করে তা প্রচার করি না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিই না। যা দানের যোগ্য তা দিয়ে আমি অতিশয় সুখী হই, দান করে কখনও অনুতাপ করি না। এই বলে রাজা যযাতি ব্রাহ্মণকে তাঁর প্রার্থিত সহস্র ধেনু দান করলেন।

৪২। অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি— ইন্দ্রদ্যুম্ন

মার্কণ্ডেয় ক্ষত্রিয়মাহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন।— বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করে তাঁর ভ্রাতা[১] প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবির সঙ্গে রথারোহণে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে দেখা হল। অষ্টক অভিবাদন করে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক ভ্রাতা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কিন্তু নরলোকে কে আগে ফিরে আসবেন? নারদ বললেন, অষ্টক। যখন আমি তাঁর গৃহে বাস করছিলাম তখন একদিন তাঁর সঙ্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহস্র গরু দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করলে অষ্টক বললেন, আমিই এইসব গরু দান করেছি। এই আত্মশ্লাঘার জন্যই অষ্টকের আগে পতন হবে।

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অষ্টকের পর কে অবতরণ করবেন? নারদ বললেন, প্রতর্দন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি রথে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আমি ফিরে এসে দেব। ব্রাহ্মণ বললেন, এখনই দিন। প্রতর্দন রথের দক্ষিণ পার্শ্বের একটি অশ্ব খুলে দান করলেন। তার পর আর এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পার্শ্বের একটি অশ্ব দিলেন। তার পর আরও দুইজন ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় অবশিষ্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহ্মণদের চাইবার কিছু নেই। প্রতর্দন দান করে অসূয়াগ্রস্ত হয়েছিলেন সে জন্যই তাঁর পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দুজনের পর কে স্বর্গচ্যুত হবেন? নারদ বললেন, বসুমনা। একদিন আমি তাঁর গৃহে গিয়ে আশীর্বাদ করি— তোমার পুষ্পক রথ লাভ হোক। বসুমনা পুষ্পক রথ পেলে আমি তার প্রশংসা করলাম। তিনি বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর দ্বিতীয়বার আমি তাঁর কাছে গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ আপনারই। আমার রথের প্রয়োজন ছিল, তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রথ না দিয়ে তিনি বললেন, আপনার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাক্যের জন্যই বসুমনার পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বসুমনার পর কে অবতরণ করবেন? নারদ বললেন, শিবি স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আমি শিবির সমান নই। একদিন এক ব্রাহ্মণ

---

১. বৈপিত্র ভ্রাতা। উদ্‌যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শিবির কাছে এসে বলেছিলেন, আমি অন্নপ্রার্থী, তোমার পুত্র বৃহদ্‌গর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক করে আমার প্রতীক্ষায় থাক। শিবি তাঁর পুত্রের পক্ব মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন। একজন তাঁকে বলল, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার আয়ুধাগার অন্তঃপুর অশ্বশালা হস্তীশালা দগ্ধ করছেন। শিবি অবিকৃতমুখে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। শিবি আবার অনুরোধ করলে ব্রাহ্মণ বললেন, তুমিই খাও। শিবি অব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত হলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ করতে পার। শিবি দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পুণ্যগন্ধান্বিত অলংকারধারী তাঁর পুত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন। তিনি স্বয়ং বিধাতা, রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছিলেন। অমাত্যগণ শিবিকে প্রশ্ন করলেন, কোন্ ফল লাভের জন্য আপনি এই কর্ম করলেন? শিবি উত্তর দিলেন, যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে করিনি, সজ্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আমি করেছি।

পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, পুণ্যক্ষয় হলে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কি? আমি বললাম, আমি নিজ কার্যে ব্যস্ত থাকি সে জন্য সকলকে মনে রাখতে পারি না। হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে। ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হয়ে আমাকে পেচকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। পেচক তাঁকে বলল, তোমাকে চিনি না; ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক আছে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে আর পেচককে নাড়ীজঙ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বলল, আমি এই রাজাকে চিনি না; এই সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অকূপার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর। বকের আহ্বানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শুনে সে মুহূর্তকাল চিন্তা করে অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, এঁকে জানব না কেন? ইনি এখানে সহস্র যজ্ঞ করে যূপকাষ্ঠ প্রোথিত করেছিলেন; ইনি দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল ধেনু দান করেছিলেন তাদেরই বিচরণের ফলে এই সরোবর উৎপন্ন হয়েছে।

তখন স্বর্গ থেকে দেবরথ এল এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন এই দৈববাণী শুনলেন— তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কীর্তিমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥
অকীর্তিঃ কীর্ত্যতে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যচিৎ।
স পতত্যধমাল্লোঁকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে ॥

— পুণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পুরুষরূপে গণ্য হয়[১]। যত কাল কোনও লোকের কীর্তি প্রচারিত হয় তত কাল সে নরকে পতিত থাকে।

তার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন[২] আমাদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

৪৩। ধুন্ধুমার

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্ব কী কারণে ধুন্ধুমার নাম পান? মার্কণ্ডেয় বললেন, উতঙ্ক[৩] নামে খ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, তিনি মরুভূমির নিকটবর্তী রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, জগতের প্রভু হরিকে দেখলাম, এই আমার পর্যাপ্ত বর। বিষ্ণু তথাপি অনুরোধ করলে উতঙ্ক বললেন, আমার যেন ধর্মে সত্যে ও ইন্দ্রিয়সংযমে মতি এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ হয়। বিষ্ণু বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা ভিন্ন তুমি যোগসিদ্ধ হয়ে মহৎ কার্য করবে। তোমার যোগবল অবলম্বন করে রাজা কুবলাশ্ব ধুন্ধু নামক মহাসুরকে বধ করবেন।

ইক্ষ্বাকুর পর যথাক্রমে শশাদ কুকুৎস্থ অনেশ পৃথু বিষ্বগশ্ব অদ্রি যুবনাশ্ব শ্রাব শ্রাবস্তক (যিনি শ্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করেছিলেন) ও বৃহদশ্ব অযোধ্যার রাজা হন। তাঁর পুত্র কুবলাশ্ব। বৃহদশ্ব বনে যেতে চাইলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁকে বারণ করে বললেন, আপনি রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করুন, তার তুল্য ধর্মকার্য অরণ্যে হতে পারে না। আমার আশ্রমের নিকটে মরুপ্রদেশে উজ্জালক নামে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্র আছে, সেখানে মধু-কৈটভের পুত্র ধুন্ধু নামে এক মহাবল দানব ভূমির ভিতরে বাস করে। আপনি তাকে বধ করে অক্ষয় কীর্তি লাভ করুন, তার পর বনে যাবেন। বালুকার মধ্যে নিদ্রিত এই দানব যখন বৎসরান্তে নিশ্বাস ফেলে তখন সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজর্ষি বৃহদশ্ব কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমার পুত্র কুবলাশ্ব তার বীর পুত্রদের সঙ্গে আপনার প্রিয়কার্য করবে, আমাকে বনে যেতে দিন। উতঙ্ক তথাস্তু বলে তপোবনে চলে গেলেন।

প্রলয়সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্ত নাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর নাভি হতে নির্গত পদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিলেন। মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মাকে

---

১. এই শ্লোক ৫৭-পরিচ্ছেদও আছে।
২. ইনিই পুরীধামের জগন্নাথবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা, এই খ্যাতি আছে।
৩. এঁর কথা আশ্রমবাসিকপর্ব ৫-৬-পরিচ্ছেদে আছে।

সন্ত্রস্ত করল। তখন ব্রহ্মা পদ্মনাল কম্পিত করে বিষ্ণুকে জাগরিত করলেন। বিষ্ণু দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা হাস্য করে বলল, তুমি আমাদের নিকট বর চাও। বিষ্ণু বললেন, লোকহিতের জন্য আমি এই বর চাচ্ছি— তোমরা আমার বধ্য হও। মধু-কৈটভ বলল, আমরা কখনও মিথ্যা বলি না, রূপ শৌর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভৃতিতে আমাদের তুল্য কেউ নেই। তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমরা তোমার পুত্র হই। বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। পৃথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত স্থান না দেখে বিষ্ণু তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শন চক্রে কেটে ফেললেন।

মধু-কৈটভের পুত্র ধুন্ধু তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়েছিল। সে বালুকার মধ্যে লুকিয়ে থেকে উতঙ্কের আশ্রমে উপদ্রব করত। উতঙ্কের অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্ব রাজার দেহে প্রবেশ করলেন। কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধুবধের জন্য যাত্রা করলেন। সপ্তাহকাল বালুকাসমুদ্রের সর্বদিক খনন করার পর নিদ্রিত ধুন্ধুকে দেখা গেল। সে গাত্রোত্থান করে তার মুখনির্গত অগ্নিতে কুবলাশ্বের পুত্রদের দগ্ধ করে ফেলল। কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধুন্ধুর মুখাগ্নি নির্বাপিত করলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তাকে দগ্ধ করে বধ করলেন। সেই অবধি তিনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হলেন।

৪৪। কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ

যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি নারীর শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এবং সূক্ষ্ম ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি পতিব্রতার ধর্ম বলছি শোন।— কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি বৃক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করছিলেন এমন সময়ে এক বলাকা (স্ত্রী-বক) তাঁর মাথার উপরে মলত্যাগ করলে কৌশিক ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই মরে পড়ে গেল। তাকে ভূপতিত দেখে ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আমি ক্রোধের বশে অকার্য করে ফেলেছি।

তার পর কৌশিক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গিয়ে একটি পূর্বপরিচিত গৃহে প্রবেশ করে বললেন, ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে গৃহিণী ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গৃহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে এলেন, সাধ্বী গৃহিণী তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে পা আর মুখ ধোবার জল, আসন ও খাদ্য পানীয় দিয়ে স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। তার পর তিনি ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কৌশিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এর অর্থ কী? তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে আটকে রাখলে কেন? সাধ্বী গৃহিণী বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার স্বামী

পরমদেবতা, তিনি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে এসেছেন সে জন্য তাঁর সেবা আগে করেছি। কৌশিক বললেন, তুমি স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ব্রাহ্মণকে অপমান করলে! ইন্দ্রও ব্রাহ্মণের নিকট প্রণত থাকেন। তুমি কি জান না যে, ব্রাহ্মণ পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন?

গৃহিণী বললেন, ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমি বলাকা নই, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আপনি আমার কী করবেন? আমি আপনাকে অবজ্ঞা করিনি, ব্রাহ্মণদের তেজ ও মাহাত্ম্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপুল, অনুগ্রহও সেইরূপ। আপনি আমার ক্রটি ক্ষমা করুন। পতিসেবাই আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করি, তার ফল আমি কী পেয়েছি দেখুন— আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলাকাকে দগ্ধ করেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। দ্বিজোত্তম, ক্রোধ মানুষের শরীরস্থ শত্রু, যিনি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেছেন দেবতারা তাঁকেই ব্রাহ্মণ মনে করেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন না। মিথিলায় এক ব্যাধ আছেন, তিনি পিতা-মাতার সেবক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। আপনি সেই ধর্মব্যাধের কাছে যান, তিনি আপনাকে ধর্মশিক্ষা দেবেন। আমার বাচালতা ক্ষমা করুন, স্ত্রী সকলেরই অবধ্য।

কৌশিক বললেন, শোভনা, আমি প্রীত হয়েছি, আমার ক্রোধ দূর হয়েছে, তোমার ভর্ৎসনায় আমার মঙ্গল হবে। তার পর কৌশিক জনকরাজার পুরী মিথিলায় গেলেন এবং ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে ধর্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বিপণিতে বসে মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করছেন, বহু ক্রেতা সেখানে এসেছে। কৌশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বললেন, এক পতিব্রতা নারী আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন, তা আমি জানি। এই স্থান আপনার যোগ্য নয়, আমার গৃহে চলুন। ধর্মব্যাধের গৃহে গিয়ে কৌশিক বললেন, বৎস, তুমি যে ঘোর কর্ম কর তা তোমার যোগ্য নয়। ধর্মব্যাধ বললেন, আমি আমার কুলোচিত কর্মই করি। আমি বিধাতার বিহিত ধর্ম পালন করি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করি, সত্য বলি, অসূয়া করি না, যথাশক্তি দান করি, দেবতা অতিথি ও ভৃত্যদের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন খাই। আমি নিজে প্রাণিবধ করি না, অন্যে যে বরাহ-মহিষ মারে আমি তাই বেচি। আমি মাংস খাই না, কেবল ঋতুকালে ভার্যার সহবাস করি, দিনে উপবাসী থেকে রাত্রে ভোজন করি। আমার বৃত্তি অতি দারুণ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, আমি পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা পিতৃগণ অতিথি ও পরিজনের সেবা হয়, সে জন্য নিহত পশুরও ধর্ম হয়। শ্রুতিতে আছে, অন্নের ন্যায় ওষধি লতা পশু পক্ষীও মানুষের খাদ্য। রাজা রন্তিদেবের পাকশালায় প্রত্যহ দু হাজার গরু পাক হত। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। ধান্যাদি শস্যবীজও জীব, প্রাণী পরস্পরকে ভক্ষণ করেই জীবিত থাকে, মানুষ চলবার সময় ভূমিস্থিত বহু প্রাণী বধ করে। জগতে অহিংসক কেউ নেই।

তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে ধর্মব্যাধ বললেন, যে ধর্ম দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করেছি তা আপনি প্রত্যক্ষ করুন। এই বলে তিনি কৌশিককে এক মনোরম

সৌধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধের মাতা-পিতা আহারের পর শুক্ল বসন ধারণ করে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তম আসনে বসে আছেন। ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চরণে মস্তক রাখলে তাঁরা বললেন, পুত্র, ওঠ ওঠ, ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, এঁরাই আমার পরমদেবতা, ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতার সমান। আপনি নিজের মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা করে তাঁদের অনুমতি না নিয়ে দেবাধ্যয়নের জন্য গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন।

কৌশিক বললেন, আমি নরকে পতিত হচ্ছিলাম, তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আমি মাতা-পিতার সেবা করব। তোমাকে আমি শূদ্র মনে করি না, কোন্ কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছে? ধর্মব্যাধ বললেন, পূর্বজন্মে আমি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও এক রাজার সখা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে আমি মৃগ মনে করে এক ঋষিকে বাণবিদ্ধ করি। তাঁর অভিশাপে অমি ব্যাধ হয়ে জন্মেছি। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মজ্ঞ জাতিস্মর ও মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ হবে, শাপক্ষয় হলে আবার ব্রাহ্মণ হবে। তার পর আমি সেই ঋষির দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলাম। তিনি মরেননি।

ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করে কৌশিক তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় নিরত হলেন।

৪৫। দেবসেনা ও কার্তিকেয়

মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি এখন অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়র কথা বলছি তোমরা শোন।— দেবগণের সহিত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র একজন সেনাপতির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মানস পর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশী দানব একটি কন্যার হাত ধরে আছে। ইন্দ্রকে দানব বলল, এই কন্যাকে আমি বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও না, চলে যাও। তখন কেশীর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হল, কেশী পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আমি প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা, আমার ভগিনী দৈত্যসেনাকে কেশী হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আমি অজেয় পতি লাভ করতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃষ্বসার কন্যা। এই বলে ইন্দ্র দেবসেনাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, এক মহাবিক্রমশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে এই কন্যার পতি হবেন, তিনি তোমার সেনাপতিও হবেন।

ইন্দ্র দেবসেনাকে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষির যজ্ঞস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে অগ্নিদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূর্বসুন্দরী ঋষিপত্নীগণ কেউ আসনে বসে আছেন, কেউ শুয়ে আছেন। তাঁদের দেখে অগ্নি কামাবিষ্ট হলেন, কিন্তু তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প করে বনে চলে গেলেন।

দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার ভার্যা শিবার রূপ ধরে অগ্নির কাছে এসে সঙ্গম লাভ করলেন এবং অগ্নির শুক্র নিয়ে গরুড়-পক্ষিণী হয়ে কৈলাস পর্বতের এক কাঞ্চনকুণ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার পর তিনি সপ্তর্ষিগণের অন্যান্য ঋষির পত্নীরূপে পূর্ববৎ অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন, কেবল বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে পারলেন না। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাঞ্চনকুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করলেন। সেই স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত শুক্র থেকে স্কন্দ[১] উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয় মস্তক, এক গ্রীবা, এক উদর। ত্রিপুরাসুরকে বধ করে মহাদেব তাঁর ধনু রেখে দিয়েছিলেন, বালক স্কন্দ সেই ধনু নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন। বহু লোক ভীত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হল, ব্রাহ্মণরা তাঁদের 'পারিষদ' বলে থাকেন।

সপ্তর্ষিদের ছ জন নিজ পত্নীদের ত্যাগ করলেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের পত্নীরাই স্কন্দের জননী। স্বাহা তাঁদের বার বার বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক নয়, এটি আমারই পুত্র। মহামুনি বিশ্বামিত্র কামার্ত অগ্নির পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন সে জন্য তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তিনি স্কন্দের জাতকর্মাদি ত্রয়োদশ মঙ্গলকার্য সম্পন্ন করে সপ্তর্ষিদের বললেন, আপনাদের পত্নীদের অপরাধ নেই; কিন্তু ঋষিরা তা বিশ্বাস করলেন না।

স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র একে বধ করুন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার জন্য লোকমাতা[২]-দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে বললেন, তুমি আমাদের পুত্র হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে অগ্নিও এলেন এবং মাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন।

স্কন্দকে জয় করা দুঃসাধ্য জেনেও বজ্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে গিয়ে সিংহনাদ করলেন। অগ্নিপুত্র কার্তিক সাগরের ন্যায় গর্জন করে মুখনির্গত অগ্নিশিখায় দেবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন, কার্তিকের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হল, তা থেকে বিশাখ[৩] নামে এক যুবা উৎপন্ন হলেন, তাঁর দেহ কাঞ্চনবর্ণ, কর্ণে দিব্য কুণ্ডল, হস্তে শক্তি অস্ত্র। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে কার্তিকের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপতি করলেন। পার্বতীর সঙ্গে মহাদেব এসে কার্তিকের গলায় দিব্য সুবর্ণমাল্য পরিয়ে দিলেন। দ্বিজগণ রুদ্রকে অগ্নি বলে থাকেন, সে জন্য কার্তিক মহাদেবেরও পুত্র, মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হয়ে কার্তিক রক্তবস্ত্র পরে রথারোহণ করলেন, তাঁর ধ্বজে অগ্নিদত্ত কুক্কুটচিহ্নিত লোহিত পতাকা কালাগ্নির ন্যায় সমুত্থিত হল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তিকের হস্তে সম্প্রদান করলেন। সেই সময়ে ছয় ঋষিপত্নী এসে কার্তিককে বললেন,

---

১. স্কন্দ, কার্তিকেয় বা কার্তিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

২. মাতৃকা, এঁরা শিবের অনুচরী।

৩. কার্তিকের এক নাম।

পুত্র, আমরা তোমার জননী, এই মনে করে আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন এবং পুণ্যস্থান থেকে পরিচ্যুত করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তিক বললেন, আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, আপনারা যা চান তাই হবে।

স্কন্দের পালিকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার-কুমারীকে স্কন্দগ্রহ[1] বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তিকের পূজা করলে মঙ্গল আয়ু ও বীর্য লাভ হয়।

স্বাহা কার্তিকের কাছে এসে বললেন, আমি দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার আপন পুত্র। অগ্নি জানেন না যে, আমি বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগিণী। আমি তাঁর সঙ্গেই বাস করতে ইচ্ছা করি। কার্তিক বললেন, দেবী, দ্বিজগণ হোমাগ্নিতে হব্য-কব্য অর্পণ করবার সময় 'স্বাহা' বলবেন, তার ফলেই অগ্নির সঙ্গে আপনার সর্বদা বাস হবে।

তার পর হরপার্বতী সূর্যের ন্যায় দীপ্তমান রথে চড়ে দেবাসুরের বিবাদস্থল ভদ্রবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পরিবৃত হয়ে কার্তিকও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোরাকৃতি অসুরসৈন্য মহাদেব ও দেবগণকে আক্রমণ করল। মহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত নিক্ষেপ করল, তার আঘাতে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত হল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে পলায়ন করলেন। মহিষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্রের রথ ধরল। তখন কার্তিক রথারোহণে এসে প্রজ্বলিত শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করে মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। প্রায় সমস্ত দানব তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হল; যারা অবশিষ্ট রইল, কার্তিকের পারিষদগণ তাদের খেয়ে ফেলল। যুদ্ধস্থান দানবশূন্য হলে ইন্দ্র কার্তিককে আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহু, এই মহিষদানব ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশত্রু ও তার তুল্য শত শত দানবকে সংহার করেছ। তুমি উমাপতি শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, ত্রিভুবনে তোমার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্বাধ্যায়

৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ

পাণ্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয়র কথা শুনছিলেন তখন রাজা সত্রাজিতের কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রিয় মহিষী সত্যভামা নির্জনে দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, তোমার স্বামীরা লোকপালতুল্য মহাবীর জনপ্রিয় যুবক, এঁদের সঙ্গে তুমি কীরূপ আচরণ কর? এঁরা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ চেয়ে করেন, এর

১. গ্রহ— অপদেবতা।

কারণ কী? ব্রতচর্যা জপতপ মন্ত্রৌষধি শিকড় বা অন্য যে উপায় তুমি জান তা বল, যাতে কৃষ্ণকেও আমি সর্বদা বশে রাখতে পারি।

পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসৎ স্ত্রীরা যা করে তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আমি কী করে বলব? কৃষ্ণের প্রিয়া হয়ে এমন প্রশ্ন করাই তোমার অনুচিত। স্ত্রী কোনও মন্ত্র বা ওষুধ প্রয়োগ করতে চায় জানলেই স্বামী উদ্‌বিগ্ন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে যেমন হয়। মন্ত্রাদিতে স্বামীকে কখনও বশ করা যায় না। শত্রুর প্ররোচনায় স্ত্রীলোকে ওষুধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার ফলে উদরি শ্বিত্র জরা পুরুষত্বহানি জড়তা অন্ধতা বধিরতা প্রভৃতি ঘটে। আমি যা করি তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্রোধ ত্যাগ করে আমি সপত্নীদের সঙ্গে পাণ্ডবগণের পরিচর্যা করি। ধনবান, রূপবান, অলঙ্কারধারী, যুবা, দেবতা, মানুষ বা গন্ধর্ব— অন্য কোনও পুরুষ আমি কামনা করি না। স্বামীরা স্নান ভোজন শয়ন না করলে আমিও করি না, তাঁরা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আমি আসন ও জল দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা করি। আমি রন্ধন-ভোজনের পাত্র, খাদ্য ও গৃহ পরিষ্কৃত রাখি, তিরস্কার করি না, মন্দ স্ত্রীদের সঙ্গে মিশি না, গৃহের বাইরে বেশি যাই না, অতিহাস্য বা অতিক্রোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা করি না, তাঁদের উপদেশে চলি। আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার, ভিক্ষাদান, শ্রাদ্ধ, পর্বকালে রন্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার শ্বশ্রূঠাকুরানী যা বলে দিয়েছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আমি করি। রাজা যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী পালন করতেন তখন অন্তঃপুরের সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত সকল ভৃত্য কী করে না করে তার সংবাদ আমি রাখতাম। রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয়ের বিষয় কেবল আমিই জানতাম। পাণ্ডবরা আমার উপর পোষ্যবর্গের ভার দিয়ে ধর্মকার্যে নিরত থাকতেন। আমি সকল সুখভোগ ত্যাগ করে দিবারাত্র আমার কর্তব্যের ভার বহন করতাম, কোনও দুষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পারত না। আমি চিরকাল সকলের আগে জাগি, সকলের শেষে শুই। সত্যভামা, পতিকে বশ করবার এইসব উপায়ই আমি জানি, অসৎ স্ত্রীদের পথে আমি চলি না।

সত্যভামা বললেন, পাঞ্চালী, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার সখী, সে জন্য পরিহাস করছিলাম। দ্রৌপদী বললেন, সখী, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আমি বলছি শোন। তুমি সর্বদা সৌহার্দ্য প্রেম ও প্রসাধন দ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা কর। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দাও, অনুকূল ব্যবহার কর, যাতে তিনি বোঝেন যে, তিনি তোমার প্রিয়। তিনি যেন জানতে পারেন যে, তুমি সর্বপ্রযত্নে তাঁর সেবা করছ। বাসুদেব তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয় না হলেও প্রকাশ করবে না। যাঁরা তোমার স্বামীর প্রিয় ও অনুরক্ত তাঁদের বিবিধ উপায়ে ভোজন করাবে, যারা বিদ্বেষের পাত্র ও অহিতকারী তাদের বর্জন করবে। পুরুষের কাছে মত্ততা ও অসাবধানতা দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে,

নির্জন স্থানে কুমার প্রদ্যুম্ন বা শাম্বেরও সেবা করবে না। সদ্‌বংশজাত নিষ্পাপ সতী স্ত্রীদের সঙ্গেই সখিত্ব করবে, যারা ক্রোধপ্রবণ মত্ত অতিভোজী চোর দুষ্ট আর চপল তাদের সঙ্গে মিশবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য আভরণ ও অঙ্গরাগ ধারণ করে পবিত্র গন্ধে বাসিত হয়ে ভর্তার সেবা করবে।

এই সময়ে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও কৃষ্ণ চলে যাবার জন্য সত্যভামাকে ডাকলেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে বললেন, কৃষ্ণা, তুমি উৎকণ্ঠা দূর কর, তোমার দেবতুল্য পতিগণ জয়ী হয়ে আবার রাজ্য পাবেন। তোমার দুঃখের দশায় যারা অপ্রিয় আচরণ করেছিল তারা সকলেই যমালয়ে গেছে, এই তুমি ধরে নাও। প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি তোমার পঞ্চ পুত্র দ্বারকায় অভিমন্যুর তুল্যই সুখে বাস করছে, সুভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্ন করছেন। প্রদ্যুম্নের মাতা রুক্মিণীও তাদের স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর (বাসুদেব) তাদের খাওয়া-পরার ওপর দৃষ্টি রাখেন, বলরাম প্রভৃতি সকলেই তাদের ভালোবাসেন। এই কথা বলে দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ করে সত্যভামা রথে উঠলেন। যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও মৃদু হাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে পত্নীসহ প্রস্থান করলেন।

ঘোষযাত্রাপর্বাধ্যায়

৪৭। দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি চলে গেলে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সরোবরের নিকট গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে হস্তিনাপুরে একদিন শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগ করছ, আর পাণ্ডবরা শ্রীহীন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছে। এখন একবার তাদের দেখে এস। পর্বতবাসী যেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সমৃদ্ধিশালী লোকে সেইরূপ দুর্দশাপন্ন শত্রুকে দেখে, এর চেয়ে সুখজনক আর কিছুই নেই। তোমার পত্নীরাও বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে মৃগচর্মধারিণী দীনা দ্রৌপদীকে দেখে আসুন।

দুর্যোধন বললেন, তোমরা আমার মনের মতন কথা বলেছ, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ণ বললেন, দ্বৈতবনের কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমার প্রতীক্ষা করছে। ঘোষযাত্রা[১] সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে অনুমতি দেবেন। এই কথার পর তিনজনে সহাস্যে হাতে হাত মেলালেন।

---

১. ঘোষ— গোপপল্লী বা বাথান যেখানে অনেক গরু রাখা হয়।

কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন, কুরুরাজ, আপনার গোপপল্লীর গরুদের গণনা আর বাছুরদের চিহ্নিত করবার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই সময়, অতএব আপনি দুর্যোধনকে যাবার অনুমতি দিন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মৃগয়া আর গরু দেখে আসা দুই-ই ভালো, কিন্তু শুনেছি গোপপল্লীর নিকটেই নরব্যাঘ্র পাণ্ডবরা বাস করেন, সে জন্য তোমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম অসহিষ্ণু আর যাজ্ঞসেনী তো মূর্তিমতী তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে অপরাধ করবে, তার ফলে তপস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দগ্ধ করে ফেলবেন। অর্জুনও ইন্দ্রলোকে অস্ত্রশিক্ষা করে ফিরে এসেছেন। অতএব দুর্যোধন, তুমি নিজে যেয়ো না, পরিদর্শনের জন্য বিশ্বস্ত লোক পাঠাও।

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ, তিনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না, অন্য পাণ্ডবরাও তাঁর অনুগত। আমরা মৃগয়া আর গরু গোনবার জন্যই যেতে চাচ্ছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে আমরা যাব না। ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছায় অনুমতি দিলেন। তখন দুর্যোধন কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি দ্বৈতবনে যাত্রা করলেন, তাঁদের সঙ্গে অশ্ব-গজ-রথ সমেত বিশাল সৈন্য, বহু স্ত্রীলোক, বিপণি ও শকটসহ বণিকের দল, বেশ্যা, স্তুতিপাঠক, মৃগয়াজীবী প্রভৃতিও গেল। গোপালনস্থানে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধন বহু সহস্র গাভী ও বৎস পরিদর্শন গণনা ও চিহ্নিত করলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ গোপ ও গোপকন্যারা দুর্যোধনের মনোরঞ্জন করতে লাগল। তিনি সেই রমণীয় দেশে মৃগয়া দুগ্ধপান ও বিবিধ ভোগবিলাসে রত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

দ্বৈতবনের নিকটে এসে দুর্যোধন তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা শীঘ্র বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মাণ কর। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ক্রীড়া করবার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরের নিকট সদলবলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনের লোকেরা দ্বৈতবনের কাছে এলেই গন্ধর্বরা তাদের বাধা দিল। এই সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন তাঁর একদল দুর্ধর্ষ সৈন্যদের বললেন, গন্ধর্বদের তাড়িয়ে দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দুর্যোধন বহু সহস্র যোদ্ধা পাঠালেন। গন্ধর্বগণ মৃদুবাক্যে বারণ করলেও কুরুসৈন্য সবলে দ্বৈতবনে প্রবেশ করল।

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা ওই অনার্যদের শাসন কর। সশস্ত্র গন্ধর্বসেনার আক্রমণে কুরুসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও যুদ্ধে বিমুখ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরস্ত হলেন না, তিনি শত শত গন্ধর্ব বধ করে চিত্রসেনের বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিলেন। তখন দুর্যোধনাদি কর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নিজের সৈন্যদল নিপীড়িত হচ্ছে দেখে চিত্রসেন মায়া অবলম্বন করলেন। গন্ধর্বসেনারা কর্ণের রথ ধ্বংস করে ফেলল, কর্ণ লম্ফ দিয়ে নেমে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে চলে গেলেন। কর্ণের পরাজয় এবং

কুরুসেনার পলায়ন দেখেও দুর্যোধন যুদ্ধে বিরত হলেন না। তাঁর রথও নষ্ট হল, তিনি ভূপতিত হয়ে চিত্রসেনের হাতে বন্দি হলেন। তখন গন্ধর্বরা দুঃশাসন প্রভৃতি এবং তাঁদের সকলের পত্নীদের ধরে নিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেল।

গন্ধর্বগণ দুর্যোধনকে হরণ করে নিয়ে গেলে পরাজিত কুরুসৈন্য বেশ্যা বণিক প্রভৃতি পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হল। দুর্যোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজি নিয়ে যুদ্ধ করে অনেক চেষ্টায় যা করতাম, গন্ধর্বরা তা সম্পন্ন করেছে। দুর্যোধন যে উদ্দেশ্যে এসেছিল, তা সিদ্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন যিনি আমাদের প্রিয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। ভীমের এই কর্কশ কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, এখন নিষ্ঠুরতার সময় নয়, কৌরবগণ ভয়ার্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ নিয়েছে। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হয়, কলহ হয়, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নষ্ট হতে পারে না। দুর্যোধন আর কুরুনারীদের হরণের ফলে আমাদের কুল নষ্ট হতে বসেছে, দুর্বুদ্ধি চিত্রসেন আমাদের অবজ্ঞা করে এই দুষ্কার্য করেছেন। বীরগণ, তোমরা বিলম্ব করো না, ওঠ, চার ভ্রাতায় মিলে দুর্যোধনকে উদ্ধার কর। ভীম, বিপন্ন দুর্যোধন জীবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই বাহুবল প্রার্থনা করেছে, এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে? আমি এখন সাদ্যস্ক যজ্ঞে নিযুক্ত আছি, নয়তো বিনা বিচারে নিজেই তার কাছে দৌড়ে যেতাম। তোমরা মিষ্ট কথায় দুর্যোধনাদির মুক্তি চাইবে, যদি তাতে ফল না হয় তবে বলপ্রয়োগে গন্ধর্বরাজকে পরাস্ত করবে।

ভীম অর্জুন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ করে সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, তাঁদের দেখে কৌরবসৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করতে লাগল। গন্ধর্বসেনার নিকটে গিয়ে অর্জুন বললেন, আমাদের ভ্রাতা দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও। গন্ধর্বরা ঈষৎ হাস্য করে বলল, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কারও আদেশ শুনি না। অর্জুন আবার বললেন, যদি ভালো কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর গন্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুনের শরবর্ষণে গন্ধর্বসেনা বিনষ্ট হচ্ছে দেখে চিত্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুন তাঁর গদা শরাঘাতে কেটে ফেললেন। চিত্রসেন মায়াবলে অন্তর্হিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে শব্দবেধী বাণ দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিত্রসেন দর্শন দিয়ে বললেন, আমি তোমার সখা।

চিত্রসেনকে দুর্বল দেখে অর্জুন তাঁর বাণ সংহরণ করে সহাস্যে বললেন, বীর, তুমি দুর্যোধনাদি আর তাঁর ভার্যাদের হরণ করেছ কেন? চিত্রসেন বললেন, ধনঞ্জয়, দুরাত্মা দুর্যোধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দুর্যোধন আর তার মন্ত্রণাদাতাদের বেঁধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদের সুরলোকে নিয়ে যাব। তার পর চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুরোধে দুর্যোধন প্রভৃতিকে মুক্তি দিলেন। যুধিষ্ঠির

গন্ধর্বদের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি ভাগ্যক্রমে এঁদের বধ করনি। বৎস চিত্রসেন, তোমরা আমার মহা উপকার করেছ, আমার কুলের মর্যাদাহানি করনি।

চিত্রসেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ করে নিহত গন্ধর্বগণকে পুনর্জীবিত করলেন। কৌরবগণ তাঁদের স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গৃহে যাও, মনে কোনও দুঃখ রেখো না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে দুর্যোধন লজ্জায় ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

৪৮। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন

শোকে অভিভূত হয়ে নিজের পরাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দুর্যোধন তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন তখন কর্ণ তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, ভাগ্যক্রমে তুমি কামরূপী গন্ধর্বদের জয় করেছ, ভাগ্যক্রমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল। অমি শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলাম, গন্ধর্বরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, সে জন্যই আমি যুদ্ধস্থল থেকে চলে গিয়েছিলাম। এই অমানুষিক যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

অধোমুখে গদ্‌গদস্বরে দুর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি প্রকৃত ঘটনা জান না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য প্রভৃতিসহ বন্ধন করে আকাশপথে হরণ করে নিয়ে যায়। পাণ্ডবগণ সংবাদ পেয়ে আমাদের উদ্ধার করতে আসেন। তার পর চিত্রসেন আর অর্জুন আমাকে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে যান, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে আমরা মুক্তি পেয়েছি। চিত্রসেন যখন বললেন যে, আমরা সপত্নীক পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে এসেছিলাম তখন লজ্জায় আমার ভূগর্ভে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হল। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভালো হত। আমি হস্তিনাপুরে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজ্যশাসন করো।

দুঃশাসন কাতর হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে পড়ে বললেন, এ কখনই হতে পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিত্তদৌর্বল্য আজ দেখলাম। সেনানায়কগণ অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দি হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মুক্তও হন। তোমারই রাজ্যবাসী পাণ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে দুঃখ কিসের? পাণ্ডবরা তোমার দাস, সে কারণেই তোমার সহায় হয়েছে।

শকুনি বললেন, আমি তোমাকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছি, কিন্তু তুমি নির্বুদ্ধিতার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ করে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার করেছে তাতে তোমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র কর, তাদের পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়ে দাও[১], তাতে তোমার যশ ধর্ম ও সুখ লাভ হবে।

দুর্যোধন কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্পও ছাড়লেন না। তখন তাঁর সুহৃদগণ বললেন, রাজা তোমার যে গতি আমাদেরও তাই, আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না। তার পর দুর্যোধন আচমন করে শুচি হলেন এবং কুশচীর ধারণ করে মৌনী হয়ে স্বর্গলাভের কামনায় কুশশয্যায় শয়ন করলেন।

দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দানবগণ পাতালে বাস করছিল। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষের ক্ষতি হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করল। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে এক অদ্ভুত কৃত্যা মুখব্যাদান করে উত্থিত হয়ে বলল, কী করতে হবে? দানবরা বলল, দুর্যোধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। নিমেষমধ্যে কৃত্যা দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বলল, ভারত-কুলপালক রাজা দুর্যোধন, আত্মহত্যায় অধোগতি ও যশোহানি হয়, প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা করে তোমাকে পেয়েছি, তিনি তোমার পূর্বকায় (নাভির ঊর্ধ্ব দেহ) বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও অস্ত্রের অভেদ্য করেছেন, আর পার্বতী তোমার অধঃকায় পুষ্পের ন্যায় কোমল ও নারীদের মনোহর করেছেন। মহেশ্বর-মহেশ্বরী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন, সে জন্য তুমি দিব্যপুরুষ, মানুষ নও। তোমাকে সাহায্য করবার জন্য দানব ও অসুরগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভীষ্মাদি দয়া ত্যাগ করে তোমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, পুত্র ভ্রাতা বন্ধু শিষ্য কাকেও নিষ্কৃতি দেবেন না। নিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে অধিষ্ঠান করে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আমরা সংশপ্তক নামে বহু সহস্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুক্ত করেছি, তারা অর্জুনকে বধ করবে। তুমি শত্রুহীন হয়ে পৃথিবী ভোগ করবে, অতএব শোক ত্যাগ করে স্বগৃহে যাও। তুমি আমাদের আর পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন।

দানবগণ দুর্যোধনকে প্রিয়বাক্যে আশ্বাস দিয়ে আলিঙ্গন করল। কৃত্যা তাঁকে পূর্বস্থানে রেখে এল। এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর দুর্যোধনের দৃঢ়বিশ্বাস হল যে, পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তিনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন না। রাত্রিশেষে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হয়ে সহাস্যে তাঁকে বললেন, রাজা, ওঠ, মরলে শত্রু জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শুভ হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। তার পর দুর্যোধন সদলে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

---

১. বোধহয় দুর্যোধনকে উত্তেজিত করার জন্য শকুনি বিদ্রূপ করছেন।

৪৯। দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ

দুর্যোধন ফিরে এলে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, বৎস, আমার অমত সত্ত্বেও তুমি দ্বৈতবনে গিয়েছিলে। গন্ধর্বরা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে পাণ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করলেন। সূতপুত্র কর্ণ ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। মহাত্মা পাণ্ডবদের আর দুর্মতি কর্ণের বিক্রম তুমি দেখেছ, এখন বংশের মঙ্গলার্থে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। দুর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভীষ্ম লজ্জিত হয়ে নিজের ভবনে প্রস্থান করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, পাণ্ডবদের ন্যায় আমিও রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি। কর্ণ প্রভৃতি সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পুরোহিত দুর্যোধনকে বললেন, তোমার পিতা আর যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে তোমাদের বংশে আর কেউ যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একটি মহাযজ্ঞ আছে যা রাজসূয়ের সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধীন করদ রাজারা সুবর্ণ দেবেন, সেই সুবর্ণে লাঙ্গল নির্মাণ করে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে হবে, তার পর যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হবে। এই যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ, এই অনুষ্ঠান করলে তোমার অভিলাষ সফল হবে।

মহাসমারোহে প্রভূত অর্থব্যয়ে যজ্ঞের আয়োজন হল। দূতরা দ্রুতগামী রথে রাজা ও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করতে গেল। দুঃশাসন একজন দূতকে বললেন, শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়ে পাপী পাণ্ডবগণ আর সেখানকার ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে এস। দূতের বার্তা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, রাজা দুর্যোধন ভাগ্যবান তাই এই মহাযজ্ঞ করছেন, এতে তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। আমরাও তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হলে। ভীম বললেন, তের বৎসর পরে যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে আর সেই অগ্নিতে দুর্যোধনকে ফেলা হবে তখন যুধিষ্ঠির যাবেন; যখন ধার্তরাষ্ট্ররা সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবগণ তাতে ক্রোধরূপ হবি অর্পণ করবেন তখন আমি যাব; দূত, এই কথা দুর্যোধনকে জানিও।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুর্যোধনকে বলল, আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের তুল্য হয়নি। কেউ বলল, ষোল কলার এক কলাও হয়নি। সুহৃদগণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে অতিক্রম করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা যুদ্ধে বিনষ্ট হলে তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করবে। আমি যা বলছি শোন— যতদিন অর্জুন নিহত না হবে তত দিন আমি পা ধোব না, মাংস খাব না, সুরাপান করব না, কেউ কিছু চাইলে 'না' বলব না।

৫০। যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন— মুদ্গলের সিদ্ধিলাভ

একদা রাত্রিকালে যুধিষ্ঠির স্বপ্ন দেখলেন, মৃগগণ কম্পিতদেহে বাষ্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের হতাবশিষ্ট মৃগ। আপনার অস্ত্রপটু বীর ভ্রাতারা আমাদের অল্পই অবশিষ্ট রেখেছেন। আপনি দয়া করুন, যাতে আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। যুধিষ্ঠির দুঃখার্ত হয়ে বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বৎসর আট মাস আমাদের মৃগমাংসভোজী হয়ে বনবাস করতে হবে। আমরা দ্বৈতবন ত্যাগ করে আবার কাম্যকবনে যাব, সেখানে অনেক মৃগ আছে।

পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে তাঁদের কষ্টকর বনবাসের একাদশ বর্ষ অতীত হল। একদিন মহাযোগী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন।— কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক ধর্মাত্মা মুনি ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় শিলোঞ্ছ[১]-বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ ও ব্রতাদি পালন করতেন। তিনি স্ত্রীপুত্রের সহিত পনর দিনে একদিন মাত্র খেতেন, প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যাগ করতেন এবং অতিথিদের এক দ্রোণ[২] ব্রীহির (তণ্ডুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবশিষ্ট থাকত তা অতিথি দেখলেই বৃদ্ধি পেত। একদিন দুর্বাসা ঋষি মুণ্ডিতমস্তকে দিগম্বর হয়ে কটুবাক্য বলতে বলতে উন্মত্তের ন্যায় উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে অন্ন দাও। মুদ্গল অন্ন দিলে দুর্বাসা সমস্ত ভোজন করলেন এবং গায়ে উচ্ছিষ্ট মেখে চলে গেলেন। এইরূপ পর পর ছ বার পর্বদিনে এসে দুর্বাসা সমস্ত অন্ন খেয়ে গেলেন, মুদ্গল নির্বিকার মনে অনাহারে রইলেন। দুর্বাসা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোষিত হয়েছে, তুমি সশরীরে সেখানে যাবে।

এই সময়ে এক দেবদূত বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে মুদ্গলকে বলল, মুনি, আপনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। মুদ্গল বললেন, স্বর্গবাসের গুণ আর দোষ কী আগে বল। দেবদূত বলল, যাঁরা ধর্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় দানশীল, যাঁরা সম্মুখসমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের অধিকারী। সেখানে ঈর্ষা শোক ক্লান্তি মোহ মাৎসর্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ মহর্ষিগণ প্রভৃতি সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তেত্রিশ জন ঋভু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা করেন। আপনি দান ও তপস্যার প্রভাবে ঋভুগণের সম্পদ লাভ করেছেন। স্বর্গের গুণ আপনাকে বললাম, এখন দোষ শুনুন। স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু

১. শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য পড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা।
২. শস্যাদির মাপ বিশেষ।

নতুন কর্ম করা যায় না। সেখানে অপরের অধিকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয়, কর্মক্ষয় হলে আবার ধরাতলে পতন হয়।

মুদ্‌গল বললেন, বৎস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, স্বর্গসুখ আমি চাই না। যে অবস্থায় মানুষ শোকদুঃখ পায় না, পতিতও হয় না, আমি সেই কৈবল্যের অন্বেষণ করব। দেবদূত চলে গেলে মুদ্‌গল শুদ্ধ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে ধ্যানপরায়ণ হলেন এবং নির্বাণমুক্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করলেন।

এই উপাখ্যান বলে এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে প্রস্থান করলেন।

দ্রৌপদীহরণ ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যায়

৫১। দুর্বাসার পারণ

পাণ্ডবগণ যখন কাম্যকবনে বাস করছিলেন তখন একদিন তপস্বী দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর বিনীত অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দুর্বাসা কোনও দিন বলতেন, আমি ক্ষুধিত হয়েছি, শীঘ্র অন্ন দাও; এই বলেই স্নান করতে গিয়ে অতি বিলম্বে ফিরতেন। কোনও দিন বলতেন, আজ ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পর সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও। কোনও দিন মধ্যরাত্রে উঠে অন্নপাক করতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভর্ৎসনা করতেন। পরিশেষে দুর্যোধনের অবিশ্রাম পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বললেন, তোমার অভীষ্ট বর চাও। দুর্যোধন পূর্বেই কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে মন্ত্রণা করে রেখেছিলেন। তিনি দুর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপনি সশিষ্যে আমাদের জ্যেষ্ঠ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন। যদি আমার ওপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর নিজে আহার করে দ্রৌপদী বিশ্রাম করবেন সেই সময়ে আপনি যাবেন। দুর্বাসা সম্মত হলেন।

অনন্তর একদিন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর ভোজনের পর অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির যথাবিধি পূজা করে তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনি আহ্নিক করে শীঘ্র আসুন। সশিষ্য দুর্বাসা স্নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কী হবে এই ভেবে দ্রৌপদী আকুল হলেন এবং নিরুপায় হয়ে মনে মনে কৃষ্ণের স্তব করে বললেন, হে দুঃখনাশন, তুমি এই অগতিদের গতি হও, দ্যূতসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে উদ্ধার করেছিলে, সেইরূপ আজ এই সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ কর।

দেবদেব জগৎপতি কৃষ্ণ তখনই পার্শ্বস্থিতা রুক্মিণীকে ছেড়ে দ্রৌপদীর কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষ্ণা, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, শীঘ্র

আমাকে খাওয়াও তার পর অন্য কাজ করো। দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে বললেন, যে পর্যন্ত আমি না খাই সে পর্যন্তই সূর্যদত্ত স্থালীতে অন্ন থাকে। আমি খেয়েছি, সে জন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান কমললোচন বললেন, কৃষ্ণা, এখন পরিহাসের সময় নয়, আমি ক্ষুধাতুর, তোমার স্থালী এনে আমাকে দেখাও। দ্রৌপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানায় একটু শাকান্ন লেগে আছে, তিনি তাই খেয়ে বললেন, বিশ্বাত্মা যজ্ঞভোজী দেব তৃপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হন। তার পর তিনি সহদেবকে[১] বললেন, ভোজনের জন্য মুনিদের শীঘ্র ডেকে আন।

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মুনিগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে নেমে অঘমর্ষণ[২] মন্ত্র জপ করছিলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অন্নরসের সহিত উদ্‌গার উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। মুনিরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার কী করে ভোজন করব? দুর্বাসা বললেন, আমরা বৃথা অন্ন পাক করতে বলে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকটে মহা অপরাধ করেছি, পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আমাদের দগ্ধ না করেন। তাঁরা হরিচরণে আশ্রিত, সে জন্য তাঁদের ভয় করি। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও।

সহদেব নদীতীরে এসে দেখলেন কেউ নেই। তিনি এই সংবাদ দিলে পাণ্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরাত্রে দুর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের ছলনা করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দুর্বাসার আগমনে বিপদ হবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন তাই আমি এসেছি। কোনও ভয় নেই, আপনাদের তেজে ভীত হয়ে দুর্বাসা পালিয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভু গোবিন্দ, মহার্ণবে মজ্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দুস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

৫২। দ্রৌপদীহরণ

একদিন পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি ধৌম্যের অনুমতি নিয়ে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রেখে বিভিন্ন দিকে মৃগয়া করতে গেলেন। সেই সময়ে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহকামনায় শাল্বরাজ্যে যাচ্ছিলেন, অনেক রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গী রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঙ্গী কে? এঁকে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই। সৌম্য, তুমি জেনে এস ইনি কে, এঁর রক্ষক কে। এই বরারোহা সুন্দরী কি আমাকে ভজনা করবেন?

১. পাঠান্তরে ভীমসেনকে।
২. পাপনাশন। ঋগ্‌বেদীয় সূক্তবিশেষ।

শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রবধূর কাছে যায় সেইরূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, সুন্দরী, কদম্বতরুর একটি শাখা নুইয়ে দীপ্তিমতী অগ্নিশিখার ন্যায় কে তুমি একাকিনী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? এখানে কী করছ? আমি সুরথ রাজার পুত্র কোটিকাস্য। বার জন রথারোহী রাজপুত্র এবং বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন করছেন তিনি সৌবীররাজ জয়দ্রথ। আরও অনেক রাজা ও রাজপুত্র ওঁর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমি দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা, ইন্দ্রপ্রস্থবাসী পঞ্চপাণ্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন মৃগয়া করতে গেছেন। আপনারা যানবাহন থেকে নেমে আসুন, অতিথিপ্রিয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাদের দেখে প্রীত হবেন।

কোটিকাস্যের কথা শুনে জয়দ্রথ বললেন, আমি সত্য বলছি, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী। এই বলে তিনি ছ জন সহচরের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আমি পঞ্চাশটি মৃগ দিচ্ছি, যুধিষ্ঠির এলে আরও বহুপ্রকার মৃগ শরভ শশ ঋক্ষ শম্বর গবয় বরাহ মহিষ প্রভৃতি দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ইচ্ছা করছ তা ভালো। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত শ্রীহীন দীন পাণ্ডবদের জন্য তোমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ভার্যা হও, সিন্ধুসৌবীররাজ্য ভোগ কর।

ক্রোধে আরক্তমুখে ভ্রুকুটি করে দ্রৌপদী বললেন, মূঢ়, যশস্বী মহারথ পাণ্ডবদের নিন্দা করতে তোমার লজ্জা হয় না? কুক্কুরতুল্য লোকেই এমন কথা বলে। তুমি নিদ্রিত সিংহ আর তীক্ষ্ণবিষ সর্পকে পদাঘাত করতে ইচ্ছা করেছ। জয়দ্রথ বললেন, কৃষ্ণা, পাণ্ডবরা কেমন তা আমি জানি, তুমি আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না, এখন সত্বর এই হস্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনবাক্যে আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। দ্রৌপদী বললেন, আমি অবলা নই, সৌবীররাজের কাছে দীনবাক্য বলব না। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যে অগ্নির ন্যায় অর্জুন তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণের সঙ্গে জনার্দন আমার অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অর্জুনের বাণবর্ষণ, ভীমের গদাঘাত এবং নকুল-সহদেবের ক্রোধ দেখবে তখন নিজ বুদ্ধির নিন্দা করবে।

জয়দ্রথ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্রৌপদীকে সবলে রথে তুললেন। ধৌম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল পাণ্ডবদের পরাজিত না করে তুমি এঁকে নিয়ে যেতে পার না। এই নীচ কর্মের ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। এই বলে ধৌম্য পদাতি সৈন্যের সঙ্গে মিশে দ্রৌপদীর পশ্চাতে চললেন।

৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মুক্তি

পাণ্ডবগণ মৃগয়া শেষ করে বিভিন্ন দিক থেকে এসে একত্র মিলিত হলেন। বনমধ্যে পশুপক্ষীর রব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর মৃগবধের প্রয়োজন নেই। এই বলে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে রথারোহণে দ্রুতবেগে আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রৌপদীর প্রিয়া ধাত্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করল, তুমি মলিন মুখে কাঁদছ কেন? দেবী দ্রৌপদীর কোনও বিপদ হয়নি তো? বালিকা তার সুন্দর মুখ মুছে বলল, জয়দ্রথ তাঁকে সবলে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তোমরা শীঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। পুষ্পমালা যেমন শ্মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস চাটে, সেইরূপ ভয়বিহ্বলা দ্রৌপদীকে হয়তো কোনও অযোগ্য পুরুষ ভোগ করবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি সরে যাও, এমন কুৎসিত কথা বলো না। এই বলে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সৈন্যদের অশ্বখুরের ধূলি উড়ছে, ধৌম্য উচ্চস্বরে ভীমকে ডাকছেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন। পাণ্ডবদের ধ্বজাগ্র দেখেই দুরাত্মা জয়দ্রথের ভয় হল, তিনি তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্রমণ করুন। তখন দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল, পাণ্ডবগণের প্রত্যেকেই শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাকে বধ করলেন। কোটিকাস্য ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। স্বপক্ষের বীরগণকে বিনাশিত দেখে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য বনমধ্যে পলায়ন করলেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধৌম্যকে নিয়ে আপনি আশ্রমে ফিরে যান। মূঢ় সিন্ধুরাজ যদি ইন্দ্রের সঙ্গে পাতালেও গিয়ে থাকে তথাপি সে জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, জয়দ্রথ[1] দুরাত্মা হলেও দুঃশলা ও গান্ধারীকে স্মরণ করে তাকে বধ করা উচিত নয়। দ্রৌপদী কুপিত হয়ে বললেন, যদি আমার প্রিয়কার্য কর্তব্য মনে কর তবে সেই পুরুষাধম পাপী কুলাঙ্গারকে বধ করতেই হবে। যে শত্রু ভার্যা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। তখন ভীম আর অর্জুন জয়দ্রথের সন্ধানে গেলেন। যুধিষ্ঠির আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন, সমস্ত বিশৃঙ্খল হয়ে আছে এবং মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন।

জয়দ্রথ এক ক্রোশ মাত্র দূরে আছেন শুনে ভীমার্জুন বেগে রথ চালালেন। অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অশ্বসকল বিনষ্ট হল, তিনি পালাবার চেষ্টা করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, রাজপুত্র, তুমি এই বিক্রম নিয়ে নারীহরণ করতে গিয়েছিলে! নিবৃত্ত হও,

---

১. ইনি ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলার স্বামী।

অনুচরদের শত্রুর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জয়দ্রথ থামলেন না, ভীম 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলে তাঁর পিছনে ছুটলেন। দয়ালু অর্জুন বললেন, ওকে বধ করবেন না।

বেগে গিয়ে ভীম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত করে দুই জানু নিজের জানু দিয়ে চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ মূর্ছিত হলেন। তাঁকে বধ করতে যুধিষ্ঠির বারণ করেছেন— এই কথা অর্জুন মনে করিয়ে দিলে ভীম বললেন, এই পাপী কৃষ্ণাকে কষ্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি কী করব, যুধিষ্ঠির হচ্ছেন দয়ালু, আর তুমি মূর্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। এই বলে ভীম তাঁর অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মুড়িয়ে পাঁচচুলো করে দিলেন। তার পর তিনি জয়দ্রথকে বললেন, মূঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র এই কথা বলবে যে তুমি আমাদের দাস। এই প্রতিজ্ঞা করলে তোমাকে প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বললেন, তাই হবে। তখন ভীম ধূলিধূসরিত অচেতনপ্রায় জয়দ্রথকে বেঁধে রথে উঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললেন, এঁকে ছেড়ে দাও। ভীম বললেন, আপনি দ্রৌপদীকে বলুন, এই পাপাত্মা এখন পাণ্ডবদের দাস। যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, তুমি এর মাথায় পাঁচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মুক্তি দাও। বিহ্বল জয়দ্রথ মুক্তি পেয়ে যুধিষ্ঠির ও উপস্থিত মুনিগণকে বন্দনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পুরুষাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হলে, আর এমন দুষ্কার্য করো না।

লজ্জিত দুঃখার্ত জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে গিয়ে উমাপতি বিরূপাক্ষের শরণাপন্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রথ বললেন, আমি যেন পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে জয় করতে পারি। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অর্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক দিনের জন্য তুমি জয় করতে পারবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

রামোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

৫৪। রামের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য কোনও রাজার কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, রাম যে দুঃখ ভোগ করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় এই ইতিহাস বললেন।—[১]

১. এই রামোপাখ্যান বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে সর্বত্র মেলে না, সীতার বনবাস প্রভৃতি উত্তরকাণ্ড বর্ণিত ঘটনাবলি এতে নেই।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের চার মহাবল পুত্র ছিলেন— রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন। রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মাতা সুমিত্রা। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের জন্মকথা শোন। পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মার এক মানসপুত্র ছিলেন, তাঁর পুত্র বৈশ্রবণ। এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপতি কুবের। ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি রাক্ষসপুরী লঙ্কার অধিপতি হন এবং পুষ্পক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতাকে ত্যাগ করে ব্রহ্মার সেবা করেছিলেন এজন্য পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে দেহান্তর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় বিশ্রবা। বিভিন্ন রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার কতকগুলি সন্তান হয়— পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণখা এবং মালিনীর গর্ভে বিভীষণ। কুবেরের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, মানুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং স্বয়ং লঙ্কার অধীশ্বর হলেন। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্মা বিভীষণও তাঁর অনুসরণ করলেন।

রাবণের উৎপীড়নে কাতর হয়ে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহের জন্য বিষ্ণু ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বানরী আর ভল্লুকীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দুন্দুভী নামে এক গন্ধর্বী মন্থরা নামে কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করল।

বৃদ্ধ দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার সংকল্প করলেন তখন দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষ্মণও তাঁর অনুগমন করলেন। পুত্রশোকে দশরথের প্রাণবিয়োগ হল। ভরত তাঁর মাতাকে ভর্ৎসনা করে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রামকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজনসহ চিত্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নন্দিগ্রামে গিয়ে রামের পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন।

রাম চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শূর্পণখার জন্য জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা হল। খর ও তার সহায় দূষণকে রাম বধ করলেন। শূর্পণখা তার ছিন্ন নাসিকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের সংকল্প করলেন। তিনি তাঁর পূর্ব অমাত্য মারীচকে বললেন, তুমি রত্নশৃঙ্গ বিচিত্ররোমা মৃগ হয়ে সীতাকে প্রলুব্ধ কর। রাম তোমাকে ধরতে গেলে আমি সীতাকে হরণ করব। মারীচ অনিচ্ছায় রাবণের আদেশ পালন করল। রাম মৃগরূপী মারীচের অনুসরণ করলেন, মারীচ শরাহত হয়ে রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে 'হা সীতা হা লক্ষ্মণ' বলে চিৎকার করে উঠল। সীতা ভয় পেয়ে লক্ষ্মণকে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ তাঁকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন,

কিন্তু সীতার কটুবাক্য শুনে অগত্যা রামের সন্ধানে গেলেন। এই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করে আকাশপথে নিয়ে চললেন।

গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন। তিনি সীতাকে রাবণের ক্রোড়ে দেখে তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। সীতা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর বসে আছে দেখে তিনি তাঁর পীতবর্ণ উত্তরীয় খুলে ফেলে দিলেন। রাবণ লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করে রাখলেন।

রাম আশ্রমে ফেরবার পথে লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম-লক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে মরণাপন্ন জটায়ুকে দেখতে পেলেন। সীতাকে নিয়ে রাবণ দক্ষিণ দিকে গেছেন এই সংবাদ ইঙ্গিতে জানিয়ে জটায়ু প্রাণত্যাগ করলেন।

যেতে যেতে রাম-লক্ষ্মণ এক কবন্ধরূপী রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হলেন এবং তার দুই বাহু কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে গন্ধর্ব নির্গত হয়ে বলল, আমার নাম বিশ্বাবসু, ব্রাহ্মণশাপে রাক্ষস হয়েছিলাম। তোমরা ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের কাছে যাও, সীতার উদ্ধারে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূকে চললেন, পথে সুগ্রীবের সচিব হনুমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হল। তাঁরা সুগ্রীবের কাছে এসে সীতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের সঙ্গে সুগ্রীবের সখ্য হল। রাম জানলেন যে সুগ্রীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধ্যা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃবধূকেও আত্মসাৎ করেছেন। রামের উপদেশে সুগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুই ভ্রাতায় ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল, সেই সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভর্ৎসনা করে বালী প্রাণত্যাগ করলেন, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রমুখী বিধবা তারাকে পেলেন।

অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা দিবারাত্র পাহারা দিত এবং সর্বদা তর্জন করত। একদিন ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বলল, সীতা, ভয় ত্যাগ কর। অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন এবং শীঘ্রই সুগ্রীবের সঙ্গে এসে তোমাকে মুক্ত করবেন। আমিও এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি যে রাক্ষসসেনা ধ্বংস হবে।

সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব কোনও চেষ্টা করছেন না দেখে রাম লক্ষ্মণকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সুগ্রীব বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, সীতার অন্বেষণে সর্বদিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচ দিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। তার পর একদিন হনুমান এসে জানালেন যে তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভল্লুক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। সমুদ্র রামকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বিশ্বকর্মার পুত্র নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞায় সমুদ্রের উপর সেতু নির্মিত হল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই

সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন সচিব এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতুপথে সমুদ্র পার হলেন এবং লঙ্কায় সৈন্যসমাবেশ করলেন।

অঙ্গদ রাবণের কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন।— সীতাকে হরণ করে তুমি আমার কাছে অপরাধী হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকও বিনষ্ট হবে। তুমি যেসকল ঋষি ও রাজর্ষি হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, নারীহরণ করেছ, তার প্রতিফল এখন পাবে। তুমি জানকীকে মুক্ত কর, নতুবা পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করব। রাবণের আদেশে চার জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধরতে গেল, তিনি তাদের বধ করে রামের কাছে ফিরে এলেন।

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙ্কার প্রাচীর ও গৃহাদি ভেঙে ফেলল। দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল, প্রহস্ত ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি সেনাপতি এবং বহু রাক্ষস নিহত হল। লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে শরাঘাতে নির্জিত করলেন। সুগ্রীব মহৌষদি বিশল্যা দ্বারা তাঁদের সুস্থ করলেন। বিভীষণ জানালেন যে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্ত্রসিদ্ধ জল নিয়ে এসেছে, এই জলে চোখ ধুলে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হল। ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ করতে এলেন। বিভীষণ ইঙ্গিত করলেন যে, ইন্দ্রজিৎ এখনও আহ্নিক করেননি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উচিত। কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ শরাঘাতে ইন্দ্রজিতের দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন।

পুত্রশোকে বিভ্রান্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ করতে গেলেন। অবিন্ধ্য তাঁকে বললেন, স্ত্রীহত্যা অকর্তব্য, আপনি এঁর স্বামীকেই বধ করুন। রাবণ যুদ্ধভূমিতে এসে মায়া সৃষ্টি করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহস্র অস্ত্রধারী রাক্ষস নির্গত হতে লাগল। তিনি রাম-লক্ষ্মণের রূপ গ্রহণ করে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি এক দিব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপনি এই রথে চড়ে যুদ্ধ করুন। রাম রথারোহণ করে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণ এক ভীষণ শূল নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। তার পর তিনি তাঁর তূণ থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে প্রভাবান্বিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ করে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারথি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না।

রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বৃদ্ধ মন্ত্রী অবিন্ধ্য বিভীষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, সুচরিত্রা দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন। বাষ্পাকুলনয়না শোকার্তা সীতাকে রাম বললেন, বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করেছি। আমি তোমার পতি থাকতে তুমি রাক্ষস-গৃহে বার্ধক্যদশা পাবে তা হতে পারে না, এই কারণেই আমি রাবণকে বধ করেছি। আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। তুমি সচ্চরিত্রা বা অসচ্চরিত্রা যাই হও, কুক্কুরভুক্ত হবির ন্যায় তোমাকে আমি ভোগের জন্য নিতে পারি না।

এই দারুণ বাক্য শুনে সীতা ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, এবং দিব্যমূর্তি রাজা দশরথ হংসযুক্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সীতা রামকে বললেন, রাজপুত্র, তোমার উপর আমার ক্রোধ নেই, স্ত্রী-পুরুষের গতি আমার জানা আছে। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে আমার অন্তশ্চর প্রাণবায়ু আমাকে ত্যাগ করুন। যদি আমি স্বপ্নেও অন্য পুরুষকে চিন্তা না করে থাকি তবে বিধাতার নির্দেশে তুমিই আমার পতি থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, অতি সূক্ষ্ম পাপও মৈথিলীর নেই, তুমি এঁকে গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বৎস, তোমার মঙ্গল হোক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, তুমি অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর।

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে পুনর্জীবিত হল। সীতা হনুমানকে বর দিলেন, পুত্র, রামের কীর্তি যত দিন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবস্তু সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সীতার সঙ্গে পুষ্পক বিমানে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে সুগ্রীবাদির সঙ্গে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। নন্দিগ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ করলেন। শুভনক্ষত্রযোগে বশিষ্ঠ ও বামদেব রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। রাম গোমতীতীরে মহাসমারোহে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

উপাখ্যান শেষ করে মার্কণ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রাম এইপ্রকার দারুণ বিপদ ভোগ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির, তুমি শোক করো না, তোমার বীর ভ্রাতাদের সাহায্যে তুমিও শত্রুজয় করবে।

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়

৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান

যুধিষ্ঠির বললেন, আমার নিজের জন্য বা ভ্রাতাদের জন্য বা আমার রাজ্যনাশের জন্য আমার তত দুঃখ হয় না যত দ্রৌপদীর জন্য হয়। দুরাত্মারা দ্যূতসভায় আমাদের যে ক্লেশ দিয়েছিল দ্রৌপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন। আবার তাঁকে জয়দ্রথ হরণ করল। এই দ্রুপদকন্যার তুল্য পতিব্রতা মহাভাগা কোনও নারীর কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, মহারাজা, তুমি রাজকন্যা সাবিত্রীর ইতিহাস শোন, তিনি কুলস্ত্রীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।—

মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি সন্তানকামনায় সাবিত্রী[১] দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন। আঠার বৎসর পূর্ণ হলে সাবিত্রী তুষ্ট হয়ে হোমকুণ্ড

১. সূর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

থেকে উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অশ্বপতি বললেন, আমার বহু পুত্র হোক। সাবিত্রী বললেন, তোমার অভিলাষ আমি পূর্বেই ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলাম, তাঁর প্রসাদে তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা হবে। আমি তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার আদেশে এই কথা বলছি, তুমি আর প্রত্যুক্তি করো না।

যথাকালে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। দেবী সাবিত্রী দান করেছেন এজন্য কন্যার নাম সাবিত্রী রাখা হল। মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতী হলেন, কিন্তু তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন না। একদিন অশ্বপতি তাঁকে বললেন, পুত্রী, তোমাকে সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিন্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমার উপযুক্ত গুণবান পতির অন্বেষণ কর। এই বলে রাজা কন্যার ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাবিত্রী লজ্জিতভাবে পিতাকে প্রণাম করে বৃদ্ধ সচিবদের সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। তিনি রাজর্ষিগণের তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণকে ধনদান করতে লাগলেন।

একদিন মদ্ররাজ অশ্বপতি সভায় বসে নারদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় সাবিত্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন, রাজা, তোমার কন্যা কোথায় গিয়েছিল? এ যুবতী হয়েছে, পতির হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন? রাজা বললেন, দেবর্ষি, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়েছিলাম, এ কাকে বরণ করেছে তা শুনুন। পিতার আদেশে সাবিত্রী বললেন, শাল্ব দেশে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পুত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেয়ে শত্রু তাঁর রাজ্য হরণ করে। তিনি ভার্যা ও পুত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং এখন সেখানেই তপশ্চর্যা করছেন। তাঁর পুত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আমি তাঁকেই মনে মনে বরণ করেছি।

নারদ বললেন, হা কী দুর্ভাগ্য, সাবিত্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ করেছে! তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সে জন্য ব্রাহ্মণরা তার সত্যবান নাম রেখেছেন। বাল্যকালে সে অশ্বপ্রিয় ছিল, মৃত্তিকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র আঁকত, সে জন্য তার আর এক নাম চিত্রাশ্ব। সে রন্তিদেবের ন্যায় দাতা, শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণসেবী ও সত্যবাদী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তার একটিমাত্র দোষ আছে— এক বৎসর পরে তার মৃত্যু হবে।

রাজা বললেন, সাবিত্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কর। সাবিত্রী বললেন,

সুকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোহপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্‌ ॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥

— পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, একবারই 'দিলাম' বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু গুণবান বা গুণহীন, আমি একবারই পতিবরণ করেছি। দ্বিতীয় কাকেও বরণ করব না। লোকে আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তার পর বাক্যে প্রকাশ করে, তার পর কার্য করে; অতএব আমার মনই প্রমাণ[১]।

নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে, তাকে বারণ করা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যাদান কর। নারদ আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। রাজা অশ্বপতি বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শুভদিনে সাবিত্রী ও পুরোহিতাদিকে নিয়ে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

অশ্বপতি বললেন, রাজর্ষি, আমার এই সুন্দরী কন্যাকে আপনি পুত্রবধূরূপে নিন। দ্যুমৎসেন বললেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসে আছি, আপনার কন্যা কী করে কষ্ট সইবেন? অশ্বপতি বললেন, সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, আমার কন্যা আর আমি তা জানি। আমি আশা করে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। দ্যুমৎসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হল। উপযুক্ত বসনভূষণসহ কন্যাকে দান করে অশ্বপতি আনন্দিত মনে প্রস্থান করলেন। তার পর সাবিত্রী তাঁর সমস্ত আভরণ খুলে ফেলে বল্কল ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন এবং সেবার দ্বারা শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীকে পরিতুষ্ট করলেন। কিন্তু নারদের বাক্য সর্বদাই তাঁর মনে ছিল।

এইরূপে অনেক দিন গত হল। সাবিত্রী দিন গণনা করে দেখলেন, আর চার দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তিনি ত্রিরাত্র উপবাসের সংকল্প করলেন। দ্যুমৎসেন দুঃখিত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তুমি অতি কঠোর ব্রত আরম্ভ করেছ, তিন রাত্রি উপবাস অতি দুঃসাধ্য। সাবিত্রী উত্তর দিলেন, পিতা, আপনি ভাববেন না, আমি ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারব। সত্যবানের মৃত্যুর দিনে সাবিত্রী পূর্বাহ্ণের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরুজনদের প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, অবিধবা হও। সাবিত্রী ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয়। শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁকে বললেন, তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবিত্রী বললেন, সূর্যাস্তের পর আহার করব এই সংকল্প করেছি।

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও যাব, তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাওনি, পথও কষ্টকর, তার ওপর উপবাস করে দুর্বল হয়ে আছ, কী করে পদব্রজে যাবে? সাবিত্রী বললেন, উপবাসে আমার কষ্ট হয়নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ হয়েছে, তুমি বারণ করো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতার অনুমতি নাও, তা হলে আমার দোষ হবে না।

---

১. আমি মনে মনে পতি বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বরূপ।

সাবিত্রীর অনুরোধ শুনে দ্যুমৎসেন বললেন, সাবিত্রী আমাদের পুত্রবধূ হবার পর কিছু চেয়েছেন বলে মনে পড়ে না, অতএব এঁর অভিলাষ পূর্ণ হোক। পুত্রী, তুমি সত্যবানের সঙ্গে সাবধানে যেয়ো। অনুমতি পেয়ে সাবিত্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্তপ্তহৃদয়ে স্বামীর সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে সত্যবান পুণ্যসলিলা নদী, পুষ্পিত পর্বত প্রভৃতি দেখাতে লাগলেন। সাবিত্রী নিরন্তর স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণ করে তাঁকে মৃতজ্ঞান করলেন।

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁর থলি ভরতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে লাগলেন। পরিশ্রমে তাঁর ঘাম হতে লাগল, মাথায় বেদনা হল। তিনি বললেন, সাবিত্রী, আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি, আমার মাথা যেন শূল দিয়ে বিঁধছে, দাঁড়াতে পারছি না। সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে বসে পড়লেন। মুহূর্তকাল পরে তিনি দেখলেন, এক দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ রক্তলোচন ভয়ংকর পুরুষ পার্শ্বে এসে সত্যবানকে নিরীক্ষণ করছেন, তাঁর পরিধানে রক্তবাস, কেশ চূড়াবদ্ধ, হস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাঁর স্বামীর মাথা কোল থেকে নামালেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিতহৃদয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনার মূর্তি দেখে বুঝেছি আপনি দেবতা। আপনি কে, কী ইচ্ছা করেন?

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা তপশ্চারিণী, এজন্য তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, আমি এঁকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে যাব। সত্যবান ধার্মিক, গুণসাগর, সে জন্য আমি অনুচর না পাঠিয়ে নিজেই এসেছি। এই বলে যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ[১] পাশবদ্ধ করে টেনে নিলেন, প্রাণশূন্য দেহ শ্বাসহীন নিষ্প্রভ নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রইল; যম দক্ষিণ দিকে চললেন। সাবিত্রীকে পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গিয়ে এঁর পারলৌকিক ক্রিয়া কর।

সাবিত্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও পতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গতি প্রতিহত হবে না। পণ্ডিতরা বলেন, একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়; সেই মিত্রতায় নির্ভর করে আপনাকে কিছু বলছি শুনুন। পতিহীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করে ধর্মাচরণ করা অসম্ভব। যে ধর্মপথ সাধুজনের সম্মত সকলে তারই অনুসরণ করে, অন্য পথে যায় না। সাধুজন গার্হস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন।

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি আর এসো না, নিবৃত্ত হও। তোমার শুদ্ধ ভাষা আর যুক্তিসম্মত বাক্য শুনে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর চাও। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষু লাভ করে অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখছি, তুমি ফিরে যাও।

---

১. সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর।

সাবিত্রী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমার ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর যে গতি আমারও সেই গতি। তা ছাড়া আপনার ন্যায় সজ্জনের সঙ্গে একবার মিলনও বাঞ্ছনীয়, তা নিষ্ফল হয় না, সে জন্য সাধুসঙ্গেই থাকা উচিত। যম বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মনোহর বুদ্ধিপ্রদ। সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় একটি বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশুর তাঁর রাজ্য পুনর্বার লাভ করুন, তিনি যেন স্বধর্ম পালন করতে পারেন।

যম বললেন, রাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, আর পরিশ্রম করো না। সাবিত্রী বললেন, দেব, আপনি জগতের লোককে নিয়মানুসারে সংযত রাখেন এবং আয়ুঃশেষে তাদেরই কর্মানুসারে নিয়ে যান, আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়; এজন্যই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কথা শুনুন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, অনুগ্রহ ও দান করা— এই সনাতন ধর্ম। জগতের লোক সাধারণত অল্পায়ু ও দুর্বল, সে জন্য সাধুজন শরণাগত অমিত্রকেও দয়া করেন। যম বললেন, পিপাসিতের পক্ষে যেমন জল, সেইরূপ তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও।

সাবিত্রী বললেন, আমার পিতা পুত্রহীন, বংশরক্ষার্থ তাঁর যেন শতপুত্র হয়, এই তৃতীয় বর আমি চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, এখন ফিরে যাও। সাবিত্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটে আছি। আমার মন আরও দূরে ধাবিত হচ্ছে। আপনি বিবস্বানের (সূর্যের) পুত্র সে জন্য আপনি বৈবস্বত; আপনি সমবুদ্ধিতে ধর্মানুসারে প্রজাশাসন করেন সে জন্য আপনি ধর্মরাজ। আপনি সজ্জন, সজ্জনের ওপরে যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের ওপরেও হয় না।

যম বললেন, তুমি যা বলছ তেমন বাক্য আমি কোথাও শুনিনি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার গর্ভে সত্যবানের ঔরসে যেন বলবীর্যশালী শতপুত্র হয়, এই চতুর্থ বর চাচ্ছি। যম বললেন, বলবীর্যশালী শতপুত্র তোমাকে আনন্দিত করবে। রাজকন্যা, দূর পথে এসেছ, ফিরে যাও।

সাবিত্রী বললেন, সাধুজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান করে অনুতপ্ত হন না। তাঁদের অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা সম্মান নষ্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক। যম বললেন, তোমার ধর্মসম্মত হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমার প্রতি আমার ভক্তি হয়েছে। পতিব্রতা, তুমি আর একটি বর চাও।

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পুণ্য না থাকলে আপনি দিতেন না। সেই পুণ্যবলে এই বর চাচ্ছি— সত্যবান জীবনলাভ করুন, পতি বিনা আমি মৃততুল্য হয়ে আছি। পতিহীন হয়ে আমি সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না, প্রিয়বস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি শতপুত্রের বর দিয়েছেন, অথচ আমার পতিকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেঁচে উঠুন এই বর চাচ্ছি, তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে পাশমুক্ত করে যম হৃষ্টচিত্তে বললেন,

তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ বলবান ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য করে খ্যাতিলাভ করবেন।

যম চলে গেলে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তিনি সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, রাজপুত্র, তুমি বিশ্রাম করেছ, তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, যদি পার তো ওঠ। দেখ, রাত্রি গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ করে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করে ধরে ছিলে। আমি নিদ্রাবস্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুরুষকে দেখেছি। এ কি স্বপ্ন না সত্য? সাবিত্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রাত্রি গভীর হয়েছে, ওঠ, পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নিবিড় অন্ধকারে পথ দেখতে পাবে না। সাবিত্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জ্বলছে, তা থেকে আগুন এনে আমাদের চারিদিকে জ্বালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তোমাকে রুগ্ণের ন্যায় দেখাচ্ছে, যদি যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করব। সত্যবান বললেন, আমি সুস্থ হয়েছি, ফিরে যেতে ইচ্ছা করি। দিনমানেও যদি আমি আশ্রমের বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমার অন্বেষণ করেন, বিলম্বের জন্য ভর্ৎসনা করেন। আজ তাঁদের কী অবস্থা হয়েছে তাই আমি ভাবছি।

সত্যবান শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাবিত্রী তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা দান ও হোম করে থাকি তবে এই রাত্রি আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আর স্বামীর পক্ষে শুভ হোক। সাবিত্রী তাঁর কেশপাশ সংযত করে দুই বাহু দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁর ফলের থলির দিকে তাকাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, কাল নিয়ে যেয়ো, তোমার কুঠার আমি নিচ্ছি। ফলের থলি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে কুঠার নিয়ে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চললেন। সত্যবান বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দ্রুত চল, আমি এখন সুস্থ হয়েছি, পিতামাতাকে শীঘ্র দেখতে চাই।

এই সময় দ্যুমৎসেন চক্ষু লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাঁর ভার্যা শৈব্যার সঙ্গে চারিদিকে উন্মত্তের ন্যায় খুঁজতে লাগলেন। আশ্রমবাসী ঋষিরা তাঁদের ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় সাবিত্রী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণরা আগুন জ্বাললেন এবং শৈব্যা সত্যবান ও সাবিত্রীর সঙ্গে সকলে রাজা দ্যুমৎসেনের নিকটে বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সে জন্য ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। গৌতম নামে এক ঋষি বললেন, তোমার পিতা অকস্মাৎ চক্ষু লাভ করেছেন, তুমি এর কারণ জান না। সাবিত্রী, তুমি বলতে পারবে, তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতী সাবিত্রী দেবীর ন্যায় শক্তিমতী মনে করি। যদি গোপনীয় না হয় তো বল।

সাবিত্রী বললেন, নারদের কাছে শুনেছিলাম যে, আমার পতির মৃত্যু হবে। আজ সেই দিন, সে জন্য আমি পতির সঙ্গ ছাড়িনি। তার পর সাবিত্রী যমের আগমন, সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচটি বরদান প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। ঋষিরা বললেন, সাধ্বী, তুমি সুশীলা পুণ্যবতী সদ্‌বংশীয়া; তমোময় হ্রদে নিমজ্জমান বিপদ্‌গ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উদ্ধার করেছ। তার পর তাঁরা সাবিত্রীর বহু প্রশংসা ও সম্মাননা করে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন।

পরদিন প্রভাতকালে শাল্বদেশের প্রজারা এসে দ্যুমৎসেনকে জানাল যে তাঁর মন্ত্রী তাঁর শত্রুকে বিনষ্ট করেছেন এবং রাজাকে নিয়ে যাবার জন্য চতুরঙ্গ সৈন্য উপস্থিত হয়েছে। দ্যুমৎসেন তাঁর মহিষী, পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং সত্যবানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যথাকালে সাবিত্রীর শত পুত্র হল এবং অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত ভ্রাতাও হল।

এই সাবিত্রীর উপাখ্যান যে ভক্তিসহকারে শোনে সে সুখী ও সর্ববিষয়ে সিদ্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায় না।

কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায়

৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান

লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছিলেন[১] যে, ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কুণ্ডল ও কবচ হরণ করে তাঁর শক্তিক্ষয় করবেন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর প্রায় অতিক্রান্ত হলে ইন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্‌যোগী হলেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝে সূর্য নিদ্রিত কর্ণের নিকট গেলেন এবং স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণের মূর্তিতে দর্শন দিয়ে বললেন, বৎস, পাণ্ডবদের হিতের জন্য ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল ও কবচ হরণ করতে চান। তিনি জানেন যে, সাধুলোকে তোমার কাছে কিছু চাইলে তুমি দান কর। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাবেন। তুমি দিও না, তাতে তোমার আয়ুক্ষয় হবে।

কর্ণ প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আপনি কে? সূর্য বললেন, আমি সহস্রাংশু সূর্য, তোমার প্রতি স্নেহের জন্য দেখা দিয়েছি। কর্ণ বললেন, বিভাবসু, সকলেই আমার এই ব্রত জানে যে, প্রার্থী ব্রাহ্মণকে আমি প্রাণও দিতে পারি। ইন্দ্র যদি পাণ্ডবদের হিতের জন্য ব্রাহ্মণবেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করেন তবে আমি অবশ্যই দান করব, তাতে আমার কীর্তি এবং ইন্দ্রের অকীর্তি হবে।

---

১. বনপর্ব, ২০-পরিচ্ছেদ

কর্ণকে নিবৃত্ত করার জন্য সূর্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কর্ণ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, আপনি উদ্‌বিগ্ন হবেন না, অর্জুন যদি কার্তবীর্যার্জুনের তুল্যও হয় তথাপি তাকে আমি যুদ্ধে জয় করব। আপনি তো জানেন যে, আমি পরশুরাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবল লাভ করেছি। সূর্য বললেন, তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথা বলো, সহস্রাক্ষ, আপনি আমাকে শত্রুনাশক অব্যর্থ শক্তি অস্ত্র দিন তবে কবচ-কুণ্ডল দেব। কর্ণ সম্মত হলেন।

প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে কর্ণ স্নানের পর জল থেকে উঠে সূর্যের স্তব করতেন, সেই অসময়ে ধনপ্রার্থী ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর কিছুই অদেয় থাকত না। একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুমি যদি সত্যব্রত হও তবে তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ছেদন করে আমাকে দাও। কর্ণ বললেন, ভূমি স্ত্রী গো বাসস্থান বিশাল রাজ্য প্রভৃতি যা চান দেব, কিন্তু আমার সহজাত কবচ-কুণ্ডল দিতে পারি না, তাতেই আমি জগতে অবধ্য হয়েছি। ইন্দ্র আর কিছুই নেবেন না শুনে কর্ণ সহাস্যে বললেন, দেবরাজ, আপনাকে আমি পূর্বেই চিনেছি। আমার কাছ থেকে বৃথা বর নেওয়া আপনার অযোগ্য। আপনি দেবগণের ও অন্য প্রাণীগণের ঈশ্বর, আপনারও উচিত আমাকে বর দেওয়া। ইন্দ্র বললেন, সূর্যই পূর্বে জানতে পেরে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বৎস কর্ণ, আমার বজ্র ভিন্ন যা ইচ্ছা কর তা নাও। কর্ণ বললেন, আমার কবচ-কুণ্ডলের পরিবর্তে আমাকে অব্যর্থ শক্তি-অস্ত্র দিন যাতে শত্রুসংঘ ধ্বংস করা যায়।

ইন্দ্র একটু চিন্তা করে বললেন, আমার শক্তি তোমাকে দেব, তুমি তা নিক্ষেপ করলে একজন মাত্র শত্রুকে বধ করে সেই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। কর্ণ বললেন, আমি মহাযুদ্ধে একজন শত্রুকেই বধ করতে চাই, যাকে আমি ভয় করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি এক শত্রুকে মারতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হরি নারায়ণ অচিন্ত্য প্রভৃতি বলে সেই কৃষ্ণই তাকে রক্ষা করেন। কর্ণ বললেন, যাই হোক, আপনি আমাকে অমোঘ শক্তি দিন যাতে একজন প্রতাপশালী শত্রুকে বধ করা যায়। আমি কবচ-কুণ্ডল ছেদন করে দেব, কিন্তু আমার গাত্র যেন বিরূপ না হয়। ইন্দ্র বললেন, তোমার দেহের কোনও বিকৃতি হবে না। কিন্তু অন্য অস্ত্র থাকতে অথবা তোমার প্রাণসংশয় না হলে যদি অসাবধানে এই অস্ত্র নিক্ষেপ কর তবে তোমার উপরেই পড়বে। কর্ণ বললেন, আমি সত্য বলছি, পরম প্রাণসংশয় হলেই আমি এই অস্ত্র মোচন করব।

ইন্দ্রের কাছ থেকে শক্তি-অস্ত্র নিয়ে কর্ণ নিজের কবচ-কুণ্ডল কেটে দিলেন, তা দেখে দেব দানব মানব সিংহনাদ করে উঠল। কর্ণের মুখের কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দিয়েছিলেন সে জন্যই তাঁর নাম কর্ণ। আর্দ্র কবচ-কুণ্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চলে গেলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর বঞ্চনার ফলে কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ডবরাও উপকৃত হয়েছেন।

৫৭। যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর

একদিন এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, আমার অরণি আর মন্থ[১] গাছে টাঙানো ছিল, এক হরিণ এসে তার শিঙে আটকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা তা উদ্ধার করে দিন, যাতে আমাদের অগ্নিহোত্রের হানি না হয়। যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে হরিণের অন্বেষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা হরিণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু বিদ্ধ করতে পারলেন না। তার পর সেই হরিণকে আর দেখা গেল না। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দুঃখিত মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসলেন।

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয়নি, আলস্যের ফলে কোনও কার্য অসিদ্ধ হয়নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিইনি; কিন্তু আজ আমাদের শক্তির সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হল কেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বিপদ কত প্রকার হয় তার সীমা নেই, কারণও জানা যায় না; ধর্মই পাপপুণ্যের ফল ভাগ করে দেন। ভীম বললেন, দুঃশাসন দ্রৌপদীর অপমান করেছিল তথাপি তাকে আমি বধ করিনি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হয়েছে। অর্জুন বললেন, সূতপুত্র কর্ণের তীক্ষ্ণ কটুবাক্য সহ্য করেছিলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি যখন দ্যূতে জয়ী হয় তখন আমি তাকে হত্যা করিনি সে জন্য এমন হয়েছে।

পাণ্ডবগণ তৃষার্ত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে চারিদিক দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে তূণে করে জল নিয়ে এস।

নকুল জলের কাছে উপস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুনলেন অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে— বৎস, এই জল আমার অধিকারে আছে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তার পর পান করো। পিপাসার্ত নকুল সেই কথা অগ্রাহ্য করে জলপান করলেন এবং তখনই ভূপতিত হলেন।

নকুলের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও আকাশবাণী শুনলেন এবং জলপান করে ভূপতিত হলেন। তার পর যুধিষ্ঠির একে একে অর্জুন ও ভীমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ববৎ জলপান করে ভূপতিত হলেন। ভ্রাতারা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যুধিষ্ঠির উদ্‌বিগ্ন হয়ে সেই জনহীন মহাবনে প্রবেশ করলেন এবং এক

১. একখণ্ড কাঠের উপর আর একটি দণ্ডাকার কাঠ মন্থন করে আগুন জ্বালা হত। নিচের কাঠ অরণি, উপরের কাঠ মন্থ।

স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরের তীরে ধনুর্বাণ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর ভ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছেন দেখে যুধিষ্ঠির শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ভ্রাতাদের গায়ে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, ভূমিতে অন্য কারও পদচিহ্ন নেই দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণী এঁদের বধ করেছে, অথবা দুর্যোধন বা শকুনি এই গুপ্তহত্যা করিয়েছে।

যুধিষ্ঠির সরোবরে নেমে জলপান করতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে শুনলেন— আমি মৎস্যশৈবালভোজী বক, আমিই তোমার ভ্রাতাদের পরলোকে পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যদি জলপান কর তবে তুমিও সেখানে যাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি কোন্ দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার ভ্রাতাকে আপনি নিপাতিত করেছেন, আপনার অভিপ্রায় কী তা বুঝতে পারছি না, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতূহলও হচ্ছে। আপনি কে? যুধিষ্ঠির এই উত্তর শুনলেন— আমি যক্ষ।

তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় বিকটাকার সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এক যক্ষ বৃক্ষে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজা, আমি বহুবার বারণ করেছিলাম তথাপি তোমার ভ্রাতারা জলপান করতে গিয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তার পর জলপান করো। যুধিষ্ঠির বললেন যক্ষ, তোমার অধিকৃত বস্তু আমি নিতে চাই না। তুমি প্রশ্ন কর, আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেব।

তার পর যক্ষ একে একে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন, যুধিষ্ঠিরও তার উত্তর দিলেন। যথা—

যক্ষ। কে সূর্যকে ঊর্ধ্বে রেখেছে? কে সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে? কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির। ব্রহ্ম সূর্যকে ঊর্ধ্বে রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চতুর্দিকে বিচরণ করেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

য। ব্রাহ্মণের দেবত্ব কী কারণে হয়? কোন্ ধর্মের জন্য তাঁরা সাধু? তাঁদের মানুষভাব কেন হয়? অসাধুভাব কেন হয়?

যু। বেদাধ্যয়নের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধুতা; তাঁরা মরেন এজন্য তাঁরা মানুষ, পরনিন্দার ফলে তাঁরা অসাধু হন।

য। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কী? সাধুধর্ম কী? মানুষভাব কী? অসাধুভাব কী?

যু। অস্ত্রনিপুণতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই সাধুধর্ম, ভয় মানুষভাব, শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব।

য। পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কে? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কে?

যু। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

য। সুপ্ত হয়েও কে চক্ষু মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায়?

যু। মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুদ্রিত করে না, অণ্ড প্রসূত হয়েও স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষু— এদের মিত্র কারা?

যু। প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহবাসীর মিত্র ভার্যা, আতুরের মিত্র চিকিৎসক, মুমূর্ষুর মিত্র দান।

য। কী ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কী ত্যাগ করলে শোক হয় না? কী ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কী ত্যাগ করলে সুখী হয়?

যু। অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক হয় না, কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।

তার পর যক্ষ বললেন, বার্তা কী? আশ্চর্য কী? পন্থা কী? সুখী কে? আমার এই চার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান কর।

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥

— এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণীসমূহকে পাক করছে, সূর্য তার অগ্নি, রাত্রিদিন তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার আলোড়নের দর্বী (হাতা); এই বার্তা।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্ ॥

— প্রাণীগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে?

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

— বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন[১] যাতে গেছেন তাই পন্থা।

---

১. বিখ্যাত সাধুজন, অথবা বহুজন।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥

— হে জলচর বক, যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই সুখী।

যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ; এখন বল, পুরুষ কে? সর্বধনেশ্বর কে?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ ॥

— পুণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পুরুষরূপে গণ্য হয়। প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত ও ভবিষ্যৎ যিনি তুল্য জ্ঞান করেন তিনিই সর্বধনেশ্বর।

যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভ্রাতার নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাও। যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, নকুল জীবনলাভ করুন। যক্ষ বললেন, ভীমসেন তোমার প্রিয় এবং অর্জুন তোমার অবলম্বন; এঁদের ছেড়ে দিয়ে বৈমাত্র ভ্রাতা নকুলের জীবন চাচ্ছ কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, যদি আমি ধর্ম নষ্ট করি তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট করবেন। যক্ষ, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার পিতার ভার্যা। এঁদের দুজনেরই পুত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আমি দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান করি। যক্ষ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনৃশংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার সকল ভ্রাতাই জীবনলাভ করুন।

ভীমাদি সকলেই গাত্রোত্থান করলেন, তাঁদের ক্ষুৎপিপাসা দূর হল। যুধিষ্ঠির যক্ষকে বললেন, আপনি অপরাজিত হয়ে এই সরোবরের তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কোন্ দেবতা? আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদের নিপাতিত করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দেখি না। এঁরা সুখে অক্ষতদেহে জাগরিত হয়েছেন। বোধহয় আপনি আমাদের সুহৃৎ বা পিতা।

যক্ষ বললেন, বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুমি বর চাও। যুধিষ্ঠির বললেন, যাঁর অরণি ও মন্থ হরিণ নিয়ে গেছে সেই ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমিই মৃগরূপে অরণি ও মন্থ হরণ করেছিলাম, এখন তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও। যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের দ্বাদশ বৎসর বনে অতিবাহিত হয়েছে এখন ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত। আমরা যেখানেই থাকি, কোনও

লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ করলেও কেউ চিনতে পারবে না। তোমরা ত্রয়োদশ বৎসর বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে থেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা সেইপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারবে।

তার পর পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অরণি ও মন্থ দিলেন।

৫৮। ত্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ

পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসী তপস্বীগণকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনারা জানেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে, বহু দুঃখও দিয়েছে। আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কষ্টে যাপন করেছি, এখন শেষ ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হয়েছে। আপনারা অনুমতি দিন, আমরা এখন অজ্ঞাতবাস করব। দুরাত্মা দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনি যদি আমাদের সন্ধান পায় তবে বিষম অনিষ্ট করবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আবার নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে এই কথা বলে তিনি মূর্ছিত হলেন। ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সান্ত্বনাবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধিত করলেন। ভীম বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আমরা এযাবৎ কোনও দুঃসাহসের কর্ম করিনি। আপনি যে কর্মে আমাদের নিযুক্ত করবেন আমরা তা কখনও পরিত্যাগ করব না। আপনি আদেশ দিলেই আমরা অবিলম্বে শত্রুজয় করব।

আশ্রমস্থ ব্রাহ্মণগণ এবং বেদবিৎ যতি ও মুনিগণ যথাবিধি আশীর্বাদ করে পুনর্বার দর্শনের অভিলাষ জানিয়ে চলে গেলেন। তার পর পঞ্চপাণ্ডব ধনুর্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে যাত্রা করলেন এবং এক ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

বিরাটপর্ব

পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায়

১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা রাজ্যত্যাগ করে দ্বাদশ বৎসর প্রবাসে আছি, এখন ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হয়েছে। এই শেষ বৎসর কষ্টে কাটাতে হবে। অর্জুন, তুমি এমন দেশের নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করতে পারব। অর্জুন বললেন, যক্ষরূপী ধর্ম যে বর দিয়েছেন তার প্রভাবেই আমরা অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করতে পারব, তথাপি কয়েকটি দেশের নাম বলছি।— কুরুদেশের চারিদিকে অনেক রমণীয় দেশ আছে, যেমন পাঞ্চাল চেদি মৎস্য শূরসেন পটচ্চর দশার্ণ মল্ল শাল্ব যুগন্ধর কুন্তিরাষ্ট্র সুরাষ্ট্র অবন্তী। এদের মধ্যে কোন্‌টি আপনার ভালো মনে হয়? যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃদ্ধ, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন, আমরা এক বৎসর বিরাটনগরে তাঁর কর্মচারী হয়ে থাকব।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনি মৃদুস্বভাব লজ্জাশীল ধার্মিক, সামান্য লোকের ন্যায় পরগৃহে কী কর্ম করবেন? যুধিষ্ঠির বললেন, বিরাট রাজা দ্যূতপ্রিয়, আমি কঙ্ক নাম নিয়ে ব্রাহ্মণরূপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদূর্য স্বর্ণ বা হস্তীদন্ত নির্মিত পাশক, জ্যোতীরস[১] নির্মিত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহিত গুটিকা নিয়ে অক্ষক্রীড়া করে রাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলব যে পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম। বৃকোদর, বিরাটনগরে তুমি কোন্ কর্ম করবে?

ভীম বললেন, অমি বল্লব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, পাককার্যে নিপুণতা দেখিয়ে তাঁর সুশিক্ষিত পাচকদের হারিয়ে দেব। তা ছাড়া আমি রাশি রাশি কাঠ বয়ে আনব, প্রয়োজন হলে বলবান হস্তী বা বৃষকে দমন করব। যদি কেউ আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে চায় তবে তাদের প্রহার করে ভূপাতিত করব, কিন্তু বধ করব না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তী ও বৃষ দমন করতাম এবং তাঁর সূপকার ও মল্ল ছিলাম।

---

১. মণিবিশেষ, Bloodstone।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন, আমি বৃহন্নলা নাম নিয়ে নপুংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ষণের চিহ্ন আছে তা বলয় দিয়ে ঢাকব, কানে উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং হাতে শাঁখা পরব, চুলে বেণি বাঁধব, এবং রাজভবনের স্ত্রীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম।

নকুল বললেন, আমি অশ্বের রক্ষা ও চিকিৎসায় নিপুণ, গ্রন্থিক নাম নিয়ে আমি বিরাটরাজার অশ্বরক্ষক হব। নিজের পরিচয় এই দেব যে পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম।

সহদেব বললেন, আমি তন্তিপাল নাম নিয়ে বিরাট রাজার গোসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হব। আমি গরুর চিকিৎসা দোহনপদ্ধতি ও পরীক্ষা জানি; সুলক্ষণ বৃষও চিনতে পারি।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়া। ইনি সেখানে কোন্ কর্ম করবেন? দ্রৌপদী সুকুমারী, অভিমানিনী, জন্মাবধি মাল্য গন্ধ ও বিবিধ বেশভূষায় অভ্যস্ত। দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে দাসীর কর্ম করে তাকে সৈরিন্ধ্রী বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সৈরিন্ধ্রীর রূপে আমি যাব, বলব যে পূর্বে আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। রাজমহিষী সুদেষ্ণা আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি ভেবো না। যুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার সংকল্প ভালো। মহৎ কুলে তোমার জন্ম, তুমি সাধ্বী, পাপকর্ম জান না। এমনভাবে চলো, যাতে পাপাত্মা শত্রুরা সুখী না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে।

২। ধৌম্যের উপদেশ— অজ্ঞাতবাসের উপক্রম

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী নিজ নিজ কর্ম স্থির করার পর যুধিষ্ঠির বললেন, পুরোহিত ধৌম্য দ্রুপদ রাজার ভবনে যান এবং সেখানে অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন; তাঁর সঙ্গে সারথি, পাচক আর দ্রৌপদীর পরিচারিকারাও যাক। রথগুলো নিয়ে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি দ্বারকায় চলে যাক। কেউ প্রশ্ন করলে সকলেই বলবে, পাণ্ডবরা কোথায় গেছেন তা আমরা জানি না।

ধৌম্য বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহ্মণ সুহৃদ্‌বর্গ যান অস্ত্রাদি এবং অগ্নিরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। যুধিষ্ঠির ও অর্জুন সর্বদা দ্রৌপদীকে রক্ষা করবেন। এখন তোমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার জান, তথাপি রাজভবনে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আমি বলছি।— আমি রাজার প্রিয় এই মনে করে রাজার যান পর্যঙ্ক আসন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অনুচিত। রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যারা অন্তঃপুরে থাকে, এবং যারা রাজার অপ্রিয় তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। অতি সামান্য কার্যও রাজার জ্ঞাতসারে করবে। মতামত প্রকাশ করবার সময় রাজার যা হিতকর ও প্রিয় তাই বলবে, এবং প্রিয় অপেক্ষা

হিতই বলবে। বাক্‌সংযম করে রাজার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে বসবে, পশ্চাদ্‌ভাগে অস্ত্রধারী রক্ষীদের স্থান। রাজার সম্মুখে বসা সর্বদাই নিষিদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। আমি বীর বা বুদ্ধিমান এই বলে গর্ব করবে না, প্রিয়কার্য করলেই রাজার প্রিয় হওয়া যায়। রাজার সকাশে ওষ্ঠ হস্ত বা জানু সঞ্চালন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বায়ু ও নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে ত্যাগ করবে। কৌতুকজনক কোনও আলোচনা হলে উন্মত্তের ন্যায় হাসবে না, মৃদুভাবে হাসবে। যিনি লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দেখিয়ে অপ্রমত্ত থাকেন, রাজা কোনও লঘু বা গুরু কার্যের ভার দিলে যিনি বিচলিত হন না, তিনিই রাজভবনে বাস করতে পারেন। রাজা যে যান বস্ত্র ও অলংকারাদি দান করেন তা নিত্য ব্যবহার করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা এইভাবে এক বৎসর যাপন করো।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে সদুপদেশ দিলেন তা মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধৌম্য পাণ্ডবগণের সমৃদ্ধিকামনায় মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। হোমাগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন।

তাঁরা যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়ে পদব্রজে চললেন। দুর্গম পর্বত ও বন অতিক্রম করে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশের মধ্য দিয়ে পাণ্ডবগণ মৎস্য দেশে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বর্ণ মলিন, মুখ শ্মশ্রুময়, হস্তে ধনু, কটিদেশে খড়্গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমরা ব্যাধ। বিরাট-রাজধানীর অদূরে এসে দ্রৌপদী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন তাঁকে স্কন্ধে বহন করে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা যদি সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করি তবে লোকে উদ্‌বিগ্ন হবে; অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু অনেকেই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। অর্জুন বললেন, শ্মশানের কাছে পর্বতশৃঙ্গে ওই যে বৃহৎ শমীবৃক্ষ রয়েছে তাতে আমাদের অস্ত্র রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পাণ্ডবগণ তাঁদের ধনু থেকে জ্যা বিযুক্ত করলেন এবং দীর্ঘ উজ্জ্বল খড়্গ, তূণীর ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দৃঢ় শাখায় অস্ত্রগুলো এমনভাবে রজ্জুবদ্ধ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একটি মৃতদেহ সেই বৃক্ষে বেঁধে দিলেন, যাতে পূতিগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে। গোপাল মেষপাল প্রভৃতির প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আশি বা একশো, মৃতদেহ গাছে বেঁধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম।

যুধিষ্ঠির নিজেদের এই পাঁচটি গুপ্ত নাম রাখলেন— জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্বল। তার পর সকলে সেই বিশাল নগরে প্রবেশ করলেন।

৩। বিরাটভবনে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন

বিরাট রাজার সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণবেশী যুধিষ্ঠির উপস্থিত হলেন। তাঁর রূপ মেঘাবৃত সূর্য ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, তিনি বৈদূর্যখচিত স্বর্ণময় পাশক বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে বাহুমূলে ধারণ করে আছেন। তাঁকে দেখে বিরাট তাঁর সভাসদ্‌গণকে বললেন, ইনি কে? এঁকে ব্রাহ্মণ মনে হয় না, বোধহয় ইনি কোনও রাজা; সঙ্গে গজ বাজি রথ না থাকলেও এঁকে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠির নিকটে এসে বললেন, মহারাজ, আমি বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আমার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে, জীবিকার জন্য আপনার কাছে এসেছি। পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমার নাম কঙ্ক, আমি দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ।

বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই মৎস্যদেশ শাসন কর। দ্যূতকারগণ আমার প্রিয়, আমি তোমার বশবর্তী হয়ে থাকব। যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ, এই বর দিন যেন দ্যূতক্রীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ না হয়, এবং আমি যাকে পরাজিত করব সে তার ধন আটকে রাখতে পারবে না। বিরাট বললেন, কেউ যদি তোমার অপ্রিয় আচরণ করে তবে আমি তাকে নিশ্চয় বধ করব, যদি সে ব্রাহ্মণ হয় তবে নির্বাসিত করব। সমাগত প্রজাবৃন্দ শোন— যেমন আমি তেমনই কঙ্ক এই রাজ্যের প্রভু। কঙ্ক, তুমি আমার সখা এবং আমার সমান, তুমি প্রচুর পানভোজন ও বস্ত্র পাবে, আমার ভবনের সকল দ্বার তোমার জন্য উদ্‌ঘাটিত থাকবে, ভিতরে-বাইরে সর্বত্র তুমি পরিদর্শন করতে পারবে। কেউ যদি অর্থাভাবের জন্য তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই আমি দান করব।

তার পর সিংহবিক্রম ভীম এলেন, তাঁর পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, হাতে খন্তি হাতা ও কোষমুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অসি। বিরাট সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ অতি রূপবান কে এই যুবা? ভীম কাছে এসে বিনীতবাক্যে বললেন, মহারাজ, আমি পাচক, আমার নাম বল্লব, আমি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধতে পারি, পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠির আমার প্রস্তুত সূপ প্রভৃতি ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউ নেই, আমি বাহুযুদ্ধে পটু, হস্তী ও সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি আপনাকে তুষ্ট করব। বিরাট বললেন, তোমাকে আমি পাকশালার কর্মে নিযুক্ত করলাম, সেখানে যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর রাজা হবার যোগ্য।

অসিতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুঞ্চিত কেশপাশ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে তুলে কৃষ্ণবর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে বিচরণ করছিলেন। বিরাট রাজার মহিষী কেকয়রাজকন্যা সুদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কী চাও? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, রাজ্ঞী, আমি সৈরিন্ধ্রী, যিনি আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁর কর্ম করব। সুদেষ্ণা বললেন, ভাবিনী, তুমি নিজেই

দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য। তোমার পায়ের গ্রন্থি উচ্চ নয়, দুই উরু ঠেকে আছে, তোমার নাভি কণ্ঠস্বর ও স্বভাব নিম্ন, স্তন নিতম্ব ও নাসিকা উন্নত, পদতল করতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্গদভাষিণী, সুকেশী সুস্তনী। তুমি কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুদর্শনা। তুমি কে? যক্ষী দেবী গন্ধর্বী না অপ্সরা?

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলছি আমি সৈরিন্ধ্রী। কেশসংস্কার, চন্দনাদি পেষণ, বিচিত্র মাল্যরচনা প্রভৃতি কর্ম জানি। আমি পূর্বে কৃষ্ণের প্রিয়া ভার্যা সত্যভামা এবং পাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার পরিচর্যা করতাম। তাঁদের কাছে আমি উত্তম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম মালিনী রেখেছিলেন। সুদেষ্ণা বললেন, রাজা যদি তোমার প্রতি লুব্ধ না হন তবে আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? এখানকার বৃক্ষগুলোও যেন তোমাকে নমস্কার করছে। সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন। কর্কটকী (স্ত্রী-কাঁকড়া) যেমন নিজের মরণের নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ। দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন মহাবলশালী গন্ধর্ব যুবা আমার স্বামী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। আমি এখন ব্রতপালনের জন্যই কষ্ট স্বীকার করছি। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দেন না এবং আমাকে দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পতিরা তুষ্ট হন। যে পুরুষ সামান্য স্ত্রীর ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রাত্রিতেই পরলোকে যায়। সুদেষ্ণা বললেন, আনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেইভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা উচ্ছিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না।

তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ করে বিরাটের সভায় এলেন। রাজা বললেন, বৎস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কী চাও? সহদেব গোপভাষায় গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, আমি অরিষ্টনেমি নামক বৈশ্য, পূর্বে পাণ্ডবদের গোপরীক্ষক ছিলাম। তাঁরা এখন কোথায় গেছেন জানি না, আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। যুধিষ্ঠিরের বহু লক্ষ গাভী ও বহু সহস্র বৃষ ছিল, আমি তাদের পরীক্ষা করতাম। লোকে আমাকে তন্তিপাল বলত। আমি দশযোজনব্যাপী গরুর দলও গণনা করতে এবং তাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পারি, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং রোগ না হয় তা-ও জানি। আমি সুলক্ষণ বৃষ চিনতে পারি যাদের মূত্র আঘ্রাণ করলে বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশু আছে। সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাদের পালকগণও তোমার অধীন থাকবে।

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন রূপবান বিশালকায় পুরুষ আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণনির্মিত বলয়, কেশরাশি উন্মুক্ত। নপুংসকবেশী

অর্জুনকে বিরাট বললেন, তুমি হস্তীযূথপতির ন্যায় বলবান সুদর্শন যুবা, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল পরে বেণি উন্মুক্ত করে এসেছ। যদি রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনুর্বাণ ধারণ করে আসতে তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মতো লোক ক্লীব হতে পারে না এই আমার বিশ্বাস। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, রাজ্যভার থেকে মুক্তি চাই, তুমিই এই মৎস্যদেশ শাসন কর।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। আমার এই ক্লীবরূপ কেন হয়েছে সেই দুঃখময় বৃত্তান্ত আপনাকে পরে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহীন, আমাকে আপনার পুত্র বা কন্যা জ্ঞান করবেন। রাজা বললেন, বৃহন্নলা, তোমার অভীষ্ট কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নৃত্যাদি শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অর্জুনের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখিয়ে এবং প্রিয়কার্য করে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন।

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মৎস্যরাজ বিরাট বললেন, এই দেবতুল্য পুরুষটি কে? এ সাগ্রহে আমার অশ্বসকল দেখছে, নিশ্চয় এই লোক অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হোক, সভাস্থ সকলের শুভ হোক। আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বদলের তত্ত্বাবধান করতাম, আমার নাম গ্রন্থিক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালী, চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের সংশোধন আমার জানা আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আছে সে সকলের তত্ত্বাবধানের ভার তোমাকে দিলাম, সারথি প্রভৃতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুধিষ্ঠিরের দর্শন পেয়েছি। ভৃত্যের সাহায্য বিনা তিনি এখন কী করে বনে বাস করছেন?

সাগর পর্যন্ত পৃথিবীর যাঁরা অধিপতি ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইরূপে কষ্ট স্বীকার করে মৎস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন।

সময়পালনপর্বাধ্যায়

৪। মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ

যুধিষ্ঠির বিরাট রাজা, তাঁর পুত্র এবং সভাসদ্‌বর্গ সকলেরই প্রিয় হলেন। তিনি অক্ষয়হৃদয়[১] জানতেন, সে জন্য দ্যূতক্রীড়ায় সকলকেই সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ইচ্ছানুসারে

১. মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদের পাদটীকা এবং ১৯-পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

চালিত করতেন। যুধিষ্ঠির যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের অজ্ঞাতসারে ভ্রাতাদের দিতেন। ভীম যে মাংস প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য রাজার নিকট লাভ করতেন তা যুধিষ্ঠিরাদিকে বিক্রয়[১] করতেন। অন্তঃপুরে অর্জুন যেসব জীর্ণ বস্ত্র পেতেন তা বিক্রয়চ্ছলে অন্য ভ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও দধিদুগ্ধাদি দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রৌপদীও তাঁর পতিদের দেখতেন।

এইরূপে চার মাস গত হলে মৎস্যরাজধানীতে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে মহাসমারোহে এক জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হল। এই মহোৎসবে নানা দিক থেকে অসুরতুল্য বলবান বহুবিজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে জীমূত নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান করল, কিন্তু কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভীমকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। রাজাকে অভিবাদন করে ভীম অনিচ্ছায় রঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং কটিদেশ বন্ধন করে জীমূতকে আহ্বান করলেন। মদমত্ত মহাকায় হস্তীর ন্যায় দুজনের ঘোর বাহুযুদ্ধ হতে লাগল, তাঁরা হস্ত মুষ্টি করতল নখ জানু পদ ও মস্তক দিয়ে পরস্পরকে সগর্জনে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জীমূতকে তুলে ধরে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ করে বধ করলেন। কুবেরতুল্য ধনী বিরাট হৃষ্ট হয়ে তখনই ভীমকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। তার পর ভীম আরও অনেক মল্লকে বিনষ্ট করলেন এবং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিরাটের আজ্ঞায় সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

অর্জুন নৃত্যগীত করে রাজা ও অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের শিক্ষিত করে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও বৃষদের বিনীত করে রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পেলেন। দ্রৌপদী সুখী হলেন না, মহাবল পাণ্ডবদের কষ্টসাধ্য কর্ম দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

কীচকবধপর্বাধ্যায়

৫। কীচক, সুদেষ্ণা ও দ্রৌপদী

পাণ্ডবরা মৎস্য রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। একদিন বিরাটের সেনাপতি কীচক তাঁর ভগিনী রাজমহিষী সুদেষ্ণার গৃহে পদ্মাননা দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। তিনি কামাবিষ্ট হয়ে সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে যেন হাসতে হাসতে বললেন, বিরাটভবনে এই রমণীকে আমি পূর্বে দেখিনি। মদিরা যেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই রমণীর রূপ সেই প্রকার আমাকে উন্মত্ত করেছে। এই মনোহারিণী সুন্দরী কে, কোথা

১. যাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে।

থেকে এসেছে? এ আমার চিত্ত মথিত করেছে, এর সঙ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ওষুধ নেই। তোমার এই পরিচারিকা যে কর্ম করছে তা তার যোগ্য নয়, সে আমার গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্পত্তির ওপর কর্তৃত্ব এবং গৃহ শোভিত করুক।

শৃগাল যেমন মৃগেন্দ্রকন্যার কাছে যায় সেইরূপ কীচক দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, সুন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নষ্ট হচ্ছে, পুরুষে যদি ধারণ না করে তবে পুষ্পমালা শোভা পায় না। চারুহাসিনী, আমার পুরাতন স্ত্রীদের আমি ত্যাগ করব, তারা তোমার দাসী হবে, আমি তোমার দাস হব। দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সূতপুত্র, আমি নিম্নবর্ণের সৈরিন্ধ্রী, কেশসংস্কাররূপ হীন কার্য করি, আপনার কামনার যোগ্য নই। আমি পরের পত্নী, বীরগণ আমাকে রক্ষা করেন। যদি আমাকে পাবার চেষ্টা করেন তবে আমার গন্ধর্ব পতিগণ আপনাকে বধ করবেন। অবোধ বালক যেমন নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে যেতে চায়, রোগার্ত যেমন কালরাত্রির প্রার্থনা করে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশু যেমন চন্দ্র চায়, আপনি সেইরূপ আমাকে চাচ্ছেন।

দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বললেন, সৈরিন্ধ্রী যাতে আমাকে ভজনা করে সেই উপায় কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হবে। সুদেষ্ণা তাঁর ভ্রাতা কীচকের অভিলাষ, নিজের ইষ্ট, এবং দ্রৌপদীর উদ্‌বেগ সম্বন্ধে চিন্তা করে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষে নিজের ভবনে সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত করাও, আমি সুরা আনবার জন্য সৈরিন্ধ্রীকে তোমার কাছে পাঠাব, তখন তুমি নির্জন স্থানে তাকে চাটুবাক্যে সম্মত করিও।

উত্তম মদ্য, ছাগ শূকর প্রভৃতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়ে কীচক রাজমহিষীকে নিমন্ত্রণ করলেন। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি কীচকের গৃহ থেকে পানীয় নিয়ে এস, আমার বড় পিপাসা হয়েছে। দ্রৌপদী বললেন, রাজ্ঞী, আমি কীচকের কাছে যাব না, তিনি নির্লজ্জ। আমি ব্যভিচারিণী হতে পারব না, আপনার কর্মে নিযুক্ত হবার কালে যে সময় (শর্ত) করেছিলাম তা আপনি জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাউকে পাঠান। সুদেষ্ণা বললেন, আমি তোমাকে পাঠালে কীচক তোমার কোনও অনিষ্ট করবেন না। এই বলে তিনি দ্রৌপদীকে একটি ঢাকনিযুক্ত স্বর্ণময় পানপাত্র দিলেন।

দ্রৌপদী শঙ্কিতমনে সরোদনে কীচকের আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল সূর্যের আরাধনা করলেন। সূর্যের আদেশে এক রাক্ষস অদৃশ্যভাবে দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে লাগল।

৬। কীচকের পদাঘাত

দ্রৌপদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, সুকেশী, আজ আমার সুপ্রভাত, তুমি আমার অধিশ্বরী, তোমাকে সুবর্ণহার শাঁখা কুণ্ডল কেয়ূর মণিরত্ন ও কৌষেয় বস্ত্রাদি

দেব। তোমার জন্য দিব্যশয্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, আমার সঙ্গে মধুমাধ্বী (মধুজাত মদ্য) পান কর। দ্রৌপদী বললেন, রাজমহিষী আমাকে সুরা আনবার জন্য পাঠিয়েছেন। কীচক বললেন, দাসীরা তা নিয়ে যাবে। এই বলে তিনি দ্রৌপদীর হাত এবং উত্তরীয় বস্ত্র ধরলেন, দ্রৌপদী ঠেলা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। কীচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কম্পিতদেহে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীচক ভূমিতে পড়ে গেলেন। দ্রৌপদী দ্রুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কীচক সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজার সমক্ষেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করলেন। তখন সেই সূর্যনিযুক্ত রাক্ষস বায়ুবেগে ধাবিত হয়ে কীচককে আঘাত করল, কীচক ঘুরতে ঘুরতে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হলেন।

রাজসভায় যুধিষ্ঠির ও ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর অপমান দেখে কীচককে বধ করবার ইচ্ছায় ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন। পাছে লোকে তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গুষ্ঠ ভীমের অঙ্গুষ্ঠে ঠেকিয়ে তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রৌপদী তাঁদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে রুদ্রনয়নে বিরাট রাজাকে যেন দগ্ধ করে বললেন, যাঁদের শত্রু বহুদূরদেশে বাস করেও ভয়ে নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মানিনী ভার্যা, সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করেছে! যাঁরা শরণাপন্নকে রক্ষা করেন সেই মহারথগণ আজ কোথায় আছেন? বিরাট যদি কীচককে ক্ষমা করে ধর্ম নষ্ট করেন তবে আমি কী করতে পারি? রাজা, আপনি কীচকের প্রতি রাজবৎ আচরণ করছেন না, আপনার ধর্ম দস্যুর ধর্ম, তা এই রাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কীচক ধর্মজ্ঞ নয়, মৎস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদ্গণ তাঁর অনুবর্তী তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন।

সাশ্রুনয়না দ্রৌপদীর তিরস্কার শুনে বিরাট বললেন, সৈরিন্ধ্রী, আমার অজ্ঞাতে তোমাদের কী বিবাদ হয়েছে তা আমি জানি না। তথ্য না জেনে আমি কী করে বিচার করব? সভাসদ্গণ দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী যাঁর ভার্যা তিনি মহাভাগ্যবান। এরূপ বরবর্ণিনী মনুষ্যলোকে সুলভ নয়, বোধহয় ইনি দেবী।

ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাট ঘর্মাক্ত হল। তিনি বললেন, সৈরিন্ধ্রী, তুমি এখানে থেকো না, দেবী সুদেষ্ণার গৃহে যাও। আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব পতিদের বিবেচনায় এই কাল ক্রোধের উপযুক্ত নয়, নতুবা তাঁরা প্রতিশোধের জন্য দ্রুতবেগে উপস্থিত হতেন। তুমি আর এখানে নটীর ন্যায় রোদন করো না, তাতে এই রাজসভায় যাঁরা দ্যূতক্রীড়া করছেন তাঁদের বিঘ্ন হবে। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ তোমার দুঃখ দূর করবেন।

দ্রৌপদী বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্যূতাসক্ত সেই অতীব দয়ালুদের জন্যই আমাকে ব্রতচারিণী হতে হয়েছে। আমার অপমানকারীদের বধ করাই তাঁদের উচিত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। তাঁর রোদনের কারণ শুনে সুদেষ্ণা বললেন, সুকেশী, আমার কথাতেই তুমি কীচকের কাছে সুরা আনতে গিয়ে অপমানিত হয়েছ, যদি

চাও তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক যাঁদের কাছে অপরাধী তাঁরাই তাকে বধ করবেন, সে আজই পরলোকে যাবে।

দ্রৌপদী নিজের বাসগৃহে গিয়ে গাত্র ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তিনি দুঃখে কাতর হয়ে স্থির করলেন, ভীম ভিন্ন আর কেউ তাঁর প্রিয়কার্য করতে পারবেন না। রাত্রিকালে তিনি শয্যা থেকে উঠে ভীমের গৃহে গেলেন, এবং দুর্গম বনে সিংহী যেমন সিংহকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভীমসেন, ওঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছ কেন? যে জীবিত, তার ভার্যাকে স্পর্শ করে কোনও পাপী বাঁচতে পারে না। পাপিষ্ঠ সেনাপতি কীচক আমাকে পদাঘাত করে এখনও বেঁচে আছে, তুমি কী করে নিদ্রা যাচ্ছ?

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ে কেন এসেছ? সুখ দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় যা ঘটেছে সব বল কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মুক্ত করব। তোমার বক্তব্য বলে শীঘ্র নিজ গৃহে চলে যাও, যাতে কেউ জানতে না পারে।

৭। ভীমের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ

দ্রৌপদী বললেন, যুধিষ্ঠির যার স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার সব দুঃখ জান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দ্যূতসভায় দুঃশাসন সকলের সমক্ষে আমাকে দাসী বলেছিল, সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছে। বনবাসকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আমার চুল ধরে টেনেছিল, কে তা সইতে পারে? আজ মৎস্যরাজের সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পর আমার ন্যায় কোন্ নারী জীবিত থাকতে পারে? বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক দুর্মতি কীচক সর্বদা আমাকে বলে— তুমি আমার ভার্যা হও। ভীম, তোমার দ্যূতাসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্যই আমি অনন্ত দুঃখ ভোগ করছি। তিনি যদি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র যান অশ্বাদি পশু পণ রাখতেন তবে বহু বৎসর দিবারাত্র খেললেও নিঃস্ব হতেন না। তিনি খেলায় প্রমত্ত হয়ে ঐশ্বর্য হারিয়েছেন, এখন মূঢ়ের ন্যায় নীরব হয়ে আছেন, মৎস্যরাজের পরিচারক হয়ে নরকভোগ করছেন। তুমি পাচক হয়ে বিরাটের সেবা কর দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। সুদেষ্ণার সমক্ষে তুমি সিংহ ব্যাঘ্র-মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা দেখলে আমি মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থা দেখে তিনি তাঁর সঙ্গিনীদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সৈরিন্ধ্রী পাচক বল্লবের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে, সে জন্য তাকে হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে শোকার্ত হয়; স্ত্রীলোকের মন দুর্জ্ঞেয়, তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পরস্পরের যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অর্জুন এখন নপুংসক সেজে শাঁখা আর কুণ্ডল পরে বেণি ঝুলিয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্ন করবার ভার কুন্তী আমাকে দিয়েছিলেন, সেই সৎস্বভাব লজ্জাশীল মিষ্টভাষী

সহদেব রক্তবসন পরে গোপগণের অগ্রণী হয়ে বিরাটকে অভিবাদন করছেন এবং রাত্রিকালে গোবৎসের চর্মের উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। রূপবান বুদ্ধিমান অস্ত্রবিশারদ নকুল এখন রাজার অশ্বরক্ষক হয়েছেন। দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরের জন্যই আমি সৈরিন্ধ্রী হয়ে সুদেষ্ণার শৌচকার্যের সহায় হয়েছি। পাণ্ডবগণের মহিষী এবং দ্রুপদের দুহিতা হয়েও আমি এই দুর্দশায় পড়েছি। কুন্তী ভিন্ন আর কারও জন্য অমি চন্দনাদি পেষণ করিনি; নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া পড়েছে দেখ। কুন্তী বা তোমাদের কাকেও আমি ভয় করিনি, এখন কিংকরী হয়ে আমাকে বিরাটের সম্মুখে সভয়ে দাঁড়াতে হয়— আমার প্রস্তুত বিলেপন তিনি ভালো বলবেন কি না এই সংশয়ে; অন্যের পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভীম, আমি দেবতাদের অপ্রিয় কোনও কার্য করিনি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী বলেই বেঁচে আছি।

শোকবিহ্বলা দ্রৌপদীর হাত ধরে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধিক আমার বাহুবল, ধিক অর্জুনের গাণ্ডীব, তোমার রক্তাভ করযুগলে কড়া পড়েছে তা-ও দেখতে হল! আমি সভামধ্যেই বিরাটের নিগ্রহ করতাম, পদাঘাতে কীচকের মস্তক চূর্ণ করতাম, মৎস্যরাজের লোকদেরও শাস্তি দিতাম, কিন্তু ধর্মরাজ কটাক্ষ করে আমাকে নিবারণ করলেন। কল্যাণী, তুমি আর অর্ধমাস কষ্ট সয়ে থাক, তার পর ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হলে তুমি রাজাদের রাজ্ঞী হবে।

দ্রৌপদী বললেন, আমি দুঃখ সইতে না পেরেই অশ্রুমোচন করছি, রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাছে বিরাট আমার রূপে অভিভূত হন এই আশঙ্কায় সুদেষ্ণা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দুর্বুদ্ধিবশে দুরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা করছে। তোমরা যদি কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা পালনেই রত থাক, তবে আমি আর তোমাদের ভার্যা থাকব না। মহাবল ভীমসেন, তুমি জটাসুরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলে, জয়দ্রথকে জয় করেছিলে, এখন আমার অপমানকারী পাপিষ্ঠ কীচককে বধ কর, প্রস্তরের উপর মৃৎকুম্ভের ন্যায় তার মস্তক চূর্ণ কর। সে জীবিত থাকতে যদি সূর্যোদয় হয় তবে আমি বিষ আলোড়ন করে পান করব, তার বশীভূত হব না। এই বলে দ্রৌপদী ভীমের বক্ষে লগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

৮। কীচকবধ

ভীম বললেন, যাজ্ঞসেনী, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কীচককে সবান্ধবে হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যশালায় তোমার প্রতীক্ষা করে। কন্যারা সেখানে দিবসে নৃত্য করে, রাত্রিতে নিজের নিজের গৃহে চলে যায়। সেখানে একটি উত্তম পর্যঙ্ক আছে, তার উপরেই আমি কীচককে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব।

পরদিন প্রাতঃকালে কীচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, আমি রাজসভায় বিরাটের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত করেছিলাম, কেউ তোমাকে রক্ষা করেনি, কারণ আমি পরাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মৎস্যদেশের রাজা, বস্তুত সেনাপতি আমিই রাজা। সুশ্রোণী, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। শত দাসী, শত দাস এবং অশ্বতরীযুক্ত একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক, এই প্রতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদের সঙ্গম জানতে পারবে না; আমি আমার গন্ধর্ব পতিদের ভয় করি। কীচক বললেন, ভীরু, আমি একাকীই তোমার শূন্য গৃহে যাব, গন্ধর্বরা জানতে পারবে না। দ্রৌপদী বললেন, রাত্রিতে নৃত্যশালা শূন্য থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো।

কীচকের সঙ্গে এইরূপ আলাপের পর সেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ দ্রৌপদীর কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হতে লাগল। তিনি পাকশালায় ভীমের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন। ভীম আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করে বলছি, আমি গুপ্ত স্থানে বা প্রকাশ্যে কীচককে চূর্ণ করব, মৎস্যদেশের লোকে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহার করব, তার পর দুর্যোধনকে বধ করে রাজ্যলাভ করব; যুধিষ্ঠির বিরাটের সেবা করতে থাকুন। দ্রৌপদী বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সত্যভ্রষ্ট হয়ো না, কীচককে গোপনে বধ কর।

সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সেইরূপ ভীম রাত্রিকালে নৃত্যশালায় গিয়ে কীচকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সৈরিন্ধ্রীর সঙ্গে মিলনের আশায় কীচক সুসজ্জিত হয়ে সেই অন্ধকারময় বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যায় শয়ান ভীমকে স্পর্শ করে আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন, তোমার গৃহে আমি বহু ধন, রত্ন, পরিচ্ছদ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়েছি; আর দেখ, আমার গৃহের সকল স্ত্রীরাই বলে যে আমার তুল্য সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নেই।

ভীম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুমি সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করছ; তোমার তুল্য স্পর্শ আমি পূর্বে কখনও পাইনি। তার পর মহাবাহু ভীম সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পাপিষ্ঠ, সিংহ যেমন হস্তীকে করে সেইরূপ আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ করব, তোমার ভগিনী তা দেখবেন; তুমি নিহত হলে সৈরিন্ধ্রী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁর স্বামীরাও সুখী হবেন। এই বলে ভীম কীচকের কেশ ধরলেন, কীচকও ভীমের দুই বাহু ধরলেন। বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় তাঁরা বাহুযুদ্ধে রত হলেন।

প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে সেইরূপ ভীম কীচককে গৃহমধ্যে সঞ্চালিত করতে লাগলেন। ভীমের হাত থেকে ঈষৎ মুক্ত হয়ে কীচক জানুর আঘাতে ভীমকে ভূতলে ফেললেন। ভীম তখনই উঠে আবার আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রহারে কীচক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেন, ভীম তখন দুই বাহু দ্বারা কীচককে ধরে তার কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করতে লাগলেন। কীচকের সর্বাঙ্গ ভগ্ন হল। ভীম তাঁকে ভূতলে ঘূর্ণিত করে

বললেন, ভার্যাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শত্রুকে বধ করে আজ আমি ভ্রাতাদের কাছে ঋণমুক্ত হব, সৈরিন্ধ্রীর কণ্টক দূর করব।

কীচকের প্রাণ বহির্গত হল। পুরাকালে মহাদেব যেমন গজাসুরকে করেছিলেন, ক্রুদ্ধ ভীমসেন সেইরূপ কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিলেন। তার পর তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে সেই মাংসপিণ্ড দেখিয়ে বললেন, পাঞ্চালী, কামুকটাকে কী করেছি দেখ। ভীমের ক্রোধের শান্তি হল, তিনি পাকশালায় চলে গেলেন। দ্রৌপদী নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে গিয়ে বললেন, পরস্ত্রীলোভী কীচক আমার গন্ধর্ব পতিদের হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এসে দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কীচকের রুধিরাক্ত দেহ দেখে তার হাত পা মুণ্ড গলা কোথায় গেল অনুসন্ধান করতে লাগল।

৯। উপকীচকবধ— দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা

কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেষ্টন করে কাঁদতে লাগল। স্থলে উদ্ধৃত কচ্ছপের ন্যায় একটা পিণ্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাঞ্চিত হল। সূতপুত্রগণ[১] যখন অন্ত্যেষ্টির জন্য মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দেখল অদূরে একটা স্তম্ভ ধরে দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে আছেন। উপকীচকরা বলল, ওই অসতীটাকে কীচকের সঙ্গে দগ্ধ কর, ওর জন্যই তিনি হত হয়েছেন। তারা বিরাটের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে তিনি সম্মত হলেন, কারণ কীচকের বান্ধবরাও পরাক্রান্ত।

উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে চলল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্‌বল শোন, মহাবীর গন্ধর্বগণ শোন— সূতপুত্রগণ আমাকে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। ভীম সেই আহ্বান শুনে তখনই শয্যা থেকে উঠে বললেন, সৈরিন্ধ্রী, ভয় নেই। তিনি বেশ পরিবর্তন করে অদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন করে সূতগণের সম্মুখীন হলেন। চিতার নিকট একটি শুষ্ক বৃহৎ বৃক্ষ দেখে তিনি উৎপাটিত করে স্কন্ধে নিলেন এবং দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকীচকরা ভয় পেয়ে বলল, ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব বৃক্ষ নিয়ে আসছে, সৈরিন্ধ্রীকে শীঘ্র মুক্তি দাও। তারা দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর দিকে পালাতে গেল, সেই একশো পাঁচজন উপকীচককে ভীম যমালয়ে পাঠালেন। তার পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, কৃষ্ণা, আর ভয় নেই, তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, আমিও অন্য পথে পাকশালায় যাচ্ছি।

প্রাতঃকালে মৎস্যদেশের নরনারীগণ সেনাপতি কীচক ও তাঁর একশো পাঁচজন বান্ধব নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। তারা রাজার কাছে গিয়ে সেই সংবাদ দিয়ে

---

১. এরা কীচকের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় বা উপকীচক।

বলল, সৈরিন্ধ্রী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রূপবতী সে জন্য পুরুষরা তাকে কামনা করবে, গন্ধর্বরাও মহাবল। মহারাজ, সৈরিন্ধ্রীর দোষে যাতে আপনার রাজধানী বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন।

কীচক ও উপকীচকগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আদেশ দিয়ে বিরাট সুদেষ্ণাকে বললেন, তুমি সৈরিন্ধ্রীকে এই কথা বল— সুন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাও; রাজা গন্ধর্বদের ভয় করেন, তিনি নিজে এ কথা তোমাকে বলতে পারেন না, সে জন্য আমি বলছি।

মুক্তিলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গাত্র ও বস্ত্র ধৌত করে রাজধানীর দিকে চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গন্ধর্বের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। পাকশালার নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, গন্ধর্বরাজকে নমস্কার, যিনি আমাকে মুক্ত করেছেন। ভীম উত্তর দিলেন, এই নগরে যে পুরুষরা আছেন তাঁরা এখন তোমার কথা শুনে ঋণমুক্ত হলেন।

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জুন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। কন্যারা বলল, সৈরিন্ধ্রী, ভাগ্যক্রমে তুমি মুক্তিলাভ করেছ এবং তোমার অনিষ্টকারী কীচকগণ নিহত হয়েছে। অর্জুন বললেন, তুমি কী করে মুক্ত হলে, সেই পাপীরাই-বা কী করে নিহত হল তা সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদী বললেন, বৃহন্নলা সৈরিন্ধ্রীর কথায় তোমার কী প্রয়োজন? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে সুখে আছ, আমার ন্যায় দুঃখভোগ কর না। অর্জুন বললেন, কল্যাণী, বৃহন্নলাও মহাদুঃখ ভোগ করছে, সে এখন পশুতুল্য হয়ে গেছে তা তুমি বুঝছ না। আমরা এক স্থানেই বাস করি, তুমি কষ্ট পেলে কে না দুঃখিত হয়?

দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সুদেষ্ণার কাছে গেলেন। রাজার আদেশ অনুসারে সুদেষ্ণা বললেন, সৈরিন্ধ্রী, তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাও। তুমি যুবতী ও রূপে অনুপমা, রাজাও গন্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রৌপদী বললেন, আর তের দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গন্ধর্ব পতিগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত করে আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলের মঙ্গল করবেন।

গোহরণপর্বাধ্যায়

১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা

পাণ্ডবরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবার জন্য দুর্যোধন নানা দেশে চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তাঁকে বলল, মহারাজ, আমরা দুর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ করেও পাণ্ডবদের পাইনি। তাঁদের

সারথিরা দ্বারকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পাণ্ডবগণ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়েছেন। একটি প্রিয় সংবাদ এই— মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি দুরাত্মা কীচক যিনি ত্রিগর্ত দেশীয় বীরগণকে বার বার পরাজিত করেছিলেন— তিনি আর জীবিত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্বগণ রাত্রিযোগে তাঁকে এবং তাঁর ভ্রাতাদের বধ করেছে।

দুর্যোধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অল্পকালই অবশিষ্ট আছে, এই কালও যদি তারা অতিক্রম করে তবে তাদের সত্য রক্ষা হবে এবং তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রতিকারের জন্য কী করা উচিত তা আপনারা শীঘ্র স্থির করুন। কর্ণ বললেন, আর একদল অতি ধূর্ত গুপ্তচর পাঠাও, তারা সর্বত্র গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুঃশাসন বললেন, আমারও সেই মত; পাণ্ডবরা হয়তো নিগূঢ় হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপর পারে গেছে, বা মহারণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তারা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে।

দ্রোণাচার্য বললেন, পাণ্ডবদের ন্যায় বীর ও বুদ্ধিমান পুরুষরা কখনও বিনষ্ট হন না; আমি মনে করি তাঁরা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তোমরা বিশেষরূপে চিন্তা করে যা যুক্তিসঙ্গত তাই কর। ভীষ্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক বলেছেন, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবীর্যে রক্ষিত, তাঁরা উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের যে ধারণা, আমার তা নয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, কোনও গুপ্তচর তাঁর সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হলেই তাঁরা নিজ রাজ্য অধিকারের জন্য উৎসাহী হবেন। দুর্যোধন, তুমি নিজের বল ও কোষ বৃদ্ধি কর, তার পর অবস্থা বুঝে সন্ধি বা বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ো।

ত্রিগর্তদেশের অধিপতি সুশর্মা দুর্যোধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও শাল্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করেছিল। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, মৎস্যরাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপীড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর কীচক তাঁর সেনাপতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দুরাত্মা কীচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, তার ফলে বিরাট এখন অসহায় ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। আমরা তাঁর ধনরত্ন, গ্রামসমূহ বা রাষ্ট্র অধিকার করব, বহু সহস্র গো হরণ করব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর পৌরুষ নষ্ট করব, অথবা তাঁর সমস্ত সৈন্য সংহার করে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার বলবৃদ্ধি হবে।

কর্ণ বললেন, সুশর্মা কালোচিত হিতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল একত্র বা বিভক্ত হয়ে যাত্রা করুক। অর্থহীন বলহীন পৌরুষহীন পাণ্ডবদের জন্য আমাদের ভাববার প্রয়োজন কী, তারা অন্তর্হিত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। এখন আমরা নিরুদ্‌বেগে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গো এবং বিবিধ ধনরত্ন হরণ করব।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিন সুশর্মা সসৈন্যে বিরাটরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উপস্থিত হলেন। পরদিন কৌরবগণও গেলেন।

১১। দক্ষিণগোগ্রহ[১]—সুশর্মার পরাজয়

পাণ্ডবগণের নির্বাসনের ত্রয়োদশ বর্ষ যেদিন পূর্ণ হল সেই দিনে সুশর্মা বিরাটের বহু গোধন হরণ করলেন। একজন গোপ বেগে রাজসভায় গিয়ে বিরাটকে বলল, মহারাজ, ত্রিগর্তদেশীয়গণ আমাদের নির্জিত করে শতসহস্র গো হরণ করেছে। বিরাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হতে আজ্ঞা দিলেন। বিরাট, তাঁর ভ্রাতা শতানীক এবং জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শঙ্খ রত্নভূষিত অভেদ্য বর্ম পরে সজ্জিত হলেন। বিরাট বললেন, কঙ্ক বল্লব তন্তিপাল ও গ্রন্থিক এঁরাও বীর্যবান এবং যুদ্ধ করতে সমর্থ, এঁদেরও অস্ত্রশস্ত্র কবচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞানুসারে শতানীক যুধিষ্ঠিরাদিকে অস্ত্র রথ ইত্যাদি দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে মৎস্যরাজের বাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। মধ্যাহ্ণ অতীত হলে মৎস্যসেনার সঙ্গে ত্রিগর্তসেনার স্পর্শ হল।

দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। সুশর্মা ও বিরাট দ্বৈরথ যুদ্ধে নিযুক্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্মা বিরাটকে পরাজিত করলেন এবং তাঁকে বন্দি করে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে চললেন। মৎস্যসেনা ভয়ে পালাতে লাগল। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, মহাবাহু, তুমি বিরাটকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সুখে সসম্মানে বাস করেছি, তার প্রতিদান আমাদের কর্তব্য। ভীম একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছেন দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ কর না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধনু খড়্গ পরশু প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র নাও।

পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ করতে লাগল। যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত যোদ্ধাকে বিনষ্ট করলেন। তার পর যুধিষ্ঠির সুশর্মার প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম সুশর্মার অশ্ব সারথি ও পৃষ্ঠরক্ষকদের বধ করলেন। বন্দি বিরাট সুশর্মার রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং সুশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। বিরাট বৃদ্ধ হলেও গদাহস্তে যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভীম সুশর্মার কেশাকর্ষণ করে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন, সুশর্মা মূর্ছিত হলেন। ত্রিগর্তসেনা ভয়ে পালাতে লাগল।

সুশর্মাকে বন্দি করে এবং গরু উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বিরাটের কাছে গেলেন। ভীম ভাবলেন, এই পাপী সুশর্মা জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আমি কী করতে পারি, রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়াশীল। রথের উপরে অচেতনপ্রায় সুশর্মা বদ্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, নরাধমকে মুক্তি দাও। ভীম বললেন, মূঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে— আমি বিরাট রাজার দাস। যুধিষ্ঠির বললেন, এ তো দাস হয়েছেই, দুরাত্মাকে এখন ছেড়ে দাও। সুশর্মা, তুমি অদাস হয়ে চলে যাও, এমন কার্য আর কর না। সুশর্মা লজ্জায় অধোমুখ হয়ে নমস্কার করে চলে গেলেন।

---

১. বিরাট রাজ্যের দক্ষিণে যে সব গরু ছিল তাদের গ্রহণ বা হরণ।

পাণ্ডবগণ যুদ্ধস্থানের নিকটেই সেই রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন বিরাট তাঁদের বললেন, বিজয়ীগণ, আপনাদের আমি সালংকারা কন্যা, বহু ধন এবং আর যা চান তা দিচ্ছি, আপনাদের বিক্রমেই আমি মুক্ত হয়ে নিরাপদে আছি, আপনারাই এখন মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। যুধিষ্ঠিরাদি কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার বাক্যে আমরা আনন্দিত হয়েছি, আপনি যে মুক্তিলাভ করেছেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। বিরাট পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি আসুন, আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করব। হে বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আপনার জন্যই আমার রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে আমি আনন্দিত হয়েছি, আপনি অনিষ্ঠুর হয়ে প্রসন্নমনে প্রজাপালন করুন, আপনার বিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সত্বর রাজধানীতে দূত পাঠান।

১২। উত্তরগোগ্রহ— উত্তর ও বৃহন্নলা

বিরাট যখন ত্রিগর্তসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভীম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে দুর্যোধন মৎস্যদেশে উপস্থিত হলেন এবং গোপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ষাট হাজার গরু হরণ[১] করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চড়ে দ্রুতবেগে রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পুত্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরকে সংবাদ দিয়ে বলল, রাজপুত্র, আপনি শীঘ্র এসে গোধন উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শূন্য রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত করে গেছেন।

উত্তর বললেন, যদি অশ্বচালনে দক্ষ কোনও সারথি পাই তবে এখনই ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারি। আমার যে সারথি ছিল সে পূর্বে এক মহাযুদ্ধে নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারথি দেখ। উপযুক্ত অশ্বচালক পেলে আমি দুর্যোধন ভীষ্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে মুহূর্তমধ্যে গরু উদ্ধার করে আনব। আমি সেখানে ছিলাম না বলেই কৌরবরা গোধন হরণ করেছে। কৌরবরা আজ আমার বিক্রম দেখে ভাববে, স্বয়ং অর্জুন আমাদের আক্রমণ করলেন নাকি?

দ্রৌপদী উত্তরের মুখে বার বার এইরূপ কথা এবং অর্জুনের উল্লেখ সইতে পারলেন না। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, রাজপুত্র, বৃহন্নলা পূর্বে অর্জুনের সারথি ও শিষ্য ছিলেন, তিনি অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের চেয়ে কম নন। আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী উত্তরা যদি বলেন তবে বৃহন্নলা নিশ্চয় আপনার সারথি হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্জুনকে সকল ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহন্নলা, তুমি আমার ভ্রাতার সারথি হয়ে যাও, তোমার ওপর আমার প্রীতি আছে সে জন্য একথা বলছি, যদি না শোন তবে আমি জীবন ত্যাগ করব। অর্জুন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, যুদ্ধস্থানে সারথ্য করতে পারি

১. এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাট রাজ্যের উত্তরে হয়েছিল।

এমন কী শক্তি আমার আছে? আমি কেবল নৃত্য-গীত-বাদ্য জানি। উত্তর বললেন, তুমি গায়ক বাদক নর্তক যাই হও, শীঘ্র আমার রথে উঠে অশ্বচালনা কর।

অর্জুন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। তিনি উলটো করে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল। তখন উত্তর স্বয়ং তাঁকে মহামূল্য কবচ পরিয়ে দিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুত্তলিকার জন্য বিচিত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর যদি জয়ী হন তবে নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর বস্ত্র আনব।

অর্জুন বায়ুবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর গিয়ে শ্মশানের নিকটে এসে উত্তর দেখতে পেলেন, বহুবৃক্ষ সমন্বিত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য ব্যূহ রচনা করে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাঞ্চিত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উত্তর বললেন, আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর আছেন যাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার পিতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুমি ফিরে চল।

অর্জুন বললেন, রাজপুত্র, তুমি যাত্রা করবার সময় স্ত্রী আর পুরুষদের কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি যদি অপহৃত গোধন উদ্ধার না করে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৈরিন্ধ্রী আমার সারথ্যকর্মের প্রশংসা করেছেন, আমি কৃতকার্য না হয়ে ফিরব না। উত্তর বললেন, কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্ত্রী-পুরুষেও আমাকে উপহাস করুক। এই বলে উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অর্জুন তাঁকে ধরবার জন্য পিছনে ছুটলেন।

রক্তবর্ণ বস্ত্র পরে দীর্ঘ বেণি দুলিয়ে অর্জুনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন সৈনিক হাসতে লাগল। কৌরবগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই লোকটি কে? এর রূপ কতটা পুরুষের, কতটা স্ত্রীর মতো। এর মস্তক গ্রীবা বাহু ও গতি অর্জুনের তুল্য। বোধহয় বিরাটের পুত্র আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে আর অর্জুন তাকে ধরতে যাচ্ছেন।

অর্জুন একশো পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হয়ে বললেন, কল্যাণী সুমধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেরাও, বেঁচে থাকলেই মানুষের মঙ্গল হয়। আমি তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা গ্রথিত আটটি বৈদুর্য মণি, স্বর্ণধ্বজযুক্ত অশ্বসমেত একটি রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। অর্জুন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যদি না পার তবে আমি যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারথি হও। ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত অনিচ্ছায় রথে উঠলেন এবং অর্জুনের নির্দেশে শমীবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন।

কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, বায়ু বালুকাবর্ষণ করছে, আকাশ ভস্মের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, অস্ত্রসকল কোষ

থেকে স্খলিত হচ্ছে। তোমরা ব্যূহিত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন রক্ষা কর, মহাধনুর্ধর পার্থই ক্লীববেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কর্ণ বললেন, আপনি সর্বদা অর্জুনের প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন, অর্জুনের শক্তি আমার বা দুর্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। দুর্যোধন বললেন, ওই লোক যদি অর্জুন হয় তবে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, আমরা জানতে পেরেছি সে জন্য পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে যেতে হবে। আর যদি অন্য কেউ হয় তবে তীক্ষ্ণ শরে ওকে ভূপাতিত করব।

শমীবৃক্ষের কাছে এসে অর্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই বৃক্ষে উঠে পাণ্ডবদের ধনু শর ধ্বজ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমার ধনু আমার আকর্ষণ সইতে পারবে না, শত্রুর হস্তী বিনষ্ট করতেও পারবে না। উত্তর বললেন, শুনেছি এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আমি রাজপুত্র হয়ে কী করে তা ছোঁব? অর্জুন বললেন, ভয় পেয়ো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধনু প্রভৃতি অস্ত্র, তুমি স্পর্শ করলে পবিত্র হবে। তোমাকে দিয়ে আমি নিন্দিত কর্ম করাব কেন? অর্জুনের আজ্ঞানুসারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন এবং সূর্যতুল্য দীপ্তিমান সর্পাকৃতি ধনুসকল দেখে ভয়ে রোমাঞ্চিত হলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন, এই শতস্বর্ণবিন্দুযুক্ত সহস্রগোধাচিহ্নিত ধনু অর্জুনের, এরই নাম গাণ্ডীব, খাণ্ডবদাহকালে বরুণের নিকট অর্জুন এই ধনু পেয়েছিলেন। এই ধনু, যার ধারণস্থান স্বর্ণময়, ভীমের; ইন্দ্রগোপচিহ্নিত এই ধনু যুধিষ্ঠিরের, সুবর্ণসূর্যচিহ্নিত এই ধনু নকুলের; স্বর্ণময় পতঙ্গচিহ্নিত এই ধনু সহদেবের। তাঁদের বাণ তূণীর খড়্গ প্রভৃতিও এইসঙ্গে আছে।

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রসকল এখানে রয়েছে, কিন্তু তাঁরা কোথায়? দ্রৌপদীই-বা কোথায়? অর্জুন বললেন, আমি পার্থ, সভাসদ কঙ্কই যুধিষ্ঠির, পাচক বল্লব ভীম, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী, যাঁর জন্য কীচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জুনের দশটি নাম শুনেছি, যদি বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জুন বললেন, আমার দশ নাম বলছি শোন।— আমি সর্বদেশ জয় করে ধন আহরণ করি সে জন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না করে ফিরি না সে জন্য আমি বিজয়। আমার রথে রজতশুভ্র অশ্ব থাকে সে জন্য আমি শ্বেতবাহন। হিমালয়পৃষ্ঠে উত্তর ও পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্রের যোগে আমার জন্ম সে জন্য আমি ফাল্গুন। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্যপ্রভ কিরীট দিয়েছিলেন, সে জন্য আমি কিরীটি। যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম করি না সে জন্য আমার বীভৎসু নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই আমি গাণ্ডীব আকর্ষণ করতে পারি সে জন্য সব্যসাচী নাম। আমার শুভ্র (নিষ্কলঙ্ক) যশ চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমার সকল কর্মও শুভ্র, এজন্য অর্জুন (শুভ্র)

নাম। আমি শত্রুবিজয়ী এজন্য জিষ্ণু নাম। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক সকলের প্রিয়, এ জন্য পিতা আমার কৃষ্ণ নাম রেখেছিলেন।

অর্জুনকে অভিবাদন করে উত্তর বললেন, মহাবাহু ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পেয়েছি, আমি না জেনে যা বলেছি তা ক্ষমা করুন। আমার ভয় দূর হয়েছে, আপনি রথে উঠুন, যেদিকে বলবেন সেদিকে নিয়ে যাব। কোন্ কর্মের ফলে আপনি ক্লীবত্ব পেয়েছেন? অর্জুন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে আমি এক বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করছি, আমি ক্লীব নই। এখন আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে। অর্জুন তাঁর বাহু থেকে বলয় খুলে ফেলে করতলে স্বর্ণখচিত বর্ম পরলেন এবং শুভ্র বস্ত্রে কেশ বন্ধন করলেন। তার পর তিনি পূর্বমুখ হয়ে সংযতচিত্তে তাঁর অস্ত্রসমূহকে স্মরণ করলেন। তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, ইন্দ্রপুত্র, কিংকরগণ উপস্থিত। অর্জুন তাদের নমস্কার ও স্পর্শ করে বললেন, স্মরণ করলেই তোমরা এস।

গাণ্ডীব ধনুতে গুণ পরিয়ে অর্জুন সবলে আকর্ষণ করলেন। সেই বজ্রনাদতুল্য টংকার শুনে কৌরবগণ বুঝলেন যে, অর্জুনেরই এই জ্যানির্ঘোষ।

১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক— ভীষ্মের উপদেশ

উত্তরের রথে যে সিংহধ্বজ ছিল তা নামিয়ে ফেলে অর্জুন বিশ্বকর্মানির্মিত দৈবী মায়া ও কাঞ্চনময় ধ্বজ বসালেন, যার উপরে সিংহলাঙ্গুল বানর ছিল। অগ্নিদেবের আদেশে কয়েকজন ভূতও সেই ধ্বজে অধিষ্ঠিত হল। তার পর শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথারোহণে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মহাশঙ্খের শব্দ শুনে রথের অশ্বসকল নতজানু হয়ে বসে পড়ল, উত্তরও সন্ত্রস্ত হলেন। অর্জুন রশ্মি টেনে অশ্বদের ওঠালেন এবং উত্তরকে আলিঙ্গন করে আশ্বস্ত করলেন।

অর্জুনের রথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, আজ তোমার সৈন্যদল অর্জুনের বাণে প্রপীড়িত হবে, তারা যেন এখনই পরাভূত হয়েছে, কেউ যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মুখ বিবর্ণ দেখছি। তুমি গরুগুলোকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করি।

দুর্যোধন বললেন, দ্যূতসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তের বৎসর পূর্ণ হয়নি অথচ অর্জুন উপস্থিত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদের আবার বার বৎসর বনবাস করতে হবে। হয়তো লোভের বশে পাণ্ডবেরা তাদের ভ্রম বুঝতে পারেনি। অজ্ঞাতবাসের কিছুদিন এখনও অবশিষ্ট আছে কি না অথবা পূর্ণকাল অতিক্রান্ত হয়েছে কি না তা পিতামহ ভীষ্ম বলতে পারেন। ত্রিগর্ত সেনা সপ্তমীর দিন অপরাহ্ণে গোধন হরণ করবে এই স্থির ছিল। হয়তো তারা তা

করেছে, অথবা পরাজিত হয়ে বিরাটের সঙ্গে সন্ধি করেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে বোধহয় বিরাটের কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বয়ং বিরাট। বিরাট বা অর্জুন যিনিই আসুন, আমরা যুদ্ধ করব। আচার্য দ্রোণ আমাদের সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন আর অর্জুনের প্রশংসা করছেন। আচার্যরা দয়ালু হন, সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা করেন। এঁরা রাজভবনে আর যজ্ঞসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় বিচিত্র কথা বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষের চরিত্র বিচারে এবং খাদ্যের দোষগুণ নির্ণয়ে এঁরা নিপুণ। এই পণ্ডিতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শত্রুবধের উপায় স্থির করুন।

কর্ণ বললেন, মৎস্যরাজ বা অর্জুন যিনিই আসুন আমি শরাঘাতে নিরস্ত করব। জামদগ্ন্য পরশুরামের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছি তার দ্বারা এবং নিজের বলে আমি ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। অর্জুনের ধ্বজস্থিত বানর আজ আমার ভল্লের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আর্তনাদ করে পালাবে। আজ অর্জুনকে রথ থেকে নিপাতিত করে আমি দুর্যোধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব।

কৃপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, সর্বদাই যুদ্ধ করতে চাও, তার ফল কী হবে ভাব না। শাস্ত্রে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে যুদ্ধকেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ-কাল যদি অনুকূল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ বিধেয়। অর্জুনের সঙ্গে এখন আমাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুমি কী করেছ? আমরা প্রতারণা করে তাঁকে তের বৎসর নির্বাসনে রেখেছি, সেই সিংহ এখন পাশমুক্ত হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে না? আমরা সকলে মিলিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কর্ণ, তুমি একাকী সাহস করো না।

অশ্বত্থামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহরণ করে এখনও মৎস্যরাজ্যের সীমা পার হইনি, হস্তিনাপুরেও যাইনি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমার প্ররোচনায় দুর্যোধন পাণ্ডবদের সম্পত্তি হরণ করেছে, কিন্তু তুমি কি কখনও দ্বৈরথ-যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ? কোন্ যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছ— তোমার প্ররোচনায় যাঁকে একবস্ত্রে রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনা হয়েছিল? মানুষ এবং কীট-পিপীলিকাদি পর্যন্ত সকল প্রাণীই যথাশক্তি ক্ষমা করে, কিন্তু দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগণ কখনই করবেন না। ধর্মজ্ঞরা বলেন, শিষ্য পুত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অর্জুন আমার পিতা দ্রোণের প্রিয়। দুর্যোধন, তোমার জন্যই দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল, তুমিই দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়েছিলে, ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্য তুমিই হরণ করেছ, এখন তুমিই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার মাতুল ক্ষত্রধর্মবিশারদ দুষ্টদ্যূতকার এই শকুনিও যুদ্ধ করুন। কিন্তু জেনো, অর্জুনের গাণ্ডীব অক্ষক্ষেপণ করে না, তীক্ষ্ণ নিশিত বাণই ক্ষেপণ করে, আর সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যায় না। আচার্য (দ্রোণ) যদি ইচ্ছা করেন তো যুদ্ধ করুন, আমি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যদি মৎস্যরাজ এখানে আসতেন তবে তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতাম।

ভীষ্ম বললেন, আচার্যপুত্র (অশ্বত্থামা), কর্ণ যা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য তোমাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে নিজেদের মধ্যে ভেদ হওয়া ভালো নয়, আমাদের মিলিত হয়েই যুদ্ধ করতে হবে।

অশ্বত্থামা বললেন, গুরুদেব (দ্রোণ) কারও ওপর আক্রোশের বশে অর্জুনের প্রশংসা করেননি,

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্বথা সর্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ ॥

— শত্রুরও গুণ বলা উচিত, গুরুরও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকারে সর্বপ্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যকে হিতবাক্য করা উচিত।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভীষ্ম ও কৃপের অনুরোধে দ্রোণ প্রসন্ন হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হলে অর্জুন আমাদের দর্শন দিতেন না। আজ গোধন উদ্ধার না করে তিনি নিবৃত্ত হবেন না। আপনারা এমন মন্ত্রণা দিন যাতে দুর্যোধনের অযশ না হয় কিংবা ইনি পরাজিত না হন।

জ্যোতিষ গণনা করে ভীষ্ম বললেন, তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা নিশ্চিতভাবে জেনেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ঞ, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় উপায়ে তাঁরা রাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্যোধন, যুদ্ধে একান্তসিদ্ধি হয় এমন আমি কদাপি দেখিনি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পরাজয় অবশ্যই হয়। অর্জুন এসে পড়লেন, এখন যুদ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সত্বর স্থির কর।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ভীষ্ম বললেন, তা হলে আমি যা ভালো মনে করি তা বলছি শোন।— তুমি সৈন্যের এক-চতুর্থ ভাগ নিয়ে হস্তিনাপুরে যাও, আর এক-চতুর্থাংশ গরু নিয়ে চলে যাক। অবশিষ্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গরু নিয়ে আর একদল সৈন্য গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ ও ভীষ্ম ব্যূহ রচনা করে যথাক্রমে সেনার মধ্যভাগে, বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান করলেন।

১৪। কৌরবগণের পরাজয়

দ্রোণ বললেন, অর্জুনের ধ্বজাগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে ধ্বজস্থিত বানরও ঘোর গর্জন করছে। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব আকর্ষণ করছেন; এই তাঁর দুই বাণ এসে আমার চরণে পড়ল, এই আর দুই বাণ আমার কর্ণ স্পর্শ করে চলে গেল। তিনি দুই বাণ দিয়ে আমাকে প্রণাম করলেন, আর দুই বাণে আমাকে কুশলপ্রশ্ন করলেন।

অর্জুন দেখলেন, দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি রয়েছেন কিন্তু দুর্যোধন নেই। তিনি উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। নিরামিষ[১] যুদ্ধ হয় না, আমরা দুর্যোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করে আবার এদিকে আসব।

অর্জুনকে অন্যদিকে যেতে দেখে দ্রোণ বললেন, উনি দুর্যোধন ভিন্ন অন্য কাকেও চান না, চল আমরা পশ্চাতে গিয়ে ওঁকে ধরব।

পতঙ্গপালের ন্যায় শরজালে অর্জুন কুরুসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর শঙ্খের শব্দে, রথচক্রের ঘর্ঘর রবে, গাণ্ডীবের টংকারে, এবং ধ্বজস্থিত অমানুষ ভূতগণের গর্জনে পৃথিবী কম্পিত হল। অপহৃত গরুর দল ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে হম্বারবে মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় করে অর্জুন দুর্যোধনের অভিমুখে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুরুপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে দেখে তিনি উত্তরকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল।

দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আরও কয়েকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে এলেন, কিন্তু অর্জুনের শরে বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হলেন, কর্ণও অর্জুনের বজ্রতুল্য বাণে নিপীড়িত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখভাগ থেকে প্রস্থান করলেন।

ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা এবং পিতৃগণ মহর্ষিগণ গন্ধর্বগণ প্রভৃতি বিমানে করে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুদ্ধভূমির ধূলি দূর হল, দিব্যগন্ধ বায়ু বইতে লাগল। অর্জুনের আদেশে উত্তর কৃপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপাচার্যের রথের চার অশ্ব অর্জুনের শরে বিদ্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠল, কৃপ পড়ে গেলেন। তাঁর গৌরব রক্ষার জন্য অর্জুন আর শরাঘাত করলেন না; কিন্তু কৃপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন, অর্জুনও কৃপের কবচ ধনু রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান করলেন।

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অর্জুন অভিবাদন করে স্মিতমুখে সবিনয়ে বললেন, আমরা বনবাস সমাপ্ত করে শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছি, আপনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হতে পারেন না। আপনি যদি আগে আমাকে প্রহার করেন তবেই আমি প্রহার করব। দ্রোণ অর্জুনের প্রতি অনেকগুলো বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন দুজনে প্রবল যুদ্ধ হতে লাগল, অর্জুনের বাণবর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। অশ্বত্থামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অর্জুনের প্রশংসা করলেন কিন্তু ক্রুদ্ধও হলেন। অর্জুন অশ্বত্থামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে সরে যাবার পথ দিলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন।

অর্জুনের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বত্থামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন অর্জুন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দুজনে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর অর্জুনের শরে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ হল। তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন।

তার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি ওই হিরণ্ময় ধ্বজের নিকট রথ নিয়ে চল, ওখানে পিতামহ ভীষ্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আমি বিহ্বল হয়েছি,

---

১. যে যুদ্ধে লোভ্য বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নেই।

আপনাদের অস্ত্রক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দিক ঘুরছে, বসা রুধির আর মেদের গন্ধে আমার মূর্ছা আসছে, ভয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর কশা ও বল্গা ধরবার শক্তি নেই। অর্জুন বললেন, ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও এই যুদ্ধে অদ্ভুত কর্মকৌশল দেখিয়েছ। ধীর হয়ে অশ্বচালনা কর, ভীষ্মের নিকটে আমাকে নিয়ে চল, আজ তোমাকে আমার বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত হয়ে ভীষ্মরক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি প্রাজাপত্য ঐন্দ্র আগ্নেয় বারুণ বায়ব্য প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরিশেষে ভীষ্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তার পর দুর্যোধন রথারোহণে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণবিদ্ধ হয়ে রুধির বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, কীর্তি ও বিপুল যশ পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? তোমার দুর্যোধন নাম আজ মিথ্যা হল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালাচ্ছ।

অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাক্য শুনে দুর্যোধন ফিরে এলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অর্জুনকে বেষ্টন করে সর্বদিক থেকে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, কুরুপক্ষের সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হল। উত্তরার অনুরোধ স্মরণ করে অর্জুন বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কৃপের শুক্ল বস্ত্র, কর্ণের পীত বস্ত্র, এবং অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র খুলে নিয়ে এস। ভীষ্ম বোধহয় সংজ্ঞাহীন হননি, কারণ তিনি আমার অস্ত্র প্রতিষেধের উপায় জানেন, তুমি তাঁর বাম দিক দিয়ে যাও। দ্রোণ প্রভৃতির বস্ত্র নিয়ে এসে উত্তর পুনর্বার রথে উঠলেন এবং অর্জুনকে নিয়ে রণভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

অর্জুনকে যেতে দেখে ভীষ্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অর্জুন ভীষ্মের অশ্বসকল বধ করে তাঁর পার্শ্বদেশ দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ করে বললেন, পিতামহ, অর্জুনকে অস্ত্রাঘাত করুন, যেন ও চলে যেতে না পারে। ভীষ্ম হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধি আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিলে তখন অর্জুন কোনও নৃশংস কর্ম করেননি, তিনি ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমরা সকলে এই যুদ্ধে নিহত হওনি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও। অর্জুনও গরু নিয়ে প্রস্থান করুন। দুর্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীষ্মের বাক্য অনুমোদন করে দুর্যোধনকে নিয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

কুরুবীরগণ চলে যাচ্ছেন দেখে অর্জুন প্রীত হলেন এবং গুরুজনদের মিষ্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছুদূর অনুগমন করলেন। তিনি পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অশ্বত্থামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে বিচিত্র বাণ দিয়ে অভিবাদন করলেন, এবং শরাঘাতে দুর্যোধনের রত্নভূষিত মুকুট ছেদন করলেন। তার পর অর্জুন

উত্তরকে বললেন, রথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমার গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে ফিরে চল।

১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন— বিরাটের পুত্রগর্ব

যে-সকল কৌরবসৈন্য পালিয়ে গিয়ে বনে লুকিয়েছিল তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে কম্পিতদেহে অর্জুনকে প্রণাম করে বলল, পার্থ, আমরা এখন কী করব? অর্জুন তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান কর। তারা অর্জুনের আয়ু কীর্তি ও যশ বৃদ্ধির আশীর্বাদ করে চলে গেল।

অর্জুন উত্তরকে বললেন, বৎস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার নিকট এখন আমাদের পরিচয় দিও না, তা হলে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। তুমি নিজেই যুদ্ধ করে কৌরবদের পরাস্ত করেছ এবং গোধন উদ্ধার করেছ এই কথা বল। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপনি যা করেছেন তা আর কেউ পারে না, আমার তো সে শক্তি নেই-ই। তথাপি আপনি আদেশ না দিলে আমি পিতাকে প্রকৃত ঘটনা জানাব না।

অর্জুন বিক্ষতদেহে শ্মশানে শমীবৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর ধ্বজস্থিত মহাকপি ও ভূতগণ আকাশে চলে গেল, দৈবী মায়াও অন্তর্হিত হল। উত্তর রথের উপরে পূর্বের ন্যায় সিংহধ্বজ বসিয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগরের পথে এসে অর্জুন বললেন, রাজপুত্র, দেখ, গোপালগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অশ্বদের স্নান করিয়ে জল খাইয়ে বিশ্রামের পর অপরাহ্নে বিরাটনগরে যাব। তুমি কয়েকজন গোপকে বলে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা করুক। অর্জুন আবার বৃহন্নলার বেশ ধারণ করলেন এবং অপরাহ্নে উত্তরের সারথি হয়ে নগরে যাত্রা করলেন।

ওদিকে বিরাট রাজা ত্রিগর্তদের পরাজিত করে চারজন পাণ্ডবের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি শুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন হরণ করেছে, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাঁর সৈন্যদলকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জীবিত আছেন কি না; নপুংসক যার সারথি তার বাঁচা অসম্ভব মনে করি। যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, মহারাজ, বৃহন্নলা যদি সারথি হয় তবে শত্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবে না, তার সাহায্যে আপনার পুত্র কৌরবগণকে এবং দেবাসুর প্রভৃতিকেও জয় করতে পারবেন।

এমন সময় উত্তরের দূতরা এসে বিজয়সংবাদ দিল। বিরাট আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা দিয়ে সাজাও, দেবতাদের পূজা দাও, কুমারগণ

যোদ্ধগণ ও সালংকারা গণিকাগণ বাদ্যসহকারে আমার পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাজিয়ে সমস্ত চতুষ্পথে আমার জয় ঘোষণা করা হোক, উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বহু কুমারীদের সঙ্গে উত্তরা বৃহন্নলাকে আনতে যাক। তার পর বিরাট বললেন, সৈরিন্ধ্রী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে এস। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, শুনেছি হৃষ্ট অবস্থায় দ্যূতক্রীড়া অনুচিত। দ্যূতে বহু দোষ, তা বর্জন করাই ভালো। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে থাকবেন, তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়েছিলেন। তবে আপনি যদি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব।

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমার পুত্র কৌরববীরগণকেও জয় করেছে। যুধিষ্ঠির বললেন, বৃহন্নলা যার সারথি সে জয়ী হবে না কেন। বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, নীচ ব্রাহ্মণ, তুমি আমার পুত্রের সমান জ্ঞান করে একটা নপুংসকের প্রশংসা করছ, কী বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। নপুংসক কী করে ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সে জন্য অপরাধ ক্ষমা করলাম, যদি বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা বলো না। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আর কে যুদ্ধ করতে পারেন? ইন্দ্রাদি দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবার নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত করছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। এই বলে বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন। যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি হাত দিয়ে তা ধরে দ্রৌপদীর দিকে চাইলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র এনে নিঃসৃত রক্ত ধরলেন। এই সময়ে দ্বারপাল এসে সংবাদ দিল যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শীঘ্র নিয়ে এস।

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যদি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করে তবে সে জীবিত থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে যুধিষ্ঠির দ্বারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস, বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর এসে পিতাকে প্রণাম করে দেখলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক প্রান্তে ভূমিতে বসে আছেন, তাঁর নাসিকা রক্তাক্ত, দ্রৌপদী তাঁর কাছে রয়েছেন। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন, আমি এই কুটিলকে প্রহার করেছি, এ আরও শাস্তির যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপুংসকের প্রশংসা করছিল। উত্তর বললেন, মহারাজ, আপনি অকার্য করেছেন, শীঘ্র এঁকে প্রসন্ন করুন, ইনি যেন ব্রহ্মশাপে আপনাকে সবংশে দগ্ধ না করেন। পুত্রের কথায় বিরাট যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, রাজা, আমি পূর্বেই ক্ষমা করেছি, আমার ক্রোধ নেই। যদি আমার রক্ত ভূমিতে পড়ত তবে আপনি রাজ্য সমেত বিনষ্ট হতেন।

যুধিষ্ঠিরের রক্তস্রাব থামলে অর্জুন এলেন এবং প্রথমে রাজাকে তার পর যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিরাট তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস্য, তোমার তুল্য পুত্র আমার হয়নি, হবেও না। মহাবীর কর্ণ, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ

ভীষ্ম, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা, বিপক্ষের ভয়প্রদ কৃপাচার্য, মহাবল দুর্যোধন— এঁদের সঙ্গে তুমি কী করে যুদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করে তুমি গোধন উদ্ধার করেছ, যেন শার্দুলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ।

উত্তর বললেন, আমি গোধন উদ্ধার করিনি, শত্রুজয়ও করিনি। আমি ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলাম, এক দেবপুত্র আমাকে নিবারণ করলেন। তিনিই রথে উঠে ভীষ্মাদি ছয় রথীকে পরাস্ত করে গোধন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায় দৃঢ়কায় সেই যুবা কৌরবগণকে উপহাস করে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, সেই মহাবাহু দেবপুত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পিতা, তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, বোধহয় কাল বা পরশু দেখা দেবেন।

বৃহন্নলাবেশী অর্জুন বিরাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর কন্যা উত্তরাকে কৌরবগণের মহার্ঘ্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বসনগুলো দিলেন। তার পর তিনি নির্জনে উত্তরের সঙ্গে মন্ত্রণা করে যুধিষ্ঠিরাদির আত্মপ্রকাশের উদ্‌যোগ করলেন।

বৈবাহিকপর্বাধ্যায়

১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ— উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ

তিন দিন পরে পঞ্চপাণ্ডব স্নান করে শুক্ল বসন পরে রাজযোগ্য আবরণে ভূষিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করে বিরাট রাজার সভায় গিয়ে রাজাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিরাট রাজকার্য করবার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেখে সরোষে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে আমি সভাসদ করেছি, তুমি রাজাসনে বসেছ কেন? অর্জুন সহাস্যে বললেন, মহারাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। ইনি মূর্তিমান ধর্ম, ত্রিলোকবিখ্যাত রাজর্ষি, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ইনি যখন কুরুদেশে ছিলেন তখন দশ সহস্র হস্তী এবং কাঞ্চনমালাভূষিত অশ্বযুক্ত ত্রিশ সহস্র রথ এঁর পশ্চাতে যেত। ইনি বৃদ্ধ অনাথ অঙ্গহীন পঙ্গু প্রভৃতিকে পুত্রের ন্যায় পালন করতেন। এঁর ঐশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দুর্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সন্তপ্ত হতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাজার আসনে বসবেন না কেন?

বিরাট বললেন, ইনি যদি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির হন তবে এঁর ভ্রাতা ভীম অর্জুন নকুল সহদেব কাঁরা? যশস্বিনী দ্রৌপদীই-বা কে? দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি না। অর্জুন বললেন, মহারাজ, সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সুখে অজ্ঞাতবাস করেছি। এই বলে তিনি নিজেদের পরিচয় দিলেন।

উত্তর পাণ্ডবগণকে একে একে দেখিয়ে বললেন, এই যে শোধিত স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ বিশালকায় পুরুষ দেখছেন, যাঁর নাসিকা দীর্ঘ, চক্ষু তাম্রবর্ণ, ইনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির।

মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় যাঁর গতি, যিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ স্থূলস্কন্ধ মহাবাহু, ইনিই বৃকোদর, এঁকে দেখুন, দেখুন। এঁর পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ গজেন্দ্রগামী আয়তলোচন যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনুর্ধর অর্জুন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দু জনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চরিত্রে যাঁরা অতুলনীয়, এঁরাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর কান্তি নীলোৎপলের ন্যায়, মস্তকে স্বর্ণাভরণ, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় পাণ্ডবগণের পার্শ্বে রয়েছেন, ইনিই কৃষ্ণা।

বিরাট তাঁর পুত্রকে বললেন, আমি যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করি, যদি তোমার মত হয় তবে অর্জুনকে আমার কন্যাদান করব। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আমরা না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছু আছে সমস্তই আপনাদের। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তিনিই তার যোগ্য ভর্তা।

যুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে চাইলেন। অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনার দুহিতাকে আমি পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদের উভয় বংশেরই যোগ্য হবে। বিরাট বললেন, আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনিই তাকে ভার্যা রূপে নেবেন না কেন? অর্জুন বললেন, অন্তঃপুরে আমি সর্বদাই আপনার কন্যাকে দেখেছি, সে নির্জনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগীত শিখিয়ে আমি তার প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে করে। আমি এক বৎসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করেছি, আমি তাকে বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে; এই কারণে আপনার কন্যাকে আমি পুত্রবধূ রূপে চাচ্ছি, তাতে লোকে বুঝবে যে আমি শুদ্ধস্বভাব জিতেন্দ্রিয়, আপনার কন্যার অপবাদ হবে না। পুত্র বা ভ্রাতার সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পুত্রবধূ ও দুহিতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ। আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয়, দেববালকের ন্যায় রূপবান, অল্প বয়সেই অস্ত্রবিশারদ, সে আপনার উপযুক্ত জামাতা।

অর্জুনের প্রস্তাবে বিরাট সম্মত হলেন, যুধিষ্ঠিরও অনুমোদন করলেন। তার পর সকলে বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত উপপ্লব্য নগরে গেলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতবর্মা ও সাত্যকি সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পাণ্ডবদের রথ নিয়ে এল। এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ দ্রুপদ রাজা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্নও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হল। শত শত মৃগ ও অন্যান্য পবিত্র পশু নিহত হল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। সর্বাঙ্গসুন্দরী সুভূষিতা নারীগণ বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন, রূপে যশে ও কান্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের সম্মুখে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হল। বিরাট অভিমন্যুকে সাত হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুই শত উত্তম হস্তী, এবং বহু ধন যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণ যা উপহার দিলেন যুধিষ্ঠির সেই সকল ধনরত্ন, বহু সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ যান শয্যা এবং খাদ্য-পানীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন।

উদ্‌যোগপর্ব

সেনোদ্‌যোগপর্বাধ্যায়

১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা

অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পর রাত্রিতে বিশ্রাম করে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে বিরাট রাজার সভায়[১] এলেন। এই সভায় বিরাট দ্রুপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব বিরাটপুত্রগণ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

কৃষ্ণ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় শঠতার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করে রাজ্য হরণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ বহু কষ্ট ভোগ করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন দুজনেরই হিতকর এবং কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত যুক্তিসিদ্ধ ও যশস্কর, তা আপনারা ভেবে দেখুন। যুধিষ্ঠির ধর্মবিরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তিনি ধর্মসম্মত উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামিত্বই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। দুর্যোধনাদি প্রতারণা করে পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি যুধিষ্ঠির তাঁদের শুভ কামনা করেন। এঁরা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যদি ন্যায্য ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করবেন। যদি আপনারা মনে করেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সে জন্য জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মিলিত হয়ে এমন চেষ্টা করুন যাতে এঁদের শত্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জানি না দুর্যোধনের অভিপ্রায় কী, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। অতএব কোনও ধার্মিক সৎস্বভাব সদ্‌বংশীয় সতর্ক দূতকে পাঠানো হোক, যাঁর কথায় দুর্যোধন প্রশমিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য দিতে সম্মত হবেন।

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়েরই হিতকর। শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দুর্যোধনের কাছে পাঠানোই ভালো। তিনি গিয়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ অশ্বত্থামা বিদুর কৃপ শকুনি কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে প্রণিপাত করে যুধিষ্ঠিরের

১. উপপ্লব্যনগরস্থ বিরাটরাজসভায়।

সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাদি যেন কোনওমতেই ক্রুদ্ধ না হন, কারণ তাঁরা বলবান, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় কিন্তু অজ্ঞ, সুহৃদ্‌গণের বারণ না শুনে দ্যূতনিপুণ শকুনিকে আহ্বান করেছিলেন। দ্যূতসভায় বহু লোক ছিল যাদের ইনি হারাতে পারতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে না খেলে ইনি সুবলপুত্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমত্ত হয়ে রাজ্য হারালেন। খেলবার সময় যুধিষ্ঠিরের পাশা প্রতিকূল হয়ে পড়ছিল, বার বার হেরে গিয়ে ইনি ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। শকুনি নিজের শক্তিতেই এঁকে পরাস্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয়নি। যদি আপনারা শান্তি চান তবে মিষ্টবাক্যে দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন। সাম নীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় ও অনর্থকর।

সাত্যকি বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে ক্লীব ও বলশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। হলধর, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য শোনেন তাঁরাই দোষী। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের অল্পমাত্র দোষের কথাও বলতে পারে! অক্ষনিপুণ কৌরবগণ অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ডেকে এনে পরাজিত করেছিল, এমন জয়কে কোন্ যুক্তিতে ধর্মসঙ্গত বলা যেতে পারে? যুধিষ্ঠির যদি নিজের ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দুর্যোধনাদি সেই খেলায় যোগ দিয়ে জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসঙ্গত হত। যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতে পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে ন্যায়ানুসারে পিতৃরাজ্যের অধিকার চান, তার জন্য প্রণিপাত করবেন কেন? এঁরা যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, তথাপি কৌরবরা বলে যে এঁরা অজ্ঞাতবাসকালে ধরা পড়েছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর অনুনয় করেছেন তথাপি ধার্তরাষ্ট্রগণ রাজ্য ফিরে দিতে চায় না। আমি তাদের যুদ্ধে জয় করে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরণে নিপাতিত করব, যদি তারা প্রণিপাত না করে তবে তাদের যমালয়ে পাঠাব। আততায়ী শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অনুনয় করলেই অধর্ম ও অপযশ হয়। তারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করুক।

দ্রুপদ বললেন, মহাবাহু সাত্যকি, দুর্যোধন ভালো কথায় রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রের বশেই চলবেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং কর্ণ ও শকুনি মূর্খতার জন্য দুর্যোধনের অনুবর্তী হবেন। বলদেব যা বললেন তা যুক্তিসম্মত মনে করি না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অনুনয় করা চলে। দুর্যোধন পাপবুদ্ধি, মৃদুবাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, মৃদুভাষীকে তিনি শক্তিহীন মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিত্রগণের নিকট দূত পাঠানো হোক। দুর্যোধনও দূত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমন্ত্রণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই যাবেন, এই কারণে আমাদের ত্বরান্বিত হতে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণ শীঘ্র হস্তিনাপুরে যান, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণকে ইনি কী বলবেন তা আপনি শিখিয়ে দিন।

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব আর পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ। আমরা এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ গৃহে ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে সম্মান করেন, আপনি আচার্য দ্রোণ ও কৃপের সখা। অতএব পাণ্ডবগণের যা হিতকর হয় এমন বার্তা আপনিই পুরোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। দুর্যোধন যদি ন্যায়পথে চলেন তা হলে কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্র নষ্ট হবে না। তিনি যদি দর্প ও মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপনি সকল রাজার কাছে দূত পাঠাবার পর আমাদের আহ্বান করবেন।

তার পর বিরাটের নিকট সসম্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট ও দ্রুপদ প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা সানন্দে আসতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দুর্যোধনও তাঁর মিত্রগণকে আহ্বান করলেন।

যুধিষ্ঠিরের মত নিয়ে দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন, আপনি সৎকুল-জাত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, দুর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপনি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাদিরও মনের পরিবর্তন হবে। বিদুর আপনার সমর্থন করবেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিরও ভেদবুদ্ধি হবে। অমাত্যগণ যদি ভিন্নমত অবলম্বন করেন এবং যোদ্ধারা যদি বিমুখ হন তবে তাঁদের পুনর্বার স্বমতে আনা দুর্যোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তাঁর সৈন্যসংগ্রহে বাধা পড়বে। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণের যুদ্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান প্রয়োজন এই যে, আপনি ধর্মসঙ্গত যুক্তির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে স্বমতে আনবেন। অতএব পাণ্ডবগণের হিতের নিমিত্ত আপনি পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ মুহূর্তে সত্বর যাত্রা করুন। দ্রুপদ কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হয়ে পুরোহিত তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন— বলরাম ও দুর্যোধন

অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করলেন। পাণ্ডবগণ কী করছেন তার সমস্ত সংবাদ দুর্যোধন তাঁর গুপ্তচরদের কাছে পেতেন। কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি স্বভবনে ফিরে গেছেন শুনে দুর্যোধন অল্প সৈন্য নিয়ে অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে দ্বারকায় এলেন। অর্জুনও সেই দিন সেখানে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ নিদ্রিত আছেন জেনে দুর্যোধন ও অর্জুন তাঁর শয়নকক্ষে গেলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে কৃষ্ণের মস্তকের নিকটে একটি উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার পর অর্জুন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে রইলেন।

জাগরিত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে দেখলেন, তার পর পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করে সিংহাসনে উপবিষ্ট দুর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করে দুজনের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দুর্যোধন সহাস্যে বললেন, মাধব, আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জুনের সঙ্গে তোমার সমান সখ্য, সমান সম্বন্ধ[১]। আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধুজন প্রথমাগতকেই বরণ করেন, তুমি সজ্জনশ্রেষ্ঠ, অতএব সদাচার রক্ষা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখেছি, অতএব দুজনকেই সাহায্য করব। যারা বয়ঃকনিষ্ঠ তাদের অভীষ্টপূরণ আগে করা উচিত, সে জন্য প্রথমে অর্জুনকে বলছি।— নারায়ণ নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের দৈহিক বল আমারই তুল্য। পার্থ, তুমি সেই দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা চাও, না যুদ্ধবিমুখ নিরস্ত্র আমাকে চাও? তুমি বার বার ভেবে দেখ— যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোটি যোদ্ধা নেবে, কিংবা কেবল সচিবরূপে আমাকে নেবে?

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জুন তাঁকেই বরণ করলেন। দুর্যোধন দশ কোটি যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন। তার পর বলরামের কাছে গিয়ে দুর্যোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলরাম বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আমি যা বলেছিলাম তা বোধহয় তুমি জান। তোমার জন্যই আমি বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম যে দুই পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সমান সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেননি, আমিও তাঁকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মতিগতি দেখে আমি স্থির করেছি যে আমি পার্থের সহায় হব না, তোমারও সহায় হব না। পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি মহামান্য ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বলরামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন, যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে। তার পর তিনি কৃতবর্মা[২]র সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লাভ করলেন।

দুর্যোধন চলে গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যুদ্ধ করব না তথাপি তুমি আমাকে বরণ করলে কেন? অর্জুন বললেন, নরোত্তম, তুমি একাকীই আমাদের সমস্ত শত্রু সংহার করতে পার এবং তোমার যশও লোকবিখ্যাত। আমিও শত্রুসংহারে সমর্থ এবং যশের প্রার্থী, এই কারণেই তোমাকে বরণ করেছি। আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারথি হবে, এই কার্যে তুমি সম্মত হও। বাসুদেব বললেন, পার্থ, তুমি যে আমার সঙ্গে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপযুক্ত। আমি সারথি হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তার পর কৃষ্ণ ও দাশার্হ[৩] বীরগণের সঙ্গে অর্জুন আনন্দিতমনে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

---

১. কৃষ্ণ অর্জুনের মামাতো ভাই, কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা অর্জুনের পত্নী; কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা।

২. ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। ইনি কৌরবদের পক্ষে ছিলেন।

৩. সাত্যকি প্রভৃতি।

৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির

আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য[১] তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুত্রগণকে নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দুর্যোধন পথিমধ্যে তাঁর সংবর্ধনার উদ্‌যোগ করলেন। তাঁর আদেশে শিল্পীগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভামণ্ডপ, কূপ, দীর্ঘিকা, পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ করল। নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং খাদ্যপানীয়েরও আয়োজন করা হল। শল্য উপস্থিত হলে দুর্যোধনের সচিবগণও তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, যুধিষ্ঠিরের কোন্ কর্মচারীগণ এই সকল সভা নির্মাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, যুধিষ্ঠিরের সম্মতি নিয়ে আমি তাদের পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি। দুর্যোধন অন্তরালে ছিলেন, এখন শল্যের কাছে এলেন। দুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কী অভীষ্ট বল, আমি তা পূর্ণ করব।

দুর্যোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হোক, আপনি আমার সমস্ত সেনার নেতৃত্ব করুন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর কী চাও? দুর্যোধন বললেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি, আর কিছু চাই না। শল্য বললেন, দুর্যোধন, তুমি এখন নিজ দেশে ফিরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ আপনি দেখা করে শীঘ্র আমাদের কাছে আসবেন, আমরা আপনারই অধীন, যে বর দিয়েছেন তা মনে রাখবেন। দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়ে শল্য উপপ্লব্য নগরে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যুধিষ্ঠিরাদিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দুর্যোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালোই। এখন আমার একটি উপকার করুন, যদি অকর্তব্য মনে করেন তথাপি আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান, কর্ণ আর অর্জুনের যখন দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে তখন আপনি নিশ্চয় কর্ণের সারথি হবেন। আপনি অর্জুনকে রক্ষা করবেন, এবং যদি আমার প্রিয়কার্য করতে চান তবে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হলেও এই কর্ম আপনি করবেন।

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয়ই দুরাত্মা কর্ণের সারথি হব। সে আমাকে কৃষ্ণতুল্য মনে করে, যুদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রতিকূল ও অহিতকর বাক্য বলব যে তার দর্প ও তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবেন। বৎস, তুমি যা বলেছ তা আমি করব, এবং তোমার প্রিয়কার্য আর যা পারব তা-ও করব। যুধিষ্ঠির, তুমি ও কৃষ্ণা দ্যূতসভায় যে দুঃখ পেয়েছ, সূতপুত্র কর্ণের কাছে যে নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কীচকের কাছে দ্রৌপদী যে ক্লেশ পেয়েছেন, সে সমস্তের ফল পরিণামে সুখজনক হবে। মহাত্মা ও দেবতারাও দুঃখভোগ করেন, কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর ভার্যার সঙ্গে মহৎ দুঃখভোগ করেছিলেন।

---

১. নকুল-সহদেবের মাতুল।

৪। ত্রিশিরা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহুষ ও অগস্ত্য

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভার্যা কী প্রকারে দুঃখভোগ করেছিলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন।—

ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন, তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয়ে ত্রিশিরা নামক এক পুত্রের জন্ম দিলেন। ত্রিশিরার তিন মুখ সূর্য চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়; তিনি এক মুখে বেদাধ্যয়ন আর এক মুখে সুরাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন সর্বদিক গ্রাস করে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্বলাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র বহু অপ্সরা পাঠালেন, কিন্তু ত্রিশিরা বিচলিত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা নিহত হলেন, কিন্তু তাঁর মস্তক জীবিতের ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন বর্ধকী (ছুতোর)-কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর। বর্ধকী বলল, এর স্কন্ধ অতি বৃহৎ, আমার কুঠারে কাটা যাবে না, এমন বিগর্হিত কর্মও আমি পারব না। কে আপনি? এই ঋষিপুত্রকে হত্যা করে আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় হচ্ছে না? ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ, এই মহাবল পুরুষ আমার শত্রু সে জন্য বজ্রাঘাতে একে বধ করেছি, পরে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। বর্ধকী, তুমি শীঘ্র এর শিরশ্ছেদ কর, আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব; লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন নিহত পশুর মুণ্ড তোমাকে দেবে। বর্ধকী সম্মত হয়ে ত্রিশিরার তিন মুণ্ড কেটে ফেলল। প্রথম মুণ্ডের মুখ থেকে চাতক পক্ষীর দল, দ্বিতীয় মুখ থেকে চটক ও শ্যেন, এবং তৃতীয় মুখ থেকে তিত্তির পক্ষীর দল নির্গত হল। ইন্দ্র হৃষ্ট হয়ে স্বগৃহে চলে গেলেন।

পুত্রের নিধনসংবাদ পেয়ে ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ইন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করলেন। ত্বষ্টার আজ্ঞায় বৃত্র স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে জৃম্ভিকা (হাই) সৃষ্টি করলেন, তার প্রভাবে বৃত্র মুখব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকুচিত করে বেরিয়ে এলেন। তার পর ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তাঁকে দমন করতে না পেরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বদের নিয়ে তুমি বৃত্রের কাছে যাও, তার সঙ্গে সন্ধি কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। আমি অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গে অধিষ্ঠান করব।

ঋষিরা বৃত্রের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দুর্জয় বীর, তোমার তেজে জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পারনি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে দেবাসুর মানুষ সকলেই পীড়িত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সহিত সখ্য কর, তাতে তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করবে। বৃত্র বললেন, আপনারা যদি এই ব্যবস্থা করেন যে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা, প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা রাত্রিতে, আমি ইন্দ্রাদি দেবতার বধ্য হব না, তবেই আমি সন্ধি করতে পারি। ঋষিরা বললেন, তাই হবে। বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি করে ইন্দ্র চলে গেলেন।

একদিন ইন্দ্র সমুদ্রতীরে বৃত্রাসুরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, এখন সন্ধ্যাকাল, দিনও নয় রাত্রিও নয়; এই পর্বতাকার সমুদ্রফেন শুষ্কও নয় আর্দ্রও নয়, অস্ত্রও নয়। এই স্থির করে ইন্দ্র বৃত্রের উপরে বজ্রের সহিত সমুদ্রফেন নিক্ষেপ করলেন। বিষ্ণু সেই ফেনে প্রবেশ করে বৃত্রকে বধ করলেন। পূর্বে ত্রিশিরাকে বধ করে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ করেছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার করে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বার বার ব্রহ্মহত্যাকারী বলে লজ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজের দুষ্কৃতির জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জলমধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পৃথিবী বিধ্বস্ত, কানন শুষ্ক এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হল, জলাশয় শুকিয়ে গেল, অনাবৃষ্টি ও অরাজকতার ফলে সকল প্রাণী সংক্ষুব্ধ হল। দেবতা ও মহর্ষিরা ত্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজের পদ নিতে চাইলেন না।

অবশেষে দেবগণ ও মহর্ষিগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মিক নহুষকে বললেন, তুমি দেবরাজ হও। নহুষ বললেন, আমি দুর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই। দেবতা ও ঋষিরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য পালন কর। নহুষ অভিষিক্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধিপত্য করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি শচীকে দেখে সভাসদ্‌গণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন না কেন? উনি সত্বর আমার গৃহে আসুন। শচী উদ্‌বিগ্ন হয়ে বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয় পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবে।

শচী বৃহস্পতির শরণ নিয়েছেন জেনে নহুষ ক্রুদ্ধ হলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, পরস্ত্রীসংসর্গের পাপ থেকে নিবৃত্ত হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গৌতমপত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মবিরুদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় কার্য করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেননি কেন? শচী আমার সেবা করুন, তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তিনি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বরবর্ণিনী শচী তাঁকেই এখন পতিত্বে বরণ করুন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী, আমি শরণাগতকে ত্যাগ করি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চলে যাও।

দেবতারা বললেন, কী করলে সকলের পক্ষে ভালো হয় আপনি বলুন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী নহুষের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা করুন, তাতে সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু বিঘ্ন ঘটে, নহুষ বলশালী ও দর্পিত হলেও কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে। শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, সুরেশ্বর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ দিন। ইন্দ্র কোথায় কী অবস্থায় আছেন আমি জানি না;

অনুসন্ধান করেও যদি তাঁর সংবাদ না পাই তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব। নহুষ সম্মত হলেন, শচীও বৃহস্পতির কাছে ফিরে গেলেন।

তার পর দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার বীর্যেই বৃত্র নিহত হয়েছে এবং তাঁর ফলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর মুক্তির উপায় বলুন। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা করুন, তাতে তিনি পাপমুক্ত হয়ে দেবরাজত্ব ফিরে পাবেন, দুর্মতি নহুষও বিনষ্ট হবে। দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভক্ত হয়ে বৃক্ষ নদী পর্বত ভূমি স্ত্রী ও প্রাণীগণে সংক্রামিত হল।

দেবরাজপদে নহুষকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখে ইন্দ্র পুনর্বার আত্মগোপন করে কালপ্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শোকার্তা শচী তখন উপশ্রুতি নাম্নী রাত্রিদেবীর উপাসনা করলেন। উপশ্রুতি মূর্তিমতী হয়ে দর্শন দিলেন এবং শচীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রমধ্যে এক মহাদ্বীপে উপস্থিত হলেন। সেই দ্বীপের মধ্যে শত যোজন বিস্তীর্ণ সরোবরে উন্নত বৃন্তের উপরে একটি শ্বেতবর্ণ বৃহৎ পদ্ম ছিল। উপশ্রুতির সঙ্গে শচী সেই পদ্মের নাল ভেদ করে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃণাল-সূত্রের মধ্যে ইন্দ্র অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করছেন। শচী তাঁকে বললেন, প্রভু, তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে। তুমি স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাপিষ্ঠ নহুষকে বধ করে দেবরাজ্য শাসন কর।

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখনও আসেনি, নহুষ আমার চেয়ে বলবান, ঋষিরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়েছেন। তুমি নির্জনে নহুষকে এই কথা বল— জগৎপতি, আপনি ঋষিবাহিত যানে আমার নিকট আসুন, তা হলে আমি সানন্দে আপনার বশীভূত হব। শচী নহুষের কাছে গিয়ে বললেন, দেবরাজ, আপনি যদি আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগামিনী হব। আপনি এমন বাহনে চড়ুন যা বিষ্ণু রুদ্র বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই। আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ মিলিত হয়ে আপনার শিবিকা বহন করুন। নহুষ বললেন, বরবর্ণিনী, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আমি তোমার কথা রাখব।

ঐরাবত প্রভৃতি দিব্য হস্তী, হংসযুক্ত বিমান ও দিব্যাশ্বযোজিত রথ ত্যাগ করে নহুষ মহর্ষিগণকে তাঁর শিবিকাবহনে নিযুক্ত করলেন। তখন বৃহস্পতি অগ্নিকে বললেন, তুমি ইন্দ্রের অন্বেষণ কর। অগ্নি সর্বত্র অন্বেষণ করে বললেন, ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ করলে আমি নির্বাপিত হব। অগ্নির স্তুতি করে বৃহস্পতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে প্রবেশ কর, তোমাকে আমি সনাতন ব্রাহ্মমন্ত্রে বর্ধিত করব। অগ্নি সর্বপ্রকার জলে অন্বেষণ করে অবশেষে পদ্মের মৃণালমধ্যে ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং ফিরে এসে বৃহস্পতিকে জানালেন। তখন দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বদের সঙ্গে বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে স্তব করে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মনুষ্যকে রক্ষা কর, বল লাভ কর। স্তুত হয়ে ইন্দ্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করলেন।

দেবতারা নহুষবধের উপায় চিন্তা করছিলেন এমন সময় ভগবান অগস্ত্য ঋষি সেখানে এলেন। তিনি বললেন, পুরন্দর, ভাগ্যক্রমে তুমি শত্রুহীন হয়েছ, নহুষ দেবরাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ যখন নহুষকে শিবিকায় বহন করছিলেন, তখন একসময়ে তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নহুষকে প্রশ্ন করলেন, বিজয়ীশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা যে গোপ্রোক্ষণ (যজ্ঞে গোবধ) সম্বন্ধে মন্ত্র বলেছেন, তা তুমি প্রামাণিক মনে কর কি না? নহুষ মোহবশে উত্তর দিলেন, না ও মন্ত্র প্রামাণিক নয়। ঋষিরা বললেন, তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝ না। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই মন্ত্র প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও করি। ঋষিদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে নহুষ তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই শাপ দিলাম— মূঢ়, তুমি ব্রহ্মর্ষিগণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, চরণ দিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করেছ, ব্রহ্মার তুল্য ঋষিগণকে বাহন করেছ, তুমি ক্ষীণপুণ্য[১] হয়ে মহীতলে পতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প[২] রূপে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ করবে, তার পর তোমার বংশজাত যুধিষ্ঠিরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। শচীপতি, দুরাত্মা নহুষ এইরূপে স্বর্গচ্যুত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে ফিরে ত্রিলোক পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন করতে লাগলেন।

উপাখ্যান শেষ করে শল্য বললেন, যুধিষ্ঠির, ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও শত্রু বধ করে রাজ্যলাভ করবে। আমি যে বেদতুল্য ইন্দ্রবিজয় নামক উপাখ্যান বললাম, তা জয়াভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ এবং পুত্র, দীর্ঘ আয়ু ও সর্বত্র জয় লাভ হয়।

যথাবিধি পূজিত হয়ে শল্য বিদায় নিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, আপনি অবশ্যই কর্ণের সারথি হবেন এবং অর্জুনের প্রশংসা করে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। শল্য বললেন, তুমি যা বললে তাই করব এবং আর যা পারব তা-ও করব।

৫। সেনাসংগ্রহ

নানা দেশের রাজারা বিশাল সৈন্যদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে এলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইরূপ বিভিন্ন দেশের অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের বাহিনীতে প্রবেশ করে লীন হতে লাগল। সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপুত্র মগধরাজ জয়ৎসেন, সাগরতটবাসী বহু যোদ্ধাসহ পাণ্ড্যরাজ, কেকয়রাজবংশীয় পঞ্চ সহোদর, পুত্রগণসহ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, পার্বতীয় রাজগণসহ মৎস্যরাজ বিরাট এবং আরও বহু দেশের রাজারা সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হল।

---

১. যার পুণ্যজনিত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে।

২. বনপর্ব ৩৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দুর্যোধনের পক্ষেও বহু রাজা বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। কাঞ্চনবর্ণ চীন ও কিরাত সৈন্যসহ ভগদত্ত, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য, ভোজ ও অন্ধক সৈন্যসহ হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা, সিন্ধুসৌবীরবাসী জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজারা, শক ও যবন সৈন্যসহ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য সৈন্যসহ মাহিষ্মতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হল। হস্তিনাপুরে তাদের স্থান হল না; পঞ্চনদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, মরুপ্রদেশ, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যমুনাতীরস্থ পার্বত দেশ, সমস্তই কৌরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হল।

সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায়

৬। দ্রুপদ-পুরোহিতের দৌত্য

দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তাঁর সংবর্ধনা করলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর পুরোহিত বললেন, আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বক্তব্যের অঙ্গরূপে কিছু বলব। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু একজনেরই পুত্র, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, দুর্যোধন তা অধিকারে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কর্ম অনুমোদন করে পাণ্ডবগণকে তের বৎসর নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। দ্যূতসভায় বনবাসে এবং বিরাটনগরে পাণ্ডবগণ ভার্যাসহ বহু ক্লেশ পেয়েছেন। এইসকল নির্যাতন ভুলে গিয়ে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে সুহৃদ্‌বর্গ রয়েছেন তাঁরা পাণ্ডবদের ও দুর্যোধনের আচরণ বিচার করে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করুন। পাণ্ডবরা বিবাদ করতে চান না, লোকক্ষয় না করেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দুর্যোধন যে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান তা মিথ্যা, কারণ পাণ্ডবরাই অধিকতর বলশালী। তাঁদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা প্রস্তুত আছে, তার ওপর সাত্যকি, ভীমসেন আর নকুল-সহদেব সহস্র অক্ষৌহিণীর সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষৌহিণী আছে, অপর পক্ষে তেমন অর্জুন আছেন। অর্জুন ও বাসুদেব সমস্ত সেনারই অধিক। সেনার বহুলতা, অর্জুনের বিক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা জেনে কোন লোক পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে যা পাণ্ডবগণের প্রাপ্য তা দিন।

পুরোহিতের কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ কুশলে আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সন্ধিকামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন সবই সত্য, তবে আপনি

ব্রাহ্মণ সে জন্য আপনার বাক্য অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ। পাণ্ডবদের বহু কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মানুসারে তাঁরা পিতৃধনের অধিকারী এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ নন।

কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্রুপদের পুরোহিতকে বললেন, ব্রাহ্মণ, যা হয়ে গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ কী? দুর্যোধনের জন্যই শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির পণরক্ষার জন্য বনে গিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞানুযায়ী সময়ের মধ্যে[1] তিনি মূর্খের ন্যায় রাজ্য চাইতে পারেন না। দুর্যোধন ধর্মানুসারে শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন, কিন্তু ভয় পেয়ে পাদপরিমিত ভূমিও দেবেন না। পাণ্ডবরা যদি পৈতৃক রাজ্য চান তবে অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নির্ভয়ে দুর্যোধনের ক্রোড়ে আশ্রয় নিন।

ভীষ্ম বললেন, রাধেয়, অহংকার করে লাভ কী, অর্জুন একাকী ছজন রথীকে জয়[2] করেছিলেন তা স্মরণ কর। এই ব্রাহ্মণ যা বললেন তা যদি আমরা না করি তবে অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়ে আমরা রণভূমিতে ধূলিভক্ষণ করব।

কর্ণকে ভর্ৎসনা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম যা বলেছেন তা সকলের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্মণ, আমি চিন্তা করে পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে পাঠাব, আপনি আজই অবিলম্বে ফিরে যান। তার পর ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদপুরোহিতকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

৭। সঞ্জয়ের দৌত্য

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি উপপ্লব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডবগণের সংবাদ নেবে এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করে বলবে, ভাগ্যক্রমে তুমি বনবাস থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবদের সূক্ষ্ম দোষও দেখতে পাই না, ক্রূরস্বভাব মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন এবং ততোধিক ক্ষুদ্রমতি কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি যাঁর অনুগত সেই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া ভালো। গুপ্তচরদের কাছে কৃষ্ণের যে পরাক্রমের কথা শুনেছি তা মনে করে আমি শান্তি পাচ্ছি না, অর্জুন ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্যশালী, তাঁর ক্রোধকে আমি যত ভয় করি অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতিকেও তত করি না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহণে পাঞ্চালরাজের সেনানিবেশে যাও এবং যুধিষ্ঠির যাতে প্রীত হন

---

১. কর্ণ বলতে চান যে, অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁদের আবার বার বৎসর বনবাসে থাকতে হবে।

২. গোহরণকালে।

এমন কথা বলো। সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে তাঁকে জানিও যে আমি শান্তিই চাই। বিপক্ষকে যা বলা উচিত, যা ভরতবংশের হিতকর, এবং যাতে যুদ্ধের প্ররোচনা না হয় এমন কথাই তুমি বলবে।

সূতবংশীয় গবল্‌গনপুত্র সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে এসে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। উভয়পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, দীর্ঘকাল পরে কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুশল শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখছি। তার পর যুধিষ্ঠির সকলেরই সংবাদ নিলেন, যথা— ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, রাজপুরস্থ জননীগণ, পুত্র ও পুত্রবধূগণ, ভগিনী ভাগিনেয় ও দৌহিত্রগণ, দাসীগণ প্রভৃতি।

সকলের কুশলসংবাদ দিয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দুর্যোধনের কাছে সাধুপ্রকৃতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছেন। আপনারা দুর্যোধনের কোনও অপকার করেননি তথাপি তিনি আপনাদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয়েছেন। স্থবির ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের অনুমোদন করেন না, তিনি মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল পাতক অপেক্ষা মিত্রদ্রোহ গুরুতর— এ কথাও ব্রাহ্মণদের কাছে শুনেছেন। অজাতশত্রু, আপনি নিজের বুদ্ধিবলে শান্তির উপায় স্থির করুন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রতুল্য, কষ্টে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পঞ্চপাণ্ডব বাসুদেব সাত্যকি চেকিতান[১] বিরাট পাঞ্চালরাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করে আমি বলছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তির প্রশংসা করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনাদের রুচিকর হোক, শান্তি স্থাপিত হোক। মহাবলশালী পাণ্ডবগণ, হীন কর্ম করা আপনাদের উচিত নয়, শুক্ল বস্ত্রে অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের স্পর্শ না করে। কৌরবগণকে যদি যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। কৃষ্ণ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও চেকিতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? আবার দ্রোণ ভীষ্ম অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই কৌরবগণকেই-বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আমি কোনও মঙ্গলই দেখি না। আমি বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজের নিকট প্রণত হচ্ছি, সকলের মঙ্গলের জন্য আমি সন্ধির প্রার্থনা করছি। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এই চান যে, আপনারা শান্তি স্থাপন করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এমন কথা তোমাকে বলিনি, তবে ভীত হচ্ছ কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা অযুদ্ধ ভালো, যদি দারুণ কর্ম না করেও অভীষ্ট বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন মূর্খ যুদ্ধ করতে চায়? বিনা যুদ্ধে অল্প পেলেও লোকে যথেষ্ট মনে করে। প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় না, মানুষও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়েও

---

১. যাদব যোদ্ধা বিশেষ।

তৃপ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ বিপুল ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃপ্ত হননি। ধৃতরাষ্ট্র সংকটে পড়ে পরের উপর নির্ভর করছেন, এতে তাঁর মঙ্গল হবে না। তিনি বহু ঐশ্বর্যের অধিপতি, এখন দুর্বুদ্ধি ক্রূরস্বভাব কুমন্ত্রীবেষ্টিত পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও তিনি বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের পথে চলছেন। দুঃশাসন শকুনি আর কর্ণ— এঁরাই এখন লোভী দুর্যোধনের মন্ত্রী। আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা মনে করলেন সমগ্র রাজ্যই তাঁদের হস্তগত হয়েছে। এখনও তাঁরা নিষ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় শান্তি অসম্ভব। ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব জীবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য হরণ করতে পারেন না। আমরা কত কষ্ট পেয়েছি তা তুমি জান; তোমার অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি; কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল তা-ও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অনুসারে শান্তিও স্থাপিত হবে; কিন্তু দুর্যোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আবার আমার হোক।

সঞ্জয় বললেন, অজাতশত্রু, কৌরবগণ যদি আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন তবে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের রাজ্যে[১] আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ করে রাজ্যলাভ উচিত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকালস্থায়ী দুঃখময় ও অস্থির; যুদ্ধ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়, অতএব আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন। জনার্দন সাত্যকি ও দ্রুপদ প্রভৃতি রাজারা চিরকালই আপনার অনুগত, এঁদের সাহায্যে পূর্বেই আপনি যুদ্ধ করে দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু বহু বৎসর বনে বাস করে বিপক্ষের শক্তি বাড়িয়ে এবং স্বপক্ষের শক্তি ক্ষয় করে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভালো, ভোগের ইচ্ছা ভালো নয়, ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতিকে বধ করে রাজ্য পেয়ে আপনার কী সুখ হবে? যদি আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন, তবে তাঁদের হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি সরে যান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আমি ধর্ম করছি কি অধর্ম করছি তা জেনে আমার নিন্দা করো। আপৎকালে ধর্মের পরিবর্তন হয়, বিদ্বান লোকে বুদ্ধিবলে কর্তব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না হলে পরধর্ম আশ্রয় করা নিন্দনীয়, যদি আমরা তা করে থাকি তবে আমাদের দোষ দিও। আমি পিতৃপিতামহের পথেই চলি। যদি সাম নীতি বর্জন করি (সন্ধিতে অসম্মত হই) তবে আমি নিন্দনীয় হব; যুদ্ধের উদ্‌যোগ করে যদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন না করি (যুদ্ধে বিরত হই) তা হলেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষের শুভার্থী, ইনিই বলুন আমাদের কর্তব্য কী।

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন আর কিছুর উপদেশ দিতে চাই না। যুধিষ্ঠির তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্ররা

---

১. যাদবগণের দেশে।

লোভী, অতএব কলহের বৃদ্ধি হবেই। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর ধর্মলোপ হবে কেন? পাণ্ডবরা যদি এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কৌরবদের বধ না করে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এঁরা ভীমসেনকে দমন করেও সেই উপায় অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি ভাগ্যদোষে এঁদের মৃত্যু হয় তা-ও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কি না। দস্যুবধ করলে পুণ্য হয়, অধর্মজ্ঞ কৌরবগণ দস্যুবৃত্তিই অবলম্বন করেছেন। লোকদৃষ্টির অগোচরে বা প্রকাশ্যভাবে সবলে যে পরের ধন হরণ করে সে চোর। দুর্যোধনের সঙ্গে চোরের কী পার্থক্য আছে? পাণ্ডবগণের প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদীকে যখন দ্যূতসভায় আনা হয়েছিল তখন ভীষ্মাদি কিছুই বলেননি, ধৃতরাষ্ট্রও বারণ করেননি। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে শ্বশুরদের সমক্ষে টেনে নিয়ে এল তখন বিদুর ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত রাজারা কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দ্যূতসভায় যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে তুমি এখন পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবদের অনিষ্ট না করে যদি আমি শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার পক্ষে পুণ্যকর্ম হবে। আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে ধর্মসম্মত অহিংস উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা কি আমার সম্মান রক্ষা করবেন? পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই বুঝে তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনের অনুমতি দিন। আমি আবেগবশে কিছু অন্যায় বলিনি তো? জনার্দন, ভীমার্জুন নকুল-সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান, সকলকেই অভিবাদন করে আমি বিদায় চাচ্ছি। আপনারা সুখে থাকুন, আমাকে প্রসন্ননয়নে দেখুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কটুবাক্যেও ক্রুদ্ধ হও না, কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন, পূর্বে তুমি ধনঞ্জয়ের অভিন্নহৃদয় সখা ছিলে। তুমি এখন যেতে পার। হস্তিনাপুরের বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমার অভিবাদন জানিও। গন্ধর্বতুল্য প্রিয়দর্শন অস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা, মূর্খ শঠ দুর্যোধন, তার তুল্যই মূর্খ দুষ্টস্বভাব দুঃশাসন, যুদ্ধবিমুখ ধার্মিক বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, মহাধনুর্ধর ভূরিশ্রবা ও শল্য, অদ্বিতীয় অক্ষপটু মিথ্যাবুদ্ধি গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি পাণ্ডবদের জয় করতে চান এবং দুর্যোধনাদিকে মুগ্ধ করে রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধবুদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুর যিনি আমাদের পিতামাতার তুল্য মাননীয় শুভার্থী ও উপদেষ্টা; এবং যাঁরা বৃদ্ধা, রাজভার্যা বা আমাদের পুত্রবধূ-স্থানীয়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা করো। তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে কল্যাণীয়া কুমারীগণকে আলিঙ্গন করে জানিও যে আমি আশীর্বাদ করছি তারা অনুকূল পতি লাভ করুক। বেশ্যা দাসদাসী খঞ্জ ও কুব্জদের, এবং অন্ধ ও বধির শিল্পীদের অনাময় জিজ্ঞাসা করো। যে সকল ব্রাহ্মণ আমার নিকট বৃত্তি পেতেন তাঁদের জন্য দুর্যোধনকে বলো। ভীষ্মের চরণে আমার প্রণাম

জানিয়ে বলো, পিতামহ, যাতে আপনার সকল পৌত্র প্রীতিযুক্ত হয়ে জীবিত থাকে সেই চেষ্টা করুন। দুর্যোধনকে বলো, নরশ্রেষ্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ করো না, আমরা শান্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একটি প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও— কুশস্থল বৃকস্থল মাকন্দী বারণাবত এবং আর একটি, তা হলেই বিবাদের অবসান হবে। সঞ্জয়, আমি সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মৃদু বা দারুণ দুই কার্যেই সমর্থ।

যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় সত্বর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি পুত্রের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে চাচ্ছেন এতে আপনার পৃথিবীব্যাপী অখ্যাতি হয়েছে। আপনার দোষেই কুরুপাণ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যদি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে সেইরূপ অর্জুন কৌরবগণকে ধ্বংস করবেন। আপনি অবিশ্বস্ত লোকদের মতে চলছেন, বিশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; আপনার এমন শক্তি নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আমি রথের বেগে শ্রান্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। যুধিষ্ঠির যা বলেছেন কাল প্রভাতে আপনাকে জানাব।

প্রজাগর- ও সনৎসুজাত- পর্বাধ্যায়

৮। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে বিদুর— বিরোচন ও সুধন্বা

সঞ্জয় চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে আনিয়ে বললেন, পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে ভর্ৎসনা করেছে, কাল সে যুধিষ্ঠিরের কথা জানাবে। আমি উৎকণ্ঠায় দগ্ধ হচ্ছি, আমার নিদ্রা আসছে না, মনের শান্তি নেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হয়েছে। বিদুর, তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দাও।

বিদুর বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠির রাজোচিত লক্ষণযুক্ত এবং ত্রিলোকের অধিপতি হবার যোগ্য। তিনি আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন সে জন্যই নির্বাসনে গিয়েছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সে জন্য রাজ্যলাভের যোগ্য নন। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনকে প্রভুত্ব দিয়ে আপনি কী করে শ্রেয়োলাভ করতে পারেন? আপনি পাণ্ডবগণকে তাঁদের পিতৃরাজ্য দান করুন, তাতে আপনি সপুত্র সুখী হবেন, আপনার অখ্যাতি দূর হবে। যত কাল মানুষের কীর্তি ঘোষিত হয় তত কালই সে স্বর্গভোগ করে। আপনি পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে সরল ব্যবহার করুন, তাতে আপনি ইহলোকে কীর্তি এবং মরণান্তে স্বর্গ লাভ করবেন। একটি প্রাচীন কথা বলছি শুনুন।—

কেশিনী নামে এক অতুলনীয়া রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন উপস্থিত হলে কেশিনী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ না দৈত্য শ্রেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপতি কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ, সর্বলোক আমাদেরই

অধীন। কেশিনী বললেন, কাল সুধন্বা এখানে আসবেন, তখন তোমাদের দুজনকেই দেখব। পরদিন সুধন্বা এলে কেশিনী তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। বিরোচন বললেন, সুধন্বা, আমার এই হিরণ্ময় আসনে বসুন। সুধন্বা বললেন, তোমার আসন আমি স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে বসব না; তোমার পিতা আমার আসনের নিম্নে বসেন। বিরোচন বললেন, স্বর্ণ গো অশ্ব প্রভৃতি অসুরদের যে বিত্ত আছে সে সমস্তই আমি পণ রাখছি; যিনি অভিজ্ঞ তিনিই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। সুধন্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভৃতি তোমারই থাকুক, জীবন পণ রাখা হোক।

দুজনে প্রহ্লাদের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহ্লাদ বললেন, তোমরা পূর্বে কখনও একসঙ্গে চলতে না, এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছে? বিরোচন বললেন, পিতা, সখ্য হয়নি, আমরা জীবন পণ রেখে তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার কাছে এসেছি। সুধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহ্লাদ পাদ্য জল, মধুপর্ক ও দুই স্থূল শ্বেত বৃষ আনতে বললেন। সুধন্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপনি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিন— ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না বিরোচন শ্রেষ্ঠ? প্রহ্লাদ বললেন, সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিরোচন, তুমি পরাজিত হয়েছ, তোমার প্রাণ এখন সুধন্বার অধীন। সুধন্বা, আমার প্রার্থনায় তুমি বিরোচনকে প্রাণদান কর। সুধন্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপনি ধর্মানুসারে সত্য কথা বলেছেন, পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেননি, সে জন্য বিরোচনকে মুক্তি দিলাম। ইনি কুমারী কেশিনীর সমক্ষে আমার পাদপ্রক্ষালন করুন।[১]

উপাখ্যান শেষ করে বিদুর বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা বলে আপনি পুত্র ও অমাত্যসহ বিনষ্ট হবেন না। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করুন, পাণ্ডবরা যেমন সত্যপালন করেছেন দুর্যোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করুন, তিনি পূর্বে যে পাপ করেছেন আপনি তার অপনয়ন করুন। বিদুর আরও অনেক উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন কাছে এলেই আমার বুদ্ধির পরিবর্তন হয়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, পুরুষকার নিরর্থক। বিদুর, তোমার কথা অতি বিচিত্র, যদি আরও কিছু বলবার থাকে তো বল। বিদুর বললেন, আমি শূদ্রযোনিতে জন্মেছি, অধিক কিছু বলতে সাহস করি না। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সনৎসুজাত (সনৎকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন।

বিদুর স্মরণ করলে সনৎসুজাত তখনই আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যথাবিধি অর্চনা করে বিদুর বললেন, ভগবান, ধৃতরাষ্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপনি এমন উপদেশ দিন যাতে এঁর সকল দুঃখ দূর হয়। বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় সনৎসুজাত ধর্ম ও মোক্ষ বিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন।

---

১. মূলে আছে— 'পাদপ্রক্ষালনং কুর্যাৎ কুমার্যাঃ সন্নিধৌ মম।' টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সন্নিধানে কুমারী কেশিনীর পাদপ্রক্ষালন করুন, অর্থাৎ তাঁকে বিবাহ করুন; বিবাহের পূর্বে বরকন্যা হরিদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে।

৯। কৌরবসভায় বাদানুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাত্রি বিদুর ও সনৎসুজাতের সঙ্গে আলাপে যাপন করলেন। পরদিন তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ভীষ্ম বললেন, আমি শুনেছি দেবগণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এঁরা সুরাসুরেরও অজেয়। বৎস দুর্যোধন, ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বুদ্ধি চ্যুত হয়েছে, যদি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে বহুলোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল— নিকৃষ্টজাতীয় সূতপুত্র কর্ণ যাঁকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সুবলপুত্র শকুনি, এবং ক্ষুদ্রাশয় পাপবুদ্ধি দুঃশাসন।

কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমি ক্ষত্রধর্ম পালন করি, ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হইনি, আমার কী দুষ্কর্ম দেখেছেন যে নিন্দা করছেন? আমি সকল পাণ্ডবকে যুদ্ধে বধ করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আর সন্ধি হতে পারে না। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, এই দুর্মতি সূতপুত্রের জন্যই তোমার দুরাত্মা পুত্ররা বিপদে পড়বে। বিরাটনগরে যখন এঁর ভ্রাতা অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছিলেন, তখন কর্ণ কী করছিলেন? কৌরবগণকে পরাভূত করে অর্জুন যখন তাঁদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে হরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করছেন!

মহামতি দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম যা বলবেন আপনি তাই করুন, গর্হিত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা ভালো মনে করি, কারণ অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সঞ্জয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির কী বললেন? কাঁরা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কাঁরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাঞ্চাল কেকয় ও মৎস্যগণ, গোপাল ও মেষপালগণ, সকলেই যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মূর্ছিত হলেন। বিদুরের মুখে সঞ্জয়ের অবস্থা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডবরা এঁকে উদ্‌বিগ্ন করেছেন।

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের মহাবল ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী যিনি পূর্বজন্মে কাশীরাজের কন্যা ছিলেন এবং ভীষ্মের বধকামনায় তপস্যা করে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে পরে পুরুষ

হয়েছেন[1] কেকয়রাজের পঞ্চ পুত্র, বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীর সাত্যকি, কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কৃষ্ণতুল্য বলবান অভিমন্যু, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর ভ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, এবং স্বয়ং বাসুদেব— এঁরাই যুধিষ্ঠিরের সহায়।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি ভীমকে সর্বাপেক্ষা ভয় করি, সে ক্ষমা করে না, শত্রুকে ভোলে না, পরিহাসকালেও হাসে না, বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে। উদ্ধতস্বভাব বহুভোজী অস্পষ্টভাষী পিঙ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পুত্রদের বধ করবে। পাণ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আমি পুত্রদের বারণ করতে পারছি না, কারণ মানুষের ভাগ্যই বলবান। পাণ্ডবগণ যেমন ভীষ্মের পৌত্র এবং দ্রোণ-কৃপের শিষ্য, আমার পুত্রগণও তেমন। ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তিন বৃদ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এঁরা সজ্জন, যা কিছু এঁদের দান করেছি তার প্রতিদান এঁরা নিশ্চয় করবেন। এঁরা আমার পুত্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ অর্জুনের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থবির ও অর্জুনের গুরু। শুনেছি তিন তেজ একই রথে মিলিত হবে— কৃষ্ণ, অর্জুন ও গাণ্ডীব ধনু। আমাদের তেমন সারথি নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আমি ভালো মনে করি না। আপনারা ভেবে দেখুন, যদি আপনাদের মত হয় তবে আমি শান্তির চেষ্টা করব।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধীরবুদ্ধি, অর্জুনের পরাক্রমও জানেন, তথাপি কেন পুত্রদের বশে চলেন জানি না। দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের প্রতিবার পরাজয় শুনে আপনি বালকের ন্যায় হেসেছিলেন। তাঁদের যে কটুবাক্য বলা হয়েছিল তা আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপনি বার বার হেসেছিলেন। এখন আপনি অসহায়ের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। ভীমার্জুন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন তিনিই নিখিল বসুধার রাজা হবেন। এখন আপনার দুরাত্মা পুত্র ও তার অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন।

দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পাণ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে এসে আমাদের নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ করে পুনর্বার রাজ্য অধিকার করা। গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত করবেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিক্কার দিচ্ছিল। তখন আমি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামাকে বললাম, পিতা আমার জন্য দুঃখ ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভালো। তাতে ভীষ্মদ্রোণাদি আমাকে আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, অমিততেজা ভীষ্মদ্রোণাদির তখন এই দৃঢ় ধারণা ছিল। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা বলহীন হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে

১. উদ্‌যোগপর্ব ২৭-পরিচ্ছেদে এই ইতিহাস আছে।

এসেছে, যে রাজারা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন তাঁরা সুখে-দুঃখে আমাদেরই অংশভাগী হবেন, অতএব আপনি ভয় দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যুধিষ্ঠির ভীত হয়েছেন তাই তিনি কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চাননি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপনি যা মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতাম তখন সকলে বলত গদাযুদ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভীমকে যমালয়ে পাঠাব। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দ্রথ— এঁদের যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন, এঁরা সম্মিলিত হলে ক্ষণমধ্যেই তাদের যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শক্তি অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন কী করে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোটি সংশপ্তক[১] সৈন্য আছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে— হয় আমরা অর্জুনকে মারব, না হয় তিনি আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সেনা, আর পাণ্ডবদের সাত, তবে আমাদের পরাজয় হবে কেন? বৃহস্পতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যদি এক-তৃতীয়াংশ ন্যূন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আধিক্য বিপক্ষসেনার এক-তৃতীয়াংশকে অতিক্রম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের তুলনায় হীন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার পুত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে, এ কখনও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয় করতে পারবে না। পাণ্ডবদের বল ভীষ্ম যথার্থরূপে জানেন, সে জন্যই এঁর যুদ্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণকে কে উত্তেজিত করছে? সঞ্জয় বললেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন; তিনিই পাণ্ডবগণকে উৎসাহ দিচ্ছেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও, অর্ধরাজ্যই তোমাদের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাণ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আমি যুদ্ধ ইচ্ছা করি না, ভীষ্মদ্রোণাদিও করেন না।

দুর্যোধন বললেন, আপনার অথবা ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ করিনি। আমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্র বাস করব না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দিয়ে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায় তা-ও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমালয়ে যাবে। যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের পিতা, তাঁরা পুত্রদের সাহায্য করবেন, ভীষ্মদ্রোণাদির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হলে পাণ্ডবদের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করতেও পারবে না।

দুর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম দ্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভৃতি ত্যাগ করেই দেবত্ব পেয়েছেন, তাঁরা পুত্রদের সাহায্য করবেন না। যদি করতেন তবে পাণ্ডবরা এত কাল কষ্ট পেতেন না। দেবতারা আমার ওপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ আমারও পরম তেজ আছে। আমি মন্ত্রবলে অগ্নি নির্বাপন করতে পারি, ভূমি বা পর্বতশিখর বিদীর্ণ হলে

২. যে মরণ পণ করে যুদ্ধ করে। দ্রোণপর্ব ৪-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পূর্ববৎ স্থাপন করতে পারি, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু নিবারণ করতে পারি, জল স্তম্ভিত করে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতি নিয়ে যেতে পারি। দেব গন্ধর্ব অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শত্রুকে ত্রাণ করতে পারবে না। আমি যা বলি তা সর্বদাই সত্য হয়, সে জন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে।

কর্ণ বললেন, আমি পরশুরামের কাছে যে ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছি তাতেই পাণ্ডবগণকে সবান্ধবে সংহার করব। আমি পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম সে জন্য তিনি শাপ দেন— অন্তিম কালে এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার স্মরণে আসবে না। তার পর তিনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট আছে, ব্রহ্মাস্ত্রও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, ভীষ্মদ্রোণাদি আপনার কাছেই থাকুন, পরশুরামের প্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, কৃতান্ত তোমার বুদ্ধি অভিভূত করেছেন তাই গর্ব করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র কেশবের সুদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। যে সর্পমুখ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জুনের বাণে তোমার সঙ্গেই বিনষ্ট হবে। যিনি বাণ ও নরক অসুরের হন্তা, যিনি তোমার অপেক্ষাও পরাক্রান্ত শত্রুকে সংহার করেছেন, সেই বাসুদেবই অর্জুনকে রক্ষা করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরূপ, কিংবা আরও অধিক। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সে জন্য আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এঁর মৃত্যুর পর পৃথিবীর সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই বলে কর্ণ সভা থেকে চলে গেলেন।

ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, কিন্তু কী করে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন, সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে বোঝালেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দুর্যোধন নীরবে রইলেন। তখন রাজারা উঠে সভা থেকে চলে গেলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে ব্যাসদেব ও গান্ধারীর সমক্ষে সঞ্জয় কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

ভগবদ্‌যানপর্বাধ্যায়

১০। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদীর অভিমত

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চলে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের অভিপ্রায় কী তা

তুমি সঞ্জয়ের কথায় জেনেছ। লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তিনি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের বশে মূর্খ পুত্রের মতে চলছেন। জনার্দন, আমি আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন করতে পারছি না এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে? দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং তুমি সহায় থাকতেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন তা-ও দেবে না। ধনশালী লোক ধনহীন হলে যত দুঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক তত দুঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারি না, উদ্ধারের চেষ্টায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তা-ও ভালো। যুদ্ধ পাপজনক, তাতে দুই পক্ষেরই ক্ষতি হয়; যাঁরা সজ্জন ধীর ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই বেঁচে থাকে। বৈর দ্বারা বৈরের নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়, যেমন ঘৃতযোগে অগ্নির হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা সর্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা করব, তা যদি বিফল হয় তবেই যুদ্ধ করব। কুকুর প্রথমে লাঙ্গুল চালনা, তার পর গর্জন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর যুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে যে বলবান সে-ই মাংস ভক্ষণ করে। মানুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ নেই। মাধব, এখন কী করা উচিত? যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সুহৃৎ আমাদের কেউ নেই।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের হিতার্থে আমি কৌরবসভায় যাব, যদি আপনাদের স্বার্থহানি না করে শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার মহাপুণ্য হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার মত নয়। দুর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যদি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তবে তা আমাদের অত্যন্ত দুঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন পাপমতি তা আমি জানি, কিন্তু আমি যদি সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হলেও লোকে আমাদের যুদ্ধপ্রিয় বলে দোষ দেবে না, কৌরবগণ আমাকে ক্রুদ্ধ করতেও সাহস করবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার যা অভিরুচি তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসঙ্গত ও আমাদের হিতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হোক তুমি বলবে।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার বুদ্ধি ধর্মাশ্রিত, কিন্তু কৌরবগণ শত্রুতা করতে চান। যুদ্ধ না করে যা পাওয়া যাবে তা-ই আপনি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সন্ধি করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদুভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন না। আমি কৌরবসভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দুর্যোধনের দোষ দুই-ই বলব, সকলের সমক্ষে দুর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আমি যুদ্ধেরই আশঙ্কা করছি, বিবিধ দুর্লক্ষণও দেখছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি এমনভাবে কথা বলো যাতে শান্তি হয়, যুদ্ধের ভয় দেখিও না। দুর্যোধন অসহিষ্ণু ক্রোধী, কিসে ভালো হয় তা বোঝে না, তাকে মিষ্ট বাক্য বলো। আমরা বরং হীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদ্গণকে বলো, তাঁদের যত্নে যেন দুর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়। আমি শান্তির জন্যই বলছি, ধর্মরাজও শান্তির প্রশংসা করেন; অর্জুন দয়ালু, তিনিও যুদ্ধার্থী নন।

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই করে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে শোও, সর্বদাই অশান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানুর মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু মুদে থাক এবং প্রায়ই ভ্রুকুটি ও ওষ্ঠদংশন কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলেছিলে, 'পূর্বদিকে সূর্যোদয় এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্যোধনকে বধ করব এ-ও সেরূপ সত্য।' তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ করে এই শপথ করেছ, অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কী আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপস্থিত হলে যুদ্ধকামীরও চিত্ত বিমুখ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের বিচলন যেমন আশ্চর্য তোমার কথাও সেইরূপ। ভরতবংশধর, তোমার কুলগৌরব স্মরণ কর, উৎসাহী হও, অবসাদ ত্যাগ কর। অরিন্দম, এই গ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয় নিজের বীর্যে যা লাভ করে না তা ভোগও করে না।

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় কিঞ্চিৎ ধাবিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, আমার উদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্যরূপ মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে বাস করেছ সে জন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে সে যেমন জলের পরিমাণ বোঝে না, তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি অন্যায় বাক্যে আমাকে ভর্ৎসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের ধর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে তাড়িত হয়ে আমি নিজের বলের কথা বলছি।— এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দুই শিলাখণ্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আমি দুই বাহু দিয়ে তাদের রোধ করতে পারি। সমস্ত পাণ্ডবশত্রুকে আমি ভূতলে ফেলে পা দিয়ে মর্দন করব। জনার্দন, যখন ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে। আমার দেহ অবসন্ন হয় না, মন কম্পিত হয় না, সর্বলোক ক্রুদ্ধ হলেও আমি ভয় পাই না। সৌহার্দ্য ও ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমি শান্তির কথা বলেছি।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলেছি, তিরস্কার বা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্ম্য বল ও কীর্তি আমি জানি। তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলছিলে সে জন্য শঙ্কিত হয়ে আমি তোমার তেজ উদ্দীপিত করেছি।

অর্জুন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যুধিষ্ঠিরই বলেছেন। তুমি মনে করছ যে ধৃতরাষ্ট্রের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শান্তিস্থাপন সুসাধ্য হবে না। সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের হিতার্থে যা করতে যাচ্ছ

তা মৃদু বা কঠোর কীভাবে সম্পন্ন হবে তা অনিশ্চিত। তুমি যদি মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে অবিলম্বে আমাদের সেই উপদেশই দিও, আর বিচার করো না।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল না হলে কেবল পুরুষকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, কিন্তু দুর্যোধনকে তা বলা উচিত নয়, সেই পাপাত্মা তাতেও সম্মত হবে না। বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা সাধ্য তা আমি করব, কিন্তু শান্তির আশা করি না।

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও অর্জুনের মত তুমি শুনেছ; সে সমস্ত অতিক্রম করে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষের মতের স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে না? তুমি কৌরব-সভায় গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শুনে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর ও বাহ্লীকরাজ অবশ্যই বুঝবেন কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন।

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর নিগ্রহের পর যদি দুর্যোধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ কী করে শান্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভীমার্জুন যদি ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আমি ধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধ করব। মূর্খ দুর্যোধনকে তুমি বলো, আমরা হয় বনবাসের কষ্টভোগ করব নতুবা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করব।

সাত্যকি বললেন, মহামতি সহদেব সত্য বলেছেন, দুর্যোধন হত হলেই আমার ক্রোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। সাত্যকির কথা শুনে যোদ্ধারা চারিদিক থেকে সিংহনাদ করে উঠলেন এবং সকলেই সাধু সাধু বললেন।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে দ্রৌপদী বললেন, মধুসূদন, তুমি জান যে দুর্যোধন শঠতা করে পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ও সঞ্জয়ের মুখে শুনেছ। যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, দুর্যোধন সে অনুরোধও গ্রাহ্য করেনি। রাজ্য না দিয়ে সে যদি সন্ধি করতে চায় তবে তুমি সম্মত হয়ো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট করতে পারবেন। তুমি কৃপা করো না, সাম বা দান নীতিতে যে শত্রু শান্ত হয় না তার উপর দণ্ডপ্রয়োগই বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে যশস্কর, ক্ষত্রিয়েরও সুখকর। ধর্মজ্ঞরা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই দোষ হয়। জনার্দন, যজ্ঞবেদি থেকে আমার উৎপত্তি, আমি দ্রুপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, পঞ্চ ইন্দ্রতুল্য পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী; আমার মহারথ পঞ্চ পুত্র তোমার কাছে অভিমন্যুরই সমান। কেশব, তোমরা জীবিত থাকতে আমি দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের সমক্ষেই নিগৃহীত হয়েছি, এঁদের নিশ্চেষ্ট দেখে আমি 'গোবিন্দ রক্ষা কর' বলে তোমাকে স্মরণ করেছি।

অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের বরে এঁরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনবাসে যাত্রা করেন। ধিক অর্জুনের ধনুর্ধারণ, ধিক ভীমসেনের বল, দুর্যোধন মুহূর্তকালও জীবিত আছে!

তার পর অসিতনয়না কৃষ্ণা তাঁর সুবাসিত সুন্দর বক্রাগ্র মহাভুজঙ্গসদৃশ বেণি বাম হস্তে ধরে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি যখন সন্ধির কথা বলবে তখন আমার এই বেণি স্মরণ করো— যা দুঃশাসন হাত দিয়ে টেনেছিল। ভীমার্জুন যদি সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তার মহারথ পুত্রগণ কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, অভিমন্যুকে অগ্রবর্তী করে আমার পাঁচ বীর পুত্রও যুদ্ধ করবে, দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যদি ছিন্ন ও ধূলিলুণ্ঠিত না দেখি তবে আমার হৃদয় কী করে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে আমি তের বৎসর কাটিয়েছি, এখন ধর্মভীরু ভীমের শান্ত বাক্য শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষসিক্ত করে কম্পিতদেহে গদ্‌গদকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, যাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ সেই কৌরবগণ সসৈন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যদি আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে শৃগালকুক্কুরের খাদ্য হবে। হিমালয় যদি বিচলিত হয়, মেদিনী যদি শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্রুসংবরণ কর, তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পতিগণ শত্রুবধ করে রাজশ্রী লাভ করেছেন।

১১। কৃষ্ণের হস্তিনাপুরগমন

শরৎকালের অন্তে কার্তিক মাসে একদিন প্রভাতকালে শুভ মুহূর্তে কৃষ্ণ স্নানাহ্নিক করে সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করলেন। তার পর তিনি শুভযাত্রার জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহ্মণদের অভিবাদন এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ করে শিনির পৌত্র সাত্যকিকে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা তূণীর শক্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র আমার রথে রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পরিচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করল। এই রথ চতুরশ্বযোজিত, অর্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পুষ্পের চিত্রে শোভিত, স্বর্ণ ও মণিরত্নে ভূষিত এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধ্বজ স্থাপিত হলে কৃষ্ণ সাত্যকিকে তুলে নিলেন। বশিষ্ঠ বামদেব শুক্র নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি কিছুদূর অনুগমন করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, জনার্দন, যিনি আমাদের বাল্যকাল থেকে বর্ধিত করেছেন, দুর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দুঃখ ভোগ করেছেন, পুত্রবিরহবিধুরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিঙ্গন করে

আশ্বস্ত করো। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সরোদনে আমাদের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে অভিবাদন করো, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন করো।

অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, দুর্যোধন যদি তোমার কথায় অবজ্ঞা না করে অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সুখী হব, তা যদি না করে তবে তার পক্ষের সকল ক্ষত্রিয়কে আমি বিনষ্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনন্দিত হয়ে কম্পিতদেহে সগর্বে গর্জন করে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈন্যগণ কম্পিত হল, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মলমূত্র ত্যাগ করল।

কৃষ্ণের সারথি দারুক দ্রুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর নারদ দেবল মৈত্রেয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, মহামতি কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় যাচ্ছি। তুমি নির্বিঘ্নে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। সূর্যাস্তকালে আকাশ লোহিতবর্ণ হলে কৃষ্ণ বৃকস্থলগ্রামে পৌঁছলেন। পরিচারকগণ তাঁর রাত্রিবাসের জন্য সেখানে শিবিরস্থাপন ও খাদ্যপানীয় প্রস্তুত করল। কৃষ্ণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন।

কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দূতমুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে তাঁর উপযুক্ত সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দুর্যোধন নানা স্থানে সুসজ্জিত পটমণ্ডপ নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভৃতির আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ সে সকল উপেক্ষা করে কৌরবরাজধানীর দিকে চললেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, আমি কৃষ্ণকে অশ্বসমেত ষোলটি স্বর্ণভূষিত রথ, আটটি মদস্রাবী হস্তী, যাদের সন্তান হয়নি এমন একশো রূপবতী দাসী, একশো-দাস এবং বহু কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জ্বল বিমল মণি যা দিনে ও রাত্রিতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দুর্যোধন ভিন্ন আমার সকল পুত্র ও পৌত্র, সালংকারা বারাঙ্গনাগণ এবং অনাবৃতমুখে কল্যাণীয়া কন্যাগণ কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমনের জন্য যাবে। ধ্বজপতাকায় নগর সাজানো হোক, পথে জল দেওয়া হোক।

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলুন, আমি বুঝতে পারছি আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের প্রিয়কামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূরি-দক্ষিণা মিথ্যা ছল মাত্র। পাণ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপনি তা-ও দিতে প্রস্তুত নন, অথচ অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য উপায়ে আপনি কৃষ্ণার্জুনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। তিনি কুরুপাণ্ডবের মঙ্গলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা পূর্ণ করুন।

দুর্যোধন বললেন, বিদুর সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত, তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাবে না। তিনি নিশ্চয়ই পূজার্হ, কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তিনি মনে করবেন আমরা ভয় পেয়েছি। আমরা যুদ্ধে উদ্‌যোগী হয়েছি, যুদ্ধ ভিন্ন শান্তি হবে না।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তিনি ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। তিনি যা বলবেন বিশ্বস্তচিত্তে তোমাদের তাই করা উচিত। তিনি ধর্মসঙ্গত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে প্রিয়বাক্য বলো।

দুর্যোধন বললেন, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে পারব না। যা স্থির করেছি শুনুন— আমি জনার্দনকে আবদ্ধ করে রাখব, তা হলে যাদবগণ পাণ্ডবগণ এবং সমস্ত পৃথিবী আমার বশে আসবে।

দুর্যোধনের এই দুরভিসন্ধি শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, এমন ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলো না, হৃষীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার ওপর তিনি তোমার বৈবাহিক, আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ। ভীষ্ম বললেন, ধৃতরাষ্ট্র, তোমার দুর্বুদ্ধি পুত্র কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্মার অনুসরণ করছ। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে দুর্যোধন তার অমাত্যসহ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হবে। এই বলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে এলেন। দুর্যোধনের ভ্রাতারা এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদ্‌গমন করলেন। রাজপথে বহু লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনারীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, তাঁদের ভারে অতিবৃহৎ অট্টালিকাও যেন স্থানচ্যুত হল। তিন কক্ষ্যা (মহল) অতিক্রম করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই গাত্রোত্থান করে সংবর্ধনা করলেন। পুরোহিতগণ যথাবিধি গো মধুপর্ক ও জল দিয়ে কৃষ্ণের সৎকার করলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহ্ণে পিতৃষ্বসা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন।

১২। কুন্তী, দুর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ

কৃষ্ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে কুন্তী সরোদনে বললেন, বৎস, আমার পুত্রেরা বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়েছিল, আমিই তাদের পালন করেছিলাম। পূর্বে যারা বহু ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কী করে বনবাসের কষ্ট সইল? ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও মহাবল ভীমার্জুন কেমন আছে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশবর্তী আমার সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আমি নিমেষমাত্র না দেখে থাকতে পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? যিনি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, যিনি কুরুসভায় নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেই

কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আমি দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের পিতারই নিন্দা করি। বাল্যকালে যখন আমি কন্দুক নিয়ে খেলতাম তখন তিনি কেন আমাকে কুন্তিভোজের[১] হাতে দিয়েছিলেন? আমি পিতা ও ভাশুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি, আমার বেঁচে লাভ কী? অর্জুনের জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল— এই পুত্র পৃথিবীজয়ী হবে, এর যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে। কৃষ্ণ, যদি ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণী সফল হয় তার চেষ্টা করো। ধনঞ্জয় আর বৃকোদরকে বলো ক্ষত্রিয় নারী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে তার কাল উপস্থিত হয়েছে। এই কাল যদি বৃথা অতিক্রম কর তবে তা অতি অশুভকর কর্ম হবে। উপযুক্ত কাল সমাগত হলে জীবনত্যাগও করতে হয়, তোমরা যদি নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আমি তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল-সহদেবকে বলো তোমরা বিক্রমার্জিত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া করো না। অর্জুনকে বলো, তুমি দ্রৌপদীর নির্দিষ্ট পথে চলবে।

কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী কে আছেন? হংসী যেমন এক হ্রদ থেকে অন্য হ্রদে আসে সেইরূপ আপনার পিতা শূরের[২] বংশ থেকে আপনি কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপনি বীরপত্নী, বীরজননী। শীঘ্রই পুত্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশত্রু রাজশ্রীসমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি দেখবেন।

কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে দুঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হলে দুর্যোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন না। দুর্যোধন বললেন, জনার্দন, তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলে, এর কারণ কী?

কৃষ্ণ তার বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত কৃতকার্য হলেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দুর্যোধন বললেন, এমন কথা বলা তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমার পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বা কলহ নেই, তবে আপত্তি করছ কেন? ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের ওপর প্রীত নও, আমি বিপদেও পড়িনি। শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত। তুমি পাণ্ডবদের বিদ্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ। যে পাণ্ডবদের শত্রুতা করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকূল। দুরভিসন্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়; আমি কেবল বিদুরের অন্নই খেতে পারি।

---

১. আদিপর্ব ১৯-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২. শূর— বাসুদেবের পিতা।

তার পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সেখানে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ তোমার বাসের জন্য সুসজ্জিত বহু গৃহ নিবেদন করছি। কৃষ্ণ বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সৎকৃত হয়েছি। ভীষ্মাদি চলে গেলে বিদুর বিবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, তোমার যোগ্য সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহ্মণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন।

রাত্রিকালে বিদুর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি। দুর্যোধন অধার্মিক ক্রোধী দুর্বিনীত ও মূর্খ। সে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির ভরসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ করে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাহিত জ্ঞান নেই তাকে কিছু বলা বধিরের নিকট গান গাওয়ার সমান। দুর্যোধন তোমার কথা গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে পূর্বে তোমার শত্রুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শত্রুদের মধ্যে তুমি কী করে যাবে? মাধব, পাণ্ডবদের ওপর আমার যে প্রীতি আছে তারও অধিক প্রীতি তোমার ওপর আছে, সে জন্যই এই কথা বলছি।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় হিতৈষী ব্যক্তিরই উপযুক্ত। আমি দুর্যোধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসেছি। মৃত্যুপাশ থেকে পৃথিবীকে যে মুক্ত করতে পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যদি ধর্মকার্যে যথাসাধ্য যত্ন করে তবে সম্পন্ন করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়। আবার, কেউ যদি মনে মনে পাপচিন্তা করে কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজ্ঞগণ এইরূপ বলেন। আমি কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট না হন। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হলে যিনি সর্বপ্রযত্নে মধ্যস্থতা না করেন তাঁকে মিত্র বলা যায় না। আমি শান্তির চেষ্টা করলে কোনও শত্রু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে না যে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ কুরুপাণ্ডবগণকে বারণ করলেন না। দুর্যোধন যদি আমার ধর্মসম্মত হিতকর কথা না শোনেন তবে তিনি কালের কবলে পড়বেন।

১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ

পরদিন প্রভাতকালে সুকণ্ঠ সূতমাগধগণের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হলে দুর্যোধন ও শকুনি তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌস্তুভ মণি ধারণ করে বিদুরকে নিয়ে রথে উঠলেন। দুর্যোধন শকুনি এবং সাত্যকি প্রভৃতি রথে গজে ও অশ্বে অনুগমন করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী

সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর পশ্চাতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অনুচরগণ শঙ্খ ও বেণুর রবে সর্বদিক নিনাদিত করল। বিদুর ও সাত্যকির হাত ধরে কৃষ্ণ সভাদ্বারে রথ থেকে নামলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণাদি এবং সমস্ত রাজারা সসম্মানে গাত্রোত্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্ণভূষিত আসন কৃষ্ণের জন্য রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে কৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন, নারদাদি ঋষিগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা করে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পারি না। ভীষ্মের আদেশে ভৃত্যেরা মণিকাঞ্চনভূষিত বহু আসন নিয়ে এল, ঋষিরা তাতে বসে অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন।

অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী জনার্দন সুবর্ণে গ্রথিত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ করে বিদুর একটি মৃগচর্মাবৃত মণিময় পীঠে বসলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে বসলেন। সভা নীরব হল। নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত নয়। দুর্যোধনাদি আপনার পুত্রগণ অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভী, এঁরা ধর্ম ও অর্থ পরিহার করে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবীর ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারিত হতে পারে। মহারাজ, যদি পুত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্নবান হন তবে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হবে। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না। যে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি আছেন সেই পক্ষে যদি পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন দুর্বুদ্ধি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হলে আপনি অজেয় ও পৃথিবীর অধিপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হলে আপনার কী সুখ হবে বলুন। পৃথিবীর সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, এই প্রজাবর্গকে আপনি ত্রাণ করুন, আপনি প্রকৃতিস্থ হলে এরা জীবিত থাকবে। এরা নিরপরাধ, দাতা, লজ্জাশীল, সজ্জন, সদ্‌বংশীয়, এবং পরস্পরের সুহৃৎ, আপনি মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ করে এখানে সমবেত হয়েছেন, এঁরা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ করে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই বর্ধিত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন— আপনার আজ্ঞায় আমরা

দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি। আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের সৎপথে আনুন, নিজেও সৎপথে থাকুন। পাণ্ডবরা এই সভাসদ্গণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, এঁরা ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদ্গণও বিনষ্ট হন।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলুন আমার বাক্য ধর্মসঙ্গত ও অর্থকর কি না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশত্রু ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহের পর তিনি আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলেন। আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করেছিলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করেননি। তার পর শকুনি কপট দ্যূতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছিলেন। সে অবস্থাতেও এবং দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হননি। মহারাজ, পাণ্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত, আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।

১৪। রাজা দম্ভোদ্ভব— সুমুখ ও গরুড়

সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্ণবাক্যের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাঞ্চিত হয়ে রইলেন। তখন জামদগ্ন্য পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দৃষ্টান্ত বলছি শুনুন।— পুরাকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে কি না। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ তপস্যা করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দম্ভোদ্ভব বিশাল সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে ক্ষুৎপিপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই ঋষিকে দেখলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্রোধ লোভ অস্ত্রশস্ত্র বা কুটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হতে পারে না, তুমি অন্যত্র যাও, পৃথিবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছে। দম্ভোদ্ভব শুনলেন না, বার বার যুদ্ধ করতে চাইলেন। তখন নর ঋষি এক মুষ্টি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যুদ্ধকামী ক্ষত্রিয়, তোমার অস্ত্র আর সৈন্যদল নিয়ে এস। রাজা শরবর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হল। নর ঋষি ঈষীকা দিয়ে সৈন্যগণের চক্ষু কর্ণ নাসিকা বিদ্ধ করতে লাগলেন। ঈষীকায় আচ্ছন্ন হয়ে আকাশ শ্বেতবর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজা নর ঋষির চরণে

পড়লেন। নর বললেন, আর এমন করো না, তুমি ব্রাহ্মণের হিতকামী এবং নির্লোভ নিরহংকার জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না জেনে কাকেও আক্রমণ করো না। তখন রাজা দম্ভোদ্‌ভব প্রণাম করে চলে গেলেন।

উপাখ্যান শেষ করে পরশুরাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ ঋষি নর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নর-নারায়ণই অর্জুন-কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। আপনি সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করে পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন, যুদ্ধে মত দেবেন না।

মহর্ষি কণ্ব বললেন, দুর্যোধন, মনে করো না যে তুমিই বলবান, বলবান অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়। একটি পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন।— ইন্দ্রসারথি মাতলির একটি অনুপমরূপবতী কন্যা ছিল, তার নাম গুণকেশী। মাতলি তাঁর কন্যার যোগ্য বর কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বরুণের কাছে যাচ্ছিলেন; তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর নির্বাচন করে দেব। নারদ মাতলিকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে বিবিধ আশ্চর্য বস্তু দেখালেন। মাতলি বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চলুন। নারদ মাতলিকে দৈত্যদানবদের নিবাস হিরণ্যপুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও পুরুষকে নির্বাচন করতে পার। মাতলি বললেন, দানবদের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ করতে পারি না, তারা দেবগণের বিপক্ষ। অন্যত্র চলুন, আমি জানি আপনি কেবল বিরোধ ঘটাতে চান। তার পর নারদ গরুড়বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নির্দয় সর্পভোজী, কিন্তু কার্যত ক্ষত্রিয় এবং বিষ্ণুর উপাসক। মাতলি সেখানেও বর নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সপ্তম পৃথিবীতলে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোমাতা সুরভি বাস করেন, যাঁর ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি।

তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাসুকির পুরীতে গেলেন। সেখানে একটি নাগকে বহুক্ষণ দেখে মাতলি প্রশ্ন করলেন, এই সুদর্শন নাগ কার বংশধর? একে গুণকেশীর যোগ্য মনে করি। নারদ বললেন, ইনি ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র, এঁর নাম সুমুখ। কিছুকাল পূর্বে এঁর পিতা চিকুর গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছেন। মাতলি প্রীত হয়ে বললেন, এই সুমুখই আমার জামাতা হবেন। সুমুখের পিতামহ আর্যকের কাছে গিয়ে নারদ মাতলির ইচ্ছা জানালেন। আর্যক বললেন, দেবর্ষি, ইন্দ্রের সখা মাতলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চায়? কিন্তু গরুড় আমার পুত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পরে সুমুখকেও খাবে; এই কারণে আমার মনে সুখ নেই। মাতলি বললেন, সুমুখ আমার সঙ্গে ইন্দ্রের কাছে চলুন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবৃত্ত করবেন।

নারদ ও মাতলি সুমুখকে নিয়ে দেবরাজের কাছে গেলেন, সেখানে ভগবান বিষ্ণুও ছিলেন। নারদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে বিষ্ণু বললেন, বাসব, সুমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায়ু দিলেন, কিন্তু অমৃত পান করালেন না। তার পর সুমুখ ও মাতলিকন্যা গুণকেশীর বিবাহ হল।

সুমুখ দীর্ঘায়ু পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তুমি আমাকে নাগভোজনের বর দিয়েছিলে, এখন বাধা দিলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আমি বাধা দিইনি, বিষ্ণুই সুমুখকে অভয় দিয়েছেন। গরুড় বললেন, দেবরাজ, আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হবার যোগ্য, তথাপি পরের ভৃত্য হয়েছি। তুমি থাকতে বিষ্ণু আমার জীবিকায় বাধা দিতে পারে না, তুমি আর বিষ্ণুই আমার গৌরব নষ্ট করেছ। তার পর গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ দিয়েই তোমাকে আমি অক্লেশে বইতে পারি, ভেবে দেখ কে অধিক বলবান। বিষ্ণু বললেন, তুমি অতি দুর্বল হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ: অণ্ডজ, আমার কাছে আত্মশ্লাঘা করো না। আমি নিজেই নিজেকে বহন করি, তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যদি আমার বাম বাহুর ভার সইতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই বলে বিষ্ণু তাঁর বাম বাহু গরুড়ের স্কন্ধে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গরুড় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় প্রণাম করে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধ্বজবাসী পক্ষী মাত্র, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই। তখন বিষ্ণু তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে সুমুখকে গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবধি সুমুখের সঙ্গে গরুড় অবিরোধে বাস করেন।

উপাখ্যান শেষ করে কণ্ব বললেন, গরুড়ের গর্ব এইরূপে নষ্ট হয়েছিল। বৎস দুর্যোধন, যে পর্যন্ত তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবদের সম্মুখীন না হচ্ছ সেই পর্যন্তই তুমি জীবিত আছ। তুমি বিরোধ ত্যাগ কর, বাসুদেবকে আশ্রয় করে নিজের কুল রক্ষা কর। সর্বদর্শী নারদ জানেন, এই কৃষ্ণই চক্রগদাধর বিষ্ণু।

দুর্যোধন কণ্বের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্য করলেন এবং গজশুণ্ডতুল্য নিজের ঊরুতে চপেটাঘাত করে বললেন, মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেইভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?

১৫। বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী

নারদ বললেন, দুর্যোধন, সুহৃদগণের কথা তোমার শোনা উচিত, কোনও বিষয়ে নির্বন্ধ (জিদ) ভালো নয়, তার ফল ভয়ঙ্কর হয়। একটি প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—পুরাকালে বিশ্বামিত্র যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে বশিষ্ঠের রূপ ধরে স্বয়ং ধর্মদেব উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার্ত অতিথিকে দেখে বিশ্বামিত্র ব্যস্ত হয়ে পরমান্নের চরু পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করলেন না, অন্য তপস্বীদের অন্ন ভোজন করলেন। তার পর বিশ্বামিত্র অভুক্ত অন্ন নিয়ে এলে ধর্ম বললেন, আমি ভোজন করেছি, যে পর্যন্ত ফিরে না আসি তত কাল তুমি অপেক্ষা কর। বিশ্বামিত্র দুই হাতে মাথার উপর অন্নপাত্র ধরে বায়ুভোজী ও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর পরিচর্যা করতে

লাগলেন। এক বৎসর পরে বশিষ্ঠরূপী ধর্ম ফিরে এসে বললেন, বিপ্রর্ষি, আমি তুষ্ট হয়েছি। এই বলে তিনি অন্ন ভোজন করে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন এবং প্রীত হয়ে গালবকে বললেন, বৎস, এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার। গালব বললেন, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কী দেব? তিনি বার বার এই প্রশ্ন করায় বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও যাদের কান্তি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ।

গালব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সঙ্গে এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। গরুড় গালবকে নিয়ে নানা দিকে নানা লোকে ভ্রমণ করলেন এবং পরিশেষে রাজা যযাতির কাছে এসে গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাতি বললেন, সখা, আমি পূর্বের ন্যায় ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহ্মর্ষিকে নিরাশ করতেও পারি না। গালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান, রাজারা এই কন্যার শুল্কস্বরূপ নিশ্চয় আপনার অভীষ্ট আট শত অশ্ব দেবেন, আমিও দৌহিত্র লাভ করব।

যযাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে হর্যশ্ব বললেন, এই কন্যা অতি শুভলক্ষণা, ইনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপনি শুল্কস্বরূপ যা চান তেমন অশ্ব দুই শত মাত্র আমার আছে। আমি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করব, আপনি আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। মাধবী গালবকে বললেন, এক ব্রহ্মবাদী মুনি আমাকে বর দিয়েছেন— তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার কুমারী হবে। অতএব আপনি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন; এর পরে আরও তিন রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে, আমারও চার পুত্র লাভ হবে। গালব হর্যশ্বকে বললেন, মহারাজ, আমার শুল্কের চতুর্থাংশ দিয়ে আপনি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করুন।

যথাকালে হর্যশ্ব বসুমনা নামে একটি পুত্র লাভ করলেন। তখন গালব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি অভীষ্ট পুত্র পেয়েছেন, এখন অবশিষ্ট শুল্কের জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্যশ্ব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলেন, মাধবীও পুনর্বার কুমারী হয়ে গালবের সঙ্গে চললেন। তার পর গালব একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের পুত্রের নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবি।

গরুড় গালবকে বললেন, পূর্বে মহর্ষি ঋচিক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এইরূপ সহস্র অশ্ব শুল্ক দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সকল অশ্ব ঋচিক বরুণালয়ে পেয়েছিলেন। মহারাজ গাধি ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত অশ্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্যশ্ব দিবোদাস ও উশীনর প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব ক্রয় করেন, অবশিষ্ট চার শত পথে

অপহৃত হয়। এই কারণে আর এরূপ অশ্ব পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও।

বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই ছয় শত অশ্ব নিন এবং অবশিষ্ট দুই শতের পরিবর্তে এই কন্যাকে নিন। তিন জন রাজর্ষি এঁর গর্ভে তিনটি ধার্মিকপুত্র উৎপাদন করেছেন, আপনি চতুর্থ পুত্র উৎপাদন করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, গালব, তুমি প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাওনি কেন, তা হলে আমার চারটি বংশধর পুত্র হত। বিশ্বামিত্র মাধবীকে নিলেন, অশ্বগুলো তাঁর আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল। যথাকালে অষ্টক নামে মাধবীর একটি পুত্র হল। বিশ্বামিত্র এই পুত্রকে ধর্ম অর্থ ও অশ্বগুলো দান করলেন এবং মাধবীকে শিষ্য গালবের হাতে দিয়ে বনে চলে গেলেন।

গালব মাধবীকে বললেন, তোমার প্রথম পুত্র বসুমনা দাতা, দ্বিতীয় প্রতর্দন বীর, তৃতীয় শিবি সত্যধর্মরত এবং চতুর্থ অষ্টক যজ্ঞকারী। তুমি এই চার পুত্র প্রসব করে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার পিতাকে উদ্ধার করেছ। তার পর গরুড়ের সম্মতি নিয়ে গালব মাধবীকে যযাতির হস্তে প্রত্যর্পণ করে বনে তপস্যা করতে গেলেন।

যযাতি তাঁর কন্যার স্বয়ংবর করাবার ইচ্ছা করলেন। যযাতিপুত্র যদু ও পুরু ভগিনীকে রথে নিয়ে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহু রাজা এবং নাগ যক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি স্বয়ংবরে উপস্থিত হলেন, কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান করে তপোবনকেই বরণ করলেন। তিনি মৃগীর ন্যায় বনচারিণী হয়ে বিবিধ ব্রতনিয়ম ও ব্রহ্মচর্য পালন করে ধর্মসঞ্চয় করতে লাগলেন।

দীর্ঘ আয়ু ভোগ করে যযাতি স্বর্গে গেলেন। বহু বর্ষ স্বর্গবাসের পর তিনি মোহবশে দেবতা ঋষি ও মনুষ্যকে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্বর্গবাসী রাজর্ষিগণ তাঁকে ধিক্‌কার দিয়ে বললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? সকলেই বললেন, আমরা একে চিনি না। তখন যযাতির তেজ নষ্ট হল, তিনি তাঁর আসন থেকে চ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দূত এসে তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি অত্যন্ত মদগর্বিত, সকলকেই অপমান কর, তুমি স্বর্গবাসের যোগ্য নও, গর্বের জন্যই তোমার পতন হল। যযাতি স্থির করলেন, আমি সাধুজনের মধ্যেই পতিত হব। সেই সময়ে প্রতর্দন বসুমনা শিবি ও অষ্টক নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞের ধূম অবলম্বন করে যযাতি সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ করলেন। তখন মাধবীও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পিতা যযাতিকে প্রণাম করে বললেন, এই চারজন আমার পুত্র, আপনার দৌহিত্র। আমি যে ধর্ম সঞ্চয় করেছি তার অর্ধ আপনি নিন। প্রতর্দন প্রভৃতি রাজারা তাঁদের জননী ও মাতামহকে প্রণাম করলেন। গালবও অকস্মাৎ সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার অষ্টম ভাগ নিয়ে আপনি স্বর্গারোহণ করুন।

সাধুজন যেমন তাঁকে চিনতে পারলেন তৎক্ষণাৎ যযাতির পতন নিবারিত হল। প্রতর্দন প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সৎকর্মের ফলে যে পুণ্য লাভ করেছি তা

আপনাকে দিলাম, তার প্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যযাতি ভূমি স্পর্শ করলেন না, দৌহিত্রগণের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ করে স্বর্গে উঠতে লাগলেন। দেবতারা তাঁকে সাদরে অভিনন্দন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহারাজ, তুমি বহু যজ্ঞ দান ও প্রজাপালন করে যে পুণ্য অর্জন করেছিলে তা তোমার অভিমানের ফলে নষ্ট হয়েছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদের ধিক্কার পেয়ে পতিত হয়েছিলে। অভিমান বলগর্ব হিংসা কপটতা বা শঠতা থাকলে স্বর্গভোগ চিরস্থায়ী হয় না। উত্তম মধ্যম বা অধম কাকেও তুমি অপমান করো না, গর্বিত লোকে শান্তি পায় না।

উপাখ্যান শেষ করে নারদ বললেন, অভিমানের ফলে যযাতি স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন, অতিশয় নির্বন্ধের জন্য গালবও দুঃখভোগ করেছিলেন। দুর্যোধন, তুমি অভিমান ক্রোধ ও যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ কর, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।

১৬। দুর্যোধনের দুরাগ্রহ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান নারদের কথা সত্য, আমিও সেরূপ ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার শক্তি নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসঙ্গত ও ন্যায্য, কিন্তু বৎস, আমি স্বাধীন নই, দুরাত্মা পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতির কথাও দুর্যোধন শোনে না। তুমিই ওই দুর্বুদ্ধিকে বোঝাবার চেষ্টা কর।

কৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার জন্ম, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সজ্জনের প্রবৃত্তি ধর্মার্থযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু তোমাতে তার বিপরীতই দেখছি। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সোমদত্ত, বাহ্লীকরাজ, বিকর্ণ[১], বিবিংশতি[১], সঞ্জয় এবং তোমার জ্ঞাতি ও মিত্রগণ সকলেই সন্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবর্তী হও। যে লোক শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্‌গণের উপদেশ অগ্রাহ্য করে হীন মন্ত্রণাদাতাদের মতে চলে সে ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আসছ কিন্তু তাঁরা তা সয়েছেন। পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, কর্ণ দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি ঐশ্বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন না। খাণ্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ প্রভৃতিকে জয় করেছিলেন, কোন মানুষ তাঁর সমকক্ষ? শুনেছি বিরাটনগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধই আমার উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ। যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন, আমি যাঁর সঙ্গে থাকব, সেই অর্জুনকে তুমি জয় করবার আশা কর! রাজা দুর্যোধন, কৌরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন তোমাকে

১. দুর্যোধনের ভ্রাতা।

নষ্টকীর্তি কুলঘ্ন না বলে। পাণ্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে এবং ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন, কুলঘ্ন কুপুরুষ হয়ো না, হিতৈষীদের বাক্য লঙ্ঘন করে কুপথে যেয়ো না, পিতামাতাকে শোকসাগরে মগ্ন করো না। দ্রোণ বললেন, বৎস, কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্মসঙ্গত হিতবাক্যই বলেছেন, তুমি এঁদের কথা রাখ, কৃষ্ণের অপমান করো না। আত্মীয়বর্গ ও সমস্ত প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষ্ণার্জুন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজেয় জেনো। বিদুর বললেন, দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্যই করি। তোমার কর্মের ফলে এঁরা অনাথ ও মিত্রহীন হয়ে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশক কুপুত্রকে জন্ম দেবার ফলে ভিক্ষুক হবেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা অতিশয় মঙ্গলজনক, তাতে অলব্ধ বিষয়ের লাভ হবে, লব্ধ বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যদি এঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভীষ্ম ও দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই শত্রুতার অবসান হোক। তুমি নতমস্তকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর, তিনি তাঁর সুলক্ষণ দক্ষিণ বাহু তোমার স্কন্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন; ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজারা সকলে আনন্দাশ্রু মোচন করুন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ— তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়া ভালোবাসেন সে জন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় করেছিলেন তাতে আমার কী দোষ? বিজিত ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাতেও আমাদের অপরাধ হয়নি। তবে কী জন্য তাঁরা কৌরবদের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বিনষ্ট করতে চান? উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমরা ইন্দ্রের কাছেও নত হব না। পাণ্ডবদের কথা দূরে থাক, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণকে পরাস্ত করতে পারেন না। আমরা শত্রুর নিকট নত না হয়ে যদি যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করি তবে বন্ধুগণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশব, পূর্বে আমার পিতা পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা তা পাবেন না। যখন আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের বশে পিতা যা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয়, তা-ও আমি ছাড়ব না।

ক্রোধচঞ্চলনয়নে হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনির সঙ্গে দ্যূতসভার

আয়োজন করেছিলে। তুমি ভিন্ন আর কে ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে নির্যাতন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দুঃশাসন অনার্যের ন্যায় বহু নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে। বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে তুমি দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে। সর্বদাই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে আসছ, তবে তুমি অপরাধী নও কেন? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও। পাপাত্মা, ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে।

দুঃশাসন দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দেবেন। এই কথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভা থেকে উঠে চলে গেলেন; তাঁর ভ্রাতারা মন্ত্রীরা এবং অনুগত রাজারাও তাঁর অনুসরণ করলেন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসর্জন দিয়ে যে লোক ক্রোধের বশবর্তী হয়, শীঘ্রই সে বিপদে পড়ে এবং তার শত্রুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বৃদ্ধগণ মহা অন্যায় করেছেন, একটা মূর্খকে রাজার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তাকে নিয়ন্ত্রিত করেননি। ভরতবংশীয়গণ, আপনাদের হিতার্থে আমি যা বলছি আশা করি তা আপনাদের অনুমোদিত হবে।— দুরাত্মা কংস তার পিতা ভোজরাজ উগ্রসেন জীবিত থাকতেই তাঁর রাজত্ব হরণ করেছিল। আমি তাকে বধ করে পুনর্বার উগ্রসেনকে রাজপদে বসিয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ করে স্বস্তিলাভ করেছেন। দেবাসুরের যুদ্ধকালে যখন সমস্ত লোক দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছিল তখন ব্রহ্মার আদেশে ধর্মদেব দৈত্যদানবগণকে বন্ধন করে বরুণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আপনারাও দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দুঃশাসনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দিন। অথবা কেবল দুর্যোধনকেই সমর্পণ করে সন্ধি স্থাপন করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার দুর্বলতার জন্য যেন ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট না হন।—

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

— কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করবে।

১৭। গান্ধারীর উপদেশ— কৃষ্ণের সভাত্যাগ

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বিদুরকে বললেন, দূরদর্শিনী গান্ধারীকে এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গে দুর্যোধনকে অনুনয় করব। গান্ধারী এলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার

দুরাত্মা অবাধ্য পুত্র প্রভুত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই হারাচ্ছে, সুহৃদ্‌গণের উপদেশ না শুনে সে অশিষ্টের ন্যায় সভা থেকে চলে গেছে।

গান্ধারী বললেন, অশিষ্ট অবিনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নয় তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মূঢ় দুরাত্মা লোভী কুসঙ্গী পুত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দুর্যোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। গান্ধারী বললেন, পুত্র, তোমার পিতা ও ভীষ্মদ্রোণাদি সুহৃদ্‌বর্গের কথা রাখ। রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব, দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কেউ তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগণ ঐক্যবদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বীর, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলে তুমি সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভীষ্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সত্য, কৃষ্ণার্জুন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হলে তিনি উভয় পক্ষের মঙ্গল করবেন। যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তের বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মূঢ়, তুমি মনে কর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি তোমার জন্য যুদ্ধে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান অধিকার, দুই পক্ষের সঙ্গেই এঁদের সমান স্নেহসম্বন্ধ, কিন্তু পাণ্ডবরা অধিকতর ধর্মশীল। ভীষ্মাদি তোমার অন্নে পালিত সে জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে শত্রুরূপে দেখতে পারবেন না। বৎস, কেবল লোভ করলে সম্পত্তিলাভ হয় না, লোভ ত্যাগ কর, শান্ত হও।

মাতার কথায় অনাদর দেখিয়ে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনের কাছে গেলেন। তাঁরা মন্ত্রণা করে স্থির করলেন, কৃষ্ণ ক্ষিপ্রকারী, তিনি ধৃতরাষ্ট্র আর ভীষ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বন্ধন করতে চান; অতএব আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করব, তাতে পাণ্ডবরাও বিমূঢ় ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে বারণ করলেও আমরা কৃষ্ণকে বন্ধন করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধনাদির এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে সাত্যকি সভা থেকে বেরিয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, শীঘ্র আমাদের সৈন্য ব্যূহবদ্ধ কর এবং বর্ম ধারণ করে তুমি এই সভার দ্বারদেশে থাক। তার পর সাত্যকি সভায় গিয়ে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে দুর্যোধনাদির অভিসন্ধি জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়বুদ্ধি যেমন বস্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি আবরণ করতে চায়, এই মূর্খগণ সেইরূপ কৃষ্ণকে বন্ধন করতে চাচ্ছে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কালের কবলে পড়েছে, তারা বিগর্হিত অসাধ্য কর্ম করতে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, এরা যদি আমাকে সবলে বন্দি করতে চায় তবে আপনি অনুমতি দিন, এরা আমাকে বাঁধুক কিংবা আমিই এদের বাঁধি। আমি এদের সকলকে নিগৃহীত করে পাণ্ডবদের হাতে দিতে পারি, তাতে অনায়াসে তাঁদের কার্যসিদ্ধি হবে।

কিন্তু আপনার সমক্ষে আমি এই নিন্দিত কর্ম করব না। আমি অনুমতি দিচ্ছি, দুর্যোধন যা ইচ্ছা হয় করুক।

দুর্যোধনকে আবার ডেকে আনিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, নৃশংস পাপিষ্ঠ, তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বায়ুকে ধরা যায় না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তকদ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায় না; সেইরূপ কৃষ্ণকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না।

কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আমি একাকী, তাই আমাকে সবলে বন্দি করতে চাচ্ছ। এই দেখ— পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ, আদিত্য রুদ্র ও বসুগণ, মহর্ষিগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই বলে কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে অগ্নি, এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি, হলধর বলরাম ও পঞ্চপাণ্ডব আবির্ভূত হলেন। আয়ুধ উদ্যত করে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শার্ঙ্গধনু প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রহরণও উপস্থিত হল। সহস্রচরণ সহস্রবাহু সহস্রনয়ন কৃষ্ণের ঘোর মূর্তি দেখে সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা চেয়ে রইলেন, কারণ ভগবান জনার্দন তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূপ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হও, তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনষ্ট হবে। তখন কৃষ্ণ পূর্ব রূপ গ্রহণ করলেন এবং ঋষিদের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি আর বিদুরের হাত ধরে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও অন্তর্হিত হলেন।

দারুকের আনীত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন প্রস্থানের উপক্রম করছিলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে এসে বললেন, জনার্দন, পুত্রদের উপর আমার কতটুকু প্রভাব তা তুমি দেখলে। আমার দুরভিসন্ধি নেই, দুর্যোধনকে যা বলেছি তা তুমি শুনেছ। সকলেই জানে যে আমি সর্বপ্রযত্নে শান্তির চেষ্টা করেছি।

ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদ্রোণাদিকে কৃষ্ণ বললেন, কৌরবসভায় যা হল তা আপনারা দেখলেন, দুর্যোধন আমাকে বন্দি করবার চেষ্টা করেছে তা-ও জানেন। ধৃতরাষ্ট্রও বললেন তাঁর কোনও প্রভুত্ব নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন আমি যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যাব। এই বলে কৃষ্ণ রথারোহণে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী— বিদুলার উপাখ্যান

কুন্তীকে প্রণাম করে কৃষ্ণ তাঁকে কৌরবসভার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। কুন্তী বললেন, কেশব, তুমি যুধিষ্ঠিরকে আমার এই কথা বলো।— পুত্র. তুমি মন্দমতি, শ্রোত্রিয়

ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা করে তোমার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নির্দিষ্ট করেছেন তুমি তার দিকে মন দাও। তিনি তাঁর বাহু থেকে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেছেন সে জন্য বাহুবলই ক্ষত্রিয়গণের উপজীব্য, সর্বদা নির্দয় কর্মে নিযুক্ত থেকে তাঁদের প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যদি উপযুক্ত রূপে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন তবেই চার বর্ণের লোক স্বধর্ম পালন করেন। এমন মনে করো না যে, কালপ্রভাবেই রাজার দোষগুণ হয়; রাজার সদসৎ কর্ম অনুসারেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর বা কলি যুগ উৎপন্ন হয়। তুমি পিতৃপিতামহের আচরিত রাজধর্ম পালন কর, তুমি যে ধর্ম আশ্রয় করতে চাও তা রাজর্ষিদের ধর্ম নয়। দুর্বল বা অহিংসাপরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে পারেন না। আমি সর্বদা এই আশীর্বাদ করছি যে তুমি যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর, শৌর্য প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর। মহাবাহু, সাম দান ভেদ বা দণ্ডনীতির দ্বারা তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েও আমাকে পরদত্ত অন্নপিণ্ডের প্রত্যাশায় থাকতে হয় এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে? কৃষ্ণ, আমি বিদুলা ও তাঁর পুত্রের কথা বলছি, তুমি যুধিষ্ঠিরকে শুনিও।—

বিদুলা নামে এক যশস্বিনী তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নারী ছিলেন। তাঁর পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দুঃখিতমনে শুয়ে আছেন দেখে বিদুলা বললেন, তুমি আমার পুত্র নও, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি ক্রোধহীন ক্লীবতুল্য, তুমি যাবজ্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা করো না, অল্পে তুষ্ট হয়ো না, নির্ভীক ও উৎসাহী হও। রে ক্লীব, তোমার সকল কীর্তি নষ্ট হয়েছে, রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বেঁচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়, সে কেবল মানুষের সংখ্যা বাড়ায়। যার দান তপস্যা শৌর্য বিদ্যা বা অর্থের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মাত্র। পুত্র, নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় কেবল ধূমায়িত হয়ো না, মুহূর্তকালের জন্যও জ্বলে ওঠ, শত্রুকে আক্রমণ কর।

বিদুলার পুত্র সঞ্জয় বললেন, আমি যদি যুদ্ধে মরি তবে সমস্ত পৃথিবী পেয়েও আপনার কী লাভ হবে? অলঙ্কার সুখভোগ বা জীবনেই বা কী হবে? বিদুলা বললেন, যিনি নিজের বাহুবল আশ্রয় করে জীবনধারণ করেন তিনিই কীর্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করেন। সিন্ধুরাজের প্রজারা সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু তারা মূঢ় ও দুর্বল, তাই রাজার বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। তুমি যদি নিজের পৌরুষ দেখাও তবে অন্য রাজারা সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি গিরিদুর্গে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা কর, সিন্ধুরাজ অজর অমর নন। যুদ্ধের ফলে তোমার সমৃদ্ধিলাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার বিচার না করেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের মহাকুলে এসেছি, আমি রাজ্যের অধিশ্বরী মঙ্গলময়ী ও পতির আদরিণী ছিলাম। সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পত্নীকে যদি দীনদশাগ্রস্ত দেখ তবে তোমার জীবনে প্রয়োজন কী? শত্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সুখ লাভ করেন সে সুখ ইন্দ্রভবনেও নেই। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন অথবা শত্রুর বিনাশ— এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হতে পারে না।

সঞ্জয় বললেন, আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুর, আপনার হৃদয় কৃষ্ণলৌহে নির্মিত। আমার ধন নেই, সহায়ও নেই, কী করে জয়লাভ করব? এই দারুণ অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোদ্ধারের ইচ্ছা নিবৃত্ত হয়েছে। আপনি পরিণতবুদ্ধি, যদি কোনও উপায় জানেন তো বলুন, আমি সর্বতোভাবে আপনার আদেশ পালন করব।

বিদুলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীরত্ব দেখিয়েছ তা আবার দেখাও, তা হলেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। যারা সিন্ধুরাজের ওপর ক্রুদ্ধ, যাদের তিনি শক্তিহীন ও অপমানিত করেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে তুমি মিত্রতা কর। তুমি জান না, আমাদের রাজকোষে বহু ধন আছে। তোমার অনেক সুহৃৎও আছেন যাঁরা সুখদুঃখ সইতে পারেন এবং যুদ্ধ থেকে পালান না।

বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের মোহ দূর হল, তিনি বাক্যবাণে তাড়িত হয়ে জননীর উপদেশে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন। কোনও রাজা শত্রুর পীড়নে অবসন্ন হলে তাঁকে তাঁর মন্ত্রী এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধক উপাখ্যান শোনাবেন। বিজয়েচ্ছু রাজা 'জয়' নামক এই ইতিহাস শুনবেন। গর্ভিণী এই উপাখ্যান বার বার শুনলে বীরপ্রসবিনী হন।

কুন্তীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কৃষ্ণ ভীষ্মাদির নিকট বিদায় নিলেন, তার পর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যাত্রা করলেন।

১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ

যেতে যেতে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করেছ এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল শিখেছ। কুমারী কন্যার গর্ভে দুইপ্রকার পুত্র হয়, কানীন[১] ও সহোঢ়[২]। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লোকই এই দুইপ্রকার পুত্রের পিতা। কর্ণ, তুমি কানীন পুত্র এবং ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব তুমিই রাজা হও, তোমার পিতৃপক্ষীয় পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃষ্ণিগণ দুই পক্ষকেই তোমার সহায় বলে জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চল, পাণ্ডবরা জানুন যে তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং অভিমন্যু তোমার চরণ ধারণ করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় সকলেই তোমার পদানত হবেন। রাজা ও রাজকন্যারা তোমার অভিষেকের জন্য হিরণ্ময় রজতময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং ওষধি বীজ রত্ন প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে আসবেন, দ্রৌপদীও ষষ্ঠ[৩] কালে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করব, যুধিষ্ঠির

---

১. কুমারী যাকে বিবাহের পূর্বে প্রসব করে।
২. গর্ভবতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে।
৩. পঞ্চপাণ্ডবের জন্য নির্ধারিত পঞ্চকালের অতিরিক্ত।

যুবরাজ হবেন এবং শ্বেতচামরহস্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভীমসেন তোমার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধরবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন, অভিমন্যু সর্বদা তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পাঞ্চালগণ ও মহারথ শিখণ্ডী তোমার অনুগমন করবেন। কুন্তীপুত্র, তুমি ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হয়ে রাজ্যশাসন কর, কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ হোক।

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যা বললে তা আমি জানি, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র। কুন্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং হিতচিন্তা না করে আমাকে ত্যাগ করেন। সূতবংশীয় অধিরথ আমাকে তাঁর গৃহে আনেন, স্নেহবশে তখনই তাঁর পত্নী রাধার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল, তিনি আমার মলমূত্রও ঘেঁটেছিলেন। আমি কী করে তাঁর পিণ্ডলোপ করতে পারি? অধিরথ আমাকে পুত্র মনে করেন, আমিও তাঁকে পিতা মনে করি। তিনি আমার জাতকর্মাদি করিয়েছেন, তাঁর নিযুক্ত ব্রাহ্মণরা আমাকে বসুষেণ নাম দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয়েই যৌবনলাভ করে আমি বিবাহ করেছি। পত্নীদের সঙ্গে আমার প্রেমের বন্ধন আছে, তাঁদের গর্ভে আমার পুত্র-পৌত্রও হয়েছে। গোবিন্দ, সমস্ত পৃথিবী এবং রাশি রাশি সুবর্ণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পারি না, সুখের লোভে বা ভয় পেয়েও নয়। আমি দুর্যোধনের আশ্রয়ে তের বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছি; সূতগণের সঙ্গে আমি বহু যজ্ঞ করেছি, তাঁদের সঙ্গে আমার বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দুর্যোধন যুদ্ধের উদ্‌যোগ করেছেন, দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা রূপে আমাকেই বরণ করেছেন। মৃত্যু বা বন্ধনের ভয়ে অথবা লোভের বশে আমি তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে তা অবশ্য হিতের জন্যই। মধুসূদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যদি জানতে পারেন যে আমিই কুন্তীর প্রথম পুত্র তবে আর তিনি রাজ্য নেবেন না। যদি আমিই সেই রাজ্য পাই তবে দুর্যোধনকেই সমর্পণ করব। অতএব যুধিষ্ঠিরই রাজ্য লাভ করুন, হৃষীকেশ তাঁর নেতা এবং অর্জুন তাঁর যোদ্ধা হয়ে থাকুন। কেশব, ত্রিলোকের মধ্যে পুণ্যতম স্থান কুরুক্ষেত্রে বিশাল ক্ষত্রিয়মণ্ডল যেন অস্ত্রযুদ্ধেই নিহত হন, সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যেন স্বর্গলাভ করেন।

মৃদু হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, কর্ণ, আমি তোমাকে পৃথিবীর রাজ্য দিতে চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপকে বলো, এই মাস[১] অতি শুভকাল, এখন পশুখাদ্য ও ইন্ধন সুলভ, শস্য পরিপুষ্ট, বৃক্ষ সকল ফলবান, মক্ষিকা অল্প, পথে কর্দম নেই, জল স্বাদ হয়েছে, শীত বা গ্রীষ্ম অধিক নয়। সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন সংগ্রাম আরম্ভ হোক। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাজাদের বলো যে তাঁদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে, দুর্যোধনের অনুগামী রাজা ও রাজপুত্রগণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গতি লাভ করবেন।

---

১. অগ্রহায়ণ।

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ? এই পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি আর আমি তার নিমিত্তস্বরূপ। আমি দারুণ স্বপ্ন ও দুর্লক্ষণ দেখেছি, তুমি যেন রুধিরাক্ত পৃথিবীকে হাতে ধরে নিক্ষেপ করছ, অস্থিস্তূপের উপরে উঠে যুধিষ্ঠির যেন সুবর্ণপাত্র ঘৃতপায়স ভোজন করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রাস করছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমার কথা যখন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করল না তখন অবশ্যই পৃথিবীর বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, এই মহাযুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? অথবা স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাচ্ছি। এই বলে কর্ণ কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীনমনে প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁদের সারথিকে বললেন, শীঘ্র চল।

২০। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কৃষ্ণ চলে গেলে বিদুর কুন্তীকে বললেন, আপনি জানেন, যুদ্ধ নিবারণের জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুর্যোধন আমার কথা শোনেনি। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বশবর্তী হয়ে অধর্মের পথে চলেছেন। কৃষ্ণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলেন, এখন পাণ্ডবগণ যুদ্ধের উদ্‌যোগ করবেন। কৌরবদের দুর্নীতির ফলে বীরগণ বিনষ্ট হবেন, এই চিন্তা করে আমি দিবারাত্র বিনিদ্র হয়ে আছি।

কুন্তী দুঃখার্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, যুদ্ধ হলেও দোষ, না হলেও দোষ। দুর্যোধনাদির পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ থাকবেন এজন্যই আমার ভয়। হয়তো দ্রোণ তাঁর শিষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করেন না, পিতামহ ভীষ্ম হয়তো পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহশীল হবেন। অবিবেচক দুর্মতি কর্ণই দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের বিদ্বেষ করে, তার জন্যই আমার ভয়। কন্যাকালে যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি, সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না?

এই চিন্তা করে কুন্তী গঙ্গাতীরে গেলেন। দয়ালু সত্যনিষ্ঠ কর্ণ সেখানে পূর্বমুখ ও উর্ধ্ববাহু হয়ে জপ করছিলেন। সূর্যতাপে পীড়িত হয়ে শুষ্ক পদ্মমালার ন্যায় কুন্তী কর্ণের উত্তরীয়বস্ত্রের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কর্ণ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুন্তীকে দেখতে পেলেন। তিনি সবিস্ময়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আমি অধিরথ-রাধার পুত্র কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করছি, আজ্ঞা করুন আমাকে কী করতে হবে।

কুন্তী বললেন, কর্ণ, তুমি কৌন্তেয়, রাধার গর্ভজাত নও, অধিরথ তোমার পিতা নন, সূতকুলেও তোমার জন্ম হয়নি। বৎস, রাজা কুন্তভোজের গৃহে আমার কন্যা অবস্থায় তুমি

আমার প্রথম পুত্ররূপে জন্মেছিলে। তুমি পার্থ[১], জগৎপ্রকাশক তপনদেব তোমার জনক। তুমি কবচকুণ্ডল ধারণ করে দেবশিশুর ন্যায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে আমার পিতার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। পুত্র, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে মোহবশে দুর্যোধনাদির সেবা করেছ, তা উচিত নয়। সে রাজলক্ষ্মী অর্জুন পূর্বে অর্জন করেছিলেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ যা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে অধিকার করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভোগ কর। কৌরবগণ আজ দেখুক যে কর্ণার্জুন সৌভ্রাত্রবন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হলে তোমাদের অসাধ্য কী থাকতে পারে? তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমার পুত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ; তুমি পার্থ, তোমাকে যেন কেউ সূতপুত্র না বলে।

তখন কর্ণ তাঁর পিতা ভাস্করের এই স্নেহবাক্য শুনতে পেলেন— তোমার জননী পৃথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঙ্গল হবে। মাতাপিতার অনুরোধেও কর্ণ বিচলিত হলেন না। তিনি কুন্তীকে বললেন, ক্ষত্রিয়জননী, আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসঙ্গত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হলেও আপনার জন্য আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার পাইনি, কোন শত্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেননি, আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। কৃষ্ণের সহিত মিলিত অর্জুনকে কে না ভয় করে? এখন যদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে সকলেই বলবে আমি ভয় পেয়ে এমন করেছি। কেউ জানে না যে আমি পাণ্ডবদের ভ্রাতা। এখন যুদ্ধকালে যদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কী বলবেন? ধার্তরাষ্ট্রগণ আমার সব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন, এখন আমি কী করে তা নিষ্ফল করতে পারি? যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা আমার ভরসাতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আমি কী করে ছিন্ন করব? যে সকল অস্থিরমতি পাপাত্মা রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট ও কৃতার্থ হয়ে কার্যকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্নদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। আমি সৎপুরুষোচিত অনৃশংসতা ও চরিত্র রক্ষা করে আপনার পুত্রদের সঙ্গে যথাশক্তি যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হলেও তা পালন করতে পারি না। কিন্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হলেও আমি আপনার সকল পুত্রকে বধ করব না। কেবল অর্জুনকে নিহত করে অভীষ্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশস্বিনী, যে-ই মরুক, অর্জুন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পাঁচ পুত্রই থাকবে।

শোকার্তা কুন্তী কম্পিতদেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, কর্ণ, তুমি যা বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অর্জুন ভিন্ন অন্য চার ভ্রাতাকে তুমি অভয় দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো।

---

১. পৃথা বা কুন্তীর পুত্র।

কুন্তী শুভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে অভিবাদন করলেন, তার পর দু জনে দুদিকে চলে গেলেন।

২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন

উপপ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে বললেন, আমি দুর্যোধনকে মিষ্টবাক্যে অনুরোধ করেছি, তার পর সভাস্থ রাজাদের ভর্ৎসনা করেছি, দুর্যোধনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা করে কর্ণ ও শকুনিকে ভয় দেখিয়েছি, দ্যূতসভায় ধার্তরাষ্ট্রগণের আচরণের বহু নিন্দা করেছি। অবশেষে দুর্যোধনকে বলেছি, পাণ্ডবগণ অভিমান ত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তোমাকে যে হিতকর উপদেশ দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য। তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি কৌরবসভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও উপায় দেখি না। কৌরবপক্ষের রাজারা বোধহয় এখন বিনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন। দুর্যোধনাদি বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না।

সৈন্যনির্যাণপর্বাধ্যায়

২২। পাণ্ডবযুদ্ধসজ্জা

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনাবিভাগ কর। সাত অক্ষৌহিণী এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের নায়ক— দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীমসেন। এঁরা সকলেই যুদ্ধবিশারদ বীর এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে যিনি এই সাত জনের নেতা হবার যোগ্য, যিনি সেনাবিভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীষ্মের প্রতাপ সইতে পারবেন, তাঁর নাম বল।

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ বিরাটই এই কার্যের যোগ্য। ইনি আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, বলবান ও অস্ত্রবিশারদ, এঁর সাহায্যেই আমরা রাজ্য উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের শ্বশুর দ্রুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য, ইনি বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরদ্বাজের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন এবং সর্বদা দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্পর্ধা করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্যার সহিত ঘোর তপস্যা করেছিলেন। অর্জুন

বললেন, যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে এবং ঋষিগণের অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যিনি ধনু খড়গ ও কবচ ধারণ করে রথারোহণে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন[১]ই সেনাপতিত্বের যোগ্য। ভীম বললেন, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ বলেন যে, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের নিমিত্ত জন্মেছেন, ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে এঁকে অস্ত্রাহত করতে পারে। এঁকেই সেনাপতি করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণই আমাদের জয়পরাজয়ের মূল, আমাদের জীবন রাজ্য সুখদুঃখ সবই এঁর অধীন, ইনিই বলুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন। এখন রাত্রি আসন্ন, কালপ্রভাতে আমরা অধিবাস[২] ও কৌতুকমঙ্গল[৩] করে যুদ্ধযাত্রা করব।

অর্জুনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাঁদের নাম করা হল তাঁরা সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগ্য। আপনি এখন যথাবিধি সৈন্যযোজনা করুন, আপনার পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধনাদি কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি মনোনীত করছি। কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবগণ আনন্দিত হলেন।

যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হল, সৈন্যগণ চঞ্চল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তী ও অশ্বের রব, রথচক্রের ঘর্ঘর ও শঙ্খদুন্দুভির নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হল। সেই বিশাল সৈন্যসমাগম মহাতরঙ্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারা আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন, যুধিষ্ঠির তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, দুর্বল সৈন্য ও পরিচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল। শকট, বিপণি, বেশ্যাদের বস্ত্রগৃহ, কোষ, যন্ত্রায়ুধ ও চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গে গেল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরেই রইলেন।

পাণ্ডববাহিনী কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হল। যুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পরিহার করলেন এবং যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন এক সমতল স্নিগ্ধ স্থানে সেনা সন্নিবেশ করলেন। পবিত্র হিরন্বতী নদীর নিকটে পরিখা খনন করিয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের শিবির স্থাপন করলেন। শত শত বেতনভোগী শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরণসহ বৈদ্যগণ শিবিরে রইলেন। প্রতি শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, মধু, ঘৃত, সর্জরস (ধুনা), জল, ঘাস, তুষ ও অঙ্গার রাখা হল।

কৌরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির আরও জানতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন আপনার প্রস্তাব এবং ভীষ্ম বিদুর ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কর্ণের ভরসায় সে মনে করে তার জয়লাভ হবেই। সে আমাকে বন্দি করবার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভীষ্ম-দ্রোণও ন্যায়সঙ্গত কথা বলেননি, বিদুর ছাড়া সকলেই দুর্যোধনের অনুবর্তী।

---

১. আদিপর্ব ২৯-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২. অস্ত্রপূজা বা নীরাজন।

৩. রক্ষাসূত্র- বা রাখি-বন্ধন।

যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি বনবাস স্বীকার করে বহু দুঃখ পেয়েছি, সেই মহা অনর্থই উপস্থিত হল। যাঁরা অবধ্য তাঁদের সঙ্গে কী করে যুদ্ধ করব? গুরুজন ও বৃদ্ধদের হত্যা করে আমাদের কিরূপ বিজয়লাভ হবে? অর্জুন বললেন, মহারাজ, কৃষ্ণ কুন্তী ও বিদুর কখনও অধর্ম করতে বলবেন না; যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, ঠিক কথা।

দ্রুপদ বিরাট সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব— এই সাত জনকে যুধিষ্ঠির যথাবিধি অভিষিক্ত করে সেনাপতি পদ দিলেন। তার পর তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্বসেনাপতি, অর্জুনকে সেনাপতিপতি, এবং কৃষ্ণকে অর্জুনের নিয়ন্তা ও অশ্বচালক নিযুক্ত করলেন।

২৩। বলরাম ও রুক্মী

কুরুপাণ্ডবের ঘোর অনিষ্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অক্রূর উদ্ধব শাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির সঙ্গে হলায়ুধ বলরাম যুধিষ্ঠিরের ভবনে এলেন। তিনি কৈলাসশিখরের ন্যায় শুভ্রকান্তি, সিংহসখেলগতি[১], তাঁর চক্ষু মদ্যপানে আরক্ত, পরিধান নীল কৌষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন এবং যুধিষ্ঠির তাঁর কর গ্রহণ করলেন। অভিবাদনের পর সকলে উপবিষ্ট হলে বলরাম কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে তার নিবারণ করা অসাধ্য। আমি এই কামনা করি যে আপনারা সকলে নীরোগে অক্ষতদেহে এই যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমি কৃষ্ণকে বহু বার বলেছি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অতএব তুমি দুর্যোধনকেও সাহায্য করো। কিন্তু কৃষ্ণ আমার কথা শোনেননি, অর্জুনের প্রতি স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, একারণে আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন। আমি কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে পারি না, অতএব কৃষ্ণের অভীষ্ট কার্যই করব। গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্যোধন আমার শিষ্য, দু জনের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কৌরবদের বিনাশ আমি দেখতে পারব না, সে জন্য সরস্বতী তীর্থে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি।

বলরাম চলে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের অধিপতি ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। ইনি কিন্নরশ্রেষ্ঠ দ্রুমের কাছে ধনুর্বেদ শিখে বিজয় নামক ঐন্দ্রধনু লাভ করেছিলেন। এই ধনু অর্জুনের গাণ্ডীব ও কৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুর তুল্য। কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীহরণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুক্মী পরাজিত হন।

যুধিষ্ঠির সসম্মানে রুক্মীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর রুক্মী বললেন, অর্জুন, যদি ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আমি তোমার সহায় হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও

১. ক্রীড়ারত সিংহের ন্যায় যাঁর গতি।

নেই, শত্রুসেনার যে অংশের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে দেবে সেই অংশই আমি বিনষ্ট করব, দ্রোণ কৃপ ভীষ্ম কর্ণকেও আমি বধ করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদ্ধে বিরত থাকুন, আমিই শত্রুসংহার করে তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করে দেব।

অর্জুন রুক্মীকে সহাস্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়, আমি গাণ্ডীবধারী, কী করে বলব যে ভয় পেয়েছি? আমি যদি ঘোষযাত্রায় মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং বিরাটরাজ্যে বহু কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল? আমি রুদ্র ইন্দ্র কুবের যম বরুণ অগ্নি কৃপ দ্রোণ ও মাধবের অনুগৃহীত; আমার তেজোময় দিব্য গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাশক বাক্য কী করে বলব? মহাবাহু, আমি ভীত হইনি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় ফিরে যাও।

রুক্মী তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং অর্জুনকে যেমন বলেছিলেন সেইরূপই বললেন। বীরাভিমানী দুর্যোধনও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এইরূপে রোহিণীনন্দন বলরাম এবং ভীষ্মকপুত্র রুক্মী কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন।

২৪। কৌরবযুদ্ধসজ্জা

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে চলে গেলে দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতিকে বললেন, বাসুদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করবেন। তিনি যুদ্ধই চান, ভীমার্জুনও তাঁর মতে চলেন। দ্রুপদ আর বিরাটের সঙ্গেও আমি শত্রুতা করেছি, তাঁরাও কৃষ্ণের অনুবর্তী হবেন। অতএব কুরুপাণ্ডবের মধ্যে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অতন্দ্রিত হয়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র শিবির স্থাপন করাও, সর্বদিকে যেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। শিবিরমধ্যে জল কাষ্ঠ ও বিবিধ অস্ত্র এবং উপরে ধ্বজপতাকা থাকবে। খাদ্যাদি আনয়নের পথ যেন শত্রুরা রোধ করতে না পারে।

দুর্যোধনের আদেশে কুরুক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপিত হল। সমাগত রাজারা উষ্ণীষ অন্তরীয় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভৃতিতে সজ্জিত হলেন। রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। রাত্রি প্রভাত হলে দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অশ্ব যোজিত হল এবং দুই অশ্বরক্ষক ও দুই পৃষ্ঠরক্ষক নিযুক্ত হল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই অঙ্কুশধারী, দুই ধনুর্ধারী এবং একজন শক্তি ও পতাকা-ধারী রইল।

দুর্যোধন কৃতাঞ্জলি হয়ে ভীষ্মকে বললেন, সেনাপতি না থাকলে বিশাল সেনাও পিপীলিকাপুঞ্জের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুনেছি একদা ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, কিন্তু তারা বার বার পরাজিত হয়। তার পর ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পরাজয়ের কারণ কী? ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ যথার্থ উত্তর দিলেন — আমরা সকলে একজন মহাবুদ্ধিমানের মতে চলি, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিতে পৃথক পৃথক চলেন। তখন ব্রাহ্মণরা একজন যুদ্ধনিপুণ ব্রাহ্মণকে সেনাপতি করলেন এবং ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন।

তার পর দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি শুক্রাচার্য তুল্য যুদ্ধনিপুণ, ধর্মে নিরত এবং আমার হিতৈষী, আপনিই আমাদের সেনাপতি হন। গোবৎস যেমন ঋষভের অনুগমন করে আমরা সেইরূপ আপনার অনুগমন করব। ভীষ্ম বললেন, মহাবাহু, আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবরাও তেমন, তথাপি প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অর্জুন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা কেউ নেই, তাঁর অনেক দিব্যাস্ত্রও আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করবেন না। পাণ্ডুপুত্রদের বিনষ্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত দিন তাঁদের হাতে আমি না মরি তত দিন আমি প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ সহস্র যোদ্ধাকে বধ করব। কিন্তু কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনাপতি আমি না হয়ে তিনিই হতে পারেন। কর্ণ বললেন, ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এঁর মৃত্যুর পর আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন রাশি রাশি উপহার দিয়ে ভীষ্মকে সেনাপতির পদে যথাবিধি অভিষিক্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শঙ্খ বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দেখা গেল, বজ্রধ্বনি ভূমিকম্প উল্কাপাত ও রুধিরকর্দমবৃষ্টি হল। যোদ্ধারা নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন। তার পর ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে প্রচুর স্কন্ধাবারসহ দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

উলূকদূতাগমনপর্বাধ্যায়

২৫। উলূকের দৌত্য

কুরুক্ষেত্রে হিরন্বতী নদীর নিকটে পাণ্ডববাহিনী সন্নিবেশিত হলে কৌরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাপিত করলেন। কর্ণ দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা করে দুর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনির পুত্র উলূক দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। তিনি উলূককে এইরূপ উপদেশ দিলেন।—

তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের ন্যায় জগৎ ধ্বংস করতে চাও কেন? পুরাকালে দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্য হরণ করলে প্রহ্লাদ এই

শ্লোকটি গেয়েছিলেন— হে সুরগণ, প্রকাশ্যে ধর্মের ধ্বজা উন্নত রাখা এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল ব্রত। উলূক, নারদকথিত এই উপাখ্যানটি তুমি যুধিষ্ঠিরকে শুনিও।— এক দুষ্ট বিড়াল গঙ্গাতীরে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীরা তার কাছে গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন বিড়াল ভাবল, আমার ব্রত সফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে একদল মূষিক স্থির করল, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মূষিকদের প্রার্থনা শুনে বিড়াল বলল, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে করা অসম্ভব, তথাপি তোমাদের যাতে হিত হয় তা করব। কিন্তু আমি তপস্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে আছি, কঠিন ব্রত পালন করছি, কোথাও যাবার শক্তি আমার নেই। বৎসগণ, তোমরা আমাকে প্রত্যহ নদীতীরে বহন করে নিয়ে যেয়ো। মূষিকরা সম্মত হল এবং বালক-বৃদ্ধ সকলেই বিড়ালের আশ্রয়ে এল। মূষিক ভক্ষণ করে বিড়ালের শরীর ক্রমশ স্থূল চিক্কণ ও বলিষ্ঠ হতে লাগল। মূষিকরা ভাবল, মাতুল নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একদিন ডিণ্ডিক নামে এক মূষিক বিড়ালের আচরণ লক্ষ করবার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, বিড়াল তাকে খেয়ে ফেলল। তখন কোলিক নামে এক অতি বৃদ্ধ মূষিক বলল, এঁর শিখাধারণ ছল মাত্র, এঁর বিষ্ঠায় লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমূলভোজীর বিষ্ঠায় তা থাকে না। ইনি স্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষীণ হচ্ছে, সাত-আট দিন থেকে ডিণ্ডিককেও দেখছি না। এই কথা শুনে মূষিকরা পালিয়ে গেল, দুষ্ট বিড়ালও তার পূর্ব স্থানে ফিরে গেল। দুরাত্মা যুধিষ্ঠির, তুমিও বৈড়াল ব্রত অবলম্বন করে জ্ঞাতিদের প্রতারিত করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলে, আমি তা দিইনি, কারণ আমার এই ইচ্ছা যে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ কর। তুমি কৃষ্ণকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলে যে তুমি শান্তি ও সমর দুইয়ের জন্যই প্রস্তুত আছ। আমি যুদ্ধের আয়োজন করেছি, এখন তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর।

উলূক, তুমি কৃষ্ণকে বলবে, কৌরবসভায় যে মায়ারূপ দেখিয়েছিলে সেই রূপ ধারণ করে আমার প্রতি ধাবিত হও। ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার মায়া দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পুংশ্চিহ্নধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সে জন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেননি।

উলূক, তুমি সেই শৃঙ্গহীন বৃষ বহুভোজী মূর্খ ভীমকে বলবে, বিরাটনগরে তুমি বল্লব নামে পাচক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দ্যূতসভায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা যেন মিথ্যা না হয়, যদি শক্তি থাকে তবে দুঃশাসনের রক্ত পান কর। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদীর কষ্ট স্মরণ করে এখন যুদ্ধে তোমাদের পৌরুষ দেখাও। বিরাট আর দ্রুপদকে বলবে, প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের গুণাগুণ বিচার করে না, তাই গৌরবহীন যুধিষ্ঠির আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে

পাপযুদ্ধ করবে এস। শিখণ্ডীকে বলবে, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে এস, ভীষ্ম তোমাকে স্ত্রী মনে করেন, তোমাকে বধ করবেন না।

উলূক, তুমি অর্জুনকে বলবে, রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রৌপদীর ক্লেশ স্মরণ করে এখন পুরুষত্ব দেখাও। লৌহময় অস্ত্রসমূহের সংস্কার হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে কর্দম নেই, অশ্বসকল খাদ্য পেয়ে পুষ্ট হয়ে আছে, যোদ্ধারাও বেতন পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই যুদ্ধ কর। তুমি কূপমণ্ডূক তাই দুর্ধর্ষ বিশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বুঝতে পারছ না। বাসুদেব তোমার সহায় তা জানি, তোমার গাণ্ডীব চার হাত দীর্ঘ তা-ও জানি, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তা-ও জানি; তথাপি তোমাদের রাজ্য হরণ করে তের বৎসর ভোগ করেছি। দ্যূতসভায় তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল? ভীমের বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস হয়েছিলে, দ্রৌপদীই তোমাদের মুক্ত করেন। তুমি নপুংসক সেজে বেণি দুলিয়ে বিরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে। এখন কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদের ভয় করি না। সহস্র সহস্র বাসুদেব এবং শত শত অর্জুনও আমার অব্যর্থ বাণের প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে।

উলূক পাণ্ডবশিবিরে গিয়ে দুর্যোধনের সকল কথা জানালেন। ভীমকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, শকুনিনন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দুর্যোধনকে জানিও যে তাঁর সব কথা আমরা শুনেছি, অর্থও বুঝেছি, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই হবে। ভীম বললেন, মূর্খ, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, আমি দুঃশাসনের রক্তপান করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উলূক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ করব তার পর সেই পাপিষ্ঠকে বধ করব।

অর্জুন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শত্রুতা তারা এখানে নেই, উলূককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উচিত নয়। উলূক, দুর্যোধন যে গর্বিত বাক্য বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা অমি তার প্রত্যুত্তর দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস শকুনিপুত্র উলূক, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, যে লোকে পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শক্তিতে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, সে নপুংসক। দুর্যোধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে করে গর্জন করছ কেন? অর্জুন বললেন, উলূক, দুর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে যুদ্ধে নামিয়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যাঁর ভরসায় তুমি গর্ব করছ সেই ভীষ্মকে আমি প্রথমে বধ করব। বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ বললেন, আমরা সাধুজনের দাসত্ব কামনা করি। আমরা দাস হই বা যাই হই, কার কত পৌরুষ আছে কাল দেখা যাবে। শিখণ্ডী বললেন, বিধাতা ভীষ্মবধের নিমিত্তই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে সসৈন্যে সবান্ধবে বধ করব, আমি যা করব তা আর কেউ পারবে না।

উলূক কৌরবশিবিরে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালেন।

২৬। রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা— ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ

সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, শক্তিধর কুমার কার্তিকেয়কে নমস্কার করে আমি সেনাপতিত্বের ভার নিলাম। তুমি দুশ্চিন্তা দূর কর, আমি শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি গণনায় দক্ষ, উভয় পক্ষে রথী[1] ও অতিরথ[1] কে কে আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য যিনি নিজের ভাগিনেয়দের ছেড়ে তোমার পক্ষে এসেছেন, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা— এঁরা অতিরথ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুই রথীর সমকক্ষ। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মাহিষ্মতীর রাজা নীল, অবন্তিদেশের বিন্দ ও অনুবিন্দ, ত্রিগর্তদেশীয় সত্যরথ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা, তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, দুঃশাসনের পুত্র, কৌশলরাজ বৃহদ্‌বল, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপুত্র বৃষসেন, মধুবংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক— এঁরা রথী। কৃপাচার্য অতিরথ। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহারথ[1], কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আমি তাঁকে রথী বা অতিরথ মনে করতে পারি না,— ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, নতুবা ইনি অদ্বিতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ, ইনি দেব গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অর্জুনকে বধ করবেন না। বাহ্লীক অতিরথ। তোমার সেনাপতি সত্যবান, মহাবল মায়াবী রাক্ষস অলম্বুষ, প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত— এঁরা মহারথ। তোমার প্রিয় সখা ও মন্ত্রণাদাতা নীচপ্রকৃতি অত্যন্ত গর্বিত এই কর্ণ অতিরথ নয়, পূর্ণরথীও নয়। এ সর্বদাই পরনিন্দা করে, এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশুরামের শাপে এর শক্তিরও ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথ, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে জীবিত অবস্থায় ফিরবে না।

দ্রোণ বললেন, ভীষ্মের কথা সত্য, কর্ণের অভিমান আছে, অথচ এঁকে যুদ্ধ থেকে পালাতেও দেখা যায়। কর্ণ দয়ালু ও অসাবধান, সে জন্য আমিও এঁকে অর্ধরথ মনে করি।

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আপনি বিনা অপরাধে আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, দুর্যোধনের জন্যই আমি তা সহ্য করি। আমার মতে আপনিই অর্ধরথ। লোকে আবার বলে ভীষ্ম মিথ্যা কথা বলেন না! আপনি ইচ্ছামতো রথী আর অতিরথ বলে যোদ্ধাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছেন। ভীষ্ম সর্বদাই কৌরবগণের অহিতাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্যোধন, ভীষ্মের অভিসন্ধি

১. রথী— রথারোহী পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধা। মহারথ— রথযুথপতি বা বহু রথীর অধিনায়ক। অতিরথ— যিনি অমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অথবা যিনি মহারথগণের অধিপতি।

ভালো নয়, তুমি এঁকে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গেই স্পর্ধা করেন, কাকেও পুরুষ বলে গণ্য করেন না, অথচ এঁকে দেখলে সব পণ্ড হয়।[১] বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভীষ্ম জীবিত থাকলে আমি যুদ্ধ করব না, এঁর মৃত্যুর পর আমি বিপক্ষের সকল মহারথের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

ভীষ্ম বললেন, সূতপুত্র, যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ হওয়া অনুচিত, সেই কারণেই তুমি জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদগ্ন্য পরশুরাম আমাকে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত করতে পারেননি, তুমি আমার কী করবে?

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমার কিসে শুভ হবে সেই চিন্তা করুন, আপনাদের দু জনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন বলুন পাণ্ডবপক্ষে রথী মহারথ ও অতিরথ কে কে আছেন।

ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথী। ভীম আট রথীর সমান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁর সহায় সেই অর্জুনের সমান বীর ও রথী উভয় সৈন্যের মধ্যে নেই, কেবল আমি আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হতে পারি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটপুত্র উত্তর, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, এবং দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী— এঁরা উত্তম রথী। অভিমন্যু, সাত্যকি ও দ্রোণশিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন— এঁরা অতিরথ। বৃদ্ধ হলেও দ্রুপদ ও বিরাটকে অমি মহারথ মনে করি। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা এখনও বালক সে জন্য অর্ধরথ। শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, জয়ন্ত অমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ, ভোজ, রোচমান— এঁরা মহারথ। কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সূর্যদত্ত, শঙ্খ, মদিরাশ্ব, ব্যাঘ্রসেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবিন্দু, ক্রোধহন্তা, কাশ্য— এঁরা সকলেই রথী। দ্রুপদপুত্র সত্যজিৎ, শ্রেণিমান ও বসুদান রাজা, কুন্তিভোজদেশীয় পাণ্ডবমাতুল পুরুজিৎ, এবং ভীম-হিড়িম্বার পুত্র মায়াবী ঘটোৎকচ— এঁরা সকলেই অতিরথ।

তার পর ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, কিন্তু শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হলেও তাঁকে বধ করব না। কারণ সে পূর্বে স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষ হয়েছে। পাণ্ডবগণকেও আমি বধ করব না।

অম্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

২৭। অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস

দুর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে পাঞ্চাল ও সোমকদের বধ করবেন, তবে শিখণ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীষ্ম বললেন, তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলছি শোন।—

১. ভীষ্ম নিঃসন্তান এই কারণে।

আমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্যকে আমি রাজপদে অভিষিক্ত করি এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে সবলে হরণ করে আনি।[১] বিবাহকালে জ্যেষ্ঠকন্যা অম্বা লজ্জিতভাবে আমাকে জানালেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তিনি ও শাল্বরাজ পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আমি কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধাত্রীর সঙ্গে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, আমি তোমাকে ভার্যা করতে পারি না, তুমি অন্যপূর্বা, ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়েছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অম্বা বহু অনুনয় করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চলে এসে অম্বা এই বলে বিলাপ করতে লাগলেন— ভীষ্মকে ধিক, আমার মূঢ় পিতাকে ধিক যিনি পণ্যস্ত্রীর ন্যায় আমাকে বীর্যশুল্কে দান করতে চেয়েছিলেন, শাল্বরাজকে ধিক, বিধাতাকেও ধিক। ভীষ্মই আমার বিপদের মুখ্য কারণ, তাঁর ওপর আমি প্রতিশোধ নেব। অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নিজের ইতিহাস জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তপস্বীরা বললেন, তুমি তোমার পিতার গৃহে ফিরে যাও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না।

এই সময়ে অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার অনুরোধে জামদগ্ন্য পরশুরাম ভীষ্মকে বধ করবেন, তিনি আমার সখা। এমন সময়ে পরশুরামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি কিরূপ প্রতিকার চাও? যদি ইচ্ছা কর তবে পরশুরামের আদেশে শাল্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যদি ভীষ্মকে নির্জিত দেখতে চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ না জেনেই ভীষ্ম আমাকে হরণ করেছিলেন, এই বিবেচনা করে আপনিই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন। অকৃতব্রণ বললেন, ভীষ্ম যদি তোমাকে হস্তিনাপুরে না নিয়ে যেতেন তবে পরশুরামের আজ্ঞায় শাল্ব তোমাকে মাথায় তুলে নিতেন; অতএব ভীষ্মেরই শাস্তি হওয়া উচিত।

পরদিন অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরশুরাম শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রূপবতী সুকুমারী অম্বার কথা শুনে পরশুরাম দয়ার্দ্র হয়ে বললেন, ভাবিনী, আমি ভীষ্মকে সংবাদ পাঠাব, তিনি আমার কথা রাখবেন[২], যদি অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করব। আর তা যদি না চাও তবে আমি শাল্বকেই আজ্ঞা করব। অম্বা বললেন, ভৃগুনন্দন, শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ জেনেই ভীষ্ম আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু শাল্ব আমার চরিত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেননি। আপনি বিচার

---

১. আদিপর্ব ১৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করবেন।

করে দেখুন কী করা উচিত। আমার মনে হয় ভীষ্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপনি বধ করুন। পরশুরাম সম্মত হলেন এবং অম্বা ও ঋষিগণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে এলেন।

তার পর ভীষ্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে আহ্বান করলেন। আমি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণের সঙ্গে সত্বর তাঁর কাছে গেলাম, এবং একটি ধেনু উপহার দিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ করে বললেন, ভীষ্ম, তুমি অম্বাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলে? তোমার স্পর্শের জন্যই শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমার আদেশে তুমি এঁকে গ্রহণ কর। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে এঁর বিবাহ দিতে পারি না, কারণ পূর্বেই শাল্বের প্রতি এঁর অনুরাগ হয়েছিল এবং আমি মুক্তি দিলে ইনি শাল্বের কাছেই গিয়েছিলেন। ভৃগুনন্দন, আপনি আমাকে বাল্যকালে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার শিষ্য, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান কেন? পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি আমাকে গুরু বলে মানছ অথচ আমার প্রিয়কার্য করছ না। তুমিই এঁকে গ্রহণ করে বংশরক্ষা কর।

তাঁর আজ্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পরশুরাম বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গৃধ্র কঙ্ক ও কাক তোমাকে ভক্ষণ করবে, তোমার মাতা জাহ্নবী তা দেখবেন। তার পর কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সঙ্গে আমার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হল, ঋষি ও দেবতারা সেই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। আমার জননী গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে আমাকে ও পরশুরামকে নিরস্ত করতে এলেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ বিফল হল। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আপনি ভূমিতে আছেন, আমি রথে চড়ে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। আপনি কবচ ধারণ করে রথারোহী হয়ে যুদ্ধ করুন। পরশুরাম সহাস্যে বললেন, মেদিনী আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতারা আমার কবচ। এই বলে তিনি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন আমি দেখলাম, নগরের ন্যায় বিশাল দিব্যাশ্বযুক্ত বিচিত্র রথে তিনি আরূঢ় রয়েছেন, তাঁর অঙ্গে চন্দ্রসূর্যচিহ্নিত কবচ, অকৃতব্রণ তাঁর সারথি।

বহুদিন ধরে পরশুরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হল। তিনি আমার সারথিকে বধ করলেন, আমাকেও শরাঘাতে ভূপাতিত করলেন। তখন আমি দেখলাম, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করে আছেন, আমার জননী গঙ্গা রথে রয়েছেন। আমি তাঁর চরণ ধরে এবং পিতৃগণকে নমস্কার করে আমার রথে উঠলাম। গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। আমি এক হৃদয়বিদারক বাণ নিক্ষেপ করলাম, পরশুরাম মূর্ছিত হয়ে জানুতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুর্হস্ত ধনুতে শরযোজন করলেন, কিন্তু মহর্ষিগণ তাঁকে নিবারণ করলেন।

রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখলাম, পূর্বদৃষ্ট আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বলছেন, গঙ্গানন্দন, পরশুরাম তোমাকে জয় করতে পারবেন না, তুমিই জয়ী হবে। তুমি প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ কর, তাতে পরশুরাম নিহত হবেন না, কিন্তু নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পরাস্ত হবেন। পরদিন কিছুকাল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আমি প্রস্বাপন অস্ত্র নিক্ষেপের উদ্‌যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে বললেন, তুমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করো না, দেবগণ বারণ করছেন; পরশুরাম তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তোমার গুরু। এমন সময়ে পরশুরামের পিতৃগণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, বৎস, ভীষ্মের সঙ্গে আর যুদ্ধ করো না, ইনি মহাযশা বসু, এঁকে তুমি জয় করতে পারবে না। তার পর নারদাদি মুনিগণ এবং আমার মাতা ভাগীরথী যুদ্ধস্থানে এলেন। মুনিগণ বললেন, ভার্গব, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায়, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হও, তোমরা পরস্পরের অবধ্য। উদিত গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্রাহ্মণ আবার আবির্ভূত হয়ে আমাকে বললেন, মহাবাহু, তুমি তোমার গুরুর কাছে যাও, জগতের মঙ্গল কর। আমি পরশুরামকে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে বললেন, ভীষ্ম, তোমার সমান ক্ষত্রিয় বীর পৃথিবীতে নেই, আমি তুষ্ট হয়েছি, এখন যাও।

পরশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবিনী, আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ভীষ্মকে জয় করতে পারিনি, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। অম্বা বললেন, ভগবান, আপনি যথাসাধ্য করেছেন, অস্ত্রদ্বারা ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। আমি স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করব।

পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন। অম্বা যমুনাতীরের আশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তিনি দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করে নানা তীর্থে অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপস্বীরা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে অম্বা বললেন, আমি ভীষ্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করছি, স্বর্গকামনায় নয়। তাঁর জন্য আমি পতিলাভে বঞ্চিত হয়েছি, আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই। আমার স্ত্রীত্ব ব্যর্থ হয়েছে সে জন্য পুরুষত্বলাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছি, আপনারা আমাকে বারণ করবেন না।

শূলপাণি মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আমি যেন ভীষ্মকে বধ করতে পারি। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভীষ্মকে বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দ্রুপদের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছুকাল পরে পুরুষ হবে। মহাদেব অন্তর্হিত হলেন, অম্বা নবজন্মকামনায় চিতারোহণে দেহত্যাগ করলেন।

সেই সময়ে দ্রুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা করছিলেন। মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি স্ত্রী-পুরুষ সন্তান হবে। যথাকালে দ্রুপদমহিষী একটি পরমরূপবতী কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তিনি প্রচার করলেন যে তাঁর পুত্র হয়েছে। এই কন্যাকে দ্রুপদ পুত্রের ন্যায় পালন করতে লাগলেন এবং নাম দিলেন— শিখণ্ডী।

গুপ্তচরের সংবাদে, নারদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অম্বার তপস্যার বিষয় জ্ঞাত থাকায় আমি বুঝেছিলাম যে শিখণ্ডীই অম্বা।

কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হলে দ্রুপদকে তাঁর মহিষী বললেন, মহাদেবের বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখণ্ডী পুরুষ হবেই, অতএব কোনও কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ দাও। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ হল। কিছুকাল পরে এই কন্যা কয়েক জন দাসীকে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে দ্রুপদকন্যা শিখণ্ডিনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। হিরণ্যবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দূত দ্বারা দ্রুপদকে বলে পাঠালেন, দুর্মতি, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ, আমি শীঘ্রই তোমাকে অমাত্যপরিজনসহ বিনষ্ট করব।

দ্রুপদ ভীত হয়ে তাঁর মহিষীর সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। মহিষী বললেন, মহারাজ, আমার পুত্র হয়নি, সপত্নীদের ভয়ে আমি শিখণ্ডিনীকে পুরুষ বলে প্রচার করেছি, মহাদেবও বলেছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ত্রী তার পর পুরুষ হবে। তুমি এখন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে রাজধানী সুরক্ষিত কর এবং প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে দেবপূজা ও হোম কর। পিতামাতার এই কথা শুনে শিখণ্ডিনী ভাবলেন, আমার জন্য এঁরা দুঃখ পাচ্ছেন, আমার মরাই ভালো।

শিখণ্ডিনী গৃহ ত্যাগ করে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখণ্ডিনী তাতে প্রবেশ করে বহুদিন অনাহারে থেকে শরীর শুষ্ক করলেন। একদিন যক্ষ দয়ার্দ্র হয়ে দর্শন দিয়ে শিখণ্ডিনীকে বললেন, তোমার অভীষ্ট কী তা বল, আমি পূর্ণ করব। আমি কুবেরের অনুচর, অদেয় বস্তুও দিতে পারি। শিখণ্ডিনী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, যক্ষ, আমাকে পুরুষ করে দিন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব কিছুকালের জন্য তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধুগণকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিও। দ্রুপদকন্যা সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গবিনিময় করলেন। স্থূণাকর্ণ স্ত্রীরূপ পেলেন, শিখণ্ডী পুরুষ হয়ে পিতার কাছে গেলেন।

দ্রুপদ আনন্দিত হয়ে দশার্ণরাজকে বলে পাঠালেন, বিশ্বাস করুন, আমার পুত্র পুরুষই। আপনি পরীক্ষা করুন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। রাজা হিরণ্যবর্মা কয়েকজন চতুরা সুন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। তারা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে দশার্ণরাজ আনন্দিত হয়ে বৈবাহিক দ্রুপদের ভবনে এলেন এবং কয়েকদিন থেকে কন্যাকে ভর্ৎসনা করে চলে গেলেন।

কিছুকাল পরে কুবের স্থূণাকর্ণের ভবনে এলেন। তিনি তাঁর অনুচরগণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সজ্জিত দেখছি, কিন্তু মন্দবুদ্ধি স্থূণাকর্ণ আমার কাছে আসছে না কেন? যক্ষরা বলল, মহারাজ, দ্রুপদের শিখণ্ডিনী নামে একটি কন্যা আছেন, কোনও কারণে স্থূণাকর্ণ তাঁকে নিজের পুরুষলক্ষণ দিয়ে তাঁর স্ত্রীলক্ষণ নিয়েছেন। তিনি এখন স্ত্রী হয়ে গৃহমধ্যে রয়েছেন, লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না। কুবেরের আজ্ঞায়

তাঁর অনুচরগণ স্থূণাকর্ণাকে নিয়ে এল। কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, পাপবুদ্ধি, তুমি যক্ষগণের অপমান করেছ, অতএব স্ত্রী হয়েই থাক, আর দ্রুপদকন্যা পুরুষ হয়ে থাকুক। শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর তুমি পূর্বরূপ ফিরে পাবে। এই বলে কুবের সদলে চলে গেলেন।

পূর্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শিখণ্ডী এসে স্থূণাকর্ণকে বললেন, আমি ফিরে এসেছি। স্থূণাকর্ণ বহু বার বললেন, আমি প্রীত হয়েছি। তার পর তিনি কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, রাজপুত্র, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ কর, দৈবকে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নয়। শিখণ্ডী আনন্দিত হয়ে রাজভবনে ফিরে গেলেন। দ্রুপদ রাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঠালেন। কালক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে শিখণ্ডীও চতুষ্পাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা করলেন।

অম্বার ইতিহাস শেষ করে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি গুপ্তচরদের জড় অন্ধ ও বধির সাজিয়ে দ্রুপদের কাছে পাঠাতাম, তারাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়েছিল। শিখণ্ডী স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষত্ব পেয়ে রথীশ্রেষ্ঠ হয়েছে, কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলেই জানে যে স্ত্রীলোককে, স্ত্রী থেকে পুরুষ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীরূপধারী পুরুষকে আমি শরাঘাত করি না।

২৮। যুদ্ধযাত্রা

পরদিন প্রভাতকালে দুর্যোধন ভীষ্ম প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীমার্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্নাদি কর্তৃক রক্ষিত এই বিশাল পাণ্ডববাহিনী আপনারা কত কালে বিনষ্ট করতে পারেন?

ভীষ্ম বললেন, আমি প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য এবং এক সহস্র রথীকে বধ করব, তাতে এক মাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আমি স্থবির হয়েছি, শক্তি কমে গেছে, তথাপি আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসে পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস করতে পারি। কৃপ বললেন, আমি দুই মাসে পারি। অশ্বত্থামা বললেন, আমি দশ দিনে পারি। কর্ণ বললেন, আমি পাঁচ দিনে পারি।

কর্ণের কথায় ভীষ্ম উচ্চহাস্য করে বললেন, রাধেয়, এখন পর্যন্ত তুমি শঙ্খধনুর্বাণধারী বাসুদেবসহিত রথারোহী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হওনি তাই এমন মনে করছ। তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে পার।

যুধিষ্ঠির তাঁর গুপ্তচরের কাছে কৌরবগণের এই আলোচনার সংবাদ পেলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতাদের জানালে অর্জুন বললেন, কৌরবপক্ষের অস্ত্রবিশারদ যোদ্ধারা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আপনি মনস্তাপ দূর করুন, আমি বাসুদেবের সহায়তায় একাকীই নিমেষমধ্যে ত্রিলোক সংহার করতে পারি, কারণ কিরাতরূপী পশুপতির প্রদত্ত মহাস্ত্র আমার কাছে আছে। কিন্তু এই দিব্য অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে

লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমরা সরল উপায়েই শত্রু জয় করব, পরাক্রান্ত মহারথগণ আমাদের সহায় আছেন।

প্রভাতকালে কৌরবপক্ষীয় রাজগণ স্নানের পর মাল্য ও শুভ্র বসন ধারণ করলেন, তার পর হোম ও স্বস্তিবাচন করে দুর্যোধনের আদেশে পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলের, ভীষ্ম দ্বিতীয় দলের, এবং দুর্যোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী হয়ে চললেন। কৌরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে সমবেত হলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথম সৈন্যদলের, ভীম সাত্যকি ও অর্জুন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতির সঙ্গে যুধিষ্ঠির তৃতীয় দলের অগ্রবর্তী হলেন। সহস্র সহস্র অযুত অযুত সৈন্য সিংহনাদ এবং ভেরী ও শঙ্খের ধ্বনি করতে করতে পাণ্ডবদের পশ্চাতে গেল।

ভীষ্মপর্ব

জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ— ও ভূমি-পর্বাধ্যায়

১। যুদ্ধের নিয়মবন্ধন

পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন নিজ নিজ বিবিধ সৈন্যদলের বিভিন্ন নাম রাখলেন এবং পরিচয়সূচক আভরণ দিলেন।

অনন্তর রথারূঢ় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁদের পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত নামক দিব্য শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ শুনে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা হৃষ্ট হল, বিপক্ষ সৈন্য ও তাদের বাহনগণ ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করল। ভূমি থেকে ধূলি উঠে সর্বদিকে ব্যাপ্ত হল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তমিত হলেন। বায়ুর সঙ্গে কাঁকর উড়ে সৈন্যগণকে আঘাত করতে লাগল। কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের বিপুল সৈন্যসমাবেশের ফলে বোধ হল যেন পৃথিবীর অন্যত্র বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব রথ হস্তী অবশিষ্ট নেই।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এইসকল নিয়ম অবধারিত হল।— যুদ্ধ নিবৃত্ত হলে বিরোধী দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববৎ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে অপর পক্ষ বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করবেন। যারা সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের হত্যা করা হবে না। রথীর সঙ্গে রথী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, এবং পদাতির সঙ্গে পদাতি যুদ্ধ করবে। বিপক্ষকে আগে জানাতে হবে, তার পর নিজের যোগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে আক্রমণ করা যেতে পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত বা বিহ্বল লোককে প্রহার করা হবে না। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন লোককে কখনও মারা হবে না। স্তুতিপাঠক সূত, ভারবাহক, অস্ত্র যোগানো যাদের কাজ, এবং ভেরী প্রভৃতির বাদ্যকারকে কখনও প্রহার করা হবে না।

২। ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র

ধৃতরাষ্ট্র শোকার্ত হয়ে নির্জন স্থানে পুত্রদের দুর্নীতির বিষয় ভাবছিলেন এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার পুত্রদের এবং অন্য রাজাদের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনষ্ট করবেন। কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূর কর। পুত্র, যদি সংগ্রাম দেখতে ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দেব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিবধ দেখতে আমার রুচি নেই, কিন্তু আপনার প্রসাদে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, গবল্‌গনপুত্র এই সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এঁর প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ বলবেন[১]। ইনি অস্ত্রে আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জীবিত থেকেই এই যুদ্ধ হতে নিষ্কৃতি পাবেন। আমিও কুরুপাণ্ডবের কীর্তিকথা প্রচারিত করব। তুমি শোক করো না, সমস্তই দৈবের বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই যুদ্ধে মহান লোকক্ষয় হবে, আমি তার বিবিধ ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। উদয় ও অস্ত কালে সূর্যমণ্ডল কবন্ধে বেষ্টিত হয়। রাত্রে বিড়াল ও শূকর যুদ্ধ করে, তাদের ভয়ঙ্কর নিনাদ অন্তরীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রতিমা কম্পিত হয়, হাস্য করে, রুধির বমন করে, স্বেদাক্ত হয়, এবং ভূপতিত হয়। যিনি ত্রিলোকে সাধ্বী বলে খ্যাত সেই অরুন্ধতী (নক্ষত্র) বশিষ্ঠের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। কোনও কোনও স্ত্রী চার-পাঁচটি করে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে গাইছে আর হাসছে। বৃক্ষ ও চৈত্য পড়ে যাচ্ছে, আহুতির পর যজ্ঞাগ্নি থেকে দুর্গন্ধময় নীল লোহিত ও পীত বর্ণের শিখা বামাবর্তে উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপরীত হচ্ছে। পক্ষীরা পক্বা পক্বা রব করে ধ্বজাগ্রে বসে রাজাদের ক্ষয় সূচনা করছে। ধৃতরাষ্ট্র, তোমার আত্মীয় ও সুহৃদ্‌বর্গকে ধর্মসঙ্গত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ। জ্ঞাতিবধ অতি হীন কার্য এবং আমার অপ্রিয়, তুমি তা হতে দিও না। যাতে তুমি পাপগ্রস্ত হবে তেমন রাজ্যে তোমার কী প্রয়োজন? পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য লাভ করুক, কৌরবরা শান্ত হোক।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পিতা, মানুষ স্বার্থের জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমিও মানুষ মাত্র। আমার অধর্মে মতি নেই, কিন্তু পুত্রগণ আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হন। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সেনার বাহুল্য থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় অনিশ্চিত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যাঁরা পূর্বে বিজয়ী হন তাঁরাই আবার পরে পরাজিত হন।

---

১. সঞ্জয় বক্তা এবং ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা— এইভাবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সমগ্র ঘটনা *মহাভারতে* বিবৃত হয়েছে।

৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন

ব্যাসদেব চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, রাজারা ভূমি অধিকারের জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভূমির বহু গুণ আছে। আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলছি। জগতে দুই প্রকার ভূত (জীব) আছে, জঙ্গম ও স্থাবর। জঙ্গম ভূত ত্রিবিধ— অণ্ডজ স্বেদজ ও জরায়ুজ; এদের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ, আবার জরায়ুজের মধ্যে মানুষ ও পশু শ্রেষ্ঠ। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী ভল্লুক ও বানর— এই সপ্ত প্রকার বন্য জরায়ুজ। গো ছাগ মেষ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতর ও গদর্ভ— এই সপ্ত প্রকার গ্রাম্য জরায়ুজ। গ্রাম্য জীবদের মধ্যে মানুষ এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবই পরস্পরের উপর নির্ভর করে। উদ্‌ভিজ্জ সকল স্থাবর, তাদের পঞ্চ জাতি— বৃক্ষ গুল্ম লতা বল্লী ও ত্বক্‌সার তৃণ। চতুর্দশ জঙ্গম ভূত, পঞ্চ স্থাবর ভূত, এবং পঞ্চ মহাভূত— এই চতুর্বিংশতি পদার্থ গায়ত্রীর তুল্য। যিনি এই গায়ত্রী যথার্থরূপে জানেন তিনি বিনষ্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই বিনাশ পায়, ভূমিই সর্বভূতের পরম আশ্রয়। যার ভূমি আছে সে স্থাবরজঙ্গমের অধিকারী, এই কারণেই রাজারা ভূমির লোভে পরস্পরকে হত্যা করেন।

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায়ু অগ্নি ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত এবং তাদের গুণাবলি বিবৃত করে সুদর্শন দ্বীপ বা জম্বু দ্বীপের কথা বললেন। জম্বু দ্বীপে ছয় বর্ষপর্বত আছে, যথা— হিমালয় হেমকূট নিষধ নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবান। এই সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং উভয় প্রান্তে সমুদ্রে অবগাহন করে আছে। এদের মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত পূর্ণ জনপদসমূহ আছে, তাদের নাম বর্ষ। হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে কিম্পুরুষগণের বাসভূমি হৈমবতবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নিষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দক্ষিণে মাল্যবান পর্বত, মাল্যবানের পর গন্ধমাদন, এবং এই দুই গিরির মধ্যে কনকময় মেরু পর্বত। মেরু পর্বতের চার পার্শ্বে চার দ্বীপ (মহাদেশ) আছে— ভদ্রাশ্ব কেতুমাল জম্বুদ্বীপ ও উত্তরকুরু। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার পর হৈরণ্যকবর্ষ, এবং তার পর ঐরাবতবর্ষ। দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে ঐরাবতবর্ষ— এই দুই-এর মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচটি[১] বর্ষ।

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা করে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ভারতবর্ষে সাতটি কুল-পর্বত আছে, যথা— মহেন্দ্র মলয় সহ্য শুক্তিমান ঋক্ষবান বিন্ধ্য ও পারিপাত্র। গঙ্গা সিন্ধু সরস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিতস্তা যমুনা প্রভৃতি অনেক নদী আছে, এইসকল নদী মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ। ভারতে বহু দেশ আছে, যথা— কুরুপাঞ্চাল শাল্ব শূরসেন মৎস্য চেদি দশার্ণ পাঞ্চাল কোশল মদ্র কলিঙ্গ কাশী বিদেহ কাশ্মীর সিন্ধু সৌবীর গান্ধার প্রভৃতি, দক্ষিণে দ্রবিড় কেরল কর্ণাটক প্রভৃতি এবং উত্তরে

---

১. হৈমবত হরি ইলাবৃত শ্বেত ও হৈরণ্যক।

যবন চীন কাম্বোজ হূণ পারসিক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির দেশসমূহ। কুকুর যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, রাজারাও তেমনি পরস্পরের ভূমি হরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কামনার তৃপ্তি হয়নি।

তার পর সঞ্জয় চতুর্যুগ, শাক কুশ শাল্মলি ও ক্রৌঞ্চ দ্বীপের বৃত্তান্ত, এবং রাহু ও চন্দ্রসূর্যের পরিমাণ বিবৃত করে বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আছি এই দেশই ভারতবর্ষ, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পুণ্যকর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।

ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়

৪। কুরুপাণ্ডবের ব্যূহরচনা

পরদিন সূর্যোদয় হলে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। বিশাল কৌরববাহিনীর অগ্রভাগে ভীষ্ম শ্বেত উষ্ণীষ ও বর্ম ধারণ করে শ্বেতাশ্বযুক্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হল যেন চন্দ্র উদিত হয়েছেন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে বলতেন— পাণ্ডুপুত্রদের জয় হোক; কিন্তু তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এই কারণেই কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন।

কুরুপক্ষীয় রাজাদের আহ্বান করে ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, স্বর্গযাত্রার এই মহৎ দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে। গৃহে রোগভোগ করে মরা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মকর, লৌহাস্ত্রের আঘাতে যিনি মরেন তিনিই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শুনে রাজারা রথারোহণে নিজ নিজ সৈন্যসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধুগণকে ভীষ্ম নিবৃত্ত করলেন। অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য দুর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্রথ ভগদত্ত প্রভৃতি সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা দুর্যোধন ও বাহ্লীকরাজ যে ব্যূহ রচনা করলেন তার অগ্রে গজারোহী সৈন্য, শীর্ষদেশে নৃপতিগণ এবং পার্শ্বদেশে অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপিত হল। সেই সর্বতোমুখ ভয়ঙ্কর ব্যূহ যেন হাসতে হাসতে চলতে লাগল।

কৌরববাহিনী ব্যূহবদ্ধ হয়েছে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, বৃহস্পতির উপদেশ এই যে সৈন্য যদি অল্প হয়, তবে সংহত করে যুদ্ধ করবে, যদি বহু হয়, তবে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করবে। বহু সৈন্যের সঙ্গে যদি অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করতে হয়, তবে সূচীমুখ ব্যূহ করবে। অর্জুন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষের তুলনায় অল্প, তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচন অনুসারে ব্যূহ রচনা কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, বজ্রপাণি ইন্দ্র যে ব্যূহের বিধান দিয়েছেন সেই 'অচল' ও 'বজ্র' নামক ব্যূহ আমি রচনা করছি।

কৌরবসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় পাণ্ডববাহিনী ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। গদাহস্তে ভীম সেই বাহিনীর অগ্রে রইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেব এবং ভ্রাতা ও পুত্রের সহিত বিরাট রাজা ভীমের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও শিখণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সাত্যকি অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় বৃহৎ হস্তীদলসহ রাজা যুধিষ্ঠির সেনার মধ্যদেশে রইলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ বিরাটের অনুগমন করলেন। পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমস্ত রথধ্বজ অভিভূত করে মহাকপি হনুমান অর্জুনের রথের উপর অধিষ্ঠিত হলেন।

দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যদল এবং ভীষ্মরচিত ব্যূহ দেখে যুধিষ্ঠির বিষণ্ন হয়ে বললেন, ধনঞ্জয়, পিতামহ ভীষ্ম যাদের যোদ্ধা সেই ধার্তরাষ্ট্রগণের সঙ্গে আমরা কী করে যুদ্ধ করতে পারব? তিনি যে অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ করেছেন তা থেকে কোন উপায়ে আমরা নিস্তার পাব? অর্জুন বললেন, মহারাজ, সত্য অনিষ্ঠুরতা ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা যে জয়লাভ হয়, বলবীর্য দ্বারা তেমন হয় না। আপনি সর্বপ্রকার অধর্ম ও লোভ ত্যাগ করে নিরহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যুদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চয় জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

যুধিষ্ঠিরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হল, মহর্ষিরা স্তুতি করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। পুরোহিত ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ শত্রুবধের আশীর্বাদ করে যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র গো ফল পুষ্প ও স্বর্ণ দান করে ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধযাত্রা করলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, তুমি শুচি হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে থেকে শত্রুর পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাস্তোত্র পাঠ কর। অর্জুন স্তব করলে দুর্গা প্রীত হয়ে অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও নর-ঋষির অবতার। এই বলে দুর্গা অন্তর্হিত হলেন।

৫। ভগবদ্‌গীতা

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাণ্ডুপুত্রগণের বিপুল সেনা দেখুন, আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ওদের ব্যূহবদ্ধ করেছেন। ওখানে সাত্যকি বিরাট ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীরাজ প্রভৃতি এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ সকল মহারথই আছেন। আমাদের পক্ষে আপনি ভীষ্ম কর্ণ অশ্বত্থামা বিকর্ণ ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনারা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। এখন আপনারা সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

এমন সময় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ করে শঙ্খ বাজালেন। তখন ভেরী পণব আনক প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠল। হৃষীকেশ কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য

শঙ্খ এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ আকাশ ও পৃথিবী অনুনাদিত করে দুর্যোধনাদির হৃদয় যেন বিদীর্ণ করে দিল। শস্ত্রসম্পাত আসন্ন জেনে অর্জুন তাঁর সারথি কৃষ্ণকে বললেন, অচ্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমি দেখব।

কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সুহৃদগণ রয়েছেন দেখে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যুদ্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকাচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে। আমি বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে তাঁরাই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ করে আমাদের কোন্ সুখ হবে? হায়, আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তবে আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়লেন।

বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হলে কেন? ক্লীব হয়ো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জুন বললেন, মধুসূদন, পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে আমি কী করে শরাঘাত করব? মহানুভব গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। আমি বিহ্বল হয়েছি, ধর্মাধর্ম বুঝতে পারছি না, আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন।

কৃষ্ণ বললেন, যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাক্যও বলছ। মৃত বা জীবিত কারও জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না।—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
না হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

— দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে; ধীর ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত তাঁকে

অবিনাশী জেনো; কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না। ইনি কদাচ জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করে আবার জন্মাবেন না— এ-ও নয়; ইনি জন্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হলে এই আত্মা হত হন না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নব শরীর পান।—

জাতস্য চ ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।

— যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃতব্যক্তি নিশ্চয় পুনর্বার জন্মাবে; অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। হে ভারত, জীবসকল আদিতে (জন্মের পূর্বে) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিতকালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণের পর) অব্যক্ত; তবে কিসের খেদ? আর তোমার স্বধর্ম বিচার করেও তুমি বিকম্পিত হতে পার না, কারণ ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কিছু নেই। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, সুখী ক্ষত্রিয়রাই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যদি হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যদি জয়ী হও তবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে গাত্রোত্থান কর। সুখদুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করে যুদ্ধে নিযুক্ত হও, এরূপ করলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আমি কর্মযোগ অনুসারে ধর্মতত্ত্ব বলছি শোন, এই ধর্মের স্বল্পও মহাভয় হতে ত্রাণ করে। বেদসকল ত্রিগুণাত্মক পার্থিব বিষয়ের বর্ণনায় পূর্ণ, তুমি ত্রিগুণ অতিক্রম করে রাগদ্বেষাদির অতীত, সঞ্চয় ও রক্ষণে নিস্পৃহ এবং আত্মনির্ভরশীল হও।—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

— কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়; কর্মের ফল কামনা করো না, নিষ্কর্মাও হয়ো না। ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান হয়ে কর্ম কর; সমত্বকেই যোগ বলা হয়।—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

— শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে যে আচরণ করেন ইতর (সাধারণ) জনও সেইরূপ করে; তিনি যা প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন, লোকে তারই অনুবর্তী হয়। পার্থ, ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত আছি। স্বধর্ম যদি গুণহীনও হয় তথাপি তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়; স্বধর্মে নিধনও ভালো, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

— জন্মহীন অবিকারী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কৃষ্ণ পরমার্থ বিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হয়ে অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন,

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

— হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, বিভিন্ন প্রাণীসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা, সর্ব ঋষিগণ এবং দিব্য উরগগণ দেখছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক-বাহু-উদর-মুখ-নেত্র-শালী অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্র দেখছি, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য বা আদি দেখতে পাচ্ছি না।—

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥

— দংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ তোমার মুখসকল দেখে দিক জানতে পারছি না, সুখও পাচ্ছি না; হে দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, রাজাদের সঙ্গে ভীষ্ম দ্রোণ ও সূতপুত্র, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের মুখ্য যোদ্ধারাও তোমার অভিমুখে ত্বরান্বিত হয়ে তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহে প্রবেশ করছে; কেউ-বা চূর্ণিতমস্তকে তোমার দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হয়ে দৃষ্ট হচ্ছে।—

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্‌ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তুতে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥

— পতঙ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরূপ সর্বলোকও নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করছে। তুমি জ্বলন্ত বদনে সর্বদিক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ; বিষ্ণু, তোমার উগ্র প্রভা সমস্ত জগৎ তেজে পূরিত করে সন্তপ্ত করছে। বল, কে তুমি উগ্ররূপ? তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসন্ন হও, আদিস্বরূপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা করি; তোমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারছি না।

তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। আমি পূর্বেই তাদের মেরেছি; সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।

অর্জুন বললেন, হে সর্ব, তোমাকে সহস্রবার সর্বদিকে নমস্কার করি। তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা বলে সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর। তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি, ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হও, পূর্বরূপ ধারণ কর।

কৃষ্ণ তাঁর স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করলেন এবং আরও বহু উপদেশ দিয়ে পরিশেষে বললেন, অর্জুন, যদি অহঙ্কারবশে মনে কর যে যুদ্ধ করব না, তবে সে সংকল্প মিথ্যা হবে, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। আমি করছি— এই ভাব যাঁর নেই তাঁর বুদ্ধি কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি সর্বলোক হত্যা করেও হত্যা করেন না। ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালিত করেন, তুমি সর্বভাবে তাঁর শরণ নাও।—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

— আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি— তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে শরণ করে চল, আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করো না।

অর্জুন বললেন, অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দূর হয়েছে, তোমার আদেশ আমি পালন করব।

ভীষ্মবধপর্বাধ্যায়

৬। যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার— কর্ণ— যুযুৎসু

যুধিষ্ঠির দেখলেন, সাগরতুল্য দুই সেনা যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত ও চঞ্চল হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ করে সত্বর রথ থেকে নামলেন এবং শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে পদব্রজে কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মের অভিমুখে চললেন। তাঁকে এইরূপে যেতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান রাজারা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। ভীমার্জুনাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনার অভিপ্রায় কী? আমাদের ত্যাগ করে নিরস্ত্র হয়ে একাকী শত্রুসেনার অভিমুখে কেন যাচ্ছেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, আমি এঁর অভিপ্রায় বুঝেছি, ইনি ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে সম্মান দেখিয়ে তার পর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। শাস্ত্রে আছে, গুরুজনকে সম্মানিত করে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, আমিও তাই মনে করি।

যুধিষ্ঠিরকে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, এই কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মের শরণ নিতে আসছে; ভীমার্জুনাদি থাকতে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ভীত হল কেন? প্রখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে নিশ্চয় এর জন্ম হয়নি। সৈন্যরা এই বলে আনন্দিতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল।

ভীষ্মের কাছে এসে দুই হাতে তাঁর পা ধরে যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্ধর্ষ পিতামহ, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি অনুমতি দিন, আশীর্বাদ করুন। ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যদি এইভাবে আমার কাছে না আসতে তবে তোমাকে আমি পরাজয়ের জন্য অভিশাপ দিতাম। পাণ্ডুপুত্র, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও, তোমার আর যা অভীষ্ট তা-ও লাভ কর। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি— আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না; এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর কী চাও বল। যুধিষ্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হিতের জন্য আপনি মন্ত্রণা দিন এবং কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে কী সাহায্য চাও? যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি অপরাজেয়, যদি আমাদের শুভকামনা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন্ উপায়ে জয় করব? ভীষ্ম বললেন, কৌন্তেয়, আমাকে যুদ্ধে জয় করতে

পারে এমন পুরুষ দেখি না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয়নি; তুমি আবার আমার কাছে এসো।

ভীষ্মের কাছে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আমি নিষ্পাপ হয়ে যুদ্ধ করব, কোন্ উপায়ে সকল শত্রু জয় করতে পারব তা বলুন। ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও বললেন, যুদ্ধের পূর্বে যদি আমার কাছে না আসতে তবে আমি অভিশাপ দিতাম। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, সে জন্য ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি— আমি কৌরবদের জন্যই যুদ্ধ করব, কিন্তু তোমার বিজয়কামনায় আশীর্বাদ করছি। যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আর যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো বল। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অপরাজেয়, যুদ্ধে কী করে আপনাকে জয় করব? দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি যখন রথারূঢ় হয়ে শরবর্ষণ করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করে অচেতনপ্রায় হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা যেতে পারে। যদি কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবে আমি যুদ্ধকালে অস্ত্র ত্যাগ করি— তোমাকে এই কথা সত্য বলছি।

তার পর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। তিনিও ভীষ্ম-দ্রোণের ন্যায় নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অবধ্য, তথাপি তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হয়েছি; সত্য বলছি, আমি প্রত্যহ নিদ্রা থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব।

তার পর যুধিষ্ঠির শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি না এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কী সাহায্য করব বল। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি পূর্বে[১] বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবেন, সেই বরই আমার কাম্য। শল্য বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে।

কৌরবগণের মহাসৈন্য থেকে নির্গত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি ভীষ্মের প্রতি বিদ্বেষের জন্য এখন যুদ্ধ করবে না; যত দিন ভীষ্ম না মরেন তত দিন তুমি আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্মের মৃত্যুর পর যদি দুর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত মনে কর তবে পুনর্বার কৌরবপক্ষে যেয়ো। কর্ণ বললেন, কেশব, আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছি।

---

১. উদ্‌যোগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্যের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যিনি আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আমি বরণ করে নেব। এই কথা শুনে যুযুৎসু বললেন, যদি আমাকে নেন তবে আমি ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুধিষ্ঠির বললেন, যুযুৎসু, এস এস, আমরা সকলে মিলে তোমার নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমরা একযোগে তোমাকে বরণ করছি। দেখছি তুমিই ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে।

ভ্রাতাদের ত্যাগ করে যুযুৎসু দুন্দুভি বাজিয়ে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বার বর্ম ধারণ করে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল, বীরগণ সিংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য ও ম্লেচ্ছ সকলেই গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন।

৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ— বিরাটপুত্র উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু

(প্রথম দিনের যুদ্ধ)

ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে কৌরবসেনা এবং ভীমকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবসেনা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হল। সিংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তীর রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হল। মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত নিনাদ অভিভূত হয়ে গেল।

দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিশ্রবা ভীষ্মকে বেষ্টন করে রইলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ বর্ষণ করতে করতে দুর্যোধনাদির অভিমুখে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভীষ্ম যমদণ্ডতুল্য কার্মুক নিয়ে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা, অভিমন্যু ও কোশলরাজ বৃহদ্‌বল, ভীমসেন ও দুর্যোধন, নকুল ও দুঃশাসন, সহদেব ও দুর্যোধনভ্রাতা দুর্মুখ, যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ শল্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণ, বিরাটপুত্র শঙ্খ ও ভূরিশ্রবা, ধৃষ্টকেতু ও বাহ্লীক, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ রাক্ষস, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামা, বিরাট ও ভগদত্ত, কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য, দ্রুপদ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমের পুত্র সুতসোম ও দুর্যোধনভ্রাতা বিকর্ণ, চেকিতান ও সুশর্মা, যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্ধ্য ও শকুনি, অর্জুন-সহদেব-পুত্র শ্রুতকর্মা-শ্রুতসেন ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অর্জুনপুত্র ইরাবান[১] ও কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অনুবিন্দ, বিরাটপুত্র উত্তর ও দুর্যোধনভ্রাতা বীরবাহু, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও শকুনিপুত্র উলূক— এঁদের পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে লাগল। ক্ষণকাল পরেই শৃঙ্খলা নষ্ট হল, সকলে উন্মত্তের ন্যায়

১. ১৪-পরিচ্ছেদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ করতে লাগলেন। পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল ভাগিনেয় সখা পরস্পরকে চিনতে পারলেন না, পাণ্ডবগণ ভূতাবিষ্টের ন্যায় কৌরবগণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

অভিমন্যুর শরাঘাতে ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথধ্বজ ছিন্ন ও ভূপতিত হল। ভীষ্ম অভিমন্যুকে শরজালে আবৃত করলেন, বিরাট ভীমসেন সাত্যকি প্রভৃতি অভিমন্যুকে রক্ষা করতে এলেন। বিরাটপুত্র উত্তর একটি বৃহৎ হস্তীতে চড়ে শল্যকে আক্রমণ করলেন, সেই হস্তীর পদাঘাতে শল্যের রথের চার অশ্ব বিনষ্ট হল। শল্য ভুজঙ্গসদৃশ শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অপর পুত্র ও সেনাপতি শ্বেত শল্যকে আক্রমণ করলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপুত্র রুক্মরথ এবং বৃহদ্‌বল প্রভৃতি অপর ছ জন বীর শল্যকে বেষ্টন করে রইলেন। শ্বেতের শরাঘাতে শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীষ্ম সত্বর এলেন এবং ভল্লের আঘাতে শ্বেতের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেত ভীষ্মের প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্মের শরাঘাতে শক্তি ছিন্ন হলে শ্বেত গদার প্রহারে ভীষ্মের রথ অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। তখন ভীষ্ম এক মন্ত্রসিদ্ধ বাণ মোচন করলেন, জ্বলন্ত অশনির ন্যায় সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ করে ভূমিতে প্রবিষ্ট হল। নরশার্দুল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শোকমগ্ন হলেন, ঘোর বাদ্যধ্বনির সহিত দুঃশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন।

তার পর সূর্যাস্ত হল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন, দুই পক্ষের অবহার (যুদ্ধবিরাম) ঘোষিত হল।

৮। ভীমার্জুনের কৌরবসেনা দলন

(দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ)

প্রথম দিনের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে সেইরূপ ভীষ্ম আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন। যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয় করা যায়, কিন্তু ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। কেশব, আমি বুদ্ধির দোষে ভীষ্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হয়েছি। আমি বরং বনে যাব, সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ ভীষ্মের কবলে আমার মিত্র এই নরপতিগণকে ফেলতে চাই না। মাধব, কিসে আমার মঙ্গল হবে বল। আমি দেখছি সব্যসাচী অর্জুন যুদ্ধে উদাসীন হয়ে আছেন, একমাত্র ভীমই ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করে যথাশক্তি যুদ্ধ করছেন, গদাঘাতে শত্রুর সৈন্য রথ অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট করছেন। কিন্তু এই সরল যুদ্ধে শত শত বৎসরেও ভীম শত্রুসেনা ক্ষয় করতে পারবেন না।

কৃষ্ণ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট ও দ্রুপদ সকলেই আপনার প্রিয়কারী। এই রাজারা এবং এঁদের সৈন্যদল আপনার

অনুরক্ত। এ-ও শুনেছি যে শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি বাসুদেবতুল্য যোদ্ধা, কার্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, সেইরূপ তুমি আমাদের সেনাপতি। পুরুষ-শার্দুল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমিই দ্রোণের হন্তা, ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সঙ্গেই আজ আমি যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠিরের উপদেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহ রচনা করলেন। পরদিন পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হল, অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি কেকয়রাজ বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্য সেনার ওপর ভীষ্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষেরই ব্যূহ চঞ্চল হল, পাণ্ডবদের বহু সৈন্য হত হল, রথারোহী সৈন্য পালাতে লাগল। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জুনের রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অশ্বসকল বলাকার ন্যায় শুভ্র, চক্রের ঘর্ঘর মেঘধ্বনির তুল্য, ধ্বজের উপর মহাকপি গর্জন করছেন। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য দুর্যোধন ও বিকর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন সাত্যকি বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ যুদ্ধে নিরত হলেন।

অর্জুন বহু কৌরবসৈন্য বধ করছেন দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, গাঙ্গেয়, আপনি ও রথীশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জুন আমাদের সমস্ত সৈন্য উচ্ছেদ করছে, আমার হিতকামী কর্ণও আপনার জন্য অস্ত্রত্যাগ করেছেন। অর্জুন যাতে নিহত হয় আপনি সেই চেষ্টা করুন। এই কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রধর্মকে ধিক! এই বলে তিনি অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের শঙ্খের নিনাদে এবং রথচক্রের ঘর্ঘরে ভূমি কম্পিত শব্দিত ও বিদীর্ণ হতে লাগল। দেবতা গন্ধর্ব চারণ ও ঋষিগণ বললেন, এই দুই মহারথই অজেয়, এঁদের যুদ্ধ প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। পাণ্ডবপক্ষীয় চেদিসৈন্য বিপক্ষের কলিঙ্গ ও নিষাদ-সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হয়েছে দেখে ভীমসেন কলিঙ্গসৈন্যের ওপর শরাঘাত করতে লাগলেন। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু এবং তাঁর পুত্র শক্রদেব ও ভানুমান ভীমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ করছেন দেখে ভীষ্ম তাঁর কাছে এলেন এবং শরাঘাতে ভীমের অশ্বসকল বিনষ্ট করলেন। ভীম ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন, ভীষ্মের চার অশ্ব বায়ুবেগে তাঁর রথ নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেল। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর দুই পুত্র ভীমের হস্তে সসৈন্যে নিহত হলেন।

দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হতে লাগল, দুর্যোধন ও অর্জুন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জুনের শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য নিহত হচ্ছে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, এই কালান্তক যমতুল্য অর্জুনকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা শ্রান্ত ও ভীত হয়েছে।

বিজয়ী পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় অবহার ঘোষিত হল।

৯। কৃষ্ণের ক্রোধ
(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ)

রাত্রি প্রভাত হলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম গারুড় ব্যূহ এবং পাণ্ডবগণ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হল, দ্রোণরক্ষিত কৌরবব্যূহ এবং ভীমার্জুনরক্ষিত পাণ্ডবব্যূহ কোনওটি বিচ্ছিন্ন হল না, সৈন্যগণ ব্যূহের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে এবং মাংসশোণিতের কর্দমে রণভূমি অগম্য হয়ে উঠল। জগতের বিনাশসূচক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরুপক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ পুরুমিত্র বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাণ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাত্যকি চেকিতান ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বিপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সারথি তাঁকে সত্বর রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল।

সংজ্ঞালাভ করে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি, অস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনুর্ধর কৃপ জীবিত থাকতে আমাদের সৈন্য পালাচ্ছে, এ অতি অসঙ্গত মনে করি। পাণ্ডবগণ কখনও আপনাদের সমান নয়, তারা নিশ্চয় আপনার অনুগ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপনি উপেক্ষা করছেন। আপনার উচিত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনার দ্রোণের ও কৃপের মনোভাব পূর্বে জানতে পারলে আমি কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না করে থাকেন তবে এখন যথাশক্তি যুদ্ধ করুন।

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আমি বহুবার বলেছি যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবতারও অজেয়। আমি বৃদ্ধ, তথাপি যথাশক্তি যুদ্ধ করব, আজ আমি একাকীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বন্ধু সমেত প্রত্যাহত করব। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা আনন্দিত হয়ে শঙ্খ ও ভেরী বাজালেন।

সেই দিনে পূর্বাহ্ণ অতীত হলে ভীষ্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে দুর্যোধনাদি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে পাণ্ডবগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, অর্জুন প্রভৃতি চেষ্টা করেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেনা ভগ্ন হল, পালাবার সময়েও দু জন একত্র রইল না, সকলে বিমূঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত হয়েছে, যদি মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীষ্মকে প্রহার কর। অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্ম ও অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। অর্জুনের হস্তলাঘব দেখে

ভীষ্ম বললেন, সাধু পার্থ, সাধু পাণ্ডুপুত্র! বৎস, আমি অতিশয় প্রীত হয়েছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বচালনায় পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীষ্মের বাণ ব্যর্থ করে দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন।

ভীষ্মের পরাক্রম এবং অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই চিন্তা করলেন—যুধিষ্ঠির বলহীন হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে এবং কৌরবগণ হৃষ্ট হয়ে দ্রুতবেগে আসছে। তীক্ষ্ণ শরে আহত হয়েও অর্জুন নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, ভীষ্মের গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে। আজ আমিই ভীষ্মকে বধ করে পাণ্ডবদের ভার হরণ করব।

সাত্যকি দেখলেন, কৌরবগণের শত সহস্র অশ্বারোহী গজারোহী রথী পদাতি অর্জুনকে বেষ্টন করছে এবং ভীষ্মের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে বহু পাণ্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যকি বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছ? পলায়ন সজ্জনের ধর্ম নয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করো না, বীরধর্ম পালন কর। কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও যাক। দেখ, আজ আমিই অনুচরসহ ভীষ্ম-দ্রোণকে নিপাতিত করব। এই পার্থসারথির কাছে কোনও কৌরব নিস্তার পাবে না, আজ আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি এবং ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বসাব।

স্মরণমাত্র কৃষ্ণের হস্তাগ্রে সুদর্শন চক্র আরূঢ় হল। তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্যপ্রভ সহস্রবজ্রতুল্য চক্র ঘূর্ণিত করলেন, এবং সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তীকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অঙ্গে লম্বমান পীতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বিদ্যুদ্‌বেষ্টিত মেঘের ন্যায় সগর্জনে সক্রোধে চক্রহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ করে উঠল। ভীষ্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধীরভাবে কৃষ্ণকে বললেন, দেবেশ জগন্নিবাস চক্রপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে নিহত হলে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রতি ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়েছি।

অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃষ্ণের দুই বাহু ধরলেন এবং প্রবল বায়ুতে বৃক্ষ যেমন চালিত হয় সেইরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন, তার পর কৃষ্ণের দুই চরণ ধরে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত করলেন। অর্জুন প্রণাম করে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদের গতি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করছি, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়োগ অনুসারে কৌরবগণকে বধ করব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন।

তার পর অর্জুন অতি ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৌরবপক্ষের বহু পদাতি অশ্ব রথ ও গজ বিনষ্ট হল, রণভূমিতে রক্তের নদী বইতে লাগল। সূর্যাস্ত হলে ভীষ্ম দ্রোণ

করলেন। ভীম ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন, ভীষ্মের চার অশ্ব বায়ুবেগে তাঁর রথ নিয়ে রণভূমি থেকে চ'লে গেল। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর দুই পুত্র ভীমের হস্তে সসৈন্যে নিহত হলেন।

দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল, দুর্যোধন ও অর্জুন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জুনের শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য নিহত হচ্ছে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, এই কালান্তক যম তুল্য অর্জুনকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা শ্রান্ত ও ভীত হয়েছে।

বিজয়ী পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় অবহার ঘোষিত হ'ল।

৯। কৃষ্ণের ক্রোধ

(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ)

রাত্রি প্রভাত হ'লে কুরুপিতামহ ভীষ্ম গারুড় ব্যূহ এবং পাণ্ডবগণ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরক্ষিত কৌরবব্যূহ এবং ভীমার্জুনরক্ষিত পাণ্ডবব্যূহ কোনওটি বিচ্ছিন্ন হ'ল না, সৈন্যগণ ব্যূহের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে এবং মাংসশোণিতের কর্দমে রণভূমি অগম্য হয়ে উঠল। জগতের বিনাশসূচক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরুপক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ পুরুমিত্র বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাণ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাত্যকি চেকিতান ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বিপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সারথি তাঁকে সত্বর রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল।

সংজ্ঞালাভ ক'রে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি, অস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনুর্ধর কৃপ জীবিত থাকতে আমাদের সৈন্য পালাচ্ছে, এ অতি অসংগত মনে করি। পাণ্ডবগণ কখনও আপনাদের সমান নয়, তারা নিশ্চয় আপনার অনুগ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপনি উপেক্ষা করছেন। আপনার উচিত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের

সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনার দ্রোণের ও কৃপের মনোভাব পূর্বে জানতে পারলে আমি কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না ক'রে থাকেন তবে এখন যথাশক্তি যুদ্ধ করুন।

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আমি বহু বার বলেছি যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবতারও অজেয়। আমি বৃদ্ধ, তথাপি যথাশক্তি যুদ্ধ করব, আজ আমি একাকীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বন্ধু সমেত প্রত্যাহত করব। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা আনন্দিত হয়ে শঙ্খ ও ভেরী বাজালেন।

সেই দিনে পূর্বাহ্ণ অতীত হ'লে ভীষ্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং দুর্যোধনাদি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে পাণ্ডবগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, অর্জুন প্রভৃতি চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেনা ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দুজন একত্র রইল না, সকলে বিমূঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত হয়েছে, যদি মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীষ্মকে প্রহার কর। অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্ম ও অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের হস্তলাঘব দেখে ভীষ্ম বললেন, সাধু পার্থ, সাধু পাণ্ডুপুত্র! বৎস, আমি অতিশয় প্রীত হয়েছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বচালনায় পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীষ্মের বাণ ব্যর্থ ক'রে দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন।

ভীষ্মের পরাক্রম এবং অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই চিন্তা করলেন — যুধিষ্ঠির বলহীন হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে এবং কৌরবগণ হৃষ্ট হয়ে দ্রুতবেগে আসছে। তীক্ষ্ণ শরে আহত হয়েও অর্জুন নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, ভীষ্মের গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে। আজ আমিই ভীষ্মকে বধ ক'রে পাণ্ডবদের ভার হরণ করব।

সাত্যকি দেখলেন, কৌরবগণের শত সহস্র অশ্বারোহী গজারোহী রথী ও পদাতি অর্জুনকে বেষ্টন করছে এবং ভীষ্মের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে বহু পাণ্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যকি বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছ? পলায়ন সজ্জনের ধর্ম নয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রো না, বীরধর্ম পালন কর। কৃষ্ণ বললেন,

সাত্যকি, যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও যাক। দেখ, আজ আমিই অনুচর সহ ভীষ্ম-দ্রোণকে নিপাতিত করব। এই পার্থসারথির কাছে কোনও কৌরব নিস্তার পাবে না, আজ আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি এবং ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ ক'রে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বসাব।

স্মরণমাত্র কৃষ্ণের হস্তাগ্রে সুদর্শন চক্র আরূঢ় হ'ল। তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্যপ্রভ সহস্রবজ্রতুল্য চক্র ঘূর্ণিত করলেন, এবং সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তীকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অঙ্গে লম্বমান পীতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বিদ্যুদ্‌বেষ্টিত মেঘের ন্যায় সগর্জনে সক্রোধে চক্রহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ ক'রে উঠল। ভীষ্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধীরভাবে কৃষ্ণকে বললেন, দেবেশ জগন্নিবাস চক্রপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রতি ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়েছি।

অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃষ্ণের দুই বাহু ধরলেন এবং প্রবল বায়ুতে বৃক্ষ যেমন চালিত হয় সেইরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন, তার পর কৃষ্ণের দুই চরণ ধ'রে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত করলেন। অর্জুন প্রণাম ক'রে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদের গতি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করছি, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়োগ অনুসারে কৌরবগণকে বধ করব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন।

তার পর অর্জুন অতি ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৌরব-পক্ষের বহু পদাতি অশ্ব রথ ও গজ বিনষ্ট হ'ল, রণভূমিতে রক্তের নদী বইতে লাগল। সূর্যাস্ত হ'লে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। কৌরব সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ অর্জুন দশ হাজার রথী, সাত শ হস্তী এবং সমস্ত প্রাচ্য সৌবীর ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাতিত করেছেন, তিনি একাকীই ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ভূরিশ্রবা শল্য প্রভৃতি বীরগণকে জয় করেছেন। এই ব'লে তারা বহু সহস্র মশাল জেলে ত্রস্ত হয়ে শিবিরে চ'লে গেল।

১০। ঘটোৎকচের জয়

(চতুর্থ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন প্রভাতে ভীষ্ম সসৈন্যে মহাবেগে অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা শল্য শল্যপুত্র ও চিত্রসেনের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল। ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে শল্যপুত্রের মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন, দুর্যোধন দুঃশাসন বিকর্ণ প্রভৃতি শল্যের রথ রক্ষা করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দুর্যোধন দশ হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভীম সেই হস্তীর দল গদাঘাতে বিনষ্ট ক'রে রণস্থলে শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন।

সেনাপতি, জলসন্ধ, সুষেণ, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ, সুলোচন প্রভৃতি দুর্যোধনের চোদ্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশুদলের মধ্যে ব্যাঘ্রের ন্যায় সৃক্কণী লেহন ক'রে ভীমসেন সেনাপতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন এবং সুষেণ বীরবাহু ভীম ভীমরথ ও সুলোচনকে যমালয়ে পাঠালেন। দুর্যোধনের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্মের আদেশে ভগদত্ত এক বৃহৎ হস্তীতে চ'ড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। ভগদত্তের শরাঘাতে ভীম মূর্ছিত হয়ে রথের ধ্বজদণ্ড ধ'রে রইলেন। পিতা ভীমসেনের এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ তখনই অন্তর্হিত হলেন এবং মায়াবলে ঘোর মূর্তি ধারণ ক'রে ঐরাবত হস্তীতে আরূঢ় হয়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ অঞ্জন বামন ও মহাপদ্ম (পুণ্ডরীক) নামক দিগ্‌গজে চ'ড়ে উপস্থিত হ'ল। এইসকল চতুর্দন্ত দিগ্‌গজ চতুর্দিক থেকে ভগদত্তের হস্তীকে আক্রমণ করলে। ভগদত্তের হস্তী আর্তনাদ ক'রে পালাতে লাগল।

ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য দ্রুতবেগে এলেন, যুধিষ্ঠিরাদিও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোৎকচ অশনিগর্জনের ন্যায় সিংহনাদ করলেন। ভীষ্ম বললেন, দুরাত্মা হিড়িম্বাপুত্রের সঙ্গে এখন আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না, ও এখন বলবীর্য ও সহায় সম্পন্ন। আমাদের বাহনসকল শ্রান্ত হয়েছে, আমরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, সূর্যও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের বিরাম হ'ক।

১১। সাত্যকিপুত্রগণের মৃত্যু

(পঞ্চম দিনের যুদ্ধ)

রাত্রিকালে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি এবং দ্রোণ শল্য কৃপ অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা ভগদত্ত প্রভৃতি সকলেই মহারথ, আপনারা এই যুদ্ধে দেহত্যাগে প্রস্তুত এবং ত্রিলোকজয়েও সমর্থ। তথাপি পাণ্ডবরা আমাদের জয় করছে কেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, কিন্তু তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও জগতের মঙ্গল হবে। তুমি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা করতে, তার ফল এখন পাচ্ছ। শার্ঙ্গধর কৃষ্ণ যাঁদের রক্ষা করেন সেই পাণ্ডবদের জয় করতে পারে এমন কেউ অতীত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমি এবং বেদজ্ঞ মুনিরা পূর্বেই তোমাকে বারণ করেছিলাম যে বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, কিন্তু তুমি মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার মনে হয় তুমি মোহগ্রস্ত রাক্ষস। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তায় রক্ষিত, সেজন্য তারা জয়ী হবেই।

পরদিন প্রভাতকালে ভীষ্ম মকর ব্যূহ এবং পাণ্ডবগণ শ্যেন ব্যূহ রচনা করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'তে লাগল। পূর্বদিনে কৌরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং ভ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ ক'রে দুর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনি সর্বদা আমার হিতকামী, আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের সাহায্যে আমরা দেবগণকেও জয় করতে পারি, হীনবল পাণ্ডবরা তো দূরের কথা। আপনি এমন চেষ্টা করুন যাতে পাণ্ডবরা মরে। দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পাণ্ডবদের পরাক্রম জান না। তাদের জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি যথাশক্তি তোমার কর্ম করব।

ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্মের সহিত অর্জুন, দুর্যোধনের সহিত ভীম, শল্যের সহিত যুধিষ্ঠির, এবং দ্রোণ-অশ্বত্থামার সহিত সাত্যকি চেকিতান ও দ্রুপদ যুদ্ধে নিরত হলেন। আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হ'লে যেমন শব্দ হয়, তীক্ষ্ম বাণে ছিন্ন নরমুণ্ডের পতনে সেইরূপ শব্দ হ'তে লাগল। সাত্যকির মহাবল দশ পুত্র ভূরিশ্রবাকে বেষ্টন ক'রে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভূরিশ্রবা ভল্লের আঘাতে দশ জনেরই শিরশ্ছেদন করলেন।

পুত্রদের নিহত দেখে সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দুজনেরই রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, তাঁরা খড়্গ ও চর্ম (ঢাল) ধারণ ক'রে লম্ফ দিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। তখন ভীমসেন সাত্যকিকে এবং দুর্যোধন ভূরিশ্রবাকে নিজের রথে তুলে নিলেন। এই দিনে অর্জুনের শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হলেন। তার পর সূর্যাস্ত হ'লে ভীষ্ম অবহার ঘোষণা করলেন।

১২। ভীমের জয়

(ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন মকর ব্যূহ এবং ভীষ্ম ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ করলেন। ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে ভীমার্জুনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ বহুগুণসম্পন্ন, তারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী দীর্ঘাকার দৃঢ়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরীক্ষা ক'রে উপযুক্ত বেতন দিয়ে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, গোষ্ঠী (আড্ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধুদের অনুরোধেও নেওয়া হয় নি। সেনাপতির কর্মে অভিজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাপি যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে আমার সৈন্য সংহার করছেন। বিদুর সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কিন্তু আমার মূর্খ পুত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল, তার ফল এই যুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার পর সঞ্জয় পুনর্বার যুদ্ধবিবরণ বলতে লাগলেন।

ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারথিকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথী ও পদাতি বিনষ্ট করতে লাগলেন। ভীমের শূন্য রথ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন

১২। ভীমের জয়
(ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন মকর ব্যূহ এবং ভীষ্ম ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ করলেন। ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে ভীমার্জুনের ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল, তাঁদের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ বহুগুণসম্পন্ন, তারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী দীর্ঘাকার দৃঢ়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরীক্ষা করে উপযুক্ত বেতন দিয়ে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, গোষ্ঠী (আড্ডা) থেকে তাদের আনা হয়নি, বন্ধুদের অনুরোধেও নেওয়া হয়নি। সেনাপতির কর্মে অভিজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাপি যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে আমার সৈন্য সংহার করছেন। বিদুর সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কিন্তু আমার মূর্খ পুত্র তা শোনেনি। বিধাতা যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল, তার ফল এই যুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার পর সঞ্জয় পুনর্বার যুদ্ধবিবরণ বলতে লাগলেন।

ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারথিকে অপেক্ষা করতে বললেন, এবং কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ করে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথী ও পদাতি বিনষ্ট করতে লাগলেন। ভীমের শূন্য রথ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন এবং তাঁর দেহে বিদ্ধ বাণসকল তুলে ফেলে তাঁকে আলিঙ্গন করে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তাতে দুর্যোধনাদি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম ও জলপান করে সুস্থ হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহযোগে আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনাদির অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য সত্বর এলেন এবং প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট করলেন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সসৈন্যে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করতে এলেন এবং সূচীমুখ ব্যূহ রচনা করে কুরুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দুর্যোধনাদির সঙ্গে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল।

অপরাহ্ণ আগত হল, ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করলেন। ভীম দুর্যোধনকে বললেন, বহু বর্ষ যার কামনা করেছি সেই কাল এখন এসেছে, যদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ করব, জননী কুন্তী ও দ্রৌপদীর সকল ক্লেশ এবং বনবাসের কষ্টের

প্রতিশোধ নেব। আজ তোমাকে সবান্ধবে বধ করে তোমার সমস্ত পাপের শাস্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন, সারথি আহত, এবং চার অশ্ব নিহত হল। দুর্যোধন শরবিদ্ধ হয়ে মূর্ছিত হলেন, কৃপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন।

অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীপুত্র শ্রুতকর্মা সুতসোম শ্রুতসেন ও শতানীকের শরাঘাতে দুর্যোধনের চার ভ্রাতা বিকর্ণ দুর্মুখ জয়ৎসেন ও দুষ্কর্ণ বিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হলেন। সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল, তার পর অবহার ঘোষিত হলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন।

১৩। বিরাটপুত্র শঙ্খের মৃত্যু— ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়
(সপ্তম দিনের যুদ্ধ)

রক্তাক্তদেহে চিন্তাকুলমনে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডবরা আমাদের ব্যূহবদ্ধ বীর সৈন্যগণকে নিপীড়িত করে হৃষ্ট হয়েছে। আমাদের মকর ব্যূহের ভিতরে এসে ভীম আমাকে পরাস্ত করেছে, তার ক্রোধ দেখে আমি মূর্ছিত হয়েছিলাম, এখনও আমি শান্তি পাচ্ছি না। সত্যসন্ধ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন পাণ্ডবগণকে বধ করে আমি জয়লাভ করতে পারি। ভীষ্ম হেসে বললেন, রাজপুত্র, আমি নিজের মনোভাব গোপন করছি না, সর্বপ্রযত্নে তোমাকে বিজয়ী ও সুখী করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পাণ্ডবদের সহায় হয়ে যাঁরা ক্রোধবিষ উদ্‌গার করছেন তাঁরা সকলেই মহারথ অস্ত্রবিশারদ ও বলগর্বিত, তুমি পূর্বে তাঁদের সঙ্গে শত্রুতাও করেছিলে। তোমার জন্য আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের জীবনরক্ষার চেষ্টা করব না। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী, বাসুদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা দেবগণেরও অজেয়। তথাপি আমি তোমার কথা রাখব, হয় আমি পাণ্ডবদের জয় করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় করবেন।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বিশল্যকরণী ওষধি দিলেন, তার প্রয়োগে দুর্যোধন সুস্থ হলেন। পরদিন ভীষ্ম মণ্ডল ব্যূহ এবং যুধিষ্ঠির বজ্র ব্যূহ রচনা করলেন। যুদ্ধকালে অর্জুনের বিক্রম দেখে দুর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম জীবনের মায়া ত্যাগ করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। রাজারা তখনই সসৈন্যে ভীষ্মের কাছে গেলেন।

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাটের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হলে তিনি তাঁর পুত্র শঙ্খের রথে উঠলেন। দ্রোণ এক আশীবিষতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শঙ্খ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ভীত বিরাট কালান্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সাত্যকির ঐন্দ্র অস্ত্রে রাক্ষস অলম্বুষ রণস্থল থেকে বিতাড়িত হল। ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাঘাতে দুর্যোধনের রথের অশ্ব বিনষ্ট হল, শকুনি তাঁকে নিজের রথে তুলে দিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জুনপুত্র ইরাবানের[১] সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অনুবিন্দের চার অশ্ব নিহত হল, তিনি বিন্দের রথে উঠলেন। ইরাবান বিন্দের সারথিকে বধ করলেন, তখন বিন্দের অশ্বসকল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছুটতে লাগল। ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে ঘটোৎকচ পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রীতি সহকারে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বারা নকুলের রথধ্বজ ও ধনু ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব নিপাতিত করলেন, নকুল সহদেবের রথে উঠলেন। তখন সহদেব মহাবেগে এক শর নিক্ষেপ করে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন, শল্য অচেতন হয়ে রথমধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁর সারথি তাঁকে নিয়ে রণস্থল থেকে চলে গেল। চেকিতান ও কৃপাচার্যের রথ নষ্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা পরস্পরের খড়্গাঘাতে আহত হয়ে মূর্ছিত হলেন, শিশুপালপুত্র করকর্ষ ও শকুনি নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন।

ভীষ্ম শিখণ্ডীর ধনু ছেদন করলেন। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, শিখণ্ডী, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে ভীষ্মকে বধ করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম যশ ও কুলমর্যাদা রক্ষা কর। ভীষ্মের কাছে পরাস্ত হয়ে তুমি নিরুৎসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? তোমার বীর খ্যাতি আছে, তবে ভীষ্মকে ভয় করছ কেন?

যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসনায় লজ্জিত হয়ে শিখণ্ডী পুনর্বার ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। শল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, শিখণ্ডী তা বরুণাস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করলেন। তার পর শিখণ্ডী ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বের স্ত্রীত্ব স্মরণ করে ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন।

সূর্যাস্ত হলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ করে নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা দেহ থেকে শল্য (বাণাগ্র প্রভৃতি) তুলে ফেলে নানাবিধ জলে স্নান করে স্বস্ত্যয়ন করলেন। স্তুতিপাঠক বন্দি এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। সমস্ত শিবির যেন স্বর্গতুল্য হল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হলেন।

---

১. মহাভারতে ইরাবানের জননীর নাম দেওয়া নেই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ইনিই উলূপী। আদিপর্ব ৩৯-পরিচ্ছেদ ও ভীষ্মপর্ব ১৪-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪। ইরাবানের মৃত্যু— ঘটোৎকচের মায়া
(অষ্টম দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ভীষ্ম কূর্ম ব্যূহ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করলেন। যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধরে আহ্বান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। এই দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা সুনাভ অপরাজিত কুণ্ডধার পণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদর আদিত্যকেতু ও বহ্বাশী ভীমের হস্তে নিহত হলেন। ভ্রাতৃশোকে কাতর হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, বৎস, আমি দ্রোণ বিদুর ও গান্ধারী পূর্বেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝনি। এ কথাও তোমাকে পূর্বে বলেছি যে, আমি বা আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীম ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুমি স্থিরভাবে দৃঢ়চিত্তে স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর।

অর্জুনপুত্র ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ সিন্ধু প্রভৃতি বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন করে চলল। এই ইরাবান নাগরাজ ঐরাবতের দুহিতার গর্ভে অর্জুনের ঔরসে জন্মেছিলেন। ঐরাবতদুহিতার পূর্বপতি গরুড় কর্তৃক নিহত হন; তার পর ঐরাবত তাঁর শোকাতুরা অনপত্যা কন্যাকে অর্জুনের নিকট অর্পণ করেন। কর্তব্যবোধে অর্জুন সেই কামার্তা পরপত্নীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। এই পুত্রই ইরাবান। ইনি নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষবশত এঁর পিতৃব্য দুরাত্মা অশ্বসেন এঁকে ত্যাগ করেন। অর্জুন যখন সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। অর্জুন তাঁকে বলেছিলেন, যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য করো।

গজ গবাক্ষ বৃষক চর্মবান আর্জক ও শুক— শকুনির এই ছয় ভ্রাতার সঙ্গে ইরাবানের যুদ্ধ হল। ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভৃতি ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অর্জুনের এই মায়াবী পুত্র আমার ঘোর ক্ষতি করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোদ্ধায় পরিবেষ্টিত হয়ে অলম্বুষ ইরাবানকে আক্রমণ করল। দু জনে মায়াযুদ্ধ হতে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল মূর্তি ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্বুষ গরুড়ের রূপ ধরে সেই নাগদের খেয়ে ফেলল। তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, অলম্বুষ খড়্গাঘাতে তাঁকে বধ করল।

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, তাতে কুরুসৈন্যদের উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘর্মস্রাব হল। দুর্যোধন ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হলেন, বঙ্গরাজ্যের অধিপতি দশ সহস্র হস্তী নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন। দুর্যোধনের ওপর ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর শক্তির আঘাতে বঙ্গাধিপের বাহন হস্তী

নিহত হল। ঘটোৎকচ দ্রোণের ধনু ছেদন করলেন, বাহ্লীক চিত্রসেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং বৃহদ্‌বলের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এই লোমহর্ষকর সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রায় পরাস্ত হল।

অশ্বত্থামা সত্বর এসে ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়া প্রয়োগ করলেন, তার প্রভাবে কৌরবপক্ষের সকলে দেখল, দ্রোণ দুর্যোধন শল্য ও অশ্বত্থামা রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নদেহে ছটফট করছেন, কৌরববীরগণ প্রায় সকলে নিপাতিত হয়েছেন, এবং বহু সহস্র অশ্ব ও আরোহী খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈন্যগণ শিবিরের দিকে ধাবিত হল। তখন ভীষ্ম ও সঞ্জয় বললেন, তোমরা পালিও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসী মায়া। সৈন্যরা বিশ্বাস করল না, পালিয়ে গেল।

দুর্যোধনের মুখে এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীষ্ম বললেন, বৎস, তুমি সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যুধিষ্ঠির বা তাঁর কোনও ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কারণ রাজধর্ম অনুসারে রাজার সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ করেন। তার পর ভীষ্ম ভগদত্তকে বললেন, মহারাজ, আপনি শীঘ্র হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে বধ করুন, আপনিই তার উপযুক্ত প্রতিযোদ্ধা।

ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমসেন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, চেদিরাজ, দশার্ণরাজ প্রভৃতি ছিলেন। ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ করে এলেন এবং ভীষণ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জানুতে রেখে ভেঙে ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের ওপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম কৃপ প্রভৃতিকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত ভ্রাতা অনাধৃষ্টি কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহু সুবাহু ও কনকধ্বজ বিনষ্ট হলেন, তাঁদের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের বিরাম হল, কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

১৫। ভীষ্মের পরাক্রম
(নবম দিনের যুদ্ধ)

কর্ণ ও শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ও ভূরিশ্রবা পাণ্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জানি না, তারা জীবিত থেকে আমার বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার ভ্রাতাদের বধ করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, শোক করো না। ভীষ্ম যুদ্ধ থেকে সরে যান, তিনি অস্ত্রত্যাগ করলে তাঁর সমক্ষেই আমি পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদের দয়া করেন, সেই মহারথগণকে জয় করবার শক্তিও তাঁর নেই। অতএব তুমি শীঘ্র ভীষ্মের শিবিরে যাও, বৃদ্ধ পিতামহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অস্ত্রত্যাগে সম্মত করাও।

দুর্যোধন অশ্বারোহণে ভীষ্মের শিবিরে চললেন, তাঁর ভ্রাতারাও সঙ্গে গেলেন। ভৃত্যগণ গন্ধতৈলযুক্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উষ্ণীষকঞ্চুকধারী রক্ষীগণ বেত্রহস্তে ধীরে ধীরে চারিদিকের জনতা সরিয়ে দিল। ভীষ্মের কাছে গিয়ে দুর্যোধন কৃতাঞ্জলি হয়ে সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন, শত্রুহন্তা পিতামহ, আমার ওপর কৃপা করুন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপনি সেইরূপ পাণ্ডবগণকে বধ করুন। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, পাণ্ডব পাঞ্চাল কেকয় প্রভৃতিকে বধ করে সত্যবাদী হোন। যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কৃপাবিষ্ট হয়ে বা আমার প্রতি বিদ্বেষের বশে আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার অনুমতি দিন, তিনিই পাণ্ডবগণকে জয় করবেন।

দুর্যোধনের বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হয়ে মহামনা ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু কোনও অপ্রিয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তিনি মৃদুবাক্যে বললেন, দুর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন, আমি যথাশক্তি চেষ্টা করছি, তোমার প্রিয়কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুমি পেয়েছ। খাণ্ডবদাহকালে অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমার বীর ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়েছিলেন তখন অর্জুন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিরাটনগরে গোহরণকালে একাকী অর্জুন আমাদের সকলকে জয় করে উত্তরকে দিয়ে আমাদের বস্ত্র হরণ করিয়েছিলেন। শঙ্খচক্রগদাধর অনন্তশক্তি সর্বেশ্বর পরমাত্মা বাসুদেব যাঁর রক্ষক সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পার না, মুমূর্ষু লোক যেমন সকল বৃক্ষই কাঞ্চনময় দেখে তুমিও সেইরূপ বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহাবৈর সৃষ্টি করেছ, এখন নিজেই যুদ্ধ করে পৌরুষ দেখাও। আমি সোমক পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে বিনষ্ট করব, হয় তাদের হাতে মরে যমালয়ে যাব নতুবা তাদের সংহার করে তোমাকে তুষ্ট করব। কিন্তু আমার প্রাণ গেলেও শিখণ্ডীকে বধ করব না, কারণ বিধাতা তাকে পূর্বে শিখণ্ডিনী রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন। গান্ধারীপুত্র, সুখে নিদ্রা যাও, কাল আমি এমন মহাযুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন নতমস্তকে প্রণাম করে নিজের শিবিরে চলে গেলেন। ভীষ্ম নিজেকে তিরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর অতিশয় আত্মগ্লানি হল।

পরদিন ভীষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাব্যূহ রচনা করলেন। কৃপ কৃতবর্মা জয়দ্রথ দ্রোণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত দুর্যোধন প্রভৃতি এই ব্যূহে বিভিন্ন স্থানে রইলেন। পাণ্ডবগণও এক মহাব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, পাঞ্চালপুত্র, তুমি আজ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে রাখ, আমি তাঁর রক্ষক হব।

যুদ্ধকালে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হল, শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর শব্দ করতে লাগল। পিঙ্গলতুরঙ্গবাহিত রথে আরূঢ় হয়ে মহাবীর অভিমন্যু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মথিত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে রাক্ষস অলম্বুষ

তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে অরিঘাতিনী তামসী মায়া প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। তখন অভিমন্যু ভাস্কর অস্ত্রে সেই মায়া নষ্ট করে অলম্বুষকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন, অলম্বুষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধকালে একবার পাণ্ডবপক্ষের অন্যবার কৌরবপক্ষের জয় হতে লাগল। অবশেষে ভীষ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসেনা বিধ্বস্ত হল, মহারথগণও বারণ না শুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভগ্ন রথ ও ধ্বজে রণস্থল ব্যাপ্ত হল, সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, বীর, তুমি বিরাটনগরে সঞ্জয়কে বলেছিলে যে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমস্ত কুরুসৈন্য সংহার করবে। ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করে এখন সেই বাক্য সত্য কর। অর্জুন অধোমুখে অনিচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধ্য তাঁদের বধ করে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভালো, না বনবাসে কষ্টভোগ করা ভালো? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুরুপিতামহকে নিপাতিত করব। ভীষ্মের বাণবর্ষণে অর্জুনের রথ আচ্ছন্ন হল, কৃষ্ণ অবিচলিত হয়ে আহত অশ্বদের বেগে চালাতে লাগলেন।[১]

ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দুই পক্ষেরই বহু সৈন্য বিনষ্ট হল। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ার্ত হয়ে ভীষ্মের অমানুষিক বিক্রম দেখতে লাগল। এই সময়ে সূর্যাস্ত হল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা বিজয়ী ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন।

১৬। ভীষ্ম-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদি

শিবিরে এসে যুধিষ্ঠির তাঁর মিত্রদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, হস্তী যেমন নলবন মর্দন করে সেইরূপ ভীষ্ম আমাদের সৈন্য মর্দন করছেন। আমি বুদ্ধির দোষে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। কৃষ্ণ, আমার বনে যাওয়াই ভালো, যুদ্ধে আর রুচি নেই, ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের হনন করছেন। যে জীবনকে অতি প্রিয় মনে করি তা আজ দুর্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে যাপন করব। মাধব, যদি আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিরোধ না হয়।

কৃষ্ণ বললেন, ধর্মপুত্র, বিষণ্ণ হবেন না, আপনার ভ্রাতারা শত্রুহন্তা দুর্জয় বীর। অর্জুন যদি ভীষ্মবধে অনিচ্ছুক হন তবে আপনি আমাকে নিযুক্ত করেন, আমি ভীষ্মকে যুদ্ধে

---

১. ৯-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভীষ্মকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। *মহাভারতে* এই স্থানে সেই ঘটনার পুনরুক্তি আছে।

আহ্বান করে দুর্যোধনাদির সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে পাণ্ডবদের শত্রু সে আমারও শত্রু, আপনার ও আমার একই ইষ্ট। আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আমি নিজ দেহের মাংসও কেটে দিতে পারি। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ভীষ্মকে নিপাতিত করবেন। এখন তিনি সেই কথা রাখুন, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভীষ্ম বিপরীত পক্ষে যোগ দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, তাঁর বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

যুধিষ্ঠির বললেন, গোবিন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভীষ্মকে কেন, ইন্দ্রকেও জয় করতে পারি। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে পারি না, তুমি যুদ্ধ না করেই আমাদের সাহায্য কর। ভীষ্ম আমাকে বলেছিলেন যে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার হিতের জন্য মন্ত্রণা দেবেন। অতএব আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধের উপায় জেনে নেব। তিনি নিশ্চয় আমাদের হিতকর সত্য বাক্য বলবেন, আমাদের যাতে জয় হয় এমন মন্ত্রণা দেবেন। বালক ও পিতৃহীন অবস্থায় তিনিই আমাদের বর্ধিত করেছিলেন। মাধব, সেই বৃদ্ধ প্রিয় পিতামহকে আমি হত্যা করতে যাচ্ছি— ক্ষত্রজীবিকায় ধিক!

পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্মের কাছে গিয়ে নতমস্তকে প্রণাম করলেন। সাদরে স্বাগত জানিয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ, তোমাদের কী প্রিয়কার্য করব? নিঃশঙ্ক হয়ে বল, যদি অতি দুষ্কর কর্ম হয় তা-ও আমি করব। ভীষ্ম প্রীতিপূর্বক বার বার এইরূপ বললে যুধিষ্ঠির দীনমনে বললেন, সর্বজ্ঞ, কোন্ উপায়ে আমরা জয়ী হব, রাজ্যলাভ করব? প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে? আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা কী করে সইব? আপনার সূক্ষ্ম ছিদ্রও দেখা যায় না, কেবল মণ্ডলাকার ধনুই দেখতে পাই। আপনি রথে সূর্যের ন্যায় বিরাজ করেন; কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ষণ করেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ষণে আমাদের বিপুল সেনা ক্ষয় পাচ্ছে। পিতামহ, বলুন কিরূপে আমরা জয়ী হব।

ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডবগণ, আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে না। যদি জয়ী হতে চাও তবে অনুমতি দিচ্ছি তোমরা শীঘ্র যথাসুখে আমাকে প্রহার কর। এই কার্যই তোমাদের কর্তব্য মনে করি, আমি হত হলে সকলেই হত হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি দণ্ডধর ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করেন, বজ্রধর ইন্দ্র এবং সমস্ত সুরাসুরও আপনাকে জয় করতে পারেন না, আমরা কী করে জয়ী হব তার উপায় বলুন। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তোমার কথা সত্য, সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধ করলে আমি সুরাসুরেরও অজেয়। কিন্তু আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে। নিরস্ত্র, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজবিহীন, পলায়মান, ভীত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, স্ত্রীনামধারী, বিকলেন্দ্রিয়, একপুত্রের পিতা, এবং নীচজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যার ধ্বজ অমঙ্গলসূচক তার সঙ্গেও যুদ্ধ করি না। তোমার সেনাদলে দ্রুপদপুত্র মহারথ শিখণ্ডী

আছেন, তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন তা তোমরা জান। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন আমার প্রতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করুন। এই উপায়ে তোমরা ধার্তরাষ্ট্রগণকে জয় করতে পারবে।

কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করে পাণ্ডবগণ নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন। ভীষ্মকে প্রাণবিসর্জনে প্রস্তুত দেখে অর্জুন দুঃখার্ত ও লজ্জিত হয়ে বললেন, মাধব, কুরুবৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে কী করে যুদ্ধ করব? আমি বাল্যকালে গায়ে ধূলি মেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ধূলিলিপ্ত করেছি, তাঁর কোলে উঠে পিতা বলে ডেকেছি[১]। তিনি বলতেন, বৎস, আমি তোমার পিতা নই, পিতার পিতা। সেই ভীষ্মকে কী করে বধ করব? তিনি যেমন ইচ্ছা আমাদের সৈন্য ধ্বংস করুন, আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব না, তাতে আমার জয় বা মৃত্যু যাই হোক। কৃষ্ণ, তুমি কী বল?

কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্ষাত্রধর্মানুসারে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি ওই দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর, নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতারা পূর্বেই জেনেছেন যে, ভীষ্ম যমালয়ে যাবেন, এর অন্যথা হবে না। মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কী বলেছিলেন শোন— বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গুণবান পুরুষও যদি আততায়ী হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ করবে।

১৭। ভীষ্মের পতন

(দশম দিনের যুদ্ধ)

পরদিন সূর্যোদয় হলে পাণ্ডবগণ সর্বশত্রুজয়ী ব্যূহ রচনা করে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করতে গেলেন। ভীম অর্জুন দ্রৌপদীপুত্রগণ অভিমন্যু সাত্যকি চেকিতান ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব বিরাট কেকয়-পঞ্চভ্রাতা ও ধৃষ্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভীষ্ম কৌরবসেনার অগ্রভাগে রইলেন; দুর্যোধনাদি দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্‌বল প্রভৃতি পশ্চাতে গেলেন।

শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন প্রভৃতি শরবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। ভীষ্ম জীবনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি বিনষ্ট হল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে ভীষ্ম একবার মাত্র তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন, এখনও তুমি তাই আছ। ক্রোধে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে শিখণ্ডী বললেন,

---

১. কিন্তু আদিপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে আছে, পঞ্চপাণ্ডব যখন হস্তিনাপুরে প্রথমে আসেন তখন অর্জুনের বয়স চোদ্দ, তিনি শিশু নন।

মহাবাহু, আপনার পরাক্রম যে ভয়ঙ্কর তা আমি জানি, জামদগ্ন্য পরশুরামের সঙ্গে আপনার যুদ্ধের বিষয়ও জানি, তথাপি নিজের এবং পাণ্ডবগণের প্রিয়সাধনের জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে বধ করব। আপনি যুদ্ধ করুন বা না করুন, আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবেন না, অতএব এই পৃথিবী ভালো করে দেখে নিন।

অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন, তুমি ভীষ্মকে আক্রমণ কর, আমি তোমাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করব, তোমাকে কেউ পীড়ন করতে পারবে না। আজ যদি ভীষ্মকে বধ না করে ফিরে যাও তবে তুমি আর আমি লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হব।

অর্জুনের শরবর্ষণে কৌরবসেনা ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে সেইরূপ অর্জুন আমার সেনা বিধ্বস্ত করছেন, ভীম সাত্যকি নকুল-সহদেব অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ প্রভৃতিও সৈন্য নিপীড়ন করছেন, আপনি রক্ষা করুন। মুহূর্তকাল চিন্তা করে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রতিদিন দশ সহস্র ক্ষত্রিয় বিনষ্ট করে রণস্থল থেকে ফিরব, সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি। আজ আমি আর এক মহৎ কর্ম করব, হয় নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করব, না হয় পাণ্ডবগণকে বধ করব। রাজা, তুমি আমাকে অন্নদান করেছ, সেই মহৎ ঋণ আজ তোমার সেনার সম্মুখে নিহত হয়ে শোধ করব।

ভীম নকুল সহদেব ঘটোৎকচ সাত্যকি অভিমন্যু বিরাট দ্রুপদ যুধিষ্ঠির, শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জুন, এবং সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলেই ভীষ্মকে বধ করবার জন্য ধাবিত হলেন। ভুরিশ্রবা বিকর্ণ কৃপ দুর্মুখ অলম্বুষ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অশ্বত্থামা দ্রোণ দুঃশাসন প্রভৃতি ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকে বললেন, বৎস আমি নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি, ভীষ্ম ও অর্জুন যুদ্ধে মিলিত হবেন এই চিন্তা করে আমার রোমহর্ষ হচ্ছে, মন অবসন্ন হচ্ছে। পাপমতি শঠ শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে এসেছেন, কিন্তু শিখণ্ডী পূর্বে স্ত্রী ছিল এজন্য ভীষ্ম তাকে প্রহার করবেন না। অর্জুন সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর মহামারী হবে। পুত্র, উপজীবী (পরাশ্রিত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নয়, তুমি স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভীমার্জুন নকুল-সহদেব যাঁর ভ্রাতা, বাসুদেব যাঁর রক্ষক, সেই যুধিষ্ঠিরের ক্রোধই দুর্মতি দুর্যোধনের বাহিনী দগ্ধ করছে। কৃষ্ণের আশ্রয়ে অর্জুন দুর্যোধনের সমক্ষেই তাঁর সর্ব সৈন্য বিদীর্ণ করছেন। বৎস, তুমি অর্জুনের পথে থেকো না, শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমি যুধিষ্ঠিরের দিকে যাচ্ছি। প্রিয়পুত্রের দীর্ঘ জীবন কে না চায়, তথাপি ক্ষত্রধর্ম বিচার করে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি।

দশ দিন পাণ্ডববাহিনী নিপীড়িত করে ধর্মাত্মা ভীষ্ম নিজের জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্থির করলেন, আমি আর নরশ্রেষ্ঠগণকে হত্যা করব না। নিকটে যুধিষ্ঠিরকে দেখে তিনি বললেন, বৎস, আমার এই দেহের ওপর অত্যন্ত বিরাগ

জন্মেছে, আমি যুদ্ধে বহু প্রাণী বধ করেছি। এখন অর্জুন এবং পাঞ্চাল ও সঞ্জয়গণকে অগ্রবর্তী করে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর। ভীষ্মের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত হয়ে ভীষ্মকে জয় কর, অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবেন।

এই দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম একাকী অসংখ্য অশ্ব ও গজ, সাত মহারথ, পাঁচ হাজার রথী, চোদ্দ হাজার পদাতি এবং বহু গজারোহী ও অশ্বারোহী সংহার করলেন। বিরাট রাজার ভ্রাতা শতানীক এবং বহু সহস্র ক্ষত্রিয় ভীষ্ম কর্তৃক নিহত হলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শরাঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্ম ক্ষিপ্রগতিতে বিভিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ করে পাণ্ডবগণের নিকটে এলেন। অর্জুন বার বার ভীষ্মের ধনু ছেদন করলেন। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের প্রতি এক ভয়ঙ্কর শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

ভীষ্ম এই চিন্তা করলেন— কৃষ্ণ যদি এদের রক্ষক না হতেন তবে আমি এক ধনু দিয়েই পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্ট করতে পারতাম। পিতা (শান্তনু) যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন তখন তুষ্ট হয়ে আমাকে দুই বর দিয়েছিলেন, ইচ্ছামৃত্যু ও যুদ্ধে অবধ্যত্ব। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত কাল। ভীষ্মের সংকল্প জেনে আকাশ থেকে ঋষিগণ ও বসুগণ বললেন, বৎস, তুমি যা স্থির করেছ তা আমাদেরও প্রীতিকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুক্ত সুগন্ধ সুখস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, মহাশব্দে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল, ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি হল। কিন্তু ভীষ্ম এবং ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা জানতে পারল না।

ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হলেন। শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীষ্ম বিচলিত হলেন না। তখন অর্জুন ভীষ্মের প্রতি বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম ঈষৎ হাস্য করে দুঃশাসনকে বললেন, এইসকল মর্মভেদী বজ্রতুল্য বাণ নিরবচ্ছিন্ন হয়ে আসছে, এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, অর্জুনেরই। ভীষ্ম একটি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনের শরাঘাতে তা তিন খণ্ড হল। ভীষ্ম তখন চর্ম (ঢাল) ও খড়্গ নিয়ে রথ থেকে নামবার উপক্রম করলেন। অর্জুনের বাণে চর্ম শত খণ্ডে ছিন্ন হল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবসৈন্যগণ নানা অস্ত্র নিয়ে চতুর্দিক থেকে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হল, দুর্যোধনাদি ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন।

পঞ্চপাণ্ডব এবং সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু প্রভৃতির বাণে নিপীড়িত হয়ে দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ শল্য প্রভৃতি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করলেন। যিনি সহস্র সহস্র বিপক্ষ যোদ্ধাকে সংহার করেছেন সেই ভীষ্মের গাত্রে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও অবিদ্ধ রইল না। সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম পূর্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং ভূতলে রাজগণ হা হা করে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভীষ্ম রণভূমি অনুনাদিত করে নিপতিত হলেন, কিন্তু

শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভীষ্ম বুঝলেন এখন দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন— মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় দক্ষিণায়নে কী করে প্রাণত্যাগ করবেন? ভীষ্ম বললেন, ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করব।

মানসসরোবরবাসী মহর্ষিগণ হংসের রূপ ধরে ভীষ্মকে দর্শন করতে এলেন। ভীষ্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আমি মরব না, উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করব, পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন।

কৌরবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না, যেন উরুস্তম্ভে আক্রান্ত হয়ে রইলেন। বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম যোগস্থ হয়ে মহোপনিষৎ জপে নিরত থেকে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষায় রইলেন।

১৮। শরশয্যায় ভীষ্ম

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপুরুষ পিতা শান্তনুকে কামার্ত জেনে নিজে ঊর্ধ্বরেতা হয়েছিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র তূর্য ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভীমসেন মহাহর্ষে ক্রীড়া করতে লাগলেন। দুঃশাসনের মুখে ভীষ্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মূর্ছিত হলেন এবং সংজ্ঞালাভের পর নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজারা বর্ম ত্যাগ করে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন, কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম করে সম্মুখে দাঁড়ালেন।

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ করে ভীষ্ম বললেন. মহারথগণ, তোমাদের দর্শন করে আমি তুষ্ট হয়েছি। আমার মাথা ঝুলছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজারা কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বীরশয্যার উপযুক্ত নয়। তিনি অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অর্জুন অশ্রুপূর্ণনয়নে বললেন, পিতামহ, আদেশ করুন কী করতে হবে। ভীষ্ম বললেন, বৎস, তুমি ক্ষত্রধর্ম জান, বীরশয্যার উপযুক্ত উপধান আমাকে দাও। মন্ত্রপূত তিন বাণ গাণ্ডীব ধনু দ্বারা নিক্ষেপ করে অর্জুন ভীষ্মের মাথা তুলে দিলেন। ভীষ্ম তুষ্ট হয়ে বললেন. রাজগণ, অর্জুন আমাকে কিরূপ উপধান দিয়েছেন দেখ। উত্তরায়ণের আরম্ভ পর্যন্ত আমি এই শয্যায় শুয়ে থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন তখন আমার প্রিয় সুহৃৎতুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। তোমরা আমার চতুর্দিকে পরিখা খনন করিয়ে দাও।

শল্য উদ্ধারে নিপুণ বৈদ্যগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, তুমি এঁদের উপযুক্ত ধন দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর। বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আমি ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত গতি লাভ করেছি, এইসকল শর সমেত যেন আমাকে দাহ্ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করে শোকার্ত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে সকলে পুনর্বার ভীষ্মের নিকটে এলেন। বহু সহস্র কন্যা ভীষ্মের দেহে চন্দনচূর্ণ লাজ ও মাল্য অর্পণ করতে লাগল। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ তূর্যবাদক নট নর্তক ও শিল্পীগণও তাঁর কাছে এল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ বর্ম ও আয়ূধ ত্যাগ করে পূর্বের ন্যায় পরস্পর প্রীতিসহকারে বয়স অনুসারে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগৃহীত করে ভীষ্ম রাজাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের কলস নিয়ে এলেন। ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ, আমি মানুষের ভোগ্য বস্তু নিতে পারি না। তার পর তিনি অর্জুনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরীর গ্রথিত হয়েছে, বেদনায় মুখ শুষ্ক হচ্ছে, তুমি আমাকে বিধিসম্মত জল দাও।

ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথে উঠলেন এবং মন্ত্রপাঠের পর গাণ্ডীবে পর্জন্যাস্ত্রযুক্ত বাণ সন্ধান করে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি বিদ্ধ করলেন। সেখান থেকে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ স্বাদু নির্মল শীতল জলধারা উত্থিত হল, অর্জুন সেই জলে ভীষ্মকে তৃপ্ত করলেন। রাজারা বিস্মিত হয়ে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, চতুর্দিকে তুমুল রবে শঙ্খ ও দুন্দুভি বেজে উঠল।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি অর্জুনকে জয় করতে পারবে না, তাঁর সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হোক, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দাও, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যান, তুমি মিত্রদ্রোহী হয়ে অকীর্তি ভোগ করো না। আমার মৃত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হোক, রাজারা প্রীতির সহিত মিলিত হোন, পিতা পুত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুন। মুমূর্ষু লোকের যেমন ওষুধে রুচি হয় না, দুর্যোধনের সেইরূপ ভীষ্মবাক্যে রুচি হল না।

ভীষ্ম নীরব হলে সকলে পুনর্বার নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। এই সময়ে কর্ণ কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পতিত হয়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আমি আপনার বিদ্বেষভাজন। ভীষ্ম সবলে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে দেখলেন, তাঁর সন্নিকটে আর কেউ নেই। তিনি রক্ষীদের সরিয়ে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন, তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তবে নিশ্চয়ই তা ভালো হত না। আমার সঙ্গে স্পর্ধা করতে সে জন্য তুমি আমার অপ্রিয় হওনি। আমি নারদের কাছে শুনেছি তুমি কুন্তীপুত্র, সূর্য হতে তোমার জন্ম। সত্য বলছি, তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। তুমি

অকারণে পাণ্ডবদের দ্বেষ কর, নীচস্বভাব দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ। তোমার তেজোহানি করবার জন্যই আমি তোমাকে কুরুসভায় বহুবার রুক্ষ কথা শুনিয়েছি। আমি তোমার দুঃসহ বীরত্ব, বেদনিষ্ঠা এবং দানের বিষয় জানি, অস্ত্রপ্রয়োগে তুমি কৃষ্ণের তুল্য। পূর্বে তোমার ওপর আমার যে ক্রোধ ছিল তা দূর হয়েছে। পাণ্ডবগণ তোমার সহোদর, তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও, আমার পতনেই শত্রুতার অবসান হোক, পৃথিবীর রাজারা নিরাময় হোন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, আপনি যা বললেন, তা আমি জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ করলে সূতজাতীয় অধিরথ আমাকে বর্ধিত করেছিলেন। আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করেছি, তা নিষ্ফল করতে পারি না। বাসুদেব যেমন পাণ্ডবদের জয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমিও সেইরূপ দুর্যোধনের জন্য ধন শরীর পুত্র দারা সমস্তই উৎসর্গ করেছি। আমি ক্ষত্রিয়, রোগ ভোগ করে মরতে চাই না, সে জন্যই দুর্যোধনকে আশ্রয় করে পাণ্ডবদের ক্রোধ বৃদ্ধি করেছি। যা অবশ্যম্ভাবী তা নিবারণ করা যাবে না। এই দারুণ শত্রুতার অবসান করা আমার অসাধ্য, আমি স্বধর্ম রক্ষা করেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব। পিতামহ, আমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েছি, আমাকে অনুমতি দিন। হঠাৎ বা চপলতার বশে আপনাকে যে কটুবাক্য বলেছি বা অন্যায় করেছি তা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যদি এই দারুণ বৈরভাব দূর করতে না পার তবে অনুমতি দিচ্ছি, স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর। আক্রোশ ত্যাগ কর, সদাচার রক্ষা কর, নিরহংকার হয়ে যথাশক্তি যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয়োচিত লোক লাভ কর। ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছু নেই। দুই পক্ষের শান্তির জন্য আমি দীর্ঘকাল বহু যত্ন করেছি, কিন্তু তা সফল হল না।

ভীষ্মকে অভিবাদন করে কর্ণ সরোদনে রথে উঠে দুর্যোধনের কাছে চলে গেলেন।

দ্রোণপর্ব

দ্রোণাভিষেকপর্বাধ্যায়

১। ভীষ্ম-সকাশে কর্ণ

কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের রক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পর পুনর্বার বৈরভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। শ্বাপদসংকুল বনে পালকহীন ছাগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভীষ্মের অভাবে কৌরবগণ সেইরূপ উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কর্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেননি। যিনি অতিরথের দ্বিগুণ সেই কর্ণকে ভীষ্ম সকল ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে অর্ধরথ বলে গণনা করেছিলেন। সে জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ ভীষ্মকে বলেছিলেন, আপনি জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না; আপনি যদি পাণ্ডবগণকে বধ করতে পারেন তবে আমি দুর্যোধনের অনুমতি নিয়ে বনে যাব; আর যদি পাণ্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয় তবে আপনি যাদের রথী মনে করেন তাদের সকলকেই আমি বধ করব। এখন ভীষ্ম নিপাতিত হয়েছেন, অতএব কর্ণের যুদ্ধ করবার সময় এসেছে। এই বলে কৌরবগণ কর্ণকে ডাকতে লাগলেন।

সকলকে আশ্বাস দিয়ে কর্ণ বললেন, মহাত্মা ভীষ্ম এই কৌরবগণকে যেমন রক্ষা করতেন আমিও সেইরূপ করব। আমি পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে পরম যশস্বী হব, অথবা শত্রুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব।

কর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে রথারোহণে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং বাষ্পাকুলনয়নে অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি কর্ণ, আপনি প্রসন্ননয়নে চেয়ে দেখুন, শুভ বাক্য বলুন। সৎকর্মের ফল নিশ্চয় ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপনি ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। কুরুবীরগণকে বিপৎসাগরে ফেলে আপনি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন মৃগ বিনাশ করে, পাণ্ডবগণ সেইরূপ কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আমি অসহিষ্ণু হয়েছি, আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রচণ্ডবিক্রমশালী অর্জুনকে অস্ত্রের বলে বধ করতে পারব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, সাধুজন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও তেমন

বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আমি প্রসন্নমনে বলছি, তুমি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে উপদেশ দাও, দুর্যোধনের জয়বিধান কর। দুর্যোধনের ন্যায় তুমিও আমার পৌত্রতুল্য। মনীষীগণ বলেন, সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনের যে সম্বন্ধ তা জন্মগত সম্বন্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কৌরবসৈন্য যেমন দুর্যোধনের, সেইরূপ তোমারও, এই জ্ঞান করে তাদের রক্ষা কর।

ভীষ্মের চরণে প্রণাম করে কর্ণ সত্বর রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

২। দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে বরদান

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, বয়স বিক্রম শাস্ত্রজ্ঞান ও যোদ্ধার উপযুক্ত সমস্ত গুণের জন্য ভীষ্ম আমার সেনাপতি হয়েছিলেন। তিনি দশ দিন শত্রুবিনাশ ও আমাদের রক্ষা করে স্বর্গযাত্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপতি করা উচিত মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পুরুষশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেনাপতিত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপতি হতে পারেন না। এঁরা পরস্পরকে স্পর্ধা করেন, একজনকে সেনাপতি করলে আর সকলে ক্ষুণ্ণ হয়ে যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, স্থবির, মাননীয়, এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধর, ইনি ভিন্ন আর কেউ সেনাপতি হতে পারেন না। এমন যোদ্ধা নেই যিনি যুদ্ধে দ্রোণের অনুবর্তী হবেন না।

দুর্যোধন তখনই দ্রোণকে সেনাপতি হবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, আমি ষড়ঙ্গ বেদ ও মনুর নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; পাশুপত অস্ত্র ও বিবিধ বাণের প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ করবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। আমি বিপক্ষের সকল সৈন্য বিনষ্ট করব, কিন্তু পাণ্ডবরা আমার সঙ্গে হৃষ্টমনে যুদ্ধ করবেন না।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবিধি সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্মের পর আমাকে সেনাপতির পদ দিয়ে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর চাও, আজ তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করব বল। দুর্যোধন বললেন, রথীশ্রেষ্ঠ, এই বর দিন যে যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ধরে আনবেন। দ্রোণ বললেন, যুধিষ্ঠির ধন্য, তুমি তাঁকে ধরে আনতে বলছ, বধ করতে চাচ্ছ না। আমি তাঁকে মারব এ বোধহয় তুমি অসম্ভব মনে কর, অথবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বেষ্টা কেউ নেই তাই তুমি তাঁর জীবনরক্ষা করতে চাও। অথবা পাণ্ডবগণকে জয় করে তুমি তাঁদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কর। যুধিষ্ঠির ধন্য, তাঁর জন্ম সফল, অজাতশত্রু নামও সার্থক, কারণ তাঁকে তুমি স্নেহ কর।

দ্রোণের এই কথা শুনে দুর্যোধন তাঁর হৃদ্‌গত অভিপ্রায় প্রকাশ করে ফেললেন, কারণ বৃহস্পতিতুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। দুর্যোধন বললেন, আচার্য,

যুধিষ্ঠিরকে মারলে আমার বিজয়লাভ হবে না, অন্য পাণ্ডবরা আমাদের হত্যা করবে। তাদের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে তবে সে আমাদের নিঃশেষ করবে। কিন্তু যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনা যায় তবে তাঁকে পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করলে তাঁর অনুগত ভ্রাতারাও আবার বনে যাবে। এই প্রকার জয়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, সে জন্য ধর্মরাজকে বধ করতে ইচ্ছা করি না।

দুর্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় জেনে বুদ্ধিমান দ্রোণ চিন্তা করে এই বাক্‌ছলযুক্ত বর দিলেন— যুদ্ধকালে অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে ধরে নিও যে যুধিষ্ঠির আমাদের বশে এসেছেন। বৎস, অর্জুন সুরাসুরেরও অজেয়, তাঁর কাছ থেকে আমি যুধিষ্ঠিরকে হরণ করতে পারব না। অর্জুন আমার শিষ্য, কিন্তু যুবা, পুণ্যবান ও একাগ্রচিত্ত, তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অস্ত্র লাভ করেছেন এবং তোমার প্রতি তাঁর ক্রোধ আছে। তুমি যে উপায়ে পার অর্জুনকে অপসারিত করো, তা হলেই ধর্মরাজ বিজিত হবেন। অর্জুন বিনা যুধিষ্ঠির যদি মুহূর্তকালও যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে আনব।

দ্রোণের এই কথা শুনে নির্বোধ ধার্তরাষ্ট্রগণ মনে করলেন যে, যুধিষ্ঠির ধরাই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। তাঁর প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করবার জন্য দুর্যোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ সৈন্যগণের মধ্যে ঘোষণা করলেন।

৩। অর্জুনের জয়
(একাদশ দিনের যুদ্ধ)

বিশ্বস্ত চরের নিকট সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, তুমি দ্রোণের অভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা সফল না হয় তার জন্য যত্ন কর। দ্রোণের প্রতিজ্ঞায় ছিদ্র আছে, আবার সেই ছিদ্র তিনি তোমার ওপরেই রেখেছেন। অতএব আজ তুমি আমার কাছে থেকেই যুদ্ধ কর, যেন দুর্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, দ্রোণকে বধ করা যেমন আমার অকর্তব্য, আপনাকে পরিত্যাগ করাও সেইরূপ। প্রাণ গেলেও আমি দ্রোণের আততায়ী হব না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করতে পারবেন না।

পাণ্ডব ও কৌরবগণের শিবিরে শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এল। অনন্তর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হল। স্বর্ণময় উজ্জ্বল রথে আরূঢ় হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁর শরক্ষেপণে পাণ্ডববাহিনী ত্রস্ত হল। যুধিষ্ঠির প্রমুখ যোদ্ধারা সকল দিক থেকে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদেব ও শকুনি,

দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও বিবিংশতি, নকুল ও তাঁর মাতুল শল্য, ধৃষ্টকেতু ও কৃপ, সাত্যকি ও কৃতবর্মা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সুশর্মা, বিরাট ও কর্ণ, শিখণ্ডী ও ভূরিশ্রবা, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ, অভিমন্যু ও বৃহদ্‌বল— এঁদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। অভিমন্যু বৃহদ্‌বলকে রথ থেকে নিপাতিত করে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে পিতার মহাশত্রু জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। জয়দ্রথ পরাস্ত হলে শল্য অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। শল্যের সারথি নিহত হল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে নামলেন, অভিমন্যুও প্রকাণ্ড গদা নিয়ে শল্যকে বললেন, আসুন আসুন। সেই সময়ে ভীমসেন এসে অভিমন্যুকে নিরস্ত করলেন এবং স্বয়ং শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে অগ্নির উদ্‌ভব হল, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দু জনেই আহত হয়ে ভূপতিত হলেন। শল্য বিহ্বল হয়ে দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেলেন। ভীম নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

কুরুসৈন্য পরাজিত হচ্ছে দেখে কর্ণপুত্র বৃষসেন রণস্থলে এসে নকুলপুত্র শতানীকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর অপর পুত্রগণ ভ্রাতা শতানীককে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডবগণের সঙ্গে পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য ও সৃঞ্জয় যোদ্ধৃগণ অস্ত্র উদ্যত করে উপস্থিত হলেন। কৌরবসৈন্য মর্দিত ও ভগ্ন হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমরা পালিও না। এই বলে তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যরক্ষক পাঞ্চালবীর কুমার দ্রোণের বক্ষে শরাঘাত করলেন, দ্রোণও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। পাঞ্চালবীর ব্যাঘ্রদত্ত ও সিংহসেন দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন। দ্রোণকে যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্তী দেখে কৌরবসৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ রাজা দুর্যোধন কৃতার্থ হবেন, যুধিষ্ঠির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অর্জুন দ্রুতবেগে দ্রোণসৈন্যের প্রতি ধাবিত হয়ে শরজালে সর্বদিক আচ্ছন্ন করলেন। দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন, শত্রুপক্ষকে ত্রস্ত ও যুদ্ধে অনিচ্ছু দেখে অর্জুনও পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিরস্ত করলেন।

সংশপ্তকবধপর্বাধ্যায়

৪। সংশপ্তকগণের শপথ

দুই পক্ষের যোদ্ধারা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। দ্রোণ দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আমি পূর্বেই বলেছি যে ধনঞ্জয় উপস্থিত থাকলে দেবতারাও যুধিষ্ঠিরকে ধরতে পারবেন না। কৃষ্ণার্জুন অজেয়, এ বিষয়ে তুমি সন্দেহ করো না। কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরাতে পারলেই যুধিষ্ঠির তোমার বশে আসবেন। কেউ যদি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে অন্যত্র নিয়ে যায় তবে অর্জুন জয়লাভ না করে কখনই

ফিরবেন না, সেই অবকাশে আমি পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই যুধিষ্ঠিরকে হরণ করব।

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা বললেন, অর্জুন সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন সে জন্য ক্রোধে আমাদের নিদ্রা হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার প্রিয় এবং আমাদের যশস্কর তা আমরা করব, অর্জুনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ করব। আমরা সত্য প্রতিজ্ঞা করছি— পৃথিবী অর্জুনহীন অথবা ত্রিগর্তহীন হবে।

অযুত রথারোহী যোদ্ধার সহিত ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর পাঁচ ভ্রাতা সত্যরথ সত্যবর্মা সত্যব্রত সত্যেষু ও সত্যকর্মা, তিন অযুত রথের সহিত মালব ও তুণ্ডিকেরগণ, অযুত রথের সহিত মাবেল্লক ললিথ ও মদ্রকগণ, এবং নানা জনপদ হতে আগত অযুত রথী শপথ গ্রহণে উদ্‌যোগী হলেন। তারা পৃথক পৃথক অগ্নিতে হোম করে কুশনির্মিত কৌপীন ও বিচিত্র কবচ পরিধান করলেন এবং ঘৃতাক্তদেহে মৌর্বী মেখলা ধারণ করে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ধেনু ও বস্ত্র দান করলেন। তার পর অগ্নি প্রজ্বালিত করে উচ্চস্বরে এই প্রতিজ্ঞা করলেন—

যদি আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না করে যুদ্ধ থেকে ফিরি, যদি তাঁর নিপীড়নে ভীত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হই, তবে মিথ্যাবাদী ব্রহ্মঘাতী মদ্যপ গুরুদারগামী ও পরস্বহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, শরণাগতকে ত্যাগ করে, প্রার্থীকে হত্যা করে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের অপকার করে, বেদের বিদ্বেষ করে, ঋতুকালে ভার্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাদ্ধদিনে স্ত্রীগমন করে, ন্যস্ত ধন হরণ করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং নাস্তিক, অগ্নিহোত্রবর্জিত, পিতৃমাতৃত্যাগী ও অন্যবিধ পাপকারীগণ যে নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব। আর, যদি আমরা যুদ্ধে দুষ্কর কর্ম সাধন করতে পারি তবে অবশ্যই অভীষ্ট স্বর্গলোক লাভ করব।[১]

সুশর্মা প্রভৃতি এইরূপ শপথ করে দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জুনকে আহ্বান করতে লাগলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি বিমুখ হই না, এই আমার ব্রত। সুশর্মা, তাঁর ভ্রাতারা ও অন্য সংশপ্তকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহ্বান আমি সইতে পারছি না, আপনি আজ্ঞা দিন আমি ওঁদের বধ করতে যাই। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, তুমি জান যে দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই অভিপ্রায় যাতে সিদ্ধ না হয় তাই কর। অর্জুন বললেন, এই পাঞ্চালবীর সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন, ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যদি সত্যজিৎ নিহত হন তবে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েও আপনি রণস্থলে থাকবেন না।

রাত্রি প্রভাত হলে যুধিষ্ঠির সস্নেহে অর্জুনকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন।

---

১. এই প্রকার শপথ ও মরণ পণ করে যারা যুদ্ধে যায় তারাই সংশপ্তক।

৫। সংশপ্তকগণের যুদ্ধ— ভগদত্তবধ
(দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ)

বর্ষাকালে স্ফীতসলিলা গঙ্গা ও সরযু যেমন বেগে মিলিত হয় সেইরূপ উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে মিলিত হল। অর্জুনকে আসতে দেখে সংশপ্তকগণ হৃষ্ট হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। অর্জুন সহাস্যে কৃষ্ণকে বললেন, দেবকীনন্দন, ত্রিগর্তভ্রাতারা আজ যুদ্ধে মরতে আসছে, তারা রোদন না করে হর্ষপ্রকাশ করছে।

অর্জুন মহারবে দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, তার শব্দে বিত্রস্ত হয়ে সংশপ্তকবাহিনী কিছুক্ষণ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল, তার পর দুই পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হতে লাগল। অর্জুনের শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে ত্রিগর্তসেনা ভগ্ন হল। সুশর্মা বললেন, বীরগণ, ভয় নেই, পালিও না, তোমরা সকলের সমক্ষে ঘোর শপথ করেছ, এখন দুর্যোধনের সৈন্যদের কাছে ফিরে গিয়ে কী বলবে? পশ্চাৎপদ হলে লোকে আমাদের উপহাস করবে, অতএব সকলে যথাশক্তি যুদ্ধ কর। তখন সংশপ্তকগণ এবং নারায়ণী সেনা[১] মৃত্যুপণ করে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই সংশপ্তকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ করবে না, তুমি ওদের দিকে রথ নিয়ে চল। কিছুক্ষণ বাণবর্ষণের পর অর্জুন ত্বাষ্ট্র[২] অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন সহস্র সহস্র বিভিন্ন প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে 'এই অর্জুন, এই গোবিন্দ' বলে পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল। অর্জুন সহাস্যে ললিত্থ মালব মাবেল্লক ও ত্রিগর্ত যোদ্ধাদের নিপীড়িত করতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে অর্জুনের রথ অদৃশ্য হল, তিনি নিহত হয়েছেন মনে করে শত্রুসৈন্যগণ সহর্ষে কোলাহল করে উঠল। অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র মোচন করলেন, প্রবল বায়ুপ্রবাহে সংশপ্তকগণ এবং তাদের হস্তী রথ অশ্ব প্রভৃতি শুষ্ক পত্রের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হল। অর্জুন ক্ষিপ্রহস্তে তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য বধ করলেন। সংশপ্তকগণ বিনষ্ট হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল।

অর্জুন যখন প্রমত্ত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন তখন দ্রোণ গরুড় ব্যূহ রচনা করে সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। এই ব্যূহের মুখে স্বয়ং দ্রোণ, মস্তকে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা, নেত্রদ্বয়ে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য, গ্রীবায় কলিঙ্গ সিংহল প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা, দক্ষিণ পার্শ্বে ভূরিশ্রবা শল্য প্রভৃতি, বাম পার্শ্বে অবন্তিদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও অশ্বত্থামা, পৃষ্ঠদেশে কলিঙ্গ অম্বষ্ঠ মাগধ পৌণ্ড্র গান্ধার প্রভৃতি সৈন্যগণ, পশ্চাদ্‌ভাগে পুত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবসহ কর্ণ, এবং বক্ষস্থলে জয়দ্রথ ভীমরথ নিষধরাজ প্রভৃতি রইলেন। রাজা ভগদত্ত এক সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে মাল্য ও শ্বেত ছত্রে শোভিত হয়ে ব্যূহমধ্যে অবস্থান করলেন।

---

১. কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন। উদ্‌যোগপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২. ত্বষ্টা— বিশ্বকর্মা।

অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি এমন ব্যবস্থা কর যাতে আমি দ্রোণের হাতে না পড়ি। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি জীবিত থাকতে আপনি উদ্‌বিগ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ করব। ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখে দ্রোণ বিশেষ হৃষ্ট হলেন না, তিনি প্রবল শরবর্ষণে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই উভয় পক্ষ বিশৃঙ্খল হয়ে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধে রত হল। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যজিৎ দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু পরিশেষে নিহত হলেন। যুধিষ্ঠির ত্রস্ত হয়ে তখনই দ্রুতবেগে সরে গেলেন। পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারা দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাত্যকি চেকিতান ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি দ্রোণের নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌরবগণ পলায়মান পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

দুর্যোধন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দুর্মতি ভীম আমার সৈন্যে বেষ্টিত হয়ে জগৎ দ্রোণময় দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, এই মহাবীর ভীম জীবিত থাকতে রণস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের সিংহনাদও সইবেন না। দ্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত, নতুবা কোক (নেকড়ে বাঘ)-এর দল যেমন মহাহস্তীকে বধ করে সেইরূপ পাণ্ডবরা দ্রোণকে বধ করবে। এই কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা দ্রোণকে রক্ষা করতে গেলেন।

দ্রোণের রথধ্বজের উপর কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু, ভীমসেনের ধ্বজে মহাসিংহ, যুধিষ্ঠিরের ধ্বজে গ্রহগণান্বিত চন্দ্র ও শব্দায়মান দুই মৃদঙ্গ, নকুলের ধ্বজে একটি ভীষণ শরভ, এবং সহদেবের ধ্বজে রজতময় হংস ছিল। যে হস্তীতে চড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় করেছিলেন, সেই হস্তীর বংশধরের পৃষ্ঠে চড়ে ভগদত্ত ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। পাঞ্চাল সৈন্যসহ যুধিষ্ঠির তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত হলেন, পাঞ্চালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল।

হস্তীর গর্জন শুনে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের শব্দ, এই হস্তী অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও সইতে পারে, সে আজ সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করবে। তুমি সত্বর ভগদত্তের কাছে রথ নিয়ে চল, তাঁকে আজ আমি ইন্দ্রের অতিথি করে পাঠাব। অর্জুন যাত্রা করলে চোদ্দ হাজার সংশপ্তক মহারথ এবং দশ হাজার ত্রিগর্ত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্যসহ তাঁর অনুসরণ করলেন। দুর্যোধন ও কর্ণের উদ্‌ভাবিত এই কৌশলে অর্জুন সংশয়াপন্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন, সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, না যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে যাব? তিনি সংশপ্তকগণকে বধ করাই উচিত মনে করলেন, এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের প্রায় নিঃশেষ করে ফেললেন। তার পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, ভগদত্তের কাছে চল।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা অর্জুনের অনুসরণ করছিলেন। অর্জুন শরবর্ষণ করে সুশর্মাকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদের বিনষ্ট করলেন। তার পর গজারোহী ভগদত্তের সঙ্গে

রথারোহী অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কৃষ্ণার্জুনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তীকে চালিত করলেন, কৃষ্ণ সত্বর দক্ষিণ পার্শ্বে রথ সরিয়ে নিলেন। যুদ্ধধর্ম স্মরণ করে অর্জুন বাহনসমেত ভগদত্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না।

অর্জুনের শরাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হল। ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ করে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হয়ে কৃষ্ণের বক্ষে লগ্ন হল। অর্জুন দুঃখিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ তুমি বলেছিলে যে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রাখলে না। আমি সতর্ক ও অস্ত্রনিবারণে সমর্থ থাকতে তোমার এমন করা উচিত হয়নি।

কৃষ্ণ বললেন, একটি গুহ্য কথা বলছি শোন।— আমি চার মূর্তিতে বিভক্ত হয়ে লোকের হিতসাধন করি। আমার এক মূর্তি তপস্যা করে, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম দেখে, তৃতীয় মূর্তি মনুষ্যলোকে কর্ম করে, এবং চতুর্থ মূর্তি সহস্র বৎসর শয়ন করে নিদ্রিত থাকে। সহস্র বৎসরের অন্তে আমার চতুর্থ মূর্তি গাত্রোত্থান করে যোগ্য ব্যক্তিদের বর দেয়। সেই সময়ে পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরককে আমি বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলাম। প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের কাছ থেকে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। জগতে এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই, তোমার রক্ষার নিমিত্তই আমি বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করে মাল্যে পরিবর্তিত করেছি। ভগদত্ত পরমাস্ত্রহীন হয়েছেন, এখন ওই মহাসুরকে বধ কর।

অর্জুন নারাচ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আর্তনাদ করে নিহত হল। অর্জুন তখনই অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন, ভগদত্ত প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তার পর অর্জুন রণস্থলের দক্ষিণ দিকে গেলেন, শকুনির ভ্রাতা বৃষক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অর্জুন একই শরে দু জনকে বধ করলেন। বহুমায়াবিশারদ শকুনি মায়া দ্বারা কৃষ্ণার্জুনকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অর্জুনের শরবর্ষণে সকল মায়া দূরীভূত হল, শকুনি ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

দ্রোণের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির অদ্ভুত যুদ্ধ হতে লাগল। অশ্বত্থামা নীল রাজার মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদ্‌বিগ্ন হয়ে অর্জুনের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যিনি তখন অবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণসৈন্য বিনাশ করছিলেন। ভীমসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন দেখে সাত্যকি নকুল সহদেব প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডববীরগণকে আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, এই সময়। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দ্রোণ শত শত বাণে চেদি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জুন সংশপ্তকগণকে জয় করে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যুগান্তকালে উদিত ধূমকেতু যেমন সর্বভূত দহন করে, অর্জুনের অস্ত্রের তেজে সেইরূপ কুরুসৈন্য দগ্ধ হতে লাগল। তাদের হাহাকার শুনে কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলেন, অর্জুন

তা শরাঘাতে নিবারিত করে কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করলেন। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনেরজন যোদ্ধা, চন্দ্রবর্মা ও নিষধরাজ বৃহৎক্ষত্র নিহত হলেন।

তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় পক্ষ ক্লান্ত ও রুধিরাক্ত হয়ে পরস্পরকে দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন।

অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়

৬। অভিমন্যুবধ
(ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধ)

অভিমানী দুর্যোধন ক্ষুণ্ণ হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নিশ্চয় মনে করেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ যুধিষ্ঠিরকে পেয়েও ধরলেন না। আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বর দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। সাধু লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলেন, আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার না। বিশ্বস্রষ্টা গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল ত্র্যম্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে অতিক্রম করতে পারেন? সত্য বলছি, আজ আমি পাণ্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাতিত করব। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব যা দেবতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখো।

পরদিন সংশপ্তকগণ দক্ষিণ দিকে গিয়ে পুনর্বার অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিরত হলেন। দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করে তেজস্বী রাজপুত্রগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাঁরা সকলেই রক্ত বসন, রক্ত ভূষণ ও রক্ত পতাকায় শোভিত হলেন এবং মাল্যধারণ করে অগুরুচন্দনে চর্চিত হয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ এই দশ সহস্র যোদ্ধার অগ্রবর্তী হলেন। কৌরবসেনার মধ্যদেশে দুর্যোধন কর্ণ কৃপ ও দুঃশাসন, এবং সম্মুখভাগে সেনাপতি দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্রের ত্রিশ জন পুত্র, শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা রইলেন।

দ্রোণকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না এই স্থির করে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর উপর অত্যন্ত গুরুভার অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বৎস, অর্জুন ফিরে এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য কর। আমরা চক্রব্যূহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অর্জুন কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন আর তুমি— এই চার জন চক্রব্যূহ ভেদ করতে পার। তোমার পিতৃগণ মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রব্যূহ ভেদ কর।

অভিমন্যু বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আমি অবিলম্বে দ্রোণের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন, যদি কোনও বিপদ হয় তবে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে আমি পারব না। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, তুমি ব্যূহ ভেদ করে আমাদের জন্য দ্বার করে দাও, আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বৎস, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি ও আমি তোমার অনুসরণ করব, পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারাও যাবেন, তুমি একবার ব্যূহ ভেদ করলে আমরা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বধ করে ব্যূহ বিধ্বস্ত করব। অভিমন্যু বললেন, পতঙ্গ যেমন জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, আমি সেইরূপ দুর্ধর্ষ দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করব। সকলেই দেখতে পাবে, বালক হলেও আমি সংগ্রামে দলে দলে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করব।

যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ করলেন। অভিমন্যু তাঁর সারথিকে বললেন, সুমিত্র, তুমি দ্রোণসৈন্যের দিকে শীঘ্র রথ নিয়ে চল। সারথি বলল, আয়ুষ্মান, পাণ্ডবগণ আপনার ওপর গুরুভার দিয়েছেন, আপনি বিবেচনা করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিশারদ পরিশ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আর আপনি সুখে পালিত, যুদ্ধেও অনভিজ্ঞ। অভিমন্যু সহাস্যে বললেন, সারথি, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষত্রমণ্ডলকে আমি ভয় করি না, ঐরাবতে আরূঢ় ইন্দ্রের সঙ্গেও আমি যুদ্ধ করতে পারি। বিশ্বজয়ী মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অর্জুন যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন তথাপি আমি ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব করো না, অগ্রসর হও। তখন সারথি সুমিত্র অপ্রসন্নমনে রথের অশ্বদের দ্রুতবেগে চালনা করলে, পাণ্ডবগণ পিছনে চললেন। সিংহশিশু যেমন হস্তীদলের প্রতি ধাবিত হয়, অভিমন্যু সেইরূপ দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের প্রতি ধাবিত হলেন। তিনি অল্প দূর গেলেই দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দ্রোণের সমক্ষেই অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে গেলেন এবং কুরুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুকে বাধা দিতে এলেন। দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি শরবর্ষণ করে অভিমন্যুকে আচ্ছন্ন করলেন। অভিমন্যুর শরাঘাতে শল্য মূর্ছিত হয়ে রথের উপর বসে পড়লেন, কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের ভ্রাতা অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হলেন।

দ্রোণ হৃষ্ট হয়ে উৎফুল্লনয়নে কৃপকে বললেন, এই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু আজ যুধিষ্ঠিরাদিকে আনন্দিত করবে। এর তুল্য ধনুর্ধর আর কেউ আছে এমন মনে হয় না, এ ইচ্ছা করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায় দুর্যোধন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ দুঃশাসন শল্য প্রভৃতিকে বললেন, সকল ক্ষত্রিয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দ্রোণ অর্জুনের ওই মূঢ় পুত্রকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, শিষ্যের পুত্র বলে ওকে রক্ষা করতে চান। বীরগণ, আপনারা ওকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না। দুঃশাসন বললেন, আমিই ওকে মারব।

দুঃশাসনকে দেখে অভিমন্যু বললেন, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠুর কটুভাষী বীরকে যুদ্ধে দেখছি। মূর্খ, তুমি দ্যূতসভায় জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে কটুবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে

ক্রোধিত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগের জন্য আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর নিকট ঋণমুক্ত হব। এই বলে অভিমন্যু দুঃশাসনকে শরাঘাত করলেন। দুঃশাসন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সারথি তাঁকে সত্বর রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা অভিমন্যুকে দেখে সিংহনাদ করে দ্রোণের সৈন্যগণকে আক্রমণ করলেন।

তার পর কর্ণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হতে লাগল। অভিমন্যু কর্ণের এক ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করলেন এবং কর্ণকেও শরাঘাতে নিপীড়িত করে রণভূমি থেকে দূর করলেন। অভিমন্যুর শরবর্ষণে বিশাল কৌরবসৈন্য ভগ্ন হল, যোদ্ধারা পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ রইলেন না। দ্রৌপদীহরণের পর ভীমের হস্তে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের আরাধনা করে এই বর পেয়েছিলেন যে, অর্জুন ভিন্ন অন্য চারজন পাণ্ডবকে তিনি যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন।

জয়দ্রথ শরবর্ষণ করে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী এবং যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতিকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। অভিমন্যু ব্যূহপ্রবেশের যে পথ করেছিলেন জয়দ্রথ তা রুদ্ধ করে দিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য ভেদ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দিলেন। কুরুসৈন্যে বেষ্টিত হয়ে অভিমন্যু একাকী দারুণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপুত্র রুক্মরথ ও দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর হস্তে নিহত হলেন।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধন স্বপক্ষের বীরগণকে উচ্চস্বরে বললেন, আপনারা অভিমন্যুকে বধ করুন। তখন দ্রোণ, কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বৃহদ্‌বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করলেন। কোশলরাজ বৃহদ্‌বল এবং আরও অনেক যোদ্ধা অভিমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, কুমার অভিমন্যু তার পিতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ করে এত ক্ষিপ্রহস্তে শর সন্ধান ও মোচন করছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধনুই দেখা যাচ্ছে। সুভদ্রানন্দনের শরক্ষেপণে আমার প্রাণসংশয় আর মোহ হলেও আমি অতিশয় আনন্দলাভ করছি, অর্জুনের সঙ্গে এর প্রভেদ দেখছি না।

কর্ণ শরাহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, রণস্থলে থাকা আমার কর্তব্য, শুধু এই কারণে অভিমন্যু কর্তৃক নিপীড়িত হয়েও আমি এখানে রয়েছি। মৃদু হাস্য করে দ্রোণ বললেন, অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য, আমিই ওর পিতাকে কবচধারণের প্রণালী শিখিয়েছিলাম। মহাধনুর্ধর কর্ণ, যদি পার তো ওর ধনু ছিন্ন কর, অশ্ব সারথি বিনষ্ট কর, তার পর পশ্চাৎ থেকে ওকে প্রহার কর। যদি বধ করতে চাও তবে ওকে রথহীন ও ধনুহীন কর।

দ্রোণের উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা দুর্যোধন ও শকুনি নিষ্করুণ হয়ে রথচ্যুত বালক অভিমন্যুর ওপর শরাঘাত করতে লাগলেন। অভিমন্যু খড়্গ ও চর্ম নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে অভিমন্যুর খড়্গের মুষ্টি কেটে ফেললেন। অভিমন্যু চক্র নিয়ে ধাবিত হলেন, বিপক্ষ বীরগণের শরাঘাতে তা-ও ছিন্ন

হল। তখন তিনি গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে দুঃশাসনের পুত্র অভিমন্যুর মস্তকে গদাঘাত করলেন, অভিমন্যু অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

জগৎ তাপিত করে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইরূপ কৌরবসেনা নিপীড়িত করে অভিমুন্য প্রাণশূন্যদেহে ভূপতিত হলেন। গগনচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় তাঁকে নিপতিত দেখে গগনচারীগণ বিলাপ করতে লাগলেন। পলায়মান পাণ্ডবসৈন্যগণকে যুধিষ্ঠির বললেন, বীর অভিমন্যু যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হননি, তিনি স্বর্গে গেছেন। তোমরা স্থির হও, ভয় দূর কর, আমরা যুদ্ধে শত্রুদের জয় করব। কৃষ্ণার্জুনের তুল্য যোদ্ধা অভিমন্যু দশ সহস্র শত্রুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ্‌বলকে বধ করে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। তার পর সায়াহ্নকাল উপস্থিত হলে শোকমগ্ন পাণ্ডবগণ এবং রুধিরাক্ত কৌরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে অভিমন্যুবধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি ছ জন মহারথ একজনকে নিপাতিত করলেন— এ আমরা ধর্মসঙ্গত মনে করি না।

৭। যুধিষ্ঠির-সকাশে ব্যাস— মৃত্যুর উপাখ্যান

অভিমন্যুর শোকে যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে লাগলেন— কেশরী যেমন গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ অভিমন্যু আমার প্রিয়কার্য করবার জন্য দ্রোণব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাধনুর্ধর দুর্ধর্ষ শত্রুগণকে পরাস্ত করে দ্রোণসৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হয়ে পরিশেষে সে দুঃশাসনপুত্রের হাতে নিহত হল। হা, হৃষীকেশ আর ধনঞ্জয়কে আমি কী বলব? নিজের প্রিয়সাধন ও জয়লাভের জন্য আমি সুভদ্রা অর্জুন ও কেশবের অপ্রিয় কার্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে শয়নে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমরা যুদ্ধেই অগ্রবর্তী করেছিলাম। অর্জুনপুত্রের এই মৃত্যুর পর জয়লাভ রাজ্যলাভ অমরত্ব বা দেবলোকে বাস কিছুই আমার প্রীতিকর হবে না।

এই সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকটে এলেন। তিনি বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমার তুল্য লোকের বিপদে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু যা করেছেন তা বালকে পারে না, তিনি বহু শত্রু বধ করে স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুর অধীন, এই বিধান অতিক্রম করা যায় না। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মৃত্যু কেন হয় তা বলুন। ব্যাসদেব বললেন, পুরাকালে অকম্পন রাজাকে নারদ যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শোন।

সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন, হরি নামে তাঁর একটি অস্ত্রবিশারদ মেধাবী বলবান পুত্র ছিল। এই রাজপুত্র যুদ্ধে নিহত হলে অকম্পন সর্বদা শোকাবিষ্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দেবর্ষি নারদ এই পুত্রশোকনাশক আখ্যান বলেছিলেন।—

প্রাণীসৃষ্টির পর ব্রহ্মা ভাবতে লাগলেন, এদের সংহার কোন্ উপায়ে হবে। তখন তাঁর ক্রোধপ্রভাবে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে চরাচর সর্বজগৎ দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, পুত্র, তুমি আমার সংকল্পজাত, কী চাও বল। মহাদেব বললেন, প্রভু, আপনার সৃষ্ট প্রজাবর্গ আপনার ক্রোধেই দগ্ধ হচ্ছে, আপনি প্রসন্ন হোন। ব্রহ্মা বললেন, আমি অকারণে ক্রুদ্ধ হইনি, দেবী পৃথিবী ভারে আর্ত হয়ে প্রাণীসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, কোনও উপায় খুঁজে না পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মেছিল। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁর ক্রোধজাত অগ্নি স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে এক পিঙ্গলবর্ণা রক্তাননা রক্তনয়না স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী নারী আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, মৃত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহার কর।

সরোদনে কৃতাঞ্জলি হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভু, আমি নারীরূপে সৃষ্ট হয়ে কী করে এই ক্রূর কর্ম করব? আমি যাকে মারব তার আত্মীয়রা আমার অনিষ্টচিন্তা করবে, আমি তা ভয় করি। লোকে যখন বিলাপ করবে তখন আমি তাদের প্রিয় প্রাণ হরণ করতে পারব না; আপনি অধর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি বিচার করো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহার কর, তুমি জগতে অনিন্দিতা হবে।

মৃত্যু সম্মত হলেন না, ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভু, সুস্থ প্রাণীকে আমি হত্যা করতে চাই না, আমি অতি ভীত ও নিরপরাধ, আমাকে অভয় দিন। ব্রহ্মা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সংহার করতে থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র রাখবেন, লোকপাল যম তোমার সহায় হবেন, ব্যাধি সকলও তোমাকে সাহায্য করবে। আমার ও দেবগণের বরে তুমি নিষ্পাপ হয়ে খ্যাতিলাভ করবে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য, কিন্তু লোভ ক্রোধ অসূয়া দ্রোহ মোহ অলজ্জা ও পরুষ আচরণ— এইসকল দোষে দেহ বিদ্ধ হলেই আমি সংহার করব। ব্রহ্মা বললেন, মৃত্যু, তাই হবে, তোমার অশ্রুবিন্দু আমার হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণীদের বধ করবে, তোমার অধর্ম হবে না।

তার পর নারদ অকম্পনকে বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মার আজ্ঞায় মৃত্যুদেবী অনাসক্তভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন, অতএব তুমি নিষ্ফল শোক করো না। জীব পরলোকে গেলে ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে, কর্মক্ষয় হলে আবার অন্য শরীর আশ্রয় করে মর্ত্যে আসে। প্রাণবায়ু দেহ ভেদ করে বহির্গত হলে আর ফিরে আসে না। তোমার পুত্র স্বর্গ লাভ করে বীরলোকে আনন্দে আছে, মর্ত্যের দুঃখ ত্যাগ করে স্বর্গে পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৮। সুবর্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান

মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে পুণ্যকর্মা ইন্দ্রতুল্যবিক্রমশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী রাজর্ষিদের কথা বলুন। ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন।—

একদিন দেবর্ষি নারদ ও পর্বত তাঁদের সখা শ্বিত্যপুত্র রাজা সৃঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সুখে উপবিষ্ট হলে একটি শুচিস্মিতা বরবর্ণিনী কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, এই চঞ্চলনয়না সর্বলক্ষণযুক্তা কন্যাটি কার? এ কি সূর্যের দীপ্তি, না অগ্নির শিখা, না শ্রী হ্রী কীর্তি ধৃতি পুষ্টি সিদ্ধি, কিংবা চন্দ্রমার প্রভা? সৃঞ্জয় বললেন, এ আমারই কন্যা। নারদ বললেন, রাজা, যদি সুমহৎ শ্রেয় লাভ করতে চাও তবে এই কন্যাটিকে ভার্যারূপে আমাকে দাও। তখন পর্বত ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে বললেন, আমি পূর্বে যাকে মনে মনে বরণ করেছি তাকেই তুমি চাচ্ছ! ব্রাহ্মণ, তুমি আর নিজের ইচ্ছানুসারে স্বর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মন্ত্রপাঠাদির দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সপ্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার ভার্যা হবার পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার সঙ্গে ভিন্ন স্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পর অভিশাপের পর নারদ ও পর্বত সৃঞ্জয়ের নিকটেই বাস করতে লাগলেন।

রাজা সৃঞ্জয় তপস্যাপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করে বর চাইলেন, যে তাঁর গুণবান যশস্বী কীর্তিমান তেজস্বী ও শত্রুনাশন পুত্র হয়। বর পেয়ে যথাকালে তাঁর একটি পুত্র হল। এই পুত্রের মূত্র পুরীষ ক্লেদ ও স্বেদ সুবর্ণময়, সে জন্য তার নাম হল সুবর্ণষ্ঠীবী। রাজা ইচ্ছামতো সকল বস্তু স্বর্ণে রূপান্তরিত করাতে লাগলেন, কালক্রমে তাঁর গৃহ প্রাকার দুর্গ ব্রাহ্মণাবাস শয্যা আসন যান স্থালী প্রভৃতি সবই স্বর্ণময় হল। একদল দস্যু লুব্ধ হয়ে স্বর্ণের আকরস্বরূপ রাজপুত্রকে হরণ করে বনে নিয়ে গেল। তারা সুবর্ণষ্ঠীবীকে কেটে খণ্ড খণ্ড করল, কিন্তু তাদের কোনও অর্থলাভ হল না। রাজপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ধন লুপ্ত হল, মূর্খ দস্যুরাও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পরস্পরকে বধ করে নরকে গেল।

সৃঞ্জয় রাজা পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদ তাঁকে বললেন, আমরা ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ তোমার গৃহে বাস করছি, আর তুমি কাম্য বিষয়ের ভোগে অতৃপ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান আর তপস্যায় যাঁরা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন বহু রাজার মৃত্যু হয়েছে, অতএব অযজ্ঞকারী অদাতা পুত্রের মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তার পর নারদ উদাহরণ স্বরূপ এই ষোল জন মহাত্মার কথা বললেন।—

রাজর্ষি মরুত্ত, যাঁর ভবনে দেবতারা পরিবেশন করতেন। রাজা সুহোত্র, যাঁর জন্য পর্জন্যদেব হিরণ্য বর্ষণ করতেন। পুরুর পুত্র জনমেজয়, যিনি প্রতি বার যজ্ঞকালে দশ সহস্র স্বর্ণভূষিত হস্তী, বহু সহস্র সালংকারা কন্যা এবং কোটি বৃষ দক্ষিণা দিতেন। উশীনরপুত্র শিবি, যাঁর যজ্ঞে দধিদুগ্ধের মহাহ্রদ এবং শুভ্র অন্নের পর্বত থাকত। দশরথপুত্র

রাম, যিনি সুরাসুরের অবধ্য, দেবব্রাহ্মণের কণ্টক রাবণকে বধ এবং এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করে প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ভগীরথ, যাঁকে সমুদ্রগামিনী গঙ্গা পিতা বলে স্বীকার করেছিলেন। দিলীপ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বসুধা দান করেছিলেন এবং যাঁর ভবনে বেদপাঠধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ, এবং 'পান-ভোজন কর' এই শব্দ কখনও থামত না। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, যিনি আসমুদ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করে পুণ্যলোকে গিয়েছিলেন। নহুষের পুত্র যযাতি, যিনি বহুবিধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্বর্গোদ্যানে বিহার করতেন। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ কোষ ও সৈন্যসহ শত সহস্র রাজ্য দান করেছিলেন। রাজা শশবিন্দু, যাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ তেরটা খাদ্যের পর্বত প্রস্তুত হয়েছিল। অমূর্তরয়ার পুত্র গয়, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে মণিকঙ্করে খচিত স্বর্ণময় পৃথিবী নির্মাণ করে ব্রাহ্মণগণকে দান করতেন এবং অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসরোবরের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকৃতের পুত্র রন্তিদেব, যাঁর দু-লক্ষ পাচক ছিল, যাঁর কাছে পশুর দল স্বর্গলাভের জন্য নিজেরাই আসত, যাঁর গৃহে অতিথি এলে একুশ হাজার বৃষ হত্যা করা হত, কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত হত না, ভোজনের সময় পাচকরা বলত, আজ মাংস কম, আপনারা বেশি করে সুপ (দাল) খান। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, যিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং যমুনা সরস্বতী ও গঙ্গার তীরে বহু সহস্র যজ্ঞ করেছিলেন। বেণ বাজার পুত্র পৃথু যাঁর আজ্ঞায় পৃথিবীকে দোহন করে বৃক্ষ পর্বত দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতি অভীষ্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই মরেছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও মরবেন, যিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন এবং কশ্যপকে সপ্তদ্বীপা বসুমতী দান করে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।

নারদ সৃঞ্জয়কে বললেন, আমার কথা তুমি শুনলে কি? না শূদ্রার ব্রাহ্মণ পতি শ্রাদ্ধ করলে যেমন নিষ্ফল হয়, আমার বাক্যও সেইরূপ নিষ্ফল হল? সৃঞ্জয় করজোড়ে বললেন, সূর্যের কিরণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপনার আখ্যান শুনে আমার পুত্রশোক দূর হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট বর চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সৃঞ্জয় বললেন, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়েছেন তাতেই আমি হৃষ্ট হয়েছি। নারদ বললেন, তোমার পুত্র দস্যুহস্তে বৃথা নিহত হয়েছে, তাকে কষ্টময় নরক থেকে উদ্ধার করে তোমাকে দান করছি। তখন নারদের বরে সুবর্ণষ্ঠীবী পুনর্জীবিত হল।

উপাখ্যান শেষ করে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সৃঞ্জয়ের পুত্র বালক, সে ভয়ার্ত ও যুদ্ধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মা না হয়ে যজ্ঞ না করে নিঃসন্তান অবস্থায় মরেছিল, এজন্যই সে পুনর্জীবন পেয়েছিল। কিন্তু অভিমন্যু মহাবীর ও কৃতকর্মা, তিনি বহু সহস্র শত্রুকে সন্তপ্ত করে সম্মুখসমরে নিহত হয়ে অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে কেউ মর্ত্যে আসতে চায় না। অতএব অর্জুনের পুত্রকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তিনি অমৃতকিরণে উদ্‌ভাসিত হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। মহারাজ, তুমি ধৈর্য ধারণ করে শত্রু জয় কর। এই বলে ব্যাস চলে গেলেন।

প্রতিজ্ঞাপর্বাধ্যায়

৯। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

সেইদিন সায়াহ্নকালে দু পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলে অর্জুন সংশপ্তকগণকে বধ করে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। তিনি যেতে যেতে সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, কেশব, আমার হৃদয় ত্রস্ত হচ্ছে কেন? আমি কথা বলতে পারছি না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহু অশুভ লক্ষণ দেখছি। আমার ভ্রাতারা কুশলে আছেন তো? কৃষ্ণ বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না, তাঁরা ভালোই আছেন, হয়তো সামান্য কিছু অনিষ্ট হয়ে থাকবে।

নিরানন্দ আলোকহীন শিবিরে উপস্থিত হয়ে অর্জুন দেখলেন, মাঙ্গলিক বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধ্বনি হচ্ছে না, ভ্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। উদ্‌বিগ্ন হয়ে অর্জুন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে ম্লানমুখে রয়েছেন, অভিমন্যুকে দেখছি না। শুনেছি দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন, অভিমন্যু ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আমি প্রবেশ করতেই শিখিয়েছি, নির্গমের প্রণালী শেখাইনি। ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে অভিমন্যু কি নিহত হয়েছে? সুভদ্রার প্রিয় পুত্র, দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও আমার স্নেহভাজন অভিমন্যুকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুঞ্চিত, চক্ষু হরিণশাবকের ন্যায়, দেহ নব-শাল তরুর ন্যায়; যে সর্বদা স্মিতমুখে কথা বলে, গুরুজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্থের ন্যায় কার্য করে; যে যুদ্ধে প্রথম প্রহার করে না, অধীরও হয় না, যে মহারথ বলে গণ্য, যার বিক্রম আমার চেয়ে অর্ধ গুণ অধিক, যে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই পুত্রকে যদি দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা পুত্র, আমি ভাগ্যহীন তাই তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্তি হত না। যম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, তুমি দেবগণের প্রিয় অতিথি হয়েছ।

তার পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, অভিমন্যু শত্রুনিপীড়ন করে সম্মুখযুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে— যদি পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! সেই অবস্থায় নৃশংসগণ তাকে নিপাতিত করেছে। অথবা, যে আমার পুত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গর্ভজাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে না দেখে সুভদ্রা আর দ্রৌপদী কী বলবেন, আমিই বা তাঁদের কী বলব? আমার হৃদয় নিশ্চয় বজ্রসারময়, শোকার্তা বধূ উত্তরার রোদনেও বা বিদীর্ণ হবে না। আমি গর্বিত ধার্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শুনেছিলাম, কৃষ্ণও যুযুৎসুকে বলতে শুনেছেন— অধর্মজ্ঞ মহারথগণ, অর্জুনের পরিবর্তে একটি বালককে বধ করে চিৎকার করছ কেন?

পুত্রশোকার্ত অর্জুনকে ধরে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, ক্ষান্ত হও, সকল ক্ষত্রিয় বীরেরই এই পন্থা, অভিমন্যু পুণ্যার্জিতলোকে গেছেন তাতে সংশয় নেই। সকল বীরেরই এই

আকাঙ্ক্ষা— যেন সম্মুখযুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ, তোমাকে শোকাবিষ্ট দেখে তোমার ভ্রাতারা, এই রাজারা, এবং সুহৃদ্গণ সকলেই কাতর হয়েছেন। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে এঁদের আশ্বস্ত কর। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি জান, অতএব শোক করো না।

গদ্গদকণ্ঠে অর্জুন ভ্রাতাদের বললেন, অভিমন্যুর মৃত্যু কী করে হল শুনতে ইচ্ছা করি। আপনারা রথারোহী হয়ে শরবর্ষণ করছিলেন, শত্রুরা অন্যায় যুদ্ধে কী করে তাকে বধ করল? হা, আপনাদের পৌরুষ নেই, পরাক্রমও নেই। আমারই দোষ, তাই দুর্বল ভীরু অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ আপনাদের ওপর ভার দিয়ে অন্যত্র গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র অলঙ্কারমাত্র, সভায় যে বীরত্ব প্রকাশ করতেন তা-ও কেবল মুখের কথা, তাই আমার পুত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। এই বলে অর্জুন অশ্রুপূর্ণমুখে অসিকার্মুকহস্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, তুমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে দ্রোণ তাঁর সৈন্য ব্যূহবদ্ধ করে আমাদের নিপীড়িত করতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে আমরা অভিমন্যুকে বললাম, বৎস, তুমি দ্রোণের সৈন্য ভেদ কর। যে পথে সে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছায় আমরা তার অনুসরণ করলাম, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারিত করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করলেন। বালক অভিমন্যু যথাশক্তি যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নষ্ট হল, তখন দুঃশাসনের পুত্র তাঁকে হত্যা করল। অভিমন্যু বহু সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ধ্বংস করে এবং বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন।

অর্জুন 'হা পুত্র' বলে ভূপতিত হলেন, তার পর সংজ্ঞা লাভ করে জ্বররোগীর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ঘষে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জয়দ্রথ যদি ভয় পেয়ে দুর্যোধনাদিকে ত্যাগ করে না পালায় তবে কালই তাকে বধ করব। সে যদি আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন না হয় তবে কালই তাকে বধ করব। যদি কাল তাকে নিহত করতে না পারি তবে যে নরকে মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা যায়, গুরুপত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভুক্তপূর্বা স্ত্রীর নিন্দাকারী, গোহন্তা, এবং ব্রাহ্মণহন্তা যায়, সেই নরকে আমি যাব। যে লোক পা দিয়ে ব্রাহ্মণ গো বা অগ্নি স্পর্শ করে, জলে মলমূত্র শ্লেষ্মা ত্যাগ করে, নগ্ন হয়ে স্নান করে, অতিথিকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, স্ত্রী পুত্র ভৃত্য ও অতিথিকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়; যে ব্রাহ্মণ শীতভীত, যে ক্ষত্রিয় রণভীত, যে কৃতঘ্ন, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক যে নরকে যায় সেই নরকে আমি যাব। আরও প্রতিজ্ঞা করছি শুনুন— পাপী জয়দ্রথ জীবিত থাকতে যদি কাল সূর্যাস্ত হয় তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। সুরাসুর ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি স্থাবর জঙ্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সে রসাতলে আকাশে দেবপুরে বা দানবপুরে যেখানেই যাক, আমি শরাঘাতে তার শিরশ্ছেদন করব।

অর্জুন বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব ধনুর জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই নির্ঘোষ তাঁর কণ্ঠধ্বনি অতিক্রম করে আকাশ স্পর্শ করল। তার পর কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য এবং অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পৃথিবী কেঁপে উঠল, নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হল, পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করলেন।

১০। জয়দ্রথের ভয়— সুভদ্রার বিলাপ

পাণ্ডবগণের সেই মহানিনাদ শুনে এবং চরমুখে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার সংবাদ জেনে জয়দ্রথ উদ্‌বিগ্ন হয়ে দুর্যোধনাদিকে বললেন, পাণ্ডুর পত্নীর গর্ভে কামুক ইন্দ্রের ঔরসে যে পুত্র জন্মেছিল সেই দুর্বুদ্ধি অর্জুন আমাকে যমালয়ে পাঠাতে চায়। তোমাদের মঙ্গল হোক, আমি প্রাণরক্ষার জন্য নিজ ভবনে চলে যাব। অথবা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, অভয় দাও। পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনে আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মুমূর্ষুর ন্যায় শরীর অবসন্ন হয়েছে। তোমরা অনুমতি দাও, আমি আত্মগোপন করি, যাতে পাণ্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। দুর্যোধন বললেন, নরব্যাঘ্র, ভয় পেয়ো না, তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে থাকলে কে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমরা সসৈন্যে তোমাকে রক্ষা করব। তুমি স্বয়ং রথীশ্রেষ্ঠ মহাবীর, তবে পাণ্ডবদের ভয় করছ কেন?

রাত্রিকালে জয়দ্রথ দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আচার্য, অস্ত্রশিক্ষায় অর্জুন আর আমার প্রভেদ কী তা জানতে ইচ্ছা করি। দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু যোগাভ্যাস ও কষ্টভোগ করে অর্জুন অধিকতর শক্তিমান হয়েছেন। তথাপি তুমি ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা করব। অমি এমন ব্যূহ রচনা করব যা অর্জুন ভেদ করতে পারবেন না। তুমি স্বধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। মনে রেখো, আমরা কেউ চিরকাল বাঁচব না, কালবশে সকলেই নিজ নিজ কর্মসহ পরলোকে যাব। দ্রোণের কথা শুনে জয়দ্রথ আশ্বস্ত হলেন এবং ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্ত্রণা না করেই প্রতিজ্ঞা করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দুঃসাহসের জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ না হই! আমি কৌরবশিবিরে যে চর পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে শুনেছি, কর্ণ ভূরিশ্রবা অশ্বত্থামা বৃষসেন কৃপ ও শল্য এই ছয়জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। এঁদের জয় না করলে জয়দ্রথকে পাবে না। অর্জুন বললেন, আমি মনে করি, এঁদের মিলিত শক্তি আমার অর্ধেকের তুল্য। মধুসূদন, তুমি দেখো, কাল আমি দ্রোণাদির সমক্ষেই জয়দ্রথের মুণ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে, ক্ষীরান্নভোজী পাপাচারী জয়দ্রথ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পতিত হয়েছে। দিব্যধনু গাণ্ডীব, আমি যোদ্ধা, আর তুমি সারথি

থাকলে কী না জয় করা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সজ্জিত থাকে তা দেখো। এখন তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রা এবং আমার পুত্রবধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও, উত্তরার সহচরীদের শোক দূর কর।

কৃষ্ণ দুঃখিতমনে অর্জুনের গৃহে গিয়ে সুভদ্রাকে বললেন, বার্ষ্ণেয়ী[1], তুমি আর বধূ উত্তরা কুমার অভিমন্যুর জন্য শোক করো না, কালবশে সকল প্রাণীরই এই গতি হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষত্রিয় বীরের এরূপ মরণই উপযুক্ত। পিতার ন্যায় পরাক্রান্ত মহারথ অভিমন্যু বীরের অভিলষিত গতি লাভ করেছেন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য বেদাধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধুজন যেখানে যেতে চান তোমার পুত্র সেখানে গেছেন। তুমি বীরপ্রসবিনী বীরপত্নী বীরবান্ধবা, শোক করো না, তোমার তনয় পরমা গতি পেয়েছেন। বালকহন্তা পাপী জয়দ্রথ তার কর্মের উপযুক্ত ফল পাবে, অমরাবতীতে আশ্রয় নিলেও সে অর্জুনের হাতে নিষ্কৃতি পাবে না। তুমি কালই শুনবে, জয়দ্রথের মুণ্ড ছিন্ন হয়ে সমন্তপঞ্চকের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি পুত্রবধূকে আশ্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ শুনবে, তোমার পতি যে পতিজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা হবে না।

পুত্রশোকার্তা সুভদ্রা বিলাপ করতে লাগলেন, হা পুত্র, তুমি এই মন্দভাগিনীর ক্রোড়ে এসে পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হয়েও কেন নিহত হলে? তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত ছিলে, উত্তম শয্যায় শুতে, আজ কেন বাণবিদ্ধ হয়ে ভূশয়ন করেছ? বরনারীগণ যে মহাবাহুর সেবা করত, আজ শৃগালরা কেন তার কাছে রয়েছে? ভীমার্জুন বৃষ্ণি পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি বীরগণকে ধিক, তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বীর, তুমি স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় দেখা দিয়ে বিনষ্ট হলে! তোমার এই শোকবিহ্বলা তরুণী ভার্যাকে কী করে বাঁচিয়ে রাখব? হা পুত্র, তুমি ফলদানের সময় আমাকে ত্যাগ করে অকালে চলে গেলে! যজ্ঞকারী দানশীল ব্রহ্মচর্যপরায়ণ গুরুশুশ্রূষাকারী ব্রাহ্মণদের যে গতি, যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ শত্রুহন্তা বীরগণের যে গতি, একভার্য পুরুষের যে গতি, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর পুণ্য রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রতি প্রীতিযুক্ত অনিষ্ঠুর লোকের যে গতি, তুমি সেই গতি লাভ কর।

সুভদ্রা উত্তরার সঙ্গে এইরূপ বিলাপ করছিলেন এমন সময় দ্রৌপদী সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন করে কৃষ্ণ বললেন, সুভদ্রা, শোক ত্যাগ কর; পাঞ্চালী, উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। অভিমন্যু ক্ষত্রিয়োচিত উত্তম গতি পেয়েছেন, আমাদের বংশের সকলেই যেন এই গতি পায়। তিনি যে মহৎ কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের সুহৃদ্‌গণও যেন সেইরূপ কর্ম করতে পারি।

---

১. বৃষ্ণিবংশজাতা।

১১। অর্জুনের স্বপ্ন

সুভদ্রা প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য কুশ দিয়ে একটি শয্যা রচনা এবং তার চতুর্দিক মাল্য গন্ধদ্রব্য লাজ ও অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দিলেন। পরিচারকগণ সেই শয্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপূজার উপকরণ রেখে দিল। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুন পূজা করলেন, তার পর কৃষ্ণ নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন।

সেই রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে কারও নিদ্রা হল না, সকলেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে অর্জুনের দুরূহ প্রতিজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে বললেন, আমি কাল এমন কার্য করব যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন। অর্জুনের চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর জন্য আমি কৌরবগণকে সংহার করব। রাত্রি প্রভাত হলেই তুমি আমার রথ প্রস্তুত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকী গদা, দিব্য শক্তি, চক্র, ধনুর্বাণ, ছত্র প্রভৃতি রাখবে এবং চার অশ্ব যোজিত করবে। পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ শুনলেই তুমি সত্বর আমার কাছে আসবে। দারুক বললেন, পুরুষব্যাঘ্র, আপনি যাঁর সারথ্য স্বীকার করেছেন সেই অর্জুন নিশ্চয় জয়ী হবেন। আপনি যে আদেশ করলেন আমি তা পালন করব।

অর্জুন শিবমন্ত্র জপ করতে করতে নিদ্রিত হলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ কী তা বল। অর্জুন উত্তর দিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করব, কিন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেষ্টন করে থাকবে। কী করে তাঁকে আমি দেখতে পাব? এখন সূর্যাস্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আমি জীবিত থাকতেও পারব না।

কৃষ্ণ বললেন, যদি পাশুপত অস্ত্র তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে। যদি জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান বৃষভধ্বজের ধ্যান ও মন্ত্রজপ কর। অর্জুন আচমন করে ভূমিতে বসে একাগ্রমনে ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে আছেন, তাঁরা আকাশমার্গে বায়ুবেগে গিয়ে হিমালয় অতিক্রম করে মহামন্দর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে শূলপাণি জটাধারী গৌরবর্ণ মহাদেব, পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ স্তব করছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সনাতন ব্রহ্ম স্বরূপ মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণার্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করলেন। অর্জুন দেখলেন, তিনি যে পূজা করেছিলেন তার উপহার মহাদেবের নিকট এসেছে। মহাদেবের কৃপায় অর্জুন পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করলেন। তার পর কৃষ্ণার্জুন মহাদেবকে বন্দনা করে শিবিরে ফিরে এলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে বৈতালিকদের স্তব ও গীতবাদ্যের ধ্বনিতে যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ হল। সুশিক্ষিত পরিচারকগণ কষায় দ্রব্যে গাত্রমার্জন করে মন্ত্রপূত চন্দনাদিযুক্ত জলে তাঁকে স্নান করিয়ে দিল। জলশোষণের জন্য যুধিষ্ঠির একটি শিথিল উষ্ণীষ পরলেন এবং মাল্য ও কোমল বস্ত্র ধারণ করে যথাবিধি হোম করলেন। তার পর মহার্ঘ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপদ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, জনার্দন, তুমি সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাণ্ডবগণ অগাধ কুরুসাগরে নিমগ্ন হচ্ছে, তুমি তাদের ত্রাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ পুরুষোত্তম, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সত্য কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই, সমস্ত দেবতা যদি জয়দ্রথের রক্ষক হন তথাপি অর্জুন আজ তাঁকে বধ করবেন।

এমন সময়ে অর্জুন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অনুগ্রহে আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। অর্জুনের মহাদেবদর্শনের বৃত্তান্ত শুনে সকলে ভূতলে মস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অর্জুন বললেন, সাত্যকি, শুভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, আজ আমি নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃষ্ণ আর আমি তোমাদের কাছে থাকব না, তুমি সর্বপ্রযত্নে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করো।

জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায়

১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণার্জুন
(চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ)

প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ-ক্রোশ দূরে সসৈন্যে থাকবে, ভূরিশ্রবা কর্ণ অশ্বত্থামা শল্য বৃষসেন ও কৃপ তোমাকে রক্ষা করবেন। দ্রোণ চক্রশকট ব্যূহ রচনা করলেন। এই ব্যূহের পশ্চাতে পদ্ম নামক এক গর্ভব্যূহ এবং তার মধ্যে এক সূচীব্যূহ নির্মিত হল। কৃতবর্মা সূচীব্যূহের সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত জয়দ্রথ এক পার্শ্বে রইলেন। দ্রোণাচার্য চক্রশকট ব্যূহের মুখে রইলেন।

পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহবদ্ধ হলে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, দুর্যোধন-ভ্রাতা দুর্মর্ষণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আমি এই গজসৈন্য ভেদ করে শত্রুবাহিনীতে প্রবেশ করব। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্মর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে দুঃশাসন সসৈন্যে অর্জুনকে বেষ্টন করলেন, কিন্তু তাঁর শরবর্ষণে নিপীড়িত ও ত্রস্ত হয়ে শকটব্যূহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অর্জুন দুঃশাসনের সৈন্য ধ্বংস করে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনুগ্রহে আমি এই দুর্ভেদ্য বাহিনীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার

পিতৃতুল্য, ধর্মরাজ ও কৃষ্ণের ন্যায় মাননীয়, অশ্বত্থামার তুল্যই আমি আপনার রক্ষণীয়। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। ঈষৎ হাস্য করে দ্রোণ বললেন, অর্জুন, আমাকে জয় না করে জয়দ্রথকে জয় করতে পারবে না।

দ্রোণের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হল। কিছুকাল পরে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, বৃথা কালক্ষেপ করো না, এখন দ্রোণকে ছাড়। অর্জুন চলে যাচ্ছেন দেখে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, পাণ্ডুপুত্র, কোথায় যাচ্ছ? শত্রুজয় না করে তুমি তো যুদ্ধে বিরত হও না। অর্জুন বললেন, আপনি আমার গুরু, শত্রু নন; আপনাকে পরাজিত করতে পারে এমন পুরুষও কেউ নেই।

অর্জুন জয়দ্রথের দিকে সত্বর চললেন, পাঞ্চালবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাঁর রক্ষক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কৃতবর্মা ও কাম্বোজদেশীয় শ্রুতায়ু অর্জুনকে বাধা দিতে লাগলেন। বরুণপুত্র রাজা শ্রুতায়ুধ কৃষ্ণকে গদাঘাত করলেন, কিন্তু সেই গদা ফিরে এসে শ্রুতায়ুধকেই বধ করল। অর্জুনের শরাঘাতে কাম্বোজরাজপুত্র সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নিহত হলেন। তার পর বহু সহস্র যবন পারদ শক দরদ পুণ্ড্র প্রভৃতি সৈন্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এইসকল মুণ্ডিতমস্তক, অর্ধমুণ্ডিতমস্তক, শ্মশ্রুধারী, অপবিত্র, কুটিলানন ম্লেচ্ছ সৈন্য অর্জুনের বাণে নিপীড়িত হয়ে পালিয়ে গেল।

কৌরবসৈন্য ভগ্ন হচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, অর্জুন আপনার সৈন্য ভেদ করায় জয়দ্রথের রক্ষকগণ সংশয়াপন্ন হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে জীবিত অবস্থায় অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করতে পারবেন না। আমি জানি আপনি পাণ্ডবদের হিতেই রত আছেন। আমি আপনাকে উত্তম বৃত্তি দিয়ে থাকি, যথাশক্তি তুষ্ট রাখি, কিন্তু আপনি তা মনে রাখেন না। আমাদের আশ্রয়ে থেকেই আপনি আমাদের অপ্রিয় কর্ম করছেন, আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুরের তুল্য তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি বুদ্ধিহীন, তাই জয়দ্রথ যখন চলে যেতে চেয়েছিলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করেছিলাম। আমি আর্ত হয়ে প্রলাপ বকছি, ক্রুদ্ধ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন।

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বত্থামার সমান। আমি সত্য বলছি শোন। কৃষ্ণ সারথিশ্রেষ্ঠ, তাঁর অশ্বসকল শীঘ্রগামী, অল্প ফাঁক পেলেও তা দিয়ে অর্জুন শীঘ্র যেতে পারেন। তুমি কি দেখতে পাও না আমার বাণ অর্জুনের রথের এক ক্রোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শীঘ্র যেতে পারি না। আমি বলেছি যে যুধিষ্ঠিরকে ধরব, এখন তাঁকে ছেড়ে আমি অর্জুনের কাছে যেতে পারি না। অর্জুন আর তুমি একই বংশে জন্মেছ, তুমি বীর কৃতী ও দক্ষ, তুমিই শত্রুতার সৃষ্টি করেছ। ভয় পেয়ো না, তুমি নিজেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দুর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনাকে যে অতিক্রম করেছে সেই অর্জুনের সঙ্গে আমি কী করে যুদ্ধ করব? দ্রোণ বললেন, তোমার দেহে আমি এই কাঞ্চনময় কবচ বেঁধে দিচ্ছি, কৃষ্ণ অর্জুন বা অন্য কোনও যোদ্ধা এই কবচ ভেদ করতে পারবেন না। বৃত্রবধের পূর্বে

মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে অঙ্গিরা, তৎপুত্র বৃহস্পতি, অগ্নিবেশ্য ঋষি এবং পরিশেষে আমি এই কবচ পেয়েছি। কবচ ধারণ করে দুর্যোধন অর্জুনের অভিমুখে গেলেন। পাণ্ডবগণ তিন ভাগে বিভক্ত কৌরবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

সূর্য যখন অস্তাচলের অভিমুখী হলেন কৃষ্ণার্জুন তখন জয়দ্রথের দিকে যাচ্ছিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দ অর্জুনকে বাধা দিতে এসে নিহত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমার অশ্বসকল বাণে আহত ও ক্লান্ত হয়েছে, জয়দ্রথও দূরে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শুশ্রূষা কর, আমি শত্রুসৈন্য নিবারণ করব। এই বলে অর্জুন রথ থেকে নামলেন এবং অস্ত্রাঘাতে ভূমি ভেদ করে জলাশয় সৃষ্টি করলেন। সহাস্যে সাধু সাধু বলে কৃষ্ণ অশ্বদের পরিচর্যা করে এবং জল খাইয়ে সুস্থ করলেন, তার পর পুনর্বার বেগে রথ চালালেন। অর্জুন কৌরবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছুদূর গিয়ে জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন।

দ্রোণের সৈন্য অতিক্রম করে অর্জুন জয়দ্রথের অভিমুখে যাচ্ছেন দেখে দুর্যোধন সবেগে এসে অর্জুনের রথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, ধনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে দুর্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন ওঁকে বধ কর। অর্জুন ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে লাগলেন। অর্জুনের বাণ নিষ্ফল হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দেখছি, তোমার বাণে দুর্যোধনের কিছুই হচ্ছে না। তোমার গাণ্ডীবের শক্তি ও বাহুবল ঠিক আছে তো? অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। কিন্তু দুর্যোধন স্ত্রীলোকের ন্যায় এই কবচ বৃথা ধারণ করে আছে, কবচ থাকলেও ওকে আমি পরাজিত করব। অর্জুন শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনকে মহাবিপদে পতিত দেখে ভূরিশ্রবা কর্ণ কৃপ শল্য প্রভৃতি সসৈন্যে এসে অর্জুনকে বেষ্টন করলেন। পাণ্ডবগণকে ডাকবার জন্য অর্জুন বার বার তাঁর ধনুতে টংকার দিলেন, কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য বাজালেন।

এই সময়ে দ্রোণের নিকটস্থ কৌরবযোদ্ধাদের সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসকে বধ করলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরাঘাতে নিপীড়িত হতে লাগলেন। সহসা পাঞ্চজন্যের ধ্বনি ও কৌরবগণের সিংহনাদ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, নিশ্চয় অর্জুন বিপদে পড়েছেন। সাত্যকি, তোমার চেয়ে সুহৃত্তম কেউ নেই, তুমি সত্বর গিয়ে অর্জুনকে রক্ষা কর, শত্রুসৈন্য তাঁকে বেষ্টন করেছে।

সাত্যকি বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আমি সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু অর্জুন আমার ওপরে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, আমি চলে গেলে দ্রোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দি করবেন। যদি কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন এখানে থাকতেন তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে আমি যেতে পারতাম। অর্জুনের জন্য আপনি ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভৃতি

মহারথের বিক্রম অর্জুনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুনের কাছে তোমার যাওয়াই আমি উচিত মনে করি। ভীমসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোৎকচ বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও এখানে আছেন।

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যকি ভীমকে বললেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপী জয়দ্রথ নিহত হলে আমি ফিরে এসে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন করব। সাত্যকি কুরুসৈন্য বিদারণ করে অগ্রসর হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেষ্টা করে বললেন, তোমার গুরু অর্জুন কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেছেন। তুমিও যদি সত্বর চলে না যাও তবে আমার কাছে নিস্তার পাবে না। সাত্যকি বললেন, ভগবান, আমি ধর্মরাজের আদেশে আমার গুরু অর্জুনের কাছে যাচ্ছি, আপনার মঙ্গল হোক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই বলে সাত্যকি দ্রোণকে প্রদক্ষিণ করে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোণ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকির শরাঘাতে রাজা জলসন্ধ ও সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সারথি নিপাতিত হল, তাঁর অশ্বসকল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কৌরববীরগণ সাত্যকিকে ত্যাগ করে দ্রোণকে রক্ষা করলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে তাঁর ব্যূহদ্বারে ফিরে গেলেন।

দুর্যোধনের যবন সৈন্য সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। তাদের লৌহ ও কাংস্য নির্মিত বর্ম এবং দেহ ভেদ করে সাত্যকির বাণসকল ভূমিতে প্রবেশ করতে লাগল। যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর সৈন্যের মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন হল। পর্বতবাসী পাষাণযোদ্ধারা সাত্যকির উপর শিলাবর্ষণ করতে এল, কিন্তু শরাঘাতে ছিন্নবাহু হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল।

সাত্যকির পরাক্রমে ভীত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে দুঃশাসন দ্রোণের কাছে চলে এলেন। দ্রোণ বললেন, দুঃশাসন, তোমাদের রথসকল দ্রুতবেগে চলে আসছে কেন? জয়দ্রথ জীবিত আছেন তো? রাজপুত্র ও মহাবীর হয়ে তুমি রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুমি দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে বলেছিলে যে পাণ্ডবগণ ষণ্ডতিল[১] তুল্য, তবে এখন পালিয়ে এলে কেন? তোমার অভিমান দর্প আর বীরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোণের ভর্ৎসনা শুনে দুঃশাসন আবার সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন।

অপরাহ্নকালে পক্বকেশ শ্যামবর্ণ দ্রোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ হলেও ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণের জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা নিহত হলেন।

১. যে তিলের অঙ্কুর হয় না, অর্থাৎ নপুংসক।

১৩। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয়— ভূরিশ্রবা-বধ
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কৃষ্ণার্জুনকে দেখতে না পেয়ে এবং গাণ্ডীবের শব্দ শুনতে না পেয়ে যুধিষ্ঠির উদ্‌বিগ্ন হলেন। তিনি ভীমকে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোনও চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করছেন। তুমি সত্বর অর্জুন আর সাত্যকির কাছে যাও। ভীম বললেন, কৃষ্ণার্জুনের কোনও ভয় নেই, তথাপি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমি যাচ্ছি। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার ভার ধৃষ্টদ্যুম্নকে দিয়ে ভীম অর্জুনের অভিমুখে যাত্রা করলেন, পাঞ্চাল ও সোমক সৈন্যগণ তাঁর সঙ্গে গেল।

ভীমের ললাটে লৌহবাণ দিয়ে আঘাত করে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, কুন্তীপুত্র, আজ আমি তোমার শত্রু, আমাকে পরাস্ত না করে তুমি এই বাহিনী ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্রহ্মবন্ধু (নীচ ব্রাহ্মণ), আপনার অনুমতি না পেয়েও অর্জুন এই বাহিনী ভেদ করে গেছেন। আমি আপনার শত্রু ভীমসেন, অর্জুনের মতো দয়ালু নই, আপনাকে সম্মানও করি না। এই বলে ভীম গদাঘাতে দ্রোণের অশ্ব সারথি ও রথ বিনষ্ট করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যূহদ্বারে চলে গেলেন। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিন্দ অনুবিন্দ সুবর্মা ও সুদর্শন নিহত হলেন। কৌরবগণকে পরাস্ত করে ভীম সত্বর অগ্রসর হলেন এবং কিছুদূর গিয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে সিংহনাদ করলেন। কৃষ্ণার্জুনও সিংহনাদ করে উত্তর দিলেন। এই গর্জন শুনে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন।

দুর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অর্জুন সাত্যকি ও ভীম আপনাকে অতিক্রম করে জয়দ্রথের অভিমুখে গেছেন। আমাদের যোদ্ধারা বলছেন, ধনুর্বেদের পারগামী দ্রোণের এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আমি মন্দভাগ্য, এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনার অভিপ্রায় কী তা বলুন। দ্রোণ বললেন, পাণ্ডবপক্ষের তিন মহারথ আমাদের অতিক্রম করে গেছেন, আমাদের সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য। বৎস, শকুনির বুদ্ধিতে যে দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল তাতে জয়-পরাজয় কিছুই হয়নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। তোমরা জীবনের মমতা ত্যাগ করে জয়দ্রথকে রক্ষা কর। দ্রোণের উপদেশে দুর্যোধন তাঁর অনুচরদের নিয়ে সত্বর প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণার্জুনের অভিমুখে ভীমকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বললেন, ভীম, তোমার শত্রুরা যা স্বপ্নেও ভাবেনি তুমি সেই কাজ করছ, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছ। ভীম ফিরে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীম পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে তাঁর নয় ভ্রাতা দুর্জয় দুর্মুখ চিত্র উপচিত্র চিত্রাক্ষ চারুচিত্র শরাসন চিত্রায়ু ও চিত্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য

করতে এলেন, কিন্তু ভীম সকলকেই বধ করলেন। তার পর দুর্যোধনের আরও সাত ভ্রাতা শত্রুঞ্জয় শত্রুসহ চিত্র চিত্রায়ুধ দৃঢ় চিত্রসেন ও বিকর্ণ যুদ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত হলেন। এইরূপে ভীম একত্রিশ জন ধার্তরাষ্ট্রকে নিপাতিত করলেন।

কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং রথের অশ্বসকল নিহত হল। ভীম রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভীমের চর্ম ছেদন করলেন, ক্রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়্গ নিক্ষেপ করে কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, নিরস্ত্র ভীম হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মূর্ছিতপ্রায় হলেন। কুন্তীর বাক্য স্মরণ করে কর্ণ ভীমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে বার বার সহাস্যে বললেন, ওরে, তূবরক[১] ঔদরিক সংগ্রামকাতর মূঢ়, তুমি অস্ত্রবিদ্যা জান না, আর যুদ্ধ করো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য। বৎস বৃকোদর, তুমি বনে গিয়ে মুনি হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভৃত্যদের তাড়না কর। আমার মতো লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও, কিংবা গৃহে যাও। বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন কী? ভীম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব করছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজিত করেছি। ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় হয়েছিল। নীচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর, আমি তোমাকে কীচকের ন্যায় বিনষ্ট করব।

এই সময়ে অর্জুন কর্ণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীমকে ত্যাগ করে কর্ণ দুর্যোধনাদির কাছে গেলেন, ভীমও সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের অভিমুখে চললেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বাধা দিতে এলেন এবং কিছুকাল ঘোর যুদ্ধের পর সাত্যকিকে ভূপাতিত করে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মুণ্ডচ্ছেদের উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগুচ্ছ ধরলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তীক্ষ্ণ শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা বললেন, কৌন্তেয়, তুমি অতি নৃশংস কর্ম করলে, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার বাহু ছেদন করলে! এরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ কে তোমাকে শিখিয়েছেন, ইন্দ্র রুদ্র দ্রোণ না কৃপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য এরূপ করেছ। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, নিন্দার্হ কর্ম করাই ওদের স্বভাব, সেই বংশে জাত কৃষ্ণের কথা তুমি শুনলে কেন? এই বলে মহাযশা ভূরিশ্রবা বাঁ হাতে ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহ্মলোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ হয়ে মহোপনিষৎ ধ্যান করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, তুমি নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করতে গিয়েছিলে, নিরস্ত্র বালক অভিমন্যুকে তোমরা হত্যা করেছ, কোন্ ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন?

---

১. দাড়িগোঁফহীন, মাকুন্দ।

ভূরিশ্রবা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে ধরে অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, আমার ভ্রাতাদের ওপর যেমন প্রীতি, তোমার ওপরেও সেইরূপ প্রীতি আছে। তুমি উশীনরপুত্র শিবি রাজার ন্যায় পুণ্যলোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরিশ্রবা, তুমি দেবগণের বাঞ্ছিত আমার লোকে যাও, গরুড়ে আরোহণ করে বিচরণ কর। এই সময়ে সাত্যকি চৈতন্যলাভ করে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়্গ নিয়ে ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃষ্ণ অর্জুন ভীম কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যকি যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করলেন।

সাত্যকি বললেন, ওহে অধার্মিকগণ, তোমরা আমাকে 'মেরো না, মেরো না' বলে নিষেধ করছিলে, কিন্তু সুভদ্রার বালক পুত্র যখন নিহত হয় তখন তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রতিজ্ঞা আছে— যে আমাকে যুদ্ধে নিষ্পিষ্ট করে পদাঘাত করবে সে মুনির ন্যায় ব্রতপরায়ণ হলেও তাকে আমি বধ করব। আমি ভূরিশ্রবাকে বধ করে উচিত কার্য করেছি, অর্জুন এঁর বাহু কেটে আমাকে বঞ্চিত করেছেন।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, বহুযুদ্ধজয়ী সাত্যকিকে ভূরিশ্রবা কী করে ভূপাতিত করতে পেরেছিলেন? সঞ্জয় বললেন, যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম শূর, শূরের পুত্র মহাযশা বসুদেব। যদুর বংশে মহাবীর শিনিও জন্মেছিলেন। দেবকের কন্যা দেবকীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন শিনি সেই কন্যাকে বসুদেবের জন্য সবলে হরণ করেন। কুরুবংশীয় সোমদত্ত তা সইলেন না, শিনির সঙ্গে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শিনি সোমদত্তকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন এবং অসি উদ্যত করে কেশ ধরলেন, কিন্তু পরিশেষে দয়া করে ছেড়ে দিলেন। তার পর সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করে বর চাইলেন— ভগবান, এমন পুত্র দিন যে শিনির বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদত্ত ভূরিশ্রবাকে পুত্ররূপে পেলেন। এই কারণেই ভূরিশ্রবা শিনির পৌত্র সাত্যকিকে নিগৃহীত করতে পেরেছিলেন।

১৪। জয়দ্রথবধ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে রথ নিয়ে চল, আমি যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি। অর্জুনকে আসতে দেখে দুর্যোধন কর্ণ বৃষসেন শল্য অশ্বত্থামা কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধন কর্ণকে বললেন,

দিনের অল্প অবশিষ্ট আছে, জয়দ্রথকে যদি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে অগ্নিপ্রবেশ করবে। অর্জুন মরলে তার ভ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা নিষ্কণ্টক হয়ে পৃথিবী ভোগ করব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সে জন্যই আমি এখানে আছি, কিন্তু আমার অঙ্গসকল অচল হয়ে আছে; তথাপি আমি যথাশক্তি যুদ্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য আমি পুরুষকার আশ্রয় করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের অধীন।

তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অর্জুন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে লাগলেন এবং ভীমসেন ও সাত্যকি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ হলেন। দুর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে বেষ্টন করলেন, কিন্তু অর্জুনের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে তাঁরা আকুল হয়ে সরে গেলেন। অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের সারথির মুণ্ড এবং রথের বরাহধ্বজ ভূপাতিত হল। সূর্য দ্রুতগতিতে অস্তাচলে যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ-জন মহারথ রক্ষা করছেন, এঁদের জয় না করে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথ আর আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার করো।

যোগীশ্বর হরি যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে, এখন অর্জুন অগ্নিপ্রবেশ করবেন— এই ভেবে কৌরবযোদ্ধারা হৃষ্ট হলেন। জয়দ্রথ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথ ভয়মুক্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দুরাত্মাকে বধ করবার এই সময়।

কৃপ কর্ণ শল্য দুর্যোধন প্রভৃতিকে শরাঘাতে বিতাড়িত করে অর্জুন জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। ধূলি ও অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হওয়ায় যোদ্ধারা কেউ কাকেও দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্য অর্জুনের বাণে বিদারিত হয়ে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ পুনর্বার বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর, সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন— বিখ্যাত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের পিতা। পুত্রের জন্মকালে তিনি এই দৈববাণী শুনেছিলেন যে রণস্থলে কোনও শত্রু এর শিরশ্ছেদন করবে। পুত্রবৎসল বৃদ্ধক্ষত্র এই অভিশাপ দিলেন— যে আমার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। তার পর যথাকালে জয়দ্রথকে রাজপদ দিয়ে বৃদ্ধক্ষত্র বনগমন করলেন, এখন তিনি সমন্তপঞ্চকের বাইরে দুষ্কর তপস্যা করছেন। অর্জুন, তুমি অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন কোনও দিব্য অস্ত্র দিয়ে জয়দ্রথের মুণ্ড কেটে বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেল। যদি ভূমিতে ফেল তবে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হবে।

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে অর্জুন এক মন্ত্রসিদ্ধ বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে গিয়ে জয়দ্রথের মুণ্ড ছেদন করে আকাশে উঠল। অর্জুনের আরও কতকগুলো বাণ সেই মুণ্ড ঊর্ধ্বে বহন করে নিয়ে চলল। অর্জুন পুনর্বার ছয়

মহারথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের বৈবাহিক রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনা করছিলেন। সহসা কৃষ্ণকেশ ও কুণ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মস্তক তাঁর ক্রোড়ে পতিত হল। বৃদ্ধক্ষত্র ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তখন তাঁর পুত্রের মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হল।

তার পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করলেন। কৌরবগণ বুঝলেন বাসুদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ অর্জুন ভীম সাত্যকি প্রভৃতি শঙ্খধ্বনি করলেন, সেই নিনাদ শুনে যুধিষ্ঠির বুঝলেন যে জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন।

১৫। দুর্যোধনের ক্ষোভ

দুর্যোধন বিষণ্নমনে দ্রোণকে বললেন, আচার্য, আমাদের কিরূপ ধ্বংস হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভীষ্ম, মহাবীর জলসন্ধ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ, মহাবল ভূরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়েছে। আমি লোভী পাপী ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাষী যোদ্ধারা যমালয়ে গেছেন। পাণ্ডব আর পাঞ্চালদের যুদ্ধে বধ করে আমি শান্তিলাভ করব কিংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আমি সহায়হীন, সকলে পাণ্ডবদের হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার করেন না। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিলেন, অর্জুন আপনার শিষ্য তাই আপনিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নেই। পাণ্ডবগণের আচার্য, আপনি আমাকে মরণের অনুমতি দিন।

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন? আমি সর্বদাই বলে থাকি যে সব্যসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য অর্জুনকে বেষ্টন করেছিলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বত্থামা জীবিত থাকতে জয়দ্রথ নিহত হলেন কেন? তিনি অর্জুনের হাতে নিস্তার পাননি, আমিও নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখছি না। আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে আছি, এর ওপর তুমি তীক্ষ্ণ বাক্য বলছ কেন? যখন ভূরিশ্রবা আর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবশিষ্ট থাকবে? দুর্যোধন, আমি সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস না করে বর্ম খুলব না। তুমি অশ্বত্থামাকে বলো সে জীবিত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পীড়িত হয়ে আমি শত্রুবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করছি; যদি পার তবে কৌরবসৈন্য রক্ষা করো, আজ রাত্রিতেও যুদ্ধ হবে। এই বলে দ্রোণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের প্রতি ধাবিত হলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যদি পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অর্জুন কি ব্যূহ ভেদ করতে পারত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না করেই দ্রোণ তাকে প্রবেশ করতে

দিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্রথ গৃহে যেতে চেয়েছিলেন, দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার নির্গুণতা দেখে অর্জুনকে ব্যূহদ্বার ছেড়ে দিলেন। আমরা অনার্য দুরাত্মা, তাই আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি ভ্রাতারা ভীমের হাতে বিনষ্ট হয়েছেন।

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা করো না, এই ব্রাহ্মণ জীবনের আশা ত্যাগ করে যথাশক্তি যুদ্ধ করছেন। তিনি স্থবির, শীঘ্রগমনে অক্ষম, বাহুচালনাতেও অশক্ত হয়েছেন। অস্ত্রবিশারদ হলেও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না। দুর্যোধন, আমরাও যথাশক্তি যুদ্ধ করছিলাম তথাপি সিন্ধুরাজ নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে করি দৈবই প্রবল। আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শঠতা করেছি, বিষ দিয়েছি, জতুগৃহে অগ্নি দিয়েছি, দ্যূতে পরাজিত করেছি, রাজনীতি অনুসারে বনবাসে পাঠিয়েছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিষ্ফল হয়েছে। তুমি ও পাণ্ডবরা মরণপণ করে সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মার্গেই চলবে। সৎ বা অসৎ সকল কার্যের পরিণামে দৈবই প্রবল, মানুষ নিদ্রিত থাকলেও অনন্যকর্মা দৈব জেগে থাকে।

ঘটোৎকচবধপর্বাধ্যায়

১৬। সোমদত্ত-বাহ্লীক-বধ— কৃপ-কর্ণ-অশ্বত্থামার কলহ
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

সন্ধ্যাকালে ভীরুর ত্রাসজনক এবং বীরের হর্ষবর্ধক নিদারুণ রাত্রিযুদ্ধ আরম্ভ হল, পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ মিলিত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যকিকে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ করে দস্যুর ধর্মে রত হলে কেন? বৃষ্ণিবংশে দু জন মহারথ বলে খ্যাত, প্রদ্যুম্ন ও তুমি। দক্ষিণবাহুহীন প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে তুমি কেন হত্যা করলে? আমি শপথ করছি, অর্জুন যদি রক্ষা না করেন তবে এই রাত্রি অতীত না হতেই তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নরকে যাব। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে সোমদত্ত মূর্ছিত হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

অশ্বত্থামার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। ঘটোৎকচপুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হলেন। ঘটোৎকচ বললেন, দ্রোণপুত্র, তুমি আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশ্বত্থামা বললেন, বৎস আমি তোমার পিতার তুল্য, তোমার ওপর আমার অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে মায়াযুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসকে অশ্বত্থামা বিনষ্ট করলেন। সোমদত্ত আবার যুদ্ধ করতে এসে ভীমের পরিঘ ও সাত্যকির বাণের আঘাতে নিহত হলেন। সোমদত্তের পিতা বাহ্লীকরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, মিত্রবৎসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার যোদ্ধাদের বেষ্টন করেছেন, তুমি ওঁদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আমি জীবিত থাকতে তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করব। কৃপাচার্য ঈষৎ হাস্য করে বললেন, ভালো ভালো! কেবল কথাতেই যদি কার্যসিদ্ধি হত তবে তুমি দুর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতে। সূতপুত্র, তুমি সর্বত্রই পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না করে যুদ্ধ কর। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বীরগণ বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করেন, এবং যথাকালে রোপিত বীজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যদি যুদ্ধের ভার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না। ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতিকে মারবার সংকল্প করে যদি আমি গর্জন করি তবে আপনার তাতে কী ক্ষতি? আপনি আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আমি শত্রুবধ করে দুর্যোধনকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দেব। কৃপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষে আছেন সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহ্মণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি অস্ত্র আছে, তার দ্বারাই আমি অর্জুনকে বধ করব। আপনি বৃদ্ধ, যুদ্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহযুক্ত, সে জন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। দুর্মতি ব্রাহ্মণ, যদি পুনর্বার আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলেন তবে খড়গ দিয়ে আপনার জিহ্বা ছেদন করব। আপনি রণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবদের স্তুতি করতে চান!

মাতুল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভর্ৎসনা করছেন দেখে অশ্বত্থামা খড়গ উদ্যত করে বেগে উপস্থিত হলেন। তিনি দুর্যোধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধনুর্ধরকে গণনা কর না! অর্জুন যখন তোমাকে পরাস্ত করে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তখন তোমার বীরত্ব আর অস্ত্র কোথায় ছিল? আমার মাতুল অর্জুন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুমি ভর্ৎসনা করছ! দুর্মতি, আজ আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই বলে অশ্বত্থামা কর্ণের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন দুর্যোধন ও কৃপ তাঁকে নিবারণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অশ্বত্থামা, প্রসন্ন হও, সূতপুত্রকে ক্ষমা কর। কর্ণ কৃপ দ্রোণ শল্য শকুনি আর তোমার ওপর মহৎ কার্যের ভার রয়েছে। মহামনা শান্তস্বভাব কৃপাচার্য বললেন, দুর্মতি সূতপুত্র, আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অর্জুন তোমার দর্প চূর্ণ করবেন।

তার পর কর্ণ ও দুর্যোধন পাণ্ডবযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে রত হলেন। অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বললেন, আমি জীবিত থাকতে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়; তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমিই অর্জুনকে নিবারণ করব। দুর্যোধন বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য পুত্রের ন্যায় পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের উপেক্ষা করে থাক। অশ্বত্থামা, প্রসন্ন হও, আমার শত্রুদের নাশ কর। অশ্বত্থামা বললেন, তোমার কথা সত্য, পাণ্ডবরা আমার ও আমার পিতার প্রিয়। আমরাও তাঁদের প্রিয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ করে যথাশক্তি যুদ্ধ করি।

দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করে অশ্বত্থামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধৃগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন।

১৭। কৃষ্ণার্জুন ও ঘটোৎকচ
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

গাঢ় অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করছে দেখে দুর্যোধন তাঁর পদাতিদের বললেন, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করে হাতে জলন্ত প্রদীপ নাও। পদাতিরা প্রদীপ ধরলে যুদ্ধভূমির অন্ধকার দূর হল। পাণ্ডবরাও পদাতি সৈন্যের হাতে প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠে সাত, রথে দশ, অশ্বে দুই, এবং সেনার পার্শ্বে পশ্চাতে ও ধ্বজেও প্রদীপ দেওয়া হল।

সেই নিদারুণ রাত্রিযুদ্ধে একবার পাণ্ডবপক্ষের অন্য বার কৌরবপক্ষের জয় হতে লাগল। স্বয়ংবরসভায় যেমন বিবাহার্থীদের নাম ঘোষিত হয় সেইরূপ রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোত্র শুনিয়ে বিপক্ষকে প্রহার করতে লাগলেন। অর্জুনের প্রবল শরবর্ষণে কৌরবসৈন্য ভয়ার্ত হয়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণ ও কর্ণকে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছে সে জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে আপনারাই রাত্রিকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাণ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে, আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বীরদ্বয়, যদি আমাকে ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া আপনাদের উচিত হয়নি। আপনাদের অভিপ্রায় জানলে এই সৈন্যক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করতাম না। যদি আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করুন। দুর্যোধনের বাক্যরূপ কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন।

কর্ণের শরবর্ষণে আকুল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অনাথের ন্যায় বন্ধুদের ডাকছে, কর্ণের শরসন্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় আজ ইনি আমাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমাদের রথীরা পালাচ্ছেন আর কর্ণ নির্ভয়ে তাঁদের শরাঘাত করছেন, এ আমি সইতে পারছি না। মধুসূদন, শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, হয় আমি তাঁকে মারব না হয় তিনি আমাকে মারবেন।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা আমি উচিত মনে করি না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র আছে। তোমাকে মারবার জন্য কর্ণ এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র সর্বদা সঙ্গে রাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুক। ভীমসেনের এই

পুত্রের কাছে দৈব রাক্ষস ও আসুর সর্বপ্রকার অস্ত্রই রয়েছে, সে কর্ণকে জয় করবে তাতে আমার সংশয় নেই।

কৃষ্ণের আহ্বান শুনে দীপ্তকুণ্ডলধারী সশস্ত্র মেঘবর্ণ ঘটোৎকচ এসে অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, পুত্র ঘটোৎকচ, এখন একমাত্র তোমারই বিক্রমপ্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয়েছেন, তুমি তাঁদের রক্ষা কর। কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়িত করছেন, ক্ষত্রিয় বীরগণকে হনন করছেন, এই নিশীথকালে পাঞ্চালরা সিংহের ভয়ে মৃগের ন্যায় পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার নানাবিধ অস্ত্র ও রাক্ষসী মায়া আছে, আর রাক্ষসগণ রাত্রিতেই অধিক বলবান হয়।

অর্জুন বললেন, ঘটোৎকচ, অমি মনে করি সর্বসৈন্যমধ্যে তুমি, সাত্যকি আর ভীমসেন এই তিনজনই শ্রেষ্ঠ। তুমি এই রাত্রিতে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর, সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হবেন।

ঘটোৎকচ বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, আমি একাকীই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষত্রিয় বীরগণকে জয় করতে পারি। আমি এমন যুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। কোনও বীরকে আমি ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাঞ্জলি হলেও নয়, রাক্ষসধর্ম অনুসারে সকলকেই বধ করব। এই বলে ঘটোৎকচ কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন।

১৮। ঘটোৎকচবধ
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষু লোহিত, শ্মশ্রু পিঙ্গল, মুখ আকর্ণবিস্তৃত, দন্ত করাল, অঙ্গ নীলবর্ণ, মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচূড়া। তাঁর দেহে কাংস্যনির্মিত উজ্জ্বল বর্ম, মস্তকে শুভ্র কিরীট, কর্ণে অরুণবর্ণ কুণ্ডল। তাঁর বৃহৎ রথ ভল্লুকচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত অশ্বের বাহিত। সেই রথের আকাশস্পর্শী ধ্বজের উপর এক ভীষণ মাংসাশী গৃধ্র বসে আছে।

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের দিকে ধাবিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষস সৈন্য আবির্ভূত হয়ে শিলা লৌহচক্র তোমর শূল শতঘ্নী পট্টিশ প্রভৃতি বর্ষণ করতে লাগল, কৌরব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ অবিচলিত থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরবিদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টকিত হল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে, কখনও ভূমি বিদীর্ণ করে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তিনি নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরক্ষু সর্প, তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী, রাক্ষস পিশাচ কুক্কুর বৃক প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন।

অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস দুর্যোধনের কাছে এসে বলল, মহারাজ, হিড়িম্ব বক ও কির্মীর আমার বন্ধু ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ করেছে, কন্যা হিড়িম্বাকে ধর্ষণ করেছে। আমি আজ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা করে ভক্ষণ করব। দুর্যোধনের অনুমতি পেয়ে অলায়ুধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। ঘটোৎকচ তার মুণ্ড কেটে দুর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর মায়াসৃষ্ট রাক্ষসগণ অগণিত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরুবীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে বললেন, কৌরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদি দেবতারা পাণ্ডবদের জন্য আমাদের বধ করছেন।

চক্রযুক্ত একটি শতঘ্নী নিক্ষেপ করে ঘটোৎকচ কর্ণের চার অশ্ব বধ করলেন। কৌরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শীঘ্র শক্তি অস্ত্রে এই রাক্ষসকে বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনষ্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোৎকচ সৈন্যসংহার করছেন, কৌরবগণ ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করছেন। তখন তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত বৈজয়ন্তী শক্তি নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বৎসর এই অস্ত্র সযত্নে রেখেছিলেন। এখন তিনি কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় লেলিহান, উল্কার ন্যায় দীপ্যমান, মৃত্যুর ভগিনীর ন্যায় ভীষণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ ভীত হয়ে নিজের দেহ বিন্ধ্য পর্বতের ন্যায় বৃহৎ করে বেগে পিছনে সরে গেলেন। কর্ণের হস্তনিক্ষিপ্ত শক্তি ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্ম করে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে আকাশে নক্ষত্রগণের মধ্যে চলে গেল। মরণকালে ঘটোৎকচ আর এক আশ্চর্য কার্য করলেন। তিনি পর্বত ও মেঘের ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ করে আকাশ থেকে পতিত হলেন; তাঁর প্রাণহীন দেহের ভারে কৌরববাহিনীর এক অংশ নিষ্পেষিত হল।

কৌরবগণ হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ ও বাদ্যধ্বনি করতে লাগলেন, কর্ণ বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় পূজিত হলেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, কিন্তু কৃষ্ণ হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ করে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করে রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন এবং বার বার তাল ঠুকে গর্জন করলেন। অর্জুন অপ্রীত হয়ে বললেন, মধুসূদন, আমরা শোকগ্রস্ত হয়েছি, তুমি অসময়ে হর্ষপ্রকাশ করছ। তোমার এই অধীরতার কারণ কী?

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোৎকচের ওপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন, তার ফলে তিনি নিজেই যুদ্ধে নিহত হবেন। ভাগ্যক্রমে কর্ণের অক্ষয় কবচ আর কুণ্ডল দূর হয়েছে, ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তিও ঘটোৎকচকে মেরে অপসৃত হয়েছে। অর্জুন, তোমার হিতের জন্যই আমি জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্যকে একে একে নিহত করেছি, হিড়িম্ব কির্মীর বক অলায়ুধ এবং উগ্রকর্মা ঘটোৎকচকেও নিপাতিত করিয়েছি। অর্জুন

বললেন, আমার হিতের জন্য কেন? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের কারণ হতেন, দুর্যোধন নিশ্চয় তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে কুরুপক্ষে যেতেন। নরশ্রেষ্ঠ, তোমার সহায়তায় দেবদ্বেষীদের বিনাশ এবং জগতের হিতসাধনের জন্য আমি জন্মেছি। হিড়িম্ব বক আর কির্মীরকে ভীমসেন মেরেছেন, ঘটোৎকচ অলায়ুধকে মেরেছে, কর্ণ ঘটোৎকচের ওপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যদি বধ না করতেন তবে আমিই ঘটোৎকচকে বধ করতাম, কিন্তু তোমাদের প্রীতির জন্য তা করিনি। এই রাক্ষস ব্রাহ্মণদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্মা, সে জন্যই কৌশলে তাকে নিপাতিত করিয়েছি, ইন্দ্রের শক্তিও ব্যয়িত করিয়েছি। আমিই কর্ণকে বিমোহিত করেছিলাম, তাই তিনি তোমার জন্য রক্ষিত শক্তি ঘটোৎকচের ওপর নিক্ষেপ করেছেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির কাতর হয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি শোক করবেন না, এরূপ বিহ্বলতা আপনার যোগ্য নয়। আপনি উঠুন, যুদ্ধ করুন, গুরুভার বহন করুন। আপনি শোকাকুল হলে আমাদের জয়লাভ সংশয়ের বিষয় হবে। যুধিষ্ঠির হাত দিয়ে চোখ মুছে বললেন, মহাবাহু, যে লোক উপকার মনে রাখে না তার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আমাদের বনবাসকালে ঘটোৎকচ বালক হলেও বহু সাহায্য করেছিল। অর্জুনের অনুপস্থিতিকালে সে কাম্যক বনে আমাদের কাছে ছিল, যখন আমরা গন্ধমাদন পর্বতে যাই তখন তার সাহায্যেই আমরা অনেক দুর্গম স্থান পার হতে পেরেছিলাম, পরিশ্রান্তা পাঞ্চালীকেও সে পৃষ্ঠে বহন করেছিল। এই যুদ্ধে সে আমার জন্য বহু দুঃসাধ্য কর্ম করেছে। সে আমার ভক্ত ও প্রিয় ছিল, তার জন্য আমি শোকার্ত হয়েছি। জনার্দন, তুমি ও আমরা জীবিত থাকতে এবং অর্জুনের সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণের হাতে নিহত হল? অর্জুন অল্প কারণে জয়দ্রথকে বধ করেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রীত হইনি। যদি শত্রুবধ করাই ন্যায্য হয় তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ করা উচিত, এঁরাই আমাদের দুঃখের মূল। যেখানে দ্রোণ আর কর্ণকে মারা উচিত সেখানে অর্জুন জয়দ্রথকে মেরেছেন। মহাবাহু ভীমসেন এখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আমি নিজেই কর্ণকে বধ করতে যাব।

যুধিষ্ঠির বেগে কর্ণের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ব্যাসদেব এসে তাঁকে বললেন, যুধিষ্ঠির, ভাগ্যক্রমে অর্জুন কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করেননি তাই তিনি ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রহার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় অর্জুন রক্ষা পেয়েছেন। বৎস, ঘটোৎকচের জন্য শোক করো না, তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কর। আর পাঁচ দিন পরে তুমি পৃথিবীর অধিপতি হবে। তুমি সর্বদা ধর্মের চিন্তা কর, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। এই বলে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন।

১৯। দ্রুপদ-বিরাট-বধ— দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি
(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধ)

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির অর্ধ ভাগ অতীত হলে সৈন্যরা পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর হয়ে পড়ল। অনেকে অস্ত্র ত্যাগ করে হস্তী ও অশ্বের পৃষ্ঠে নিদ্রিত হল, অনেকে নিদ্রান্ধ হয়ে শত্রু মনে করে স্বপক্ষকেই বধ করতে লাগল। তাদের এই অবস্থা দেখে অর্জুন সর্বদিক নিনাদিত করে উচ্চস্বরে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি ধূলি ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হয়েছ, যদি ইচ্ছা কর তবে এই রণভূমিতে কিছুকাল নিদ্রা যাও। চন্দ্রোদয় হলে কুরুপাণ্ডবগণ বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ করবে। অর্জুনের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্যরা চিৎকার করে বলল, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দুর্যোধন, পাণ্ডবসেনা যুদ্ধে বিরত হয়েছে, আপনারাও বিরত হন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামগ্ন হওয়ায় বোধ হল যেন কোনও নিপুণ চিত্রকর পটের উপর তাদের চিত্রিত করেছে।

কিছুকাল পরে মহাদেবের বৃষভের ন্যায়, মদনের শরাসনের ন্যায়, নববধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উদিত হলেন। তখন অন্ধকার দূর হল, সৈন্যগণ নিদ্রা থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আমাদের শত্রুরা যখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম করছিল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেয়েছিলাম। তারা ক্ষমার যোগ্য না হলেও আপনার প্রিয়কামনায় তাদের ক্ষমা করেছি। পাণ্ডবরা এখন বিশ্রাম করে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শক্তি ক্রমশই কমছে, কিন্তু আপনার প্রশ্রয় পেয়ে পাণ্ডবদের ক্রমশ বলবৃদ্ধি হচ্ছে। আপনি সর্বাস্ত্রবিৎ, দিব্য অস্ত্রে ত্রিভুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান করে অথবা আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি তাদের ক্ষমা করে আসছেন। দ্রোণ বললেন, আমি স্থবির হয়েও যথাশক্তি যুদ্ধ করছি, অতঃপর বিজয়লাভের জন্য হীন কার্যও করব, ভালো হোক মন্দ হোক তুমি যা চাও তাই আমি করব। অমি শপথ করছি, যুদ্ধে সমস্ত পাঞ্চাল বধ না করে আমার বর্ম খুলব না।

রাত্রির তিন মুহূর্ত অবশিষ্ট থাকতে পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্রোণ কৌরবসেনা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং এক ভাগ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ক্রমশ অরুণোদয়ে চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হল। বিরাট ও দ্রুপদ সসৈন্যে দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণের শরাঘাতে দ্রুপদের তিন পৌত্র নিহত হলেন। চেদি কেকয় সৃঞ্জয় ও মৎস্য সৈন্যগণ পরাভূত হল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণ ভল্লের আঘাতে দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন।

ভীমসেন উগ্রবাক্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, কোন্ ক্ষত্রিয় দ্রুপদের বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং সর্বাস্ত্রবিশারদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা করে? কোন্ পুরুষ রাজসভায় শপথ করে পিতা ও পুত্রগণের হত্যা দেখেও শত্রুকে পরিত্যাগ করে? এই বলে ভীম শরক্ষেপণ করতে করতে দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁর অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হল। যোদ্ধারা বর্মাবৃতদেহে সহস্রাংশু আদিত্যের উপাসনা করলেন, তার পর আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকিকে দেখে দুর্যোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচার ও পৌরুষকে ধিক— আমরা পরস্পরের প্রতি শরসন্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যকি, আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই-বা কেন হল? যে ধনের লোভে আমরা যুদ্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কী করব? সাত্যকি সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপুত্র, আমরা যেখানে একসঙ্গে খেলতাম এ সেই সভামণ্ডপ নয়, আচার্যের গৃহও নয়। ক্ষত্রিয়দের স্বভাবই এই, তারা গুরুজনকেও বধ করে। যদি আমি তোমার প্রিয় হই তবে শীঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আমি পুণ্যলোকে যেতে পারি, মিত্রদের এই ঘোর বিপদ দেখতে আমি আর ইচ্ছা করি না। এই বলে সাত্যকি দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তীর ন্যায় দু জনে যুদ্ধে রত হলেন।

২০। দ্রোণের ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ
(পঞ্চদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দ্রোণের শরবৃষ্টিতে পাণ্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যদি অস্ত্র ত্যাগ করেন তবে মানুষও ওঁকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির কর, নতুবা দ্রোণই তোমাদের সকলকে বধ করবেন। আমার মনে হয়, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উনি আর যুদ্ধ করবেন না, অতএব কেউ ওঁকে বলুক যে অশ্বত্থামা যুদ্ধে হত হয়েছেন।

কৃষ্ণের এই প্রস্তাব অর্জুনের রুচিকর হল না, কিন্তু আর সকলেই এতে মত দিলেন, যুধিষ্ঠিরও নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোণের কাছে গিয়ে লজ্জিতভাবে উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বত্থামা হত হয়েছে। বালুকাময় তটভূমি যেমন জলে গলিত হয়, ভীমসেনের অপ্রিয় বাক্য শুনে সেইরূপ দ্রোণের অঙ্গ অবসন্ন হল। কিন্তু তিনি পুত্রের বীরত্ব জানতেন, সে জন্য ভীমের কথায় অধীর হলেন না, ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ ক্ষেপণ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ ও সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হল, তখন ভীম তাঁকে নিজের রথে তুলে

নিয়ে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ আচার্যকে বধ করতে পারবে না, তোমার ওপরেই এই ভার আছে, অতএব শীঘ্র ওঁকে মারবার চেষ্টা কর।

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বিশ হাজার পাঞ্চাল রথী, পাঁচশো মৎস্য সৈন্য, ছ হাজার সৃঞ্জয় সৈন্য, দশ হাজার হস্তী এবং দশ হাজার অশ্ব নিপাতিত হল। এই সময়ে বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ভরদ্বাজ গৌতম বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ অগ্নিদেবকে পুরোবর্তী করে সূক্ষ্মদেহে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন, দ্রোণ, তুমি অধর্মযুদ্ধ করছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। তুমি বেদবেদাঙ্গবিৎ সত্যধর্মে নিরত ব্রাহ্মণ, এরূপ ক্রূর কর্ম করা তোমার উচিত নয়। যারা ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে মারছ, এই পাপকর্ম আর করো না, শীঘ্র অস্ত্র ত্যাগ কর।

যুদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোণ বিষণ্নমনে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, অশ্বত্থামা হত হয়েছেন কি না। দ্রোণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ত্রিলোকের ঐশ্বর্যের জন্যও যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদ্‌বিগ্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রোণ যদি আর অর্ধ দিন যুদ্ধ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হবে। আমাদের রক্ষার জন্য এখন আপনি সত্য না বলে মিথ্যাই বলুন, জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হস্তী ছিল, সে আমাদের সৈন্য মথিত করছিল সে জন্য তাকে আমি বধ করেছি। তার পর আমি দ্রোণকে বললাম, ভগবান, অশ্বত্থামা হত হয়েছেন, আপনি যুদ্ধ থেকে বিরত হন, কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আপনি গোবিন্দের কথা শুনুন, দ্রোণকে বলুন যে অশ্বত্থামা মরেছেন। আপনি বললে দ্রোণ আর যুদ্ধ করবেন না।

কৃষ্ণের প্ররোচনায়, ভীমের সমর্থনে, এবং দ্রোণবধের ভবিতব্যতা জেনে যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন। তাঁর অসত্যভাষণের ভয় ছিল, জয়লাভেরও আগ্রহ ছিল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ'— অশ্বত্থামা হত হয়েছেন, তার পর অস্ফুটস্বরে বললেন, 'ইতি কুঞ্জরঃ'— এই নামের হস্তী। যুধিষ্ঠিরের রথ পূর্বে ভূমি থেকে চার আঙুল উপরে থাকত, এখন মিথ্যা বলার পাপে তাঁর বাহনসকল ভূমি স্পর্শ করল।

মহর্ষিদের কথা শুনে দ্রোণের ধারণা জন্মেছিল যে তিনি পাণ্ডবদের নিকট অপরাধী হয়েছেন। এখন তিনি পুত্রের মৃত্যুসংবাদে শোকে অভিভূত এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে উদ্‌বিগ্ন হলেন, আর যুদ্ধ করতে পারলেন না। এই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন— যাঁকে দ্রুপদ প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে দ্রোণবধের নিমিত্ত লাভ করেছিলেন— একটি সুদৃঢ় দীর্ঘ ধনুতে আশীবিষতুল্য শর সন্ধান করলেন। দ্রোণ সেই শর নিবারণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত অস্ত্র তাঁর স্মরণ হল না। দ্রোণের কাছে গিয়ে ভীম ধীরে ধীরে বললেন, যে হীন ব্রাহ্মণগণ স্বকর্মে তুষ্ট না থেকে অস্ত্রশিক্ষা করেছে, তারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হত তবে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বৃত্তি অনুসারে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আপনি অব্রাহ্মণের বৃত্তি নিয়ে এক পুত্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করছেন, আপনার লজ্জা হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি

অস্ত্রধারণ করে আছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপনি জীবিত আছেন সেই পুত্র আজ রণভূমিতে শুয়ে আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপনি সন্দেহ করতে পারেন না।

দ্রোণ শরাসন ত্যাগ করে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন, তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ কর, পাণ্ডবদের আর তোমাদের মঙ্গল হোক, আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। এই বলে তিনি উচ্চস্বরে অশ্বত্থামাকে ডাকলেন, তার পর সমস্ত অস্ত্র রথের মধ্যে রেখে যোগস্থ হয়ে সর্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন। এই অবসর পেয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং খড়গ নিয়ে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দুই পক্ষের সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। দ্রোণ যোগমগ্ন হয়ে মুখ কিঞ্চিৎ উন্নত করে নিমীলিতনেত্রে পরমপুরুষ বিষ্ণুকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর ওম্-মন্ত্র স্মরণ করতে করতে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর দেহ থেকে দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে উল্কার ন্যায় নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হল। দ্রোণের এই ব্রহ্মলোকযাত্রা কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন— কৃষ্ণ কৃপ যুধিষ্ঠির অর্জুন ও সঞ্জয়।

দ্রোণ রক্তাক্তদেহে নিরস্ত্র হয়ে রথে বসে আছেন দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন। 'দ্রুপদপুত্র, আচার্যকে জীবিত ধরে আন, বধ করো না'— উচ্চস্বরে এই বলে অর্জুন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন; তথাপি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাণহীন দ্রোণের কেশ গ্রহণ করে শিরশ্ছেদ করলেন এবং খড়গ ঘূর্ণিত করে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তার পর তিনি দ্রোণের মুণ্ড তুলে নিয়ে কৌরবসৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য ভগ্ন হল। কুরুপক্ষের রাজারা দ্রোণের দেহের জন্য রণস্থলে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু বহু কবন্ধের মধ্যে তা দেখতে পেলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে ভীম বললেন, সূতপুত্র কর্ণ আর পাপী দুর্যোধন নিহত হলে আবার তোমাকে আলিঙ্গন করব। এই বলে ভীম হৃষ্টচিত্তে তাল ঠুকে পৃথিবী কম্পিত করতে লাগলেন।

নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বাধ্যায়

২১। অশ্বত্থামার সংকল্প— ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকির কলহ

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবগণ ভীত হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য কৃপ দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি রণস্থল থেকে চলে এলেন। অশ্বত্থামা তখনও শিখণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কৌরবসৈন্যের ভঙ্গ দেখে তিনি দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে এবং কর্ণ প্রভৃতিকে প্রকৃতিস্থ দেখছি না, কোন্ মহারথ নিহত হয়েছেন? দুর্যোধন অশ্বত্থামার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হল। তখন কৃপাচার্য দ্রোণের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন। অশ্বত্থামা বার বার চক্ষু

মুছে ক্রোধে নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করার পর নীচাশয় পাণ্ডবগণ যেভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মধ্বজী নৃশংস অনার্য যুধিষ্ঠির যে পাপকর্ম করেছে তা শুনলাম। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হওয়া দুঃখজনক নয়, কিন্তু সকল সৈন্যের সমক্ষে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আমি মর্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছি। নৃশংস দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন শীঘ্রই এর দারুণ প্রতিফল পাবে। যে মিথ্যাবাদী পাণ্ডব আচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করিয়েছে, আজ রণভূমি সেই যুধিষ্ঠিরের রক্ত পান করবে। আমি এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পিতার নিকট ঋণমুক্ত হতে পারি। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বা সাত্যকি কেউ জানেন না। আমার পিতা নারায়ণের পূজা করে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। অস্ত্রদানকালে নারায়ণ বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ, এই অস্ত্র সহসা প্রয়োগ করবে না। শত্রুসংহার না করে এই অস্ত্র নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত হবে না তা পূর্বে জানা যায় না, যারা অবধ্য তারাও নিহত হতে পারে। কিন্তু রথ ও অস্ত্র ত্যাগ করে শরণাগত হলে এই মহাস্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। দুর্যোধন, আজ অমি সেই নারায়ণাস্ত্র দিয়ে পাণ্ডব পাঞ্চাল মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করব। গুরুহত্যাকারী পাপিষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন আজ রক্ষা পাবে না।

দ্রোণপুত্রের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্য আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এল, কৌরবশিবিরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। অশ্বত্থামা জলস্পর্শ করে নারায়ণাস্ত্র প্রকাশিত করলেন। তখন সগর্জনে বায়ু বইতে লাগল, পৃথিবী কম্পিত ও মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হল, নদীস্রোত বিপরীতগামী হল, সূর্য মলিন হলেন।

কৌরবশিবিরে তুমুল শব্দ শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্যের নিধনের পর কৌরবরা হতাশ হয়ে রণস্থল থেকে পালিয়েছিল, এখন আবার ওদের ফিরিয়ে আনল কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্ষকর নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জুন বললেন, অশ্বত্থামা গর্জন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব করেছিলেন সে জন্য তাঁর নাম অশ্বত্থামা। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার গুরুর কেশাকর্ষণ করেছিলেন, অশ্বত্থামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বালিবধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেইরূপ দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীতি হবে। এই পাণ্ডুপুত্র সর্বধর্মসম্পন্ন, এ আমার শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না— আপনার ওপর দ্রোণের এই বিশ্বাস ছিল। আপনি অস্ত্রত্যাগী গুরুকে অধর্ম অনুসারে হত্যা করিয়েছেন, এখন যদি পারেন তো সকলে মিলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। যিনি সর্বভূতে প্রীতিমান সেই অতিমানুষ অশ্বত্থামা পিতার কেশাকর্ষণ শুনে আজ আমাদের সংহার করবেন। আমাদের বয়সের অধিকাংশই অতীত হয়েছে, এখন যে অল্পকাল অবশিষ্ট আছে তা অধর্মাচরণের জন্য বিকারগ্রস্ত হল। যিনি স্নেহের জন্য এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অল্পকাল রাজ্যভোগের লোভে তাঁকে আমরা হত্যা করিয়েছি। হা, আমরা মহৎ পাপ করেছি!

ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অর্জুন, তুমি অরণ্যবাসী ব্রতধারী মুনির ন্যায় ধর্মকথা বলছ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করেছে, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছে, আমাদের তের বৎসর নির্বাসিত করেছে; এখন আমরা সেই সকল দুষ্কার্যের প্রতিশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষত্রধর্ম না বুঝে আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষার দিচ্ছ। তোমরা চার ভ্রাতা না হয় যুদ্ধ করো না, আমি একাই গদাহস্তে অশ্বত্থামাকে জয় করব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে বললেন, ব্রাহ্মণদের কার্য যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ। দ্রোণ তার কী করেছেন? তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি নিয়ে অলৌকিক অস্ত্রে আমাদের ধ্বংস করছিলেন। সেই নীচ ব্রাহ্মণকে যদি আমরা কুটিল উপায়ে বধ করে থাকি তবে কী অন্যায় হয়েছে? দ্রোণকে মারবার জন্যই যজ্ঞাগ্নি থেকে দ্রুপদপুত্ররূপে আমার উৎপত্তি। সেই নৃশংসকে আমি নিপাতিত করেছি, তার জন্য আমাকে অভিনন্দন করছ না কেন? তুমি জয়দ্রথের মুণ্ড নিষাদের দেশে নিক্ষেপ করেছিলে, কিন্তু আমি দ্রোণের মুণ্ড সেরূপে নিক্ষেপ করিনি, এই আমার দুঃখ। ভীষ্মকে বধ করলে যদি অধর্ম না হয় তবে দ্রোণের বধে অধর্ম হবে কেন? অর্জুন, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নন, আমিও অধার্মিক নই, আমরা শিষ্যদ্রোহী পাপীকেই মেরেছি।

ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা শুনে অর্জুন বললেন, ধিক ধিক! যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ, এবং আর সকলে লজ্জিত হলেন। সাত্যকি বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই যে এই অকল্যাণভাষী নরাধম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করে? ক্ষুদ্রমতি, তোমার জিহ্বা আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরুহত্যা করে তোমার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষকে তুমি নরকস্থ করেছ। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন, এবং তোমার ভ্রাতা শিখণ্ডীই তাঁকে বধ করেছে। তুমি যদি আবার এ প্রকার কথা বল তবে গদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করব।

সাত্যকির ভর্ৎসনা শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন হেসে বললেন, তোমার কথা শুনেছি, ক্ষমাও করেছি। সাত্যকি, তোমার কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত নিন্দনীয়, তথাপি আমার নিন্দা করছ! সকলে বারণ করলেও তুমি প্রায়োপবিষ্ট ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেছিলে। তার চেয়ে পাপকর্ম আর কী হতে পারে? ধৃষ্টদ্যুম্নের তিরস্কার শুনে সাত্যকি বললেন, আমি আর কিছু বলতে চাই না, তুমি বধের যোগ্য, তোমাকে বধ করব।

সাত্যকি গদা নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমসেন সাত্যকিকে জড়িয়ে ধরে নিরস্ত করলেন। সহদেব মিষ্টবাক্যে বললেন, নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি, অন্ধক বৃষ্ণি ও পাঞ্চাল ভিন্ন আমাদের মিত্র নেই। আপনারা, আমরা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলেই পরস্পরের মিত্র, অতএব ক্ষমা করুন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সহাস্যে বললেন, ভীম, শিনির পৌত্রটাকে ছেড়ে দাও, আমি তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে ওর ক্রোধ, যুদ্ধের ইচ্ছা আর জীবন শেষ করে দেব, ও মনে করেছে আমি ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবা।

সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃষের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তখন কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন।

২২। অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র মোচন
(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

প্রলয়কালে যমের ন্যায় অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন। তাঁর নারায়ণাস্ত্র থেকে সহস্র সহস্র দীপ্তমুখ সর্পের ন্যায় বাণ এবং লৌহগোলক শতঘ্নী শূল গদা ও ক্ষুরধার চক্র নির্গত হল, পাণ্ডবসৈন্য তৃণরাশির ন্যায় দগ্ধ হতে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে এবং অর্জুন উদাসীন হয়ে আছেন দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, তুমি পাঞ্চাল সৈন্য নিয়ে পালাও; সাত্যকি, তুমি বৃষ্ণি-অন্ধক সৈন্য নিয়ে গৃহে চলে যাও; ধর্মাত্মা বাসুদেব যা কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলছি— যুদ্ধ করো না, আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ করব। ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ দুস্তর সাগর পার হয়ে এখন আমরা অশ্বত্থামারূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হব। আমি শুভাকাঙ্ক্ষী আচার্যকে নিপাতিত করিয়েছি, অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই দ্রোণ যুদ্ধে অপটু বালক অভিমন্যুকে হত্যা করিয়েছেন; দ্যূতসভায় নিগৃহীত দ্রৌপদীর প্রশ্ন শুনে নীরব ছিলেন; পরিশ্রান্ত অর্জুনকে মারবার জন্য দুর্যোধন যখন যুদ্ধে যান তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বেঁধে দিয়েছিলেন; ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঞ্চালগণকে ইনি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে নিপাতিত করেছিলেন; কৌরবগণ যখন আমাদের নির্বাসিত করে তখন ইনি আমাদের যুদ্ধ করতে দেননি, আমাদের সঙ্গে বনেও যাননি। আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব।

কৃষ্ণ সত্বর এসে দুই হাত তুলে সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা শীঘ্র অস্ত্রত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ত্র নিবারণের এই উপায়। ভীম বললেন, কেউ অস্ত্রত্যাগ করো না, আমি শরাঘাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারিত করব। এই বলে তিনি রথারোহণে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামাও হাস্যমুখে অভিভাষণ করে অনলোদ্গারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন।

পাণ্ডবসৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করে হস্তী অশ্ব ও রথ থেকে নেমে পড়ল, তখন অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র কেবল ভীমের দিকে যেতে লাগল। কৃষ্ণ ও অর্জুন সত্বর রথ থেকে নেমে ভীমের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, পাণ্ডুপুত্র, এ কী করছেন? বারণ করলেও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন? যদি আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপর হত তবে আমরা সকলেই যুদ্ধ করতাম। দেখুন, পাণ্ডবপক্ষের সকলেই রথ থেকে নেমেছেন। এই বলে কৃষ্ণ ও অর্জুন সবলে ভীমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্ত্রও নিবৃত্ত হল।

হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্য আবার যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দুর্যোধন বললেন, অশ্বত্থামা, আবার অস্ত্রপ্রয়োগ কর। অশ্বত্থামা বিষণ্ণ হয়ে বললেন, রাজা, এই নারায়ণাস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই অস্ত্র নিবারণের

উপায় বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শত্রু ধ্বংস হত। তখন দুর্যোধনের অনুরোধে অশ্বত্থামা অন্য অস্ত্র নিয়ে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে পরাস্ত করে মালবরাজ সুদর্শন, পুরুবংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র ও চেদি দেশের যুবরাজকে বধ করলেন। তার পর তিনি অর্জুনের দিকে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে অশ্বত্থামার অস্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন।

এই সময়ে স্নিগ্ধজলদবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সদৃশ মহর্ষি ব্যাস আবির্ভূত হলেন। অশ্বত্থামা কাতর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আমার অস্ত্র মিথ্যা হল কেন? কৃষ্ণার্জুনের মায়ায়, না দৈব ঘটনায় এমন হল? কৃষ্ণ ও অর্জুন মানুষ হয়ে আমার অস্ত্র থেকে কী করে নিস্তার পেলেন?

ব্যাসদেব বললেন, স্বয়ং নারায়ণ মায়ার দ্বারা জগৎ মোহিত করে কৃষ্ণরূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-ঋষি জন্মেছিলেন, অর্জুন সেই নরের অবতার। অশ্বত্থামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছ। কৃষ্ণ অর্জুন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহু কর্মযোগ ও তপস্যা করেছে, যুগে যুগে কৃষ্ণার্জুন শিবলিঙ্গের পূজা করেছেন, তুমি শিবপ্রতিমার পূজা করেছ। কৃষ্ণ রুদ্রের ভক্ত এবং রুদ্র হতেই তাঁর উৎপত্তি।

ব্যাসের বাক্য শুনে অশ্বত্থামা রুদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেন। তিনি রোমাঞ্চিতদেহে মহর্ষি ব্যাসকে অভিবাদন করে কৌরবগণের নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের যুদ্ধ শেষ হল।

২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য

ব্যাসদেবকে দেখে অর্জুন বললেন, মহামুনি, আমি যুদ্ধ করবার সময় দেখেছি এক অগ্নিপ্রভ পুরুষ প্রদীপ্ত শূল নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন, এবং যেদিকে যাচ্ছেন সেই দিকেই শত্রুরা পরাভূত হচ্ছে। তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ করে না, তিনি শূলও নিক্ষেপ করেন না, অথচ তাঁর শূল থেকে সহস্র সহস্র শূল নির্গত হয়। তাঁর প্রভাবেই শত্রু পরাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমিই পরাভূত করেছি। এই শূলধারী সূর্যসন্নিভ পুরুষশ্রেষ্ঠ কে তা বলুন।

ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ। তিনি প্রজাপতিগণের প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, ত্রিলোচন, রুদ্র, হর, স্থাণু, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, বিশ্বেশ্বর, পশুপতি, সর্ব, ধূর্জটি, বৃষধ্বজ, মহেশ্বর, পিনাকী, ত্র্যম্বক। তাঁর বহু পারিষদ আছেন, তাঁদের নানা রূপ— বামন, জটাধারী, মুণ্ডিতমস্তক, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বিকৃতমুখ, বিকৃতচরণ, বিকৃতকেশ। তিনিই যুদ্ধে তোমার আগে আগে যান। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পণ্ড হয়। পরিশেষে দেবতারা তাঁকে প্রণিপাত করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর জন্য

বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন। তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পুরাকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন অসুর ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ তিন বিমানে আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একটি স্বর্ণময়, আর একটি রজতময়, আর একটি লৌহময়। এই ত্রিপুরাসুরের উপদ্রবে পীড়িত হয়ে দেবতারা মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ত্রিশূলের আঘাতে সেই ত্রিপুর বিনষ্ট করলেন। সেই সময়ে ভগবতী উমা পঞ্চশিখাযুক্ত একটি বালককে কোলে নিয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই বালক? ইন্দ্র অসূয়াবশে বালকের উপর বজ্রপ্রহার করতে গেলেন, মহাদেব ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে দিলেন। তার পর পিতামহ ব্রহ্মা মহেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাও রুদ্র ও উমাকে প্রসন্ন করলেন। তখন ইন্দ্রের বাহু পূর্ববৎ হল। পাণ্ডুনন্দন, আমি সহস্র বৎসরেও মহাদেবের সমস্ত গুণ বর্ণনা করতে পারি না। বেদে এঁর শতরুদ্রীয় স্তোত্র এবং অনন্তরুদ্র নামে উপাসনামন্ত্র আছে। জয়দ্রথবধের পূর্বে তুমি কৃষ্ণের প্রসাদে স্বপ্নযোগে এই মহাদেবকেই দেখেছিলে। কৌন্তেয়, যাও, যুদ্ধ কর, তোমার পরাজয় হবে না, মন্ত্রী ও রক্ষকরূপে স্বয়ং জনার্দন তোমার পার্শ্বে রয়েছেন।

কর্ণপর্ব

১। কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেক

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে করেছিলেন যে, নারায়ণাস্ত্র দ্বারা সমস্ত পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস করবেন। তাঁর সে সংকল্প ব্যর্থ হল। সন্ধ্যাকালে দুর্যোধন যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়ে নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। তিনি কোমল আস্তরণযুক্ত সুখশয্যায় উপবিষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধনুর্ধরগণকে মধুরবাক্যে অনুনয় করে বললেন, হে বুদ্ধিমান রাজগণ, আপনারা অবিলম্বে নিজের নিজের মত বলুন, এ অবস্থায় আমার কী করা উচিত।

দুর্যোধনের কথা শুনে রাজারা যুদ্ধসূচক নানাপ্রকার ইঙ্গিত করলেন। অশ্বত্থামা বললেন, পণ্ডিতগণের মতে কার্যসিদ্ধির উপায় এই চারটি— কার্যে অনুরাগ, উদ্‌যোগ, দক্ষতা ও নীতি; কিন্তু সবই দৈবের অধীন। আমাদের পক্ষে যেসকল অনুরক্ত উদ্‌যোগী দক্ষ ও নীতিজ্ঞ দেবতুল্য মহারথ ছিলেন তাঁরা হত হয়েছেন; তথাপি আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ উপযুক্ত নীতির প্রয়োগে দৈবকেও অনুকূল করা যায়। আমরা কর্ণকে সেনাপতি করে শত্রুকুল মথিত করব। ইনি মহাবল, অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধে দুর্ধর্ষ এবং কৃতান্তের ন্যায় অসহনীয়। ইনিই যুদ্ধে শত্রুজয় করবেন।

দুর্যোধন আশ্বস্ত ও প্রীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার বীর্য এবং আমার প্রতি সৌহার্দ জানি। ভীষ্ম আর দ্রোণ মহাধনুর্ধর হলেও বৃদ্ধ এবং ধনঞ্জয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তোমার কথাতেই আমি তাঁদের সেনাপতির পদ দিয়েছিলাম। তাঁরা নিহত হয়েছেন, এখন তোমার তুল্য অন্য যোদ্ধা আমি দেখছি না। তুমি জয়ী হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই, অতএব তুমি আমার সৈন্যচালনার ভার নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত কর। সূতপুত্র, তুমি সম্মুখে থাকলে অর্জুন যুদ্ধ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আমি পুত্রসমেত পাণ্ডবগণ ও জনার্দনকে জয় করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার সেনাপতি হব; ধরে নাও যে, পাণ্ডবরা পরাজিত হয়েছে।

তার পর দুর্যোধন ও অন্যান্য রাজারা ক্ষৌমবস্ত্রে আচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে কর্ণকে বসালেন, এবং জলপূর্ণ স্বর্ণময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং মণিমুক্তাভূষিত গজদন্ত, গণ্ডারশৃঙ্গ ও মহাবৃষের শৃঙ্গে নির্মিত পাত্র দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে অভিষিক্ত করলেন। বন্দিগণ ও ব্রাহ্মণগণ বললেন, রাধেয় কর্ণ, সূর্য যেমন উদিত হয়ে অন্ধকার

নষ্ট করেন, আপনি সেইরূপ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ধ্বংস করুন। পেচক যেমন সূর্যের প্রখর রশ্মি সইতে পারে না, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরাও সেইরূপ আপনার শরবর্ষণ সইতে পারবেন না। বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না।

২। অশ্বত্থামার পরাজয়
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন সূর্যোদয় হলে কর্ণ যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। তখন হস্তী অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। কর্ণ শঙ্খধ্বনি করতে করতে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত এবং বহু ধনু তূণীর গদা শতঘ্নী শক্তি শূল তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সমন্বিত। রথধ্বজের উপর লাঞ্ছনাস্বরূপ গজবন্ধনরজ্জু ছিল। বলাকাবর্ণ চার অশ্ব সেই রথ বহন করে নিয়ে চলল। কর্ণ মকরব্যূহ রচনা করে স্বয়ং তার মুখে রইলেন এবং শকুনি, তৎপুত্র উলূক, অশ্বত্থামা, দুর্যোধনাদি, নারায়ণী সেনাসহ কৃতবর্মা, ত্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্য সৈন্যসহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশীয় বৃহৎ সৈন্যসহ শল্য, সহস্র রথ ও তিন শত হস্তীসহ সুষেণ, এবং বিশাল বাহিনীসহ রাজা চিত্র ও তাঁর ভ্রাতা চিত্রসেন সেই ব্যূহের বিভিন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন।

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কৌরববাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীরগণ হত হয়েছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা অবশিষ্ট আছেন। সূতপুত্র কর্ণই ও পক্ষের একমাত্র মহাধনুর্ধর, তাঁকে বধ করে তুমি বিজয়ী হও। যে শল্য দ্বাদশ বৎসর আমার হৃদয়ে বিদ্ধ আছে তা কর্ণ নিহত হলে উদ্ধৃত হবে, এই বুঝে তুমি ইচ্ছামতো ব্যূহ রচনা কর। তখন অর্জুন অর্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করলেন, তাঁর বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির ও তাঁর পশ্চাতে অর্জুন নকুল সহদেব রইলেন। দুই পাঞ্চালবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং অন্যান্য যোদ্ধারা ব্যূহের উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করলেন।

দুই পক্ষে শঙ্খ ভেরী পণব প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিতধ্বনি এবং রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে সর্বদিক নিনাদিত হল। গজারোহী ভীমসেন ও কুলূত দেশের রাজা ক্ষেমধূর্তি সসৈন্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমধূর্তি ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। কর্ণের সঙ্গে নকুল, অশ্বত্থামার সঙ্গে ভীম, কেকয়দেশীয় বিন্দ অনুবিন্দের সঙ্গে সাত্যকি, অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে অভিসাররাজ চিত্রসেন, যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্ধ্যের সঙ্গে চিত্র, দুর্যোধনের সঙ্গে যুধিষ্ঠির, সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জুন, কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে শিখণ্ডী, শল্যের সঙ্গে সহদেবপুত্র শ্রুতসেন, এবং দুঃশাসনের সঙ্গে সহদেব ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন।

সাত্যকির শরাঘাতে অনুবিন্দ এবং অসির আঘাতে বিন্দ নিহত হলেন। শ্রুতকর্মা ভল্লের আঘাতে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করলেন। প্রতিবিন্ধ্যের তোমরের আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভীমের প্রচণ্ড বল এবং অশ্বত্থামার আশ্চর্য অস্ত্রশিক্ষা দেখে আকাশচারী সিদ্ধ চারণ মহর্ষি ও দেবগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বত্থামা ও ভীম পরস্পরের শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারথিরা রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বত্থামা পুনর্বার রণভূমিতে এসে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অর্জুন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কৃষ্ণ অশ্বত্থামার কাছে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন, অশ্বত্থামা, আপনি স্থির হয়ে অস্ত্রপ্রহার করুন এবং অর্জুনের প্রহার সহ্য করুন, উপজীবীদের ভর্তৃপিণ্ড শোধ করবার এই সময়[1]। ব্রাহ্মণদের বাদানুবাদ সূক্ষ্ম কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয়পরাজয় স্থূল অস্ত্রে সাধিত হয়। আপনি মোহবশে অর্জুনের কাছে যে সৎকার চেয়েছেন তা পাবার জন্য স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন। 'তাই হবে'— এই বলে অশ্বত্থামা অনেকগুলো নারাচ নিক্ষেপ করে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তাঁর গাণ্ডীব ধনু থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কলিঙ্গ বঙ্গ অঙ্গ ও নিষাদ বীরগণ ঐরাবততুল্য হস্তীর দল নিয়ে অর্জুনের প্রতি ধাবিত হলেন, কিন্তু বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলেন।

অশ্বত্থামার লৌহময় বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুন রক্তাক্ত হলেন, লোকে মনে করল তাঁরা নিহত হয়েছেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি অসাবধান হয়ে আছ কেন, অশ্বত্থামাকে বধ কর। প্রতিকার না করলে ব্যাধি যেমন কষ্টকর হয়, অশ্বত্থামাকে উপেক্ষা করা সেইরূপ বিপজ্জনক হবে। তখন অর্জুন সাবধানে শরক্ষেপণ করে অশ্বত্থামার চন্দনচর্চিত দুই বাহু বক্ষ মস্তক ও উরুদ্বয় বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামার রথের অশ্বসকল আহত হয়ে রথ নিয়ে সবেগে দূরে চলে গেল। অর্জুনের শরাঘাতে অভিভূত ও নিরুৎসাহ হয়ে অশ্বত্থামা আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন না, কৃষ্ণার্জুনের জয় হয়েছে জেনে কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন।

৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ— রণভূমির ভীষণতা
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

মগধরাজ দণ্ডধার পাণ্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট করছিলেন। আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ রথ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, রাজা দণ্ডধার অস্ত্রবিদ্যায় ও পরাক্রমে ভগদত্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হস্তীও বিপক্ষ সেনা মর্দন করে। অতএব তুমি আগে তাঁকে বধ করে তার পর সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। এই বলে কৃষ্ণ অর্জুনের

১. অর্থাৎ যুদ্ধ করে আপনার অন্নদাতা কৌরবদের ঋণ শোধ করুন।

রথ দণ্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। দণ্ডধার তখন শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করছিলেন, তাঁর হস্তীও চরণ ও শুণ্ডের প্রহারে রথ অশ্ব গজ ও সৈন্য মর্দন করছিল। অর্জুন ক্ষুরধার তিন বাণে দণ্ডধারের বাহুদ্বয় ও মস্তক ছেদন করলেন এবং হস্তী ও হস্তীচালককেও নিপাতিত করলেন। মগধরাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দণ্ড হস্তীপৃষ্ঠে এসে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু তিনিও অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে ছিন্নবাহু ছিন্নমুণ্ড হলেন। তার পর অর্জুন ফিরে গিয়ে পুনর্বার সংশপ্তকদের বধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি খেলা করছ কেন, সংশপ্তকদের বিনষ্ট করে কর্ণবধে ত্বরান্বিত হও।

অর্জুন অবশিষ্ট[১] সংশপ্তকগণকে বধ করলেন। শরক্ষেপণে অর্জুনের ক্ষিপ্রতা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্য! তার পর তিনি রথের শ্বেতবর্ণ চার অশ্ব চালিত করলেন। হংস যেমন সরোবরে যায় সেইরূপ অশ্বগুলো শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করল। সংগ্রামভূমি দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দুর্যোধনের জন্যই পৃথিবীর রাজাদের এই ভীষণ ক্ষয় হচ্ছে। দেখ, চতুর্দিকে স্বর্ণভূষিত ধনুর্বাণ তোমর প্রাস চর্ম প্রভৃতি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, জয়াভিলাষী অস্ত্রধারী যোদ্ধারা প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের জীবিতের ন্যায় দেখাচ্ছে। বীরগণের কুণ্ডলভূষিত চন্দ্রবদন এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলে যুদ্ধস্থল আবৃত হয়েছে, ভূমিতে শোণিতের কর্দম হয়েছে, চারিদিকে জীবিত মানুষ কাতর শব্দ করছে। আত্মীয়রা অস্ত্র ত্যাগ করে সরোদনে জলসেক করে আহতদের পরিচর্যা করছে। কেউ কেউ মৃত বীরগণকে আচ্ছাদিত করে আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ অচেতন প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করছে। অর্জুন, তুমি এই মহাযুদ্ধে যে কর্ম করেছ তা তোমারই অথবা দেবরাজেরই যোগ্য।

৪। পাণ্ড্যরাজবধ— দুঃশাসনের পরাজয়
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

লোকবিশ্রুত বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। ইনি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতি মহারথগণকে নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না, ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে নিজের তুলনাও সইতে পারতেন না। এই মহাধনবান সর্বাস্ত্রবিশারদ পাণ্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় কর্ণের সৈন্য বধ করছিলেন। অশ্বত্থামা তাঁর কাছে গিয়ে মিষ্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দু জনে তুমুল যুদ্ধ হল। আট গরুতে টানে এমন আটখানা গাড়িতে যত অস্ত্র ধরে, অশ্বত্থামা তা চার দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণপুত্রের সেই বাণবর্ষণ বায়ব্যাস্ত্রে অপসারিত করে পাণ্ড্যরাজ আনন্দে গর্জন করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা পাণ্ড্যের রথ অশ্ব সারথি এবং সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট করলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়ত্তিতে পেয়েও বধ করলেন না। এই সময়ে একটি চালকহীন সুসজ্জিত বলশালী হস্তী সবেগে পাণ্ড্যরাজের

---

১. কিন্তু এর পরেও সংশপ্তকরা যুদ্ধ করেছে।

কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্গে ওঠে, গজযুদ্ধপটু পাণ্ড্য সেইরূপ সেই মহাগজের পৃষ্ঠে চড়ে বসলেন এবং সিংহনাদ করে অশ্বত্থামার প্রতি একটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। তোমরের আঘাতে অশ্বত্থামার মণিমুক্তাভূষিত কিরীট বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হল। তখন অশ্বত্থামা পদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে শরাঘাতে হস্তীর পদ ও শুণ্ড এবং পাণ্ড্যরাজের বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন, পাণ্ড্যের ছয় অনুচরকেও বধ করলেন।

পাণ্ড্যরাজ নিহত হলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখছি না, ওদিকে কর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, অশ্বত্থামাও সৃঞ্জয়গণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অশ্ব রথ পদাতি মর্দন করছেন। অর্জুন বললেন, হৃষীকেশ, শীঘ্র রথ চালাও।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে মিলিত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র মগধ তাম্রলিপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ ও কলিঙ্গ দেশের গজযুদ্ধবিশারদ যোদ্ধারা পাঞ্চালসৈন্যের ওপর অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকি নারাচের আঘাতে বঙ্গরাজকে হস্তী থেকে নিপাতিত করলেন। নকুল অর্ধচন্দ্র বাণে অঙ্গরাজপুত্রের মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবগণের বাণবর্ষণে বিপক্ষের বহু হস্তী নিহত হল। সহদেবের শরাঘাতে দুঃশাসন জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সারথি অত্যন্ত ভীত হয়ে রথ নিয়ে পালিয়ে গেল।

৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয়— যুযুৎসু প্রভৃতির যুদ্ধ
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

নকুল কৌরবসেনা মথন করছেন দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহুদিন পরে দেবতারা আমার ওপর সদয় হয়েছেন, তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাপী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মূল, আজ তোমাকে সমরে বধ করে কৃতার্থ ও বিগতজ্বর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বীর, আগে তোমার পৌরুষ দেখাও তার পর গর্ব করো। বৎস, বীরগণ কিছু না বলেই যথাশক্তি যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কর, আমি তোমার দর্প চূর্ণ করব। তার পর নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্য শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে দূরে সরে গিয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। কর্ণের বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃতের ন্যায় ছায়াময় হল। কর্ণ নকুলের চার অশ্ব, রথ পতাকা গদা খড়্গ চর্ম প্রভৃতি বিনষ্ট করলেন, নকুল রথ থেকে নেমে একটা পরিঘ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পরিঘও নষ্ট হল, তখন নকুল ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ ধনু নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলেছিলে, এখন বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দেখি! বৎস, তুমি বলবান কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, নিজের

সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করো; আমার কাছে পরাজয়ের জন্য লজ্জিত হয়ো না। মাদ্রীপুত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও। বীর ও ধর্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু কুন্তীর অনুরোধ স্মরণ করে মুক্তি দিলেন। দুঃখসন্তপ্ত নকুল কলসে রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। কর্ণ তখন পাঞ্চালসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পাঞ্চালসৈন্য বিধ্বস্ত হল, হতাবশিষ্ট পাঞ্চালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের পিছনে ধাবিত হলেন।

বৈশ্যাগর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন[১]। তিনি দুর্যোধনের বিশাল বাহিনী মথন করছেন দেখে শকুনিপুত্র উলূক তাঁকে আক্রমণ করলেন। যুযুৎসুর অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হল, তিনি অন্য রথে উঠলেন। বিজয়ী উলূক তখন পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বধ করতে গেলেন।

দুর্যোধনভ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপুত্র শতানীকের অশ্ব রথ ও সারথি বিনষ্ট করলেন, শতানীক ভগ্ন রথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শ্রুতকর্মারও অশ্ব রথ সারথি বিনষ্ট হল। তখন রথহীন দুই বীর পরস্পরকে দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চলে গেলেন।

ভীমের পুত্র সুতসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। শকুনির শরাঘাতে সুতসোমের অশ্ব সারথি রথ ও ধনু প্রভৃতি নষ্ট হল, সুতসোম তখন ভূমিতে নেমে যমদণ্ডতুল্য খড়্গ ঘোরাতে লাগলেন। তিনি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলকারে বেগে বিচরণ করে ভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত আবিদ্ধ আপ্লুত বিপ্লুত সৃত সম্পাত সমুদীর্ণ প্রভৃতি গতি দেখালেন। শকুনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রের আঘাতে সুতসোমের খড়্গ দ্বিখণ্ড করলেন, সুতসোম তাঁর হস্তধৃত খড়্গাংশ নিক্ষেপ করে শকুনির ধনু ছেদন করলেন। তার পর শকুনি অন্য ধনু নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হলেন।

কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ হচ্ছিল। কৃপের শরাঘাতে আহত ও অবসন্ন হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের কাছে চলে গেলেন, তখন কৃপ শিখণ্ডীকে আক্রমণ করলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শিখণ্ডী শরাঘাতে মূর্ছিত হলেন, তাঁর সারথি রণভূমি থেকে সত্বর রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

৬। পাণ্ডবগণের জয়
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধান্ত)

কৌরবসৈন্যের সঙ্গে ত্রিগর্ত শিবি শাল্ব সংশপ্তক ও নারায়ণ সৈন্যগণ, এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণে বেষ্টিত হয়ে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অর্জুনের অভিমুখে চললেন। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয় সেইরূপ শতসহস্র যোদ্ধা অর্জুনের বাণে বিনষ্ট হলেন, তথাপি তাঁরা সরে গেলেন না। রাজা শত্রুঞ্জয় এবং সুশর্মার ভ্রাতা সৌশ্রুতি নিহত হলেন। সুশর্মার আর

১. ভীষ্মপর্ব ৬-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এক ভ্রাতা সত্যসেন তোমরের আঘাতে কৃষ্ণের বাম বাহু বিদ্ধ করলেন, কৃষ্ণের হাত থেকে কশা ও রশ্মি পড়ে গেল। অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শানিত ভল্লের আঘাতে সত্যসেনের মস্তক ছেদন এবং শরাঘাতে তাঁর ভ্রাতা চিত্রসেনকে বধ করলেন। তার পর অর্জুন ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তা থেকে বহু সহস্র বাণ নির্গত হয়ে শত্রুবাহিনী ধ্বংস করতে লাগল। কৌরবপক্ষীয় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালিয়ে গেল।

রণভূমির অন্য দিকে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষণ করছিলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের চার অশ্ব ও সারথি বধ করে তাঁর রথধ্বজ ধনু ও খড়্গ ভূপাতিত করলেন। দুর্যোধন বিপন্ন হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন, তখন কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, পাণ্ডবগণও যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে বেষ্টন করলেন। দুই পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হতে লাগল, রণভূমিতে শতসহস্র কবন্ধ উত্থিত হল। কর্ণ পাঞ্চালগণকে, ধনঞ্জয় ত্রিগর্তগণকে, এবং ভীমসেন কুরুসৈন্য ও সমস্ত হস্তীসৈন্য বধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন পুনর্বার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন এবং দু জনে বৃষের ন্যায় গর্জন করে পরস্পরকে শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করলেন। অবশেষে কলহের অন্ত করবার জন্য দুর্যোধন গদাহস্তে ধাবিত হলেন, যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় দীপ্যমান একটি বৃহৎ শক্তি অস্ত্র দুর্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রে দুর্যোধনের মর্মস্থান বিদ্ধ হল, তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে গেলেন। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন আপনার বধ্য নয়। তখন যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন।

কর্ণের সঙ্গে সাত্যকির যুদ্ধ হচ্ছিল। সায়ংকালে কৃষ্ণার্জুন যথাবিধি আহ্নিককৃত্য ও শিবপূজা করে কৌরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দুর্যোধন অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে অর্জুন সাত্যকি ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য বিধ্বস্ত হল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধূলিতে সমস্তই দৃষ্টির অগোচর হল। রাত্রিযুদ্ধের ভয়ে কৌরবযোদ্ধৃগণ তাঁদের সেনা অপসারিত করেন, বিজয়ী পাণ্ডবগণ হৃষ্টমনে শিবিরে ফিরে গেলেন। তার পর রুদ্রের ক্রীড়াভূমিতুল্য সেই ঘোর রণস্থলে রাক্ষস পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলে দলে আসতে লাগল।

৭। কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ

শত্রুর হস্তে পরাজিত প্রহৃত ও বিধ্বস্ত হয়ে কৌরবগণ ভগ্নদন্ত হতবিষ পদাহত সর্পের ন্যায় শিবিরে ফিরে এসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত ঘষে দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জুন দৃঢ় দক্ষ ও ধৈর্যশালী, আবার কৃষ্ণ তাকে কালোপযোগী মন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। আজ সে অতর্কিতে অস্ত্রপ্রয়োগ করে আমাদের বঞ্চিত করেছে, কিন্তু কাল আমি তার সকল সংকল্প নষ্ট করব।

পরদিন প্রভাতকালে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি হয় অর্জুনকে বধ করব নতুবা তার হাতেই নিহত হব। অমি আর অর্জুন এ পর্যন্ত নানা দিকে ব্যাপৃত ছিলাম, সে জন্য আমাদের যুদ্ধে মিলনই হয়নি। আমাদের পক্ষের প্রধান বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্রও আর আমার নেই; তথাপি অস্ত্রবিদ্যায় শৌর্যে ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমার সমকক্ষ নয়। যে ধনুর দ্বারা ইন্দ্র দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, ইন্দ্র যে ধনু পরশুরামকে দিয়েছিলেন, যার দ্বারা পরশুরাম একুশবার পৃথিবী জয় করেছিলেন, যা পরশুরাম আমাকে দান করেছেন, বিজয়নামক সেই ভয়ঙ্কর দিব্য ধনু গাণ্ডীব ধনু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধনুর দ্বারা আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। কিন্তু যে যে বিষয়ে আমি অর্জুনের তুলনায় হীন তা-ও আমার অবশ্য বলা উচিত। অর্জুনের ধনুতে দিব্য জ্যা আছে, তার দুই অক্ষয় তূণীর আছে, আবার গোবিন্দ তার সারথি ও রক্ষক। তার অগ্নিদত্ত দিব্য অচ্ছেদ্য রথ আছে, তার অশ্বসকল মনের ন্যায় দ্রুতগামী, এবং রথধ্বজের উপর যে বানর আছে তা-ও ভয়ঙ্কর। এইসকল বিষয়ে আমি অর্জুন অপেক্ষা হীন, তথাপি তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। শল্য কৃষ্ণের সমান, তিনি যদি আমার সারথি হন তবে নিশ্চয় তোমার বিজয়লাভ হবে। আরও বহু শকট আমার বাণ ও নারাচ বহন করে চলুক, উত্তম অশ্বযুক্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক। শল্যের সমান অশ্বতত্ত্বজ্ঞ কেউ নেই, তিনি আমার সারথি হলে ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সম্মুখীন হতে পারবেন না।

দুর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর দুর্যোধন শল্যের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললেন, মদ্ররাজ, কর্ণ আপনাকে সারথি রূপে বরণ করতে চান। আমি মস্তক অবনত করে প্রার্থনা করছি, ব্রহ্মা যেমন সারথি হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ববিপদ থেকে অর্জুনকে রক্ষা করছেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা করুন। পাণ্ডবরা ছল করে মহাধনুর্ধর বৃদ্ধ ভীষ্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথাশক্তি যুদ্ধ করে স্বর্গে গেছেন। পাণ্ডবরা বলবান স্থিরচিত্ত ও যথার্থবিক্রমশালী, আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য যাতে তারা নষ্ট না করে আপনি তা করুন। আমাদের সেনার প্রধান বীরগণ নিহত হয়েছেন, কেবল আমার হিতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহারথ আপনি আছেন। মহারাজ শল্য, জয়লাভ সম্বন্ধে কর্ণের ওপর আমার বিপুল আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারথি হতে পরেন না। অতএব, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের আপনি সেইরূপ কর্ণের সারথি হন। অরুণের সঙ্গে সূর্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আপনি কর্ণের সহিত মিলিত হয়ে অর্জুনকে বিনষ্ট করুন।

কুল ঐশ্বর্য শাস্ত্রজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তিনি দুর্যোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রুকুটি করে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে তুমি আমাকে নিযুক্ত করতে পার না, উচ্চ জাতি নীচ জাতির দাসত্ব করে না। আমি উচ্চবংশীয়, মিত্ররূপে তোমার

কাছে এসেছি; তুমি যদি আমাকে কর্ণের বশবর্তী কর তবে নীচকে উচ্চ করা হবে। ক্ষত্রিয় কখনও সূতজাতির আজ্ঞাবহ হতে পারে না; আমি রাজর্ষিকুলজাত, মূর্ধাভিষিক্ত[১], মহারথ বলে খ্যাত, বন্দিগণ আমার স্তুতি করে। আমি সূতপুত্রের সারথ্য করতে পারি না। দুর্যোধন, তুমি আমায় অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। কর্ণ আমার ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আমি সামান্য লোক নই, তোমার পক্ষে যোগ দিতে আমি স্বয়ং আসিনি, অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারি না। গান্ধারীর পুত্র, অনুমতি দাও, আমি গৃহে ফিরে যাই। এই কথা বলে শল্য রাজাদের মধ্য থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন।

তখন দুর্যোধন সসম্মানে শল্যকে ধরে সবিনয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, মদ্রেশ্বর শল্য, আপনি যা বললেন তা যথার্থ, কিন্তু আমার অভিপ্রায় শুনুন। কর্ণ বা অন্য কোনও রাজা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, কৃষ্ণও আপনার বিক্রম সইতে পারবেন না। আপনি যুদ্ধে শত্রুদের শল্যস্বরূপ, সে জন্যই আপনার নাম শল্য। রাধেয় কর্ণ বা আমি আপনার অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাপি আপনাকে যুদ্ধে সারথিরূপে বরণ করছি; কারণ, আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক মনে করি এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা অধিক মনে করে। কৃষ্ণ যেরূপ অশ্বহৃদয় জানেন, আপনি তার দ্বিগুণ জানেন।

শল্য বললেন, বীর দুর্যোধন, তুমি এই সৈন্যমধ্যে আমাকে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছ সে জন্য আমি প্রীত হয়েছি। যশস্বী কর্ণ যখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আমি তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে, আমি তাঁকে যা ইচ্ছা হয় তাই বলব[২]।

দুর্যোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বললেন, তাই হবে।

৮। ত্রিপুরসংহার ও পরশুরামের কথা

দুর্যোধন বললেন, মদ্ররাজ, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতাকে দেবাসুরযুদ্ধের যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শুনুন। দৈত্যগণ দেবগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হলে তারকাসুরের তিন পুত্র তারাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করল। ব্রহ্মা বর দিতে এলে তিন ভ্রাতা এই বর চাইল, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয়। ব্রহ্মা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পুত্রেরা বহু বার মন্ত্রণা করে বলল, প্রপিতামহ, আমরা তিনটি কামগামী নগরে বাস করতে ইচ্ছা করি, যেখানে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি যা বিনষ্ট

১. মাথায় জল দিয়ে যাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ— ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার পুত্র।

২. উদ্‌যোগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে শল্য-যুধিষ্ঠিরের আলাপ দ্রষ্টব্য।

করতে পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্রশস্ত্র বা ব্রহ্মশাপেও যার হানি হবে না। আমরা এই তিন পুরে অবস্থান করে জগতে বিচরণ করব। সহস্র বৎসর পরে আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের ত্রিপুর এক হয়ে যাবে। ভগবান, সেই সময়ে যে দেবশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত ত্রিপুরকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহ্মা 'তাই হবে' বলে প্রস্থান করলেন।

তারকপুত্রগণ ময় দানবকে ত্রিপুরনির্মাণের ভার দিল। ময় দানব তপস্যার প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের এবং একটি কৃষ্ণলৌহের পুর নির্মাণ করলেন। প্রথম পুরটি স্বর্গে, দ্বিতীয়টি অন্তরীক্ষে এবং তৃতীয়টি পৃথিবীতে থাকত। এই পুরত্রয়ের প্রত্যেকটি চক্রযুক্ত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভৃতি সমন্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণময় পুরে, কমলাক্ষ রৌপ্যময় পুরে, এবং বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুরে বাস করতে লাগল। দেবগণ কর্তৃক বিতাড়িত কোটি কোটি দৈত্য এসে সেই ত্রিপুরদুর্গে আশ্রয় নিল। ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম মায়াবলে সিদ্ধ করলেন। তারকাক্ষের হরি নামে এক পুত্র ছিল, সে ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে প্রত্যেক পুরে মৃতসঞ্জীবনী পুষ্করিণী নির্মাণ করল। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করলে তারা পূর্বের রূপে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত।

সেই দর্পিত তিন দৈত্য ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ এবং ত্রিলোকের সকলের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। ইন্দ্র ত্রিপুরের সকল দিকে বজ্রাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা বললেন, এই ত্রিপুর কেবল একটি বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু ঈশান ভিন্ন আর কেউ তা পারবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোদ্ধারূপে বরণ কর। দেবতারা বৃষধ্বজ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। মহেশ্বর অভয় দিলে ব্রহ্মা তাঁর প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে বললেন, শূলপাণি, আপনি শরণাপন্ন দেবগণের ওপর প্রসন্ন হয়ে দানবগণকে বধ করুন। মহাদেব বললেন, দানবরা প্রবল, আমি একাকী তাদের বধ করতে পারব না; তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আমার অর্ধ তেজ নিয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের যত তেজোবল, দানবদেরও তত, অথবা আমাদের দ্বিগুণ। মহাদেব বললেন, সেই পাপীরা তোমাদের কাছে অপরাধী সে জন্য সর্বপ্রকারে বধ্য; তোমরা আমার তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শত্রুদের বধ কর। দেবগণ বললেন, মহেশ্বর, আমরা আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আপনিই আমাদের সকলের অর্ধ তেজ নিয়ে শত্রুবধ করুন।

শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। তার ফলে তাঁর বল সকলের অপেক্ষা অধিক হল এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হলেন। তখন দেবতাদের নির্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। পৃথিবী দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্‌বিদিক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগরাজ বাসুকি, হিমালয় পর্বত, বিন্ধ্য গিরি, সপ্তর্ষিমণ্ডল, গঙ্গা সরস্বতী ও সিন্ধু

নদী, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ, রাত্রি ও দিন, প্রভৃতি দিয়ে রথের বিভিন্ন অংশ নির্মিত হল। চন্দ্রসূর্য চক্র হলেন এবং ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। কনকপর্বত সুমেরু রথের ধ্বজদণ্ড এবং তড়িদ্‌ভূষিত মেঘ পতাকা হল। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু এবং কালরাত্রিকে জ্যা করলেন। বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন।

খড়্গ বাণ ও শরাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, সারথি কে হবেন? আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠতর তাঁকেই তোমরা সারথি কর। তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন, প্রভু, আপনি ভিন্ন আমরা সারথি দেখছি না, আপনি সর্বগুণযুক্ত এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই মহাদেবের অশ্বচালনা করুন। লোকপূজিত ব্রহ্মা সম্মত হয়ে রথে উঠলেন, অশ্বসকল মস্তক নত করে ভূমি স্পর্শ করল। ব্রহ্মা অশ্বদের উঠিয়ে মহাদেবকে বললেন, আরোহণ করুন। মহাদেব রথে উঠে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না যে দানবদের বধ করুন, কোনও প্রকার দুঃখ'ও করবে না। তার পর তিনি সহাস্যে ব্রহ্মাকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সেদিকে সাবধানে অশ্বচালনা করুন।

ব্রহ্মা ত্রিপুরের অভিমুখে রথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধ্বজাগ্রে স্থিত বৃষভ ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হল, ত্রিভুবন কাঁপতে লাগল, বিবিধ ঘোর দুর্লক্ষণ দেখা গেল। সেই সময়ে বাণস্থিত বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র এবং রথারূঢ় ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভারে এবং ধনুর বিক্ষোভে রথ ভূমিতে বসে গেল। নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষের রূপ ধারণ করে সেই মহারথ ভূমি থেকে তুললেন। তখন ভগবান রুদ্র বৃষরূপী নারায়ণের পৃষ্ঠে এক চরণ এবং অশ্বের পৃষ্ঠে অন্য চরণ রেখে দানবপুর নিরীক্ষণ করলেন, এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দ্বিধা বিভক্ত করলেন। সেই অবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হল এবং গোজাতির খুর বিভক্ত হল। মহাদেব তাঁর ধনুতে জ্যারোপন এবং পাশুপত অস্ত্র যোগ করে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময়ে দানবদের তিন পুর একত্র মিলিত হল। দেবগণ সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ জয়ধ্বনি করে উঠলেন, মহাদেব তাঁর দিব্য ধনু আকর্ষণ করে ত্রিপুর লক্ষ্য করে বাণ মোচন করলেন। তুমুল আর্তনাদ উঠল, ত্রিপুর আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের সহিত দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্রোধজনিত অগ্নিকে নির্বাপিত করে বললেন, ত্রিলোক ভস্ম করো না।

উপাখ্যান শেষ করে দুর্যোধন শল্যকে বললেন, লোকস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রের সারথ্য করেছিলেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণের সারথ্য করুন। কর্ণ রুদ্রের তুল্য এবং আপনি ব্রহ্মার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর করছি, আমাদের রাজ্য ও বিজয়লাভও আপনার অধীন। আর একটি ইতিহাস বলছি শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পিতাকে বলেছিলেন।—

ভৃগুর বংশে জমদগ্নি নামে এক মহাতপা ঋষি জন্মেছিলেন, তাঁর একটা তেজস্বী গুণবান পুত্র ছিল। যিনি রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। এই পুত্রের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে

মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কী চাও তা আমি জানি। অপাত্র ও অসমর্থকে আমার অস্ত্রসকল দগ্ধ করে; তুমি যখন পবিত্র হবে তখন তোমাকে অস্ত্রদান করব। তার পর ভার্গব পরশুরাম বহু বৎসর তপস্যা ইন্দ্রিয়দমন নিয়ম-পালন পূজা হোম প্রভৃতির দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব বললেন, ভার্গব, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত দেবগণের শত্রুদের বধ কর। পরশুরাম বললেন, দেবেশ, আমার কী শক্তি আছে? আমি অস্ত্রশিক্ষাহীন, আর দানবগণ সর্বাস্ত্রবিশারদ ও দুর্ধর্ষ। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্ঞায় যাও, সকল শত্রু জয় করে তুমি সর্বগুণান্বিত হবে। পরশুরাম দৈত্যগণকে যুদ্ধে আহ্বান করে বজ্রতুল্য অস্ত্রের প্রহারে তাদের বধ করলেন। যুদ্ধকালে পরশুরামের দেহে যে ক্ষত হয়েছিল, মহাদেবের করস্পর্শে তা দূর হল। মহাদেব তুষ্ট হয়ে বললেন, ভৃগুনন্দন, দানবদের অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পীড়া হয়েছিল তাতে তোমার মানবকর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভীষ্ট দিব্য-অস্ত্রসমূহ নাও।

তার পর মহাতপা পরশুরাম অভীষ্ট দিব্যাস্ত্র ও বর লাভ করে মহাদেবের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশুরাম প্রীত হয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমগ্র ধনুর্বেদ দান করেছিলেন। কর্ণের যদি পাপ থাকত তবে পরশুরাম তাঁকে দিব্যাস্ত্র দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, কর্ণ সূতকুলে জন্মেছেন। আমি মনে করি, তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র, পরিচয়গোপনের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। সূতনারী কী করে কবচকুণ্ডলধারী দীর্ঘবাহু সূর্যতুল্য মহারথের জননী হতে পারে? মৃগী কি ব্যাঘ্র প্রসব করে?

৯। কর্ণ-শল্যের যুদ্ধযাত্রা

শল্য বললেন, ব্রহ্মা ও মহাদেবের এই দিব্য আখ্যান আমি বহুবার শুনেছি, কৃষ্ণও তা জানেন। কর্ণ যদি কোনওপ্রকারে অর্জুনকে বধ করতে পারেন তবে শঙ্খচক্রগদাধারী কেশব নিজেই যুদ্ধ করে তোমার সৈন্য ধ্বংস করবেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলে কোনও রাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না।

দুর্যোধন বললেন, মহাবাহু শল্য, আপনি কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, ইনি অস্ত্রবিশারদগণের শ্রেষ্ঠ, এঁর ভয়ঙ্কর জ্যানির্ঘোষ শুনে পাণ্ডবসৈন্য দশ দিকে পালায়। ঘটোৎকচ যখন রাত্রিকালে মায়াযুদ্ধ করছিল তখন কর্ণ তাকে বধ করেছিলেন। সেদিন অর্জুন ভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হয়নি। কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ করে বলেছিলেন, মূঢ় ঔদরিক। ইনি দুই মাদ্রীপুত্রকে জয় করেও কোনও কারণে তাদের বধ করেননি। ইনি বৃষ্ণিবংশীয় বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে রথহীন করেছেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিকে

বহুবার পরাজিত করেছেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হলে বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, পাণ্ডবরা কী করে তাঁকে জয় করবে? বীর শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ নেই। অর্জুন নিহত হলে যদি কৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করতে পারেন তবে কর্ণের মৃত্যু হলে আপনিই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন।

শল্য বললেন, গান্ধারীপুত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছ, এতে আমি প্রীত হয়েছি, আমি কর্ণের সারথি হব। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হৃষ্টচিত্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধুরবাক্যে ওঁকে আরও কিছু বল। দুর্যোধন মেঘগম্ভীরস্বরে শল্যকে বললেন, পুরুষব্যাঘ্র, কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে বিনষ্ট করে অর্জুনকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; আমি বার বার প্রার্থনা করছি, আপনি তাঁর অশ্বচালনা করুন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের সচিব ও সারথি, আপনিও সেইরূপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন। শল্য তুষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছু প্রিয়কার্য সে সমস্তই আমি করব। কিন্তু তোমাদের হিতকামনায় আমি কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয় যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সইতে হবে। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, ব্রহ্মা যেমন মহাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, সেইরূপ আপনি সর্বদা আমাদের হিতে রত থাকুন।

শল্য কর্ণকে বললেন, আত্মনিন্দা আত্মপ্রশংসা পরনিন্দা ও পরস্তুতি— এই চতুর্বিধ কার্য সজ্জনের অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি নিজের প্রশংসাবাক্য বলছি। অশ্বচালনায়, অশ্বতত্ত্বের জ্ঞানে এবং অশ্বচিকিৎসায় আমি মাতলির ন্যায় ইন্দ্রের সারথি হবার যোগ্য। সূতপুত্র, তুমি উদ্‌বিগ্ন হয়ো না, অর্জুনের সহিত যুদ্ধের সময় আমি তোমার রথ চালাব।

পরদিন প্রভাতকালে রথ প্রস্তুত হলে শল্য ও কর্ণ তাতে আরোহণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অধিরথপুত্র মহাবীর কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণ যে দুষ্কর কর্ম করতে পারেননি, তুমি তা সম্পন্ন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দি কর, অথবা অর্জুন ভীম নকুল ও সহদেবকে বধ কর এবং সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ভস্মসাৎ কর। তখন সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরী মেঘগর্জনের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ শল্যকে বললেন, মহাবাহু, আপনি অশ্বচালনা করুন, আজ আমি ধনঞ্জয়, ভীমসেন, দুই মাদ্রীপুত্র ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করব। আজ অর্জুন আমার বাহুবল দেখবে, পাণ্ডবদের বিনাশ এবং দুর্যোধনের জয়ের নিমিত্ত আজ আমি শত শত সহস্র অতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করব।

শল্য বললেন, সূতপুত্র, পাণ্ডবরা মহাধনুর্ধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা করছ কেন? যখন তুমি বজ্রনাদতুল্য গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শুনবে তখন আর এমন কথা বলবে না। যখন দেখবে যে পাণ্ডবগণ বাণবর্ষণ করে আকাশ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় ছায়াময় করছেন, ক্ষিপ্রহস্তে শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ করছেন, তখন আর এমন কথা বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য করে কর্ণ বললেন, চলুন।

১০। কর্ণ-শল্যের কলহ

কর্ণ যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হৃষ্ট হলেন। সেই সময়ে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্রপাত, কর্ণের অশ্বসকলের পদস্খলন, আকাশ হতে অস্থিবর্ষণ প্রভৃতি নানা দুর্নিমিত্ত দেখা গেল, কিন্তু দৈববশে মোহগ্রস্ত কৌরবগণ সেসকল গ্রাহ্য করলেন না, কর্ণের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

অভিমানে দর্পে ও ক্রোধে যেন জ্বলে উঠে কর্ণ শল্যকে বললেন, আমি যখন ধনু হাতে নিয়ে রথে থাকি তখন বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকেও ভয় করি না, ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণের পতন দেখেও আমার স্থৈর্য নষ্ট হয় না। আমি জানি যে, কর্ম অনিত্য, সে জন্য ইহলোকে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোণের নিধনের পর কোন্ লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে, কাল সূর্যোদয়ের সময় সে বেঁচে থাকবে? মদ্ররাজ, আপনি সত্বর পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের দিকে রথ নিয়ে চলুন, আমি তাদের যুদ্ধে বধ করব অথবা দ্রোণের ন্যায় যমলোকে যাব। পরশুরাম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ দিয়েছেন। এর চক্রে শব্দ হয় না, এতে তিনটি স্বর্ণময় কোষ এবং তিনটি রজতময় দণ্ড আছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। বিচিত্র ধনু, ধ্বজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল অসি ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ঘোর শব্দকারী শুভ্র শঙ্খও তিনি আমাকে দিয়েছেন। এই রথে আরূঢ় থেকে আজ আমি অর্জুনকে মারব, কিংবা সর্বহর মৃত্যু যদি তাকে ছেড়ে দেন, তবে আমিই ভীষ্মের পথে যমলোকে যাবে।

শল্য বললেন, কর্ণ, থাম থাম, আর আত্মপ্রশংসা করো না। তুমি অতিরিক্ত ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, আর কোথায় পুরুষাধম তুমি! অর্জুন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপুরীর তুল্য দ্বারকা থেকে কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করতে পারেন? কোন্ পুরুষ কিরাতবেশী মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন? তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষযাত্রার সময় যখন গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জুনই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন? সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুমি পালিয়েছিলে এবং পাণ্ডবগণই কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তোমরা যখন সসৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সঙ্গে বিরাটের গরু চুরি করতে গিয়েছিলে তখন অর্জুনই তোমাদের জয় করেছিলেন, তুমি তাঁকে জয় করনি কেন? সূতপুত্র, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, যদি পালিয়ে না যাও তবে আজ তুমি মরবে।

কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বললেন, হয়েছে হয়েছে, অর্জুনের এত প্রশংসা করছেন কেন? সে যদি যুদ্ধে আজ আমাকে জয় করতে পারে তবেই আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। 'তাই হবে' বলে শল্য আর উত্তর দিলেন না, কর্ণের ইচ্ছানুসারে রথচালনা করলেন। পাণ্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, অর্জুন কোথায়? অর্জুনকে যে দেখিয়ে দেবে আমি তার অভীষ্ট পূরণ করব, তাকে একটি রত্নপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দুগ্ধবতী গাভী ও কাংস্যের দোহনপাত্র দেব, অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যদি চায়

তবে সালঙ্কারা গীতবাদ্যনিপুণা একশত সুন্দরী যুবতী বা হস্তী রথ অশ্ব বা ভারবাহী বৃষ অথবা অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব।

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরগণ হৃষ্ট হলেন। শল্য হাস্য করে বললেন, সূতপুত্র, তোমাকে হস্তী বা সুবর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে না, তুমি পুরস্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। পূর্বে মূর্খের ন্যায় বিস্তর ধন তুমি অপাত্রে দান করেছ, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে। তুমি বৃথা কৃষ্ণার্জুনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শৃগাল দুই সিংহকে বধ করেছে এ আমরা শুনিনি। গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে সাঁতার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যদি মঙ্গল চাও তবে সমস্ত যোদ্ধা এবং ব্যূহবদ্ধ সৈন্যে সুরক্ষিত হয়ে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ো। যদি বাঁচতে চাও তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কর্ণ বললেন, বাহুবলে নির্ভর করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। আপনি মিত্ররূপী শত্রু তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। শল্য বললেন, অর্জুনের হস্তনিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ যখন তোমাকে বিদ্ধ করবে তখন তোমার অনুতাপ হবে। মাতার ক্রোড়ে শুয়ে বালক যেমন চন্দ্রকে হরণ করতে চায়, সেইরূপ তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে অর্জুনকে জয় করতে চাচ্ছ। তুমি ভেক হয়ে মহামেঘ স্বরূপ অর্জুনের উদ্দেশে গর্জন করছ। গৃহবাসী কুক্কুর যেমন বনস্থিত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করে ডাকে তুমি সেইরূপ নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয়কে ডাকছ। মূঢ়, তুমি সর্বদাই শৃগাল, অর্জুন সর্বদাই সিংহ।

কর্ণ স্থির করলেন, বাক্‌শল্যের জন্যই এঁর নাম শল্য। তিনি বললেন, শল্য, আপনি সর্বগুণহীন, অতএব গুণাগুণ বুঝবেন কী করে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি যেমন জানি আপনি তেমন জানেন না; আমি নিজের ও অর্জুনের শক্তি জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। আমার এই চন্দনচূর্ণে পূজিত সর্পতুল্য বিষমুখ ভয়ঙ্কর বাণ বহু বৎসর ধরে তূণের মধ্যে পড়ে আছে, এই বাণ নিয়েই আমি কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। পিতৃস্বসার পুত্র এবং মাতুলের পুত্র এই দুই ভ্রাতা (অর্জুন ও কৃষ্ণ) এক সূত্রে গ্রথিত দুই মণির তুল্য। আপনি দেখবেন দু জনেই আমার বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কৃষ্ণার্জুনকে বধ করে আপনাকেও সবান্ধবে বধ করব। দুর্বুদ্ধি ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার, আপনি সুহৃৎ হয়ে শত্রুর ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আপনি চুপ করে থাকুন, সহস্র বাসুদেব বা শত অর্জুন এলেও আমি তাঁদের বধ করব। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে গাথা গান করে এবং পূর্বে ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট যা বলেছিলেন, দুরাত্মা মদ্রদেশবাসীদের সেই গাথা শুনুন।— মদ্রকগণ তুচ্ছভাষী নরাধম মিথ্যাবাদী কুটিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুষ্টস্বভাব। তারা পিতা পুত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ি মাতুল জামাতা কন্যা পৌত্র বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাসী প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়ে শক্তু (ছাতু) ও মৎস্য খায়, গোমাংসের সহিত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে, অসম্বদ্ধ গান গায় এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা করা অনুচিত, তারা সর্বদাই কলুষিত। বিষচিকিৎসকগণ এই মন্ত্র পাঠ করে

বৃশ্চিকদংশনের চিকিৎসা করে থাকেন।— রাজা স্বয়ং যাজক হলে যেমন হবি নষ্ট হয়, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ এবং বেদবিদ্বেষী লোকে যেমন পতিত হয়, সেইরূপ মদ্রকের সংসর্গে লোকে পতিত হয়। হে বৃশ্চিক, আমি অথর্বোক্ত মন্ত্রে শান্তি করছি— মদ্রকের প্রণয় যেমন নষ্ট হয় সেইরূপ তোমার বিষ নষ্ট হল।

তার পর কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্ত্রীলোকে মদ্যপানে মত্ত হয়ে বস্ত্র ত্যাগ করে নৃত্য করে, তারা অসংযত স্বেচ্ছাচারিণী। যারা উষ্ট্র ও গর্দভের ন্যায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে সেই ধর্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীদের পুত্র হয়ে আপনি ধর্মের কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নারীদের কাছে কেউ যদি কাঞ্জিক[১] বা সুবীরক[২] চায় তবে তারা নিতম্ব আকর্ষণ করে বলে, আমি পুত্র বা পতি দিতে পারি কিন্তু কাঞ্জিক দিতে পারি না। আমরা শুনেছি, মদ্রনারীরা কম্বল[৩] পরে, তারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, নির্লজ্জ, উদরপরায়ণ ও অশুচি। মদ্র সিন্ধু ও সৌবীর এই তিনটি পাপদেশ, সেখানকার লোকেরা ম্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহীন। নিশ্চয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে। শল্য, আপনি দুর্যোধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা করলে নিন্দা হবে, এবং আমাদের ক্ষমাগুণও আছে; এই তিন কারণে আপনি এখনও জীবিত আছেন। যদি আবার এরূপ কথা বলেন তবে এই বজ্রতুল্য গদার আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ করব।

১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান

শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রস্ত দেখছি, সৌহার্দের জন্য আমি তোমার চিকিৎসা করব। তোমার হিত বা অহিত যা আমি জানি তা অবশ্যই আমার বলা উচিত। একটি উপাখ্যান বলছি শোন।—

সমুদ্রতীরবর্তী কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন, তাঁর বহু পুত্র ছিল। সেই পুত্রেরা তাদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসযুক্ত অন্ন দধি ক্ষীর প্রভৃতি এক কাককে খেতে দিত। উচ্ছিষ্টভোজী সেই কাক গর্বিত হয়ে অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা করত। একদিন গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী এবং চক্রবাকের ন্যায় বিচিত্রদেহ কতকগুলি হংস বেগে উড়ে এসে সমুদ্রের তীরে নামল। বৈশ্যপুত্রেরা কাককে বলল, বিহঙ্গম, তুমি ওই হংসদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাক সগর্বে হংসদের কাছে গিয়ে বলল, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বলল, আমরা মানস সরোবরে থাকি, ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করি, বহুদূর যেতে পারি, সে জন্য পক্ষীদের মধ্যে আমরা বিখ্যাত। দুর্মতি, তুমি কাক হয়ে কী করে আমাদের সঙ্গে উড়বে?

---

১. প্রচলিত অর্থ কাঁজি বা আমানি; এখানে বোধহয় ধেনো মদ বা পচাই অর্থ।
২. মদ্যবিশেষ।
৩. পশমি কাপড়।

কাক বলল, আমি একশো এক প্রকার ওড়বার পদ্ধতি জানি এবং প্রত্যেক পদ্ধতিতে বিচিত্র গতিতে শত যোজন যেতে পারি। আজ আমি উড্ডীন অবডীন প্রডীন ডীন নিডীন সংডীন তির্যগ্‌ডীন পরিডীন প্রভৃতি বহুপ্রকার গতিতে উড়ব, তোমরা আমার শক্তি দেখতে পাবে। বল, এখন কোন্‌ গতিতে আমি উড়ব, তোমরাও আমার সঙ্গে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য করে বলল, সকল পক্ষী যে গতিতে ওড়ে আমি সেই গতিতেই উড়ব, অন্য গতি জানি না। রক্তচক্ষু কাক, তোমার যেমন ইচ্ছা সেই গতিতে উড়ে চল।

হংস ও কাক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উড়তে লাগল, হংস একই গতি এবং কাক বহুপ্রকার গতি দেখাতে দেখাতে চলল। হংস নীরব রইল, দর্শকদের বিস্মিত করবার জন্য কাক নিজের গতির বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নিচে নেমে এল। হংস মৃদু গতিতে উড়ে কিছুকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক কাকদের উপহাস শুনে বেগে সমুদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। কাক শ্রান্ত ও ভীত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপ বা বৃক্ষ নেই, আমি কোথায় নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখল, কাক জলে পড়ছে। তখন সে বলল, কাক, তুমি বহুপ্রকার গতির বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গুহ্য গতির কথা তো বলনি! তুমি পক্ষ ও চঞ্চু দিয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গতির নাম কী?

পরিশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বলল, হংস, আমরা কাকরূপে সৃষ্ট হয়েছি, কা কা রব করে বিচরণ করি। প্রাণরক্ষার জন্য আমি তোমার শরণ নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, যদি ভালোয় ভালোয় নিজের দেশে ফিরতে পারি তবে আর কাউকেই অবজ্ঞা করব না। কাকের এই বিলাপ শুনে হংস কিছু না বলে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে নিল এবং দ্রুতবেগে উড়ে তাকে সমুদ্রতীরে রেখে অভীষ্ট দেশে চলে গেল।

উপাখ্যান শেষ করে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের তুল্য; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের উচ্ছিষ্টে পালিত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকল লোককে তুমি অবজ্ঞা করে থাক। কাক যেমন শেষকালে বুদ্ধি করে হংসের শরণ নিয়েছিল, তুমিও তেমন কৃষ্ণার্জুনের শরণ নাও।

১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ ও অর্জুনের শক্তি আমি যথার্থরূপে জানি, তথাপি আমি নির্ভয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরাম আমাকে যে শাপ দিয়েছিলেন তার জন্যই আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছি। পূর্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পরশুরামের নিকট বাস করতাম। একদিন গুরুদেব আমার ঊরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা

যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে অর্জুনের হিতকামী দেবরাজ ইন্দ্র এক বিকট কীটের রূপ ধারণ করে আমার উরু বিদীর্ণ করলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্তস্রাব হতে লাগল, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম। জাগরণের পর তিনি আমার সহিষ্ণুতা দেখে বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আমি নিজের যথার্থ পরিচয় দিলাম। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন— সূত, তুমি কপট উপায়ে আমার কাছে যে অস্ত্র লাভ করেছ, কার্যকালে তা তোমার স্মরণ হবে না, মৃত্যুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে; কারণ, বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত্র অব্রাহ্মণের নিকট স্থায়ী হয় না।

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই অস্ত্রই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হত। কিন্তু আজ আমি অন্য অস্ত্র স্মরণ করছি যার দ্বারা অর্জুন প্রভৃতি শত্রুকে নিপাতিত করব। আজ আমি অর্জুনের প্রতি যে ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শক্তি ধারণাতীত। যদি আমার রথচক্র গর্তে না পড়ে তবে অর্জুন আজ মুক্তি পাবে না। মদ্ররাজ, পূর্বে অস্ত্রাভ্যাসকালে অসাবধানতার ফলে আমি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসকে শরাঘাতে বধ করেছিলাম। তার জন্য তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন— যুদ্ধকালে তোমার মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র গর্তে পড়বে। আমি সেই ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু বৃষ হস্তী দাসদাসী সুসজ্জিত গৃহ এবং আমার সমস্ত ধন দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও সৌহার্দের জন্য এইসব কথা বললাম। আপনি জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি, বিক্রমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে। সহস্র শল্যের অভাবেও আমি শত্রুজয় করতে পারি।

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মাত্র। আমি সহস্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শত্রুজয় করতে পারি।

শল্যের নিষ্ঠুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, কোনও ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকট বাহীক[1] ও মদ্র দেশের এই কুৎসা করেছিলেন।— যে দেশ হিমালয় গঙ্গা সরস্বতী যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে, এবং যা সিন্ধু শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে অবস্থিত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহীক দেশ বর্জন করবে। জর্তিক নামক বাহীকদেশবাসীর আচরণ অতি নিন্দিত, তারা গুড়ের মদ্য পান করে, লসুনের সহিত গোমাংস খায়, তাদের নারীরা দুশ্চরিত্রা ও অশ্লীলভাষিণী। আরট্ট নামক বাহীকগণ মেষ উষ্ট্র ও গর্দভের দুগ্ধ পান করে এবং জারজ পুত্র উৎপাদন করায়। কোনও এক সতী নারীর অভিশাপের ফলে সেখানকার নারীরা বহুভোগ্যা, সেদেশে ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র নয়। পাঞ্চনদ প্রদেশের আরট্টগণ কৃতঘ্ন পরস্বাপহারী মদ্যপ গুরুপত্নীগামী নিষ্ঠুরভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, অধর্মই আছে।

---

১. বাহ্লীকের নামান্তর।

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অঙ্গদেশের লোকে আতুরকে পরিত্যাগ করে, নিজের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করে। কোনও দেশের সকল লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চরিত্র যে দেবতারাও তেমন নন।

তার পর দুর্যোধন এসে মিত্ররূপে কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য করে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান।

১৩। কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও ভীমের যুদ্ধ
(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ)

ব্যূহ রচনা করে কর্ণ পাণ্ডববাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন। কৃপ ও কৃতবর্মা ব্যূহের দক্ষিণে রইলেন। পিশাচের ন্যায় ও ভীষণদর্শন দুর্জয় অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্যসহ শকুনি ও উলূক তাঁদের পার্শ্ব রক্ষা করতে লাগলেন। চৌত্রিশ হাজার সংশপ্তকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ব্যূহের বামে রইলেন এবং তাঁদের পার্শ্বে কাম্বোজ শক ও যবন যোদ্ধারা অবস্থান করলেন। ব্যূহের মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দুঃশাসন রইলেন।

পুরাকালে বেদমন্ত্রে উদ্দীপিত অগ্নি যে রথের অশ্ব হয়েছিলেন, যে রথ ব্রহ্মা ঈশান ইন্দ্র ও বরুণকে পর পর বহন করেছিল, সেই আদিম আশ্চর্য রথে কৃষ্ণার্জুন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অশ্ব যার বাহন এবং কৃষ্ণ যার সারথি সেই রথ আসছে। তুমি যাঁর অনুসন্ধান করছিলে, কর্মবিপাকের ন্যায় দুর্নিবার সেই অর্জুন শত্রুবধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুল্য কবন্ধ সূর্যমণ্ডল আবৃত করে রয়েছে, বহু সহস্র কঙ্ক ও গৃধ্র সমবেত হয়ে ঘোর রব করছে। অর্জুনের গাণ্ডীব আকৃষ্ট হয়ে কূজন করছে, তাঁর হস্তনিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরজাল শত্রু বিনাশ করছে। নিহত রাজাদের মুণ্ডে রণভূমি আবৃত হয়েছে, আরোহীর সহিত অশ্বগণ মুমূর্ষু হয়ে ভূমিতে শুয়ে পড়ছে, নিহত হস্তীরা পর্বতের ন্যায় পতিত হচ্ছে। রাধেয় কর্ণ, কৃষ্ণ যাঁর সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁর ধনু, সেই অর্জুনকে যদি বধ করতে পার তবে তুমিই আমাদের রাজা হবে।

এই সময়ে সংশপ্তকগণের আহ্বানে অর্জুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত করে, সংশপ্তকগণ সেইরূপ অর্জুনকে ঘিরে অদৃশ্য করে ফেলেছে। অর্জুন যোদ্ধৃসাগরে নিমগ্ন হয়েছে, এই তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে বরুণকে বধ করতে পারে? কাষ্ঠ দ্বারা কে অগ্নি নির্বাপন করতে পারে? কোন্ লোক বায়ুকে ধরে রাখতে বা মহার্ণব পান করতে পারে? যুদ্ধে অর্জুনের নিগ্রহ আমি সেইরূপই অসম্ভব মনে করি। তবে কথা বলে যদি তোমার পরিতোষ হয় তবে তাই বল।

কর্ণ ও শল্য এইরূপ আলাপ করছিলেন, এমন সময়ে দুই পক্ষের সেনা গঙ্গাযমুনার ন্যায় মিলিত হল। রুদ্র যেমন পশুসংহার করেন অর্জুন সেইরূপ তাঁর চতুর্দিকের শত্রু বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে বহু পাঞ্চালবীর নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পাণ্ডববাহিনী ভেদ করে কর্ণ বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি নিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকটে এলেন। শিখণ্ডী ও সাত্যকির সহিত পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করলেন। সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে দ্রাবড় অন্ধ্র ও নিষাদ দেশীয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবেগে এল, কিন্তু শরাহত হয়ে ছিন্ন শালবনের ন্যায় ভূপতিত হল। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে যুধিষ্ঠির কর্ণকে বললেন, সূতপুত্র, তুমি সর্বদাই অর্জুনের সহিত স্পর্ধা কর, দুর্যোধনের মতে চলে সর্বদাই আমাদের শত্রুতা কর। তোমার যত বীর্য আর পাণ্ডবদের ওপর যত বিদ্বেষ আছে আজ সে সমস্তই দেখাও। আজ মহাযুদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব। এই বলে যুধিষ্ঠির কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বজ্রতুল্য বাণের প্রহারে কর্ণের বাম পার্শ্ব বিদীর্ণ হল, কর্ণ মূর্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করে কর্ণ যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চালবীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে বধ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের বর্ম বিদীর্ণ করলেন। রক্তাক্তদেহে যুধিষ্ঠির এক শক্তি ও চার তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ ভল্লের আঘাতে যুধিষ্ঠিরের রথ নষ্ট করলেন। তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে উঠে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ দ্রুতবেগে এসে যুধিষ্ঠিরের স্কন্ধ স্পর্শ করে বললেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্য কী করে রণস্থল ত্যাগ করতে পারেন? আপনি ক্ষত্রধর্মে পটু নন, বেদাধ্যয়ন আর যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের শক্তিই লাভ করেছেন। কুন্তীপুত্র, আর যুদ্ধ করবেন না, বীরগণের কাছে যাবেন না, তাঁদের অপ্রিয় বাক্যও বলবেন না।

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে সরে এলেন এবং কর্ণের বিক্রম দেখে নিজ পক্ষের যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছ কেন, শত্রুদের বধ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুমুল যুদ্ধে সহস্র সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিনষ্ট হতে লাগল। অপ্সরারা সম্মুখসমরে নিহত বীরগণকে বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হয়ে পরস্পরকে বধ করতে লাগলেন। ভীম সাত্যকি প্রভৃতি যোদ্ধাদের শরাঘাতে আকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। তখন কর্ণের আদেশে শল্য ভীমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহু ভীম কিরূপ ক্রুদ্ধ হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘকালসঞ্চিত ক্রোধ নিশ্চয় তোমার ওপর মুক্ত করবেন। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দণ্ডধারী যমের সঙ্গে ভীম কী করে যুদ্ধ করবেন? আমি অর্জুনকে চাই, ভীমসেন পরাস্ত হলে অর্জুন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের শরাঘাতে কর্ণ অচেতন হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, শল্য তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভীমসেন বিশাল কৌরববাহিনী নিপীড়িত করতে লাগলেন, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে করেছিলেন।

১৪। অশ্বত্থামা ও কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের যুদ্ধ
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপৎসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে তাঁকে রক্ষা কর। তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীমের ভল্ল ও নারাচের আঘাতে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিবিৎসু বিকটসহ ক্রাথ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভীমের ধনু ও রথ বিনষ্ট করলেন, ভীম গদা নিয়ে শত্রুসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

এই সময়ে সংশপ্তক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছিল। সংশপ্তকগণ অর্জুনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্র ও রথদণ্ড ধরে সিংহনাদ করতে লাগল। কয়েকজন কৃষ্ণের দুই বিশাল বাহু ধরল। দুষ্ট হস্তী যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইরূপ তাঁর বাহুদ্বয় সঞ্চালন করে সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করলেন। অর্জুন নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ করে অন্যান্য সংশপ্তকদের পাদবন্ধন করলেন, তারা সর্পবেষ্টিত হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল। তখন মহারথ সুশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। অর্জুন ঐন্দ্র অস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে শত্রুসৈন্য সংহার করতে লাগল। সংশপ্তকদের চোদ্দ হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার গজারোহী যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হল।

কৌরবসৈন্য অর্জুনের ভয়ে অবসন্ন হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ শকুনি উলূক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দুর্যোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা শরাঘাতে আকাশ আচ্ছন্ন করে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তিমির আলোড়নে নদীমুখ যেমন হয়, দ্রোণপুত্রের প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য সেইরূপ বিক্ষোভিত হল। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামাকে বললেন, পুরুষব্যাঘ্র, তোমার প্রীতি নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই বধ করতে চাচ্ছ। ব্রাহ্মণের কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুমি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তাই ক্ষত্রিয়ের কার্য করছ। অশ্বত্থামা একটু হাসলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুযোগ ন্যায্য ও সত্য জেনে কোনও উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির সত্বর রণভূমি থেকে চলে গেলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের রথ নষ্ট হওয়ায় তিনি অন্য রথে উঠে চলে গেলেন। তখন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভীত মৃগযূথকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাঞ্চালরথীগণকে বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুনর্বার রণস্থলে এসে শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এবং

অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণকে বেষ্টন করলেন। অন্যত্র বাহ্লীক কেকয় মদ্র সিন্ধু প্রভৃতি দেশের সৈন্যের সঙ্গে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, এই সংশপ্তক সৈন্য ভগ্ন হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জুনের বানরধ্বজ রথ কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হয়ে মেঘগম্ভীরশব্দে কৌরববাহিনীর মধ্যে এল। অশ্বত্থামা অর্জুনকে বাধা দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ করে কৃষ্ণার্জুনকে নিশ্চেষ্ট করলেন। অশ্বত্থামা অর্জুনকে অতিক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমার বীর্য ও বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কি? তোমার হাতে গাণ্ডীব আছে তো? গুরুপুত্র মনে করে তুমি অশ্বত্থামাকে উপেক্ষা করো না। তখন অর্জুন ত্বরান্বিত হয়ে চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বত্থামার ধ্বজ পতাকা রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করলেন। অশ্বত্থামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দুর্যোধনাদির ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌরবরা যুধিষ্ঠিরকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ করে সকলকেই নিরস্ত করলেন, যুধিষ্ঠিরের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যুধিষ্ঠিরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথে বসে পড়ে তাঁর সারথিকে বললেন, যাও। তখন দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্য সকল দিক থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাঞ্চালবীরগণ তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষতবিক্ষত দেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে শিবিরে ফিরছিলেন, এমন সময় কর্ণ পুনর্বার তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন, যুধিষ্ঠির এবং নকুল সহদেবও কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যুধিষ্ঠির ও নকুলের অশ্ব বধ করে কর্ণ ভল্লের আঘাতে যুধিষ্ঠিরের শিরস্ত্রাণ নিপাতিত করলেন। যুধিষ্ঠির ও নকুল আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন।

মাতুল শল্য অনুকম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন? এতে তোমার অস্ত্রশস্ত্রের বৃথা ক্ষয় হবে, তূণীর বাণশূন্য হবে, সারথি ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও আহত হবে; এমন অবস্থায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তুমি অর্জুনকে মারবে বলেই দুর্যোধন তোমার সম্মান করেন, যুধিষ্ঠিরকে মেরে তোমার কী হবে? ওই দেখ, ভীমসেন দুর্যোধনকে গ্রাস করছেন, তুমি দুর্যোধনকে রক্ষা কর। তখন যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ করে কর্ণ সত্বর দুর্যোধনের দিকে গেলেন।

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে সেনানিবেশে ফিরে এলেন এবং রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহে যেসকল শল্য বিদ্ধ ছিল তা তুলে ফেলা হল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দূর হল না। তিনি নকুল-সহদেবকে বললেন, তোমরা শীঘ্র ভীমসেনের কাছে যাও, তিনি মেঘের ন্যায় গর্জন করে যুদ্ধ করছেন।

এদিকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধনু থেকে ভার্গবাস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগল। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের শক্তি দেখ, আমি কোনও প্রকারে এই অস্ত্র নিবারণ করতে পারব না, কর্ণের সহিত যুদ্ধে পালাতেও পারব না। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পর ফিরে গিয়ে কর্ণকে বধ করবে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য— কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে পরিশ্রান্ত করা, এজন্যই তিনি অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে চললেন।

১৫। যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য

যেতে যেতে ভীমকে দেখে অর্জুন বললেন, রাজার সংবাদ কী? তিনি কোথায়? ভীম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধর্মরাজ এখান থেকে চলে গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বেঁচে উঠবেন। অর্জুন বললেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁর অবস্থা জানুন, আমি এখানে শত্রুদের রোধ করে রাখব। ভীম বললেন, তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বীরগণ আমাকে ভীত বলবেন। অর্জুন বললেন, সংশপ্তকদের বধ না করে আমি যেতে পারি না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, আমিই সমস্ত সংশপ্তকের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমি যাও।

শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে রথ নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির একাকী শুয়ে ছিলেন, কৃষ্ণার্জুন তার পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন ভেবে ধর্মরাজ হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ করে বললেন, তোমাদের দু জনকে দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, তোমরা অক্ষতদেহে নিরাপদে সর্বাস্ত্রবিশারদ মহারথ কর্ণকে বধ করেছ তো? কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হইনি। সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে জয় করে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করেছিলেন, আমাকে বহু নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন। ধনঞ্জয়, আমি ভীমের প্রভাবেই জীবিত আছি, এ আমি সইতে পারছি না। কর্ণের ভয়ে আমি তের বৎসর রাত্রিতে নিদ্রা যেতে পারিনি, দিনেও সুখ পাইনি। সকল সময়েই আমি জগৎ কর্ণময় দেখি। সেই বীর আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই ধিক্‌কৃত জীবনে ও রাজ্যে কী প্রয়োজন? ভীষ্ম দ্রোণ আর কৃপের কাছে আমি যে লাঞ্ছনা পাইনি আজ সূতপুত্রের কাছে তা পেয়েছি। অর্জুন, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কী প্রকারে কর্ণকে বধ করে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সবিস্তারে বল। কর্ণ তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রেরা কর্ণের সম্মান করতেন; সেই কর্ণ তোমার হাতে কী করে নিহত হলেন? যিনি বলেছিলেন, 'কৃষ্ণা, তুমি দুর্বল পতিত দীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?' যে

দুরাত্মা দ্যূতসভায় হাস্য করে দুঃশাসনকে বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধরে নিয়ে এস'— সেই পাপবুদ্ধি কর্ণ শরাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শুয়ে আছে তো?

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম সেই সময়ে অশ্বত্থামা আমার সম্মুখে এলেন। আটটি শকট তাঁর বাণ বহন করছিল, আমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ করলেন। তথাপি আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টকিত হল, তিনি রুধিরাক্তদেহে কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পঞ্চাশ জন রথীর সঙ্গে আমার কাছে এলেন। আমি কর্ণের সহচরদের বিনষ্ট করে সত্বর আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি। আমি শুনেছি, অশ্বত্থামা ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে আপনি আহত হয়েছেন, সে কারণে উপযুক্ত সময়েই আপনি ক্রূরস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চলে এসেছেন। মহারাজ, যুদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভার্গবাস্ত্র দেখেছি, কর্ণের আক্রমণ সইতে পারেন এমন যোদ্ধা সৃঞ্জয়গণের মধ্যে নেই। আপনি আসুন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে কর্ণের সহিত মিলিত হব। যদি আজ কর্ণকে সবান্ধবে বধ না করি তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর যে কষ্টকর গতি হয়, আমার যেন তাই হয়। আপনি জয়াশীর্বাদ করুন, যেন আমি সূতপুত্র ও শত্রুগণকে সসৈন্যে বধ করতে পারি।

কর্ণ সুস্থশরীরে আছেন জেনে শরাঘাতে পীড়িত যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বৎস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ করে ভীত হয়ে চলে এসেছ। অর্জুন, তুমি কুন্তীর গর্ভকে হেয় করেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখেছিলাম, কিন্তু অতিপুষ্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল হয়েছে। ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন দৈবকৃত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ রাজ্যলাভের আশায় তের বৎসর তোমার ওপর নির্ভর করেছিলাম, কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নরকে নিমজ্জিত করেছ। মন্দবুদ্ধি, তোমার জন্মের পর কুন্তী আকাশবাণী শুনেছিলেন, 'এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী ও সর্বশত্রুজয়ী হবে, মদ্র কলিঙ্গ ও কেকয়গণকে জয় করবে, কৌরবগণকে বধ করবে।' শতশৃঙ্গ পর্বতের শিখরে তপস্বীগণ এই দৈববাণী শুনেছিলেন, কিন্তু তা সফল হল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আমি জানতাম না যে, তুমি কর্ণের ভয়ে অভিভূত। কেশব যার সারথি সেই বিশ্বকর্মা-নির্মিত শব্দহীন কপিধ্বজ রথে আরোহণ করে এবং স্বর্ণমণ্ডিত খড়গ ও গাণ্ডীবধনু ধারণ করে তুমি কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দুরাত্মা, তুমি যদি কেশবকে ধনু দিয়ে নিজে সারথি হতে তবে ব্রজধর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রবধ করেছিলেন সেইরূপ কেশব কর্ণকে বধ করতেন। তুমি যদি রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার চেয়ে অস্ত্রবিশারদ অন্য রাজাকে গাণ্ডীবধনু দাও। দুরাত্মা, তুমি যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হতে কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তাই তোমার পক্ষে শ্রেয় হত, তা হলে তোমাকে যুদ্ধ থেকে পালাতে হত না। তোমার গাণ্ডীবকে ধিক, তোমার বাহুবল ও বাণসমূহকে ধিক, তোমার কপিধ্বজ ও অগ্নিদত্ত রথকেও ধিক।

১৬। অর্জুনের ক্রোধ— কৃষ্ণের উপদেশ

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর খড়গ ধারণ করলেন। চিত্তজ্ঞ কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি খড়গ হাতে নিলে কেন? যুদ্ধের যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখছি না, এখন ভীমসেন দুর্যোধনাদিকে আক্রমণ করেছেন, তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখতে এসেছ, তিনিও কুশলে আছেন। এই নৃপশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উচিত, তবে ক্রোধ হল কেন? তোমার অভিপ্রায় কী?

সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে অর্জুন বললেন, আমার এই গূঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, 'অন্য লোককে গাণ্ডীব দাও', তার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোবিন্দ, তোমার সমক্ষেই রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে তাই বলেছেন। আমি ধর্মভীরু সে জন্য এঁকে বধ করে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব, সত্যের নিকট ঋণমুক্ত হব। তুমিই বল এ সময়ে কী কর্তব্য। জগৎপিতা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আমি করব।

কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অর্জুন, আমি বুঝেছি তুমি বৃদ্ধের নিকট উপদেশ লাভ করনি, তাই অকালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি ধর্মভীরু কিন্তু অপণ্ডিত; যাঁরা ধর্মের সকল বিভাগ জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিরত থাকে সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাণিবধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রাণিহিংসা করবে না। যিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কী করে হত্যা করতে পার? তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন মূঢ়তার বশে অধর্ম কার্যে উদ্যত হয়েছ। ধর্মের সূক্ষ্ম ও দুরূহ তত্ত্ব না জেনেই তুমি গুরুহত্যা করতে যাচ্ছ। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর বা যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মতত্ত্ব বলতে পারেন, আমি তাই বলছি শোন।—

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্‌বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্ ॥
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥

— সত্য বলাই ধর্মসঙ্গত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই; কিন্তু জানবে যে সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কি না তা স্থির করা অতি দুরূহ। যেখানে মিথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য মিথ্যাতুল্য অহিতকর হয়, সেখানে সত্য বলা অনুচিত, মিথ্যাই বলা উচিত।—

বিবাহকালে রতিসসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

— বিবাহকালে, রতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়, এবং ব্রাহ্মণের উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।[১]

তার পর কৃষ্ণ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদারুণ কর্ম করেও মহৎ পুণ্যের অধিকারী হতে পারেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা করে হয়েছিল। আবার, মূঢ় অপণ্ডিত ধর্মকামীও মহাপাপগ্রস্ত হতে পারেন, যেমন কৌশিক হয়েছিলেন।—

পুরাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশুবধ করত না, কেবল স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতির জীবনযাত্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে গিয়ে কোনও মৃগ পেল না, অবশেষে সে দেখল, একটি শ্বাপদ জলপান করছে। এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশক্তিই তার দৃষ্টির কাজ করত। বলাক সেই অদৃষ্টপূর্ব অন্ধ পশুকে বধ করলে আকাশ থেকে তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হল। তার পর সেই ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোরম বিমান এল, তাতে অপ্সরারা গীতবাদ্য করছিল। অর্জুন, সেই পশু সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট করে অভীষ্ট বর পেয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মা তাঁকে অন্ধ করে দেন। সেই সর্বপ্রাণীহিংসক শ্বাপদকে বধ করে বলাক স্বর্গে গিয়েছিল।

কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামের অদূরে নদীর সঙ্গমস্থলে বাস করতেন। তিনি তপস্বী কিন্তু অল্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁর এই ব্রত ছিল যে সর্বদাই সত্য বলবেন, সে জন্য তিনি সত্যবাদী বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক দস্যুর ভয়ে কৌশিকের তপোবনে আশ্রয় নিল। দস্যুরা খুঁজতে খুঁজতে কৌশিকের কাছে এসে বলল, ভগবান, কয়েকজন লোক এদিকে এসেছিল, তারা কোন্ পথে গেছে যদি জানেন তো বলুন। সত্যবাদী কৌশিক বললেন, তারা বহু-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-সমাকীর্ণ এই বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন নিষ্ঠুর দস্যুরা সেই লোকদের খুঁজে বার করে হত্যা করল। মূঢ় কৌশিক ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতেন না, তিনি তাঁর দুরুক্তির জন্য পাপগ্রস্ত হয়ে কষ্টময় নরকে গিয়েছিলেন।

উপাখ্যান শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর্ক দ্বারা দুর্বোধ পরমজ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা করে, আবার অনেকে বলে ধর্মের তত্ত্ব শ্রুতিতেই আছে। আমি এই দুই মতের কোনওটির দোষ ধরছি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মের বিধান নেই, সে জন্য প্রাণীগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রবচন রচিত হয়েছে।—

যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥
ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

— যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম; প্রাণীগণের অহিংসার নিমিত্ত ধর্মপ্রবচন রচিত হয়েছে। ধারণ (রক্ষা) করে এজন্যই 'ধর্ম' বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম।—

---

১. আদিপর্ব ১২-পরিচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে।

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্ ॥

— যেখানে অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা শ্রেয়, সে মিথ্যাকে নির্বিচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, যদি মিথ্যা শপথ করে দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে দস্যুকে কখনও ধন দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। অর্জুন, আমি তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, এখন বল যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত কি না।

অর্জুন বললেন, তোমার বাক্য মহাপ্রাজ্ঞ মহামতি পুরুষের যোগ্য, আমাদেরও হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, পিতার সমান, আমাদের পরম গতি। আমি বুঝেছি যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। এখন তুমি আমার সংকল্পের বিষয় শুনে অনুগ্রহ করে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা জান— কেউ যদি আমাকে বলে, 'অপর লোক তোমার চেয়ে অস্ত্রবিদ্যায় বা বীর্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে গাণ্ডীব দাও', তবে আমি তাকে বধ করব। ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে— যে তাঁকে তূবরক[১] বলবে তাকে তিনি বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যুধিষ্ঠির একাধিক বার আমাকে বলেছেন, 'গাণ্ডীব অন্য লোককে দাও'। কিন্তু যদি তাঁকে বধ করি তবে আমি অল্পকালও জীবিত থাকতে পারব না। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এমন বুদ্ধি দাও যাতে আমার সত্যরক্ষা হয়, যুধিষ্ঠির ও আমি দু জনেই জীবিত থাকি।

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠির শ্রান্ত দুঃখিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, সে জন্যই ক্ষোভ ও ক্রোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। এঁর এই উদ্দেশ্যও আছে যে, কুপিত হলে তুমি কর্ণকে বধ করবে। ইনি এ-ও জানেন যে, তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিক্রম সইতে পারে না। যুধিষ্ঠির অবধ্য, তোমার প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। যে উপায়ে ইনি জীবিত থেকেই মৃত হবেন তা বলছি শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জীবিত থাকেন; যখন তিনি অপমানিত হন তখন তাঁকে জীবন্মৃত বলা যায়। রাজা যুধিষ্ঠির তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর কিঞ্চিৎ অপমান কর। পূজনীয় যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' বল; যিনি প্রভু ও গুরুজন তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে করবেন; তার পর তুমি চরণবন্দনা করে এবং সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রতি পূর্ববৎ আচরণ করবে। প্রজ্ঞাবান রাজা যুধিষ্ঠির এতে কখনই কুপিত হবেন না। সত্যভঙ্গ ও ভ্রাতৃবধের পাপ থেকে এইরূপে মুক্ত হয়ে তুমি হৃষ্টচিত্তে সূতপুত্রকে বধ কর।

---

১. গোঁফদাড়িহীন, মাকুন্দ। দ্রোণপর্ব ১৩-পরিচ্ছেদে কর্ণ ভীমকে তূবরক বলেছেন।

১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা— যুধিষ্ঠিরের অনুতাপ

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, আমাকে কটুবাক্য বলো না, বলো না; তুমি রণভূমি থেকে এক ক্রোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ বীরগণের সঙ্গে সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পণ্ডিতগণ বলেন, ব্রাহ্মণের বল বাক্যে আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে; কিন্তু তোমারও বল বাক্যে, এবং তুমি নিষ্ঠুর। আমি কিরূপ তা তুমি জান। স্ত্রী পুত্র ও জীবন দিয়েও আমি সর্বদা তোমার ইষ্টসাধনের চেষ্টা করি, তথাপি তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে আঘাত করছ তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও সুখলাভের আশা নেই। তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় শুয়ে আমাকে অবজ্ঞা করো না; তোমার জন্যই আমি মহারথগণকে বধ করেছি, তাতেই তুমি নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর হয়েছ। অধিরাজের পদ পেয়ে তুমি যা করেছ তার আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোমার দ্যূতাসক্তির জন্য আমাদের রাজ্যনাশ হয়েছে, আমরা বিপদে পড়েছি। তুমি অল্পভাগ্য, এখন ক্রূর বাক্যের কশাঘাতে আমাদের ক্রুদ্ধ করো না।

যুধিষ্ঠিরকে এইপ্রকার পরুষ বাক্য বলে অর্জুন অনুতপ্ত হলেন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে অসি কোষমুক্ত করলেন। কৃষ্ণ বললেন, এ কী! তুমি আবার অসি নিষ্কাশিত করলে কেন? অর্জুন বললেন, যে শরীরে আমি অহিত আচরণ করেছি সে শরীর আমি নষ্ট করব। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করেছ সে জন্য মোহগ্রস্ত হলে কেন? তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ? যদি তুমি সত্যরক্ষার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে তবে তোমার কী অবস্থা হত? পার্থ, ধর্মের তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে। আমি যা বলছি শোন। আত্মহত্যা করলে তোমার ভ্রাতৃহত্যার চেয়ে গুরুতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন কর, তাতেই আত্মহত্যা হবে।

তখন ধনঞ্জয় তাঁর ধনু নমিত করে যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, শুনুন— পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্ধর কেউ নেই। আমি মহাদেবের অনুমতিতে ক্ষণমধ্যে চরাচরসহ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করতে পারি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে আমিই সকল দিক ও দিক্‌পালগণকে জয় করে আপনার বশে এনেছিলাম। আমার তেজেই আপনার দিব্য সভা নির্মিত এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছিল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণযুক্ত বিস্তৃত ধনু, এবং দুই পদতলে রথ ও ধ্বজ অঙ্কিত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয়। সংশপ্তকদের অল্পই অবশিষ্ট আছে, শত্রুসৈন্যের অর্ধ ভাগ আমি বিনষ্ট করেছি। আমি অস্ত্র দ্বারাই অস্ত্রজ্ঞদের বধ করি, অস্ত্রপ্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাৎ করি না। কৃষ্ণ, শীঘ্র চল, আমরা বিজয়রথে চড়ে সূতপুত্রকে বধ করতে যাই। আমাদের রাজা আজ সুখলাভ করুন, আমি কর্ণকে বিনষ্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অথবা কুন্তী পুত্রহীনা হবেন, আমি সত্য বলছি— কর্ণকে বধ না করে আমার কবচ খুলব না।

এই কথা বলে অর্জুন তাঁর খড়গ কোষবন্ধ করে ধনু ত্যাগ করলেন এবং লজ্জায় নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হন, যা বলেছি তা ক্ষমা করুন, পরে আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন, আপনাকে নমস্কার করছি। আমি ভীমকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত করতে এবং সূতপুত্রকে বধ করতে এখনই যাচ্ছি। সত্য বলছি, আপনার প্রিয়সাধনের জন্যই আমার জীবন। এই বলে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের পাদস্পর্শ করে যুদ্ধযাত্রার জন্য দণ্ডায়মান হলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শয্যা থেকে উঠে দুঃখিত মনে বললেন, অর্জুন, আমি অসাধু কর্ম করেছি, তার জন্যই তোমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক পুরুষাধম, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী মূঢ়বুদ্ধি অলস ভীরু নিষ্ঠুর পুরুষের অনুসরণ করে তোমাদের কী লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব, মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্লীবের আবার রাজকার্য কী? তোমার পরুষ বাক্য আমি সইতে পারছি না, অপমানিত হয়ে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নেই।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার বিষয় যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি আর অর্জুন আপনার শরণাগত, আমি প্রণত হয়ে প্রার্থনা করছি, ক্ষমা করুন, আজ রণভূমি পাপী কর্ণের রক্ত পান করবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে কৃষ্ণকে উঠিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম, ঘোর বিপৎসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ।

অর্জুন সরোদনে যুধিষ্ঠিরের চরণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সস্নেহে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে যুধিষ্ঠিরও রোদন করতে লাগলেন। তার পর অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে বধ না করে আমি যুদ্ধ থেকে ফিরব না। যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে বললেন, অর্জুন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শত্রুর ক্ষয় হোক।

১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিযান
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কৃষ্ণের আজ্ঞায় দারুক অর্জুনের ব্যাঘ্রচর্মাবৃত রথ সজ্জিত করল। যথাবিধি স্বস্ত্যয়নের পর কৃষ্ণের সহিত অর্জুন সেই রথে উঠে রণভূমির অভিমুখে চললেন। সেই সময়ে সকল দিক নির্মল হল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শতপত্র (কাঠঠোকরা) ও ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক) প্রভৃতি শুভসূচক পক্ষী অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কঙ্ক গৃধ্র বক শ্যেন বায়স প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে আগে যেতে লাগল।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, তথাপি তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। আজ যুদ্ধের সপ্তদশ দিন চলছে, তোমাদের এবং শত্রুপক্ষের বিপুল

সৈন্যের এখন অল্পই অবশিষ্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ জীবিত আছেন—অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বত্থামা তোমার মাননীয় গুরু দ্রোণের পুত্র, কৃপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধব, মহারাজ শল্য তোমার বিমাতার ভ্রাতা, এই কারণে এঁদের ওপর তোমার দয়া থাকতে পারে, কিন্তু পাপমতি ক্ষুদ্রাশয় কর্ণকে আজ তুমি সত্বর বধ কর। জতুগৃহদাহ, দ্যূতক্রীড়া, এবং দুর্যোধন তোমাদের ওপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই মূল দুরাত্মা কর্ণ। অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, ভূতভবিষ্যদ্‌বিৎ তুমি যখন আমার সহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, ত্রিলোকের সকলকেই আমি পরলোকে পাঠাতে পারি।

এই সময়ে ভীম তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সারথি বিশোককে বললেন, আমি সর্বদিকে শত্রুদের রথ ও ধ্বজাগ্র দেখে উদ্‌বিগ্ন হয়েছি। অর্জুন এখনও এলেন না, ধর্মরাজও আহত হয়ে চলে গেছেন। এঁরা জীবিত আছেন কি না জানি না। যাই হোক, এখন আমি শত্রুসৈন্য সংহার করব, তুমি দেখে বল আমার কত বাণ অবশিষ্ট আছে। বিশোক বললেন, পাণ্ডুপুত্র, আপনার এত অস্ত্র আছে যে ছয় গোশকট তা বহন করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করুন।

কিছুক্ষণ পরে বিশোক বলল, ভীমসেন, আপনি গাণ্ডীব আকর্ষণের শব্দ পাচ্ছেন না? আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, হস্তীসৈন্যের মধ্য থেকে অর্জুনের ওই ভয়ঙ্কর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করতে করতে আপনার কাছে আসছেন। ভীম হৃষ্ট হয়ে বললেন, বিশোক, তুমি যে প্রিয়সংবাদ দিলে তার জন্য আমি তোমাকে চোদ্দটি গ্রাম, একশো দাসী এবং কুড়িটি রথ দেব।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, পাঞ্চালসৈন্যেরা কর্ণের ভয়ে পালাচ্ছে, তুমি শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তিনি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে নিঃশেষ করবেন। অর্জুনের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন, কর্ণ, ওই দেখ অর্জুন আসছেন, তাঁর ভয়ে কৌরবসেনা সর্বদিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি সমস্ত সৈন্য বর্জন করে তোমার দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষ্ণার্জুনকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অর্জুনের ভয়ে পালাচ্ছেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ এঁদের ভয় দূর করতে পারবে না। এই যুদ্ধে কৌরবগণ তোমাকেই দ্বীপের ন্যায় আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, আমার মনের মতো কথা বলছেন, ধনঞ্জয়ের ভয়ও ত্যাগ করেছেন। আজ আমার বাহুবল দেখুন, আমি একাকীই পাণ্ডবগণের মহাচমূ ধ্বংস করব এবং পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণার্জুনকেও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আমি ফিরব না।

এই সময়ে দুর্যোধন কৃপ কৃতবর্মা শকুনি অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে দেখে কর্ণ বললেন, আপনারা সকল দিক থেকে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করুন, তাঁরা পরিশ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হলে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনুসারে কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ সসৈন্যে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য নিষ্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হতে লাগল, যারা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল তারাও পরাঙ্‌মুখ হল। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হলে অর্জুন ভীমের কাছে এলেন এবং তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ করতে গেলেন।

দুঃশাসনের কনিষ্ঠ দশ জন অর্জুনকে পরিবেষ্টন করলেন, কিন্তু অর্জুন ভল্লের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ করলেন। নব্বই জন সংশপ্তক রথী অর্জুনকে বাধা দিতে এলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন।

১৯। দুঃশাসনবধ— ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন

(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কর্ণ পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর শরাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এক পুত্র নিহত হলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাঞ্চালগণকে নিঃশেষ করছেন, তুমি সত্বর তাঁকে বধ কর। অর্জুন কিছুদূর অগ্রসর হলে মহাবীর ভীমসেন পুনর্বার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষা করতে লাগলেন।

এই সময়ে দুঃশাসন নির্ভয়ে শরক্ষেপণ করতে করতে ভীমের নিকটস্থ হলেন। হস্তিনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তীর যেমন সংঘর্ষ হয় সেইরূপ ভীম ও দুঃশাসন পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুঃশাসনের ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি নিহত হল। তখন দুঃশাসন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং অন্য ধনু নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহু প্রসারিত করে ভীম প্রাণশূন্যের ন্যায় রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করে গর্জন করে উঠলেন। দুঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীড়িত করতে লাগলেন। ক্রোধে জ্বলে উঠে ভীম বললেন, দুরাত্মা, আজ যুদ্ধে তোমার রক্ত পান করব। দুঃশাসন মহাবেগে একটি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, উগ্রমূর্তি ভীমও তাঁর ভীষণ গদা ঘূর্ণিত করে প্রহার করলেন। গদার প্রহারে শক্তি ভগ্ন হল, দুঃশাসন মস্তকে আহত হয়ে দশ ধনু (চল্লিশ হাত) দূরে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁর অশ্ব ও রথও বিনষ্ট হল।

দুঃশাসন বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন। তখন ভীমসেন নিরপরাধা রজস্বলা পতিকর্তৃক অরক্ষিতা দ্রৌপদীর কেশগ্রহণ বস্ত্রহরণ প্রভৃতি দুঃখ স্মরণ করে ঘৃতসিক্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং কর্ণ দুর্যোধন কৃপ অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে বললেন,

ওহে যোদ্ধৃগণ, আজ আমি পাপী দুঃশাসনকে হত্যা করছি, পারেন তো একে রক্ষা করুন। এই বলে ভীম তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। সিংহ যেমন মহাগজকে ধরে, বৃকোদর ভীম সেইরূপ কম্পমান দুঃশাসনকে আক্রমণ করে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন, এবং তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করলেন। তার পর ভূপতিত দুঃশাসনের শিরশ্ছেদ করে রক্ত চাখতে চাখতে বললেন, মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধ্বীক মদ্য, দিব্য জল এবং মথিত দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি অমৃততুল্য যত পানীয় আছে, সে সমস্তের চেয়ে এই শত্রুরক্ত অধিক সুস্বাদু মনে হচ্ছে। তার পর দুঃশাসনকে গতাসু দেখে উগ্রকর্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন হাস্য করে বললেন, আর আমি কী করতে পারি, মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করেছে।

রক্তপায়ী ভীমকে যারা দেখছিল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে অর্ধনিমীলিতনেত্রে তারা ভীমকে দেখতে লাগল। এ মানুষ নয়, রাক্ষস— এই বলে সৈন্যগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণভ্রাতা চিত্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাঞ্চালবীর যুধামন্যু তাঁকে শরাঘাতে বধ করলেন।

উপস্থিত বীরগণের সমক্ষে দুঃশাসনের রক্তে অঞ্জলি পূর্ণ করে ভীম সগর্জনে বললেন, পুরুষাধম, এই আমি তোমার কণ্ঠরুধির পান করছি, এখন আবার আমাকে 'গরু গরু' বল দেখি! দ্যুতসভায় আমাদের পরাজয়ের পর যারা 'গরু গরু' বলে নৃত্য করেছিল, এখন প্রতিনৃত্য করে তাদেরই আমরা 'গরু গরু' বলব। তার পর রক্তাক্তদেহে, মুখ থেকে রক্ত ক্ষরণ করতে করতে ঈষৎ হাস্য করে ভীমসেন কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, আমি দুঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আজ পূর্ণ হল। এখন দ্বিতীয় যজ্ঞপশু দুর্যোধনকেও বলি দেব, এবং কৌরবগণের সমক্ষে সেই দুরাত্মার মস্তক চরণ দিয়ে মর্দন করে শান্তিলাভ করব। এই বলে মহাবল ভীমসেন বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় সহর্ষে সিংহনাদ করলেন।

২০। কর্ণবধ

(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দুঃশাসনবধের পর ভীম ধৃতরাষ্ট্রের আরও দশ পুত্রকে ভল্লের আঘাতে যমালয়ে পাঠালেন। কর্ণপুত্র বৃষসেন প্রবল বিক্রমে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সঙ্গে বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অর্জুনের বাণে নিহত হলেন।

পুত্রশোকার্ত কর্ণ ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় অর্জুন ও কর্ণকে যুদ্ধে সমাগত দেখে সমস্ত ভুবন যেন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুই বীরের পক্ষপাতী হল। নক্ষত্রসমেত আকাশ ও আদিত্যগণ কর্ণের পক্ষে গেলেন;

অসুর রাক্ষস প্রেত পিশাচ, বৈশ্য শূদ্র সূত ও সংকর জাতি, শৃগালকুক্কুরাদি, ক্ষুদ্র সর্প প্রভৃতি কর্ণের পক্ষপাতী হল। বিশালা পৃথিবী, নদী সমুদ্র পর্বত বৃক্ষাদি, উপনিষৎ উপবেদ মন্ত্র ইতিহাসাদি সমেত চতুর্বেদ, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ, মাঙ্গলিক পশুপক্ষী, এবং দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ অর্জুনের পক্ষ নিলেন।

ব্রহ্মা মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধ দেখতে এলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পুত্রের জয়কামনায় বিবাদ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বললেন, অর্জুনের জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ইনি খাণ্ডবদাহ করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন, স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, কিরাতরূপী বৃষধ্বজকে তুষ্ট করেছিলেন, এবং স্বয়ং বিষ্ণু এঁর সারথি। মহাবীর কর্ণ বসুলোকে বা বায়ুলোকে যান, কিংবা ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে স্বর্গে থাকুন; কিন্তু কৃষ্ণার্জুনই বিজয় লাভ করুন।

অর্জুনের ধ্বজস্থিত মহাকপি লম্ফ দিয়ে সবেগে কর্ণের ধ্বজের উপরে পড়ল এবং কর্ণের লাঞ্ছন হস্তীবন্ধনরজ্জুকে আক্রমণ করল। কৃষ্ণ ও শল্য পরস্পরকে নয়নবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, আজ তুমি কর্ণপত্নীদের বিধবা দেখবে; ঋণমুক্ত হয়ে অভিমন্যুজননী সুভদ্রা, তোমার পিতৃষ্বসা কুন্তী, বাষ্পমুখী দ্রৌপদী, এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আজ তুমি সান্ত্বনা দেবে।

কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার ভয়ানক মহাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। উভয়পক্ষের হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিধ্বস্ত হয়ে সর্বদিকে ধাবিত হল। অর্জুনের শরাঘাতে অসংখ্য কৌরবযোদ্ধা প্রাণত্যাগ করলেন। তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হাত ধরে বললেন, দুর্যোধন, প্রসন্ন হও, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ কর, যুদ্ধকে ধিক। আমি বারণ করলে অর্জুন নিবৃত্ত হবেন, কৃষ্ণও বিরোধ ইচ্ছা করেন না। সন্ধি করলে পাণ্ডবরা সর্বদাই তোমার অনুগত হয়ে থাকবেন। তুমি যদি শান্তি কামনা কর তবে আমি কর্ণকেও নিরস্ত করব।

দুর্যোধন দুঃখিতমনে নিশ্বাস ফেলে বললেন, সখা, তোমার কথা সত্য, কিন্তু দুর্মতি ভীম ব্যাঘ্রের ন্যায় দুঃশাসনকে বধ করে যা বলেছে তা আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে আছে, তুমিও তা শুনেছ, অতএব শান্তি কী করে হবে? পূর্বের বহু শত্রুতা স্মরণ করে পাণ্ডবরা আমাকে বিশ্বাস করবে না। কর্ণকেও তোমার বারণ করা উচিত নয়। আজ অর্জুন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে আছে, কর্ণ বলপ্রয়োগে তাকে বধ করবেন।

অর্জুন ও কর্ণ আগ্নেয় বারুণ বায়ব্য প্রভৃতি নানা অস্ত্র পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুনের ঐন্দ্রাস্ত্র কর্ণের ভার্গবাস্ত্রে প্রতিহত হয়েছে দেখে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার সমক্ষেই পাপী সূতপুত্রের বাণে বহু পাঞ্চাল বীর কেন নিহত হলেন? তুমিই-বা তার দশটা বাণে বিদ্ধ হলে কেন? তুমি যদি না পার তবে আমিই তাকে গদাঘাতে বধ করব। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, আজ তোমার সকল অস্ত্র কর্ণের অস্ত্রে নিবারিত হচ্ছে কেন? তুমি কি মোহগ্রস্ত হয়েছ তাই কৌরবদের আনন্দধ্বনি শুনতে পাচ্ছ

না? যে ধৈর্যবলে তুমি রাক্ষস ও অসুরদের সংহার করেছিলে সেই ধৈর্যবলে আজ তুমি কর্ণকেও বধ কর। নতুবা আমার ক্ষুরধার সুদর্শনচক্র দিয়ে শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ কর।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, সূতপুত্রের বধ এবং লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত আমি এক উগ্র মহাস্ত্র প্রয়োগ করব; তুমি অনুমতি দাও, দেবগণও অনুমতি দিন। এই বলে অর্জুন ব্রহ্মাকে নমস্কার করে শত্রুর অসহ্য ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কর্ণ বাণবর্ষণ করে সেই অস্ত্র প্রতিহত করলেন। ভীমের উপদেশে অর্জুন আর এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তা থেকে শত শত শূল পরশু চক্র নারাচ নির্গত হয়ে শত্রুসৈন্য বধ করতে লাগল। এই সময়ে যুধিষ্ঠির সুবর্ণ বর্ম ধারণ করে কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে এলেন; ভিষগ্‌গণের মন্ত্র ও ওষুধের গুণে তিনি শল্যমুক্ত ও বেদনাশূন্য হয়েছিলেন।

অত্যন্ত আকর্ষণ করায় অর্জুনের গাণ্ডীবধনুর গুণ ছিন্ন হল, সেই অবসরে কর্ণ একশত ক্ষুদ্রক বাণে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করলেন এবং কৃষ্ণকেও ষাটটি নারাচ দিয়ে বিদ্ধ করলেন। কৃষ্ণার্জুন পরাভূত হয়েছেন মনে করে কৌরবসৈন্য করতলধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। গাণ্ডীবে নতুন গুণ পরিয়ে অর্জুন ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার করে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কৌরবযোদ্ধাকে বিদ্ধ করে কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্ররক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষক যোদ্ধাদের বিনষ্ট করলেন। হতাবশিষ্ট কৌরববীরগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, দুর্যোধনের অনুরোধেও তাঁরা রইলেন না।

খাণ্ডবদাহের সময় অর্জুন যার মাতাকে বধ করেছিলেন সেই তক্ষকপুত্র অশ্বসেন[১] এতদিন পাতালে শুয়েছিল। রথ অশ্ব ও হস্তীর মর্দনে ভূতল কম্পিত হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য শররূপ ধারণ করে কর্ণের তূণে প্রবিষ্ট হল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার করে উঠলেন। কর্ণ না জেনেই সেই শর তাঁর ধনুতে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অর্জুনের গ্রীবা ছিন্ন হবে না, তুমি এমন শর সন্ধান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ বললেন, অমি দু-বার শরসন্ধান করি না,— এই বলে তিনি শর মোচন করলেন। সেই ভীমদর্শন অত্যুজ্জ্বল শর সশব্দে নির্গত হয়ে যেন সীমন্ত রচনা করে আকাশপথে জ্বলতে জ্বলতে যেতে লাগল। তখন কংসরিপু মাধব অবলীলাক্রমে তাঁর পায়ের চাপে অর্জুনের রথ মাটিতে এক হাত[২] বসিয়ে দিলেন, রথের চার অশ্ব জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করল। নাগবাণের আঘাতে অর্জুনের জগদ্‌বিখ্যাত স্বর্ণকিরীট দগ্ধ হয়ে মস্তক থেকে পড়ে গেল।

শররূপী মহানাগ অশ্বসেন পুনর্বার কর্ণের তূণে প্রবেশ করতে গেল। কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করেছিলে সে জন্য অর্জুনের মস্তক হরণ করতে পারিনি; আবার লক্ষ্য করে আমাকে নিক্ষেপ কর, তোমার আর আমার শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শুনে কর্ণ বললেন, অন্যের শক্তি অবলম্বন করে আমি জয়ী

---

১. আদিপর্ব ৪০-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২. মূলে আছে 'কিষ্কুমাত্রম্', তার অর্থ এক হাত বা এক বিঘত।

হতে চাই না; নাগ, যদি শত অর্জুনকেও বধ করা যায়, তথাপি এই শর আমি পুনর্বার প্রয়োগ করব না, অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে চলে যাও। তখন অশ্বসেন অর্জুনকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হল। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খাণ্ডবদাহকালে তুমি এর শত্রুতা করেছিলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। অর্জুন ছয় বাণের আঘাতে অশ্বসেনকে কেটে ভূপাতিত করলেন। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অর্জুনের রথ ভূমি থেকে তুললেন।

অর্জুন শরাঘাতে কর্ণের মণিভূষিত স্বর্ণকিরীট, কুণ্ডল ও উজ্জ্বল বর্ম বহু খণ্ডে ছেদন করলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতবিক্ষত করলেন। বায়ু-পিত্ত-কফ-জনিত জ্বরে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর অর্জুন যমদণ্ডতুল্য লৌহময় বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। কর্ণের মুষ্টি শিথিল হল, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সৎস্বভাব পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বুদ্ধিমান লোকে দুর্বল বিপক্ষকে অবসর দেন না, বিপদ্‌গ্রস্ত শত্রুকে বধ করে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি ত্বরান্বিত হও, নতুবা কর্ণ সবল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ করবেন। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুন শরাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন করলেন, কর্ণও প্রকৃতিস্থ হয়ে কৃষ্ণার্জুনকে শরবিদ্ধ করতে লাগলেন।

কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় কাল অদৃশ্যভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণের শাপের বিষয় জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার রথচক্র গ্রাস করছে। তখন কর্ণ পরশুরামপ্রদত্ত ব্রাহ্ম মহাস্ত্রের বিষয় ভুলে গেলেন, তাঁর রথও ভূমিতে মগ্ন হয়ে ঘুরতে লাগল। কর্ণ বিষণ্ণ হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্মজ্ঞগণ সর্বদাই বলেন যে, ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ করি, কিন্তু দেখছি ধর্ম ভক্তগণকে রক্ষা না করে বিনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনবরত শরবর্ষণ করে অর্জুনের ধনুর্গুণ বার বার ছেদন করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এক ভয়ঙ্কর লৌহময় দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপাঠ করে তাঁর ধনুতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচক্র আরও ভূপ্রবিষ্ট হল। ক্রোধে অশ্রুপাত করে কর্ণ বললেন, পাণ্ডুপুত্র, মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, দৈবক্রমে আমার রথের বাম চক্র ভূমিতে বসে গেছে। তুমি কাপুরুষের অভিসন্ধি ত্যাগ কর, সাধুস্বভাব বীরগণ যাচমান বা দুর্দশাপন্ন বিপক্ষের প্রতি অস্ত্রক্ষেপণ করেন না। তোমাকে বা বাসুদেবকে আমি ভয় করি না, তুমি মহাকুলবিবর্ধন ক্ষত্রিয়পুত্র, ধর্মোপদেশ স্মরণ করে ক্ষণকাল ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, অদৃষ্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মরণ করছ। নীচ লোকে বিপদে পড়লে দৈবের নিন্দা করে, নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন দুর্যোধন দুঃশাসন আর শকুনির সঙ্গে মিলে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনিয়েছিলে তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয়নি। যখন অক্ষনিপুণ শকুনি অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন ভীমকে বিষযুক্ত খাদ্য দিয়েছিল,

জতুগৃহে সুপ্ত পাণ্ডবদের যখন দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, দুঃশাসন কর্তৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে যখন তুমি উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হলেও তোমরা যখন পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাওনি, বহু মহারথের সঙ্গে মিলে যখন বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এইসব সময়ে যদি তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম করে তালু শুকিয়ে লাভ কী? আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপি নিষ্কৃতি পাবে না।

বাসুদেবের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত করে ধনু তুলে দিয়ে অর্জুনকে মারবার জন্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বল্মীকে প্রবেশ করে, কর্ণের বাণ সেইরূপ অর্জুনের বাহুমধ্যে প্রবেশ করল। অর্জুনের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দুই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন অর্জুন সংজ্ঞালাভ করে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রত্নভূষিত ধ্বজ এবং তার উপরিস্থ উজ্জ্বল হস্তীরজ্জুলাঞ্ছন কেটে ফেললেন। তার পর তিনি তূণ থেকে বজ্র অগ্নি ও যমদণ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জলিক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ করে থাকি, গুরুজনকে সন্তুষ্ট করে থাকি, সুহৃদ্‌গণের বাক্য শুনে থাকি, তবে এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণহরণ করুক।

অপরাহ্ণকালে অর্জুন সেই অঞ্জলিক বাণ দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন করলেন। রক্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পতিত হন, সেইরূপ সেনাপতি কর্ণের উত্তমাঙ্গ ভূমিতে পতিত হল। সকলে দেখল, কর্ণের নিপতিত দেহ থেকে একটি তেজ আকাশে উঠে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করল। কৃষ্ণ অর্জুন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ সিংহনাদ ও তূর্যধ্বনি করে বস্ত্র ও বাহু সঞ্চালন করতে লাগল। বীর কর্ণ শোণিতাক্তদেহে শরাচ্ছন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে আছেন দেখে মদ্ররাজ শল্য ধ্বজহীন রথ নিয়ে চলে গেলেন।

২১। দুর্যোধনের বিষাদ— যুধিষ্ঠিরের হর্ষ
(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

হতবুদ্ধি দুঃখার্ত শল্য দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, ভরতনন্দন, আজ কর্ণ ও অর্জুনের যে যুদ্ধ হয়েছে তেমন আর কখনও হয়নি। দৈবই পাণ্ডবদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের বিনষ্ট করেছেন। শল্যের কথা শুনে দুর্যোধন নিজের দুর্নীতির বিষয় চিন্তা করে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তার পর তিনি সারথিকে রথ চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ আমি কৃষ্ণ অর্জুন ভীম ও অবশিষ্ট শত্রুদের বধ করে কর্ণের কাছে ঋণমুক্ত হব।

রথ অশ্ব ও গজবিহীন পঁচিশ হাজার কৌরবপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। পদাতি সৈন্যের সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। অর্জুন নকুল সহদেব ও সাত্যকিও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন দুর্যোধন আশ্চর্য পৌরুষ দেখিয়ে একাকী সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, শোন, পৃথিবীতে বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পাণ্ডবদের হাত থেকে নিস্তার পাবে। ওদের সৈন্য অল্পই অবশিষ্ট আছে, কৃষ্ণার্জুনও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, আমরা সকলে এখানে থাকলে নিশ্চয় আমাদের জয় হবে। কালান্তক যম সাহসী ও ভীরু উভয়কেই বধ করেন, তবে ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ মূঢ় যুদ্ধ ত্যাগ করে? তোমরা পালালে নিশ্চয় ক্রুদ্ধশত্রু ভীমের হাতে পড়বে, তার চেয়ে যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করা শ্রেয়।

সৈন্যেরা দুর্যোধনের কথা না শুনে পালাতে লাগল। তখন ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্য রথ অশ্ব গজ ও সৈন্য বিনষ্ট হয়ে এই রণভূমিতে পড়ে আছে। দুর্যোধন, নিবৃত্ত হও, সৈন্যেরা ফিরে যাক, তুমিও শিবিরে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন। রাজা, তুমিই এই লোকক্ষয়ের কারণ। দুর্যোধন 'হা কর্ণ, হা কর্ণ' বলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোদ্ধারা দুর্যোধনকে বার বার আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশ্ব-মাতঙ্গের রক্তে সিক্ত রণভূমি দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন। ভক্তবৎসল রক্তবর্ণ ভগবান সূর্য কিরণজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শ করে যেন স্নানের ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন।

কল্পবৃক্ষ যেমন পক্ষীদের আশ্রয়, কর্ণ সেইরূপ প্রার্থীদের আশ্রয় ছিলেন। সৎস্বভাব প্রার্থীকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জীবন কিছুই ব্রাহ্মণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থীগণের প্রিয় দানপ্রিয় সেই কর্ণ পার্থের হস্তে নিহত হয়ে পরমগতি লাভ করলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু পুনর্বার কর্ণের বাণে আহত হয়ে নিজের শিবিরে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কৃষ্ণার্জুন তাঁর কাছে গেলেন এবং চরণবন্দনা করে বিজয়সংবাদ দিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হয়ে কৃষ্ণার্জুনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। তার পর তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনের বহু প্রশংসা করে বললেন, গোবিন্দ, তের বৎসর পরে তোমার প্রসাদে আজ আমি সুখে নিদ্রা যাব।

শল্যপর্ব

শল্যবধপর্বাধ্যায়

১। কৃপ-দুর্যোধন-সংবাদ

কৌরবপক্ষের দুরবস্থা দেখে সৎস্বভাব তেজস্বী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধধর্মই শ্রেষ্ঠ, পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধী ও বান্ধবের সঙ্গেও ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ, তোমার ভ্রাতারা, এবং তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমরা কাকে আশ্রয় করব? সাধুস্বভাব পাণ্ডবদের প্রতি তোমরা অকারণে অসদ্‌ব্যবহার করেছ, তারই ফল এখন উপস্থিত হয়েছে। বৎস, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তুমি যেসকল যোদ্ধাকে আনিয়েছ তাঁদের এবং তোমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি আত্মরক্ষা কর। বৃহস্পতির নীতি এই— বিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ হলে অথবা তার সমান হলে সন্ধি করবে, বলবান হলে যুদ্ধ করবে। আমরা এখন হীনবল, অতএব পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত। ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণ অনুরোধ করলে দয়ালু যুধিষ্ঠির নিশ্চয় তোমাকে রাজপদ দেবেন, ভীম অর্জুন প্রভৃতিও সম্মত হবেন।

শোকাতুর দুর্যোধন কিছুকাল চিন্তা করে বললেন, সুহৃদের যা বলা উচিত আপনি তাই বলেছেন, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মুমূর্ষুর যেমন ওষুধে রুচি হয় না সেইরূপ আপনার যুক্তিসম্মত হিতবাক্য আমার ভালো লাগছে না। আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলাম, তাঁর প্রেরিত দূত কৃষ্ণকেও প্রতারিত করেছিলাম; এখন তিনি আমার অনুরোধ শুনবেন কেন? আমরা অভিমন্যুকে বিনষ্ট করেছি, কৃষ্ণ ও অর্জুন আমাদের হিতাচরণ করবেন কেন? কোপনস্বভাব ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছে, সে মরবে তবু নত হবে না। যমতুল্য নকুল-সহদেব অসি ও চর্ম ধারণ করেই আছে; ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সঙ্গেও আমার শত্রুতা আছে। দ্যূতসভায় সকলের সমক্ষে যিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন সেই দ্রৌপদী আমার বিনাশ ও ভর্তৃগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উগ্র তপস্যা করছেন, তিনি প্রত্যহ হোমস্থানে শয়ন করেন; কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা অভিমান ও দর্প ত্যাগ করে সর্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা

করেন। এইসকল কারণে এবং বিশেষত অভিমন্যুবধের ফলে যে বৈরানল প্রজ্বলিত হয়েছে তা নির্বাপিত হয়নি, অতএব কী করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হবে? সাগরাম্বরা পৃথিবীর রাজা হয়ে আমি কী করে পাণ্ডবদের প্রসাদের রাজ্য ভোগ করব, দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পিছনে যাব, আত্মীয়দের সঙ্গে দীনভাবে জীবিকানির্বাহ করব? এখন ক্লীবের ন্যায় আচরণের সময় নয়, আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত। যে বীরগণ আমার জন্য নিহত হয়েছেন তাঁদের উপকার স্মরণ করে এবং তাঁদের ঋণ শোধের বাসনায় আমার রাজ্যের প্রতিও আর রুচি নেই। পিতামহ ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে নিপাতিত করে যদি আমি নিজের জীবন রক্ষা করি তবে লোকে নিশ্চয় আমার নিন্দা করবে। আমি যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত করে রাজ্যলাভ করতে চাই না, বরং ন্যায়যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গলাভ করব।

দুর্যোধনের কথা শুনে ক্ষত্রিয়গণ প্রশংসা করে সাধু সাধু বলতে লাগলেন এবং পরাজয়ের জন্য শোক না করে যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যগ্র হলেন। তার পর তাঁরা বাহনদের পরিচর্যা করে হিমালয়ের নিকটবর্তী বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে গেলেন এবং অরুণবর্ণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও তার জল পান করলেন। সেখানে কিছুকাল থেকে তাঁরা দুর্যোধন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে রাত্রিবাসের জন্য শিবিরে ফিরে এলেন।

২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক

কৌরবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, আপনি সেনাপতি নিযুক্ত করে যুদ্ধ করুন, আমরা তৎকর্তৃক রক্ষিত হয়ে শত্রু জয় করব। দুর্যোধন রথারোহণে অশ্বত্থামার কাছে গেলেন— যিনি তেজে সূর্যতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, যাঁর পিতা অযোনিজ এবং মাতাও অযোনিজা, যিনি রূপে অনুপম, সর্ববিদ্যার পারগামী এবং গুণের সাগর। দুর্যোধন তাঁকে বললেন, গুরুপুত্র, এখন আপনিই আমাদের পরমগতি, আদেশ করুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন।

অশ্বত্থামা বললেন, শল্যের কুল রূপ তেজ যশ শ্রী ও সর্বপ্রকার গুণই আছে, ইনিই আমাদের সেনাপতি হোন। এই কৃতজ্ঞ নরপতি নিজের ভাগিনেয়দের ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে এসেছেন। ইনি মহাসেনার অধীশ্বর এবং দ্বিতীয় কার্তিকের ন্যায় মহাবাহু। দুর্যোধন ভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিত্রবৎসল, মিত্র ও শত্রু পরীক্ষা করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমাদের সেনার অগ্রে থেকে নেতৃত্ব করুন, আপনি রণস্থলে গেলে মন্দমতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং তাদের অমাত্যবর্গ নিরুদ্যম হবে। মদ্রাধিপ শল্য উত্তর দিলেন, কুরুরাজ, তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও আমি তাই করব, আমার রাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার প্রিয়সাধনের জন্য। দুর্যোধন বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় মাতুল, আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করছি,

কার্তিক যেমন দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন সেইরূপ আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শল্য বললেন, দুর্যোধন, শোন— কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তুমি রথীশ্রেষ্ঠ মনে কর, কিন্তু তাঁরা বাহুবলে কিছুতেই আমার তুল্য নন। আমি ক্রুদ্ধ হলে সুরাসুর ও মানব সমেত সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, পাণ্ডবরা তো দূরের কথা। আমি সেনাপতি হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন শল্যকে যথাবিধি সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। সৈন্যেরা সিংহনাদ করে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হল, কৌরব ও মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে শল্যের স্তুতি করতে লাগলেন। সকলে সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন।

পাণ্ডবশিবিরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, দুর্যোধন মহাধনুর্ধর শল্যকে সেনাপতি করেছেন। তুমিই আমাদের নেতা ও রক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, আমি শল্যকে জানি, তিনি ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শল্যের বল ভীম অর্জুন সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর অপেক্ষা অধিক। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি বিক্রমে শার্দুলতুল্য, আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে নেই যিনি যুদ্ধে মদ্ররাজকে বধ করতে পারেন। তিনি সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য করে শল্যকে বধ করুন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হয়ে এখন শল্য-রূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ সায়ংকালে তাঁর শিবিরে প্রস্থান করলেন। কর্ণবধে আনন্দিত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন।

৩। শল্যবধ
(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন প্রভাতে কৃপ কৃতবর্মা অশ্বত্থামা শল্য শকুনি প্রভৃতি দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একাকী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা করে মিলিত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র নামক ব্যূহ রচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয় বীরগণ ও কর্ণপুত্রদের সঙ্গে ব্যূহের সম্মুখে রইলেন। ত্রিগর্তসৈন্যসহ কৃতবর্মা ব্যূহের বামে, শক ও যবন সৈন্যসহ কৃপাচার্য দক্ষিণে, কাম্বোজ সৈন্যসহ অশ্বত্থামা পৃষ্ঠদেশে, এবং কুরুবীরগণসহ দুর্যোধন ব্যূহের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পাণ্ডবগণও নিজেদের সৈন্য ব্যূহবদ্ধ ও দ্বিধা বিভক্ত করে অগ্রসর হলেন। কৌরবপক্ষে এগার হাজার রথী, দশ হাজার সাতশো গজারোহী, দু-লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পাণ্ডবপক্ষে ছয় হাজার রথী, ছয় হাজার গজারোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দু-কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল।

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কর্ণপুত্র চিত্রসেন সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলের হাতে নিহত হলেন। পাণ্ডবপক্ষের গজ অশ্ব রথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের বাণে নিপীড়িত ও বিচলিত হল। সহদেব শল্যের পুত্রকে বধ করলেন। ভীমের পদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ করে ভীমের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। বৃকোদর অবিচলিত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই আঘাতে শল্যের সারথির হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দু জনেই আহত ও বিহ্বল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মত্তের ন্যায় বিহ্বল হয়ে মদ্ররাজকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

দুর্যোধনের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চেকিতান নিহত হলেন। শল্যকে অগ্রবর্তী করে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এবং তিন হাজার রথীসহ অশ্বত্থামা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের এবং কৃষ্ণকে ডেকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পরাক্রান্ত বহু রাজা কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কর্তব্যে পুরুষকার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা করি। বীরগণ, আমার সত্য বাক্য শোন— আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আমি তাঁকে বধ করব, আজ আমি বিজয়লাভ বা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রধর্মানুসারে মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করব। রথযোজকগণ[১] আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; সাত্যকি দক্ষিণচক্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র, এবং অর্জুন আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, ভীম আমার অগ্রে থাকুন; এতে আমার শক্তি শল্য অপেক্ষা অধিক হবে। যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কামীগণ তাঁর আদেশ পালন করলেন।

আমিষলোভী দুই শার্দূলের ন্যায় যুধিষ্ঠির ও শল্য বিবিধ বাণ দ্বারা পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি এবং নকুল-সহদেবও শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির যিনি পূর্বে মৃদু ও শান্ত ছিলেন, এখন তিনি দারুণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহস্র যোদ্ধাকে বধ করছেন। যুধিষ্ঠির শল্যের চার অশ্ব ও দুই পৃষ্ঠসারথিকে বিনষ্ট করলেন, তখন অশ্বত্থামা বেগে এসে শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর শল্য অন্য রথে চড়ে পুনর্বার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

শল্যের চার বাণে যুধিষ্ঠিরের চার অশ্ব নিহত হল, তখন ভীমসেনও শল্যের চার অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন, কিন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়্গের মুষ্টি ছেদন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন গোবিন্দের বাক্য স্মরণ করে শল্যবধে যত্নবান হলেন। তিনি অশ্বসারথিহীন রথে আরূঢ় থেকেই একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল মন্ত্রসিদ্ধ শক্তি অস্ত্র

১. যারা রথে যুদ্ধোপকরণ যোগান দেয়।

নিলেন, এবং 'পাপী, তুমি হত হলে'— এই বলে বিস্ফারিত দীপ্তনয়নে মদ্ররাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। প্রলয়কালে আকাশ থেকে পতিত মহতী উল্কার ন্যায় সেই শক্তি অস্ত্র স্ফুলিঙ্গ ছাড়তে ছাড়তে মহাবেগে শল্যের অভিমুখে গেল, এবং তাঁর শুভ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হল। বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শল্য বাহু প্রসারিত করে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

শল্য নিপতিত হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন এবং বহু নারাচ নিক্ষেপ করে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির শল্যভ্রাতার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে হাহাকার করে পালাতে লাগল।

শল্য নিহত হলে তাঁর অনুচর সাতশো রথী কৌরবসেনা থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চড়ে দুর্যোধন সেখানে এলেন। একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্র ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করছিল। দুর্যোধন বার বার মদ্রযোদ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা দুর্যোধনের অনুরোধে পুনর্বার পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহারথগণ ধর্মরাজকে পীড়িত করছেন শুনে অর্জুন সত্বর সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতিও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার জন্য বেষ্টন করলেন। পাণ্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনষ্ট হলেন, তখন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য ভীত ও চঞ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন।

৪। শাল্ববধ

(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করলেন, কৌরবসেনাও পরাজিত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হল। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ ধৈর্যশালী যুধিষ্ঠির জয়ী হলেন, দুর্যোধন রাজশ্রীহীন হলেন। আজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনবেন এবং শোকাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে নিজের পাপ স্বীকার করবেন। আজ থেকে দুর্যোধন দাস হয়ে পাণ্ডবদের সেবা করবেন এবং তাঁরা যে দুঃখ পেয়েছেন তা বুঝবেন। যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষের জয় হবে না কেন? জগন্নাথ জনার্দন কৃষ্ণ যাঁদের প্রভু, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, সেই পাণ্ডবদের জয় হবে না কেন?

ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন তাঁর সারথিকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে চল, আমি রণস্থলে

থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেরা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে। সারথি রথ নিয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথবিহীন একুশ হাজার পদাতি এবং নানাদেশজাত বহু যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ভীমসেন তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত বৃহৎ গদার আঘাতে সকলকেই নিষ্পেষিত করলেন। দুর্যোধন তাঁর পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফিরে এসে যুদ্ধে রত হল, কিন্তু প্রতি বারেই বিধ্বস্ত হয়ে পালাল।

দুর্যোধনের একটি মহাবংশজাত প্রিয় হস্তী ছিল, গজশাস্ত্রজ্ঞ লোকে তার পরিচর্যা করত। ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব সেই পর্বতাকার হস্তীতে চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করে পাণ্ডবসৈন্যদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সকলে দেখল, সেই বিশাল হস্তী একাই যেন বহু সহস্র হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে। পাণ্ডবসেনা বিমর্দিত হয়ে পালাতে লাগল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহু নারাচ নিক্ষেপ করে সেই হস্তীকে বিদ্ধ করলেন। শাল্ব অঙ্কুশ প্রহার করে হস্তীকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেমে পড়লেন, তখন সেই হস্তী শুণ্ড দ্বারা অশ্ব ও সারথি সমেত রথ তুলে নিয়ে ভূতলে ফেলে নিষ্পেষিত করল। ভীম শিখণ্ডী ও সাত্যকি শরাঘাতে হস্তীকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পর্বতশৃঙ্গাকার গদা দিয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে (মস্তকপার্শ্বস্থ দুই মাংসপিণ্ডে) প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আর্তনাদ ও রক্তবমন করে সেই গজেন্দ্র ভূপতিত হল, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শাল্বের শিরশ্ছেদ করলেন।

৫। উলূক-শকুনি-বধ
(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মহাবীর শাল্ব নিহত হলে কৌরবসৈন্য আবার ভগ্ন হল। রুদ্রের ন্যায় প্রতাপবান দুর্যোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পাণ্ডবগণ মিলিত হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অশ্বত্থামা শকুনি উলূক এবং কৃপাচার্যও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে সাতশো রথী যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের হস্তে তাঁরা নিহত হলেন। তার পর নানা দিকে বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ হতে লাগল। গান্ধাররাজ শকুনি দশ হাজার প্রাসধারী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহু সৈন্য নিহত হল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন, তখন দুর্যোধন একটি অশ্বের পৃষ্ঠে চড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহী যোদ্ধাদের ত্যাগ করে শকুনি-দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিদিন যুদ্ধবেশে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন[১]। কৌরবসৈন্য ক্ষীণ এবং শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হয়েছে দেখে সঞ্জয় ও চারজন যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অর্জুনের বাণে নিপীড়িত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যকির প্রহারে সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হল, তিনি মূর্ছিত হলেন, তখন সাত্যকি তাঁকে বন্দি করলেন।

দুর্মর্ষণ শ্রুতান্ত জৈত্র প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্র ভীমসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রকেই বধ করেছেন, যে দু জন (দুর্যোধন ও সুদর্শন) অবশিষ্ট আছে তারাও আজ নিহত হবে। শকুনির পাঁচশো অশ্ব, দুইশো রথ, একশো গজ ও এক সহস্র পদাতি, এবং কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা কৃপ সুশর্মা শকুনি উলূক ও কৃতবর্মা এই ছ জন বীর অবশিষ্ট আছেন; দুর্যোধনের এর অধিক বল নেই। মূঢ় দুর্যোধন যদি যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত বলেই জানবে।

তার পর অর্জুন ত্রিগর্তদেশীয় সত্যকর্মা সত্যেষু সুশর্মা, সুশর্মার পঁয়তাল্লিশজন পুত্র, এবং তাঁদের অনুচরদের বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনভ্রাতা সুদর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পুত্র উলূক, এবং তাঁদের অনুচরগণ মৃত্যুপণ করে পাণ্ডবদের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদেব ভল্লের আঘাতে উলূকের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাশ্রুকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং একটি ভীষণ শক্তি অস্ত্র সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সহদেব বাণদ্বারা সেই শক্তি ছেদন করে ভল্লের আঘাতে শকুনির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। শকুনির অনুচরগণও অর্জুনের হস্তে নিহত হল।

হ্রদপ্রবেশপর্বাধ্যায়

৬। দুর্যোধনের হ্রদপ্রবেশ

হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য দুর্যোধনের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে পুনর্বার যুদ্ধে রত হল, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হল। পাণ্ডবসেনার দু হাজার রথ, সাত-শ হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাতি অবশিষ্ট রইল। দুর্যোধন যখন দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পরিত্যাগ করে একাকী গদাহস্তে দ্রুতবেগে পূর্বমুখে প্রস্থান করলেন।

১. ভীষ্মপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সঞ্জয়কে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহাস্যে সাত্যকিকে বললেন, একে বন্দি করে কী হবে, এর জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যকি তখন খরধার খড়্গ তুলে সঞ্জয়কে বধ করতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস উপস্থিত হয়ে বললেন, সঞ্জয়কে মুক্তি দাও, একে বধ করা কখনও উচিত নয়। সাত্যকি কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়, যাও, তোমার মঙ্গল হোক। বর্মহীন ও নিরস্ত্র সঞ্জয় মুক্তি পেয়ে সায়াহ্নকালে রুধিরাক্তদেহে হস্তিনাপুরের দিকে প্রস্থান করলেন।

রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে সঞ্জয় দেখলেন, দুর্যোধন ক্ষতবিক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী রয়েছেন। দু জনে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর সঞ্জয় তাঁর বন্ধন ও মুক্তির বিষয় জানালেন। ক্ষণকাল পরে দুর্যোধন প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যদের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, আপনার সকল ভ্রাতাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও নষ্ট হয়েছে, কেবল তিনজন রথী (কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা) অবশিষ্ট আছেন; প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দুর্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সঞ্জয়কে স্পর্শ করে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ জীবিত নেই, কিন্তু পাণ্ডবরা সহায়সম্পন্নই রয়েছে। সঞ্জয়, তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে, আপনার পুত্র দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছে। আমার সুহৃৎ ভ্রাতা ও পুত্রেরা গত হয়েছে, রাজ্য পাণ্ডবরা নিয়েছে, এ অবস্থায় কে বেঁচে থাকে? তুমি আরও বলবে, আমি মহাযুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষতদেহে এই হ্রদে সুপ্তের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে জীবিত রয়েছি।

এই কথা বলে রাজা দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং মায়া দ্বারা তার জল স্তম্ভিত করে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বত্থামা বললেন, হা ধিক, রাজা দুর্যোধন জানেন না যে, আমরা জীবিত আছি এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সমর্থ আছি। সেই তিন মহারথ বহুক্ষণ বিলাপ করলেন, তার পর পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শিবিরে চলে গেলেন।

সূর্যাস্ত হলে কৌরবশিবিরের সকলেই দুর্যোধনভ্রাতাদের বিনাশের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ভীত হল। দুর্যোধনের অমাত্যগণ এবং বেত্রধারী নারী রক্ষকগণ রাজভার্যাদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভৃতিও পাঠানো হল। অন্যান্য সকলে অশ্বতরীযুক্ত রথে চড়ে নিজ নিজ পত্নীসহ প্রস্থান করলেন। পূর্বে রাজপুরীতে যেসকল নারীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন সকলেই দেখতে লাগল।

বৈশ্যাগর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু যিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে রাজভার্যাদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন। হস্তিনাপুরে এসে যুযুৎসু বিদুরকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। বিদুর বললেন, বৎস, কৌরবকুলের এই ক্ষয়কালে

তুমি এখানে এসে উপযুক্ত কার্যই করেছ। হতভাগ্য অন্ধরাজের তুমিই এখন একমাত্র অবলম্বন। আজ বিশ্রাম করে কাল তুমি যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যেয়ো।

৭। যুধিষ্ঠিরের তর্জন

পাণ্ডবগণ অনেক অন্বেষণ করেও দুর্যোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তাঁদের বাহনসকল পরিশ্রান্ত হলে তাঁরা সৈন্যসহ শিবিরে চলে গেলেন। তখন কৃপ অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা ধীরে ধীরে হ্রদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, আমাদের সহিত মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়ী হয়ে পৃথিবী ভোগ কর অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর। দুর্যোধন বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনাদের জীবিত দেখছি। আপনারা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতবিক্ষত হয়েছি; এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না, বিশ্রাম করে ক্লান্তিহীন হয়ে শত্রুজয় করব। বীরগণ, আপনাদের মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রতি পরম অনুরাগ আশ্চর্য নয়। আজ রাত্রে বিশ্রাম করে কাল আমি নিশ্চয় আপনাদের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব। অশ্বত্থামা বললেন, রাজা, ওঠ, আমি শপথ করছি আজই সোমক ও পাঞ্চালগণকে বধ করব।

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভারবহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হ্রদের নিকটে উপস্থিত হল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অন্তরাল থেকে দুর্যোধন অশ্বত্থামা প্রভৃতির সমস্ত কথা শুনল। পূর্বে যুধিষ্ঠির এদের কাছে দুর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। দুর্যোধন হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন জানতে পেরে তারা পাণ্ডবশিবিরে গেল। দ্বাররক্ষীরা তাদের বাধা দিল, কিন্তু ভীমের আদেশে তারা শিবিরে প্রবেশ করে তাঁকে সব কথা বলল। ভীম তাদের প্রচুর অর্থ দিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে দুর্যোধনের সংবাদ জানালেন। তখন পাণ্ডবগণ রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকট উপস্থিত হলেন। শঙ্খনাদ, রথের ঘর্ঘর ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কৃপাচার্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা আসছে, অনুমতি দাও আমরা এখন চলে যাই। তাঁরা বিদায় নিয়ে দূরে গিয়ে এক বটবৃক্ষের নিচে বসে দুর্যোধনের বিষয় ভাবতে লাগলেন।

হ্রদের তীরে এসে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, দুর্যোধন দৈবী মায়ায় জল স্তম্ভিত করে ভিতরে রয়েছে, এখন মানুষ হতে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শঠ আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার দ্বারাই মায়াবীকে নষ্ট করতে হয়। আপনি কূট উপায়ে দুর্যোধনকে বধ করুন, এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বলি বদ্ধ হয়েছিলেন এবং হিরণ্যকশিপু বৃত্র রাবণ তারকাসুর সুন্দ-উপসুন্দ প্রভৃতি নিহত হয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির সহাস্যে জলস্থ দুর্যোধনকে বললেন, দুর্যোধন, ওঠ, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার দর্প আর মান কোথায় গেল? যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা সজ্জনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও

নয়। তুমি পুত্র ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিপাতিত দেখেও যুদ্ধ শেষ না করে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনষ্ট করিয়ে হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে আছ কেন? দুর্বুদ্ধি, তুমি বীর নও, তথাপি মিথ্যা বীরত্বের অভিমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধ কর; আমাদের পরাজিত করে পৃথিবী শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন কর।

দুর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণীগণ ভয়ে অভিভূত হয় তা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসিনি। আমার রথ নেই, তূণ নেই, আমার পার্শ্বরক্ষী সারথি নিহত হয়েছে, আমি সহায়হীন একাকী, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। কুন্তীপুত্র, আপনারা আশ্বস্ত হন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্যোধন, আমরা আশ্বস্তই আছি। বহুক্ষণ তোমার অন্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যাঁদের জন্য কুরুরাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন; আমাদের ধনরত্নের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি বিধবা নারীর তুল্য এই পৃথিবী ভোগ করতে ইচ্ছা করি না। তথাপি আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের উৎসাহ ভঙ্গ করে আপনাদের জয় করবার আশা করি। কিন্তু পিতামহ ভীষ্মের পতন ও দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি না। আমার পক্ষের সকলেই বিনষ্ট হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দুই খণ্ড মৃগচর্ম পরে বনে যাব। মহারাজ, আপনি এই রিক্ত পৃথিবী যথাসুখে ভোগ করুন।

দুর্যোধনের করুণ বাক্য শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, মাংসাশী পক্ষীর রবের ন্যায় তোমার এই আর্তপ্রলাপ আমার ভালো লাগছে না। তুমি সমস্ত পৃথিবী দান করলেও আমি নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেই আমি এই বসুধা ভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমি এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে দান করতে চাচ্ছ কেন? যখন আমরা ধর্মানুসারে শান্তিকামনায় রাজ্য চেয়েছিলাম তখন দাওনি কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, এখন তোমার চিত্তবিভ্রম হল কেন? সূচীর অগ্রে যেটুকু ভূমি ধরে তা-ও তুমি দিতে চাওনি, এখন সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপী, তোমার জীবন এখন আমার হাতে। তুমি আমাদের বহু অনিষ্ট করেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য নও; এখন উঠে যুদ্ধ কর।

গদাযুদ্ধপর্বাধ্যায়

৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম

দুর্যোধন পূর্বে কখনও ভর্ৎসনা শোনেননি, সকলের কাছেই তিনি রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অল্প কিরণেও যাঁর কষ্ট হত, সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের ওপর

নির্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য শুনতে হল। দুর্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বললেন, রাজা, আপনাদের সুহৃৎ রথ বাহন সবই আছে; আমি একাকী, শোকার্ত, রথবাহনহীন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহী এবং বহু; যদি আপনারা সকলে আমাকে বেষ্টন করেন তবে নিরস্ত্র পাদচারী একাকী আমি কী করে যুদ্ধ করব? আপনারা একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। রাত্রিশেষে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র বিনষ্ট করেন, আমিও সেইরূপ নিরস্ত্র ও রথহীন হয়েও নিজের তেজে রথ ও অশ্ব সমেত আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু দুর্যোধন, ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রধর্ম বুঝেছ এবং তোমার যুদ্ধে মতি হয়েছে। তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও জান। মনোমতো অস্ত্র নিয়ে তুমি আমাদের এক-একজনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক হয়ে থাকব। আমি তোমার ইষ্টের জন্য আরও বলছি, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যদি নিহত হও তবে স্বর্গে যাবে। দুর্যোধন বললেন, একজন বীরই আমাকে দিন; আমি এই গদা নিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সইতে পারে না, দুর্যোধন সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসহিষ্ণু হলেন। তিনি জল আলোড়িত করে নাগরাজের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাঞ্চনবলয়মণ্ডিত বৃহৎ লৌহগদা নিয়ে হ্রদ থেকে উঠলেন। বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলপাণি মহাদেবের ন্যায় দুর্যোধনকে দেখে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হয়ে করতালি দিতে লাগলেন। উপহাস মনে করে দুর্যোধন সক্রোধে ওষ্ঠদংশন করে বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা শীঘ্রই এই উপহাসের প্রতিফল পাবে, পাঞ্চালদের সঙ্গে সদ্য যমালয়ে যাবে।

তার পর রক্তাক্তদেহ দুর্যোধন মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি অবশ্যই আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু আপনি জানেন যে একজনের সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উচিত নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্যোধন, যখন অনেক মহারথ মিলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে তখন তোমার এই বুদ্ধি হয়নি কেন? লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তারা পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে। বীর, তুমি বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের যে উপকরণ তোমার নেই তা-ও নাও। আমি পুনর্বার বলছি, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাঁর সঙ্গে তোমার ইচ্ছা তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ করে কুরুরাজ্যের অধিপতি হও, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনরক্ষা ভিন্ন আর কী প্রিয়কার্য করব বল।

দুর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করে গদাহস্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন যদি আপনার সঙ্গে অথবা অর্জুন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে কী হবে? আপনি কেন এই

দুঃসাহসের কথা বললেন— 'আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করেই কুরুরাজ্যের অধিপতি হও'? ভীমসেনকে বধ করবার ইচ্ছায় দুর্যোধন তের বৎসর একটা লৌহমূর্তির ওপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন। ভীমসেন ভিন্ন দুর্যোধনের প্রতিযোদ্ধা দেখছি না, কিন্তু ভীমও গদাযুদ্ধশিক্ষায় অধিক পরিশ্রম করেননি। আপনি শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করে যেমন বিষম কার্য করেছিলেন, আজও সেইরূপ করছেন। ভীম অধিকতর বলবান ও সহিষ্ণু, কিন্তু দুর্যোধন অধিকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ, আপনি শত্রুকে সুবিধা দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত দুর্যোধনকে জয় করতে পারেন এমন মানুষ বা দেবতা আমি দেখি না। আপনারা কেউ ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে জয় করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য সৃষ্ট হননি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন।

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি বিষণ্ন হয়ো না, আজ আমি দুর্যোধনকে বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দুর্যোধনের গদার চেয়ে দেড় গুণ ভারী, অতএব তুমি দুঃখ করো না। দুর্যোধনের কথা দূরে থাক, আমি দেবগণ এবং ত্রিলোকের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি। বাসুদেব হৃষ্ট হয়ে বললেন, মহাবাহু, আপনাকে আশ্রয় করেই ধর্মরাজ শত্রুহীন হয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণু যেমন দানবসংহার করে শচীপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিয়েছিলেন, আপনিও সেইরূপ দুর্যোধনকে বধ করে ধর্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী দিন।

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীর অভিমুখে যায়, দুর্যোধন সেইরূপ ভীমের কাছে গেলেন। ভীম তাঁকে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আর তুমি যেসব দুষ্কৃত করেছ তা এখন স্মরণ কর। দুরাত্মা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছিলে, শকুনির বুদ্ধিতে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় জয় করেছিলে, নিরপরাধ পাণ্ডবদের প্রতি বহু দুর্ব্যহার করেছিলে, তার মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে আছেন, দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুনি, তোমার বীর ভ্রাতা ও পুত্রেরা এবং তোমার পক্ষের রাজারা সসৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘ্ন পুরুষাধম একমাত্র তুমিই এখন অবশিষ্ট আছ, আজ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন বললেন, বৃকোদর, আত্মশ্লাঘা করে কী হবে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তোমার যুদ্ধপ্রীতি আজ দূর করব। পাপী, কোন্ শত্রু আজ ন্যায়যুদ্ধে আমাকে জয় করতে পারবে? ইন্দ্রও পারবেন না। কুন্তীপুত্র, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জন করো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দেখাও।

এই সময়ে হলায়ুধ বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন; তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ তাঁকে যথাবিধি অর্চনা করে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখুন। বলরাম বললেন, কৃষ্ণ, আমি

পুষ্যা নক্ষত্রে দ্বারকা ত্যাগ করেছি, তার পর বিয়াল্লিশ দিন গত হয়েছে, এখন শ্রবণা নক্ষত্রে এখানে এসেছি। এই বলে নীলবসন শুভ্রকান্তি বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করে যুদ্ধ দেখবার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ— চন্দ্রের যক্ষ্মা— একত দ্বিত ত্রিত

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বা পাণ্ডুপুত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানুসারে দেশভ্রমণ করবেন; তবে আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে কেন এলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্য দিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে গেলেন এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রায় নির্গত হলেন। তিনি বহু সুবর্ণ রজত বস্ত্র অশ্ব হস্তী রথ গর্দভ উষ্ট্র প্রভৃতি সঙ্গে নিলেন, ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেন। বলরাম সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত, শিশু ও বৃদ্ধ বহু লোককে এবং ব্রাহ্মণগণকে খাদ্য পানীয় ধনরত্ন ধেনু যানবাহন প্রভৃতি দান করলেন।

বলরাম প্রথমে পবিত্র প্রভাসতীর্থে গেলেন। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা (নক্ষত্র) দান করেছিলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় রূপবতী ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য কন্যারা রুষ্ট হয়ে দক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন, তুমি সকল ভার্যার সহিত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। তখন দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন তার ফলে লতা ওষধি বীজ এবং প্রজাগণও ক্ষীণ হচ্ছে, আমরাও ক্ষীণ হচ্ছি। দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার্যার সঙ্গে সমান ব্যবহার করুন, সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করুন, তার পর পুনর্বার বৃদ্ধিলাভ করবেন; কিন্তু মাসার্ধকাল তাঁর নিত্য ক্ষয় হবে এবং মাসার্ধকাল নিত্য বৃদ্ধি হবে। চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করুন, তা হলে কান্তি ফিরে পাবেন। চন্দ্র প্রভাসতীর্থে গেলেন এবং অমাবস্যায় অবগাহন করে ক্রমশ তাঁর শীতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবধি তিনি প্রতি অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান করে বর্ধিত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন এজন্যই 'প্রভাস' নাম।

তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতীর্থে গেলেন। সত্যযুগে সেখানে গৌতমের তিন পুত্র একত দ্বিত ও ত্রিত বাস করতেন। তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের যজমানদের কাছ থেকে

বহু পশু সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ করে আনন্দে সোমরস পান করবেন। তিন ভ্রাতা বহু পশু লাভ করে ফিরলেন, ত্রিত আগে আগে এবং একত ও দ্বিত পশুর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দুষ্টবুদ্ধি একত ও দ্বিত পরামর্শ করলেন, ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; আমরা দু জনে এইসকল পশু নিয়ে চলে যাই, ত্রিত একাকী যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। রাত্রিকালে চলতে চলতে ত্রিত এক বৃক (নেকড়ে) দেখতে পেলেন এবং ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে সরস্বতীতীরবর্তী এক অগাধ কূপে পড়ে গেলেন। তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন, একত ও দ্বিত শুনতে পেয়েও এলেন না, বৃকের ভয়ে এবং লোভের বশে পশু নিয়ে চলে গেলেন। ত্রিত দেখলেন, কূপের মধ্যে একটি লতা ঝুলছে। তিনি সেই লতাকে সোম, কূপের জলকে ঘৃত এবং কাঁকরকে শর্করা কল্পনা করে যজ্ঞ করলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পতি দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে কূপের নিকটে এলেন। দেবতারা বললেন, আমরা যজ্ঞের ভাগ নিতে এসেছি। ত্রিত যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলেন। ত্রিত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দিন— যে এই কূপের জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গতি লাভ করবে। তখন কূপ থেকে ঊর্মিমতী সরস্বতী নদী উত্থিত হলেন, ত্রিত উৎক্ষিপ্ত হয়ে তীরে উঠে দেবগণের পূজা করলেন। তার পর তিনি তাঁর দুই লোভী ভ্রাতাকে শাপ দিলেন— তোমরা বৃকের ন্যায় দংষ্ট্রাযুক্ত ভীষণ পশু হবে, তোমাদের সন্তানগণ ভল্লুক ও বানর হবে।

১০। অসিতদেবল ও জৈগীষব্য— সারস্বত

বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভৃতি সরস্বতীতীরস্থ বহু তীর্থ দর্শন করে আদিত্যতীর্থে উপস্থিত হলেন। পুরাকালে তপস্বী অসিতদেবল গার্হস্থ্য ধর্ম আশ্রয় করে সেখানে বাস করতেন। তিনি সর্ববিষয়ে সমদর্শী ছিলেন, নিত্য দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথির পূজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহ্মচর্যে ও ধর্মকার্যে রত থাকতেন। একদা ভিক্ষু জৈগীষব্য মুনি দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগনিরত হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট উপস্থিত হতেন। দীর্ঘকাল পরে একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। দেবল ভাবলেন, আমি বহু বৎসর এই অলস ভিক্ষুর সেবা করেছি, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কোনও আলাপ করেননি। আকাশচারী দেবল একটি কলস নিয়ে মহাসমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেবল বিস্মিত হলেন এবং স্নানাদির পর জলপূর্ণ কলস নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, জৈগীষব্য নীরবে কাষ্ঠের ন্যায় বসে আছেন। মন্ত্রজ্ঞ দেবল ভিক্ষু জৈগীষব্যের শক্তি পরীক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ

জৈগীষব্যের পূজা করছেন। তার পর তিনি দেখলেন, জৈগীষব্য স্বর্গলোক পিতৃলোক যমলোক চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থানে এবং বহুবিধ যজ্ঞকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে অন্তর্হিত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধ যাজ্ঞিকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শক্তি নেই। দেবল তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সেখানে জৈগীষব্যকে দেখলেন। দেবল বিনয়ে অবনত হয়ে সেই মহামুনিকে বললেন, ভগবান, আমি মোক্ষ ধর্ম শিখতে ইচ্ছা করি। জৈগীষব্য যোগের বিধি এবং শাস্ত্রানুযায়ী কার্যাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগণ এবং ফলমূল লতা প্রভৃতি সরোদনে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র দুর্মতি দেবল সর্বভূতকে অভয় দিয়েছিল তা ভুলে গেছে, সে নিশ্চয় আমাদের ছেদন করবে। মুনিসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম আর গার্হস্থ্যধর্মের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর; অবশেষে তিনি মোক্ষধর্মই গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করলেন।

বৃহস্পতিকে পুরোবর্তী করে দেবগণ ও তপস্বীগণ উপস্থিত হলেন এবং জৈগীষব্য ও দেবলের তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগীষব্যের তপস্যা বৃথা, কারণ তিনি তাঁর শক্তি দেখিয়ে দেবলকে বিস্মিত করেছেন। দেবতারা বললেন, দেবর্ষি, এমন কথা বলবেন না, মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য প্রভাব তপস্যা ও যোগসিদ্ধি আর কারও নেই।

তার পর বলরাম সোমতীর্থ দেখে সারস্বত মুনির তীর্থে গেলেন। পুরাকালে সরস্বতীতীরে তপস্যারত দধীচি মুনি অলম্বুষা অপ্সরাকে দেখে বিচলিত হন, তার ফলে সরস্বতী নদীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রসবের পর সরস্বতী দধীচিকে সেই পুত্র দান করলেন। দধীচি তুষ্ট হয়ে সরস্বতীকে বর দিলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ পিতৃগণ গন্ধর্বগণ ও অপ্সরোগণ তৃপ্ত হবেন এবং সমস্ত পুণ্যনদীর মধ্যে তুমি পুণ্যতমা হবে। দধীচি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন সারস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলছিল। দধীচি দেবগণের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করে তাঁর অস্থি দান করলেন, তাতে বজ্র চক্র গদা প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র নির্মিত হল এবং ইন্দ্র বজ্রাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন।

কিছুকাল পরে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হল, মহর্ষিগণ ক্ষুধার্ত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদিকে ধাবিত হলেন। সারস্বত মুনিও যাবার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সরস্বতী তাঁকে বললেন, পুত্র, যেয়ো না, তোমার আহারের জন্য আমি উত্তম মৎস্য দেব। সারস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন এবং মৎস্যভোজনে প্রাণধারণ করে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃষ্টি অতীত হলে মহর্ষিগণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মুনির কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা যথাবিধি আমার শিষ্য হোন। মহর্ষিরা বললেন, পুত্র, তুমি তো বালক। সারস্বত বললেন, যাঁরা অবিধিপূর্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন তাঁরা উভয়েই

পতিত এবং পরস্পরের শত্রু হন। বয়স পক্ককেশ বিত্ত বা বন্ধুবাহুল্য থাকলেই লোকে বড় হয় না, যিনি বেদজ্ঞ তিনিই গুরু হবার যোগ্য। তখন ষাট হাজার মুনি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন।

১১। বৃদ্ধকন্যা সুভ্রূ— কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক

তার পর বলরাম বৃদ্ধকন্যাশ্রম তীর্থে এলেন। কুণিগর্গ নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন, তিনি সুভ্রূ নামে এক মানসী কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন। কুণিগর্গ দেহত্যাগ করলে অনিন্দিতা সুন্দরী সুভ্রূ আশ্রম নির্মাণ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, কিন্তু বার্ধক্য ও তপস্যার জন্য তিনি এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে এক পা-ও চলতে পারতেন না। তখন তিনি পরলোক গমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ তাঁর কাছে এসে বললেন, অবিবাহিতা কন্যার স্বর্গলাভ কী করে হবে? তুমি কঠোর তপস্যা করেছ কিন্তু স্বর্গলোকের অধিকার পাওনি। সুভ্রূ ঋষিগণের কাছে গিয়ে বললেন, যিনি আমার পাণিগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পুত্র প্রাক্‌শৃঙ্গবান বললেন, সুন্দরী, তুমি যদি আমার সঙ্গে এক রাত্রি বাস কর তবে তোমার পাণিগ্রহণ করব। সুভ্রূ সম্মত হলে গালবপুত্র যথাবিধি হোম করে তাঁকে বিবাহ করলেন। সুভ্রূ দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যমাল্যধারিণী বরবর্ণিনী তরুণী হয়ে পতির সহিত রাত্রিবাস করলেন। প্রভাতকালে তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ, তুমি যে নিয়ম (শর্ত) করেছিলে তা আমি পালন করেছি; তোমার মঙ্গল হোক, এখন আমি যাব। গালবপুত্র সম্মতি দিলে সুভ্রূ আবার বললেন, এই তীর্থে যে দেবগণের তর্পণ করে একরাত্রি বাস করবে সে আটান্ন বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই বলে সাধ্বী সুভ্রূ দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপুত্র তাঁর ভার্যার তপস্যার অর্ধভাগ পেয়েছিলেন; শোকে কাতর হয়ে তিনিও রূপবতী সুভ্রূর অনুসরণ করলেন।

তার পর বলরাম সমন্তপঞ্চকে এলেন। ঋষিরা তাঁকে কুরুক্ষেত্রের এই ইতিহাস বললেন।— পুরাকালে রাজর্ষি কুরু সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এ কী করছ? কুরু বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে পাপশূন্য পুণ্যময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস করে চলে গেলেন এবং তার পর বহুবার এসে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, রাজর্ষি কুরুকে বর দিয়ে নিবৃত্ত করুন; মানুষ যদি কুরুক্ষেত্রে মরলেই স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে বললেন, রাজা, আর পরিশ্রম করো না, আমার কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস করে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুরু বললেন, তাই হোক।

ঋষিরা বলরামকে আরও বললেন, ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ এবং পুণ্যবান রাজর্ষিগণের মতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা পুণ্যস্থান পৃথিবীতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র এই গাথা গান করেছিলেন— কুরুক্ষেত্রে যে ধূলি ওড়ে তার স্পর্শেও পাপীরা পরমগতি পায়। তারন্তুক অরন্তুক রামহ্রদ ও মচক্রুকের মধ্যস্থানকেই কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক ও প্রজাপতির উত্তরবেদী বলা হয়।

তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তীর্থসকল দেখে মিত্রাবরুণের পুণ্য আশ্রমে এলেন এবং সেখানে ঋষি ও সিদ্ধগণের নিকট বিবিধ পবিত্র উপাখ্যান শুনলেন। সেই সময়ে জটামণ্ডলে আবৃত স্বর্ণকৌপীনধারী নৃত্যগীতকুশল কলহপ্রিয় দেবর্ষি নারদ কচ্ছপী বীণা নিয়ে উপস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মুখে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধন ও ভীমের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়ে বার বার পবিত্র সরস্বতী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকট উপস্থিত হলেন।

১২। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ
(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আমি ঋষিদের কাছে শুনেছি যে কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা যুদ্ধে নিহত হন তাঁরা ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে বাস করেন। অতএব এখান থেকে সমন্তপঞ্চকে[১] চলুন, সেই স্থান প্রজাপতির উত্তরবেদী বলে প্রসিদ্ধ। তখন যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্যোধন পদব্রজে গিয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে একটি পবিত্র উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হলেন।

অনন্তর দুর্যোধন ও ভীম পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং দুই বৃষের ন্যায় গর্জন করে উন্মত্তবৎ আস্ফালন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হল। দুই বীর পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধান করে প্রহার করতে লাগলেন। বিচিত্র গতিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে, এগিয়ে গিয়ে, পিছনে হটে, একবার নিচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল দেখালেন। দুর্যোধন তাঁর গদা ঘুরিয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভীম অবিচলিত থেকে প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দুর্যোধন ক্ষিপ্রগতিতে সরে গিয়ে ভীমের প্রহার ব্যর্থ করে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হয়ে মূর্ছিতপ্রায় হলেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে দুর্যোধনের পার্শ্বে প্রহার করলেন। দুর্যোধন বিহ্বল হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভীমকে ভূপাতিত করলেন। ভীমের বর্ম বিদীর্ণ হল; মুহূর্তকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে

---

১. দ্বৈপায়ন হ্রদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্রেরই অংশ।

তাঁর রক্তাক্ত মুখ মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হলেন। ভীম তাঁদের নিবৃত্ত করে পুনর্বার দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন।

যুদ্ধ ক্রমশ দারুণ হচ্ছে দেখে অর্জুন বললেন, জনার্দন, এই দুই বীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, এঁরা দু জনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন অধিক বলশালী এবং দুর্যোধন দক্ষতায় ও যত্নে শ্রেষ্ঠ। ভীম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই দুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন। দ্যূতসভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন, মায়াবী দুর্যোধনকে মায়া (কপটতা) দ্বারাই বিনষ্ট করুন। ভীম যদি কেবল নিজের বলের ওপর নির্ভর করে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়েছি, বিজয়লাভ আসন্ন হয়েও সংশয়ের বিষয় হয়েছে। যুধিষ্ঠির নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দুর্যোধন একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শুক্রাচার্যের রচিত একটি পুরাতন শ্লোক আছে— পরাজিত হতাবশিষ্ট যোদ্ধা যদি ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, কারণ সে মরণপণ করে যুদ্ধ করবে।

অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন। এই সময়ে ভীম ও দুর্যোধন দু জনেই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। সহসা দুর্যোধনকে নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দুর্যোধন সত্বর সরে গিয়ে ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম রুধিরাক্তদেহে কিছুক্ষণ মূর্ছিতের ন্যায় রইলেন, তার পর আবার দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় দুর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন করে গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন।

দুর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন। তখন ধূলিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি ও উল্কাপাত হল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণ অন্তরীক্ষে কোলাহল করে উঠল, ঘোরদর্শন কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল। ভূপতিত শত্রুকে ভর্ৎসনা করে ভীম বললেন, আমাদের শঠতা দ্যূতক্রীড়া বা বঞ্চনা নেই, আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহুবলেই শত্রুবধ করি। তার পর ভীম তাঁর বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথা মাড়িয়ে তাঁকে শঠ বলে তিরস্কার করলেন।

ক্ষুদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, তুমি সৎ বা অসৎ উপায়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দুর্যোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও কৌরবগণের অধিপতি, তোমার জ্ঞাতি, তুমি চরণ দিয়ে এঁকে স্পর্শ করো না। এঁর জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এঁর অমাত্য ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হয়েছেন, পিণ্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার ভ্রাতা, এঁকে পদাঘাত করে তুমি অন্যায় করেছ। তার পর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, বৎস, দুঃখ করো না, তুমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল ভোগ করছ। তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের বধ করেছি। তুমি নিজের জন্য শোক করো না, তুমি শ্লাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের

অবস্থাই এখন শোচনীয় হয়েছে, কারণ প্রিয় বন্ধুদের হারিয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বধূদের আমি কী করে দেখব? রাজা, তুমি নিশ্চয় স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা নারকী আখ্যা পেয়ে দারুণ দুঃখ ভোগ করব।

১৩। বলরামের ক্রোধ— যুধিষ্ঠিরাদির ক্ষোভ

বলরাম ক্রোধে উর্ধ্ববাহু হয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভীম! ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বৃকোদর নাভির নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আমি দেখিনি, মূঢ় ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুদ্ধ করেছে। এই বলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদ্যত করে ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন কৃষ্ণ বিনয়ে অনবত হয়ে তাঁর স্থূল সুগোল বাহু দিয়ে বলরামকে জড়িয়ে ধরলেন। দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ্ণ ও শুভ্র দুই যাদবশ্রেষ্ঠ সেইরূপ শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নতি, মিত্রের মিত্রের উন্নতি; এবং শত্রুর অবনতি, তার মিত্রের অবনতি, তার মিত্রের মিত্রের অবনতি— এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নতি। পাণ্ডবরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র, আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র, শত্রুরা এঁদের ওপর অত্যন্ত পীড়ন করেছে। আপনি জানেন, প্রতিজ্ঞারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভীম দ্যূতসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন, মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে এইরূপ অভিশাপ দিয়েছিলেন, কলিযুগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আমি ভীমসেনের দোষ দেখি না। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবদের বৃদ্ধিতেই আমাদের বৃদ্ধি, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না।

কৃষ্ণের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসন্নমনে বললেন, গোবিন্দ, ভীম ধর্মের পীড়ন করে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোদ্ধা রাজা দুর্যোধনকে অন্যায়ভাবে বধ করে ভীম কূটযোদ্ধা বলে খ্যাত হবে। সরলভাবে যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবেন। ইনি রণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞান্তস্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা বলে বলরাম তাঁর রথে উঠে দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বলরাম চলে গেলে পাণ্ডব পাঞ্চাল ও যাদবগণ নিরানন্দ হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির বিষণ্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, বৃকোদর দুর্যোধনের মাথায় পা দিয়েছেন তাতে আমি প্রীত হইনি, কুলক্ষয়েও আমি হৃষ্ট হইনি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা করে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম। ভীমের কার্য ধর্মসঙ্গত বা ধর্মবিরুদ্ধ যাই হোক, তিনি অমার্জিতবুদ্ধি লোভী কামনার দাস দুর্যোধনকে বধ করে অভীষ্টলাভ করুন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে বাসুদেব সদুঃখে বললেন, তাই হোক। তিনি ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁর সকল কার্যের অনুমোদন করলেন। অসন্তুষ্ট অর্জুন ভীমকে

ভালো-মন্দ কিছুই বললেন না। ভীম হৃষ্টচিত্তে উৎফুল্লনেত্রে কৃতাঞ্জলি হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আজ পৃথিবী মঙ্গলময় ও নিষ্কণ্টক হল, আপনি রাজ্যশাসন ও স্বধর্ম পালন করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা কৃষ্ণের মতে চলেই পৃথিবী জয় করেছি। দুর্ধর্ষ ভীম, ভাগ্যক্রমে তুমি মাতার নিকট এবং নিজের ক্রোধের নিকট ঋণমুক্ত হয়েছ, শত্রুনিপাত করে জয়ী হয়েছ।

১৪। দুর্যোধনের ভর্ৎসনা

দুর্যোধনের পতনে পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ করে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বীর, ভাগ্যবশে আপনি মত্ত হস্তীর ন্যায় পদ দ্বারা দুর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছেন, সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে সেইরূপ আপনি দুঃশাসনের রক্ত পান করেছেন। এই দেখুন, দুর্যোধন পতিত হলে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়েছিল তা এখনও যায়নি।

এইপ্রকার অশোভন উক্তি শুনে কৃষ্ণ বললেন, বিনষ্ট শত্রুকে উগ্রবাক্যে আঘাত করা উচিত নয়। এই নির্লজ্জ লোভী পাপী দুর্যোধন যখন সুহৃদ্‌গণের উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হয়ে কাষ্ঠের ন্যায় পড়ে আছে, একে বাক্য দ্বারা পীড়িত করে কী হবে?

দুর্যোধন দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে ভ্রুকুটি করে কৃষ্ণকে বললেন, কংসদাসের পুত্র, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তুমিই ভীমকে উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়েছিলে, তুমি অর্জুনকে যা বলেছিলে তা কি আমি জানি না? তোমারই কূটনীতিতে আমাদের বহু সহস্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়ে অর্জুনের বাণে ভীষ্মকে নিপাতিত করেছ, অশ্বত্থামার মরণের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়েছ, কর্ণ যখন ভূমি থেকে রথচক্র তুলছিলেন তখন তুমিই অর্জুনকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করলে তোমরা কখনও জয়ী হতে না।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধবসহ হত হয়েছ। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় যুদ্ধ করছিলেন সে জন্যই শিখণ্ডী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ করে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জুন কর্ণকে মারেননি, বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জুন নিন্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই তুমি এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা প্রভৃতি বিরাটনগরে নিহত হওনি। তুমি আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই আমরা করেছি। লোভের বশে এবং অতিরিক্ত শক্তিলাভের বাসনায় তুমি যেসব দুষ্কর্ম করেছ এখন তারই ফল ভোগ কর।

দুর্যোধন বললেন, আমি যথাবিধি অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছি, শত্রুদের মস্তকে অধিষ্ঠান করেছি, ক্ষত্রিয়ের অভীষ্ট মরণ লাভ করেছি, দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দুর্লভ রাজ্য ভোগ করেছি, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য লাভ করেছি; আমার তুল্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, সুহৃৎ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে যাব। তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ কর।

দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ গীতবাদ্য করতে লাগল, সিদ্ধগণ সাধু সাধু বললেন। দুর্যোধনের এইপ্রকার সম্মান দেখে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভৃতি লজ্জিত হলেন। বিষণ্ণ পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন ও ভীষ্মাদি বীরগণকে আপনারা ন্যায়যুদ্ধে বধ করতে পারতেন না। আপনাদের হিতসাধনের জন্যই আমি কূট উপায়ে এঁদের নিধন ঘটিয়েছি। শত্রু বহু বা প্রবল হলে বিবিধ কূট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক সৎপুরুষ এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহ্নকালে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করি, আপনারাও সকলে বিশ্রাম করুন। তখন পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য বাজালেন।

১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ

সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করলে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের শিবিরে গেলেন। স্ত্রীলোক, নপুংসক ও বৃদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুর্যোধনের পরিচরগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁদের সম্মুখে এল। পাণ্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তূণ নামিয়ে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ নামলেন। তখনই রথের ধ্বজাস্থিত দিব্যবানর অন্তর্হিত হল, রথ ও অস্ত্রসকলও ভস্ম হয়ে গেল। বিস্মিত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, বহুবিধ অস্ত্রের প্রভাবে তোমার রথে পূর্বেই অগ্নিসংযোগ হয়েছিল, আমি উপরে থাকায় এত কাল দগ্ধ হয়নি। এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমিও নেমেছি, সে জন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল।

পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দুর্যোধনের শিবিরে অসংখ্য ধনরত্ন ও দাসদাসী পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি শিবিরের বহির্দেশে নদীতীরে রাত্রিযাপনের আয়োজন করলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রমহিষী তপস্বিনী গান্ধারী পুত্রপৌত্রগণের নিধন শুনে নিশ্চয় আমাদের ভস্মসাৎ করবেন। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে, তুমি আমাদের জন্য বার বার অস্ত্রাঘাত ও কঠোর বাক্যযন্ত্রণা সয়েছ, এখন পুত্রশোকার্তা গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত করে আমাদের রক্ষা কর।

দারুকের রথে চড়ে কৃষ্ণ তখনই হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানে ব্যাসদেবকে দেখে তাঁর চরণবন্দনা করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের হাত

ধরে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। তাঁরা বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে আমি আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু লোভের বশে তাতেও আপনি সম্মত হননি। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতি সন্ধির জন্য বার বার আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতেও ফল হয়নি। আপনি পাণ্ডবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা পিণ্ডদান এবং পুত্রের করণীয় যা কিছু আছে তার ভার পাণ্ডবদের উপরেই পড়েছে। অতএব আপনি এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শোক ত্যাগ করে তাঁদের প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি যুধিষ্ঠিরের যে প্রীতি ও ভক্তি আছে তা আপনি জানেন। এখন তিনি শোকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছেন। আপনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে আছেন সে জন্য তিনি লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না।

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সুবলনন্দিনী, আপনার তুল্য নারী পৃথিবীতে দেখা যায় না। দুই পক্ষের হিতের জন্য আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আপনার পুত্রেরা পালন করেননি। আপনি দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, মূঢ়, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, অতএব শোক করবেন না, পাণ্ডবদের বিনাশকামনাও করবেন না। আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধদীপ্ত নয়ন দ্বারা চরাচরসহ সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন।

গান্ধারী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য। দুঃখে আমার মন অস্থির হয়েছিল, তোমার কথায় শান্ত হল। এখন তুমি আর পাণ্ডবরাই এই পুত্রহীন বৃদ্ধ অন্ধ রাজার অবলম্বন। এই বলে গান্ধারী বস্ত্রে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কৃষ্ণের জ্ঞান হল যে অশ্বত্থামা এক দুষ্ট সংকল্প করেছেন। তিনি তখনই গাত্রোত্থান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আমার এখন স্মরণ হল যে অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের বিনাশের সংকল্প করেছেন, সেকারণে আমি এখন যাচ্ছি। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শীঘ্র গিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা কর; আবার যেন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়।

১৬। অশ্বত্থামার অভিষেক

কৃপাচার্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দূতমুখে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের সংবাদ শুনে রথে চড়ে সত্বর তাঁর কাছে এলেন। অশ্বত্থামা শোকার্ত হয়ে বললেন, হা মহারাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে এই নির্জন বনে একাকী পড়ে আছ কেন? দুর্যোধন সাশ্রুনয়নে বললেন, বীরগণ, কালক্রমে সমস্তই বিনষ্ট হয়। আমি কখনও যুদ্ধে বিমুখ হইনি, পাপী

পাণ্ডবগণ কপট উপায়ে আমাকে নিপাতিত করেছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা তিনজন জীবিত আছেন, আপনারা আমার জন্য দুঃখ করবেন না। যদি বেদবাক্য সত্য হয় তবে আমি নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা অসাধ্য।

অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয়নি যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাঞ্চালদের যমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

দুর্যোধন প্রীত হয়ে কৃপকে বললেন, আচার্য, শীঘ্র জলপূর্ণ কলস আনুন। কৃপাচার্য কলস আনলে দুর্যোধন বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণপুত্রকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করুন। অভিষেক সম্পন্ন হলে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন এবং সিংহনাদে সর্বদিক ধ্বনিত করে কৃপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। দুর্যোধন রক্তাক্তদেহে সেখানে শুয়ে সেই ঘোর রজনী যাপন করতে লাগলেন।[১]

১. দুর্যোধনকে রক্ষার ব্যবস্থা কেউ করলেন না।

সৌপ্তিকপর্ব

সৌপ্তিকপর্বাধ্যায়

১। অশ্বত্থামার সংকল্প

কৃপাচার্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা কিছুদূর গিয়ে এক ঘোর বনে উপস্থিত হলেন। অল্পকাল বিশ্রাম করে এবং অশ্বদের জল খাইয়ে তাঁরা পুনর্বার যাত্রা করলেন এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হল, কৃপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শুয়ে নিদ্রিত হলেন। অশ্বত্থামার নিদ্রা হল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু সহস্র কাক নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় এক ঘোরদর্শন কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট করল, তাদের ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অশ্বত্থামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শত্রুসংহারের উপযুক্ত উপদেশ দিয়েছে। আমি বলবান বিজয়ী পাণ্ডবদের সম্মুখযুদ্ধে বধ করতে পারব না। যে কার্য গর্হিত বলে গণ্য হয়, ক্ষত্রধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তা-ও করণীয়। এইপ্রকার শ্লোক শোনা যায়— পরিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয়প্রবিষ্ট, অর্ধরাত্রে নিদ্রিত, নায়কহীন, বিচ্ছিন্ন বা দ্বিধাযুক্ত শত্রুকে প্রহার করা বিধেয়। অশ্বত্থামা স্থির করলেন, তিনি সেই রাত্রিতেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করবেন।

দুই সঙ্গীকে জাগরিত করিয়ে অশ্বত্থামা তাঁর সংকল্প জানালেন। কৃপ ও কৃতবর্মা লজ্জিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কৃপ বললেন, কেবল দৈব বা কেবল পুরুষকারে কার্য সিদ্ধ হয় না, দুইয়ের যোগেই সিদ্ধিলাভ হয়। কর্মদক্ষ লোক যদি চেষ্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিন্দা হয় না; কিন্তু অলস লোকে যদি কর্ম না করেও ফললাভ করে তবে সে নিন্দা ও বিদ্বেষের পাত্র হয়। লোভী অদূরদর্শী দুর্যোধন হিতৈষী মিত্রদের উপদেশ শোনেননি, তিনি অসাধু লোকদের মন্ত্রণায় পাণ্ডবগণের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমরা সেই দুঃশীল পাপীর অনুসরণ করে এই দারুণ দুর্দশায় পড়েছি। আমার বুদ্ধি বিকল হয়েছে, কিসে ভালো হবে তা বুঝতে পারছি না। চল,

আমরা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে।

অশ্বত্থামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নিরূপণ করে ওষুধ প্রস্তুত করেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপে কার্যসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য লোকে তার নিন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মানুষের বিভিন্ন বুদ্ধি হয়, মহাবিপদে বা মহাসমৃদ্ধিতেও মানুষের বুদ্ধি বিকৃত হয়। আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অনুসারে আমি মহাত্মা পিতৃদেবের এবং রাজা দুর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনন্দিত শ্রান্ত পাঞ্চালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন আমি তাদের বিনষ্ট করব। পাঞ্চালগণের দেহে রণভূমি আচ্ছন্ন করে আমি পিতার নিকট ঋণমুক্ত হব। আজ রাত্রিতেই আমি নিদ্রিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবপুত্রগণকে খড়্‌গাঘাতে বধ করব, পাঞ্চালসৈন্য সংহার করে কৃতকৃত্য ও সুখী হব।

কৃপ বললেন, তুমি প্রতিশোধের যে সংকল্প করেছ তা থেকে স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহুক্ষণ জেগে আছ, আজ রাত্রিতে বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ করে রথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, তুমি যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করে অনুচরসহ পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট করো।

অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আতুর, ক্রোধাবিষ্ট, অর্থচিন্তাকুল ও কার্যোদ্ধারকামীর নিদ্রা কোথায়? আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করে জীবনধারণ করতে পারছি না। ভগ্নোরু রাজা দুর্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনেছি তাতে কার হৃদয় দগ্ধ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসুদেব ও অর্জুন শত্রুদের রক্ষা করবেন, তখন তারা ইন্দ্রেরও অজেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আমি যা ভালো মনে করেছি তাই করব, এই রাত্রিতেই সুপ্ত শত্রুদের বধ করব, তার পর বিগতজ্বর হয়ে নিদ্রা যাব।

কৃপাচার্য বললেন, সুহৃদগণ যখন পাপকর্ম করতে নিষেধ করেন তখন ভাগ্যবানই নিবৃত্ত হয়, ভাগ্যহীন হয় না। বৎস, তুমি নিজের কল্যাণের জন্যই নিজেকে সংযত কর, আমার কথা শোন, তা হলে পরে অনুতাপ করতে হবে না। সুপ্ত নিরস্ত্র অশ্বরথহীন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাঞ্চালরা আজ রাত্রিতে মৃতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত, অত্যল্প পাপকর্মও তুমি করনি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শত্রুগণকে যুদ্ধে জয় করো। শুক্ল বস্তুতে যেমন রক্তবর্ণ, সেইরূপ তোমার পক্ষে গর্হিত কর্ম অসম্ভাবিত মনে করি।

অশ্বত্থামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত্য, কিন্তু পাণ্ডবরা পূর্বেই ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আমি আজ রাত্রিতেই পিতৃহন্তা পাঞ্চালগণকে সুপ্ত অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যদি আমাকে কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় তা-ও শ্রেয়। আমার পিতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিল; আমিও সেইরূপ পাপকর্ম

করব, বর্মহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করব, যাতে সেই পাপী অস্ত্রাঘাতে নিহত বীরের স্বর্গ না পায়। অশ্বত্থামা এই বলে বিপক্ষ শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করলেন, কৃপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চড়ে অনুগমন করলেন।

২। মহাদেবের আবির্ভাব

শিবিরের দ্বারদেশে এসে অশ্বত্থামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান লোমহর্ষকর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পরিধান রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসারমৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে। তাঁর দংষ্ট্রাকরাল মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও সহস্র নেত্র থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে, তার কিরণে শত সহস্র শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু আবির্ভূত হচ্ছেন।

অশ্বত্থামা নিঃশঙ্ক হয়ে সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের প্রতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সেই পুরুষ সমস্ত অস্ত্রই গ্রাস করে ফেললেন। অস্ত্র নিঃশেষ হলে অশ্বত্থামা দেখলেন, অসংখ্য বিষ্ণুর আবির্ভাবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তখন নিরস্ত্র অশ্বত্থামা কৃপাচার্যের বাক্য স্মরণ করে অনুতপ্ত হলেন এবং রথ থেকে নেমে প্রণত হয়ে শূলপাণি মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করে বললেন, হে দেব, যদি আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি তবে আপনাকে আমার এই পঞ্চভূতময় শরীর উপহার দেব।

তখন একটি কাঞ্চনময় বেদি আবির্ভূত হল এবং তাতে অগ্নি জ্বলে উঠল। নানারূপধারী বিকটাকার প্রমথগণ উপস্থিত হল। তাদের কেউ ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজাতে লাগল, কেউ নৃত্যগীতে রত হল, কেউ লাফাতে লাগল। সেই অস্ত্রধারী ভূতেরা অশ্বত্থামার তেজের পরীক্ষা এবং সুপ্ত যোদ্ধাদের হত্যা দর্শনের জন্য সর্বদিকে বিচরণ করতে লাগল।

অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমি অঙ্গিরার কুলে জাত, আমার শরীর দিয়ে অগ্নিতে হোম করছি, আপনি এই বলি গ্রহণ করুন। এই বলে অশ্বত্থামা বেদিতে উঠে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর সম্মান এবং তোমার পরীক্ষার জন্য আমি পাঞ্চালগণকে রক্ষা করছি এবং তোমাকে নানাপ্রকার মায়া দেখিয়েছি। কিন্তু পাঞ্চালগণ কালকবলিত হয়েছে, আজ তাদের জীবনান্ত হবে। এই বলে মহাদেব অশ্বত্থামার দেহে আবিষ্ট হলেন এবং তাঁকে একটি নির্মল উত্তম খড়্গ দিলেন। অশ্বত্থামার তেজ বর্ধিত হল, তিনি সমধিক বলশালী হয়ে শিবিরের অভিমুখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল।

৩। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা

কৃপ ও কৃতবর্মাকে শিবিরের দ্বারদেশে দেখে অশ্বত্থামা প্রীত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আমি শিবিরে প্রবেশ করে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করব, আপনারা দেখবেন যেন কেউ জীবিত অবস্থায় আপনাদের নিকট মুক্তি না পায়। এই বলে অশ্বত্থামা অদ্বার দিয়ে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করলেন।

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অশ্বত্থামা দেখলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তম আস্তরণযুক্ত সুবাসিত শয্যায় নিদ্রিত রয়েছেন। অশ্বত্থামা তাঁকে পদাঘাতে জাগরিত করে কেশ ধরে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। অশ্বত্থামা তাঁর বুকে আর গলায় পা দিয়ে চাপতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামাকে নখাঘাত করে অস্পষ্টস্বরে বললেন, আচার্যপুত্র, বিলম্ব করবেন না, আমাকে অস্ত্রাঘাতে বধ করুন, তা হলে আমি পুণ্যলোকে যেতে পারব। অশ্বত্থামা বললেন, কুলাঙ্গার দুর্মতি, গুরুহত্যাকারী পুণ্যলোকে যায় না, তুমি অস্ত্রাঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই বলে অশ্বত্থামা মর্মস্থানে গোড়ালির চাপ দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করলেন।

আর্তনাদ শুনে স্ত্রী ও রক্ষীগণ জাগরিত হয়ে সেখানে এল, কিন্তু অশ্বত্থামাকে ভূত মনে করে ভয়ে কথা বলতে পারল না। অশ্বত্থামা রথে উঠে পাণ্ডবদের শিবিরে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের নারীদের ক্রন্দন শুনে বহু যোদ্ধা সত্বর এসে অশ্বত্থামাকে বেষ্টন করলেন, কিন্তু সকলেই রুদ্রাস্ত্রে নিহত হলেন। তার পর অশ্বত্থামা উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে বধ করে শিবিরস্থ নিদ্রামগ্ন শ্রান্ত ও নিরস্ত্র সকল যোদ্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কোলাহল শুনে জাগরিত হলেন এবং শিখণ্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বত্থামার প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা খড়্গের আঘাতে দ্রৌপদীর পুত্রগণকে একে একে বধ করলেন, শিখণ্ডীকেও দ্বিখণ্ডিত করলেন।

শিবিরের রক্ষীগণ দেখল, রক্তবদনা রক্তবসনা রক্তমাল্যধারিণী পাশহস্তা কালরাত্রিরূপা কালী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি গান করছেন এবং মানুষ হস্তী ও অশ্বসকলকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা পূর্বে প্রতি রাত্রিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশ্বত্থামাকে স্বপ্নে দেখত; এখন তারা স্বপ্ন স্মরণ করে বলতে লাগল, এই সেই!

অর্ধরাত্রের মধ্যেই অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য হস্তী ও অশ্ব বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত হল। এই হত্যাকাণ্ড শেষ হলে অশ্বত্থামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন শীঘ্র রাজা দুর্যোধনের কাছে চলুন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে প্রিয়সংবাদ দেব।

৪। দুর্যোধনের মৃত্যু

অশ্বত্থামা প্রভৃতি দুর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও তিনি জীবিত আছেন, অচেতন হয়ে রুধির বমন করছেন, এবং অতি কষ্টে মাংসাশী শ্বাপদগণকে তাড়াচ্ছেন। অশ্বত্থামা করুণ বিলাপ করে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার পিতামাতার জন্যই শোক করছি, তাঁরা এখন ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপুত্র, তুমি ধন্য, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করে তুমি নিহত হয়েছ। কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর আমাকে ধিক, আমরা তোমাকে অগ্রবর্তী করে স্বর্গে যেতে পারছি না। মহারাজ, তোমার প্রসাদে আমার পিতার ও কৃপের গৃহে প্রচুর ধনরত্ন আছে, আমরা বহু যজ্ঞ করেছি, প্রচুর দক্ষিণাও দিয়েছি। তুমি চলে যাচ্ছ, পাপী আমরা কী প্রকারে জীবনধারণ করব? তুমি স্বর্গে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জানিও যে আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেছি। তুমি আমাদের হয়ে বাহ্লীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করে কুশলজিজ্ঞাসা করো। দুর্যোধন, সুখসংবাদ শোন— শত্রুপক্ষে কেবল পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাতজন অবশিষ্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা আর আমি আছি। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, এবং সমস্ত পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবশিবিরও ধ্বংস হয়েছে।

প্রিয়সংবাদ শুনে দুর্যোধন চৈতন্যলাভ করে বললেন, আচার্যপুত্র, তুমি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যা করেছ, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণও তা পারেননি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হোক, স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই বলে কুরুরাজ দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করে পুণ্যময় স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে পড়ে রইল।

ঐষীকপর্বাধ্যায়

৫। দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন

রাত্রি গত হলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অশ্বত্থামার নৃশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানাল। পুত্রশোকে আকুল হয়ে যুধিষ্ঠির ভূপতিত হলেন, তাঁর ভ্রাতারা এবং সাত্যকি তাঁকে ধরে ওঠালেন। যুধিষ্ঠির বিলাপ করে বললেন, লোকে পরাজিত হতে হতেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজিত হয়েছি। যে রাজপুত্রেরা ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা আজ অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন! ধনী বণিকেরা যেমন সমুদ্র

উত্তীর্ণ হয়ে সতর্কতার অভাবে ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রতুল্য রাজপুত্র ও পৌত্রগণ সেইরূপ অশ্বত্থামার হাতে নিহত হলেন। এঁরা স্বর্গে গেছেন, দ্রৌপদীর জন্যই শোক করছি, সেই সাধ্বী কী করে এই মহাদুঃখ সইবেন? নকুল, তুমি মন্দভাগ্য দ্রৌপদীকে মাতৃগণের সহিত এখানে নিয়ে এস। তার পর যুধিষ্ঠির সুহৃদগণের সঙ্গে শিবিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের পুত্র পৌত্র ও সখারা ছিন্নদেহে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন। তিনি শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সুহৃদ্গণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

নকুল উপপ্লব্য নগর থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে পড়ে গেলেন, ভীমসেন তাঁকে ধরে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। দ্রৌপদী সরোদনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে পুত্রদের যমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্যক্রমে তুমি সমগ্র পৃথিবী লাভ করেছ, এখন আর মত্তমাতঙ্গগামী বীর অভিমন্যুকে তোমার স্মরণ হবে না। আজ যদি তুমি পাপী দ্রোণপুত্রকে যুদ্ধে বধ না কর তবে আমি এখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা জেনে রাখ। এই বলে দ্রৌপদী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার পুত্র ও ভ্রাতারা ক্ষত্রধর্মানুসারে নিহত হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করো না। দ্রোণপুত্র দুর্গম বনে চলে গেছেন, যুদ্ধে তাঁর নিপাত তুমি কী করে দেখতে পাবে? দ্রৌপদী বললেন, রাজা, শুনেছি অশ্বত্থামার মস্তকে একটি সহজাত মণি আছে। তুমি সেই পাপীকে বধ করে তার মণি মস্তকে ধারণ করে নিয়ে এস, তবেই আমি জীবনত্যাগে বিরত হব। তার পর দ্রৌপদী ভীমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করে আমাকে ত্রাণ কর। তুমি জতুগৃহ থেকে ভ্রাতাদের উদ্ধার করেছিলে, হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করেছিলে, কীচকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে, এখন দ্রোণপুত্রকে বধ করে সুখী হও।

মহাবল ভীমসেন তখনই ধনুর্বাণ নিয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, নকুল তাঁর সারথি হলেন।

৬। ব্রহ্মশির অস্ত্র

ভীম চলে গেলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, ইনি বিপদের অভিমুখে যাচ্ছেন, আপনি ওঁর সঙ্গে গেলেন না কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্রকে যে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেছেন তা পৃথিবী দগ্ধ করতে পারে। অর্জুনকেও দ্রোণ এই অস্ত্র[১] শিখিয়েছেন। তিনি পুত্রের চপল স্বভাব জানতেন সে জন্য অস্ত্রদানকালে বলেছিলেন, বৎস, তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন হলেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করো না, বিশেষত

১. বনপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুন মহাদেবের কাছে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন।

মানুষের ওপর। তার পর তিনি বলেছিলেন, তুমি কখনও সৎপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চলে গেলে অশ্বত্থামা দ্বারকায় এসে আমাকে বলেন, কৃষ্ণ, আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিয়ে তোমার সুদর্শন চক্র আমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ত্র আমি চাই না, তুমি আমার এই চক্র ধনু শক্তি বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বত্থামা সুদর্শন চক্র নিতে গেলেন কিন্তু দু হাতে ধরেও তুলতে পারলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, মূঢ় ব্রাহ্মণ, তুমি যা চেয়েছ তা অর্জুন প্রদ্যুম্ন বলরাম প্রভৃতিও কখনও চাননি। তুমি কেন আমার চক্র চাও? অশ্বত্থামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চক্র পেলে সসম্মানে তোমার সঙ্গেই যুদ্ধ করতাম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিন্তু দেখছি তুমি ভিন্ন আর কেউ এই চক্র ধারণ করতে পারে না। এই বলে অশ্বত্থামা চলে গেলেন। তিনি ক্রোধী দুরাত্মা চপল ও ক্রূর, তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্রও আছে; অতএব তাঁর হাত থেকে ভীমকে রক্ষা করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর গরুড়ধ্বজ রথে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, ক্রূরকর্মা অশ্বত্থামা কুশের কৌপীন পরে ঘৃতাক্তদেহে ধূলি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে বসে আছেন। ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবিত হলেন। কৃষ্ণার্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে দেখে অশ্বত্থামা ভয় পেলেন; তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছায় একটি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিক্ষেপ করে বললেন, পাণ্ডবরা বিনষ্ট হোক। তখন সেই ঈষীকায় কালান্তক যমের ন্যায় অগ্নি উদ্‌ভূত হল। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন অর্জুন, দ্রোণপ্রদত্ত দিব্যাস্ত্র এখনই নিক্ষেপ করে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর।

অর্জুন বললেন, অশ্বত্থামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঙ্গল হোক, অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারিত হোক। এই বলে তিনি দেবতা ও গুরুজনের উদ্দেশে নমস্কার করে ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্ত্রও প্রলয়াগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠল। তখন সর্বভূতহিতৈষী নারদ ও ব্যাসদেব দুই অগ্নিরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, বীরদ্বয়, পূর্বে কোনও মহারথ এই অস্ত্র মানুষের ওপর প্রয়োগ করেননি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে?

অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণের জন্যই আমি অস্ত্র প্রয়োগ করেছি; যাতে সকলের মঙ্গল হয় আপনারা তা করুন। এই বলে অর্জুন তাঁর অস্ত্র প্রতিসংহার করলেন। তিনি পূর্বে ব্রহ্মচর্য ও বিবিধ ব্রত পালন করেছিলেন সে জন্যই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা তা পারলেন না। অশ্বত্থামা বিষণ্ণ হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আমি ভীমসেনের ভয়ে এবং পাণ্ডবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে পাপকার্য করেছি; কিন্তু এই অস্ত্র প্রতিসংহারের শক্তি আমার নেই। ব্যাসদেব বললেন, বৎস, অর্জুন তোমাকে মারবার জন্য ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেননি, তোমার অস্ত্র নিবারণের জন্যই করেছিলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই তোমার রক্ষণীয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মণি পাণ্ডবদের দান কর, তা হলে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন।

অশ্বত্থামা বললেন, ভগবান, পাণ্ডব আর কৌরবদের যত রত্ন আছে সে সমস্তের চেয়ে আমার মণির মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নিবারিত হয়। আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রত্যাহার আমার অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, তাই কর।

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাকে বলেছিলেন, কুরুবংশ ক্ষয় পেলে পরীক্ষিৎ নামে তোমার একটি পুত্র হবে। সেই সাধু ব্রাহ্মণের বাক্য সফল হবে। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত করে যা বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার মহাস্ত্র অব্যর্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুও মরবে, কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে দীর্ঘায়ু পাবে। অশ্বত্থামা, তুমি কাপুরুষ, বহু পাপ করেছ, বালকবধে উদ্যত হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পূষশোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। নরাধম, তোমার অস্ত্রাগ্নিতে উত্তরার পুত্র দগ্ধ হলে আমি তাকে জীবিত করব, সে কৃপাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য পালন করবে।

অশ্বত্থামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বাক্য সত্য হোক, আমি আপনার কাছেই থাকব। তার পর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণকে মণি দিয়ে বনগমন করলেন। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ফিরে এলে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বললেন, এই তোমার মণি নাও, তোমার পুত্রহন্তা পরাজিত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ কর। কৃষ্ণ যখন সন্ধিকামনায় হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন তুমি এই তীব্র বাক্য বলেছিলে— 'গোবিন্দ, আমার পতি নেই পুত্র নেই ভ্রাতা নেই, তুমিও নেই।' সেই কথা এখন স্মরণ কর। আমি পাপী দুর্যোধনকে বধ করেছি, দুঃশাসনের রক্ত পান করেছি; অশ্বত্থামাকেও জয় করেছি, কেবল ব্রাহ্মণ আর গুরুপুত্র বলে ছেড়ে দিয়েছি। তার যশ মণি এবং অস্ত্র নষ্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবশিষ্ট আছে।

তার পর দ্রৌপদীর অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ করে চন্দ্রভূষিত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। পুত্রশোকার্তা দ্রৌপদীও গাত্রোত্থান করলেন।

৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, নীচস্বভাব পাপী অশ্বত্থামা কী করে আমাদের মহাবল পুত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদিকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তিনি একাকী বহু জনকে বধ করতে পেরেছেন। তার পর কৃষ্ণ এই আখ্যান বললেন।—

পুরাকালে ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রাণীসৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর ব্রহ্মা তাঁর

সংকল্প দ্বারা অপর এক স্রষ্টা উৎপন্ন করলেন। এই পুরুষ সপ্তবিধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করলেন। প্রাণীরা ক্ষুধিত হয়ে প্রজাপতিকেই খেতে গেল। তখন ব্রহ্মা প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওষধি ও অন্যান্য উদ্ভিদ, এবং প্রবল প্রাণীর ভক্ষ্যরূপে দুর্বল প্রাণী নির্দেশ করলেন। তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহুপ্রকার জীব সৃষ্ট হয়েছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, অপর পুরুষ প্রজা উৎপাদন করেছে, আমি লিঙ্গ নিয়ে কী করব? এই বলে তিনি ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে দিয়ে মুঞ্জবান পর্বতের পাদদেশে তপস্যা করতে গেলেন।

দেবযুগ অতীত হলে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা যথার্থরূপে রুদ্রকে জানতেন না, সে জন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ রাখলেন না। রুদ্র রুষ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধনু নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তখন চন্দ্রসূর্য অদৃশ্য হল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হল, দেবতারা ভয়ে অভিভূত হলেন। রুদ্রের শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে অগ্নির সহিত যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করে আকাশে গেল, রুদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নষ্ট হলে দেবতারা রুদ্রের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর জন্য হবির ভাগ নির্দেশ করে দিলেন। রুদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অসুস্থ হয়েছিল, তিনি প্রসন্ন হলে আবার সুস্থ হল।

আখ্যান শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অশ্বত্থামা যা করেছেন তা নিজের শক্তিতে করেননি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন।

স্ত্রীপর্ব

জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায়

১। বিদুরের সান্ত্বনাদান

শত পুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রতিকার নেই। এখন আপনি মৃত আত্মীয়সুহৃদ্‌গণের প্রেতকার্য করান। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার সমস্ত পুত্র অমাত্য ও সুহৃদ নিহত হয়েছেন, এখন আমি ছিন্নপক্ষ জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যায় হয়েছি, আমার চক্ষু নেই, রাজ্য নেই, বন্ধু নেই; আমার জীবনের আর প্রয়োজন কী?

ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দেবার জন্য বিদুর বললেন, মহারাজ, শুয়ে আছেন কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গতিই এই। মানুষ শোক করে মৃতজনকে ফিরে পায় না, শোক করে নিজেও মরতে পারে না।—

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্‌ ॥
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিবেদনা ॥
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্‌ ॥
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেশ্যঃ কুরুসত্তম।
ন মধ্যস্থঃ ক্বচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি ॥

— সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়; তারা আপনার নয়, আপনিও তাদের নন; তবে কিসের খেদ? সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মূঢ় লোককে অভিভূত করে, কিন্তু পণ্ডিতকে করে না। কুরুশ্রেষ্ঠ, কালের প্রিয় বা অপ্রিয় নেই, কাল কারও প্রতি উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

তার পর বিদুর বললেন, গর্ভাধানের কিছু পরে জীব জরায়ুতে প্রবেশ করে, পঞ্চম মাস অতীত হলে তার দেহ গঠিত হয়। অনন্তর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়ে ভ্রূণরূপে সে মাংসশোণিতযুক্ত অপবিত্র স্থানে বাস করে। তার পর বায়ুর বেগে সেই ভ্রূণ উর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বদ্ধ হয় এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তখন হিতৈষী সুহৃদ্‌গণই তাকে রক্ষা করেন। কালক্রমে যমদূতেরা তাকে আকর্ষণ করে, তখন সে মরে। হা, লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বুঝতে পারে না। সৎকুলে জন্মালে নীচকুলজাতের এবং ধনী হলে দরিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পরিশেষে শ্মশানে গিয়ে শয়ন করে তখন দুষ্টবুদ্ধি লোক কেন পরস্পরকে প্রতারিত করে?

২। ভীমের লৌহমূর্তি

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বহু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি শোকে অভিভূত হয়ে বার বার মূর্ছিত হচ্ছ জানলে যুধিষ্ঠিরও দুঃখে প্রাণত্যাগ করতে পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে কৃপা করেন, তোমাকে করবেন না কেন? বিধির বিধানের প্রতিকার নেই এই বুঝে আমার আদেশে এবং পাণ্ডবদের দুঃখ বিবেচনা করে তুমি প্রাণধারণ কর, তাতেই তোমার কীর্তি ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যে পুত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞারূপ জল দিয়ে তাকে নির্বাপিত কর। এই বলে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র শোক সংবরণ করে গান্ধারী, কুন্তী এবং বিধবা বধূদের নিয়ে বিদুরের সঙ্গে হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। সহস্র সহস্র নারী কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের সঙ্গে চলল। এক ক্রোশ গিয়ে তাঁরা কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রভৃতি সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, এবং অশ্বত্থামা ব্যাসের আশ্রমে চলে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়েছেন শুনে যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও যুযুৎসু তাঁর অনুগমন করলেন। দ্রৌপদী ও পাঞ্চালবধূগণও সঙ্গে চললেন। পাণ্ডবগণ প্রণাম করলে ধৃতরাষ্ট্র অপ্রীতমনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন এবং ভীমকে খুঁজতে লাগলেন। অন্ধরাজের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝে কৃষ্ণ তাঁর হাত দিয়ে ভীমকে সরিয়ে দিলেন এবং ভীমের লৌহময় মূর্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে রাখলেন। অযুত হস্তীর ন্যায় বলবান ধৃতরাষ্ট্র সেই

লৌহমূর্তি আলিঙ্গন করে ভেঙে ফেললেন। বক্ষে চাপ লাগার ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্তপাত হল, তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন; তখন সঞ্জয় তাঁকে ধরে তুললেন। ধৃতরাষ্ট্র সরোদনে উচ্চস্বরে বললেন, হা হা ভীম!

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, শোক করবেন না, আপনি ভীমকে বধ করেননি, তাঁর প্রতিমূর্তিই চূর্ণ করেছেন। দুর্যোধন ভীমের যে লৌহমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাই আমি আপনার সম্মুখে রেখেছিলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে তাই আপনি ভীমসেনকে বধ করতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার পুত্রেরা বেঁচে উঠবেন না। আপনি বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, পুরাণ ও রাজধর্মও শুনেছেন, তবে স্বয়ং অপরাধী হয়ে এরূপ ক্রোধ করেন কেন? আপনি আমাদের উপদেশ শোনেননি, দুর্যোধনের বশে চলে বিপদে পড়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পুত্রস্নেহই আমাকে ধৈর্যচ্যুত করেছিল। আমার ক্রোধ এখন দূর হয়েছে, আমি মধ্যম পাণ্ডবকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করি। আমার পুত্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর পুত্রেরাই আমার স্নেহের পাত্র। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র ভীম প্রভৃতিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন।

৩। গান্ধারীর ক্রোধ

তার পর পঞ্চপাণ্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। পুত্রশোকার্তা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে দিব্যচক্ষুষ্মান মনোভাবজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তখনই উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, গান্ধারী, তুমি পাণ্ডবদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। অষ্টাদশ যুদ্ধের প্রতিদিনই দুর্যোধন তোমাকে বলত, মাতা, আমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমাকে আশীর্বাদ করুন। তুমি প্রতিদিনই পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুমি চিরদিন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডবরা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে পরিশেষে তুমুল যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই অধিক ধর্ম আছে। মনস্বিনী, তুমি পূর্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ করে পাণ্ডুপুত্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর।

গান্ধারী বললেন, ভগবান, আমি পাণ্ডবদের দোষ দিচ্ছি না, তাদের বিনাশও কামনা করি না; পুত্রশোকে আমার মন বিহ্বল হয়েছে। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ আর দুঃশাসনের অপরাধেই কৌরবগণের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষেই ভীম দুর্যোধনের নাভির নিম্নদেশে গদাপ্রহার করেছে, সে জন্যই আমার ক্রোধ বর্ধিত হয়েছে। যিনি বীর তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কী করে ধর্মত্যাগ করতে পারেন?

ভীম ভীত হয়ে সানুনয়ে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম যাই হোক, আমি ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পুত্রও পূর্বে অধর্ম অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করেছিলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঙ্গে কপটাচরণ করেছেন, সে জন্যই আমি অধর্ম করেছি। তিনি দ্যূতসভায় পাঞ্চালীকে কী বলেছিলেন তা আপনি জানেন; তার চেয়েও তিনি অন্যায় কার্য করেছিলেন— সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বাম উরু দেখিয়েছিলেন। রাজ্ঞী, দুর্যোধন নিহত হওয়ায় শত্রুতার অবসান হয়েছে, যুধিষ্ঠির রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্রোধও দূর হয়েছে।

গান্ধারী বললেন, বৃকোদর, তুমি দুঃশাসনের রুধির পান করে অতি গর্হিত অনার্যোচিত নিষ্ঠুর কর্ম করেছ। ভীম বললেন, রক্ত পান করা অনুচিত, নিজের রক্ত তো নয়ই। ভ্রাতার রক্ত নিজের রক্তেরই সমান। দুঃশাসনের রক্ত আমার দন্ত ও ওষ্ঠের নিচে নামেনি, শুধু আমার দুই হস্তই রক্তাক্ত হয়েছিল। যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাই আমি ক্ষত্রধর্মানুসারে পালন করেছি। আপনার পুত্রেরা যখন আমাদের অপকার করত তখন আপনি নিবারণ করেননি, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উচিত নয়।

গান্ধারী বললেন, বৎস, আমাদের শত পুত্রের একটিকেও অবশিষ্ট রাখলে না কেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টিস্বরূপ হত। তার পর গান্ধারী সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়? যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির, আমাকে অভিশাপ দিন। গান্ধারী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের জন্য যুধিষ্ঠির অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণবস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে যুধিষ্ঠিরের সুন্দর নখ কুৎসিত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অর্জুনও গান্ধারীর কাছে এলেন। অবশেষে গান্ধারী ক্রোধমুক্ত হয়ে মাতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায়

৪। গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন— কৃষ্ণকে অভিশাপ

ব্যাসের আজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরাদি কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে কৌরবনারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। রুদ্রের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই যুদ্ধভূমি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন।

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন করে রক্তাক্তদেহে শুয়ে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই যে, নারীরা নিহত পতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষ্মণজননী দুর্যোধনপত্নী মস্তকে করাঘাত করে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলুলায়িতকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক দেখে অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী পত্নী মাংসলোভী গৃধ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন। শ্বাপদগণ আমার পুত্র দুর্মুখের মুখমণ্ডলের অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাঁকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ অধিক শৌর্যশালী বলত সেই অভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদুহিতা বালিকা উত্তরা শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ করে বলছেন, বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হলে! ওই দেখ, মৎস্যরাজের কুলস্ত্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্নী জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতলে পড়ে গেছেন, শ্বাপদগণ কর্ণের দেহের অল্পই অবশিষ্ট রেখেছে। গৃধ্র ও শৃগালগণ সিন্ধুসৌবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দুঃশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা হা, ওই দেখ, দুঃশলা তার পতির মস্তক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে ঊর্ধ্বরেতা সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্নী কৃপী শোকে বিহ্বল হয়ে পতির সেবা করছেন, জটাধারী ব্রাহ্মণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে শকুনগণ বেষ্টন করে আছে, এই দুর্বুদ্ধিও অস্ত্রাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন!

তার পর গান্ধারী বললেন, মধুসূদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হতে দিলে? তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পতির শুশ্রূষা করে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি— তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার জ্ঞাতিগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছত্রিশ বৎসর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাত্যহীন পুত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশে নারীরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইরূপ হবে।

মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করে বললেন, দেবী, আপনি যা বললেন তা আমি জানি; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপনি অভিশাপ দিলেন। বৃষ্ণিবংশের সংহারকর্তা আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবের অবধ্য, তাঁরা পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উক্তি শুনে পাণ্ডবগণ উদ্‌বিগ্ন ও জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হলেন।

৫। মৃতসৎকার— কর্ণের জন্মরহস্যপ্রকাশ

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধৌম্য বিদুর সঞ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগুরুকাষ্ঠ ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য ক্ষৌমবসন কাষ্ঠ ভগ্নরথ ও বিবিধ অস্ত্র সংগ্রহ করে সযত্নে বহু চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিহত আত্মীয়বৃন্দ ও অন্যান্য শতসহস্র বীরগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করে যুধিষ্ঠিরাদি গঙ্গার তীরে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উষ্ণীষ খুলে ফেলে বীরপত্নীগণের সহিত তর্পণ করলেন।

সহসা শোকাকুল হয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রগণকে বললেন, অর্জুন যাঁকে বধ করেছেন, তোমরা যাঁকে সূতপুত্র এবং রাধার গর্ভজাত মনে করতে, সেই মহাধনুর্ধর বীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশ্যেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্যের ঔরসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারী হয়ে জন্মেছিলেন।

কর্ণের এই জন্মরহস্য শুনে পাণ্ডবগণ শোকাতুর হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, মাতা, যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা তাপিত হতাম, বস্ত্রাবৃত অগ্নির ন্যায় কেন আপনি তাঁকে গোপন করেছিলেন? কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়েছি। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যত দুঃখ পেয়েছি তার শতগুণ দুঃখ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করছি। আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হত না, এই কুরুকুলনাশক ঘোর যুদ্ধও হত না।

এইরূপ বিলাপ করে যুধিষ্ঠির কর্ণপত্নীগণের সহিত মিলিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন।

শান্তিপর্ব

রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায়

১। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদাদি

মৃতজনের তর্পণের পর পাণ্ডবগণ অশৌচমোচনের জন্য গঙ্গাতীরে এক মাস বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কুশলজিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে এবং কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের শৌর্যে পৃথিবী জয় করেছি, কিন্তু জ্ঞাতিক্ষয় এবং পুত্রদের নিধনের পর আমার এই জয়লাভ পরাজয়ের তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে, কর্ণ আমাদের ভ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন; কারণ, আমাদের মাতা তাঁকে বলেছিলেন। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করেননি। আমাদের সেই সহোদর ভ্রাতা অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দ্যূতসভায় আমাদের কটুবাক্য বলেছিলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননীর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমার ক্রোধ দূর হয়েছিল, কিন্তু সাদৃশ্যের কারণ তখন বুঝতে পারিনি।

দেবর্ষি নারদ কর্ণের জন্ম ও অস্ত্রশিক্ষার ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, কর্ণের বাহুবলের সাহায্যেই দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান করেন। দুর্যোধনের কাছ থেকে তিনি চম্পা নগরী পালনের ভার পেয়েছিলেন। পরশুরাম ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন, ভীষ্ম অপমানিত হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলেছিলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করেছিলেন। এইসকল কারণে এবং বাসুদেবের কূটনীতির ফলে কর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জন্য শোক করা অনুচিত।

কুন্তী কাতর হয়ে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি কর্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তাঁর জনক দিবাকরও স্বপ্নযোগে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তথাপি আমরা তোমার সঙ্গে কর্ণের মিলন ঘটাতে পারিনি। যুধিষ্ঠির বললেন, কর্ণের পরিচয় গোপন করে আপনি

আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। মহাতেজা যুধিষ্ঠির দুঃখিতমনে অভিশাপ দিলেন— স্ত্রীজাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না।

২। যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ

শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ক্ষত্রিয়াচার পৌরুষ ও ক্রোধকে ধিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আমদের জয় হয়নি, দুর্যোধনেরও জয় হয়নি; তাঁকে বধ করে আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে, কিন্তু আমি শোকে বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর; আমি নির্দ্বন্দ্ব নির্মম হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ করে তপস্যা করব, ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করব। বহু কাল পরে আমার প্রজ্ঞার উদয় হয়েছে, এখন আমি অব্যয় শাশ্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা করি।

অর্জুন অসহিষ্ণু হয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, আপনি অমানুষিক কর্ম সম্পন্ন করে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ করতে চান! যে ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রী তার রাজ্যভোগ কী করে হবে? আপনি রাজকুলে জন্মেছেন, সমগ্র বসুন্ধরা জয় করেছেন, এখন মূঢ়তার বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ করে বনে যেতে চাচ্ছেন! মহারাজ, অর্থ থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণযাত্রাও অসম্ভব হয়। দেবগণও তাঁদের জ্ঞাতি অসুরগণকে বধ করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাজা যদি অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কী করে ধর্মকার্য করবেন? এখন সর্বদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপনি কুপথে যাবেন না।

ভীম বললেন, মহারাজ, আপনি মন্দবুদ্ধি বেদপাঠক ব্রাহ্মণের ন্যায় কথা বলছেন। আপনি আলস্যে দিনযাপন করতে চান, তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ, বলশালী কৃতবিদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্লীবের বশে চলেছি। বনে গিয়ে মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবিকানির্বাহ হবে না।

নকুল-সহদেবও যুধিষ্ঠিরকে নানাপ্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তার পর দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শুষ্ককণ্ঠে অনেক কথা বললেন, কিন্তু তুমি উত্তর দিয়ে এঁদের আনন্দিত করছ না। এঁরা দেবতুল্য, এঁদের প্রত্যেকেই আমাকে সুখী করতে পারেন। পঞ্চেন্দ্রিয় যেমন মিলিত হয়ে শরীরের ক্রিয়া সম্পাদন করে, সেইরূপ আমার পঞ্চপতি কি আমাকে সুখী করতে পারেন না? ধর্মরাজ, তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার ভ্রাতারাও যদি উন্মত্ত না হতেন তবে তোমাকে বেঁধে রেখে রাজ্যশাসন করতেন। নৃপশ্রেষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ো না, পৃথিবী শাসন কর, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর।

অর্জুন পুনর্বার বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে, ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনষ্ট হয়। ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হোক, আপনি এই রাজ্য লাভ করেছেন, এখন শোক ত্যাগ করে ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শত্রুনাশ করুন।

ভীম বললেন, আপনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপতি, কাপুরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। পিতৃপিতামহের অনুসরণ করে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, আমরা এবং বাসুদেব আপনার কিঙ্কর রয়েছি।

যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাণীহিংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে উদরাগ্নি প্রশমিত কর। রাজারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সন্ন্যাসী অল্পে তুষ্ট হন। অর্জুন, দুইপ্রকার বেদবচন আছে— কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্ত্রই জান, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থীগণ সন্ন্যাস দ্বারাই পরমগতি লাভ করেন।

মহাতপা মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হল না। তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে আমি খেলা করেছি, সেই ভীষ্ম আমার জন্য নিপাতিত হয়েছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে আচার্য দ্রোণ বিনষ্ট হয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত করিয়েছি, আমার রাজ্যলোভের জন্যই বালক অভিমন্যু প্রাণ দিয়েছে, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিনষ্ট হয়েছে। আমি পৃথিবীনাশক পাপী, আমি ভোজন করব না, পান করব না, প্রায়োপবেশনে শরীর শুষ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনুমতি দিন, আমি এই কলেবর ত্যাগ করব।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, ধর্মপুত্র শোকার্ণবে মগ্ন হয়েছেন, তুমি এঁকে আশ্বাস দাও। যুধিষ্ঠিরের চন্দনচর্চিত পাষাণতুল্য বাহু ধারণ করে কৃষ্ণ বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শোক সংবরণ করুন, যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর ফিরে পাবেন না। সেই বীরগণ অস্ত্রপ্রহারে পূত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারেই ক্ষত্রিয়দের বিনষ্ট করেছ। যে লোক জেনে- শুনে পাপকর্ম করে এবং তার পর নির্লজ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু তুমি শুদ্ধস্বভাব, যা করেছ তা দুর্যোধনাদির দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং অনুতপ্তও হয়েছ। এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ; তুমি সেই যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হও।

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আমি রাজধর্ম, চতুর্বর্ণের ধর্ম, আপৎকালোচিত ধর্ম প্রভৃতি সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, তুমি যদি সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুরুপিতামহ ভীষ্মের কাছে যাও, তিনি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি জ্ঞাতিসংহার করেছি, ছল করে ভীষ্মকে নিপাতিত করেছি, এখন কোন্ মুখে তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মজিজ্ঞাসা করব?

কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপনি করুন। গ্রীষ্মকালের অন্তে লোকে যেমন মেঘের উপাসনা করে সেইরূপ আপনার প্রজারা, হতাবশিষ্ট রাজারা এবং কুরুজাঙ্গলবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের প্রজারা প্রার্থীরূপে আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপনি আমাদের সকলের প্রীতির নিমিত্ত লোকহিতে নিযুক্ত হোন।

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, ভ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য বহু লোকের অনুনয় শুনে মহাযশা যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ দূর হল, তিনি শান্তিলাভ করে নিজের কর্তব্য অবহিত হলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্তী করে এবং সুহৃদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমারোহ সহকারে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

৩। চার্বাকবধ— যুধিষ্ঠিরের অভিষেক

রাজভবনে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠির দেবতা ও সমবেত ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চনা করলেন। দুর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুর ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড ও জপমালা ধারণ করে সেখানে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণদের অনুমতি না নিয়েই সে যুধিষ্ঠিরকে বলল, কুন্তীপুত্র, এই দ্বিজগণ আমার মুখে তোমাকে বলছেন— তুমি জ্ঞাতিহন্তা কুনৃপতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গুরুজনদের হত্যা করে তোমার রাজ্যে কী প্রয়োজন? মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসন্ন হোন; আমার মরণ আসন্ন, আপনারা ধিক্‌কার দেবেন না।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ দুর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা করিনি, আপনার ভয় দূর হোক। তার পর সেই ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হুংকার করলেন, চার্বাক দগ্ধ হয়ে ভূপতিত হল।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট অভয়বর লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপী রাক্ষস দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা বললেন, ভবিষ্যতে এই রাক্ষস দুর্যোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহ্মণগণের অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপী চার্বাককে দগ্ধ করবেন। ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাতি ক্ষত্রিয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপনি শোক ও গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এখন কর্তব্য পালন করুন।

তার পর যুধিষ্ঠির হৃষ্টচিত্তে স্বর্ণময় পীঠে পূর্বমুখ হয়ে বসলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জুন দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। নকুল-সহদেবের সহিত কুন্তী এক স্বর্ণভূষিত গজদন্তের আসনে বসলেন। গান্ধারী যুযুৎসু ও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ নানাপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে পুরোহিত ধৌম্য একটি বেদির উপর ব্যাঘ্রচর্মাবৃত সর্বতোভদ্র নামক আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে বসিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ থেকে জল ঢেলে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করলেন, প্রজাবৃন্দসহ ধৃতরাষ্ট্রও জলসেক করলেন। পণব আনক ও দুন্দুভি বাজতে লাগল। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে স্বস্তি ও জয় উচ্চারণ করে রাজার প্রশংসা করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, কারণ সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা এবং পরমদেবতা, আমি এঁর সেবা করব; সে জন্য জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণধারণ করে আছি। সুহৃদ্‌গণ, যদি আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ থাকে তবে তোমরা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করবে। ইনি তোমাদের ও আমার অধিপতি, সমস্ত পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ এঁরই অধীন। আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো।

পুরবাসী ও জনপদবাসীদের বিদায় দিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তিনি বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহাদির ভার, সঞ্জয়কে কর্তব্য-অকর্তব্য ও আয়ব্যয় নিরূপণের ভার, নকুলকে সৈন্যগণের তত্ত্বাবধানের ভার, অর্জুনকে শত্রুরাজ্যের অবরোধ ও দুষ্টদমনের ভার, এবং পুরোহিত ধৌম্যকে দেবতাব্রাহ্মণাদির সেবার ভার দিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করে ধর্মরাজ বিদুর সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে বললেন, আমার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবহিত থাকবেন এবং পুরবাসী ও জনপদবাসীর কার্যও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন।

যুধিষ্ঠির নিহত যোদ্ধাদের ঔর্ধ্বদেহিক সকল কর্ম সম্পাদন করে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি এবং পতিপুত্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং শত্রুজয়ের পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্যোধনের ভবন, অর্জুনকে দুঃশাসনের ভবন, নকুলকে দুর্মর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দুর্মুখের ভবন দান করলেন। তিনি পুরোহিত ধৌম্য ও সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণকে বহু ধন দিলেন, ভৃত্য আশ্রিত অতিথি প্রভৃতিকে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্যের জন্য গুরুর উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদুর ও যুযুৎসুকেও সম্মানিত করলেন।

৪ । ভীষ্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি

একদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পীত কৌষেয় বস্ত্র পরে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কৌস্তুভ মণি ধারণ করে একটি বৃহৎ পর্যঙ্কে আসীন রয়েছেন। ধর্মরাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, কী আশ্চর্য, অমিতবিক্রম মাধব, তুমি ধ্যান করছ! ত্রিলোকের মঙ্গল তো? ভগবান, তুমি নিবাতনিষ্কম্প দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছ! যদি গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কারণ আমাকে বল।

ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন, সে জন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বর্গে গেলে পৃথিবী চন্দ্রহীন রাত্রির তুল্য হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবার আছে জিজ্ঞাসা করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবর্তী করে আমরা ভীষ্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যকিকে আদেশ দিলেন, আমার রথ সজ্জিত করতে বল।

এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে তাঁর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাবিষ্ট করে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। ব্যাস নারদ অসিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বৃহস্পতি শুক্র কপিল বাল্মীকি ভার্গব কশ্যপ প্রভৃতি ভীষ্মকে বেষ্টন করে রইলেন।

কৃষ্ণ, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যুযুৎসু এবং সঞ্জয় রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতী নদীর তীরে পবিত্র স্থানে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন, মুনিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কাতর হয়ে ভীষ্মকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তার পর কৃষ্ণ বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি যখন সুস্থদেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহস্র নারীতে পরিবৃত হলেও আপনাকে ঊর্ধ্বরেতা দেখেছি। আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে রোধ করে শরশয্যায় শুয়ে থাকতে পারে এমন আমরা শুনিনি। সর্বপ্রকার ধর্মের তত্ত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্যেষ্ঠপাণ্ডব জ্ঞাতিবধের জন্য সন্তপ্ত হয়েছেন, এঁর শোক আপনি দূর করুন। কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন[১] দিন অবশিষ্ট আছে, তার পরেই আপনি দেহত্যাগ করবেন। আপনি পরলোকে গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে; এই কারণে যুধিষ্ঠিরাদি আপনার কাছে ধর্মজিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।

---

১. মূলে আছে— 'পঞ্চাশতং ষট্‌ চ কুরুপ্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।' এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনুশাসনপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে ভীষ্ম তাঁর মৃত্যুর সময়ে বলেছেন তিনি আটান্ন দিন শরশয্যায় শুয়ে আছেন।

ভীষ্ম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, নারায়ণ, তোমার কথা শুনে আমি হর্ষে আপ্লুত হয়েছি। বাক্‌পতি, তোমার কাছে আমি কী বলব? সমস্ত বক্তব্যই তোমার বাক্যে নিহিত আছে। দুর্বলতার ফলে আমার বাক্‌শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, দিক আকাশ ও পৃথিবীর বোধও লোপ পেয়েছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জীবিত রয়েছি। কৃষ্ণ, তুমি শাশ্বত জগৎকর্তা, গুরু উপস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কী করে উপদেশ দেব?

কৃষ্ণ বললেন, গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, আমার বরে আপনার গ্লানি মোহ কষ্ট ক্ষুৎপিপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্ব জীবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, বিবিধ বাদ্য বেজে উঠল, অপ্সরারা গান করতে লাগল, সুখস্পর্শ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগামী দিবাকর যেন বন দগ্ধ করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহর্ষিগণ গাত্রোত্থান করলেন, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদিও ভীষ্মের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন।

৫। রাজধর্ম

পরদিন কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও সাত্যকি পুনর্বার ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রশ্ন করলে ভীষ্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্লান্তি গ্লানি সবই দূর হয়েছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আমি করতলস্থ ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখছি, সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়ছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শক্তিও আমি পেয়েছি। এখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন।

কৃষ্ণ বললেন, পূজনীয় গুরুজন ও আত্মীয়-বান্ধব বিনষ্ট করে ধর্মরাজ লজ্জিত হয়েছেন, অভিশাপের ভয়ে ইনি আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। ভীষ্ম বললেন, পিতা পিতামহ ভ্রাতা গুরু আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যদি অন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন যুধিষ্ঠির সম্মুখে গিয়ে ভীষ্মের চরণ ধারণ করলেন। ভীষ্ম আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, উপবিষ্ট হও, তুমি নির্ভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ধর্মজ্ঞরা বলেন যে, নৃপতির পক্ষে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবলম্বন। রশ্মি যেমন অশ্বকে, অঙ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেইরূপ রাজধর্ম সকল লোককে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আপনি এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন।

ভীষ্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করে আমি শাশ্বত ধর্ম বিবৃত করছি। কুরুশ্রেষ্ঠ, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি সর্বদা উদ্‌যোগী হয়ে কর্ম করবে,

পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিদ্ধ হয় না। তুমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছিদ্রগোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ, এবং মন্ত্রণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না। ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড দেবে না, গুরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গ উক্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে যাতে তারা অনুরক্ত থাকে। রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সর্বদা কঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন সূর্যের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ হবেন। গর্ভিণী যেমন নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ করে গর্ভেরই হিতসাধন করে, রাজাও সেইরূপ নিজের হিতচিন্তা না করে প্রজারই হিতসাধন করবেন। ভৃত্যের সঙ্গে অধিক পরিহাস করবে না; তাতে তারা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে এবং বঞ্চনার দ্বারা রাজকার্য নষ্ট করে, প্রতিরূপকের (জাল শাসনপত্রাদির) সাহায্যে রাজ্যকে জীর্ণ করে। তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, লোককে বলে বেড়ায়, 'আমরাই রাজাকে চালাচ্ছি।'

যুধিষ্ঠির, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে— অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও সৈন্য। যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, গুরু বা মিত্র হলেও তাকে বধ করতে হবে। রাজা কাকেও অত্যন্ত অবিশ্বাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধু লোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। যাঁর রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ। শুক্রাচার্য তাঁর রামচরিত আখ্যানে এই শ্লোকটি বলেছেন—

রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্যা কুতো ধনম্॥

— প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভার্যা আনবে, তার পর ধন আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভার্যা কী করে ধনই-বা কী করে থাকবে?

ভীষ্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃষ্ণ কৃপ সাত্যকি প্রভৃতি আনন্দিত হয়ে সাধু সাধু বললেন। যুধিষ্ঠির সজলনয়নে ভীষ্মের পাদস্পর্শ করে বললেন, পিতামহ, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসব।

৬। বেণ ও পৃথু রাজার কথা

পরদিন যুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বার ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্যাস প্রভৃতি ঋষি ও ভীষ্মকে অভিবাদনের পর যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, 'রাজা' শব্দের উৎপত্তি কী করে হল তা বলুন। রাজা কী প্রকারে পৃথিবী রক্ষা করেন? লোকে কেন তাঁর অনুগ্রহ চায়?

ভীষ্ম বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, সত্যযুগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপত্তি হয়, তা বলছি শোন। পুরাকালে রাজা ছিল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডার্হ লোকও ছিল না, প্রজারা

ধর্মানুসারে পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্রমশ মোহের বশে লোকের ধর্মজ্ঞান নষ্ট হল, বেদও লুপ্ত হল, তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একটি নীতিশাস্ত্র রচনা করে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষ বিষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত করলেন। এই শাস্ত্রে তিন বেদ, আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), বার্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি), দণ্ডনীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা এই পঞ্চ উপায়, সন্ধিবিগ্রহাদি, যুদ্ধ, দুর্গ, বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মানুষ অল্পায়ু, এই বুঝে মহাদেব সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পতি ও যোগাচার্য শুক্র ক্রমশ আরও সংক্ষিপ্ত করলেন।

দেবগণ প্রজাপতি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য তা বলুন। বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। বিরজার অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে কীর্তিমান কর্দম অনঙ্গ নীতিমান (বা অতিবল) ও বেণ। বেণ অধার্মিক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, সে জন্য ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন করলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ কদাকার দগ্ধকাষ্ঠতুল্য পুরুষ উৎপন্ন হল। ঋষিরা তাকে বললেন, 'নিষীদ'— উপবেশন কর। এই পুরুষ থেকে বনপর্বতবাসী নিষাদ ও ম্লেচ্ছ সকল উৎপন্ন হল। তার পর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলেন, তা থেকে ইন্দ্রের ন্যায় রূপবান একটি পুরুষ উৎপন্ন হলেন। ইনি ধনুর্বাণধারী, বেদ-বেদাঙ্গ-ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং দণ্ডনীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহর্ষিগণ এই বেণপুত্রকে বললেন, তুমি নিজের প্রিয়-অপ্রিয় এবং কাম ক্রোধ লোভ মান ত্যাগ করে সর্বজীবের প্রতি সমদর্শী হবে এবং ধর্মভ্রষ্ট মানুষকে দণ্ড দেবে; তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, কায়মনোবাক্যে বেদনির্দিষ্ট ও দণ্ডনীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, দ্বিজগণকে দণ্ড দেবে না এবং বর্ণসংকরদোষ নিবারণ করবে। বেণপুত্র প্রতিজ্ঞা করলে শুক্রাচার্য তাঁর পুরোহিত হলেন, বালখিল্য প্রভৃতি মুনিরা তাঁর মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন।

এই বেণপুত্র পৃথু বিষ্ণু থেকে অষ্টম পুরুষ। পূর্বোৎপন্ন সূত ও মাগধ নামক দুই ব্যক্তি পৃথুর স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথু সূতকে অনূপ-দেশ (কোনও জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপৃষ্ঠ অসমতল ছিল, পৃথু তা সমতল করলেন। বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণ পৃথুকে পৃথিবীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথুর রাজত্বকালে জরা দুর্ভিক্ষ ব্যাধি তস্কর প্রভৃতির ভয় ছিল না, তিনি পৃথিবী দোহন করে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ অভীষ্ট বস্তু উৎপাদন করেছিলেন। ধর্মপরায়ণ পৃথু প্রজারঞ্জন করতেন, সে জন্য 'রাজা', এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত (বিনাশ বা ক্ষতি) থেকে ত্রাণ করতেন সে জন্য 'ক্ষত্রিয়' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে মেদিনী ধর্মের জন্য প্রথিত (খ্যাত) হয়েছিলেন সে জন্যই 'পৃথিবী' নাম। পৃথুর রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যুধিষ্ঠির, স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মার যখন পুণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয় তখন তিনি দণ্ডনীতিবিশারদ এবং বিষ্ণুর মহত্ত্বযুক্ত হয়ে পৃথিবীতে রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, নরদেব (রাজা) দেবতারই সমান।

৭। বর্ণাশ্রমধর্ম— চরনিয়োগ— শুল্ক

ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম ইন্দ্রিয়দমন বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দান যজন বেদাধ্যয়ন প্রজাপালন ও দুষ্টের দমন; তিনি যাজন ও অধ্যাপন করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদুপায়ে ধনসঞ্চয়, এবং পিতার ন্যায় পশুপালন। প্রজাপতি শূদ্রকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন, তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের ধর্ম। শূদ্র ধনসঞ্চয় করবে না, কারণ নীচ লোকে ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণির লোককে বশীভূত করে; কিন্তু ধার্মিক শূদ্র রাজার অনুমতিতে ধনসঞ্চয় করতে পারে। শূদ্রের বেদে অধিকার নেই, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞই শূদ্রের যজ্ঞ।

ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য— ব্রাহ্মণের এই চার আশ্রম। মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ চতুরাশ্রমের সবগুলো গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্মভ্রষ্ট তিনি বেদচর্চা করুন বা না করুন, তাঁকে শূদ্রের ন্যায় ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে খেতে দেবে এবং দেবকার্যে বর্জন করবে। যে শূদ্র তার কর্তব্যকর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক হয়েছে, সে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সদাচারী হয় তবে রাজার অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে।

যুধিষ্ঠির, সমস্ত জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হয় সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান, তার দ্বারা চতুর্বর্ণ পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই রাজধর্মের আশ্রয়ে থাকে। রাজা যদি দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দুর্বল মৎস্যকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ প্রবল লোকে দুর্বলের ওপর পীড়ন করবে। রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না।

রাজা প্রথমেই ইন্দ্রিয় জয় করে আত্মজয়ী হবেন, তার পর শত্রুজয় করবেন; যারা জড় অন্ধ বা বধিরের ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সইতে পারে, এমন বিচক্ষণ লোককে পরীক্ষার পর গুপ্তচর করবেন। অমাত্য মিত্র রাজপুত্র ও সামন্তরাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গুপ্তচর রাখবেন। এই চরেরা যেন পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তারা কী করছে তা দেখবার জন্য অপর লোক নিযুক্ত করতে হবে। যাঁরা সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক নিযুক্ত করবেন। খনি, লবণ-উৎপাদন, পার-ঘাট, ধৃত ধন্য হস্তী এবং অন্যান্য বিষয়ের শুল্ক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শত্রু আক্রমণ করলে রাজা দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুর্গের মধ্যে আনা অসম্ভব হলে ক্ষেত্রের শস্য পুড়িয়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভেঙে ফেলবেন, পানীয় জল অপসৃত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন।

মহর্ষি কশ্যপ পুরূরবাকে বলেছিলেন, পাপী লোকে যখন স্ত্রীহত্যা ও ব্রাহ্মণহত্যা করেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজার ভয় উপস্থিত হয়। লোকে

অত্যন্ত পাপ করলে রুদ্রদেব উৎপন্ন হন, তিনি সাধু অসাধু সকলকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হৃদয়েই থাকেন এবং ইনিই নিজের ও পরের দেহ বিনষ্ট করেন।

তস্কর যদি প্রজার ধন হরণ করে এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, তবে সেই অক্ষম রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার ক্ষতি পূরণ করবেন। ধর্মরাজ, তুমি যদি সর্বদাই মৃদুস্বভাব, অতিসৎ, অতিধার্মিক, ক্লীবতুল্য উদ্যমহীন ও দয়ালু হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না।

৮। রাজার মিত্র— দণ্ডবিধি— রাজকর— যুদ্ধনীতি

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। রাজার সচিব কী প্রকার হবেন? কী প্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস করবেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজার মিত্র চতুর্বিধ।— সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান), ভজমান (অনুগত), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রিম (অর্থ দ্বারা বশীভূত)। এ ভিন্ন রাজার পঞ্চম মিত্র— ধর্মাত্মা; তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই সহায় হন, সংশয়স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম দুই-ই অবলম্বন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মবিরুদ্ধ তা ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট প্রকাশ করবেন না। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দু জন আশঙ্কার পাত্র। একই কার্যের জন্য দু-তিন জনকে মন্ত্রী করা উচিত নয়, তাঁরা পরস্পরকে সইতে পারবেন না।

কোনও রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যিনি লজ্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবক্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার যোগ্য। সদ্‌বংশজাত বুদ্ধিমান রূপবান চতুর ও অনুরক্ত লোককে তোমার পরিজন নিযুক্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড করবে এবং নির্ধনকে কারাদণ্ড দেবে। দুর্বৃত্তগণকে প্রহার করে দমন করবে এবং সজ্জনকে মিষ্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা সকলেরই বিশ্বাস জন্মাবেন, কিন্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস করবেন না, পুত্রকেও নয়।

রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রয়ে নগর স্থাপন করবেন— মরুদুর্গ মহীদুর্গ গিরিদুর্গ মনুষ্যদুর্গ মৃদ্‌দুর্গ ও বনদুর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি, তাঁর উপরে বিশ গ্রামের, শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক এক জন অধিপতি থাকবেন। এঁরা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন। রাজা নানাবিধ কর আদায় করবেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করবেন না। ইঁদুর যেমন ধারালো দাঁত দিয়ে ঘুমন্ত লোকের পায়ের মাংস কুরে কুরে খায়, পা

নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা সেইরূপ প্রজার কাছ থেকে ধীরে ধীরে কর আদায় করবেন। যদি শত্রুর আক্রমণের ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, 'তোমাদের রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি, ভয় দূর হলে এই ধন ফিরিয়ে দেব; শত্রু যদি তোমাদের ধন কেড়ে নেয় তবে তা আর ফিরে পাবে না। তোমরা স্ত্রীপুত্রের জন্যই ধনসঞ্চয় করে থাক, কিন্তু সেই স্ত্রীপুত্রই এখন বিনষ্ট হতে বসেছে; আপৎকালে ধনের মায়া করা উচিত নয়।'

ক্ষত্রিয় রাজা বর্মহীন বিপক্ষকে আক্রমণ করবেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার সঙ্গে শঠতার দ্বারা এবং ধার্মিক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবেন। ভীত বা বিজিত লোককে প্রহার করা উচিত নয়। বিষলিপ্ত বাণ বর্জনীয়, অসৎ লোকেই এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করে। যার অস্ত্র ভগ্ন হয়েছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে শরণাগত হয়েছে, তাকে বধ করবে না। আহত শত্রুর চিকিৎসা করবে অথবা তাকে নিজের গৃহে পাঠাবে। চিকিৎসার পর ক্ষত সেরে গেলে শত্রুদের মুক্তি দেবে।

চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসজ্জা করা প্রশস্ত; তখন শস্য পক্ব হয়, অধিক শীত বা গ্রীষ্ম থাকে না। বিপক্ষ বিপদ্গ্রস্ত হলে অন্য সময়েও সৈন্যসজ্জা করা যেতে পারে। বৃষ্টিহীন কালে রথাশ্ববহুল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাতি ও হস্তীবহুল সৈন্য প্রশস্ত। যদি শান্তিস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হলেই যুদ্ধ বিধেয়। যুদ্ধকালে রাজা বললেন, 'আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয়, আহা, সকলেই বাঁচতে চায়।' শত্রুর সমক্ষে এইরূপ বলে রাজা গোপনে নিজের যোদ্ধাদের প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হন্তা উভয়েরই সম্মান হবে।

যুধিষ্ঠির, আত্মকলহের ফলে গণভেদ[1] ও বংশনাশ হয়, রাজ্যের মূল উচ্ছিন্ন হয়, সে জন্য তার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। এই আভ্যন্তরিক ভয়ের তুলনায় বাহ্য শত্রুর ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবদ্ধতাই রাজ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

৯। পিতা মাতা ও গুরু— ব্যবহার— রাজকোষ

ভীষ্ম বললেন, পিতা মাতা ও গুরুর সেবাই পরম ধর্ম। দশ জন শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, দশ পিতা বা সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার মতে পিতা মাতা অপেক্ষাও গুরু শ্রেষ্ঠ। মানুষের নশ্বর দেহ পিতা-মাতা হতে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্যের উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর অমর।

যুধিষ্ঠির, ক্রোধাবিষ্ট লোক যদি টিট্টিভ পক্ষীর ন্যায় কর্কশ বাক্য বলে তবে তা গ্রাহ্য করবে না। যে পুরুষাধম নিন্দিত কর্ম করে আত্মপ্রশংসা করে তাকেও উপেক্ষা করবে।

---

১. স্বপক্ষের মধ্যে ঐক্যের অভাব।

দুষ্ট খলের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। মনু বলেছেন, যার দ্বারা প্রিয় বা অপ্রিয় সকল লোকের প্রতিই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োগ করে প্রজাপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দণ্ডের ভয়েই লোকে পরস্পরের হানি থেকে বিরত থাকে। সম্যকরূপে ধর্মের নির্ধারণকেই ব্যবহার (আইন) বলে। বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে একজন বিশ্বাস উৎপাদন করে জয়ী হয়, অপর জন দণ্ডলাভ করে; এই ব্যবহারশাস্ত্র রাজাদের জানা বিশেষ আবশ্যক। ব্যবহার দ্বারা যা নির্ধারিত হয় তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সৎপথ। যে রাজা ধর্মনিষ্ঠ তাঁর দৃষ্টিতে মাতা পিতা ভ্রাতা ভার্যা পুরোহিত কেউ দণ্ডের বহির্ভূত নন।

রাজকোষ যদি ক্ষয় পায় তবে রাজার বলক্ষয় হয়। আপৎকালে অধর্মও ধর্মতুল্য হয় এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহ্মণ অযাজ্য লোকেরও যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন। সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজা আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও তপস্বী ভিন্ন অন্যের ধন সবলে গ্রহণ করতে পারেন। অরণ্যচারী মুনি ভিন্ন আর কেউ হিংসা বর্জন করে জীবিকানির্বাহ করতে পারে না। ধনবান লোকের অপ্রাপ্য কিছু নেই, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হন।

আপদ্‌ধর্মপর্বাধ্যায়

১০। আপদ্‌গ্রস্ত রাজা— তিন মৎস্যের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, যে রাজা অলস ও দুর্বল, যাঁর ধনাগার শূন্য, মন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশীভূত হয়েছে, তিনি অন্য রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হলে কী করবেন?

ভীষ্ম বললেন, বিপক্ষ রাজা যদি ধার্মিক ও শুদ্ধস্বভাব হন তবে শীঘ্র সন্ধি করা উচিত। সন্ধি অসম্ভব হলে যুদ্ধই কর্তব্য। সৈন্য যদি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট থাকে তবে অল্প সৈন্যেও পৃথিবী জয় করা যায়। যদি যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব হয় তবে রাজা দুর্গ ত্যাগ করে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপযুক্ত মন্ত্রণা করে পুনর্বার নিজ রাজ্য অধিকার করবেন।

শাস্ত্রে আছে, আপদ্‌গ্রস্ত রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য থেকে ধনসংগ্রহ করবেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডার্হ লোকের ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যদি পরস্পরের নামে অভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও পুরস্কার দেবেন না, তিরস্কারও করবেন না। কেবল সদুপায়ে বা কেবল নিষ্ঠুর উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবর্তী উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহীন রাজাকে অবজ্ঞা করে। বস্ত্র যেমন নারীর লজ্জা আবরণ করে, ধনও সেইরূপ রাজার সকল দোষ আবরণ করে। রাজা সর্বতোভাবে নিজের উন্নতির চেষ্টা করবেন, বরং ভগ্ন হবেন কিন্তু

কখনও নত হবেন না। দস্যুরা যদি মর্যাদাযুক্ত (ভদ্রভাবাপন্ন) হয় তবে তাদের উচ্ছিন্ন না করে বশীভূত করাই উচিত। ক্ষত্রিয় রাজা দস্যু ও নিষ্ক্রিয় লোকের ধন হরণ করতে পারেন। যিনি অসাধু লোকের অর্থ নিয়ে সাধুদের পালন করেন তিনিই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ।

যুধিষ্ঠির, কার্যাকার্যনির্ধারণ সম্বন্ধে আমি একটি উত্তম উপাখ্যান বলছি শোন।— কোনও জলাশয়ে তিনটি শকুল (শোল) মৎস্য বাস করত, তাদের নাম অনাগতবিধাতা[১], প্রত্যুৎপন্নমতি[২] ও দীর্ঘসূত্র[৩]। একদিন জেলেরা মাছ ধরবার জন্য সেই জলাশয় থেকে জল বার করে ফেলতে লাগল। ক্রমশ জল কমছে দেখে দীর্ঘদর্শী অনাগতবিধাতা তার দুই বন্ধুকে বলল, জলচরদের বিপদ উপস্থিত হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযুক্ত উপায়ে অনাগত অনিষ্টের প্রতিবিধান করে সে বিপন্ন হয় না। দীর্ঘসূত্র বলল, তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু কোনও বিষয়ে ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যুৎপন্নমতি বলল, কার্যকাল উপস্থিত হলে আমি কর্তব্যে অবহেলা করি না। তখন অনাগতবিধাতা জলস্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বেরিয়ে গেলে জেলেরা নানা উপায়ে সমস্ত মাছ ধরতে লাগল, অন্য মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্র এবং প্রত্যুৎপন্নমতিও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দড়ি দিয়ে গাঁথছিল তখন প্রত্যুৎপন্নমতি দড়ি কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবল তাকেও গাঁথা হয়েছে। তার পর জেলেরা দড়িতে গাঁথা সমস্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধুতে লাগল, সেই সুযোগে প্রত্যুৎপন্নমতি পালিয়ে গেল। মন্দবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হল।

যুধিষ্ঠির, যে লোক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে না, সে দীর্ঘসূত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে করে পূর্বেই প্রস্তুত না হয়, সে প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে। অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি উভয়েই সুখী হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হয়। যাঁরা বিচার করে যুক্তি অনুসারে কার্যসম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ করেন।

১১। মার্জার-মূষিক-সংবাদ

ভীষ্ম বললেন, অবস্থাভেদে অমিত্রও মিত্র হয়, মিত্রও অমিত্র হয়; দেশ কাল বিবেচনা করে স্থির করতে হয় কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিরোধ করা উচিত। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সঙ্গে চেষ্টা করে সন্ধি করা উচিত, এবং প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি

---

১. যে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে।

২. যে পূর্বে প্রস্তুত না থেকেও কার্যকালে বুদ্ধি খাটিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

৩. যে কাজ করতে দেরি করে, অলস।

করা বিধেয়। যিনি স্বার্থ বিচার করে উপযুক্ত কালে অমিত্রের সঙ্গে সন্ধি এবং মিত্রের সঙ্গে বিরোধ করেন তিনি মহৎ ফল লাভ করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলছি, শোন।—

কোনও মহারণ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মূষিক সেই বটবৃক্ষের মূলে শতদ্বার গর্ত নির্মাণ করে তাতে বাস করত। লোমশ নামে এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষীদের ভক্ষণ করত। এক চণ্ডাল পশুপক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নিচে ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন লোমশ সতর্কতা সত্ত্বেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশত্রু বিড়াল আবদ্ধ হলে মূষিক নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগল। সে দেখল, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে; তখন সে মনে মনে বিড়ালকে উপহাস করে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে লাগল। সেই সময়ে এক নকুল (বেজি) এবং এক পেচকও সেখানে উপস্থিত হল। মূষিক ভাবল, এখন আমার তিন শত্রু সমাগত হয়েছে, আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মূঢ় বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার সঙ্গে সন্ধি করবে। মূষিক বলল, ওহে মার্জার, তুমি জীবিত আছ তো? ভয় নেই, তুমি রক্ষা পাবে; যদি আমাকে আক্রমণ না কর তবে আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আমিও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আর পেচক লোলুপ হয়ে আমাকে দেখছে। তুমি আর আমি বহুকাল এই বটবৃক্ষের আশ্রয়ে বাস করছি, তুমি শাখায় থাক, আমি মূলদেশে থাকি। যে কাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাকে কেউ বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমার আর আমার মধ্যে প্রণয় হোক, তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে রক্ষা করব।

বৈদূর্যলোচন মার্জার মূষিককে বলল, সৌম্য, তোমার কল্যাণ হোক। যদি উদ্ধারের উপায় জান তবে আর বিলম্ব করো না, তুমি আর আমি দু জনেই বিপদাপন্ন, অতএব আমাদের সন্ধি হোক। মুক্তি পেলে আমি তোমার উপকার ভুলব না। আমি মান বিসর্জন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হলাম।

মূষিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হল, তখন নকুল ও পেচক হতাশ হয়ে চলে গেল। মূষিক ধীরে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল। বিড়াল বলল, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আমি যদি পূর্বে কোনও অপরাধ করে থাকি তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসন্ন হও। মূষিক উত্তর দিল, সখা, আমি সময়জ্ঞ। যদি অসময়ে তোমাকে বন্ধনমুক্ত করি তবে আমি তোমার কবলে পড়ব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলেছি, কেবল একটি অবশিষ্ট রেখেছি; চণ্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি ত্রস্ত হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও গর্তে প্রবেশ করব।

রাত্রি প্রভাত হলে বিকটমূর্তি চণ্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপস্থিত হল। মূষিক তখনই বিড়ালকে বন্ধনমুক্ত করল, বিড়াল বৃক্ষশাখায় এবং মূষিক তার গর্তে গেল। চণ্ডাল হতাশ হয়ে চলে গেল। ভয়মুক্ত হয়ে বিড়াল মূষিককে বলল, সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বিপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে

আমার সঙ্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধুগণ সকলেই তোমার সম্মান করবে। তুমি বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও।

তখন সেই পলিত নামক মূষিক বলল, হে লোমশ, মিত্রতা ও শত্রুতা স্থির থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শত্রু হয়; স্বার্থই বলবান। যে কারণে আমাদের সৌহার্দ হয়েছিল সেই কারণ আর নেই। এখন কী জন্য আমি তোমার প্রিয় হতে পারি? তুমি আমার শত্রু ছিলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিত্র হয়েছিলে, এখন আবার শত্রু হয়েছ। আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার এখন অন্য কর্তব্য নেই। তোমার ভার্যা আর পুত্রেরাই-বা আমাকে নিষ্কৃতি দেবে কেন? সখা, তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হোক। যদি কৃতজ্ঞ হতে চাও তবে আমি যখন অসতর্ক থাকব তখন আমার অনুসরণ করো না, তা হলেই সৌহার্দ রক্ষা হবে।

উপাখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, সেই মূষিক দুর্বল হলেও একাকী বুদ্ধিবলে বহু শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। যারা পূর্বে শত্রুতা করে আবার মৈত্রীর চেষ্টা করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে যে অধিক বুদ্ধিমান সে অন্যকে বঞ্চনা করে, যে নির্বোধ সে বঞ্চিত হয়।

১২। বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল-সংবাদ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে বঞ্চনা করে, অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাব হয়, জীবিকার সমস্ত উপায় দস্যুর হস্তগত হয়, সেই আপৎকালে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি, শোন।—

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছিল। কৃষি ও গোরক্ষা অসম্ভব হল, চোর এবং রাজাদের উৎপীড়নে গ্রাম নগর জনশূন্য হল, গবাদিপশু নষ্ট হয়ে গেল, মানুষ ক্ষুধিত হয়ে পরস্পরের মাংস খেতে লাগল। সেই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্ত্রীপুত্রকে কোনও জনপদে ফেলে রেখে ক্ষুধার্ত হয়ে নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একদিন তিনি চণ্ডালবসতিতে এসে দেখলেন, ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম, শূকর ও গর্দভের অস্থি, এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্র চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুক্কুট ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চণ্ডালরা কলহ করছে। বিশ্বামিত্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; তখন তিনি দুর্বলতায় অবসন্ন হয়ে ভূপতিত হলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের গৃহে সদ্যোনিহত কুক্কুরের মাংস রয়েছে। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, প্রাণরক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রাত্রিকালে চণ্ডালরা নিদ্রিত হলে বিশ্বামিত্র কুটিরে প্রবেশ করলেন। সেই কুটিরস্থ চণ্ডাল জাগরিত হয়ে বলল, কে তুমি মাংস চুরি করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না।

বিশ্বামিত্র উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললেন, আমি বিশ্বামিত্র, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে তোমার কুক্কুরের জঘনমাংস হরণ করতে এসেছি। আমার বেদজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, আমি খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আমি চৌর্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। অগ্নি যেমন সর্বভুক, আমাকেও এখন সেইরূপ জেনো।

চণ্ডাল সসম্ভ্রমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, মহর্ষি, এমন কার্য করবেন না যাতে আপনার ধর্মহানি হয়। পণ্ডিতদের মতে কুক্কুর শৃগালেরও অধম, আবার তার জঘনের মাংস অন্য অঙ্গের মাংস অপেক্ষা অপবিত্র। আপনি ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য, প্রাণরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, আমার অন্য উপায় নেই। প্রাণরক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেয়, সবল হয়ে ধর্মাচরণ করলেই চলবে। বেদরূপ অগ্নি আমার বল, তারই প্রভাবে আমি অভক্ষ্য মাংস খেয়ে ক্ষুধাশান্তি করব। চণ্ডাল বলল, এই কুক্কুরমাংসে আয়ুর্বৃদ্ধি হয় না, প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পঞ্চনখ প্রাণীর মধ্যে শশকাদি পঞ্চ পশুই দ্বিজাতির ভক্ষ্য, অতএব আপনি অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অথবা ক্ষুধার বেগ দমন করে ধর্মরক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন আমার পক্ষে মৃগমাংস আর কুক্কুরমাংস সমান। আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসৎ কার্য করলেও আমি চণ্ডাল হয়ে যাব না। চণ্ডাল বলল, ব্রাহ্মণ কুকর্ম করলে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এজন্য আমি আপনাকে নিবারণ করছি। নীচ চণ্ডালের গৃহ থেকে কুক্কুরমাংস হরণ করলে আপনার চরিত্র দূষিত হবে, আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। বিশ্বামিত্র বললেন, ভেকের চিৎকার শুনে বৃষ জলপানে বিরত হয় না; তোমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই।

বিশ্বামিত্র চণ্ডালের কোনও আপত্তি মানলেন না, মাংস নিয়ে বনে চলে গেলেন। আগে দেবগণকে তৃপ্ত করে তার পর সপরিবারে মাংস ভোজন করবেন এই স্থির করে তিনি যথাবিধি অগ্নি আহরণ ও চরু[1] পাক করে দেবগণ ও পিতৃগণকে আহ্বান করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ করে ওষধি ও প্রজাগণকে সঞ্জীবিত করলেন। বিশ্বামিত্রের পাপ নষ্ট হল, তিনি পরমগতি লাভ করলেন।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, চরুর আস্বাদ না নিয়েই বিশ্বামিত্র দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করেছিলেন। বিপদাপন্ন হলে বিদ্বান লোকের যে কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত; জীবিত থাকলে তিনি বহু পুণ্য অর্জন ও শুভলাভ করতে পারবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে অশ্রদ্ধেয় ঘোর কর্ম কর্তব্য বলে নির্দেশ করলেন তা শুনে আমি বিষাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছি, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল হচ্ছে। আপনার কথিত ধর্মে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে বেদাদি শাস্ত্র থেকে উপদেশ দিচ্ছি না, পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবলে আপৎকালের কর্তব্য নির্ণয় করেছেন। ধর্মের কেবল এক

১. হব্য। এখানে কুকুরের মাংস।

অংশ আশ্রয় করা উচিত নয়, রাজধর্মের বহু শাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শুক্রাচার্য বলেছেন, আপৎকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিষ্ট লোকের পালনই ধর্ম।

১৩। খড়্গের উৎপত্তি

খড়্গযুদ্ধবিশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য হয়, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রশংসার যোগ্য। খড়্গধারী বীর ধনুর্ধর ও গদাশক্তিধর শত্রুগণকে বাধা দিতে পারেন। আপনার মতে কোন্ অস্ত্র উৎকৃষ্ট? কে খড়্গ উদ্ভাবন করেছিলেন?

ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ বিরোচন বলি প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণ অধর্মরত হয়েছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণের সঙ্গে হিমালয়শৃঙ্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন থেকে এক আশ্চর্য ভূত উত্থিত হল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুল্য, দন্তসকল তীক্ষ্ণ, উদর কৃশ, দেহ অতি উন্নত। এই দুর্ধর্ষ অমিতেতেজা ভূতের উত্থানে বসুন্ধরা বিচলিত এবং মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হল, উল্কাপাত এবং নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল। ব্রহ্মা বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমি অসি নামক এই বীর্যবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল্য ভীষণ খরধার নির্মল নিস্ত্রিংশ[১] রূপে প্রকাশিত হল। ব্রহ্মা সেই অধর্মনিবারক তীক্ষ্ণ অস্ত্র ভগবান রুদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়্গের আঘাতে সমস্ত দানব বিনষ্ট করলেন এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন করে মঙ্গলময় শিবরূপ ধারণ করলেন। তার পর তিনি সেই রুধিরাক্ত অসি ধর্মপালক বিষ্ণুকে দিলেন। বিষ্ণুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে মরীচি, মহর্ষিগণ, ইন্দ্র, লোকপালগণ, সূর্যপুত্র মনু, মনুর পুত্র ক্ষুপ, তার পর ইক্ষ্বাকু পুরূরবা প্রভৃতি, তার পর ভরদ্বাজ, দ্রোণ, এবং পরিশেষে কৃপাচার্য সেই অস্ত্র পেয়েছিলেন। কৃপের কাছ থেকে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সেই পরম অসি লাভ করেছ। মাদ্রীপুত্র, সকল প্রহরণের মধ্যে খড়্গই প্রধান। ধনুর উদ্ভাবক বেণপুত্র পৃথু, যিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং পৃথিবী দোহন করে বহু শস্য উৎপাদন করেছিলেন; অতএব ধনুও আদরণীয়। যুদ্ধবিশারদ বীরগণের সর্বদা অসির পূজা করা উচিত।

১৪। কৃতঘ্ন গৌতমের উপাখ্যান

ভীষ্মের কথা শেষ হলে যুধিষ্ঠির গৃহে গেলেন এবং বিদুর ও ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ করলেন। পরদিন তাঁরা পুনর্বার ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন।

---

১. যে খড়্গ লম্বায় ত্রিশ আঙুলের বেশি।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কী প্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পরম প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, হিতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সুহৃৎ দুর্লভ। ভীষ্ম বললেন, যারা লোভী ক্রূর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গুরুপত্নীধর্ষক বন্ধুপরিত্যাগী নির্লজ্জ নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সুরাপায়ী প্রাণীহিংসাপরায়ণ কৃতঘ্ন এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত নয়। যাঁরা সৎকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গুণবান অলোভী কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ও জনসমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য। যাঁরা কষ্টস্বীকার করেও সুহৃদের কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সুহৃদ্‌গণের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত থাকেন। কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক নরাধমগণ সকলেরই বর্জনীয়। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি, শোন।—

গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্যুর গৃহে এসেছিলেন। দস্যু তাঁকে নতুন বস্ত্র এবং একটি বিধবা যুবতী দান করল। গৌতম দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দয় হলেন। কিছুকাল পরে এক শুদ্ধস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে এলেন; ইনি গৌতমের স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনুর্বাণ এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরাক্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশূন্য, অভাবে পড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, কাল আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। দয়ালু ব্রাহ্মণ সম্মত হয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না।

পরদিন ব্রাহ্মণ চলে গেলে গৌতমও সাগরের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি একদল বণিকের সঙ্গ নিলেন। কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহু বণিক বিনষ্ট হল, গৌতম একাকীই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক সুরম্য সমতল প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তার পাদদেশে সুখে নিদ্রা গেলেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহ্মার প্রিয় সখা কশ্যপপুত্র পক্ষীশ্রেষ্ঠ নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকরাজ ব্রহ্মলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাজধর্মা গৌতমকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে অতিথি হয়েছেন, আজ এখানেই রাত্রিযাপন করুন।

রাজধর্মা গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। গৌতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মা পরদিন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি এই পথ দিয়ে যান, তিন যোজন দূরে আমার সখা বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে দেখতে পাবেন; তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

বিরূপাক্ষ গৌতমকে সসম্মানে গ্রহণ করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বিরূপাক্ষ বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্ গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, ভয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; আমি এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষণ্ণ হয়ে ভাবলেন, ইনি কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ। যাই হোক, আমার সুহৃৎ মহাত্মা বকরাজ এঁকে পাঠিয়েছেন, অতএব এঁকে আমি তুষ্ট করব। আজ কার্তিকী পূর্ণিমা, সহস্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে এঁকেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব।

ব্রাহ্মণভোজনের পর বিরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপাত্র এবং প্রচুর ধনরত্ন দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের ভার কষ্টে বহন করে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পূর্বোক্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন। মিত্রবৎসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মা পক্ষ দ্বারা বীজন করে গৌতমের শ্রান্তি দূর করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, আমি অনেক সুবর্ণ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটবৃক্ষের নিকটে অগ্নি জ্বেলে তারই নিকটে নিজের ও গৌতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রিকালে দুরাত্মা গৌতম রাজধর্মাকে বধ করলেন এবং তাঁর পক্ব মাংস ও সুবর্ণভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন।

পরদিন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, আজ আমি রাজধর্মাকে দেখিনি, তিনি প্রতিদিন প্রভাতকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করতে যান, আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দুরাচার গৌতম তাঁর কাছে গেছে সে জন্য আমি উদ্‌বিগ্ন হয়েছি। বিরূপাক্ষের পুত্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মার অস্থি দেখতে পেলেন। তার পর তিনি দ্রুতবেগে গিয়ে গৌতমকে ধরে ফেললেন এবং তাঁকে মেরুব্রজ নগরে বিরূপাক্ষের কাছে নিয়ে গেলেন। রাজধর্মার মৃতদেহ দেখে সকলেই কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিরূপাক্ষ বললেন, এই পাপাত্মা গৌতমকে এখনই বধ কর, এর মাংস রাক্ষসরা খাক। রাক্ষসরা বিনীত হয়ে বলল, মহারাজ, একে দস্যুর হাতে দিন, এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না। বিরূপাক্ষের আদেশে রাক্ষসরা গৌতমকে খণ্ড খণ্ড করে দস্যুদের দিল, কিন্তু দস্যুরাও খেতে চাইল না। মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন নৃশংস লোক কীটেরও অভক্ষ্য।

বিরূপাক্ষ যথাবিধি রাজধর্মার প্রেতকার্য করলেন। সেই সময়ে দক্ষকন্যা পয়স্বিনী সুরভি ঊর্ধ্বে আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুখ থেকে দুগ্ধফেন নিঃসৃত হয়ে চিতার উপর পড়ল। বকরাজ রাজধর্মা পুনর্জীবিত হলেন। তখন ইন্দ্র এসে বললেন, পুরাকালে রাজধর্মা একবার ব্রহ্মার সভায় যাননি; ব্রহ্মা রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মার নিধন হয়েছিল।

রাজধর্মা ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, যদি আমার উপর দয়া থাকে তবে আমার প্রিয় সখা গৌতমকে পুনর্জীবিত করুন। গৌতম জীবন লাভ করলে রাজধর্মা তাঁকে আলিঙ্গন করে ধনরত্নের সহিত বিদায় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় ব্রহ্মার সভায় গেলেন। গৌতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং পুনর্ভূ (দ্বিতীয়বার বিবাহিতা) শূদ্রা পত্নীর গর্ভে দুষ্কৃতকারী বহু পুত্রের জন্ম দিলেন। দেবগণের শাপে কৃতঘ্ন গৌতম মহানরকে গিয়েছিলেন।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, কৃতঘ্ন লোকের যশ সুখ ও আশ্রয় নেই, তারা কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। মিত্র হতে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। বিচক্ষণ লোকে মিত্রের সমাদর করেন এবং মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন নরাধমকে বর্জন করেন।

মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়

১৫। আত্মজ্ঞান— ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ-সংবাদ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি রাজধর্মের অন্তর্গত আপদ্‌ধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলের পক্ষেই শ্রেয় তার উপদেশ দিন। ধনক্ষয় হলে অথবা স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যু হলে যে বুদ্ধি দ্বারা শোক দূর করা যায় তার সম্বন্ধেও বলুন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্মের নানা দ্বার আছে, ধর্মকার্য কখনও বিফল হয় না। লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে, অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হলে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন বুদ্ধিমান লোকের আত্মমোক্ষের জন্য যত্ন করা উচিত। শোকনিবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি এক প্রাচীন কথা বলছি, শোন।—

রাজা সেনজিৎ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁকে এই কথা বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন।— রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আমি মনে করি, আমার আত্মাও আমার নয়, আবার সমগ্র পৃথিবীই আমার। এইরূপ বুদ্ধি থাকায় আমি হৃষ্ট হই না, ব্যথিতও হই না। মহাসাগরে যেসকল কাষ্ঠ ভাসে তারা কখনও মিলিত হয় কখনও পৃথক হয়; জীবগণের মিলনবিচ্ছেদও সেইরূপ। পুত্রাদির উপর স্নেহ করা উচিত নয়, কারণ বিচ্ছেদ অনিবার্য। তোমার পুত্র অদৃশ্য স্থান থেকে এসেছিল, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে গেছে; সে তোমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না, তবে কেন শোক করছ? বিষয়বাসনা থেকেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখের অন্তে দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ হয়, সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। জীবন ও শরীর একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়, একসঙ্গেই বিনষ্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলযন্ত্রে

তিল নিপীড়িত করে, অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশসকল সেইরূপ জীবগণকে সংসারচক্রে নিপীড়িত করে। মানুষ স্ত্রীপুত্রাদির জন্য পাপকর্ম করে, কিন্তু সে একাকীই ইহলোকে ও পরলোকে পাপের ফল ভোগ করে। বুদ্ধি থাকলেই ধন হয় না, ধন থাকলেই সুখ হয় না।—

যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥
যে চ বুদ্ধিসুখং প্রাপ্তা দ্বন্দ্বাতীতা বিমৎসরাঃ।
তান্নৈবার্থা না চানর্থা ব্যথয়ন্তি কদাচন ॥
অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মূঢ়তাম্।
তেহতিবেলং প্রহৃষ্যন্তি সন্তাপমুপযান্তি চ ॥
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥

— জগতে যারা মূঢ়তম এবং যারা পরমবুদ্ধি লাভ করেছে তারাই সুখভোগ করে, যারা মধ্যবর্তী তারা ক্লেশ পায়। যাঁরা রাগদ্বেষাদির অতীত এবং অসূয়াশূন্য হয়ে পরমবুদ্ধিজনিত সুখ লাভ করেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইষ্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ ব্যথিত করে না। আর, যাঁরা পরমবুদ্ধি লাভ করেননি অথচ মূঢ়তা অতিক্রম করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হোক, অপরাজিত (অনভিভূত) হয়ে হৃদয়ে মেনে নেবে।

ব্রাহ্মণের নিকট এই প্রকার উপদেশ পেয়ে সেনজিৎ শান্তিলাভ করলেন।

১৬। অজগরব্রত— কামনাত্যাগ

ভীষ্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর আচরণে এবং অন্নবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পেয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মানুষ জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করে, সে-সমস্ত যদি সে দৈবকৃত মনে করে তবে হৃষ্ট বা ব্যথিত হয় না। যাঁর কিছুই নেই তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে উত্থান করেন; তাঁর শত্রু হয় না। রাজ্যের তুলনায় অকিঞ্চনতারই গুণ অধিক। বিদেহরাজ জনক বলেছিলেন, আমার বিত্তের অন্ত নেই, তথাপি আমার কিছুই নেই; মিথিলারাজ্য দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না।

দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, আপনি নির্লোভ শুদ্ধস্বভাব দয়ালু জিতেন্দ্রিয় অসূয়াহীন মেধাবী ও প্রাজ্ঞ, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ করেন। আপনি লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপনি উদাসীন। আপনার তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র ও আচরণ কিরূপ তা আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণ বললেন, প্রহ্লাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; মহাকায় ও সূক্ষ্ম, স্থাবর ও জঙ্গম সকল

জীবেরই মৃত্যু হয়; আকাশচারী জ্যোতিষ্কগণেরও পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি সুখে নিদ্রা যাই। যদি লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপরিমাণে খাই, না পেলে অভুক্ত থাকি। কখনও অন্নের কণা, কখনও পিণ্যাক (তিলের খোল), কখনও পলান্ন খাই; কখনও পর্যঙ্কে কখনও ভূমিতে শুই; কখনও চীর কখনও মহামূল্য বস্ত্র পরি। স্বধর্ম থেকে চ্যুত না হয়ে রাগদ্বেষাদি ত্যাগ করে পবিত্রভাবে আমি অজগরব্রত আচরণ করছি। অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেইরূপ যদৃচ্ছাগত বিষয়েই তুষ্ট থাকি। আমার শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই, আমি সুখের অনিত্যতা উপলব্ধি করে পবিত্রভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে এই অজগরব্রত পালন করছি।

যুধিষ্ঠির, কশ্যপবংশীয় এক ঋষিপুত্র কোনও বৈশ্যের রথের নিচে পড়ে আহত হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগের সংকল্প করলেন। তখন ইন্দ্র শৃগালের রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুর্লভ মানবজন্ম, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদবিদ্যা লাভ করেছ। তোমার দশ-অঙ্গুলিযুক্ত দুই হস্ত আছে, তার দ্বারা সকল কর্ম করতে পার। সৌভাগ্যক্রমে তুমি শৃগাল কীট মূষিক সর্প বা ভেক হওনি, মনুষ্য এবং ব্রাহ্মণ হয়েছ; এতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কীটাদি তাড়াতে পারি না; আবার আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুমি নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও। যিনি কামনা রোধ করতে পারেন তিনি ভয় থেকে মুক্ত হন। মানুষ যে বস্তুর রসজ্ঞ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লট্বাক (চড়াই) পক্ষীর মাংস অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইয়ের স্বাদ জান না, এজন্য তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দমিত করাই শ্রেয়স্কর। তুমি প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ করে ধর্মাচরণে উদ্‌যোগী হও। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে ইন্দ্র নিজ রূপ ধারণ করলেন, তখন ঋষিপুত্র দেবরাজকে পূজা করে স্বগৃহে চলে গেলেন।

১৭। সৃষ্টিতত্ত্ব— সদাচার

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ কী থেকে সৃষ্ট হল, প্রলয়কালে কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন, ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ভৃগু যা বলেছিলেন, শোন।— মানস নামে এক দেব আছেন, তিনি অনাদি অজর অমর অব্যক্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়; তা হতেই সমস্ত জীব সৃষ্ট হয় এবং তাঁতেই লীন হয়। সেই দেবই মহৎ অহঙ্কার আকাশ সলিল প্রভৃতির মূল কারণ। মানসদেবের সৃষ্ট পদ্ম হতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েই 'সোহহং' বলেছিলেন, সে জন্য তিনি অহঙ্কার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মেদিনী

সাগর আকাশ বায়ু অগ্নি চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি তাঁরই অঙ্গ। অহংকারের যিনি স্রষ্টা, সেই আত্মভূত দুর্জ্ঞেয় আদিদেবই ভগবান অনন্ত-বিষ্ণু।

আকাশের অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রসূর্যও দেখা যায় না, সেখানে স্বয়ংদীপ্ত দেবগণ বিরাজ করেন। পৃথিবীর অন্তে সমুদ্র, তার পর অন্ধকার, তার পর সলিল, তার পর অগ্নি। আবার রসাতলের পর সলিল, তার পর সর্পলোক, তার পর পুনর্বার আকাশ জল প্রভৃতি। এই সকলের তত্ত্ব দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়।

জীবের বিনাশ নেই, দেহ নষ্ট হলে জীব দেহান্তরে যায়। কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে গেলে অগ্নি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীরত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন।

সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে। ধর্ম ও অর্থ হতেই সুখের উৎপত্তি হয়, যার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নেই সে-ই সুখ অনুভব করে। স্বর্গে নিত্য সুখ, ইহলোকে সুখদুঃখ দুই-ই অছে, নরকে কেবল দুঃখ। সুখই পরমপদার্থ।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমি সদাচারের বিধি শুনতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, সদাচারই সাধুদের লক্ষণ, অসাধুরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শৌচের পর দেবতাদের তর্পণ করে নদীতে অবগাহন করবে। সূর্যোদয় হলে নিদ্রা যাবে না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সাবিত্রীমন্ত্র জপ করবে। হস্ত পদ মুখ আর্দ্র করে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। অতিথি স্বজন ও ভৃত্যদের সঙ্গে সমানভাবে ভোজন করাই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট জননীর হৃদয়ের ন্যায় অমৃততুল্য। যিনি মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি যজ্ঞে সংস্কৃত মাংসও খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দেখবে না। সূর্যের অভিমুখে মূত্রত্যাগ, নিজের পুরীষ দর্শন এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্র শয়ন ও ভোজন করবে না। জ্যেষ্ঠদের 'তুমি' বলবে না।

তার পর যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপানুষ্ঠান ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন।

১৮। বরাহরূপী বিষ্ণু— যজ্ঞে অহিংসা— প্রাণদণ্ডের নিন্দা

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কৃষ্ণ তির্যগ্‌যোনিতে বরাহরূপে কেন জন্মেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে নরক প্রভৃতি বলদর্পিত অসুরগণ দেবগণের সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তাদের উৎপীড়নে বসুমতী ভারাক্রান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে, বিষ্ণু দানবগণকে সংহার করবেন। তার পর

মহাতেজা বিষ্ণু বরাহের মূর্তি ধারণ করে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে ত্রিলোক বিক্ষুব্ধ হল, দানবগণ বিষ্ণুতেজে মোহিত ও গতাসু হয়ে পতিত হল। মহর্ষিগণ স্তব করলে বরাহরূপ বিষ্ণু রসাতল থেকে উত্থিত হলেন। সেই মহাযোগী ভূতভাবন পদ্মনাভ বিষ্ণুর প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়েছিল।

তার পর যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত করে অহিংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন।— পুরাকালে রাজা বিচখ্যু গোমেধযজ্ঞে নিহত বৃষের দেহ দেখে এবং গোসকলের আর্তনাদ শুনে কাতর হয়ে এই আশীর্বাদ করেছিলেন— গোজাতির স্বস্তি হোক। যারা মূঢ় ও সংশয়গ্রস্ত নাস্তিক তারাই যজ্ঞে পশুবধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্মা মনু সকল কর্মে অহিংসারই উপদেশ দিয়েছেন। সর্বভূতে অহিংসাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তেরাই সুরা মৎস্য মাংস মধু ও কৃশরান্ন ভোজন প্রবর্তিত করেছে, বেদে এসকলের বিধান নেই। সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জেনে ব্রাহ্মণগণ পায়স ও পুষ্প দ্বারাই অর্চনা করেন। শুদ্ধস্বভাব মহাত্মাদের মতে, যা কিছু উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে নিবেদন করা যেতে পারে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না দিয়েও রাজা কোন্ উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি, শোন।— দ্যুমৎসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যবানের নিকট আনা হলে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থাবিশেষে ধর্ম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হতে পারে না। দ্যুমৎসেন বললেন, দস্যুদের বধ না করলে নানা দোষ ঘটে; দুষ্টের দমনের নিমিত্ত বধদণ্ড আবশ্যক, নতুবা ধর্মরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যদি তোমার জানা থাকে তো বল।

সত্যবান বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে ব্রাহ্মণের অধীন করা কর্তব্য। কেউ যদি ব্রাহ্মণের বাক্য না শোনে তবে ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাবেন, তখন রাজা তাকে দণ্ড দেবেন। অপরাধীর কর্ম নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না করে বধদণ্ড দেওয়া অন্যায়। একজনকে বধ করলে তার পিতা মাতা পত্নী পুত্র প্রভৃতিরও প্রাণসংশয় হয়। অসাধুলোকেও পরে সচ্চরিত্র হতে পারে, অসাধুরও সাধু সন্তান হতে পারে, অতএব সমূলে সংহার করা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অন্য রূপেও হতে পারে, যথা ভয়প্রদর্শন, বন্ধন (কারাদণ্ড), বিরূপকরণ প্রভৃতি। অপরাধী যদি পুরোহিতের শরণাগত হয়ে বলে— আর এমন কর্ম করব না, তবে তাকে প্রথম বারে মার্জনা করাই উচিত। মান্যগণ্য লোকের প্রথম অপরাধ ক্ষমার্হ, বার বার অপরাধ দণ্ডণীয়।

দ্যুমৎসেন বললেন, পূর্বে লোকেরা সুশাস্য সত্যনিষ্ঠ ও মৃদুস্বভাব ছিল, ধিক্‌কারেই তাদের যথেষ্ট দণ্ড হত। তার পর বাগ্‌দণ্ড (তিরস্কার) ও অর্থদণ্ড প্রচলিত হয়, সম্প্রতি

বধদণ্ড প্রবর্তিত হয়েছে। এখন অপরাধীকে বধদণ্ড দিয়েও অন্যান্য লোককে দমন করা যায় না। কথিত আছে, দস্যু কারও আত্মীয় নয়, তার সঙ্গে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যারা শ্মশান থেকে শবের বস্ত্রাদি এবং ভূতাবিষ্ট লোকের ধন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায় না।

সত্যবান বললেন, যদি অহিংস উপায়ে অসাধুকে সাধু করা অসাধ্য হয় তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার করুন। কিন্তু যদি ভয় দেখিয়ে শাসন করা সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপূর্বক বধ করা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হলে প্রজাও সেইরূপ হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন, ইতর লোকে তারই অনুসরণ করে। যে রাজা নিজেকে সংযত না করে অন্যাকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস করে। নিজের বন্ধু ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উচিত। আয়ু শক্তি ও কাল বিচার করে রাজা দণ্ডবিধান করবেন। জীবগণের প্রতি অনুকম্পা করে স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, যিনি সত্যার্থী (ব্রহ্মলাভেচ্ছু) তিনি মহৎ কর্মের ফল কদাচ ত্যাগ করবেন না।

১৯। বিষয়তৃষ্ণা— বিষ্ণুর মাহাত্ম্য— জ্বরের উৎপত্তি

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমরা অতি পাপী ও নিষ্ঠুর, অর্থের নিমিত্তে আত্মীয়গণকে সংহার করেছি। যাতে অর্থতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় তার উপায় বলুন।

ভীষ্ম বললেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে বিদেহরাজ জনক এই কথা বলেছিলেন।— আমার কিছুই নেই, তথাপি সুখে জীবনযাপন করি। মিথিলা দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। সকল সমৃদ্ধিই দুঃখের কারণ। সমস্ত ঐহিক সুখ এবং স্বর্গীয় সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নয়। বৃষের দেহবৃদ্ধির সঙ্গে যেমন তার শৃঙ্গও বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ধনবৃদ্ধির সঙ্গে বিষয়তৃষ্ণাও বর্ধিত হয়। সামান্য বস্তুতেও যদি মমতা হয় তবে তা নষ্ট হলে দুঃখ হয়; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উচিত। জ্ঞানী লোকে সর্বভূতকে আপনার তুল্য মনে করেন এবং কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে সবই ত্যাগ করতে পারেন। মন্দবুদ্ধি লোকের পক্ষে যা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হলেও যা জীর্ণ হয় না, যা আমরণস্থায়ী রোগের তুল্য, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি ত্যাগ করেন তিনিই সুখী হন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু আমাদের চেয়ে দুঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতে পারব, যাতে সকল দুঃখের অবসান হবে?

ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, ঐশ্বর্যকে দোষজনক মনে করো না। তোমরা ধর্মজ্ঞ, ঐশ্বর্য সত্ত্বেও শমদমাদি সাধন দ্বারা যথাকালে মোক্ষলাভ করবে। উদ্‌যোগী পুরুষের অবশ্যই ব্রহ্মলাভ হয়। পুরাকালে দৈত্যরাজ বৃত্র যখন নির্জিত রাজ্যহীন ও অসহায় হয়ে শত্রুগণের

মধ্যে অবস্থান করছিলেন তখন শুক্রাচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু দুঃখিত হওনি কেন? বৃত্র বললেন, আমি সংসার ও মোক্ষের তত্ত্ব জানি, সে জন্য আমার শোক বা হর্ষ হয় না। পূর্বে আমি ত্রিলোক জয় করেছিলাম, তপস্যা দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ করেছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নষ্ট হয়েছে। এখন আমি ধৈর্য অবলম্বন করে শোকহীন হয়েছি। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় আমি ভগবান হরিনারায়ণ সনাতন বিষ্ণুকে দেখেছিলাম, যাঁর কেশ মুঞ্জতৃণের ন্যায় পীতবর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, যিনি সর্বভূতের পিতামহ। আমার সেই পুণ্যের ফল এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, তারই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছি— ব্রহ্ম কোথায় অবস্থান করেন? জীব কী প্রকারে ব্রহ্মত্ব লাভ করে?

এই সময়ে মহামুনি সনৎকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন। শুক্র তাঁকে বললেন, আপনি এই দানবরাজের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। সনৎকুমার বললেন, মহাবাহু, এই জগৎ বিষ্ণুতেই অবস্থান করছে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টি এবং লয় করেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না; যিনি ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশোধন করেছেন, যাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়েছে, তিনিই পরলোকে মোক্ষলাভ করেন। স্বর্ণকার যেমন বহুবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করে অতি যত্নে স্বর্ণ শোধন করে, জীবও সেইরূপ বহুবার জন্মগ্রহণ করে কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে। যেমন অল্প পুষ্পের সংস্পর্শে তিলসর্ষপাদি নিজ গন্ধ ত্যাগ করে না, কিন্তু বার বার বহু পুষ্পের সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে পুষ্পগন্ধে বাসিত হয়, সেইরূপ বহুবার জন্মগ্রহণ করে মানুষ আসক্তিজনিত দোষ থেকে মুক্ত হয়। যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তিনি মন দ্বারা অনুসন্ধান করে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন।

সনৎকুমারের উপদেশ শোনার পর দানবরাজ বৃত্র যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পরমগতি লাভ করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, সনৎকুমার যাঁর কথা বলেছিলেন, এই জনার্দন কৃষ্ণই কি সেই ভগবান? ভীষ্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব সেই পরমপুরুষের অষ্টমাংশ। ইনিই জগতের স্রষ্টা এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিনষ্ট হলে ইনিই পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করেন; এই বিচিত্র বিশ্ব এঁতেই অবস্থান করছে। ধর্মরাজ, তোমরা শুদ্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, ব্রতপালনও করেছ। মৃত্যুর পরে তোমরা দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মর্ত্যলোকে আসবে; পুনর্বার দেবলোকে সুখ-ভোগ করে সিদ্ধগণের পদ লাভ করবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে কালযাপন কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, বৃত্র ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হলেন কী করে? ভীষ্ম বললেন, যুদ্ধকালে বৃত্রের অতি বিশাল মূর্তি দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হয়েছিল। তিনি বৃত্র কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে মূর্ছিত হলে বশিষ্ঠ তাঁর চৈতন্য

সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ বৃত্রের দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত করে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি বজ্র দ্বারা তোমার শত্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বজ্রপ্রহার করে বৃত্রকে পাতিত করলেন। মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করছিলেন তখন তাঁর ঘর্মবিন্দু থেকে একটি পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জ্বর। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব জ্বরকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করেছিলেন। হস্তীমস্তকের তাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের শৈবাল, ভুজঙ্গের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির উষরতা, পশুর দৃষ্টিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্‌ভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, এবং শার্দূলের শ্রম, এই সকলকে জ্বর বলা হয়।

২০। দক্ষযজ্ঞ

মহাভারতবক্তা বৈশম্পায়নকে জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে নষ্ট এবং পুনর্বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা আপনি বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন, পুরাকালে হিমালয় পর্বতের পৃষ্ঠে পবিত্র গঙ্গাদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব দানব গন্ধর্ব, আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ প্রভৃতি, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ ও পিতৃগণ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্‌ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সমাগত সকলকে দেখে দধীচি মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে অনুষ্ঠানে মহেশ্বর রুদ্র পূজিত হন না তা যজ্ঞও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসন্ন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বুঝতে পারছে না। এই বলে মহাযোগী দধীচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে উপবিষ্ট নারদকে দেখলেন। দধীচি বুঝলেন, সকলে একযোগে মন্ত্রণা করে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেননি। তখন তিনি যজ্ঞস্থান থেকে সরে গিয়ে বললেন, যে লোক অপূজ্যের পূজা করে এবং পূজ্যের পূজা করে না, সে নরহত্যার সমান পাপ করে। আমি সত্য বলছি, এই যজ্ঞে জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা পশুপতি আসছেন, তোমরা সকলেই দেখতে পাবে।

দক্ষ বললেন, এখানে শূলপাণি জটাজূটধারী একাদশ রুদ্র উপস্থিত রয়েছেন, আমি মহেশ্বর রুদ্রকে চিনি না। দধীচি বললেন, তোমরা সকলে মন্ত্রণা করেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আমি জানি না। তোমার এই বিপুল যজ্ঞ পণ্ড হবে। দক্ষ বললেন, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকারী; আমি এই সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত মন্ত্রপূত হবি তাঁকেই নিবেদন করব।

এই সময়ে কৈলাসশিখরে দেবী ভগবতী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আমি কিরূপ দান ব্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পতি যজ্ঞের অর্ধ বা এক-তৃতীয় ভাগ পেতে পারেন?

মহাদেব বললেন, দেবী, তুমি কি আমাকে জান না? তোমার মোহের জন্যই ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোক মোহাবিষ্ট হয়েছেন। সকল যজ্ঞে আমারই স্তব করা হয়, আমার উদ্দেশেই সামগান হয়, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ আমারই অর্চনা করেন, অধ্বর্যুগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, অতিপ্রাকৃত (অশিক্ষিত গ্রাম্য) লোকেও স্ত্রীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন, আমি আত্মপ্রশংসা করছি না, যজ্ঞের জন্য আমি যা সৃষ্টি করছি দেখ। এই বলে মহাদেব তাঁর মুখ থেকে এক ঘোরদর্শন রোমহর্ষকর পুরুষ সৃষ্টি করলেন; তাঁর মুখ অতি ভয়ঙ্কর, শরীর অগ্নিশিখায় ব্যাপ্ত, বহু হস্তে বহু আয়ুধ। বীরভদ্র নামক এই পুরুষ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কী আজ্ঞা করছেন? মহেশ্বর বললেন, দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস কর।

বীরভদ্র তাঁর রোমকূপ থেকে রৌম্য নামক রুদ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেশ্বরীও ভীমরূপা মহাকালীর মূর্তি ধারণ করে বীরভদ্রের অনুগমন করলেন। এঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে দেবগণ ত্রস্ত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বসুন্ধরা কম্পিত হল, বায়ু ঘূর্ণিত এবং সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হতে লাগল, সমস্ত জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হল। বীরভদ্রের অনুচরগণ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাটিত ও দগ্ধ করে সকলকে প্রহার করতে লাগল। তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভৃতি খেয়ে ও নষ্ট করে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দেখিয়ে হতবুদ্ধি করে, এবং সুরনারীদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল। রুদ্রকর্মা বীরভদ্র যজ্ঞস্থল দগ্ধ এবং যজ্ঞের[১] শিরশ্ছেদন করে ঘোর সিংহনাদ করলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনি কে? বীরভদ্র উত্তর দিলেন, আমি রুদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবতী নন; আমরা ভোজনের জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আসিনি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসেছি। ভগবতীকে ক্ষুব্ধ দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি রুদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র, ইনি ভগবতীর কোপ হতে বিনিঃসৃত ভদ্রকালী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপতির শরণ নাও; অন্য দেবতার নিকট বরলাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভালো।

দক্ষ প্রণিপাত করে মহেশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। তখন সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মহাদেব অগ্নিকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়ে সহাস্যমুখে দক্ষকে বললেন, বল, কী চাও। দক্ষ ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন, ভগবান, এই যজ্ঞের জন্য বহু যত্নে আমি যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম তা দগ্ধ ভক্ষিত ও নাশিত হয়েছে; যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দিন— আমার যজ্ঞ যেন নিষ্ফল না হয়। ভগবান বিরূপাক্ষ বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজানু হয়ে অষ্টোত্তর সহস্র নাম পাঠ করে ভগবান বৃষভধ্বজের স্তব করলেন।

---

১. সৌপ্তিকপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে আছে, যজ্ঞ মৃগরূপে পালিয়েছিলেন।

২১। আসক্তিত্যাগ— শুক্রের ইতিহাস

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কিরূপে আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, সগরের প্রশ্নের উত্তরে অরিষ্টনেমি যা বলেছিলেন শোন।— মোক্ষসুখই প্রকৃত সুখ, স্নেহপাশে বদ্ধ মূঢ় লোকে তা বুঝতে পারে না। যখন দেখবে যে পুত্রেরা যৌবন পেয়েছে এবং জীবিকানির্বাহে সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যথাসুখে বিচরণ করবে। পুত্রবৎসলা বৃদ্ধা ভার্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষের অন্বেষণে যত্নবান হবে। পুত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পর সংসার ত্যাগ করে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করবে। যদি মোক্ষের অভিলাষ থাকে তবে আমার অভাবে পরিবারবর্গ কী করে জীবিকানির্বাহ করবে— এমন চিন্তা করবে না। জীব স্বয়ং উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বর্ধিত হয়, এবং স্বয়ং সুখদুঃখ ভোগ করে পরিশেষে মৃত্যুর কবলে পড়ে। সকল জীবই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা কর্তৃক বিহিত ভক্ষ্য লাভ করে। মানুষ মৃৎপিণ্ডের তুল্য এবং সর্বদা পরতন্ত্র, তার পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা করা বৃথা। মরণের পর তুমি স্বজনের সুখদুঃখ কিছুই জানতে পারবে না; তোমার জীবদ্দশায় এবং তোমার মরণের পর তারা স্বকর্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করবে, এই বুঝে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জঠরাগ্নিই ভোক্তা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্বরূপ— এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং যিনি নিজেকে এই দুই হতে স্বতন্ত্র মনে করেন, যিনি সুখদুঃখে লাভালাভে জয়পরাজয়ে সমবুদ্ধি, যিনি জানেন যে, ইহলোকে অর্থ দুর্লভ এবং ক্লেশই সুলভ, তিনিই মুক্তিলাভ করেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, দেবর্ষি উশনা (শুক্র) কেন দেবতাদের বিপক্ষে থেকে অসুরদের প্রিয়সাধন করতেন, তাঁর শুক্র নাম কেন হল, তিনি (গ্রহরূপে) আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত করে আপনি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। ভীষ্ম বললেন, বিষ্ণু শুক্রের মাতা[১]কে বধ করেছিলেন সে জন্য শুক্র দেবদ্বেষী হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবেরকে বদ্ধ করে তাঁর সমস্ত ধন হরণ করলেন। কুবেরের অভিযোগ শুনে মহাদেব শূলহস্তে শুক্রকে মারতে এলেন, তখন শুক্র শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শুক্রকে ধরে মুখে পুরে গ্রাস করে ফেললেন। তার পর তিনি মহাহ্রদের জলমধ্যে দশ কোটি বৎসর তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শুক্রেরও উৎকর্ষলাভ হল। মহাদেব জল থেকে উঠলে শুক্র বহির্গত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, তুমি আমার শিশ্ন দিয়ে নির্গত হও।

---

১. ভৃগুপত্নী। দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসুরগণ এঁর আশ্রমে শরণ নিয়েছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেননি, এজন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করেন।

শিশ্নপথে নির্গত হওয়ায় উশনার নাম শুক্র হল এবং তিনি আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শুক্রকে দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শূল উদ্যত করলেন। তখন ভগবতী বললেন, শুক্র এখন আমার পুত্র হল, তোমার উদর থেকে যে বহির্গত হয়েছে সে বিনষ্ট হতে পারে না। মহাদেব সহাস্যে বললেন, শুক্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।

২২। সুলভা-জনক-সংবাদ

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাশ্রম তপস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে সুলভা ও জনকের এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন।— সত্যযুগে মিথিলায় জনক[১] নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধ্বজ। তিনি সন্ন্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে রাজ্যশাসন করতেন। সুলভা নামে এক ভিক্ষুকী (সন্ন্যাসিনী) রাজর্ষি জনকের খ্যাতি শুনে তাঁকে পরীক্ষা করবার সংকল্প করলেন এবং যোগবলে মনোহর রূপ ধারণ করে মিথিলার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভৃতি দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর সুলভা যোগবলে নিজের সত্ত্ব বুদ্ধি ও চক্ষু জনকের সত্ত্ব বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করলেন[২]।

সুলভার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ করে সহাস্যে বললেন, দেবী, তুমি কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমার সম্মানের জন্য আমি নিজের তত্ত্বজ্ঞানলাভের বিষয় বলছি শোন। বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু, তাঁর কাছেই আমি সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শিখেছি। আসক্তি মোহ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমি পরমবুদ্ধি লাভ করেছি। যদি একজন আমার দক্ষিণ বাহুতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম বাহু ছেদন করে তবে দু জনকেই আমি সমদৃষ্টিতে দেখব। নিঃস্ব হলেই মোক্ষলাভ হয় না, ধনী হলেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্ন্যাসিনী, তোমাকে সুকুমারী সুন্দরী ও যুবতী দেখছি, তুমি যোগসিদ্ধ কি না সে বিষয়ে আমার সংশয় হচ্ছে। কার সাহায্যে তুমি আমার রাজ্যে ও রাজভবনে এসেছ, কোন্ উপায়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছ? তুমি ব্রাহ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়; তুমি সন্ন্যাসিনী হয়ে মোক্ষের অন্বেষণ করছ, আমি গৃহস্থাশ্রমে আছি; আমাদের মিলন হতে পারে না। যদি তোমার পতি জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্যা পরপত্নী। তুমি আমাকে পরাজিত করে নিজের উন্নতি করতে চাচ্ছ। স্ত্রী-পুরুষের যদি পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা বিষতুল্য। অতএব আমাকে ত্যাগ করে তোমার সন্ন্যাসধর্ম পালন কর।

---

১. মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হত।

২. অর্থাৎ সুলভা তাঁর সূক্ষ্মশরীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন।

জনকের কথায় বিচলিত না হয়ে সুলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কাষ্ঠের সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলির সঙ্গে জলবিন্দু, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাণীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, ইন্দ্রিয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। চক্ষু নিজেকে দেখে না, কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হলেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যদি নিজেকে এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর তবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু আমার, এই বস্তু আমার নয়— এই দ্বন্দ্ব থেকে তুমি যদি মুক্ত হয়ে থাক, তবে তোমার প্রশ্ন নিরর্থক। তুমি মোক্ষের অধিকারী না হয়েই নিজেকে মুক্ত মনে কর। কুপথ্যভোজীর যেমন ওষুধসেবন, সমদৃষ্টিহীন লোকের মোক্ষের অভিমান সেইরূপ বৃথা। তুমি যদি জীবন্মুক্ত হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কী অপকার হবে? পদ্মপত্রে জলের ন্যায় আমি নির্লিপ্তভাবে তোমার দেহে আছি; এতে যদি তোমার স্পর্শজ্ঞান হয় তবে পঞ্চশিখের উপদেশ বৃথা হয়েছে। আমি তোমার সজাতি, রাজর্ষি প্রধানের বংশে আমি জন্মেছি, আমার নাম সুলভা। যোগ্য পতি না পাওয়ায় আমি মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হয়েছি, সেই ধর্ম জানবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রাত্রিযাপন করে, সেইরূপ আমি তোমার শরীরে এক রাত্রি বাস করব। মিথিলারাজ, তোমার কাছে আমি সম্মান ও আতিথ্য পেয়েছি; তোমার শরীরের মধ্যে এক রাত্রি শয়ন করে কাল আমি প্রস্থান করব।

সুলভার যুক্তিসম্মত ও অর্থযুক্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না দিয়ে নীরবে রইলেন।

২৩। ব্যাসপুত্র শুক— নারদের উপদেশ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্যাসের পুত্র ধর্মাত্মা শুক কী প্রকারে জন্মগ্রহণ ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে মহাদেব ও শৈলরাজসুতা ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সুমেরুর শৃঙ্গে বিহার করতেন। ব্যাসদেব পুত্রকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, দ্বৈপায়ন, তুমি অগ্নি বায়ু জল ভূমি ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পুত্র লাভ করবে, সে ব্রহ্মপরায়ণ হয়ে নিজ তেজে ত্রিলোক আবরণ করে যশস্বী হবে।

বরলাভ করে ব্যাস অগ্নি উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অরণিকাষ্ঠ নিয়ে মন্থন করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে ব্যাস কামাবিষ্ট হলেন। তখন ঘৃতাচী শুক পক্ষিণীর রূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, তাঁর শুক্র অরণিকাষ্ঠের উপর স্খলিত হল; তথাপি তিনি মন্থন করতে লাগলেন। সেই অরণিতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করলেন। শুক্রের মন্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম শুক হল। তখন গঙ্গা

মূর্তিমতী হয়ে সুমেরুশিখরে এসে শিশুকে স্নান করালেন, শুকের জন্য আকাশ থেকে ব্রহ্মচারীর ধারণীয় দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন পতিত হল এবং দিব্য বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব-অপ্সরাদের নৃত্যগীত হতে লাগল। মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে এসে সদ্যোজাত মুনিপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র দিলেন। বহু সহস্র হংস, শতপত্র (কাঠঠোকরা), সারস, শুক, চাষ (নীলকণ্ঠ) প্রভৃতি শুভসূচক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমাত্র সমস্ত বেদ শুকের আয়ত্ত হল। তিনি বৃহস্পতির নিকট সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি মোক্ষধর্মের উপদেশ দিন। ব্যাস তাঁকে নিখিল যোগ ও কাপিল (সাংখ্য) শাস্ত্র শিখিয়ে বললেন, তুমি মিথিলায় জনক রাজার কাছে যাও, তিনি তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শুকদেব সুমেরুশৃঙ্গ থেকে যাত্রা করে ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ অতিক্রম করলেন এবং চীন হূণ প্রভৃতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্যাবর্তে এলেন। তার পর মিথিলার রাজভবনে উপস্থিত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) অতিক্রম করে তিনি অমরাবতীতুল্য তৃতীয় কক্ষায় প্রবেশ করলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন রূপবতী বারাঙ্গনা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন করল। জিতেন্দ্রিয় শুকদেব সেইসকল নারীগণে পরিবৃত হয়ে নির্বিকারচিত্তে এক দিবারাত্র যাপন করলেন।

পরদিন জনক রাজা মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ করে তাঁর গুরুপুত্র শুকদেবের কাছে এলেন। যথাবিধি সংবর্ধনা ও কুশলজিজ্ঞাসার পর শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে জনক ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শুক বললেন, মহারাজ, যার মনে রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব নেই এবং শাশ্বত জ্ঞানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তাকেও কি ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস করতে হবে? জনক বললেন, জ্ঞানবিজ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার ও কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ না হয় সে জন্যই ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম বিহিত হয়েছে। একে একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন করে ক্রমশ শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করলে মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু বহু জন্মের সাধনার ফলে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

তার পর জনক মোক্ষ বিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। শুকদেব আত্মজ্ঞান লাভ করে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়ের পূর্ব দিকে তাঁর পিতার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব সেখানে সুমন্ত্র বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও পৈল এই চার শিষ্যের সঙ্গে শুকদেবকেও বেদাধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিষ্যগণ এই বর প্রার্থনা করলেন, ভগবান, আমরা চারজন এবং গুরুপুত্র শুক— এই পাঁচজন ভিন্ন আর কেউ যেন বেদের প্রতিষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহু প্রচার কর; শিষ্য ব্রতচারী ও পুণ্যাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চরিত্র পরীক্ষা না করে বেদশিক্ষা দান করবে না। শিষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন এবং ব্যাসকে

প্রণাম করে প্রস্থান করলেন এবং অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্র রচনা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাপনা করে বিখ্যাত হলেন।

শিষ্যগণ চলে গেলে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে নীরবে বসে রইলেন। সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি, বেদধ্বনি শুনছি না কেন, তুমি নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষ্যগণের বিচ্ছেদে আমার মন নিরানন্দ হয়েছে। নারদ বললেন, বেদের দোষ বেদপাঠ না করা, ব্রাহ্মণের দোষ ব্রত না করা, পৃথিবীর দোষ বাহীক[১] দেশ, স্ত্রীলোকের দোষ কৌতূহল। অতএব তুমি পুত্রের সঙ্গে বেদধ্বনি কর, রাক্ষসভয় দূর হোক।

নারদের বাক্যে হৃষ্ট হয়ে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বেদপাঠ করতে লাগলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে বায়ু বইতে লাগল, অনধ্যায়কাল বিবেচনা করে ব্যাস তাঁর পুত্রকে নিবারণ করলেন। শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই বায়ু কোথা থেকে এল? আপনি বায়ুর বিষয় বলুন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান ও প্রাণ এই পাঁচ বায়ুর ক্রিয়া বিবৃত করে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন— সংবহ উদ্‌বহ বিবহ আবহ ও প্রবহ। তিনি আরও দুই বায়ুর নাম বললেন— পরিবহ ও পরাবহ। তার পর তিনি বললেন, এই সকল বায়ু দ্বারাই মেঘের সঞ্চরণ, বিদ্যুৎপ্রকাশ, সমুদ্র হতে জলশোষণ, মেঘের উৎপত্তি, বারিবর্ষণ, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি সাধিত হয়।

বায়ুবেগ শান্ত হলে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রকে আবার বেদপাঠের অনুমতি দিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। শুকদেব নারদকে বললেন, দেবর্ষি, ইহলোকে যা হিতকর আপনি তার সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, পুরাকালে ভগবান সনৎকুমার এই বাক্য বলেছিলেন।—

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্‌ ॥
নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষেচ্ছ্রিয়ং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ ॥
আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্‌।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্‌ বিদ্যতে পরম্‌ ॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্‌ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম ॥

— বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ হতে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা হতে নিজের শ্রীকে, মান-অপমান হতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হতে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করবে। অনৃশংসতাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই।

---

১. কর্ণপর্ব ১২-পরিচ্ছেদে বাহীকদেশের নিন্দা আছে।

সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে; যা প্রাণীগণের অত্যন্ত হিতকর তাই আমার মতে সত্য।—

> ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
> নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥
> মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি।
> দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥
> ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।
> চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে ॥

— কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য আচরণ করবে; এই মানবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শত্রুতা করবে না। যদি কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নষ্ট হয়, তবে সেই অতীত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দুঃখ হতেই দুঃখ পেয়ে দ্বিগুণ অনর্থ ভোগ করে। চিন্তা না করাই দুঃখনিবারণের ওষুধ; চিন্তা করলে দুঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়।—

> ব্যাধিভির্মথ্যমানাং ত্যজতাং বিপুলং ধনম্।
> বেদনাং নাপকর্ষন্তি যতমানাশ্চিকিৎসকাঃ ॥
> তে চাতিনিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভৃতৌষধাঃ।
> ব্যাধিভিঃ পরিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যাধৈরিবার্দিতাঃ ॥
> কে বা ভুবি চিকিৎসন্তে রোগার্তান্ মৃগপক্ষিণঃ।
> শ্বাপদানি দরিদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবন্তি তে ॥
> ঘোরানপি দুরাধর্ষান্ নৃপতীনুগ্রতেজসঃ।
> আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশূন্ পশুগণা ইব ॥

— ব্যাধিতে ক্লিষ্ট হয়ে যাদের বিপুল ধন ত্যাগ করতে হয়, চিকিৎসকগণ যত্ন করেও তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারবেন না। অতিনিপুণ অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ, যাঁরা ওষুধ সঞ্চয় করে রাখেন, ব্যাধ কর্তৃক নিপীড়িত মৃগের ন্যায় তাঁরাও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হন। পৃথিবীতে রোগার্ত মৃগ পক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্র লোককে কে চিকিৎসা করে? এরা প্রায়ই পীড়িত হয় না। পশু যেমন প্রবলতর পশু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, অতি দুর্ধর্ষ উগ্রতেজা নৃপতিও সেইরূপ রোগের কবলে পড়েন।

দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ দিলেন। শুকদেব ভাবলেন, স্ত্রীপুত্রাদি পালনে বহু ক্লেশ, বিদ্যার্জনেও বহু শ্রম; অল্প আয়াসে কী করে আমি শাশ্বত স্থান লাভ করব, যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে হবে না? শুকদেব স্থির করলেন, তিনি যোগবলে দেহ ত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবেন। তিনি নারদের অনুমতি নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন। ব্যাস বললেন, পুত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে

থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তৃপ্ত হোক। শুকদেব উদাসীন স্নেহশূন্য ও সংশয়মুক্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতের উপরে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যোগাবলম্বন করে আকাশে উঠে সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে গিয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন।

ব্যাসদেব স্নেহবশত পুত্রের অনুগমন করলেন এবং সরোদনে উচ্চস্বরে শুক বলে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাত্মা সর্বতোমুখ শুক স্থাবরজঙ্গম অনুনাদিত করে 'ভোঃ' শব্দে উত্তর দিলেন। তদবধি গিরিগহ্বর প্রভৃতিতে কিছু বললে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শুকদেব অন্তর্হিত হলে ব্যাসদেব পর্বতশিখরে বসে তাঁর পুত্রের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাকিনীতীরে যে অপ্সরারা নগ্ন হয়ে ক্রীড়া করছিল তারা ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লজ্জিত হল, কেউ জলমধ্যে লীন হয়ে রইল, কেউ গুল্মের অন্তরালে গেল, কেউ পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণে ত্বরান্বিত হল। এই দেখে পুত্রের অনাসক্তি এবং নিজের আসক্তি বুঝে ব্যাসদেব প্রীত[১] ও লজ্জিত হলেন। অনন্তর পিনাকপাণি ভগবান শংকর আবির্ভূত হয়ে পুত্রবিরহকাতর ব্যাসদেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার পুত্রের ও তোমার কীর্তি চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। মহামুনি, তুমি আমার প্রসাদে সর্বদা নিজ পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে।

২৪। উঞ্ছব্রতধারীর উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি মোক্ষধর্ম বিবৃত করেছেন এখন আশ্রমবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভীষ্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বিহিত আছে। ধর্মের বহু দ্বার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল হয় না। যাঁর যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তিনি অবলম্বন করেন। পুরাকালে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন।—

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর অনেক পুত্র ছিল। তাঁর এই ভাবনা হল— বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, এবং শিষ্টাচারসম্মত ধর্ম, এই তিনের মধ্যে কোন্‌টি তাঁর পক্ষে শ্রেয়। একদিন তাঁর গৃহে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি এলে তিনি যথাবিধি সৎকার করে নিজের সংশয়ের বিষয় জানালেন। অতিথি বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছু স্থির করতে পারিনি। কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ-বা যজ্ঞ, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য, রাজধর্ম, গুরুনির্দিষ্ট ধর্ম, বাক্‌সংযম, পিতামাতার সেবা, অহিংসা, সত্যকথন, সম্মুখযুদ্ধে মরণ, অথবা উঞ্ছবৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ মনে করেন। আমার গুরুর নিকট শুনেছি, নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে নাগাহ্বয় (নাগ

---

১. ব্যাস জানতেন যে অপ্সরারা জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার শুকের সমক্ষে লজ্জিত হত না।

নামক) নগর আছে, সেখানে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার সংশয় ভঞ্জন করবেন।

পরদিন অতিথি চলে গেলে ব্রাহ্মণ নাগনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বহু বন তীর্থ সরোবর প্রভৃতি অতিক্রম করে পদ্মনাভের পত্নীর নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মপরায়ণা নাগপত্নী বললেন, আমার পতি সূর্যের রথ বহন করবার জন্য গেছেন, সাত-আট দিন পরে ফিরে আসবেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি গোমতীতীরে যাচ্ছি, সেখানে অল্পাহারী হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করব। পদ্মনাভ যথাকালে তাঁর ভবনে ফিরে এলে নাগপত্নী তাঁকে জানালেন যে, তাঁর দর্শনার্থী এক ব্রাহ্মণ গোমতীতীরে অনাহারে রয়েছেন, বহু অনুরোধেও তিনি আহার করেননি, তাঁর কী প্রয়োজন তা-ও বলেননি। পদ্মনাভ তখনই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে সেইরূপ আমি এতদিন তোমার প্রতীক্ষা করেছি। আমার প্রয়োজনের কথা পরে বলব, এখন তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও— তুমি পর্যায়ক্রমে সূর্যের একচক্র রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় কী দেখেছ?

পদ্মনাভ বললেন, ভগবান রবি বহু আশ্চর্যের আধার। দেবগণ ও সিদ্ধ মুনিগণ তাঁর সহস্র রশ্মি আশ্রয় করে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমীরণ প্রবাহিত হয়, বর্ষায় বারিপাত হয়; তাঁর মণ্ডলমধ্যবর্তী তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক নিরীক্ষণ করেন। তিনি বর্ষিত জল পবিত্র কিরণ দ্বারা আট মাস পুনর্বার গ্রহণ করেন, তাঁর জন্যই এই বসুন্ধরা বীজ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে অনাদি অনন্ত পুরুষোত্তম বিরাজ করেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর কী আছে? তথাপি আরও আশ্চর্য যা দেখেছি তা শুনুন। একদিন মধ্যাহ্নকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাপিত করছিলেন তখন তাঁর অভিমুখে দ্বিতীয় আদিত্যতুল্য দীপ্তিমান অপর এক পুরুষকে আমি যেতে দেখলাম। সূর্যদেব তাঁর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে সংবর্ধনা করলেন, সেই তেজোময় পুরুষও সসম্মানে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সূর্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সূর্য তা আর বোঝা গেল না। আমরা সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, দ্বিতীয়সূর্যতুল্য ইনি কে? সূর্য বললেন, ইনি অগ্নিদেব নন, অসুর বা পন্নগও নন; ইনি উঞ্ছবৃত্তি[১]-ব্রতধারী সমাধিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অনাসক্ত এবং সর্বভূতহিতে রত হয়ে ফলমূল জীর্ণপত্র জল ও বায়ু ভক্ষণ করে প্রাণধারণ করতেন। মহাদেবকে তুষ্ট করে ইনি এখন সূর্যমণ্ডলে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রীত হয়েছি, তোমার কথায় আমি পথের সন্ধান পেয়েছি, তোমার মঙ্গল হোক, আমি এখন প্রস্থান করব।

---

১. ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ।

পদ্মনাভ বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কোন্ প্রয়োজনে আপনি এসেছিলেন তা না বলেই যাবেন? বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চলে যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমি আপনার প্রতি অনুরক্ত, আপনিও নিশ্চয় আমাকে স্নেহ করেন, আমার অনুচরগণও আপনার অনুগত, তবে কেন যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন? ব্রাহ্মণ বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভুজঙ্গম, তোমার কথা যথার্থ। তুমিও যে, আমিও সে, তোমার আমার এবং সর্বভূতের একই সত্তা। তোমার কথায় আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমি পরমার্থলাভের উপায় স্বরূপ উঞ্ছবৃত্তিই গ্রহণ করব। তোমার মঙ্গল হোক, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এই বলে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করলেন এবং ভৃগুবংশজাত চ্যবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করলেন।

অনুশাসনপর্ব

১। গৌতমী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুপ্রকার শান্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধজনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শরে আবৃত ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত দেখে আমি অবসন্ন হচ্ছি। আমরা যে নিন্দিত কর্ম করেছি তার ফলে আমাদের গতি কী প্রকার হবে? দুর্যোধনকে ভাগ্যবান মনে করি, তিনি আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যদি আমাদের প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দিন যাতে পরলোকে পাপমুক্ত হতে পারি। ভীষ্ম বললেন, মানুষের আত্মা বিধাতার অধীন, তাকে পাপপুণ্যের কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম করি তার হেতু অতি সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি, শোন।—

গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তাঁর পুত্র সর্পের দংশনে হতচেতন হয়। অর্জুনক নামে এক ব্যাধ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবদ্ধ করে গৌতমীর কাছে এনে বললেন, এই সর্পাধম আপনার পুত্রহন্তা, বলুন একে কী করে বধ করব; একে অগ্নিতে ফেলব, না খণ্ড খণ্ড করে কাটব? গৌতমী বললেন, অর্জুনক, তুমি নির্বোধ, এই সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পুত্র বেঁচে উঠবে না, একে ছেড়ে দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা করে কে অনন্ত নরকে যাবে?

ব্যাধ বলল, আপনি যে উপদেশ দিলেন তা প্রকৃতিস্থ মানুষের উপযুক্ত, কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ত্বনা হয় না। যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রতিশোধ বোঝে তারা শত্রুনাশ করেই শোকমুক্ত হয়, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে বধ করে আপনি শোকমুক্ত হোন। গৌতমী বললেন, যারা আমার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ তাদের শোক হয় না; এই বালক নিয়তির বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সে জন্য আমি সর্পকে বধ করতে পারি না। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল যাতনা হয়। তুমি এই সর্পকে ক্ষমা করে মুক্তি দাও। ব্যাধ বলল, একে মারলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই উচিত।

ব্যাধ বার বার অনুরোধ করলেও গৌতমী সর্পবধে সম্মত হলেন না। তখন সেই সর্প মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে বলল, মূর্খ অর্জুনক, আমার কী দোষ? আমি পরাধীন, ইচ্ছা করে এই বালককে দংশন করিনি, মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে করেছি; যদি পাপ হয়ে থাকে তবে মৃত্যুরই হয়েছে। ব্যাধ বলল, অন্যের বশবর্তী হলেও তুমি এই পাপকার্যের কারণ, সে জন্য বধযোগ্য। সর্প বলল, কেবল আমিই কারণ নই, বহু কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে। ব্যাধ বলল, তুমিই এই বালকের প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য।

সর্প ও ব্যাধ যখন এইরূপ বাদানুবাদ করছিল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সর্প, আমি কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তোমাকে প্রেরণ করেছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকের বিনাশের কারণ নই। জগতে স্থাবর জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষ্ণু ইন্দ্র জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই কালের অধীন, অতএব তুমি আমার উপর দোষারোপ করতে পার না। সর্প বলল, আপনাকে আমি দোষী বা নির্দোষী বলছি না, আমি আপনার প্রেরণায় দংশন করেছি— এই কথাই বলেছি; দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শুনলে, এখন আমাকে মুক্তি দাও। ব্যাধ বলল, তুমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ হল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই বালকের বিনাশের কারণ, তোমাদের ধিক।

এমন সময় স্বয়ং কাল আবির্ভূত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আমি বা মৃত্যু বা এই সর্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ কর্মফলে বিনষ্ট হয়েছে। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে ইচ্ছানুসারে বস্তু উৎপাদন করে, মানুষও সেইরূপ আত্মকৃত কর্মের ফল পায়। এই শিশু নিজেই তার বিনাশের কারণ।

গৌতমী বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকের বিনাশের কারণ নয়, নিজ কর্মফলেই এ বিনষ্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে পুত্রহীনা হয়েছি। অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন, তুমি সর্পকে মুক্তি দাও। গৌতমী এইরূপ বললে কাল ও মৃত্যু চলে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে দিল, গৌতমীও শোকশূন্য হলেন।

উপাখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুর্যোধনের কর্মের জন্য তাঁদের মরণ হয়নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

২। সুদর্শন-ওঘবতীর অতিথিসৎকার

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরায়ণ হয়ে কী করে মৃত্যুকে জয় করতে পারে তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন।— মাহিষ্মতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁর ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক পরমরূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান অগ্নিদেবের অভিলাষ

জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান করলেন এবং শুল্কস্বরূপ এই বর পেলেন যে, অগ্নি সর্বদা মাহিষ্মতীতে অধিষ্ঠিত থাকবেন। সহদেব যখন দক্ষিণ দিক জয় করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেই অগ্নি দেখেছিলেন[১]। অগ্নিদেবের ঔরসে সুদর্শনার এক পুত্র হল, তাঁর নাম সুদর্শন। সুদর্শনের সঙ্গে নৃগ রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতীর বিবাহ হল।

সুদর্শন পত্নীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি ওঘবতীকে বললেন, তুমি অতিথিকে সর্বপ্রকারে তুষ্ট রাখবে, এমনকি প্রয়োজন হলে নির্বিচারে নিজেকেও দান করবে। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কখনও অতিথিসেবায় অবহেলা করবে না। কল্যাণী, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ওঘবতী তাঁর মস্তকে অঞ্জলি রেখে বললেন, তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করব।

একদিন সুদর্শন কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতীর কাছে এসে বললেন, আমি তোমার অতিথি, যদি গার্হস্থ্যধর্মে তোমার আস্থা থাকে তবে আমার সৎকার কর। ওঘবতী আসন ও পাদ্য দিয়ে বললেন, বিপ্র, আপনার কী প্রয়োজন? ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। ওঘবতী অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সম্মত হলেন না। তখন তিনি পতির আজ্ঞা স্মরণ করে সলজ্জভাবে বললেন, তাই হোক, এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাস্যে অন্য গৃহে গেলেন।

সুদর্শন ফিরে এসে পত্নীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। ওঘবতী তখন ব্রাহ্মণের বাহুপাশে বদ্ধ ছিলেন এবং নিজেকে উচ্ছিষ্ট মনে করে পতির আহ্বানের উত্তর দিলেন না। সুদর্শন আবার বললেন, আমার সাধ্বী পতিব্রতা সরলা পত্নী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছুই নেই। তখন কুটিরের ভিতর থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, অগ্নিপুত্র সুদর্শন, আমি অতিথি ব্রাহ্মণ তোমার গৃহে এসেছি, তোমার ভার্যা আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন; তোমার যা উচিত মনে হয় কর।

সুদর্শনের পশ্চাতে লৌহমুদ্‌গরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছিলেন; তিনি স্থির করেছিলেন, সুদর্শন যদি অতিথিসৎকারব্রত পালন না করেন তবে তাঁকে বধ করবেন। অতিথির কথা শুনে সুদর্শন বিস্মিত হলেন, এবং ঈর্ষা ও ক্রোধ ত্যাগ করে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার সুরত সম্পন্ন হোক, আমার প্রাণ পত্নী এবং আর যা কিছু আছে সবই আমি অতিথিকে দান করতে পারি। আমি সত্য কথা বলেছি, এই সত্যদ্বারা দেবতারা আমাকে পালন করুন অথবা দহন করুন। তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ কুটির থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিলোক অনুনাদিত করে বললেন, আমি ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছি। মৃত্যু সর্বদা তোমার রন্ধ্র অনুসন্ধান করেছিলেন, তাঁকে তুমি জয় করেছ। নরশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে তোমার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। ইনি তোমার এবং নিজের গুণে রক্ষিতা, ইনি যা বলবেন তার অন্যথা হবে

১. সভাপর্ব ৬-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

না। এই ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে অর্ধশরীর দ্বারা ওঘবতী নদী হয়ে লোকপাবন করবেন এবং অর্ধশরীরে তোমার অনুগমন করবেন। তুমি সশরীরে এঁর সঙ্গে শাশ্বত সনাতন লোক লাভ করবে। তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করেছ, বীর্যবলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করেছ, গৃহস্থ ধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয় করেছ। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শুক্লবর্ণ সহস্র অশ্ব যোজিত রথে সুদর্শন ও ওঘবতীকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, গৃহস্থের পক্ষে অতিথিই পরমদেবতা, অতিথি পূজিত হলে যে শুভচিন্তা করেন তার ফল শত যজ্ঞেরও অধিক। সাধুস্বভাব অতিথি যদি সমাদর না পান তবে তিনি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তার পুণ্য নিয়ে প্রস্থান করেন। বৎস, গৃহস্থ সুদর্শন যে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত করেছিলেন তার পুণ্যময় আখ্যান তোমাকে বললাম।

৩। কৃতজ্ঞ শুক— দৈব ও পুরুষকার— ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীভাব

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি অনুকম্পা-ধর্মের ও ভক্তজনের গুণবর্ণনা করুন। ভীষ্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন।— কাশীরাজ্যের অরণ্যে এক ব্যাধ মৃগবধের জন্য বিষলিপ্ত বাণ নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেই বাণ একটি বিশাল বৃক্ষে বিদ্ধ হল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শুকপক্ষী বহু কাল থেকে বাস করত। বিষের প্রভাবে বৃক্ষ ফলপত্রহীন ও শুষ্ক হয়ে গেল, কিন্তু আশ্রয়দাতার প্রতি ভক্তির জন্য শুক সেই বনস্পতিকে ত্যাগ করল না, অনাহারে ক্ষীণদেহে সেখানেই রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যথী শুকের আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, পক্ষীশ্রেষ্ঠ শুক, তুমি এই ফলপত্রহীন শুষ্ক তরু ত্যাগ করে অন্যত্র যাচ্ছ না কেন? এই মহারণ্যে আশ্রয়যোগ্য আরও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শুক বলল, দেবরাজ, আমি এখানেই জন্মেছি এবং নিরাপদে প্রতিপালিত হয়েছি। আমি এই বৃক্ষের ভক্ত, এর দুঃখে দুঃখিত এবং অনন্যগতি। আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন? এই বৃক্ষ যখন সুস্থ ছিল তখন আমি এর আশ্রয়ে ছিলাম, আজ আমি কী করে ছেড়ে যেতে পারি? শুকের কথা শুনে ইন্দ্র অতিশয় প্রীত হলেন এবং তার প্রার্থনায় অমৃত সেচন করে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করলেন।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, বৃক্ষ যেমন শুককে আশ্রয় দিয়ে উপকৃত হয়েছিল, লোকেও সেইরূপ ভক্তজনকে আশ্রয় দিয়ে সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, দৈব ও পুরুষকার এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে যা বলেছিলেন শোন।— কৃষক তার ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে সেইরূপ ফল উৎপন্ন হয়; মানুষও তার সৎকর্ম ও অসৎকর্ম

অনুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত ফল উৎপন্ন হয় না, পুরুষকার ব্যতীত দৈবও সিদ্ধ হয় না। পণ্ডিতগণ পুরুষকারকে ক্ষেত্রের সহিত এবং দৈবকে বীজের সহিত তুলনা করেন। যেমন ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে, সেইরূপ পুরুষকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। ক্লীব পতির সহিত স্ত্রীর সহবাস যেমন নিষ্ফল, কর্ম ত্যাগ করে দৈবের ওপর নির্ভরও সেইরূপ। পুরুষকার দ্বারাই লোকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পাণ্ডিত্য লাভ করে। কৃপণ ক্লীব নিষ্ক্রিয় অকর্মকারী দুর্বল ও যত্নহীন লোকের অর্থলাভ হয় না। পুরুষকার অবলম্বন করে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। পুণ্যই দেবগণের আশ্রয়, পুণ্যকর্ম দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায়, পুণ্যশীল লোকে দৈবকেও অতিক্রম করেন। দৈবের প্রভুত্ব নেই, শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে, দৈব সেইরূপ পুরুষকারের অনুসরণ করে।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্ত্রীপুরুষের মিলনকালে কার স্পর্শসুখ অধিক হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন।— ভঙ্গাস্বন নামে এক ধার্মিক রাজর্ষি পুত্রকামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করে শত পুত্র লাভ করেছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিরই স্তুতি হয়, এজন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে রাজর্ষির ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন। একদিন ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে বিমোহিত করলেন। রাজা দিগ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে অবগাহন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ পেলেন। নিজের রূপান্তর দেখে রাজা অতিশয় লজ্জিত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনওপ্রকারে অশ্বের পৃষ্ঠে উঠে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন। তাঁর পত্নী পুত্রগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত করে রাজা তাঁর পুত্রদের বললেন, আমি বনে যাব, তোমরা সদ্‌ভাবে থেকে একত্র রাজ্য ভোগ কর।

স্ত্রীরূপী ভঙ্গাস্বন বনে এসে এক তাপসের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই তাপসের ঔরসে রাজার গর্ভে একশো পুত্র হল। তিনি এই পুত্রদের নিয়ে পূর্বজাত পুত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার পুরুষ অবস্থার পুত্র, আমি স্ত্রী হবার পর এরা জন্মেছে। তোমরা এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ কর। ভঙ্গাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত পুত্র একত্র রাজ্য ভোগ করতে লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আমি এই রাজর্ষির অপকার করতে গিয়ে উপকারই করেছি। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে রাজপুত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতার পুত্র তাদের মধ্যেও সৌভ্রাত্র থাকে না; কশ্যপের পুত্র সুর ও অসুরগণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তোমরা রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের পুত্র আর এরা একজন তপস্বীর পুত্র; এরা তোমাদের পৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপুত্রদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হল, তাঁরা যুদ্ধ করে পরস্পরকে বিনষ্ট করলেন।

পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভঙ্গাস্বন কাঁদতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি আমাকে আহ্বান না করে আমার অপ্রিয় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করেছিলে সে জন্য

আমি তোমাকে নির্যাতিত করেছি। ভঙ্গাস্বন পদানত হয়ে ক্ষমা চেয়ে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আমি তুষ্ট হয়েছি; বল, তোমার কোন্ পুত্রদের পুনর্জীবন চাও— তোমার ঔরস পুত্রদের, না গর্ভজাত পুত্রদের? তাপসীবেশী ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমার স্ত্রীত্ব লাভের পর যারা জন্মেছিল তাদেরই জীবিত করুন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, এই পুত্রেরা তোমার পুরুষ অবস্থায় পুত্রদের চেয়ে প্রিয় হল কেন? ভঙ্গাস্বন বললেন, দেবরাজ, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই অধিক। ইন্দ্র প্রীত হয়ে বললেন, সত্যবাদিনী, আমার বরে তোমার সকল পুত্রই জীবিত হোক। এখন তুমি পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্ব কী চাও বল। রাজা বললেন, আমি স্ত্রীরূপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন, দেবরাজ, স্ত্রী-পুরুষের সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়, আমি স্ত্রীভাবেই তুষ্ট আছি। ইন্দ্র 'তাই হোক' বলে চলে গেলেন।

৪। হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি জগৎপতি মহেশ্বর শম্ভুর নামসকল বলুন। ভীষ্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য নয়। এই মহাবাহু কৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন, ইনি তাঁর নাম ও গুণাবলি কীর্তন করুন।

ভীষ্মের অনুরোধ শুনে বাসুদেব বললেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণও মহাদেবের সকল তত্ত্ব জানেন না, মানুষ কী করে জানবে? আমি তাঁর কথা কিঞ্চিৎ বলছি শুনুন। অনন্তর কৃষ্ণ জলস্পর্শ করে শুচি হয়ে বলতে লাগলেন।— একদা জাম্ববতী আমাকে বললেন, তুমি পূর্বে মহাদেবের আরাধনা করেছিলে, তার ফলে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ সুচারু চারুবেশ যশোধর চারুশ্রবা চারুযশা প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই আটজন পুত্র জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পুত্র আমাকেও দাও। জাম্ববতীর অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, রাজা আহুক[১] ও বলরাম প্রভৃতির অনুমতি নিয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে হিমালয় পর্বতে গেলাম। সেখানে মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদের পুত্র উপমন্যুর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার অভিলাষ জানালে তিনি বললেন, তুমি যাঁকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বর সপত্নীক এখানেই থাকেন। বাল্যকালে আমি ক্ষিরান্ন খেতে চাইলে জননী আমাকে বলেছিলেন, বৎস, আমরা বনবাসী তাপস, আমাদের গাভী নেই, ক্ষীরান্ন কোথায় পাব? যদি শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তার পর আমি বহুকাল তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করলাম। তাঁর প্রসাদে আমি অজর অমর সর্বজ্ঞ ও সুদর্শন হয়েছি এবং বন্ধুগণের সহিত অমৃততুল্য ক্ষীরান্ন ভোজন করতে পাচ্ছি। মহাদেব সর্বদা আমার আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন।

---

১. উগ্রসেনের পিতা, অথবা উগ্রসেন।

মাধব, আমি দিব্যনেত্রে দেখছি তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতীর নিকট চব্বিশটি বর লাভ করবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মুনিবর উপমন্যুর ইতিহাস শুনে আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমুণ্ডন করে ঘৃতাক্তদেহে দণ্ড-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সহিত আবির্ভূত হলেন। আমি চরণে পতিত হয়ে স্তব করলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার প্রার্থনা শুনে আটটি বর দিলেন— ধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠা, যুদ্ধে শত্রুনাশের শক্তি, শ্রেষ্ঠ যশ, পরম বল, যোগসিদ্ধি, লোকপ্রিয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পুত্র। তার পর জগন্মাতা ভবানীও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আটটি বর দিলেন— দ্বিজগণের প্রতি অক্রোধ, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, পরম ভোগ, কুলে প্রীতি, মাতার প্রসাদ, শান্তিলাভ, এবং দক্ষতা। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহাপ্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার ষোল ভার্যা হবে, তোমার প্রতি তাদের প্রীতি থাকবে, তোমার ধনধান্যাদি অক্ষয় হবে, তুমি বন্ধুদের অতিশয় প্রিয় হবে, তোমার শরীর কমনীয় হবে, এবং তোমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজার অতিথি ভোজন করবে। তার পর আমি উপমন্যুর কাছে ফিরে এসে তাঁকে বর-প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম, তিনি প্রীত হয়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং স্থির, স্থাণু, প্রভু, প্রবর, বরদ, বর, সর্বাত্মা প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত নাম কীর্তন করলেন। হর-পার্বতীর আরাধনা করেই আমি জাম্ববতীর পুত্র শাম্বকে পেয়েছিলাম।

৫। অষ্টাবক্রের পরীক্ষা

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পাণিগ্রহণকালে যে 'সহধর্ম' বলা হয় তার উদ্দেশ্য কী? পতিপত্নীর একসঙ্গে ঋষিপ্রোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, না প্রজাপতিবিহিত সন্তানোৎপাদন, না অসুরধর্মানুযায়ী কেবল ইন্দ্রিয়সেবা? ভীষ্ম বললেন, আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।— বদান্য নামক ঋষির কন্যা সুপ্রভার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে অষ্টাবক্র তাঁর পাণি প্রার্থনা করেছিলেন। বদান্য বললেন, আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি উত্তর দিকে যাত্রা করবে এবং হিমালয় পর্বত ও কুবেরভবন অতিক্রম করে ভগবান রুদ্রের আবাস দেখে এক রমণীয় বনে উপস্থিত হবে। সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী আছেন; তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলে আমার কন্যাকে পাবে।

অষ্টাবক্র উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হ্রদের নিকটে এসে রুদ্র ও রুদ্রাণীর পূজা করলেন। তার পর এক দৈব বৎসর (মানুষের ৩৬০ বৎসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ করে কৈলাস মন্দর ও সুমেরু পর্বত অতিক্রম করলেন এবং রমণীয় বনের মধ্যে একটি দিব্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আশ্রমে কুবেরালয়

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি কাঞ্চনময় ভবন ছিল। অষ্টাবক্র সেই ভবনের দ্বারে এসে বললেন, আমি অতিথি এসেছি। তখন সাতটি রূপবতী মনোহারিণী কন্যা এসে তাঁকে বলল, ভগবান, ভিতরে আসুন। অষ্টাবক্র মুগ্ধ হয়ে ভবনের অভ্যন্তরে গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বৃদ্ধা রমণী শুভ্র বসন পরে সর্বাভরণে ভূষিত হয়ে পর্যঙ্কে বসে আছেন। পরস্পর অভিবাদনের পর বৃদ্ধা অষ্টাবক্রকে বললেন, আপনি বসুন। অষ্টাবক্র বললেন, এই সকল নারীদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবতী ও শান্তপ্রকৃতি তিনি এখানে থাকুন, আর সকলে নিজ নিজ গৃহে চলে যান। কন্যারা অষ্টাবক্রকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল, কেবল বৃদ্ধা রইলেন।

অষ্টাবক্র শয্যায় শুয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, রাত্রি গভীর হয়েছে, তুমিও শোও। বৃদ্ধা অন্য এক শয্যায় শুলেন কিন্তু কিছুকাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মহর্ষির শয্যায় এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অষ্টাবক্র কাষ্ঠপ্রাচীরের ন্যায় নির্বিকার হয়ে আছেন দেখে বৃদ্ধা দুঃখিত হয়ে বললেন, বিপ্রর্ষি, প্রফুল্ল হও, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই সমস্ত ধনের প্রভু। অষ্টাবক্র বললেন, আমি পরদারগমন করি না। আমি বিষয়ভোগে অনভিজ্ঞ, ধর্মপালনের জন্যই সন্তান কামনা করি, পুত্রলাভ হলে আমার সদ্‌গতি হবে। তুমি ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপরোধ করো না; যদি তোমার অন্য প্রার্থনা কিছু থাকে তো বল। বৃদ্ধা বললেন, তুমি এখানে বাস কর, ক্রমশ দেশ কাল বুঝে মতি স্থির করতে পারবে এবং কৃতকৃত্য হবে। অষ্টাবক্র সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন, কিন্তু সেই বৃদ্ধার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁর কিছুমাত্র অনুরাগ হল না। তিনি ভাবতে লাগলেন, ইনিই কি এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শাপের ফলে বিরূপা হয়েছেন?

পরদিন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের সর্বদেহে তৈল মর্দন করে তাঁকে সযত্নে স্নান করিয়ে দিলেন এবং অমৃততুল্য স্বাদু অন্ন খেতে দিলেন। রাত্রিকালে তাঁরা পূর্বের ন্যায় পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধরাত্রে বৃদ্ধা পুনর্বার মহর্ষির শয্যায় এলেন। মহর্ষি বললেন, পরদারে আমার আসক্তি নেই, তুমি নিজের শয্যায় যাও, তোমার মঙ্গল হোক। বৃদ্ধা বললেন, আমি স্বতন্ত্রা, কারও পত্নী নই; যদি অন্য স্ত্রীর সংসর্গে আপত্তি থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহর্ষি বললেন, নারীর স্বাতন্ত্র্য কোনও কালে নেই; কৌমারে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্যে পুত্র তাকে রক্ষা করে। বৃদ্ধা বললেন, আমি কন্যা, ব্রহ্মচর্য পালন করি, আমাকে বিবাহ কর, প্রত্যাখ্যান করো না।

সহসা বৃদ্ধার রূপান্তর হল, তিনি সর্বাভরণভূষিতা পরমরূপবতী কন্যার আকৃতি ধারণ করলেন। অষ্টাবক্র আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন; তাঁর দুহিতাকে ত্যাগ করে কি এই পরমসুন্দরী কন্যাকেই গ্রহণ করব? আমার কামদমনের শক্তি ও ধৈর্য আছে, আমি সত্য থেকে চ্যুত হব না। তিনি সেই কন্যাকে বললেন, তুমি কিজন্য নিজের রূপ পরিবর্তন করলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যবিক্রম ব্রাহ্মণ, আমি উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মহর্ষি বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। জেনে রাখ যে স্ত্রীজাতি চপলা, স্থবিরা

স্ত্রীরও কামজ্বর হয়। দেবতারা তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, তুমি নির্বিঘ্নে গৃহে ফিরে যাও এবং বাঞ্ছিতা কন্যাকে বিবাহ করে পুত্রলাভ কর।

তার পর অষ্টাবক্র বদান্যের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদান্য তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করলেন। অষ্টাবক্র শুভনক্ষত্রযোগে সুপ্রভাকে বিবাহ করে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন।[১]

৬। ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ— গঙ্গামাহাত্ম্য— মতঙ্গ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্রহ্মহত্যা না করলেও কোন্ কর্মে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়? ভীষ্ম বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আমি যা শুনেছি তাই বলছি।— যে লোক ভিক্ষা দেব বলে ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দুর্বুদ্ধি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, পিপাসার্ত গোসমূহের জলপানে যে বাধা দেয়, শ্রুতি বা মুনিপ্রণীত শাস্ত্র যে অনভিজ্ঞতার জন্য দূষিত করে, রূপবতী দুহিতাকে যে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান না করে, দ্বিজাতিকে যে অধার্মিক মূঢ় অকারণে মর্মান্তিক দুঃখ দেয়, যে লোক চক্ষুহীন পঙ্গু বা জড়ের সর্বস্ব হরণ করে, যে মূঢ় আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে অগ্নিপ্রদান করে— তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যাকারীর সমান।

যুধিষ্ঠির বললেন, কোন্ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়? কোন্ নদী পুণ্যতমা? ভীষ্ম বললেন, এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ এক শিলবৃত্তি (উঞ্ছবৃত্তি) ব্রাহ্মণকে যা বলেছিলেন শোন।— সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেষ্ঠ যার মধ্য দিয়ে সরিদ্‌বরা গঙ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, গঙ্গার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে পাপকর্ম করে পরে গঙ্গার সেবা করে তারাও উত্তম গতি পায়। হংসাদি বহুবিধ বিহঙ্গে সমাকীর্ণ গোষ্ঠসমন্বিত গঙ্গাকে দেখলে লোকে স্বর্গও বিস্মৃত হয়। গঙ্গাদর্শন গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গায় অবগাহন করলে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষের সদ্‌গতি হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কোন্ উপায়ে ব্রাহ্মণত্ব পেতে পারে? ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণ্য অতি দুর্লভ, বহুবার জন্মগ্রহণের পর লোকে ব্রাহ্মণ হতে পারে। আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন। কোনও ব্রাহ্মণের মতঙ্গ নামে একটি গুণবান পুত্র ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত উপকরণ সংগ্রহ করে আনতে বললেন। মতঙ্গ একটি গর্দভযোজিত রথে যাত্রা করলেন, কিন্তু অল্পবয়স্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে

---

১. যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কী সম্বন্ধ তা স্পষ্ট নয়। বোধহয় প্রতিপাদ্য এই যে, প্রজাপতিবিহিত সন্তানোৎপাদনের জন্যই সহধর্মিণীর প্রয়োজন।

চলল। মতঙ্গ রুষ্ট হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার কষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার মাতার কাছে উপস্থিত হল তখন পুত্রের নাসিকায় ক্ষত দেখে গর্দভী বলল, বৎস, দুঃখিত হয়ো না, এক চণ্ডাল তোমাকে চালিত করছে, ব্রাহ্মণ এমন নিষ্ঠুর হয় না। এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছে, শিশুর ওপর এর দয়া নেই। মতঙ্গ রথ থেকে নেমে গর্দভীকে বললেন, কল্যাণী, আমাকে চণ্ডাল বলছ কেন? আমার মাতা কী করে দূষিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভী বলল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র নাপিতের ঔরসে জন্মেছ, এজন্য তুমি ব্রাহ্মণ নও, চণ্ডাল।

মতঙ্গ তখনই গৃহে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্য জানালেন এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। তিনি সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বার বার এসে তাঁকে বললেন, তুমি চণ্ডাল হয়ে জন্মেছ, ব্রাহ্মণত্ব পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতঙ্গ যখন বুঝলেন যে ব্রাহ্মণত্বলাভ অসম্ভব তখন তিনি ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারী কামরূপী বিহঙ্গ হই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই যেন আমার পূজা করে, আমার কীর্তি যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং কামিনীগণের পূজনীয় হবে, ত্রিলোকে অতুল কীর্তি লাভ করবে।

৭। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন— বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শুনেছি রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হয়েও বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছিলেন। আপনি তাঁর ইতিহাস বলুন। ভীষ্ম বললেন, মনুর পুত্র শর্যাতির বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ করেন; বৎসের দুই পুত্র, হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজঙ্ঘ। বীতহব্যের দশ পত্নীর গর্ভে একশো বেদজ্ঞ ও অস্ত্রবিশারদ পুত্র জন্মেছিলেন; তাঁরা কাশীরাজ হর্যশ্বকে এবং পরে তাঁর পুত্র সুদেবকে যুদ্ধে বধ করেন। তার পর সুদেবের পুত্র দিবোদাস বারাণসীর রাজা হলেন এবং গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ আবার আক্রমণ করলে মহারাজ দিবোদাস তাঁদের সঙ্গে সহস্র দিন ঘোর যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হলেন। ভরদ্বাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তার ফলে দেবোদাসের প্রতর্দন নামে একটি পুত্র হল।

প্রতর্দন জন্মগ্রহণ করেই ত্রয়োদশবর্ষীয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। তিনি সমস্ত বেদ ও ধনুর্বেদে শিক্ষিত হলে ভরদ্বাজ যোগবলে তাঁর দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাবিষ্ট করলেন। দিবোদাস তাঁর পরাক্রান্ত পুত্রকে দেখে হৃষ্ট হয়ে তাঁকে যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত করলেন। তার পর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন গঙ্গা পার হয়ে বীতহব্যের নগর আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে বীতহব্যের পুত্রগণ ছিন্নমস্তক হয়ে পতিত হলেন। তখন বীতহব্য পলায়ন করে মহর্ষি ভৃগুর শরণ নিলেন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ করে ভৃগুর আশ্রমে এলেন। যথাবিধি সৎকার করে ভৃগু বললেন, মহারাজ, কী প্রয়োজন বল। প্রতর্দন বললেন, মহর্ষি, এখানে বীতহব্য আশ্রয় নিয়েছেন, আপনি তাঁকে ত্যাগ করুন; তাঁর শত পুত্র আমার পিতৃকুল ও কাশীরাজ্য ধ্বংস করেছে। আমি তাদের বিনষ্ট করেছি, এখন বীতহব্যকে বধ করলেই পিতৃগণের নিকট ঋণমুক্ত হব। ধর্মাত্মা ভৃগু শরণাগত বীতহব্যের প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন হৃষ্ট হয়ে ভৃগুর পাদস্পর্শ করে বললেন, ভগবান, তাই হোক, তাতেই আমি কৃতকৃত্য হয়েছি, বীর্যবান বীতহব্যকে জাতিত্যাগে বাধ্য করেছি। আপনি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দিন, আমি এখন ফিরে যাই।

সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে সেইরূপ বীতহব্যের উদ্দেশে এই কঠোর বাক্য বলে প্রতর্দন প্রস্থান করলেন। ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মবাদী হয়ে গেলেন। গৃৎসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পুত্র হয়েছিল, অসুররা তাঁকে ইন্দ্র মনে করে নিপীড়িত করেছিল। ঋগ্‌বেদে গৃৎসমদের কথা আছে। তাঁর অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ প্রমতি, তাঁর পুত্র রুরু, যিনি প্রমদ্‌বরাকে বিবাহ করেছিলেন। রুরুর পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র মহাত্মা শৌনক। ভৃগুর অনুগ্রহে বীতহব্য ও তাঁর বংশধরগণ সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন।

৮। ব্রাহ্মণসেবা— সৎপাত্র ও অসৎপাত্র

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ? ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণসেবাই রাজার শ্রেষ্ঠ কার্য। একদিন ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মলিপ্ত হয়ে ছদ্মবেশে অসুররাজ শম্বরের কাছে এসে বললেন, তুমি কিরূপ আচরণের ফলে স্বজাতীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছ? শম্বর বললেন, আমি ব্রাহ্মণদের ঈর্ষা করি না, তাঁদের শাস্ত্রীয় কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাঁদের মতেই চলি। আমি ব্রাহ্মণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের পূজা করি। মধুমক্ষিকা যেমন চক্রমধ্যে মধুনিষেক করে, তাঁরা সেইরূপ আমাকে সদুপদেশে তৃপ্ত করেন। তাঁরা যা বলেন সমস্তই আমি মেধা দ্বারা গ্রহণ করি। এই কারণেই আমি তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হই।

যুধিষ্ঠির বললেন, অপরিচিত, দীর্ঘকাল আশ্রিত, এবং দূরদেশ হতে অভ্যাগত, এই ত্রিবিধ মনুষ্যের মধ্যে কাকে সৎপাত্র মনে করা উচিত? কাকে দান করলে উত্তম ফল হয়? ভীষ্ম বললেন, তুমি যে ত্রিবিধ মনুষ্যের কথা বললে তাঁরা সকলেই সৎপাত্র, তাঁদের কেউ গৃহস্থ, কেউ সন্ন্যাসী। তাঁদের সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভৃত্যদের পীড়ন

করে দান করা অনুচিত। ঋত্বিক পুরোহিত আচার্য শিষ্য কুটুম্ব বান্ধব যদি শাস্ত্রজ্ঞ ও অসূয়াশূন্য হন তবে সকলেই দানের যোগ্য পাত্র। সাবধানে পরীক্ষার পর দান করা উচিত। যাঁর অক্রোধ সত্যনিষ্ঠা অহিংসা তপস্যা সরলতা অনভিমান লজ্জা সহিষ্ণুতা জিতেন্দ্রিয়তা ও মনঃসংযম আছে এবং যিনি অকার্য করেন না, তিনিই সম্মানের পাত্র। যে বেদ ও শাস্ত্র মানে না এবং সর্ববিষয়ে নিয়মহীন সে অসৎপাত্র। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী ও বেদনিন্দক, নিরর্থক তর্কবিদ্যার অনুরক্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বারা জয়ী হতে চায়, যে কটুভাষী বহুবক্তা ও মূঢ়, তাকে কুক্কুরের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উচিত।

৯। স্ত্রীজাতির কুৎসা— বিপুলের গুরুপত্নীরক্ষা

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শোনা যায় স্ত্রীজাতি লঘুচিত্ত এবং সকল দোষের মূল। আপনি তাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে নারদ ও পুংশ্চলী (বেশ্যা) পঞ্চচূড়ার কথা বলছি শোন।— একদিন নারদ বিচরণ করতে করতে ব্রহ্মলোকবাসিনী অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দেখতে পেলেন। নারদ বললেন, সুন্দরী, স্ত্রীজাতির স্বভাব কী প্রকার তা আমি তোমার কাছে শুনতে ইচ্ছা করি। পঞ্চচূড়া বললেন, আমি স্ত্রী হয়ে স্ত্রীজাতির নিন্দা করতে পারব না, এমন অনুরোধ করা আপনার উচিত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্যকথায় দোষ নেই। তখন চারুহাসিনী পঞ্চচূড়া বললেন, দেবর্ষি, নারীদের এই দোষ যে, তারা সদ্‌বংশীয়া রূপবতী ও সধবা হলেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান রূপবান ও বশীভূত পতির জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না, যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই, পুরুষের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপযৌবনবতী সুবেশা স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরাও সেইরূপ হতে ইচ্ছা করে। পুরুষ না পেলে তারা পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সুরূপ পুরুষ দেখলেই তাদের ইন্দ্রিয়বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও অগ্নি— এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।

প্রসঙ্গক্রমে ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে বিপুল যে প্রকারে তাঁর গুরুপত্নীকে রক্ষা করেছিলেন তা বলছি শোন।— দেবশর্মা নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর পত্নীর নাম রুচি। অতুলনীয়া সুন্দরী রুচির উপর ইন্দ্রের লোভ ছিল। দেবশর্মা স্ত্রীচরিত ও ইন্দ্রের পরস্ত্রীলালসা জানতেন, সে জন্য রুচিকে সাবধানে রক্ষা করতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রিয়শিষ্য বিপুলকে বললেন, আমি যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, তুমি তোমার গুরুপত্নীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সুরেশ্বর ইন্দ্র

রুচিকে সর্বদা কামনা করেন; বহুপ্রকার মায়া জানেন, বজ্রধারী কিরীটী, চণ্ডাল, জটাচীরধারী, কুরূপ, রূপবান, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা অন্য বর্ণ, পশুপক্ষী বা মক্ষিকা-মশকাদির রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি বায়ুরূপেও এখানে আসতে পারেন। দুষ্ট কুক্কুর যেমন যজ্ঞের ঘৃত লেহন করে, সেইরূপ দেবরাজ যেন রুচিকে উচ্ছিষ্ট না করেন।

দেবশর্মা চলে গেলে বিপুল ভাবলেন, মায়াবী ইন্দ্রকে নিবারণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, আমি পৌরুষ দ্বারা গুরুপত্নীকে রক্ষা করতে পারব না। অতএব আমি যোগবলে এঁর শরীরে প্রবেশ করে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত হয়ে অবস্থান করব, তাতে আমার অপরাধ হবে না। এইরূপ চিন্তা করে মহাতপা বিপুল রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজের নেত্ররশ্মি রুচির নেত্রে সংযোজিত করে বায়ু যেমন আকাশে যায় সেইরূপ গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করলেন। রুচি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপুল ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন।

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় রূপ ধারণ করে সেখানে এসে দেখলেন আলেখ্যে চিত্রিত মূর্তির ন্যায় বিপুল স্তব্ধনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা পদ্মপলাশাক্ষী রুচিও রয়েছেন। ইন্দ্রের রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে রুচি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলেন, 'তুমি কে?' কিন্তু পারলেন না। ইন্দ্র মধুরবাক্যে বললেন, সুন্দরী, আমি ইন্দ্র, কামার্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। রুচিকে নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে আহ্বান করলেন, রুচিও উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তখন বিপুল গুরুপত্নীর মুখ দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নির্গত হওয়ায় রুচি লজ্জিত হলেন, ইন্দ্রও উদ্‌বিগ্ন হলেন। তার পর দেবরাজ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখলেন, মহাতপা বিপুল দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রুচির দেহমধ্যে রয়েছেন। ইন্দ্র শাপের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিপুল তখন নিজের দেহে প্রবেশ করে বললেন, অজিতেন্দ্রিয় দুর্বুদ্ধি পাপাত্মা পুরন্দর, তুমি দেবতা আর মানুষের পূজা অধিক দিন ভোগ করবে না; গৌতমের শাপে তোমার সর্বদেহে যোনিচিহ্ন হয়েছিল তা কি ভুলে গেছ? আমি গুরুপত্নীকে রক্ষা করছি, তুমি দূর হও, আমার গুরু তোমাকে দেখলে এখনই দগ্ধ করে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অমর ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই।

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লজ্জিত হয়ে তখনই অন্তর্হিত হলেন। ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে প্রীত হয়ে বিপুলকে এই বর দিলেন যে, তাঁর ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর গুরুর অনুমতি নিয়ে বিপুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্তি ও সিদ্ধি লাভ করে স্পর্ধিত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে অঙ্গরাজ্য চিত্ররথের পত্নী প্রভাবতী এক মহোৎসবে তাঁর ভগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করলেন। এই সময়ে আকাশগামিনী এক দিব্যাঙ্গনার অঙ্গ থেকে কতকগুলি পুষ্প ভূপতিত হল। রুচি সেই পুষ্পে তাঁর কেশকলাপ ভূষিত করে ভগিনী প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। প্রভাবতী রুচিকে বললেন, আমাকে এইরূপ পুষ্প

আনিয়ে দাও। দেবশর্মার আদেশে বিপুল সেই ভূপতিত অম্লান পুষ্প সংগ্রহ করে অঙ্গরাজধানী চম্পানগরীতে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তিনি বনমধ্যে দেখলেন, এক নরমিথুন (নরনারী) পরস্পরের হাত ধরে ঘুরছে এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শীঘ্র চলছে বলে কলহ করছে। অবশেষে তারা এই শপথ করল— আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি পায়। এই কথা শুনে বিপুল চিন্তিত হলেন এবং আরও কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, ছ জন লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাশা নিয়ে খেলছে। তারাও শপথ করল— আমাদের মধ্যে যে অন্যায় করবে সে যেন বিপুলের গতি পায়। তখন বিপুলের মনে পড়ল, তিনি যে গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করেছিলেন তা গুরুকে জানাননি। বিপুল পুষ্প নিয়ে চম্পানগরীতে এলে দেবশর্মা বললেন, তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমার কার্য জানেন, আমি আর রুচিও জানি। সেই মিথুন যাঁরা চক্রবৎ আবর্তন করেন তাঁরা অহোরাত্র, এবং পাশক্রীড়ারত ছয় পুরুষ ছয় ঋতু। এঁরা সকলেই তোমার দুষ্কৃত জানেন। মানুষ নির্জনে দুষ্কর্ম করলে দিবারাত্র ও ছয় ঋতু তা দেখেন। তুমি রুচিকে রক্ষা করে হৃষ্ট ও গর্বিত হয়েছিল, কিন্তু ব্যভিচার আশঙ্কা করে আমাকে সব কথা জানাওনি, এই অপরাধ তোমাকে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তুমি অন্য উপায়ে দুর্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করতে পারবে না বুঝে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলে, কিন্তু তাতে তোমার কোনও পাপ হয়নি। বৎস, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি স্বর্গলোক লাভ করে সুখী হবে।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, স্ত্রীলোককে সর্বদা রক্ষা করা উচিত। সাধ্বী ও অসাধ্বী দুইপ্রকার স্ত্রী আছে, লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই পৃথিবী ধারণ করেন। দুশ্চরিত্রা কুলনাশিনী অসাধ্বী স্ত্রীদের গাত্রলক্ষণ দেখলেই চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যভিচারিণী হয় এবং প্রাণহানি করে।

১০। বিবাহভেদ— দুহিতার অধিকার— বর্ণসংকর— পুত্রভেদ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কিরূপ পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য? ভীষ্ম বললেন, স্বভাব চরিত্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গুণবান পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। এইরূপ বিবাহের নাম ব্রাহ্মবিবাহ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয়। ধন দিয়ে কন্যা ক্রয় করে যে বিবাহ হয় তার নাম আসুর। আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে রোরুদ্যমানা কন্যার সহিত বিবাহের নাম রাক্ষস। শেষোক্ত দুই বিবাহ নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণের পুরুষ তার সবর্ণের বা নিম্নবর্তী অন্যান্য বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা পত্নীই শ্রেষ্ঠ। ত্রিশ বৎসরের পাত্র দশ বৎসরের কন্যাকে এবং একুশ বৎসরের পাত্র সাত বৎসরের কন্যাকে বিবাহ

করবে।[১] ঋতুমতী হলে কন্যা তিন বৎসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পর সে স্বয়ং পতি অন্বেষণ করে নেবে। মন্ত্রপাঠ ও হোম করে কন্যা সম্প্রদান করলে বিবাহ সিদ্ধ হয়, কেবল বাগ্‌দান করলে বা পণ নিলে হয় না। সপ্তপদীগমনের পর পাণিগ্রহণমন্ত্র সম্পূর্ণ হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, যদি কন্যা থাকে তবে অপুত্রক ব্যক্তির ধন আর কেউ পেতে পারে কি? ভীষ্ম বললেন, দুহিতা পুত্রের সমান, তার পৈতৃক ধন আর কেউ নিতে পারে না। পুত্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দুহিতারই অধিকার। অপুত্রক ব্যক্তির দৌহিত্রও পুত্রের সমান অধিকারী।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি বর্ণসংকরের উৎপত্তি ও কর্মের বিষয় বলুন। ভীষ্ম বললেন, পিতা যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে ব্রাহ্মণীর পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র মূর্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যার পুত্র অম্বষ্ঠ, এবং শূদ্রার পুত্র পারশব নামে উক্ত হয়। পিতা যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ক্ষত্রিয়ার পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পুত্র মাহিষ্য, এবং শূদ্রার পুত্র উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হলে বৈশ্যার পুত্রকে বৈশ্য এবং শূদ্রার পুত্রকে করণ বলা হয়। শূদ্র-শূদ্রার পুত্র শূদ্রই হয়। নিম্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান নিন্দনীয় হয়। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণীর পুত্র সূত, তাদের কর্ম রাজাদের স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহ্মণীর পুত্র বৈদেহক বা মৌদ্‌গল্য, তাদের কর্ম অন্তঃপুররক্ষা, তাদের উপনয়নাদি সংস্কার নেই। শূদ্র-ব্রাহ্মণীর পুত্র চণ্ডাল, তারা কুলের কলঙ্ক, গ্রামের বহির্দেশে বাস করে এবং ঘাতক (জল্লাদ)-এর কর্ম করে। বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ার পুত্র বাক্যজীবী বন্দি বা মাগধ। শূদ্র-ক্ষত্রিয়ার পুত্র মৎস্যজীবী নিষাদ। শূদ্র-বৈশ্যার পুত্র আয়োগব (সূত্রধর)। শাস্ত্রে কেবল চতুর্বর্ণের ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, বর্ণসংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নেই।

তার পর ভীষ্ম বললেন, ঔরসজাত পুত্র আত্মস্বরূপ। পতির অনুমতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানের নাম নিরুক্তজ, বিনা অনুমতিতে সন্তান হলে তার নাম প্রসৃতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পুত্র দত্তকপুত্র, মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত কৃতকপুত্র। গর্ভবতী স্ত্রীর বিবাহের পর যে পুত্র হয় তার নাম অধ্যোঢ়। অবিবাহিত কুমারীর পুত্র কানীন।

১১। চ্যবন ও নহুষ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তাদের উপর কিরূপ স্নেহ হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন।— পুরাকালে ভৃগুবংশজাত মহর্ষি চ্যবন ব্রতধারী হয়ে দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাযমুনার জলমধ্যে বাস করেছিলেন। তিনি সর্বভূতের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, মৎস্যাদি জলচর নির্ভয়ে তাঁর ওষ্ঠ আঘ্রাণ করত। একদিন ধীবরগণ জাল ফেলে বহু মৎস্য ধরল, সেই সঙ্গে চ্যবনকেও তারা জালবদ্ধ করে

১. ১৬-পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের উচিত।

তীরে তুলল। তাঁর পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু, মস্তকের জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-শম্বুক-মণ্ডিত দেহ দেখে ধীবরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। মৎস্যদের মরণাপন্ন দেখে চ্যবন কৃপাবিষ্ট হয়ে বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধীবরগণ বলল, মহামুনি, আমাদের অজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ করুন আমরা আপনার কী প্রিয়কার্য করব। চ্যবন বললেন, আমি এই মৎস্যদের সঙ্গে একত্র বাস করেছি, এদের ত্যাগ করতে পারি না; আমি মৎস্যদের সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করব বা বিক্রীত হব।

ধীবরগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানাল। অমাত্য ও পুরোহিতের সঙ্গে নহুষ সত্বর এসে চ্যবনকে বললেন, দ্বিজোত্তম, আপনার কী প্রিয়কার্য করব বলুন। চ্যবন বললেন, এই মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মৎস্যের মূল্য এবং আমারও মূল্য দাও। নহুষ সহস্র মুদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমার মূল্য সহস্র মুদ্রা নয়, তুমি বিবেচনা করে উপযুক্ত মূল্য দাও। নহুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ মুদ্রা, কোটি মুদ্রা, অর্ধ রাজ্য ও সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চ্যবন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুষ দুঃখিত ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগর্ভজাত ফলমূলাশী তপস্বী এসে নহুষকে বললেন, মহারাজ ব্রাহ্মণ আর গো অমূল্য, আপনি এই ব্রাহ্মণের মূল্য স্বরূপ একটি গাভী দিন। নহুষ তখন হৃষ্ট হয়ে চ্যবনকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, গাত্রোত্থান করুন, আপনাকে আমি গাভী দ্বারা ক্রয় করলাম। চ্যবন তুষ্ট হয়ে বললেন, এখন তুমি যথার্থই আমাকে ক্রয় করেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; গোমাহাত্ম্য কীর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন করলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ হয়। গাভী লক্ষ্মীর মূল এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ। গাভী থেকেই যজ্ঞীয় হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহাত্ম্য বলা আমার সাধ্য নয়।

ধীবরগণ চ্যবনকে বলল, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়ে এই গাভী গ্রহণ করুন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আমি এই গাভী নিলাম, তোমরা পাপমুক্ত হয়ে এই মৎস্যদের সঙ্গে স্বর্গে যাও। তার পর চ্যবন নহুষকে আশীর্বাদ করে নিজ আশ্রমে চলে গেলেন।

১২। চ্যবন ও কুশিক

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পরশুরাম ব্রহ্মর্ষির বংশে জন্মে ক্ষত্রধর্মা হলেন কেন? আবার, ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশে জন্মে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ কী করে হলেন? ভীষ্ম বললেন, ভৃগুনন্দন চ্যবন জানতেন যে, কুশিকবংশ থেকে তাঁর বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে, সে জন্য তিনি কুশিকবংশ দগ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন। চ্যবন কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেনু সমস্তই আপনার। চ্যবন বললেন, আমি ওসব চাই না, আমি এক ব্রতের

অনুষ্ঠান করব, তুমি ও তোমার মহিষী অকুণ্ঠিত হয়ে আমার পরিচর্যা কর। কুশিক সানন্দে সম্মত হয়ে তাঁকে একটি উত্তম শয়নগৃহে নিয়ে গেলেন। সূর্যাস্ত হলে চ্যবন আহারের পর শয্যায় শুয়ে বললেন, তোমরা আমাকে জাগিও না, নিরন্তর পদসেবা কর। কুশিক ও তাঁর মহিষী আহারনিদ্রা ত্যাগ করে চ্যবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ দিন পরে চ্যবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, কুশিক ও তাঁর মহিষী অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হলেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে চ্যবন অন্তর্হিত হলেন।

সস্ত্রীক কুশিক অন্বেষণ করে কোথাও চ্যবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা শয়নগৃহে এসে দেখলেন, মহর্ষি শয্যায় শুয়ে আছেন। কুশিক ও তাঁর মহিষী বিস্মিত হয়ে পুনর্বার পদসেবায় রত হলেন। আরও একুশ দিন পরে চ্যবন উঠে বললেন, আমি স্নান করব, আমার দেহে তৈলমর্দন কর। সপত্নীক কুশিক চ্যবনের দেহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন করতে লাগলেন। তার পর চ্যবন স্নানশালায় গিয়ে স্নান করে আবার অন্তর্হিত হলেন। পুনর্বার আবির্ভূত হয়ে তিনি সিংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবার আদেশ দিলেন। অন্ন মাংস শাক পিষ্টক ফল প্রভৃতি আনা হলে চ্যবন তাঁর শয্যা-আসনাদির সঙ্গে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্যে অগ্নিদান করে আবার অন্তর্হিত হলেন এবং পরদিন দেখা দিলেন।

এইরূপে অনেক দিন গেল, চ্যবন কুশিকের কোনও রন্ধ্র (ত্রুটি) দেখতে পেলেন না। একদিন তিনি বললেন, তুমি ও তোমার মহিষী আমাকে রথে বহন করে নিয়ে চল; পথে যারা প্রার্থী হয়ে আসবে তাদের আমি প্রচুর ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা করি, তুমি তার আয়োজন কর। রাজা ও মহিষী রথ টানতে লাগলেন, রাজভৃত্যগণ ধনরত্ন নিয়ে পশ্চাতে চলল। চ্যবনের কষাঘাতে সস্ত্রীক কুশিক ক্ষতবিক্ষত হলেন, পুরবাসীগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীরব রইল। অজস্র ধন দান করার পর চ্যবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহারাজ, তোমাদের উপর আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। এই বলে তিনি রাজা ও মহিষীর দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। কুশিক বললেন, মহর্ষি, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দূর হয়েছে। চ্যবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আমি কিছুকাল এই গঙ্গাতীরে বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দুঃখিত হয়ো না, শীঘ্রই তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হবে।

পরদিন প্রভাতে কুশিক ও তাঁর মহিষী গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, সেখানে গন্ধর্বনগর তুল্য কাঞ্চনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পদ্মশোভিত সরোবর, চিত্রশালা, তোরণ, বহুবৃক্ষসমন্বিত উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্ট হয়েছে। কুশিক ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে এসেছি? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ অদৃশ্য হয়ে গেল, গঙ্গাতীর পূর্বের ন্যায় নীরব হল। কুশিক তাঁর মহিষীকে বললেন, তপোবলেই এইসকল হতে পারে, ত্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি চ্যবনের কী আশ্চর্য শক্তি! ব্রাহ্মণরা সর্ববিষয়ে পবিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্লভ।

কুশিক ও তাঁর মহিষীকে ডেকে চ্যবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিয় ও মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরীক্ষা থেকে মুক্ত হলে। আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। কুশিক বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আপনার নিকটে থেকে অগ্নিমধ্যবর্তী ব্যক্তির ন্যায় আমরা যে দগ্ধ হইনি এই যথেষ্ট। যদি প্রীত হয়ে থাকেন তো বলুন, আপনি যেসকল অদ্ভুত কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্য কী? চ্যবন বললেন, মহারাজ, আমি ব্রহ্মার নিকট শুনেছিলাম যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুলসংকর হবে, তোমার এক তেজস্বী বলবান পুত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দগ্ধ করবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু বহু উৎপীড়ন করেও তোমাকে ক্রুদ্ধ করতে পারিনি, অভিশাপ দেবার কোনও ছিদ্রও পাইনি। তোমাদের প্রীতির জন্যই এই কানন সৃষ্টি করেছিলাম, তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসুখ অনুভব করেছ। রাজা, তুমি ব্রাহ্মণত্ব ও তপশ্চর্যার আকাঙ্ক্ষা করেছ তা-ও আমি জানি। ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্লভ, ঋষিত্ব ও তপস্বিত্ব আরও দুর্লভ। তথাপি তোমার কামনা সিদ্ধ হবে, তোমার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ (বিশ্বামিত্র) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়দের যজমান, তথাপি তারা দৈববশে ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করবে। তার পর আমাদের ভৃগুবংশে ঊর্ব (ঔর্ব)[১] নামে এক মহাতেজস্বী পুরুষ জন্মাবেন, তাঁর পুত্র ঋচীক সমস্ত ধনুর্বেদ আয়ত্ত করবেন এবং পুত্র জমদগ্নিকে তা দান করবেন। জমদগ্নির সহিত তোমার পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে; তাঁদের পুত্র মহাতেজা পরশুরাম[১] ক্ষত্রাচারী হবেন। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে চ্যবন তীর্থযাত্রায় গেলেন।

১৩। দানধর্ম— অপালক রাজা— কপিলা— লক্ষ্মী ও গোময়

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম তপস্যা ও বিবিধ ব্রতাচরণের ফল এবং ধেনু, ভূমি জল সুবর্ণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দুগ্ধ তিল বস্ত্র শয্যা পাদুকা প্রভৃতি দানের ফল সবিস্তারে বিবৃত করে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করা শ্রেয়, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাতাকে উদ্‌বিগ্ন করে। যুধিষ্ঠির, তোমার রাজ্যে যদি অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করবে; তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য।

তার পর ভীষ্ম বললেন, রাজাদের যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু প্রজাপীড়ন করে নয়। যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদু খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু খেতে পায় না, ব্রাহ্মণাদি প্রজারা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, পতিপুত্রদের মধ্য থেকে রোরুদ্যমানা রমণী সবলে অপহৃত হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যিনি প্রজা রক্ষা করতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কলিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ মিলিত হয়ে বধ করবে। যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস

১. আদিপর্ব ৩১-এবং বনপর্ব ২৫-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দিয়ে রক্ষা করেন না, সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত। মনুস্মৃতি অনুসারে প্রজার পাপ ও পুণ্যের চতুর্থাংশ রাজাতে সংক্রামিত হয়।

তার পর ভীষ্ম গোদানের ফল সবিশেষ কীর্তন করে বললেন, গোসমূহের মধ্যে কপিলাই শ্রেষ্ঠ। প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করেছিলেন, তাঁর উদ্‌গার থেকে কামধেনু সুরভী উৎপন্ন হন। সুরভীই সুবর্ণবর্ণা কপিলা গাভীদের জন্ম দিয়েছিলেন। একদা কপিলাদের দুগ্ধফেন মহাদেবের মস্তকে পতিত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হন, তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কপিলাদের গাত্র বিবিধবর্ণ হয়েছে। প্রজাপতি দক্ষ তাঁকে বলেছিলেন আপনি অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছেন। দক্ষ মহাদেবকে একটি বৃষভ ও কতকগুলি গাভী দিয়েছিলেন, সেই বৃষভ মহাদেবের বাহন ও লাঞ্ছন হল।

যুধিষ্ঠির, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন।— একদিন লক্ষ্মী মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তারা জিজ্ঞাসা করল, দেবী, তুমি কে? তোমার রূপের তুলনা নেই। লক্ষ্মী বললেন, আমি লোককান্তা শ্রী; আমি দৈত্যদের ত্যাগ করেছি সে জন্য তারা বিনষ্ট হয়েছে, আমার আশ্রয়ে দেবতারা চিরকাল সুখভোগ করছেন। গোগণ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা করি, তোমরা শ্রীযুক্তা হও। গাভীরা বলল, তুমি অস্থিরা চপলা, বহুলোকের অনুরক্তা, আমরা তোমাকে চাই না। আমরা সকলেই কান্তিমতী, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মী বললেন, অনাহূত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয়— এই প্রবাদ সত্য। মনুষ্য দেব দানব গন্ধর্বাদি উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও আমাকে গ্রহণ কর, ত্রিলোকে কেউ আমার অপমান করে না। তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব। অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, আমি তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎসিত নয়, আমি তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আছি। তখন গাভীরা মন্ত্রণা করে বলল, কল্যাণী যশস্বিনী, তোমার সম্মানরক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; তুমি আমাদের পবিত্র পুরীষ ও মূত্রে অবস্থান কর। লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক, আমি সম্মানিত হয়েছি।

১৪। দানের অপাত্র— বশিষ্ঠাদির লোভসংবরণ

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম শ্রাদ্ধকর্মের বিধি সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন, দৈব ও পিতৃকার্যে দানের পূর্বে ব্রাহ্মণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাদি বিচার করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ধূর্ত ভ্রূণহত্যাকারী যক্ষ্মারোগী পশুপালক বিদ্যাহীন কুসীদজীবী বা রাজভৃত্য, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যার গৃহে উপপতি আছে, যে চোর পারদারিক শূদ্রযাজক বা শস্ত্রজীবী, যে কুকুর নিয়ে মৃগয়া করে, যাকে কুকুর দংশন করেছে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বে

বিবাহ করেছে, যে কুশীলব (নট) বা কৃষিজীবী, যে কররেখা ও নক্ষত্রাদি দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহ্মণ গুণবানের দান গ্রহণ করেন তিনি অল্পদোষী হন, যিনি নির্গুণের দান নেন তিনি পাপে নিমগ্ন হন। আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন।—

কশ্যপ অত্রি বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামিত্র জমদগ্নি এবং বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী ব্রহ্মলোক লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করে পৃথিবী পর্যটন করছিলেন। গণ্ডা নামে এক কিংকরী এবং তার স্বামী পশুসখ নামক শূদ্র ঋষিদের পরিচর্যা করত। এই সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শিবিপুত্র শৈব্য-বৃষাদর্ভি এক যজ্ঞ করে ঋত্বিগ্‌গণকে নিজ পুত্র দক্ষিণাস্বরূপ দিয়েছিলেন; সেই পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করলে মহর্ষিগণ নিজের জীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালীতে পাক করতে লাগলেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য বললেন, আপনারা এই অভক্ষ্য বস্তু ত্যাগ করুন, আপনাদের পুষ্টির জন্য যা চান তাই আমি দেব। ঋষিরা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সুখ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তা বিষতুল্য, দানপ্রতিগ্রহের ফলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। যারা যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই বলে ঋষিরা অন্যত্র চলে গেলেন, তাঁরা যা পাক করছিলেন তা পড়ে রইল।

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর মন্ত্রীরা বন থেকে উডুম্বর (ডুমুর) ফল সংগ্রহ করে ঋষিদের দিতে লাগলেন। কিছুদিন পরে রাজা ফলের মধ্যে সুবর্ণ পুরে পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই ফল গুরুভার দেখে বললেন, আমরা নির্বোধ নই, এই সুবর্ণময় ফল নিতে পারি না। ঋষিরা সেই স্থান ত্যাগ করে অনত্র চলে গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে যাতুধানী নামে এক ভয়ঙ্করী কৃত্যা উত্থিত হল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি অত্রি প্রভৃতি সাতজন ঋষি, অরুন্ধতী, তাঁদের দাস পশুসখ এবং দাসী গণ্ডার কাছে যাও; তাদের নাম জেনে নিয়ে সকলকে বিনষ্ট কর।

ঋষিরা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচরণ করছিলেন। একদিন তাঁরা দেখলেন, এক স্থূলকায় পরিব্রাজক কুকুর নিয়ে তাঁদের দিকে আসছেন। অরুন্ধতী ঋষিদের বললেন, আপনাদের দেহ এমন পুষ্ট নয়। ঋষিরা বললেন, আমরা খাদ্যাভাবে কৃশ হয়েছি, আমাদের নিত্যকর্মও করতে পারি না; এই পরিব্রাজকের অভাব নেই সে জন্য সে ও তার কুকুর স্থূলদেহ। তার পর সেই পরিব্রাজক নিকটে এসে ঋষিদের করস্পর্শ করে বললেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করব। একদিন সকলে এক মনোহর সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেন, যাতুধানী তা রক্ষা করছিল। ঋষিরা মৃণাল নিতে গেলে যাতুধানী বলল, আগে তোমরা নিজেদের নাম ও তার অর্থ বল, তার পর মৃণাল নিও। ঋষিগণ অরুন্ধতী গণ্ডা ও পশুসখ নিজ নিজ নাম ও তার অর্থ জানালে যাতুধানী প্রত্যেককে বলল, তোমার নামের অর্থ বুঝলাম না, যা হোক, তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পরিব্রাজক বললেন, এঁরা সকলে যেপ্রকারে নিজ নিজ নাম জানালেন আমি তেমন পারব না; আমার

নাম শুনঃসখসখ (যম বা ধর্মের সখা)। যাতুধানী বললেন, তোমার বাক্য সন্দিগ্ধ, পুনর্বার নাম বল। পরিব্রাজক বললেন, আমি একবার নাম বলেছি তথাপি তুমি বুঝতে পারলে না, অতএব এই ত্রিদণ্ডের আঘাতে তোমাকে বধ করব। এই বলে তিনি যাতুধানীর মস্তকে আঘাত করলেন, সে ভূপতিত হয়ে ভস্মসাৎ হল।

ঋষিরা তখন মৃণাল তুলে তীরে রাখলেন এবং পুনর্বার জলে নেমে তর্পণ করতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃণাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা প্রত্যেকে শপথ করে অপহরণকারীর উদ্দেশে অভিশাপ দিলেন। পরিশেষে শুনঃসখ এই শপথ করলেন— যে চুরি করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করুক এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন করে স্নান করুক। ঋষিরা বললেন, তুমি যে শপথ করলে তা সকল ব্রাহ্মণেরই অভীষ্ট, তুমিই আমাদের মৃণাল চুরি করেছ। শুনঃসখ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পরীক্ষার জন্যই এমন করেছি। এই যাতুধানী রাজা শৈব্য-বৃষাদর্ভির আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসেছিল; আমি ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করেছি। আপনারা সর্ববিধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে ক্ষুধা সহ্য করেছেন, সে জন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয়লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন।

১৫। ছত্র ও পাদুকা— পুষ্প ধূপ ও দীপ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রাদ্ধাদিতে যে ছত্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তার প্রবর্তন কী প্রকারে হল? ভীষ্ম বললেন, একদা জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহ্নকালে মহর্ষি জমদগ্নি ধনু দ্বারা শর নিক্ষেপ করে ক্রীড়া করছিলেন, তাঁর পত্নী রেণুকা সেই শর তুলে এনে দিচ্ছিলেন। প্রখর রৌদ্রে রেণুকার কষ্ট হতে লাগল। তাঁর বিলম্ব দেখে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হল কেন? রেণুকা বললেন, সূর্যকিরণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আমি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জমদগ্নি দিব্য ধনু ও বহু শর নিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন দিবাকর ব্রাহ্মণের বেশে এসে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, সূর্য আকাশে থেকে কিরণ দ্বারা রস আকর্ষণ করেন এবং বর্ষায় সেই রস বর্ষণ করেন, তা থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়। সূর্যকে নিপাতিত করে তোমার কী লাভ হবে? সূর্য আকাশে স্থির থাকেন না, তাঁকে তুমি কী করে বিদ্ধ করবে? জমদগ্নি বললেন, আমি জ্ঞাননেত্র দ্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহ্নে তুমি অর্ধ নিমেষ কাল স্থির থাক, সেই সময়ে তোমাকে বিদ্ধ করব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম। জমদগ্নি সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভয় নেই; কিন্তু এমন উপায় কর যাতে লোকে রৌদ্রতাপিত পথ দিয়ে বিনা কষ্টে যেতে পারে। তখন সূর্য জমদগ্নিকে ছত্র ও পাদুকা দিয়ে বললেন, মহর্ষি, এই দুইয়ের দ্বারা আমার তাপ থেকে মস্তক ও চরণ রক্ষিত হবে।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, সূর্যই ছত্র ও পাদুকার প্রবর্তক, ব্রাহ্মণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীষ্ম দেবার্চনায় পুষ্প ধূপ ও দীপের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বললেন, পুষ্প মনকে আহ্লাদিত করে সে জন্য তার নাম সুমনাঃ। কণ্টকহীন বৃক্ষের শ্বেতবর্ণ পুষ্পই দেবতাদের প্রীতিকর। পদ্মাদি জলজ পুষ্প গন্ধর্ব নাগ ও যক্ষগণকে প্রদেয়। কটু ও কণ্টকময় ওষধি এবং রক্তবর্ণ পুষ্প শত্রুদের অভিচারের জন্য অথর্ববেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধূপ তিন প্রকার; গুগ্‌গুলু প্রভৃতিকে নির্যাস, কাষ্ঠময় ধূপকে সারী, এবং মিশ্রিত উপাদান থেকে প্রস্তুত ধূপকে কৃত্রিম বলে। নির্যাসের মধ্যে গুগ্‌গুলু শ্রেষ্ঠ, সারী ধূপের মধ্যে অগুরু শ্রেষ্ঠ। শল্লকী[১] ও তজ্জাতীয় নির্যাসের ধূপ দৈত্যদের প্রিয়। সর্জরস (ধুনা) ও গন্ধকাষ্ঠ প্রভৃতির সংযোগে যে কৃত্রিম ধূপ হয় তা দেব দানব মানব সকলেরই প্রীতিকর। দীপ দান করলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায়, উত্তরায়ণের রাত্রিতে দীপদান কর্তব্য।

১৬। সদাচার— ভ্রাতার কর্তব্য

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়ু ও শতবীর্য বলা হয়, তবে অকালমৃত্যু হয় কেন? কী করলে মানুষ আয়ু কীর্তি ও শ্রী লাভ করতে পারে? ভীষ্ম বললেন, যারা দুরাচার তারা দীর্ঘ আয়ু পায় না, যে নিজের হিত চায় তাকে সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে ধর্মার্থচিন্তা ও আচমন করে কৃতাঞ্জলি ও পূর্বমুখ হয়ে পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা করবে। উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য দেখবে না; রাহুগ্রস্ত, জলে প্রতিফলিত এবং আকাশমধ্যগত সূর্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করবে না। মূত্র-পুরীষ দেখবে না, স্পর্শও করবে না। একাকী অথবা অজ্ঞাত বা নীচজাতীয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহ্মণ গো রাজা বৃদ্ধ ভারবাহী গর্ভিণী ও দুর্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা ও বস্ত্র পরবে না। বৃথা মাংস এবং পৃষ্ঠদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মর্মভেদী বাক্য বলবে না; মুখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, তার আঘাতে লোকে দিবারাত্র দুঃখ পায়। কুঠার প্রভৃতিতে ছিন্ন বন আবার অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্বাক্যজনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র দেহ থেকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু বাক্‌শল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেলা যায় না। হীনাঙ্গ অতিরিক্তাঙ্গ বিদ্যাহীন রূপহীন নির্ধন বা দুর্বল লোককে উপহাস করবে না। পিষ্টক মাংস পায়স প্রভৃতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তুত করবে, কেবল নিজের জন্য নয়। গর্ভিণী স্ত্রীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পর কিঞ্চিৎ খাদ্য অবশিষ্ট রাখবে। আর্দ্রচরণে ভোজন

---

১. শলই, লবান বা শিলারস জাতীয়।

করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। বৃদ্ধকে অভিবাদন করবে এবং স্বয়ং আসন দেবে। বিবস্ত্র হয়ে স্নান বা শয়ন করবে না। উচ্ছিষ্ট হয়ে (এঁটো মুখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গুরুর সঙ্গে বিতণ্ডা বা গুরুনিন্দা করবে না। সৎকুলজাতা সুলক্ষণা বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। নিমন্ত্রিত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অস্ত্রবিদ্যা অশ্ব-হস্তী-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। ঋতুর পঞ্চম দিনে গর্ভাধান হলে কন্যা এবং ষষ্ঠ দিনে পুত্র হয় এই বুঝে পত্নীর সহবাস করবে। যথাশক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করবে। যুধিষ্ঠির, তুমি সদাচার সম্বন্ধে আর যা জানতে চাও তা বেদজ্ঞ বৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা করো। সদাচারই ঐশ্বর্য কীর্তি আয়ু ও ধর্মের মূল।

তার পর ভীষ্ম ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন।— গুরু যেমন শিষ্যের প্রতি সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার করবেন। শত্রুরা যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন। তিনি পৈতৃক অংশ থেকে কনিষ্ঠগণকে বঞ্চিত করবেন না। কনিষ্ঠ যদি দুষ্কর্ম করে তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৎ বা অসৎ যাই হোন, কনিষ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃস্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়িনী মাতার সমান।

১৭। মানসতীর্থ— বৃহস্পতির উপদেশ

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম উপবাসের গুণবর্ণনার পর তীর্থ সম্বন্ধে বললেন, পৃথিবীর সকল তীর্থই ফলপ্রদ, কিন্তু মানসতীর্থই পবিত্রতম। ধৈর্য তার হ্রদ, বিমল সত্য তার অগাধ জল; এই তীর্থে স্নান করলে অনর্থিত্ব ঋজুতা মৃদুতা অহিংসা অনিষ্ঠুরতা শান্তি ও ইন্দ্রিয়দমনশক্তি লাভ হয়। জল দিয়ে দেহ ধৌত করলেই স্নান হয় না, যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, তাঁর বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি হয়। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ সলিল দ্বারা স্নানই তত্ত্বদর্শীদের মতে শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মানুষ কী জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কিরূপ কার্যের ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়? ভীষ্ম বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পতি আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পতি উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকীই জন্মায়, মরে দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায়, এবং দুর্গতি ভোগ করে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু কেউ তার সহায় নয়। আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন করে মৃতব্যক্তির দেহ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় ত্যাগ করে চলে যায়, কেবল ধর্মই অনুগমন করেন। মৃত্যুর পর জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, পঞ্চভূতস্থ দেবতারা তার শুভাশুভ কর্মসকল দর্শন করেন।

মানুষ যে অন্ন ভোজন করে তাতে পঞ্চভূত পরিতৃপ্ত হলে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় করে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসূত হয়ে সংসারচক্রে ক্লেশ ভোগ করে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্মাচরণ করে সে নিত্য সুখী হয়; যে অধার্মিক সে যমালয়ে যায় এবং তির্যগ্‌যোনি লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে সুখের পর দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি মোহবশে অধর্ম করে পরে অনুতপ্ত হয় তাকে দুষ্কৃতের ফল ভোগ করতে হয় না। যার মনে যত অনুতাপ হয় তার তত পাপক্ষয় হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট নিজের কর্ম ব্যক্ত করলে অধর্মজনিত অপবাদ শীঘ্র দূর হয়। অহিংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সকল প্রাণীকে নিজের তুল্য জ্ঞান করেন, যিনি ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় করেছেন, তিনি পরলোকে সুখলাভ করেন।

১৮। মাংসাহার

বৃহস্পতি চলে গেলে যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুবার বলেছেন যে, অহিংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এ-ও শুনেছি যে, পিতৃগণ আমিষ ইচ্ছা করেন সে জন্য শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় পাওয়া যাবে? ভীষ্ম বললেন, যাঁরা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আয়ু বৃদ্ধি বল ও স্মরণশক্তি চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, যিনি মাংসাহার ও পশুহত্যা করেন না তিনি সর্বজীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পাত্র। নারদ বলেছেন, যে পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায় সে কষ্ট ভোগ করে। মাংসাশী লোক যদি মাংসাহার ত্যাগ করে তবে যে ফল পায়, বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেও সেরূপ ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসক্তি জন্মালে তা ত্যাগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ করে। যদি মাংসভোজী না থাকে তবে কেউ পশুহনন করে না, মাংসখাদকের জন্যই পশুঘাতক হয়েছে। মনু বলেছেন, যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে মন্ত্রপূত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবি স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য মাংস বৃথা মাংস এবং অভক্ষ্য।

যুধিষ্ঠির বললেন, মাংসাশী লোকে পিষ্টক শাক প্রভৃতি স্বাদু খাদ্য অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে করি মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই নেই। অতএব আপনি মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগুণ বলুন। ভীষ্ম বললেন, তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদু কিছু নেই। কৃশ দুর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। কিন্তু যে লোক পরমাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ঞের নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে, অতএব যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কারণে পশুহত্যা রাক্ষসের কার্য। পুরাকালে অগস্ত্য অরণ্যের পশুগণকে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন, সে জন্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগয়া

প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ করে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়, হয় পশু মরে নতুবা মৃগয়াকারী মরে; দুইয়েরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য মৃগয়ায় দোষ হয় না। কিন্তু সর্বভূতে দয়ার তুল্য ধর্ম নেই, দয়ালু তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নেই, অতএব আত্মবান মানবের সকল প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। যারা পশুমাংস খায়, পরজন্মে তারা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে (মাং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, অতএব আমি তাকে খাব— মাংস শব্দের এই তাৎপর্য।

১৯। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ উপায় শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, কেউ সাম দ্বারা কেউ দান দ্বারা প্রসাদিত হয়, লোকের প্রকৃতি বুঝে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম দ্বারা দুরন্ত প্রাণীকেও বশ করা যায়। একটি উপাখ্যান বলছি শোন।— এক সুবক্তা ব্রাহ্মণ জনহীন বনে এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধি ও ত্রস্ত না হয়ে রাক্ষসকে মিষ্টবাক্যে সম্বোধন করলেন। রাক্ষস বলল, তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আমি কিজন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছি তা বল। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে বন্ধুহীন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হচ্ছ। তোমার মিত্রগণ তোমার নিকট সদ্‌ব্যবহার পেয়ে তোমার প্রতি বিমুখ হয়েছে। তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুমি যাদের উপকার করেছিলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গুণবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ, কিন্তু দেখছ যে গুণহীন অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শত্রু মিত্ররূপে এসে তোমাকে বঞ্চনা করেছে। নিজের গুণ প্রকাশ করেও তুমি অসৎ লোকের কাছে মর্যাদা পাওনি। তোমার ধন বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান নেই, কেবল তেজস্বিতার প্রভাবে তুমি মহান হতে চাচ্ছ। তুমি বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার বান্ধবদের তাতে সম্মতি নেই। এক ধনী সুরূপ যুবা তোমার প্রতিবেশী, সে তোমার প্রিয়া পত্নীকে কামনা করে। তুমি লজ্জার বশে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পার না। কোনও চিরাভিলষিত ফল তুমি লাভ করতে পারনি। অপরাধ না করেও তুমি অকারণে অন্যের অভিশাপ পেয়েছ। পাপীদের উন্নতি এবং সাধুদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। সুহৃদ্‌গণের অনুরোধে তুমি পরস্পরবিরোধী লোকদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছ। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী লোকের ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব দেখে তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ। রাক্ষস, এইসকল কারণে তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছ।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাক্ষস তুষ্ট হল এবং তাঁকে বহু অর্থ দিয়ে ছেড়ে দিল।

২০। ত্রিবিধ প্রমাণ— ভীষ্মোপদেশের সমাপ্তি

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম (শ্রুতি) এই দুই প্রমাণের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, পণ্ডিতাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ, কিন্তু অনলস ও অভিনিবিষ্ট না হলে তা স্থির করা দুঃসাধ্য। যারা শিষ্টাচারহীন, বেদ ও ধর্মের বিদ্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাঁরা সাধু, শাস্ত্রচর্চায় যাঁদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের কাছেই সংশয়ভঞ্জনের জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রত্যক্ষ ও শিষ্টাচার— এই তিনটিই প্রমাণ। যুধিষ্ঠির বললেন, তবে ধর্মও কি তিন প্রকার? ভীষ্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হতে পারে। তর্কদ্বারা ধর্ম জানতে চেষ্টা করো না, প্রমাণের যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে তার দ্বারাই নিজের সংশয় দূর করতে পারবে। অহিংসা সত্য অক্রোধ ও দান— এই চারটিই সনাতন ধর্ম, তুমি এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। পিতৃপিতামহের অনুসরণ করে ব্রাহ্মণদের সেবা কর, তাঁরাই তোমাকে ধর্মের উপদেশ দেবেন।

ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। যে ক্ষত্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহর্ষি ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে বললেন, গঙ্গানন্দন, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন; তুমি অনুমতি দাও, তিনি তাঁর ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে মধুরবাক্যে বললেন, মহারাজ, তুমি এখন অমাত্যগণের সঙ্গে নগরে যাও, তোমার মনস্তাপ দূর হোক। তুমি শ্রদ্ধাসহকারে যযাতির ন্যায় বহু যজ্ঞ করে প্রচুর দক্ষিণা দাও, দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত কর, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদ্‌গণের সম্মান কর। পক্ষীরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমার সুহৃদ্‌গণ সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করুন। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন এবং ভীষ্মকে অভিবাদনের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অগ্রবর্তী করে সকলের সঙ্গে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

২১। ভীষ্মের স্বর্গারোহণ

যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে এসে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের যথোচিত সম্মান করে গৃহগমনের অনুমতি দিলেন এবং পতিপুত্রহীন নারীদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সান্ত্বনা করলেন। পঞ্চাশ দিন পরে তিনি স্মরণ করলেন যে ভীষ্মের কাছে তাঁর যাবার সময়

উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ঘৃত মাল্য ক্ষৌমবস্ত্র চন্দন অগুরু প্রভৃতি এবং বিবিধ মহার্ঘ রত্ন পাঠিয়ে দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্তী করে যাজকগণের সঙ্গে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ বিদুর যুযুৎসু ও সাত্যকি তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও অসিতদেবল তাঁর কাছে বসে আছেন এবং নানা দেশ হতে আগত রাজা ও রক্ষীগণ তাঁকে রক্ষা করছেন।

সকলকে অভিবাদন করে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, জাহ্নবীনন্দন, আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে প্রণাম করছি। মহাবাহু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? বলুন এখন আমি আপনার কী করব। আমি অগ্নি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি; আচার্য ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, এবং অমাত্যসহ বাসুদেবও এসেছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনি চক্ষু উন্মীলন করে সকলকে দেখুন। আপনার অন্ত্যেষ্টির জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আমি আয়োজন করেছি।

ভীষ্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, কুন্তীপুত্র, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। আমি আটান্ন দিন এই তীক্ষ্ণ শরশয্যায় শুয়ে আছি, বোধ হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হয়েছে। এখন চান্দ্র মাঘ মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট আছে, শুক্লপক্ষ চলছে। তার পর ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণের সেবা করেছ, বেদ ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তুমি জান; তোমার শোক করা উচিত নয়, যা ভবিতব্য তাই ঘটেছে। পাণ্ডুর পুত্রেরা ধর্মত তোমার পুত্রতুল্য, তুমি ধর্মানুসারে এঁদের পালন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শুদ্ধস্বভাব গুরুবৎসল ও অহিংস, ইনি তোমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলবেন। তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা ক্রোধী মূঢ় ঈর্ষান্বিত ও দুর্বৃত্ত ছিল, তাদের জন্য শোক করো না।

অনন্তর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, হে দেবদেবেশ সুরাসুরবন্দিত শঙ্খচক্রগদাধর ত্রিবিক্রম ভগবান, তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন পরমাত্মা, আমি তোমার একান্ত ভক্ত; পুরুষোত্তম, তুমি আমাকে ত্রাণ কর, তোমার অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনকে বলেছিলাম—

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

— যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয় ॥ আমি বার বার তাকে সন্ধি করতে বলেছিলাম, কিন্তু সেই মূঢ় আমার কথা শোনেনি, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কৃষ্ণ, এখন আমি কলেবর ত্যাগ করব, তুমি আজ্ঞা কর যেন আমি পরমগতি পাই।

কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি আপনি বসুগণের লোকে যান। রাজর্ষি, আপনি নিষ্পাপ, পিতৃভক্ত, দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার বশবর্তী

হয়ে আছে। তার পর ভীষ্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ— বিশেষত আচার্য ও ঋত্বিগ্‌গণ, তোমার পূজনীয়।

শান্তনুপুত্র ভীষ্ম সমবেত কুরুগণকে এইরূপ বলে নীরব হলেন, তার পর যথাক্রমে মূলধারাদিতে তাঁর চিত্ত নিবেশিত করলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হয়ে যেমন ঊর্ধ্বগামী হতে লাগল সেই সঙ্গে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণমুক্ত ও ব্যথাহীন হল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে মহা উল্কার ন্যায় আকাশে উঠে অন্তর্হিত হল। পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভির ধ্বনি হতে লাগল, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। ভীষ্ম এইরূপে স্বর্গারোহণ করলে পাণ্ডবগণ বিদুর ও যুযুৎসু চিতা রচনা করলেন, যুধিষ্ঠির ও বিদুর তাঁকে ক্ষৌম বস্ত্র পরিয়ে দিলেন, যুযুৎসু তাঁর উপরে ছত্র ধারণ করলেন, ভীমার্জুন শুভ্র চামর বীজন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব উষ্ণীষ পরিয়ে দিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌরবনারীগণ ভীষ্মের আপাদমস্তক তালপত্র (পাখা) দিয়ে বীজন করতে লাগলেন। হোম ও সামগানের পর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি ভীষ্মের দেহ চন্দনকাষ্ঠ অগুরু প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করে অগ্নিদান করলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে সকলে ভাগীরথীতীরে গিয়ে যথাবিধি তর্পণ করলেন।

সেই সময়ে দেবী ভাগীরথী জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কৌরবগণ, আমার পুত্র রাজোচিত গুণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত ছিলেন; পরশুরামের নিকট যিনি পরাজিত হননি, তিনি শিখণ্ডীর দিব্য অস্ত্রে নিহত হয়েছেন। আমার হৃদয় লৌহময়, তাই প্রিয়পুত্রের মরণে বিদীর্ণ হয়নি। ভাগীরথীর এইরূপ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কর, তোমার পুত্র পরমলোকে গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেননি, তিনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধ করে অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়ে বসুলোকে গেছেন।

আশ্বমেধিকপর্ব

আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায়

১। যুধিষ্ঠিরের পুনর্বার মনস্তাপ

ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণের পর ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করে যুধিষ্ঠির গঙ্গার তীরে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূপতিত হলেন। ভীম তাঁকে তুলে ধরলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, এমন করবেন না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমার কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মানুসারে পৃথিবী জয় করেছ, এখন ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌বর্গের সঙ্গে ভোগ কর। তোমার শোকের কারণ নেই, গান্ধারী ও আমারই শোক করা উচিত, আমাদের শতপুত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হয়েছে। দিব্যদর্শী বিদুর আমাকে বলেছিলেন— মহারাজ, দুর্যোধনের অপরাধে আপনার কুলক্ষয় হবে; তাকে ত্যাগ করুন, কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে তাকে মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন; আর তা যদি ইচ্ছা না করেন তবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন। দীর্ঘদর্শী বিদুরের এই উপদেশ আমি শুনিনি, সে জন্যই শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। এখন তুমি এই দুঃখার্ত বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

যুধিষ্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অত্যন্ত শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়গণ সন্তপ্ত হন। আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে বিবিধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করুন, অন্নাদি দান করে অতিথি ও দরিদ্রগণকে তুষ্ট করুন। যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর আপনি দেখতে পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, গোবিন্দ, আমার উপর তোমার প্রীতি ও অনুকম্পা আছে তা জানি; তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও, পিতামহ ভীষ্ম ও পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের মৃত্যুর জন্য আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

ব্যাসদেব বললেন, বৎস, তোমার বুদ্ধি পরিপক্ব নয়, তাই বালকের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ দিয়েছি। তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সবিস্তারে শুনেছ; তথাপি তোমার সংশয় দূর হয়নি, তাতে মনে হয় আমাদের উপদেশে তোমার শ্রদ্ধা নেই,

তোমার স্মরণশক্তিও নেই। সর্বধর্মের তত্ত্ব জেনেও কেন তুমি অজ্ঞের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? যদি নিজেকে পাপী মনে কর তবে আমি পাপনাশের উপায় বলছি শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়, অতএব তুমি দশরথপুত্র রাম এবং তোমার পূর্বপুরুষ দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রচুর দান কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্বিজোত্তম, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নিশ্চয় পাপমুক্ত হন; কিন্তু আমার এমন বিত্ত নেই যা দান করে জ্ঞাতিবধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। এখন যে অল্পবয়স্ক নির্ধন রাজারা আছেন তাঁদের কাছেও আমি কিছু চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মরুত্ত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপুল ধন ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন তা হিমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুমি নিয়ে এস। যুধিষ্ঠির বললেন, মরুত্ত রাজার যজ্ঞে কী করে ধন সঞ্চিত হয়েছিল? তিনি কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন?

২। মরুত্ত ও সংবর্ত

ব্যাসদেব বললেন, সত্যযুগে মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর প্রপৌত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র হয়েছিল, সকলকেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশের পৌত্র খনীনেত্র সকলকে উৎপীড়িত করতেন সে জন্য প্রজারা তাঁকে অপসারিত করে তাঁর পুত্র সুবর্চাকে রাজা করেছিল। সুবর্চা পরম ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর কোষ ও অশ্বগজাদি ক্ষয় পাওয়ায় সামন্তরাজগণ তাঁকে নির্যাতিত করতে লাগলেন। তখন তিনি তার হস্তে ফুৎকার দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি করে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তিনি করন্ধম[১] নামে খ্যাত হন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে তাঁর অবিক্ষিৎ নামে একটি সর্বগুণান্বিত পুত্র হয়েছিল। অবিক্ষিতের পুত্র মহাবলশালী দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বরূপ রাজচক্রবর্তী মরুত্ত। ধর্মাত্মা মরুত্ত হিমালয়ের উত্তরস্থ মেরু পর্বতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর আজ্ঞায় স্বর্ণকারগণ স্বর্ণময় কুণ্ড পাত্র স্থালী ও আসন এত প্রস্তুত করেছিল যে তার সংখ্যা হয় না।

বৃহস্পতি ও সংবর্ত দু জনেই মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, কিন্তু তাঁরা পৃথক থাকতেন এবং পরস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পতির উৎপীড়নে সংবর্ত সর্বস্ব ত্যাগ করে দিগম্বর হয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে অসুরবিজয়ী ইন্দ্র বৃহস্পতিকে নিজের পুরোহিত করলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। করন্ধমের পৌত্র মহারাজ মরুত্তের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বললেন, আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, আর মরুত্ত কেবল পৃথিবীর রাজা; আপনি আমাদের দু জনের পৌরোহিত্য করতে পারেন না।

---

১. যিনি হাতে ফুঁ দেন।

বৃহস্পতি বললেন, দেবরাজ, আশ্বস্ত হও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি মর্ত্যবাসী মরুত্তের পৌরোহিত্য করব না।

মরুত্ত তাঁর যজ্ঞের আয়োজন করে বৃহস্পতির কাছে এসে বললেন, ভগবান, আপনি পূর্বে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তদনুসারে আমি যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি; আমি আপনার যজমান, আপনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন। বৃহস্পতি বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, মনুষ্যের যাজন করব না। অতএব তুমি অন্য কাকেও পৌরোহিত্যে বরণ কর। মরুত্ত লজ্জিত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে ফিরে গেলেন এবং পথে দেবর্ষি নারদকে দেখতে পেলেন। নারদ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা সংবর্ত দিগম্বর হয়ে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেশ্বরের দর্শন কামনায় তিনি এখন বারাণসীতে আছেন। তুমি সেই পুরীর দ্বারদেশে একটি মৃতদেহ রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন করবে এবং কোনও নির্জন স্থানে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর শরণ নেবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলবে— নারদ আপনার সন্ধান বলেছেন। যদি তিনি আমাকে অন্বেষণ করতে চান তবে বলবে যে, নারদ অগ্নিপ্রবেশ করেছেন।

নারদের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত বারাণসীতে গেলেন এবং পুরীর দ্বারদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সময়ে সংবর্ত সেখানে এলেন এবং শব দেখেই ফিরলেন। মরুত্ত কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর অনুসরণ করে এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গাত্রে ধূলি কর্দম শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথাপি রাজা নিরস্ত হলেন না। পরিশেষে সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সন্ধান দিয়েছে। মরুত্ত বললেন, আপনি আমার গুরুপুত্র, আমি আপনার পরম ভক্ত; দেবর্ষি নারদ আপনার সন্ধান দিয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আমি যাজ্ঞিক; তিনি এখন কোথায়? মরুত্ত বললেন, তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ করতে পারি। তার পর তিনি কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করে বললেন, আমি বায়ুরোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারী অস্থিরমতি; আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চাও কেন? আমার অগ্রজ বৃহস্পতির কাছে যাও, তিনি আমার সমস্ত যজমান দেবতা ও গৃহস্থিত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শরীর ভিন্ন নিজের কিছু নেই। তিনি আমার পূজনীয়, তাঁর অনুমতি বিনা আমি তোমার যজ্ঞ করতে পারব না।

মরুত্ত জানালেন যে, বৃহস্পতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমাকে পরিত্যাগ করবে না। মরুত্ত শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের পৃষ্ঠে মুঞ্জবান নামে একটি পর্বত আছে, শূলপাণি মহেশ্বর উমার সহিত সেখানে বিহার করেন; রুদ্র সাধ্য প্রভৃতি গণদেব এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাদি তাঁকে উপাসনা করেন। সেই পর্বতের চতুষ্পার্শ্বে সূর্যরশ্মির ন্যায় দীপ্যমান

সুবর্ণের আকর আছে। তুমি সেখানে গিয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হও, তিনি প্রসন্ন হলে তুমি সেই সুবর্ণ লাভ করবে।

সংবর্তের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত মুঞ্জবান পর্বতে গেলেন এবং মহাদেবকে তুষ্ট করে সেই সুবর্ণরাশি নিয়ে যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর আদেশে শিল্পীগণ বহু সুবর্ণময় আধার নির্মাণ করল। মরুত্তের সমৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতি সন্তপ্ত হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হতে লাগল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন, যে উপায়ে হোক সংবর্ত ও মরুত্তকে দমন কর। ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে এসে মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আমি বৃহস্পতিকে এনেছি, ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন করে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুত্ত বললেন, সংবর্তই আমার যাজন করবেন; আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করছি, বৃহস্পতি দেবরাজের পুরোহিত, আমার ন্যায় মানুষের যাজন করা তাঁর শোভা পায় না। অগ্নি মরুত্তকে প্রলোভিত করবার বহু চেষ্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অগ্নি, তুমি চলে যাও, আবার যদি বৃহস্পতিকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম করব।

অগ্নি ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দগ্ধ কর, তোমাকে সংবর্ত কী করে ভস্ম করবেন? তোমার কথা অশ্রদ্ধেয়। তার পর ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মরুত্তের কাছে পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের পরিচয় দিয়ে মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি যদি বৃহস্পতিকে পুরোহিত না কর তবে ইন্দ্র তোমাকে বজ্রপ্রহার করবেন; ওই শোন, তিনি আকাশে সিংহনাদ করছেন। সংবর্ত মরুত্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সংস্তম্ভনী বিদ্যা দ্বারা তোমার ভয় নিবারণ করব। এই বলে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ করে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করলেন।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, মরুত্ত ও সংবর্ত তাঁদের যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মরুত্ত বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গুরু মহাতেজা সংবর্তকে আমি জানি, এঁর আহ্বানেই আমি ক্রোধ ত্যাগ করে এখানে এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেবরাজ, যদি প্রীত হয়ে থাকেন তবে আপনিই এই যজ্ঞের বিধান দিন এবং যজ্ঞভাগ নির্দেশ করুন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ অতি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ যজ্ঞশালা নির্মাণ করলেন; মহাসমারোহে মরুত্তের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। ইন্দ্র বললেন, মরুত্ত, আমরা তোমার পূজায় তুষ্ট হয়েছি; এখন ব্রাহ্মণগণ অগ্নির জন্য লোহিতবর্ণ, বিশ্বদেবগণের জন্য বিবিধবর্ণ, এবং অন্যান্য দেবগণের জন্য উচ্ছিশ্ন (উৎ-শিশ্ন) নীলবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) পবিত্র বৃষ বধ করুন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে মরুত্ত ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ দান করলেন। তার পর তিনি প্রভূত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা করে গুরুর আদেশে স্বভবনে ফিরে এলেন এবং সসাগরা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

এই ইতিহাস শেষ করে ব্যাস বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি মরুত্তের সঞ্চিত সুবর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ করে দেবগণকে তৃপ্ত কর।

৩। কামগীতা

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সরলতাই ব্রহ্মলাভের পন্থা;— জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আলোচনা প্রলাপ মাত্র। মহারাজ, আপনার কার্য শেষ হয়নি, সকল শত্রুকেও আপনি জয় করেননি, কারণ নিজের অভ্যন্তরস্থ অহংবুদ্ধি রূপ শত্রুকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপনার স্বভাব। আপনি যেসকল কষ্ট ভোগ করছেন তা স্মরণ না করে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। এই যুদ্ধ একাকী করতে হয়, এতে অস্ত্র অনুচর বা বন্ধুর প্রয়োজন নেই। যদি নিজের মনকে জয় করতে না পারেন তবে আপনার অতি দুরবস্থা হবে। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করে পিতৃপিতামহের অনুবর্তী হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আমি পুরাবিৎ পণ্ডিতগণের কথিত কামগীতা বলছি শুনুন।—

কামনা বলেছেন, অনুপযুক্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না; যে অস্ত্র দ্বারা লোকে আমাকে জয় করতে চেষ্টা করে সেই অস্ত্রই আমার প্রভাবে বিফল হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে আমি জঙ্গমস্থ ব্যক্ত জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাঙ্গ সাধন করে যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে স্থাবরস্থ অব্যক্ত জীবাত্মা রূপে আমি অধিষ্ঠান করি। ধৈর্য দ্বারা যে আমাকে পরাস্ত করতে চায় তার মনে আমি ভাব রূপে অবস্থান করি, সে আমার অস্তিত্ব জানতে পারে না। যে তপস্যা করে, তার মনে আমি তপ রূপেই থাকি। যে মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে তাকে উদ্দেশ করে আমি হাস্য ও নৃত্য করি। আমি সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি শোক সংবরণ করুন, নিহত বন্ধুগণকে বার বার স্মরণ করে বৃথা দুঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ করে বিবিধদক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভৃতির উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হল। তিনি বললেন, আমি মরুত্তের সুবর্ণরাশি সংগ্রহ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করব। আপনাদের বাক্যে আমি আশ্বাসিত হয়েছি; ভাগ্যহীন পুরুষ আপনাদের ন্যায় উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না।

অনুগীতাপর্বাধ্যায়

৪। অনুগীতা

একদা এক রমণীয় স্থানে বিচরণ করতে করতে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার দিব্য রূপ ও ঐশ্বর্যও দেখেছিলাম। তুমি সুহৃদ্‌ভাবে আমাকে পূর্বে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলে আমি বুদ্ধির দোষে তা ভুলে গেছি। তুমি শীঘ্রই দ্বারকায় ফিরে যাবে, সে জন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা করি। অর্জুনকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমাকে নিগূঢ় সনাতন ধর্মতত্ত্ব এবং শাশ্বতলোক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু বুদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পারনি, এতে আমি দুঃখিত হয়েছি। আমি যোগযুক্ত হয়ে পূর্বে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করেছিলাম, এখন আর তা বলতে পারব না। যাই হোক, এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই আমি বলছি শোন।—

মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে উত্তম গতি পায় এবং দেবলোকে সুখভোগ করে, কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। অতি কষ্টে উত্তমলোক লাভ হলেও তা থেকে বার বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপরীত বুদ্ধির বশে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়; সে অতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরস্পরবিরোধী বস্তু ভোজন ও পান করে, ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার খায়, দিবসে নিদ্রা যায়, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা স্ত্রীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এইরূপে সে বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে এবং পরিশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্‌বন্ধনাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে।

দেহত্যাগের সময় শরীরস্থ্ উষ্মা বায়ু দ্বারা প্রকোপিত হয়ে মর্মস্থান ভেদ করে, তখন জীবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হন। সকল জীবই বার বার জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্লেশ পায়। সনাতন জীবাত্মাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হলেও তাঁর কৃত কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের আবার জন্ম হয়। চক্ষুষ্মান লোকে দেখে— অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন হচ্ছে, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম মরণ ও পুনর্বার গর্ভপ্রবেশ দেখতে পান। সংসাররূপ কর্মভূমিতে শুভাশুভ কর্ম করে কেউ এখানেই ফলভোগ করে, কেউ পুণ্যবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসৎ কর্মের ফলে নরকে পতিত হয়; সেই নরক থেকে মুক্তিলাভ অতি দুরূহ। মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা চন্দ্র সূর্য অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষয় হলে আবার তাঁরা মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন; এইরূপ যাতায়াত বার বার ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নীচ স্থান আছে।

শুক্র ও শোণিত সংযুক্ত হয়ে স্ত্রীজাতির গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে জীবের কর্মানুসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, ইনি কোনও বিষয়ে

লিপ্ত হন না। ইনিই শাশ্বত ব্রহ্ম এবং সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ; এঁর প্রভাবেই প্রাণীরা জীবিত থাকে। বহ্নি যেমন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে লৌহপিণ্ডকে তাপিত করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গৃহকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে।

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলব্ধি না হয় তত কাল জীব জন্মজন্মান্তরে শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহ্মচর্য বেদাভ্যাস প্রশান্ততা অনুকম্পা সংযম অহিংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণীগণের অহিত না করা, পিতামাতার সেবা, গুরু দেবতা ও অতিথির পূজা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, এবং শুভজনক কর্মের অনুষ্ঠান— সাধুদের এইসকল স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপ সদাচারেই ধর্ম বর্ধিত হয় এবং প্রজা চিরকাল পালিত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন। যিনি বুঝেছেন যে সুখদুঃখ অনিত্য, শরীর অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশ কর্মেরই ফল, এবং সকল সুখই দুঃখ, তিনি এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হতে পারেন। জন্মমরণশীল রোগসংকুল প্রাণীসমূহের দেহে যিনি একই চৈতন্যময় সত্ত্ব দেখেন তিনি পরম পদের অন্বেষণ করলে সিদ্ধিলাভ করেন।

যিনি সকলের মিত্র, সর্ববিষয়ে সহিষ্ণু, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁর ভয় ক্রোধ অভিমান নেই, যিনি পবিত্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রতি আত্মবৎ আচরণ করেন, জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ প্রিয়-অপ্রিয় সমান জ্ঞান করেন, যিনি অপরের দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা করেন না, যাঁর শত্রু-মিত্র নেই, সন্তানে আসক্তি নেই, যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহার করেছেন, যিনি ধার্মিক নন অধার্মিকও নন, যাঁর চিত্ত প্রশান্ত হয়েছে, তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করে মুক্তিলাভ করেন। যিনি বৈরাগ্যযুক্ত, সতত আত্মদোষদর্শী, আত্মাকে নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা রূপে দেখেন, শারীরিক ও মানসিক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তিনিই ইন্ধনহীন অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত নির্দ্বন্দ্ব, এবং কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে একান্তমনে যোগরত হলে হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে কিছু দেখলে জাগরণের পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থায় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভঙ্গের পরেও সেই উপলব্ধি থাকে।

তার পর কৃষ্ণ বিবিধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সবিস্তারে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রীতির জন্য এইসকল নিগূঢ় বিষয় বললাম; তুমি আমার উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর, তাহলে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি বহুকাল আমার পিতাকে দেখিনি, এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করি। অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এখন হস্তিনাপুরে চল, রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে তুমি দ্বারকায় যেয়ো।

৫। কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা— মরুবাসী উতঙ্ক

কৃষ্ণ দ্বারকায় যেতে চান শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার মঙ্গল হোক; তুমি বহু দিন পিতামাতাকে দেখনি, এখন তাঁদের কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য। দ্বারবতী পুরীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসুদেব, দেবী দেবকী, এবং বলদেবকে আমাদের অভিবাদন জানিও, আমাকে আমার ভ্রাতৃগণকে নিত্য স্মরণে রেখো, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, পিতৃস্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ তাঁর ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। বিদুর ভীমার্জুনাদি ও সাত্যকি তাঁর পশ্চাতে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি বিদুর প্রভৃতিকে নিবর্তিত করে দারুক ও সাত্যকিকে বললেন, বেগে রথ চালাও। কৃষ্ণ ও অর্জুন বহুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর রথ দৃষ্টিপথের বাইরে গেলে অর্জুনাদি হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহুপ্রকার শুভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু সবেগে প্রবাহিত হয়ে রথের সম্মুখস্থ পথের ধূলি কঙ্কর ও কণ্টক দূর করলেন, ইন্দ্র সুগন্ধ বারি ও দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর কৃষ্ণ মরুপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কের দর্শন পেলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কুশলজিজ্ঞাসার পর উতঙ্ক বললেন, শৌরি, তোমার যত্নে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়েছে তো? কৃষ্ণ বললেন, আমি সন্ধির জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তা সফল হয়নি। বুদ্ধি বা বল দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সবান্ধবে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেবল পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছেন, তাঁদের পুত্রমিত্র নিহত হয়েছেন। উতঙ্ক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি সমর্থ হয়েও কুরুপুংগবগণকে রক্ষা করনি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে, আমি তোমাকে শাপ দেব। বাসুদেব বললেন, আমি অনুনয় করছি, শাপ দেবেন না। অল্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আমি জানি যে আপনি কৌমার ও ব্রহ্মচর্য পালন করে তপঃসিদ্ধ হয়েছেন, গুরুকেও তুষ্ট করেছেন; আপনার তপস্যা আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উতঙ্কের অনুরোধে বিশ্বরূপ দেখালেন। উতঙ্ক বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বসম্ভব, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি পদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী, মস্তক দ্বারা গগন, জঠর দ্বারা দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যদেশ, এবং ভুজ দ্বারা দিক্‌সমূহ ব্যাপ্ত করে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ করে পূর্বরূপ ধারণ কর। কৃষ্ণ পূর্বরূপ গ্রহণ করে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহর্ষি, আপনি

অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। উতঙ্ক বললেন, পুরুষোত্তম, তোমার যে রূপ দেখেছি তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত বর। যদি নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কর তবে এই বর দাও যেন এই মরুভূমিতে ইচ্ছানুসারে জল পেতে পারি। কৃষ্ণ বললেন, জলের প্রয়োজন হলেই আমাকে স্মরণ করবেন। এই বলে কৃষ্ণ প্রস্থান করলেন।

কিছুকাল পরে একদিন উতঙ্ক মরুভূমিতে চলতে চলতে তৃষিত হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তখন এক দিগম্বর মলিনদেহ চণ্ডাল তাঁর কাছে উপস্থিত হল, তার সঙ্গে কুকুরের দল, হাতে খড়্গ ও ধনুর্বাণ; তার অধোদেশে জলস্রোত (প্রস্রাব) প্রবাহিত হচ্ছে। চণ্ডাল সহাস্যে বলল, ভৃগুবংশজাত উতঙ্ক, তুমি আমার এই জল পান কর। উতঙ্ক পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করলেন। চণ্ডাল অন্তর্হিত হল। তার পর শঙ্খচক্রগদাধর কৃষ্ণকে দেখে উতঙ্ক বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের প্রস্রাব দেওয়া তোমার উচিত নয়। কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া অকর্তব্য; যদি উতঙ্ককে অমৃত দিতেই হয় তবে আমি চণ্ডালের রূপে দিতে যাব, যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহর্ষি, আপনি চণ্ডালরূপী ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হোক, আমি বর দিচ্ছি, আপনার পিপাসা পেলেই মেঘ উদিত হয়ে এই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উতঙ্কমেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উতঙ্ক প্রীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এখনও উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করে।

৬। উতঙ্কের পূর্ববৃত্তান্ত

জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উতঙ্ক এমন কী তপস্যা করেছিলেন যে তিনি জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, উতঙ্ক[১] অতিশয় গুরুভক্ত ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর গুরু গৌতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা অধিক স্নেহ করতেন। একদিন উতঙ্ক কাষ্ঠভার এনে ভূমিতে ফেলবার সময় দেখলেন, রৌপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কাষ্ঠে লগ্ন হয়ে আছে। পরিশ্রান্ত ক্ষুধাতুর উতঙ্ক তাঁর বার্ধক্যের এই লক্ষণ দেখে কাঁদতে লাগলেন। গৌতমের কন্যা দ্রুতবেগে এসে উতঙ্কের অশ্রু অঞ্জলিতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর হস্ত দগ্ধ হল। গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি শোকার্ত হলে কেন? উতঙ্ক বললেন, আমি শতবর্ষ আপনার প্রিয়সাধন করেছি; এতদিন আমার বার্ধক্য জানতে পারিনি, সুখভোগও করিনি। আমার চেয়ে যারা ছোট এমন শত সহস্র

১. আদিপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উতঙ্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার, তিনি জনমেজয়ের সমকালীন।

শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনার আদেশে গৃহে ফিরে গেছে। গৌতম বললেন, তোমার শুশ্রূষায় প্রীত হয়ে আমি জানতে পারি না যে, এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ; এখন আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি গৃহে যাও।

উতঙ্ক বললেন, ভগবান, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কী দেব? গৌতম বললেন, তুমি আমাকে পরিতুষ্ট করেছ, তাই গুরুদক্ষিণা। তুমি যদি ষোড়শবর্ষীয় যুবা হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ করতে পারবে না। উতঙ্ক তখনই যুবা হয়ে গুরুকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং গৌতমের আদেশ নিয়ে গুরুপত্নীকে বললেন, আপনাকে কী দক্ষিণা দেব বলুন। বার বার অনুরোধের পর অহল্যা বললেন, সৌদাস রাজার মহিষী যে দিব্য মণিময় কুণ্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উতঙ্ক কুণ্ডল আনতে গেছেন শুনে গৌতম দুঃখিত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছেন, তাঁর কাছে উতঙ্ককে পাঠানো উচিত হয়নি। অহল্যা বললেন, আমি তা জানতাম না; তোমার আশীর্বাদে উতঙ্কের কোনও অমঙ্গল হবে না।

দীর্ঘশ্মশ্রুধারী শোণিতাক্তদেহ ঘোরদর্শন সৌদাসকে দেখে উতঙ্ক ভীত হলেন না। সৌদাস বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি আহার অন্বেষণ করছিলাম, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। উতঙ্ক বললেন, মহারাজ, আমি গুরুপত্নীর জন্য আপনার মহিষীর কুণ্ডল ভিক্ষা করতে এসেছি; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, গুরুপত্নীকে কুণ্ডল দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্ঝরের নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে।

সৌদাসমহিষী মদয়ন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে উতঙ্ক তাঁর প্রার্থনা জানালেন। মদয়ন্তী বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার কুণ্ডল হরণ করবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন। এই কুণ্ডল ভূমিতে রাখলে সর্পগণ, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ধারণ করলে যক্ষগণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ করলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুণ্ডল সর্বদা সুবর্ণ ক্ষরণ করে, রাত্রিকালে নক্ষত্র ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ করে, ধারণ করলে ক্ষুধা পিপাসা এবং অগ্নি বিষ প্রভৃতির ভয় দূর হয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মহারাজের অভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুণ্ডল পাবে।

উতঙ্ক অভিজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তুমি মহিষীকে এই কথা বলো— আমার এই দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবার অন্য উপায় নেই; তুমি তোমার কুণ্ডলদ্বয় দান কর। উতঙ্ক সৌদাসের এই বাক্য জানালে মদয়ন্তী তাঁকে কুণ্ডল দিলেন। উতঙ্ক সৌদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মহিষী কুণ্ডল দিয়েছেন; আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আমাকে বধ করলে আপনার মিত্রহত্যার পাপ হবে। আপনিই বলুন, আপনার কাছে আবার আসা উচিত কি না। সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চয় তোমাকে মরতে হবে, অতএব আর এসো না।

মৃগচর্মের উত্তরীয়ে কুণ্ডল বেঁধে উতঙ্ক দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধিত হয়ে তিনি একটি বিল্ববৃক্ষে উঠে ফল পাড়তে লাগলেন, সেই সময়ে কুণ্ডলসহ তাঁর উত্তরীয় ভূমিতে পড়ে গেল। ঐরাবতবংশজাত এক সর্প কুণ্ডলদ্বয় মুখে নিয়ে বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করল। বৃক্ষ থেকে নেমে উতঙ্ক তাঁর দণ্ডকাষ্ঠ (ব্রহ্মচারীর যষ্টি) দিয়ে বল্মীক খুঁড়তে লাগলেন, কিন্তু পঁয়ত্রিশ দিন খুঁড়েও তিনি ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তখন ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহস্র যোজন, তুমি কেবল দণ্ডকাষ্ঠ দিয়ে পথ প্রস্তুত করতে পারবে না। এই বলে ইন্দ্র দণ্ডকাষ্ঠে তাঁর বজ্র সংযুক্ত করে দিলেন। তখন উতঙ্ক ভূমি বিদীর্ণ করে সুবিশাল নাগলোকে উপস্থিত হলেন। তার দ্বারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তার পুচ্ছ শ্বেত, মুখ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ। অশ্ব উতঙ্ককে বলল, বৎস, তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার দাও; ঘৃণা করো না, আমি অগ্নি, তোমার গুরুর গুরু। উতঙ্ক ফুৎকার দিলে অশ্বের রোমকূপ থেকে ভয়ঙ্কর ধূম নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হল। বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং উতঙ্ককে পূজা করে কুণ্ডল সমর্পণ করলেন। তার পর উতঙ্ক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে গুরুগৃহে ফিরে এলেন এবং অহল্যাকে কুণ্ডল দিলেন।

উপাখ্যান শেষ করে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহাত্মা উতঙ্ক এই প্রকারে ত্রিলোক ভ্রমণ করে কুণ্ডল এনেছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব হয়েছিল।

৭। কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন— যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণসংগ্রহ

দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবকে সবিস্তারে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের বিবরণ দিলেন, কিন্তু দৌহিত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসুদেব অত্যন্ত কাতর হবেন এই আশঙ্কায় তা জানালেন না। সুভদ্রা বললেন, তুমি আমার পুত্রের নিধনের কথা গোপন করলে কেন? এই বলে সুভদ্রা ভূপতিত হলেন। বসুদেব শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষ্ণ অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। দৌহিত্রের আশ্চর্য বীরত্বের বিবরণ শুনে বসুদেব শোক সংবরণ করে যথাবিধি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণও অভিমন্যুর জন্য কাতর হয়ে কালযাপন করছিলেন। বিরাটকন্যা উত্তরা পতির শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার ফলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ক্ষীণ হতে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশস্বিনী, শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পুত্র হবে, বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্য অনুসারে সে পাণ্ডবগণের পরে পৃথিবী শাসন করবে।

তার পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মরুত্ত রাজার সুবর্ণরাশি আনবার জন্য শুভদিনে পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সসৈন্যে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যুধিষ্ঠির শিবির স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন এবং পুষ্প মোদক পায়স মাংস প্রভৃতি উপহার দিয়ে মহেশ্বরের পূজা করলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অনুচরগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও অন্নাদি নিবেদিত হল। তার পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে ভূমি খননের আদেশ দিলেন। সুবর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ ভাণ্ড ভৃঙ্গার কটাহ এবং শত সহস্র বিচিত্র আধার সেই খনি থেকে উদ্ধৃত হল। তার পর যুধিষ্ঠির পুনর্বার মহাদেবের পূজা করলেন এবং বহু সহস্র উষ্ট্র অশ্ব হস্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই সুবর্ণরাশি বন্ধন করে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। গুরুভারপীড়িত বাহনগণ দুই ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম করে চলতে লাগল।

৮। পরীক্ষিতের জন্ম

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল আগত হলে কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন এবং বলরামকে অগ্রবর্তী করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভগিনী সুভদ্রা, পুত্র প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ ও শাম্ব, এবং সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন।

সেই সময়ে পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শব রূপে প্রসূত হলেন। পুরবাসীগণের হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়েই নিবৃত্ত হল। কৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে সাত্যকির সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন, কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুনারীগণ সরোদনে তাঁকে বেষ্টন করলেন। কুন্তী বললেন, বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, এই কুরুকুল তোমারই আশ্রিত। তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে মৃত হয়ে জন্মেছে, তুমি তাকে জীবিত করে উত্তরা সুভদ্রা দ্রৌপদী ও আমাকে রক্ষা কর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্বরূপ, এবং আমার পতি শ্বশুর ও অভিমন্যুর পিণ্ডদাতা। তুমি পূর্বে বলেছিলে যে একে পুনর্জীবিত করবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর। অভিমন্যু উত্তরাকে বলেছিল— তোমার পুত্র আমার মাতুলগৃহে ধনুর্বেদ ও নীতিশাস্ত্র শিখবে। মধুসূদন, আমরা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি কুরুকুলের কল্যাণ কর।

সুভদ্রা আর্তকণ্ঠে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, এই দেখ, পার্থের পৌত্রও অন্যান্য কুরুবংশীয়ের ন্যায় গতাসু হয়েছে। পাণ্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ শুনে কী বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যদি জীবিত না হয় তবে তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন্‌ উপকার হবে? তুমি ধর্মাত্মা সত্যবাদী সত্যবিক্রম, তোমার শক্তি আমি জানি। মেঘ যেমন

জলবর্ষণ করে শস্যকে সঞ্জীবিত করে সেইরূপ তুমি অভিমন্যুর মৃত পুত্রকে জীবিত কর। আমি তোমার ভগিনী, পুত্রহীনা; শরণাপন্ন হয়ে বলছি, দয়া কর।

সুভদ্রা প্রভৃতিকে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, সেই গৃহ শুভ্র পুষ্পমালায় সজ্জিত, চতুর্দিকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তিন্দুক (গাব) কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ, পরিষ্কৃত অস্ত্র, অগ্নি ও অন্যান্য রাক্ষসভয়বারক দ্রব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃদ্ধা নারী ও দক্ষ ভিষগ্‌গণ উপস্থিত রয়েছেন। এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হয়ে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রৌপদী উত্তরাকে বললেন, কল্যাণী, তোমার শ্বশুর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু সংবরণ ও দেহ আচ্ছাদন করে করুণস্বরে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, দেখুন, আমি পুত্রহীনা হয়েছি, অভিমন্যুর ন্যায় আমিও নিহত হয়েছি। দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্রে বিনষ্ট আমার পুত্রকে আপনি জীবিত করুন। অশ্বত্থামার অস্ত্রমোচনকালে যদি আপনারা বলতেন— এই ঈষীকা প্রসূতির প্রাণনাশ করুক, তবে ভালো হত। গোবিন্দ, আমি নতশিরে প্রার্থনা করছি, এই বালককে সঞ্জীবিত করুন, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করব। দ্রোণপুত্র আমার সকল মনোরথ নষ্ট করেছে, আমার জীবনে কী প্রয়োজন? আমার আশা ছিল পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, তা বিফল হল। আমার চঞ্চলনয়ন স্বামী আপনার প্রিয় ছিলেন, তাঁর মৃত পুত্রকে আপনি দেখুন। এর পিতা যেমন কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর এ-ও সেইরূপ, তাই পাণ্ডবগণের সম্পদ ত্যাগ করে যমসদনে গেছে।

এইপ্রকার বিলাপ করে উত্তরা মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন, কুন্তী প্রভৃতি তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ করে উত্তরা মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞের পুত্র হয়ে বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণকে প্রণাম করছ না কেন? তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে আমার হয়ে বলো— বীর, কাল পূর্ণ না হলে কেউ মরে না, তাই আমি পতিপুত্রহীনা হয়েও জীবিত আছি। আমি ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা অগ্নিপ্রবেশ করব। পুত্র, ওঠ, তোমার শোকার্তা প্রপিতামহী কুন্তী এবং আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর: তোমার চঞ্চলনয়ন পিতার তুল্য যাঁর মুখ সেই লোকনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে দেখ।

কৃষ্ণ বললেন, উত্তরা, আমার কথা মিথ্যা হবে না; দেখ সকলেরই সমক্ষেই এই বালককে পুনর্জীবিত করব। যদি আমি কখনও মিথ্যা না বলে থাকি, যুদ্ধে বিমুখ না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হন, তবে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবনলাভ করুক। যদি অর্জুনের সহিত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, যদি সত্য ধর্ম নিত্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি কংস ও কেশীকে আমি ধর্মানুসারে বধ করে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হোক। বাসুদেব এইরূপ বললে শিশু ধীরে ধীরে চেতনা পেয়ে স্পন্দিত হতে লাগল।

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র কৃষ্ণ কর্তৃক নিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে চলে গেল। তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত হল, রাক্ষসরা পালিয়ে গেল, আকাশবাণী হল— সাধু কেশব, সাধু। বালকের অঙ্গসঞ্চালন দেখে কুরুকুলের নারীগণ হৃষ্ট হলেন, ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সূত্র মাগধ প্রভৃতি কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। উত্তরা পুত্রকে কোলে নিয়ে সহর্ষে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ বহু রত্ন উপহার দিলেন এবং ভরতবংশ পরিক্ষীণ হলে অভিমন্যুর এই পুত্র জন্মেছে এ জন্য তার নাম রাখলেন— পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের বয়স এক মাস হলে পাণ্ডবগণ ফিরে এলেন, তখন সুসজ্জিত হস্তিনাপুরে নানাপ্রকার উৎসব হতে লাগল।

৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অর্জুনের যাত্রা

কিছুদিন পরে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনার প্রসাদে আমি যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন সংগ্রহ করেছি, এখন আপনি যজ্ঞের অনুমতি দিন। ব্যাস বললেন, আমি অনুমতি দিলাম, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপমুক্ত হবে।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, যদুনন্দন, তোমাকে জন্ম দিয়ে দেবকী সুপুত্রবতী হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমরা ভোগ্য বিষয় অর্জন করেছি, তোমার পরাক্রম ও বুদ্ধিতে পৃথিবী জয় করেছি। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপতি; অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি কুরুবীরগণের অগ্রণী হয়ে ধর্মপালন করছেন, আপনি আমাদের রাজা ও গুরু। অতএব আপনিই দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞ করুন এবং আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিয়োজিত করুন।

যুধিষ্ঠির সম্মত হলে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, পৈল যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করব। চৈত্রপূর্ণিমায় তুমি যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হবে। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সূত ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্বাচন করুন, তার পর সেই অশ্ব মুক্ত হয়ে তোমার যশোরাশি প্রদর্শন করে সাগরাম্বরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করুক। দিব্যধনুর্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষা করবেন। ভীমসেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধান করবেন। ব্যাসের উপদেশ অনুসারে সকল ব্যবস্থা করে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কোনও রাজা যদি তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেষ্টা করবে যাতে যুদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে আমার এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবে।

যথাকালে যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হয়ে স্বর্ণমালা কৃষ্ণাজিন দণ্ড ও ক্ষৌমবাস ধারণ করলেন। যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হল; অর্জুন শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে সেই কৃষ্ণসার

(শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করলেন। বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের সঙ্গে যাত্রা করলেন। সকলে বললেন, অর্জুন, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি নির্বিঘ্নে ফিরে এসো।

১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ— বভ্রুবাহন উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা

ত্রিগর্তদেশের যেসকল বীর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হত হয়েছিলেন তাঁদের পুত্রপৌত্রগণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব নেবার জন্য যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন বিনয়বাক্যে তাঁদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরা শুনলেন না, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে আপনার কিংকর, আদেশ করুন কী করব। অর্জুন বললেন, আমি আপনাদের প্রাণরক্ষা করলাম, আপনারা আমার শাসনে থাকবেন।

তার পর যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হল, ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত তাঁর মহাহস্তী অর্জুনের দিকে ধাবিত করলেন। অর্জুন নারাচের আঘাতে সেই হস্তীকে বধ করে বজ্রদত্তকে বললেন, মহারাজ, ভয় নেই, তোমার প্রাণ হরণ করব না। আগামী চৈত্রপূর্ণিমায় ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, তুমি সেই যজ্ঞে যেয়ো। পরাজিত বজ্রদত্ত সম্মত হলেন।

অশ্ব সিন্ধুদেশে এলে সেখানকার রাজারা জয়দ্রথের নিধন স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে বিপুল সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা জয়দ্রথপত্নী দুঃশলা তাঁর বালক পৌত্রের সঙ্গে রথারোহণে অর্জুনের কাছে এলেন। ধনু ত্যাগ করে অর্জুন বললেন, ভগিনী, আমি কী করব বল। দুঃশলা বললেন, তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই পুত্র তোমাকে প্রণাম করছে, তুমি একে কৃপাদৃষ্টিতে দেখ। অর্জুন বললেন, এর পিতা কোথায়? দুঃশলা বললেন, তুমি যুদ্ধার্থী হয়ে এখানে এসেছ শুনে আমার পুত্র সুরথ অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করেছে। দুর্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথকে তুমি ভুলে যাও, তোমার ভগিনী ও তার পৌত্রের প্রতি দয়া কর। পরীক্ষিৎ যেমন অভিমন্যুর পুত্র, এই বালক তেমন সুরথের পুত্র। অর্জুন অতিশয় দুঃখিত হলেন এবং দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

যজ্ঞাশ্ব বিচরণ করতে করতে মণিপুরে এল। পিতা ধনঞ্জয় এসেছেন শুনে মণিপুরপতি বভ্রুবাহন ব্রাহ্মণগণকে অগ্রবর্তী করে সবিনয়ে উপস্থিত হলেন। অর্জুন রুষ্ট হয়ে তাঁর পুত্রকে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষত্রিয় ধর্মের বহির্ভূত; আমি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে

তোমার রাজ্যে এসেছি, তুমি যুদ্ধ করছ না কেন? অর্জুনের তিরস্কার শুনে নাগকন্যা উলূপী পৃথিবী ভেদ করে উপস্থিত হয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন, পুত্র, আমি তোমার মাতা (বিমাতা) উলূপী; তুমি তোমার মহাবীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা হলেই তিনি প্রীত হবেন। তখন বভ্রুবাহন স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করে রথে উঠলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে গিয়ে অশ্ব হরণ করলেন। অর্জুন প্রীত হয়ে পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তুমুল যুদ্ধের পর অর্জুন শরবিদ্ধ ও অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। পিতার এই অবস্থা দেখে বভ্রুবাহনও মোহগ্রস্ত হয়ে ভূপতিত হলেন।

মণিপুররাজমাতা চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পতিপুত্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে তাঁর সপত্নীকে বললেন, উলূপী, তোমার জন্যই আমার বালক পুত্রের হস্তে মহাবীর অর্জুন নিহত হয়েছেন। তুমি ধর্মশীলা, কিন্তু পুত্রকে দিয়ে পতিকে বিনষ্ট করে তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন? আমার পুত্রও মরেছে, কিন্তু আমি তার জন্য শোক না করে পতির জন্যই শোকাকুল হয়েছি। আমি অনুনয় করছি, অর্জুন যদি কিছু অপরাধ করে থাকেন তো ক্ষমা করে এঁকে জীবিত কর। ইনি বহু ভার্যা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুরুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইরূপ বিলাপ করে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের চরণ গ্রহণ করে প্রায়োপবেশন করলেন।

এই সময়ে বভ্রুবাহনের চেতনা ফিরে এল। তিনি ভূপতিত পিতা ও জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আমি নৃশংস পিতৃহন্তা, ব্রাহ্মণরা আদেশ দিন আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত পিতার চর্মে আবৃত হয়ে এবং এঁর মস্তক ধারণ করে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আমি অর্জুনকে বধ করে আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনুগমন করব। এই বলে বভ্রুবাহন আচমন করে তাঁর মাতার সহিত প্রায়োপবিষ্ট হলেন।

তখন উলূপী সঞ্জীবন মণি স্মরণ করলেন; তৎক্ষণাৎ সেই মণি নাগলোক থেকে চলে এল। উলূপী তা হাতে নিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন, পুত্র শোক করো না, ওঠ; অর্জুন দেবগণেরও অজেয়। ইনি তোমার বল পরীক্ষার ইচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছেন, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত আমি এই মোহিনী মায়া দেখিয়েছি। এই দিব্য মণির স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পার্থের বক্ষে এই মণি রাখ। বভ্রুবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মণি রাখলেন। তখন অর্জুন যেন দীর্ঘনিদ্রা থেকে জাগরিত হলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন।

অর্জুন উলূপীকে বললেন, নাগরাজনন্দিনী, তুমি ও মণিপুরপতির মাতা চিত্রাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ? আমার বা বভ্রুবাহনের বা তোমার সপত্নী চিত্রাঙ্গদার কোনও অপরাধ হয়নি তো? উলূপী সহাস্যে বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে অপরাধী নও। মহাবাহু ধনঞ্জয়, তুমি মহাভারতযুদ্ধে অধর্মাচরণ করে শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে শিখণ্ডীর সাহায্যে নিপাতিত করেছিলে। আজ পুত্র কর্তৃক নিপাতিত হয়ে তুমি সেই পাপ থেকে মুক্তি

পেলে। এই প্রায়শ্চিত্ত না হলে তুমি মরণের পর নরকে যেতে। ভাগীরথী ও বসুগণ তোমার পাপশান্তির এই উপায় বলেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জয় করতে পারেন না; পুত্র আত্মস্বরূপ, তাই তুমি পুত্রকর্তৃক পরাজিত হয়েছ।

অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি উপযুক্ত কার্য করেছ। তার পর তিনি বভ্রুবাহনকে বললেন, চৈত্রপূর্ণিমায় যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, তুমি তোমার দুই মাতা এবং অমাত্যগণের সঙ্গে সেখানে যেয়ো। বভ্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি সেই যজ্ঞে দ্বিজগণের পরিবেশক হব। আজ রাত্রিতে আপনি দুই ভার্যার সঙ্গে আপনার এই ভবনে বিশ্রাম করুন, কাল আবার অশ্বের অনুগমন করবেন। অর্জুন বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার ভবনে যেতে পারব না; এই অশ্ব যেখানে যাবে আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মঙ্গল হোক, আমি আর এখানে থাকতে পারব না। এই বলে পুত্র ও দুই পত্নীর নিকট বিদায় নিয়ে অর্জুন প্রস্থান করলেন।

যজ্ঞাশ্ব মগধে এলে সহদেবপুত্র (জরাসন্ধের পৌত্র) রাজা মেঘসন্ধি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন। অর্জুন তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তার পর অর্জুন অশ্বের অনুসরণে সমুদ্রতীর দিয়ে বঙ্গ পুণ্ড্র কোশল প্রভৃতি দেশে গিয়ে সেখানকার ম্লেচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দক্ষিণে নানা দেশে বিচরণ করে অশ্ব চেদিরাজ্যে এল। শিশুপালপুত্র শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল কিরাত ও তঙ্গন দেশের রাজারা অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদ ও নিষাদরাজ একলব্যের পুত্র যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। অর্জুন পুনর্বার দক্ষিণ সমুদ্রের তীর দিয়ে চললেন এবং দ্রাবিড় অন্ধ্র মাহিষক ও কোল্বগিরিবাসী বীরগণকে জয় করে সুরাষ্ট্র গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম করে দ্বারকায় এলেন। যাদব কুমারগণ অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি উগ্রসেন এবং অর্জুনের মাতুল বসুদেব তাঁদের নিবারিত করে অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন।

তার পর পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল এবং সমৃদ্ধ পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করে অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপতি শকুনিপুত্র বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুনের অনুরোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অর্জুন শরাঘাতে গান্ধারপতির শিরস্ত্রাণ বিচ্যুত করলেন। গান্ধারপতি ভীত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন করলেন, তাঁর বহু সৈন্য অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হল। তখন গান্ধাররাজমাতা বৃদ্ধমন্ত্রীর সঙ্গে অর্ঘ্যহস্তে অর্জুনের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। শকুনিপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুন বললেন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে স্মরণ করে আমি তোমার প্রাণহরণ করিনি, কিন্তু তোমার বুদ্ধির দোষে তোমার অনুচরগণ নিহত হল। তার পর অর্জুন শকুনিপুত্রকে যজ্ঞে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ

মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে শুভনক্ষত্রযোগে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে এনে ভীমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়েছি অর্জুন শীঘ্র ফিরে আসবেন। তুমি যজ্ঞস্থান নিরূপণের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাঠাও। যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে স্থান নিরূপিত হলে স্থপতিগণ শত শত প্রাসাদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও পথ সমন্বিত যজ্ঞায়তন নির্মাণ করলেন। আমন্ত্রিত নরপতিগণ বহু রত্ন স্ত্রী অশ্ব ও আয়ুধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শিবিরে সাগরগর্জনের ন্যায় কোলাহল হতে লাগল। যজ্ঞসভায় হেতুবাদী বাগ্মী ব্রাহ্মণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য তর্ক করতে লাগলেন। আমন্ত্রিত রাজারা ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে যজ্ঞের আয়োজন দেখতে লাগলেন। স্থানে স্থানে স্বর্ণভূষিত যূপকাষ্ঠ, স্থলচর জলচর পার্বত ও আরণ্য বিবিধ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ, অন্নের স্তূপ, দধি ও ঘৃতের হ্রদ প্রভৃতি দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের পর দুন্দুভি বাজতে লাগল; প্রতিদিন এইরূপে বহু বার দুন্দুভিধ্বনি শোনা গেল।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দূত দ্বারা অর্জুন আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন।— কৃষ্ণ, তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলো যেন সমাগত রাজগণের সমুচিত সৎকার হয়, এবং অর্ঘ্যদানকালে এমন কিছু না করা হয় যাতে রাজাদের বিদ্বেষের ফলে প্রজানাশ হতে পারে[1]। যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি শুনেছি অর্জুন যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। তিনি সর্বদাই দুঃখভোগ করেন, কিন্তু আমি তাঁর দেহে কোনও অনিষ্টসূচক লক্ষণ দেখিনি। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরুষসিংহ ধনঞ্জয়ের পিণ্ডিকা (পায়ের গুলি) অধিক স্থূল; এই লক্ষণের ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ করতে হয়; এ ভিন্ন তাঁর দেহে অশুভসূচক আর কিছু আমি দেখি না। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার কথা ঠিক। দ্রৌপদী কৃষ্ণের দিকে অসূয়াসূচক[2] বক্র দৃষ্টিপাত করলেন, কৃষ্ণও সস্নেহে তাঁর সখীর দিকে ফিরে চাইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকৌতুকে অর্জুনের ওই কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

পরদিন অর্জুন যজ্ঞাশ্বসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অভিবাদন করে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। এই সময়ে মণিপুররাজ বভ্রুবাহনও তাঁর মাতৃদ্বয়ের সহিত উপস্থিত হলেন এবং গুরুজনকে বন্দনার পর পিতামহী কুন্তীর উত্তম ভবনে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী বিনীতভাবে কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতির সহিত মিলিত হলেন। বভ্রুবাহনকে কৃষ্ণ দিব্যাশ্বযুক্ত স্বর্ণভূষিত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; যুধিষ্ঠিরাদিও তাঁকে বিপুল অর্থ দিলেন।

---

১. অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের সময় যা ঘটেছিল তেমন যেন না হয়।

২. বোধ হয় এর অর্থ— কৃত্রিম কোপসূচক।

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, যজ্ঞের মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, আজ থেকে তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহারাজ, এই যজ্ঞে তুমি ব্রাহ্মণগণকে তিন গুণ দক্ষিণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এবং জ্ঞাতিবধের পাপ থেকে মুক্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজকগণ যথাবিধি সকল কার্য করতে লাগলেন। বিল্ব খদির পলাশ এই তিন প্রকার কাষ্ঠের প্রত্যেকের ছয়, দেবদারুর দুই, এবং শ্লেষ্মাতক[১] কাষ্ঠের একটি যূপ নির্মিত হল। তাছাড়া ধর্মরাজের আদেশে ভীম স্বর্ণভূষিত বহু যূপ শোভার জন্য প্রস্তুত করালেন। চারটি অগ্নিস্থান যুক্ত আঠার হাত যজ্ঞবেদি ত্রিকোণ গরুড়াকারে নির্মিত হল। ঋত্বিগ্‌গণ নানা দেবতার উদ্দেশে বহু পশু পক্ষী বৃষ ও জলচর আহরণ করলেন। তিন শত পশুর সঙ্গে যজ্ঞীয় অশ্বও যূপবদ্ধ হল।

অগ্নিতে অন্যান্য পশু যথাবিধি উৎসর্গের পর ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব বধ করে দ্রুপদনন্দিনীকে তার নিকটে বসালেন। তার পর তাঁরা অশ্বের বসা অগ্নিতে দিলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সেই সর্বপাপনাশক বসার ধূম আঘ্রাণ করলেন। ষোল জন ঋত্বিক অশ্বের অঙ্গসকল অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সশিষ্য ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের সংবর্ধনা করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র কোটি নিষ্ক এবং ব্যাসদেবকে বসুন্ধরা দক্ষিণা দিলেন। ব্যাস বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা ধনার্থী, তুমি বসুন্ধরার পরিবর্তে আমাকে ধন দাও। যুধিষ্ঠির বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে পৃথিবী-দক্ষিণাই বিহিত; অর্জুন যা জয় করেছেন সেই পৃথিবী আমি দান করেছি, আপনারা তা ভাগ করে নিন। এই পৃথিবী এখন ব্রহ্মস্ব, আমি আর তা নিতে পারি না, আমি বনপ্রবেশ করব।

দ্রৌপদী ও ভীমাদি বললেন, মহারাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ সকলে রোমাঞ্চিত হলেন, অন্তরীক্ষ থেকে সাধু সাধু ধ্বনি শোনা গেল, ব্রাহ্মণগণ হৃষ্ট হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্যাসদেব পুনর্বার বললেন, মহারাজ , আমি তোমাকে পৃথিবী প্রত্যর্পণ করছি, তুমি তার পরিবর্তে সুবর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আপনি ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন করুন। তখন যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা ত্রিগুণ দক্ষিণার কোটি কোটি গুণ দান করলেন, ব্যাস তা চার ভাগ করে ঋত্বিকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। যজ্ঞায়তনে যে সমস্ত স্বর্ণময় অলংকার তোরণ যূপ ঘট স্থালী ইষ্টক প্রভৃতি ছিল, যুধিষ্ঠিরের আদেশে ব্রাহ্মণগণ ভাগ করে নিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণকে দেওয়া হল।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলে ব্রাহ্মণরা প্রভূত ধন নিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসদেব তাঁর অংশ কুন্তীকে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সহিত যজ্ঞান্তস্নান করে সমাগত রাজগণকে বহু রত্ন হস্তী অশ্ব স্ত্রী বস্ত্র ও সুবর্ণ উপহার দিলেন এবং বভ্রুবাহনকেও বিপুল ধন দিলেন। রাজারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দুঃশলার বালক পৌত্রকে যুধিষ্ঠির সিন্ধুরাজ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ যথোচিত সৎকার লাভ করে ধর্মরাজের আজ্ঞা নিয়ে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন।

---

১. বহুবার বা বহুয়ারি।

১২। শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ— নকুলরূপী ধর্ম

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হলে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্বদিকে ঘোষিত হল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল তখন এক বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু নীল এবং পার্শ্বদেশ[১] স্বর্ণবর্ণ। সে ধৃষ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বলল, ওহে নরপতিগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উঞ্ছজীবী বদান্য ব্রাহ্মণ যে শক্তুদান করেছিলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এই যজ্ঞের নিন্দা করছ?

নকুল হাস্য করে বলল, দ্বিজগণ, আমি মিথ্যা বলিনি, দর্প করেও বলিনি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি[২] দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতেন। একদা দারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শূন্য হয়ে গেলে তিনি অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ করে তা থেকে শক্তু প্রস্তুত করলেন। জপ আহ্নিক ও হোমের পর ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভোজনের উপক্রম করছেন এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শক্তুর ভাগ নিবেদন করলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধানিবৃত্তি হল না। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী বললেন, তুমি এঁকে আমার ভাগ দাও।

ব্রাহ্মণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্নীকে বললেন, তোমার ভাগ আমি নিতে পারি না; কীট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্ত্রীকে পোষণ করে। ধর্ম অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভার্যার সাহায্যে হয়, ভার্যাকে পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহ্মণী শুনলেন না, নিজের শক্তু অতিথিকে দিলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যদি সহস্র বৎসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি অতিথিকে দিতে পারব না। ব্রাহ্মণপুত্র আপত্তি শুনলেন না, নিজ অংশ অতিথিকে দিলেন। তথাপি তাঁর ক্ষুধা দূর হল না। তখন ব্রাহ্মণের সাধ্বী পুত্রবধূ নিজ অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কী করে দেখব? পুত্রবধূ শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহ্মণ তাঁর অংশও অতিথিকে দিলেন।

তখন অতিথিরূপী ধর্ম বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার শুদ্ধ দান পেয়ে আমি প্রীত হয়েছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন

১. পরে আছে— মস্তক।

২. শান্তিপর্ব ২৪-পরিচ্ছেদ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এবং স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহ অতিক্রম করে নিজ কর্ম দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শক্তুদান করে তুমি যে ফল পেয়েছ বহু শত অশ্বমেধেও তা হয় না। দিব্য যান উপস্থিত হয়েছে, তুমি এতে আরোহণ করে পত্নী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ব্রহ্মলোকে যাও।

অতিথিরূপী ধর্ম এইরূপ বললে ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন। তখন আমি গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলাম। সিক্ত শক্তুকণার গন্ধে, দিব্য পুষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহ্মণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাঞ্চনময় হল। আমার অবশিষ্ট দেহও ওইরূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষায় আমি তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করছি। আমি আশান্বিত হয়ে কুরুরাজের এই যজ্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাঞ্চনময় হল না। এই কারণেই আমি হাস্য করে বলেছিলাম যে সেই উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের শক্তুদানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা বলে চলে গেল। সে অদৃশ্য হলে দ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন।

জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, আমি মনে করি যজ্ঞের তুল্য পুণ্যফলদায়ক কিছুই নেই; নকুল ইন্দ্রতুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করল কেন? বৈশম্পায়ন বললেন, একদা মহর্ষি জমদগ্নি শ্রাদ্ধের জন্য হোমধেনু দোহন করে একটি পবিত্র নতুন ভাণ্ডে দুগ্ধ রেখেছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষিকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছায় ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ করে দুগ্ধ নষ্ট করলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আমি পরাজিত হয়েছি; ভৃগুবংশীয়গণ অত্যন্ত ক্রোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আমি ভীত হয়েছি, আপনি প্রসন্ন হন। জমদগ্নি বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও অপরাধ করনি। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ রেখেছিলাম, তুমি তাঁদের প্রসন্ন কর। তখন ক্রোধরূপী ধর্ম পিতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের রূপ পেলেন। শাপমুক্তির জন্য ধর্ম অনুনয় করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি ধর্মের নিন্দা কর, তা হলে শাপমুক্ত হবে। নকুল তপোবন ও যজ্ঞস্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা করতে লাগল। যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, সে জন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা করে নকুল পাপমুক্ত হয়েছিল।

আশ্রমবাসিকপর্ব

আশ্রমবাসপর্বাধ্যায়

১। যুধিষ্ঠিরের উদারতা

যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডবগণ ছত্রিশ বৎসর রাজ্যপালন করেছিলেন। প্রথম পনের বৎসর তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে সকল কার্য করতেন। বিদুর সঞ্জয় যুযুৎসু ও কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃদ্ধ কুরুরাজকে দেবতা ঋষি পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভৃতির কথা শোনাতেন। বিদুর ধর্ম ও ব্যবহার (আইন) বিষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর সুনীতির ফলে সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে অল্প ব্যয়ে নানাবিধ অভীষ্ট কার্য আদায় হত। তিনি কারারুদ্ধ বা বধদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে মুক্তি দিলে যুধিষ্ঠির কোনও আপত্তি করতেন না। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা উলূপী চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভগিনী[১], জরাসন্ধের কন্যা[২] প্রভৃতি সর্বদা গান্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ভ্রাতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, পুত্রহীন ধৃতরাষ্ট্র যেন কোনও দুঃখ না পান। সকলেই এই আজ্ঞা পালন করতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধির ফলে পূর্বে যা ঘটেছিল ভীম তা ভুলতে পারলেন না।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগণকে বললেন, বৃদ্ধ কুরুরাজ আমাদের সকলেরই মাননীয়; যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তিনি আমার সুহৃৎ, যিনি করবেন না তিনি আমার শত্রু। ইনি আমাদের জন্যই পুত্রপৌত্রাদির শোকে কাতর হয়ে আছেন, অতএব এঁর সকল অভিলাষ পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য। মৃত আত্মীয়সুহৃদ্‌গণের শ্রাদ্ধাদির জন্য এঁর যা আবশ্যক সবই যেন ইনি পান।

যুধিষ্ঠিরের আচরণে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারীও পুত্রশোক ত্যাগ করে পাণ্ডবগণকে নিজপুত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন ও হোম করাতে লাগলেন। তিনি পাণ্ডুপুত্রদের সেবায় যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পুত্রদের কাছে পাননি।

---

১. নকুলপত্নী করেণুমতী।

২. সহদেবপত্নী।

২। ভীমের আক্রোশ— ধৃতরাষ্ট্রের সংকল্প

এইরূপে পনের বৎসর কেটে গেল। ভীম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কার্য করতেন এবং অনুচর দ্বারা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেন। একদিন ভীম তাঁর বন্ধুদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই চন্দনচর্চিত পরিঘতুল্য বাহুর প্রতাপেই মূঢ় দুর্যোধনাদি পুত্র ও বান্ধবসহ নিহত হয়েছেন। এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনতে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বুদ্ধিমতী গান্ধারী কালধর্ম বুঝে নীরবে রইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রৌপদী এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি। ধৃতরাষ্ট্র বাষ্পাকুলকণ্ঠে তাঁর সুহৃদ্‌গণকে বললেন, আমার দুর্বুদ্ধির ফলেই কুরুকুল ক্ষয় পেয়েছে। পুত্রস্নেহের বশে আমি ব্যাসদেব কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শুনিনি, পাণ্ডবগণকে তাদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিইনি। এই অপরাধ সহস্র শল্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে আছে। এখন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি দিনের চতুর্থ ভাগে বা অষ্টম ভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার করি, গান্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। আমি ও গান্ধারী মৃগচর্ম পরে কুশশয্যায় শুয়ে নিত্য জপ করি। যুধিষ্ঠির শুনলে অনুতপ্ত হবেন সে জন্য এ কথা আমি কাকেও জানাইনি।

তার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে আমি সুখে আছি, দান ও শ্রাদ্ধকর্মাদি করে পুণ্যসঞ্চয়ও করেছি; পুত্রহীনা গান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও তোমাদের ঐশ্বর্যহরণ করেছিল তারা ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গে গেছে। এখন আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয় তাই আমার করা উচিত। তুমি ধর্মনিষ্ঠ সে জন্য তোমাকে বলছি, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলোচিত ধর্ম। আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনবাসী হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করব, চীরবল্কল ধারণ করে উপবাসী হয়ে তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার অধিকারে শুভাশুভ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় রাজাও তার ফলভোগী হন।

যুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনি দুঃখভোগ করলে এই রাজ্য আমার প্রীতিকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি অতি দুর্বুদ্ধি রাজ্যাসক্ত ও প্রমাদগ্রস্ত। আপনি অসুখী হলে আমার রাজ্যভোগে কী প্রয়োজন? আপনি আমাদের পিতা ও পরম গুরু, আপনি চলে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ঔরসপুত্র যুযুৎসু বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই রাজ্য গ্রহণ করুন, আমিই বনে যাব। অথবা আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, অযশ দ্বারা আমাকে দগ্ধ করবেন না। আমি রাজা নই, আপনিই রাজা। দুর্যোধনাদির কার্যের জন্য আমার মনে কিছুমাত্র ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমরা সকলে মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমরাও আপনার পুত্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে সমান জ্ঞান করি। আমি নতশিরে প্রার্থনা করছি, আপনি মনের দুঃখ দূর করুন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার যথোচিত সেবা করেছ, এখন বনগমনের অনুমতি দাও। ধৃতরাষ্ট্র সহসা কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, বার্ধক্য ও অধিক কথা বলার ফলে আমার মন অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হচ্ছে, আমি সঞ্জয় আর কৃপাচার্যকে বলছি, এঁরা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনয় করুন। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দেহে ভর দিয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হায়, যিনি শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী, যিনি লৌহভীম চূর্ণ করেছিলেন, তিনি এখন অচেতন হয়ে অবলা স্ত্রীকে অবলম্বন করলেন! এইরূপ বিলাপ করে যুধিষ্ঠির জলার্দ্র হস্ত দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মুখ ও বক্ষ মুছিয়ে দিলেন। সংজ্ঞালাভ করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার স্পর্শে আমি পুনর্জীবিত হয়েছি। আজ আমি দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করব এই স্থির করেছিলাম, এখন তার সময় হয়েছে; দুর্বলতার ফলে আমার চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। বার বার কথা বললে আমার ক্লান্তি হয়; তুমি আর কষ্ট দিও না, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও।

যুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রীত করার জন্য আমি রাজ্য বা জীবনও ত্যাগ করতে পারি। আপনি এখন আহার করুন, বনগমনের কথা পরে হবে।

৩। ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ

ব্যাসদেব এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুরুনন্দন ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন তাতে তুমি সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বৃদ্ধ ও পুত্রশোকাতুর, গান্ধারীও অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে আছেন; এঁদের বনে যেতে দাও, যেন এখানে এঁদের মৃত্যু না হয়। অন্তকালে রাজাদের অরণ্যবাসই শ্রেয়। যুদ্ধে অথবা যথাবিধি অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজর্ষিদের পরম ধর্ম। ধৃতরাষ্ট্রের তপস্যা করবার সময় হয়েছে, তোমার উপর এখন এঁর কিছুমাত্র ক্রোধ নেই।

ব্যাসদেব চলে গেলে যুধিষ্ঠির বিনীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, আপনার যা অভিলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মতি দিয়েছেন। কুরুরাজ, আমি নতমস্তকে অনুনয় করছি, এখন আহার করুন, পরে অরণ্যাশ্রমে যাবেন। জরাজীর্ণ গজপতির ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র ধীরে ধীরে নিজ গৃহে গেলেন এবং আহ্নিকাদির পর আহার করলেন। গান্ধারী কুন্তী ও বধূগণ তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। ভোজনের পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিঠে হাত রেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তার পর শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গৃহে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে যুধিষ্ঠির কুরুজাঙ্গলের প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণাদি এবং নানা দেশ হতে আগত নরপতিগণ সমবেত হলে ধৃতরাষ্ট্র সকলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা বহুকাল কুরুকুলের সঙ্গে একত্র বাস

করেছেন, আমরা পরস্পরের সুহৃৎ ও হিতৈষী। ব্যাসদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছা করেছি, আপনারা বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুমতি দিন। আমি মনে করি, আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সে প্রকার নেই। গান্ধারী ও আমি পুত্রবিরহে কাতর হয়ে আছি, বয়স এবং উপবাসের জন্য দুর্বলও হয়েছি। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সুখভোগ করেছি। এখন এই পুত্রহীন অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আর কী গতি আছে? বৎসগণ, শান্তনুর পরে ভীষ্মপরিপালিত বিচিত্রবীর্য এবং পাণ্ডু এই রাজ্য পালন করেছিলেন; তার পর আমিও আপনাদের সেবা করেছি। যদি আমার ত্রুটি হয়ে থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনও এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ করেনি। তার দুর্নীতির ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহীপাল যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। আমার কার্য ভালো বা মন্দ যাই হোক, আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছি— আপনারা তা মনে রাখবেন না। এই পুত্রহীন শোকাতুর অন্ধ বৃদ্ধকে পূর্বতন কুরুরাজগণের বংশধর বলে ক্ষমা করবেন। আমি ও দুঃখিনী গান্ধারী আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি— আমাদের বনগমনের অনুমতি দিন। সম্পদে ও বিপদে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি আপনারা সমদৃষ্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য চার ভ্রাতা যাঁর সচিব সেই ব্রহ্মার ন্যায় মহাতেজা যুধিষ্ঠির আপনাদের পালন করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় আমি যুধিষ্ঠিরকে আপনাদের হস্তে দিচ্ছি, আপনাদের সকলকেও যুধিষ্ঠিরের হস্তে দিচ্ছি। আপনারা কখনও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হননি, এখন আমি ও গান্ধারী কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করছি— আমার অস্থিরমতি লোভী স্বেচ্ছাচারী পুত্রদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুনয় শুনে নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাবৃন্দ বাষ্পাকুলনয়নে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন এবং দুঃখে অচেতনপ্রায় হলেন। পরিশেষে শাম্ব নামে এক বাগ্মী ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাকে বলছি— আপনার কথা যথার্থ, আপনি ও আমরা পরস্পরের সুহৃৎ। আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষগণ পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় আমাদের পালন করেছেন, রাজা দুর্যোধনও আমাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেননি। আমরা তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করে সুখে ছিলাম তা আপনি জানেন। এখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র বৎসর আমাদের পালন করুন। আমরা অনুনয় করছি, জ্ঞাতিবধের জন্য আর দুর্যোধনের দোষ দেবেন না। কুরুকুলনাশের জন্য আপনি দুর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দায়ী নন, দৈবই এর কারণ। মহারাজ, আমরা অনুমতি দিচ্ছি, আপনি বনে গিয়ে পুণ্যকর্ম করুন, আপনার পুত্রগণও স্বর্গলোক লাভ করুন, যুধিষ্ঠির হতে আপনি যে মানসিক দুঃখ পেয়েছেন তা অপনীত হোক। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে সকলে সাধু সাধু বললেন, ধৃতরাষ্ট্রও প্রীত হলেন। প্রজারা অভিবাদন করে ধীরে ধীরে চলে গেল, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে নিজ ভবনে গেলেন।

৪। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা

পরদিন প্রভাতকালে বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্র স্থির করেছেন যে আগামী কার্তিক-পূর্ণিমায় বনে যাবেন। ভীষ্ম দ্রোণ সোমদত্ত বাহ্লীক দুর্যোধনাদি জয়দ্রথ এবং মৃত সুহৃদ্‌গণের শ্রাদ্ধের জন্য তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করছেন। যুধিষ্ঠির সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন, অর্জুনও অনুমোদন করলেন, কিন্তু ক্রোধী ভীম সম্মতি দিলেন না। অর্জুন তাঁকে নম্রভাবে বললেন, আমাদের বৃদ্ধ পিতা (জ্যেষ্ঠতাত) বনে যাবার পূর্বে ভীষ্ম প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করতে চান; আপনার বাহুবলে যে ধন অর্জিত হয়েছে তারই কিঞ্চিৎ তিনি চাচ্ছেন। কালের কী বিপর্যয় দেখুন, পূর্বে যাঁর কাছে আমরা প্রার্থী হয়ে গেছি, এখন অদৃষ্টবশে তিনিই আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আপত্তি করবেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে।

ভীমসেন সক্রোধে বললেন, ভীষ্মদ্রোণাদি এবং সুহৃদ্‌গণের শ্রাদ্ধ আমরাই করব, কর্ণের শ্রাদ্ধ কুন্তী করবেন। শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়া উচিত নয়, তাঁর কুলাঙ্গার পুত্রগণ পরলোকে কষ্টভোগ করুক। অর্জুন, পূর্বের কথা কি তুমি ভুলে গেছ? আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ কোথায় ছিল? দ্রোণ ভীষ্ম ও সোমদত্ত তখন কী করেছিলেন? দ্যূতসভায় এই দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রই বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আমরা কোন্ বস্তু জিতলাম? এসব কি তোমার মনে নেই?

যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তার পর তিনি বিদুরকে বললেন, আপনি কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আমি নিজের কোষ থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনবাসকালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ করছেন, তাঁর কর্কশ আচরণে কুরুরাজ যেন রুষ্ট না হন। আমার ও অর্জুনের সমস্ত ধনের তিনিই প্রভু।

বিদুরের মুখে যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রীত হলেন এবং আত্মীয় ও বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধন দান করলেন। তার পর তিনি কার্তিক-পূর্ণিমায় যজ্ঞ করে অগ্নিহোত্র সম্মুখে রেখে বনযাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠির শোকে অভিভূত হয়ে ভূপতিত হলেন, অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ বিদুর সঞ্জয় যুযুৎসু কৃপাচার্য ও ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সজলনয়নে কুরুরাজের অনুগমন করলেন। বদ্ধনেত্রা গান্ধারী কুন্তীর স্কন্ধে এবং অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর স্কন্ধে দুই হস্ত রেখে চলতে লাগলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা উত্তরা উলূপী চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতিও সরোদনে অনুগমন করলেন। পাণ্ডবদের বনগমনকালে হস্তিনাপুরের প্রজারা যেমন দুঃখিত হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের যাত্রাকালেও সেইরূপ হল। বিদুর ও সঞ্জয় সংকল্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুদূর যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদিকে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধারীকে দৃঢ়ভাবে ধরে কুন্তী বললেন, আমি বনে বাস করব, তপস্বিনী গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। যুধিষ্ঠির, তুমি

সহদেবের উপর কখনও অপ্রসন্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার অনুরক্ত। কর্ণকে সর্বদা স্মরণ করো, তাঁর উদ্দেশে দান করো, সর্বদা সকলে দ্রৌপদীর প্রিয়সাধন করো। কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়েছে।

যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, আমাদের ত্যাগ করে বনে যাওয়াই যদি আপনার ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের দিয়ে লোকক্ষয় করালেন কেন? কুন্তী পুত্রদের অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুরোধ করে বললেন, তোমরা পাণ্ডুর পুত্র এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী; জ্ঞাতির হস্তে নির্জিত হয়ে যাতে তোমাদের দুঃখভোগ করতে না হয় সে জন্যই আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম, তোমাদের তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত বাসুদেবের নিকট বিদুলার উপাখ্যান বলেছিলাম। স্বামীর রাজত্বকালে আমি বহু সুখ ভোগ করেছি, এখন পুত্রের বিজিত রাজ্য ভোগ করতে চাই না। আমার পতি যেখানে আছেন সেই পুণ্যলোকে আমি যেতে ইচ্ছা করি; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা এবং তপস্যা করে শরীর শুষ্ক করব। কুরুশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন প্রভৃতির সহিত গৃহে ফিরে যাও, তোমার ধর্মে মতি থাকুক, মন মহৎ হোক।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, যুধিষ্ঠিরের জননী ফিরে যান, পুত্র ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে উনি কেন দুর্গম বনে যাবেন? রাজ্যে থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা করুন। গান্ধারী, তুমি এঁকে নিবৃত্ত হতে বল। ধর্মপরায়ণা সতী কুন্তী বনগমনের সংকল্প ত্যাগ করলেন না; তখন দ্রৌপদী প্রভৃতি বধূগণ সরোদনে পাণ্ডবদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

৫। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি

বহু দূর গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যাকালে সূর্যের আরাধনার পর বিদুর ও সঞ্জয় কুশশয্যা প্রস্তুত করে দিলেন; ধৃতরাষ্ট্র এক শয্যায় এবং কুন্তীর সহিত গান্ধারী অন্য শয্যায় রাত্রিযাপন করলেন। প্রাতঃকালে যথাবিধি আহ্নিক ও হোমের পর তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাজর্ষি শতযূপকে দেখতে পেলেন। ইনি কেকয় দেশের রাজা ছিলেন, বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটা অজিন ও বল্কল ধারণ করে শতযূপের আশ্রমে বিদুর সঞ্জয় গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।

একদিন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে নারদ বললেন, শতযূপের পিতামহ সহস্রচিত্য তপস্যার ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। আরও অনেক রাজা এই বনে তপঃসিদ্ধ হয়ে স্বর্গে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্র, আপনিও ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সহিত উত্তম গতি লাভ করবেন। রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে বাস করে নিত্য

আপনাকে স্মরণ করেন; আমরা দিব্যনেত্রে দেখছি, সৎকর্মের ফলে কুন্তীও তাঁর কাছে যাবেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ করবেন, সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন।

রাজর্ষি শতযূপ বললেন, দেবর্ষি, ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে যাবেন তা তো আপনি বললেন না। নারদ বললেন, আমি ইন্দ্রের কাছে শুনেছি রাজা ধৃতরাষ্ট্র আর তিন বৎসর জীবিত থাকবেন, তার পর গান্ধারীর সহিত দিব্য বিমানে কুবেরভবনে গিয়ে ইচ্ছানুসারে দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষসলোকে বিচরণ করবেন। ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করে নারদাদি প্রস্থান করলেন।

৬। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদি

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বনে গেলে পুরবাসীগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, পুত্রহীন বৃদ্ধ কুরুরাজ এবং মহাভাগা গান্ধারী ও কুন্তী নির্জন বনে কী করে বাস করছেন? পুত্রগণ ও রাজশ্রী ত্যাগ করে কুন্তী কেন দুষ্কর তপস্যা করতে গেলেন?

কুন্তীর বিরহে পাণ্ডবগণ কাতর হয়ে কালযাপন করতে লাগলেন, কোনও বিষয়ে তাঁরা মন দিতে পারলেন না। কয়েকদিন পরে তাঁরা স্থির করলেন যে, বনে গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রৌপদীও গমনের জন্য উৎসুক হলেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় রথ হস্তী অশ্ব ও সৈন্য সজ্জিত হল, বহু পুরবাসী তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। পাঁচদিন নগরের বহির্ভাগে বাস করে ষষ্ঠ দিনে যুধিষ্ঠির সদলে যাত্রা করলেন। কৃপাচার্য সৈন্যদলের নেতা হয়ে চললেন; যুধিষ্ঠির ও অর্জুন রথে, ভীম হস্তীতে, নকুল-সহদেব অশ্বে, এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ শিবিকায় যাত্রা করলেন। নগর ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিবিধ যানে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন। যুযুৎসু ও ধৌম্য পুররক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে রইলেন।

পাণ্ডবগণ যমুনা পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে শতযূপ ও ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠির সজলনয়নে তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কুরুবংশপতি কোথায়? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তিনি পুষ্প ও জল আনতে এবং যমুনায় স্নান করতে গেছেন। পাণ্ডবগণ সত্বর যমুনার দিকে চললেন এবং কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে কুন্তী আগে আগে আসছেন। সহদেব উচ্চস্বরে রোদন করে কুন্তীর পায়ে পড়লেন। তার পর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রাদিকে প্রণাম করে তাঁদের জলপূর্ণ কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী প্রভৃতিকে দেখতে এলেন। সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদের পরিচয় দিলেন।— যাঁর দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, মহাসিংহের

ন্যায় সবল, যাঁর নাসিকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ, ইনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। এই মত্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু স্থূলস্কন্ধ পুরুষ বৃকোদর। এঁর পার্শ্বে যে মহাধনুর্ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তীযূথপতিতুল্য যুবা রয়েছেন, ইনি অর্জুন। কুন্তীর নিকটে বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের ন্যায় অনুপম রূপবান ও বলবান যে দু জন রয়েছেন, এঁরা নকুল-সহদেব। এই নীলোৎপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা পদ্মপলাশাক্ষী মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় নারী কৃষ্ণা। এঁর পার্শ্বে যে কনকবর্ণা চন্দ্রপ্রভার ন্যায় রূপবতী রমণী রয়েছেন ইনি চক্রপাণি কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা; এই সুবর্ণগৌরাঙ্গী নাগকন্যা উলূপী, এবং আর্দ্র মধূক পুষ্পের ন্যায় যাঁর কান্তি, ইনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা; এঁরা অর্জুনের ভার্যা। যিনি কৃষ্ণের সহিত স্পর্ধা করতেন সেই রাজসেনাপতি শল্যের ভগিনী এই নীলোৎপলবর্ণা রমণী ভীমসেনের পত্নী (কালী)। এই চম্পকগৌরী জরাসন্ধকন্যা সহদেবের পত্নী। এঁর নিকটে যে ইন্দীবরশ্যামবর্ণা রমণী ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী (ধৃষ্টকেতুর ভগিনী করেণুমতী)। এই প্রতপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী যিনি পুত্রকে কোলে নিয়ে আছেন, ইনি বিরাটকন্যা উত্তরা; দ্রোণ প্রভৃতি এঁর পতি অভিমন্যুকে রথহীন অবস্থায় বধ করেছিলেন। এই এক শত নারী, যাঁরা শুক্ল উত্তরীয় ধারণ করে আছেন, যাঁদের সীমন্তে অলংকার নেই, এঁরা ধৃতরাষ্ট্রের অনাথা পুত্রবধূ।

৭। বিদুরের তিরোধান

তাপসগণ চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, বিদুর কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুশলে আছেন তো? ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্র, বিদুর কেবল বায়ু ভক্ষণ করে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায় আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই বনের নির্জন প্রদেশে ব্রাহ্মণরা কখনও কখনও তাঁকে দেখতে পান।

এই সময়ে যুধিষ্ঠির দূর থেকে শীর্ণদেহ দিগম্বর বিদুরকে দেখতে পেলেন, তাঁর মস্তকে জটা, মুখে বীটা[১], দেহ মললিপ্ত ও ধূলিধূসর। বিদুর আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করেই চলে যাচ্ছিলেন, যুধিষ্ঠির বেগে তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, ভো ভো বিদুর, আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি। বিদুর এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে অনিমেষনয়নে যুধিষ্ঠিরকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামে ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত করে যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠিরের বোধ হল তাঁর বল পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদুরের বৃক্ষাশ্রিত স্তব্ধলোচন প্রাণহীন দেহ দেখে তিনি ব্যাসের বাক্য[২] স্মরণ করলেন এবং

---

১. পুলির আকার কাষ্ঠখণ্ড, গুলিডাণ্ডা খেলার গুলির তুল্য। বাক্য ও আহার বর্জনের চিহ্ন।
২. বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ধর্মের অংশ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ইচ্ছা করলেন। এমন সময়ে তিনি দৈববাণী শুনলেন— রাজা, বিদুরের দেহ দগ্ধ করো না, এঁর কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক; ইনি যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানিক লোক লাভ করেছেন, এঁর জন্য শোক করো না। তখন যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

পরদিন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শতযূপ প্রভৃতির সঙ্গে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। কুশলপ্রশ্নের পর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, কুরুরাজ, তুমি বিদুরের পরিণাম শুনেছ। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে জন্মেছিলেন[১]। ব্রহ্মার আদেশে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আমি উৎপাদন করেছিলাম। এই তপস্বী সত্যনিষ্ঠা ইন্দ্রিয়দমন শমগুণ অহিংসা ও দানের ফলে বিখ্যাত হয়েছেন। যুধিষ্ঠিরও ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির। এই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, যিনি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এঁর শরীরেই বিদুর যোগবলে প্রবিষ্ট হয়েছেন। পুত্র, আমি তোমার সংশয় ছেদনের জন্যই এখানে এসেছি। তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, যদি কিছু দেখতে বা জানতে চাও, তো আমাকে বলো, আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করব।

পুত্রদর্শনপর্বাধ্যায়

৮। মৃত যোদ্ধৃগণের সমাগম

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে ব্যাসদেব পুনর্বার এলেন, সেই সময়ে মহর্ষি নারদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব বিশ্বাবসু তুম্বুরু ও চিত্রসেনও উপস্থিত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমার মনোভাব আমি জানি, তুমি এবং গান্ধারী কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতি পুত্রবিয়োগের তীব্র শোক ভোগ করছ। তোমার কী কামনা বল, তপস্যার প্রভাবে আমি তা পূর্ণ করব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আপনার ও এই সাধুগণের সমাগমে আমি ধন্য হয়েছি, আমার জীবন সফল হয়েছে। আমার আর পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দুর্নীতির ফলে পাণ্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নরপতি বিনাশিত হয়েছেন সেই দুর্বুদ্ধি হতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। পিতা, আমি শান্তি পাচ্ছি না। গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর শ্বশুর ব্যাসকে বললেন, মুনিপুংগব, ষোড়শ বৎসর গত হয়েছে তথাপি কুরুরাজের পুত্রশোক শান্ত হচ্ছে না। আপনি তপোবলে নানা লোক সৃষ্টি করতে পারেন, আমাদের পরলোকগত পুত্রগণকে কি দেখাতে পারেন না? আমাদের এই

---

১. আদিপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রিয়তমা পুত্রবধূ দ্রৌপদী, কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা, ভূরিদ্রা, ভূরিশ্রবার এই ভার্যা, আপনার যে শত পৌত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্নীগণ— এঁদের শোকের জন্য অন্ধরাজ ও আমার শোক বার বার বর্ধিত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে আমরা এবং আপনার এই পুত্রবধূ কুন্তী শোকশূন্য হতে পারি।

গান্ধারী এইরূপ বললে কুন্তী তাঁর প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। তাঁর ভাবান্তর দেখে ব্যাস বললেন, তোমার মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লজ্জিতভাবে বললেন, ভগবান, আপনি আমার শ্বশুর, দেবতার দেবতা; আমি সত্য কথা বলছি শুনুন। তার পর কুন্তী কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করে বললেন, আমি মূঢ়তার বশে সজ্ঞানে সেই পুত্রকে উপেক্ষা করেছি, তার ফলে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। আমার কর্ম পাপজনক বা পাপশূন্য যাই হোক, আপনাকে জানালাম। সেই পুত্রকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি; মুনিশ্রেষ্ঠ, আমার হৃদয়ের কামনা আজ পূর্ণ করুন।

ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয়নি, দেবতারা ঐশ্বর্যবান, তাঁরা সংকল্প বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ বা সঙ্গম— এই পাঁচ প্রকারে পুত্র উৎপাদন করতে পারেন। তোমার মনস্তাপ দূর হোক। যাঁরা বলশালী তাঁদের পক্ষে সমস্তই হিতকর পবিত্র ধর্মসঙ্গত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নিজ নিজ প্রিয়জনকে দেখতে পাবে। সেই বীরগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রই কুরুরাজ রূপে জন্মেছেন। পাণ্ডু মরুদ্‌গণ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশে জন্মেছেন। দুর্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি রাক্ষস, ভীমসেন বায়ু, অর্জুন নর-ঋষি, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল-সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অভিমন্যু চন্দ্র, কর্ণ সূর্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি, শিখণ্ডী রাক্ষস, দ্রোণ বৃহস্পতি, অশ্বত্থামা রুদ্র, এবং ভীষ্ম বসু হতে উৎপন্ন। দেবগণই মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে এসে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে চল, নিহত আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে।

ব্যাস এইরূপ বললে সমাগত জনগণ সিংহনাদ করে গঙ্গার অভিমুখে যাত্রা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পঞ্চপাণ্ডব, অমাত্যগণ, নারীগণ, ঋষি ও গন্ধর্বগণ, অনুচরবর্গ, সকলেই গঙ্গাতীরে এসে অধীরভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত হলে তাঁরা পবিত্রভাবে একাগ্রমনে গঙ্গাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তর মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগীরথীর পুণ্যজলে অবগাহন করে মৃত কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধা ও নরপতিগণকে আহ্বান করলেন। তখন জলমধ্যে কুরুপাণ্ডবসেনার তুমুল নিনাদ উঠল; ভীষ্ম দ্রোণ, পুত্রসহ বিরাট ও দ্রুপদ, অভিমন্যু ঘটোৎকচ কর্ণ, দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি, শকুনি, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, ভগদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য বৃষসেন, দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ, সানুজ ধৃষ্টকেতু, বাহ্লীক সোমদত্ত চেকিতান প্রভৃতি বীরগণ দিব্য দেহ ধারণ করে গঙ্গাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উত্থিত হলেন। জীবদ্দশায় যাঁর যেপ্রকার বেশ ধ্বজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অপ্সরা

ও গন্ধর্বগণ স্তবগান করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করলেন। সকলে রোমাঞ্চিত হয়ে চিত্রপটে অঙ্কিতের ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগলেন।

কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের বীরগণ ক্রোধ ও দ্বেষ ত্যাগ করে নিষ্পাপ হয়ে একত্র সমাগত হলেন। পুত্র পিতামাতার সহিত, ভার্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এবং মিত্র মিত্রের সহিত সহর্ষে মিলিত হলেন। পাণ্ডবগণ কর্ণ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের কাছে এলেন। মুনিবর ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীয় ও বান্ধবের সহিত মিলিত হয়ে সেই রাত্রিতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করলেন, তাঁদের শোক ভয় দুঃখ অযশ কিছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সহিত এক রাত্রি সুখে যাপন করলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে ব্যাসদেব সেই মৃতোত্থিত যোদ্ধৃগণকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁরা রথ ও ধ্বজসহ্ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন। পতিহীনা ক্ষত্রিয় নারীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পতিলোকে যেতে চান তাঁরা শীঘ্র জাহ্নবীর জলে অবগাহন করুন। তখন সাধ্বী বরাঙ্গনাগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং দেহ ত্যাগ করে পতির সহিত মিলিত হলেন।

যিনি এই প্রিয়সমাগমের বিবরণ শোনেন তিনি ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয় বিষয় লাভ করেন। যিনি অপরকে শোনান তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শুভগতি লাভ করেন। যে বেদজ্ঞ সাধু মানব শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব শোনেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

৯। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষিৎ— পাণ্ডবগণের প্রস্থান

জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষদের এই পুনরাগমনের বিবরণ শুনে বললেন, যাঁরা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদের দর্শনলাভ কী করে সম্ভবপর হল? ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, মানুষের কর্ম থেকেই শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরের উপাদান মহাভূতসমূহ, ভূতাধিপতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠানের ফলে দেহ নষ্ট হলেও মহাভূত নষ্ট হয় না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ করেন না, মহাভূত আশ্রয় করে তিনি পূর্বরূপে প্রকাশিত হতে পারেন।

তার পর বৈশম্পায়ন বললেন, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে তাঁর পুত্রদের কখনও দেখেননি, ব্যাসদেবের প্রসাদেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জনমেজয় বললেন, বরদাতা ব্যাসদেব যদি আমার পিতাকে দেখান তবে আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হবে, আমি প্রীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসের প্রসাদে আমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। জনমেজয় এইরূপ বললে ব্যাসের তপস্যার প্রভাবে পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বের বয়সে ও রূপে অমাত্যগণসহ আবির্ভূত হলেন, তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক[১] ও শৃঙ্গীও এলেন।

---

১. আদিপর্ব ৮-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

জনমেজয় অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং যজ্ঞসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানের পর জরৎকারুপুত্র আস্তীককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ অতি আশ্চর্য; আমি পিতার দর্শন পেয়েছি, তাঁর আগমনে আমার শোক দূর হয়েছে। আস্তীক বললেন, মহারাজ, যাঁর যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকেন তিনি ইহলোক ও পরলোক জয় করেছেন। পাণ্ডুর বংশধর, তুমি বিচিত্র আখ্যান শুনেছ, পিতাকে দেখেছ, সর্পসকল ভস্মসাৎ হয়েছে, তোমার সত্যবাক্যের ফলে তক্ষকও মুক্তিলাভ করেছেন। তুমি ঋষিদের পূজা করেছ, সাধুজনের সহিত মিলিত হয়েছ, এবং পাপনাশক মহাভারত শুনেছ; এর ফলে তোমার বিপুল ধর্ম লাভ হয়েছে।

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।— সকলে গঙ্গাতীর হতে আশ্রমে ফিরে এলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ ঋষিদের মুখে বিবিধ উপদেশ শুনেছ, শুভগতিপ্রাপ্ত পুত্রগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কর, যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজ্যে ফিরে যেতে বল; এঁরা মাসাধিক কাল এখানে রয়েছেন। ব্যাসের বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঙ্গল হোক, তোমরা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে যাও, তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমার তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে। তুমি আমার পুত্রের কার্য করেছ, আমাদের পিণ্ড কীর্তি ও কুল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আর আমার শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর তপস্যা করব। তুমি আজ বা কাল চলে যাও।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করব। সহদেব বললেন, আমি মাতা কুন্তীকে ছেড়ে যেতে পারব না। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী বহু প্রবোধ দিয়ে তাঁদের নিরস্ত করলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিদায় নিয়ে ভার্যা বান্ধব ও সৈন্যসহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

নারদাগমনপর্বাধ্যায়

১০। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু

পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার দু-বৎসর পরে একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি আসন গ্রহণ করে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করে তোমাকে দেখতে এসেছি। যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, যদি আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে থাকেন তবে তিনি কেমন আছেন বলুন।

নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চলে এলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় গঙ্গাদ্বারে গেলেন, অগ্নিহোত্রসহ পুরোহিতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র মুখে

বীটা[1] দিয়ে মৌনী ও বায়ুভূক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান করে, কুন্তী এক মাস অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তর আহার করে জীবনধারণ করলেন। তাঁদের যাজকগণ যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। ছ মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপ্ত হল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অনাহারের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, সে জন্য পালাতে পারলেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কর, আমরা এই অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করে পরমগতি লাভ করব। সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, এই বৃথাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করলে আপনার অনিষ্ট হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ করে এসেছি, এখন মরলে অনিষ্ট হবে না, জল বায়ু অগ্নি বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের পক্ষে প্রশস্ত; সঞ্জয়, তুমি চলে যাও। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্বাস্য হয়ে উপবেশন করলেন, সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হল। এই অবস্থায় তাঁরা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরের মহর্ষিগণকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন।

তার পর নারদ বললেন, আমি গঙ্গাতীরে তাপসদের নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের কথা শুনে তোমাদের জানাতে এসেছি। আমি ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহ দেখেছি। তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সদ্‌গতিও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

পাণ্ডবগণ দুঃখে অভিভূত হলেন এবং ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নিজেদের ধিক্‌কার দিয়ে রোদন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা জীবিত থাকতে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের অনাথের ন্যায় মৃত্যু হল! অগ্নির তুল্য কৃতঘ্ন কেউ নেই, অর্জুন খাণ্ডবদাহ করে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিকে বৃথা তৃপ্ত করেছিলেন। সেই অর্জুনের জননীকেই তিনি দগ্ধ করলেন! রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাবনে মন্ত্রপূত অগ্নি রক্ষা করতেন, তথাপি বৃথাগ্নিতে কেন তাঁদের মৃত্যু হল?

নারদ বললেন, তাঁরা বৃথাগ্নিতে দগ্ধ হননি। ধৃতরাষ্ট্র বনপ্রবেশের পূর্বে যে যজ্ঞ করেছিলেন যাজকগণ তার অগ্নি এক নির্জন বনে নিক্ষেপ করেছিলেন; সেই অগ্নিই বর্ধিত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের যজ্ঞাগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিয়ে পরমগতি পেয়েছেন। তোমার জননীও গুরুশুশ্রূষার ফলে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাতে সংশয় নেই। এখন তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তর্পণ কর।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও নারীগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাত্রা করলেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ একবস্ত্র পরিধান করে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবগণ যুযুৎসুকে অগ্রবর্তী করে যথাবিধি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণ করলেন। দ্বাদশ দিনে

---

১. ৭-পরিচ্ছেদ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যুধিষ্ঠির তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা খাদ্য যান মণিরত্ন দাসী প্রভৃতি দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় মৃতজনের অস্থি সংগ্রহ করে গঙ্গায় ফেলা হল।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে হস্তিনাপুরে পনের বৎসর এবং বনবাসে তিন বৎসর যাপন করেছিলেন।

মৌষলপর্ব

১। শাম্বের মুষল প্রসব— দ্বারকায় দুর্লক্ষণ

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসরে বৃষ্ণিবংশীয়গণ[1] অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট করেছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এরূপ ঘটেছিল আপনি সবিস্তারে বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।—

একদিন বিশ্বামিত্র কন্ব ও নারদ মুনি দ্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ[2] প্রভৃতি বীরগণের কুবুদ্ধি হল। তাঁরা শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে মুনিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি পুত্রাভিলাষী বভ্রু[3]র পত্নী; আপনারা বলুন ইনি কী প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি ঘোর লৌহমুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত নৃশংস ও গর্বিত হয়েছ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলের সকলেই বিনষ্ট হবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করবে। এই বলে মুনিগণ কৃষ্ণের কাছে গিয়ে অভিশাপের কথা জানালেন।

কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়গণকে বললেন, মুনিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই বলে তিনি তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, অভিশাপের প্রতিকার করতে ইচ্ছা করলেন না। পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষণ্ন হয়ে সেই মুষলের সূক্ষ্ম চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দিলেন। তার পর আহুক (উগ্রসেন) বলরাম কৃষ্ণ ও বভ্রুর আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হল— আজ থেকে এই নগরে কেউ সুরা প্রস্তুত করবে না; যে করবে তাকে সবান্ধবে জীবিত অবস্থায় শূলে দেওয়া হবে।

বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতমস্তক বিকটাকার কালপুরুষ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিদ্ধ করতে পারতেন

---

১. যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম অন্ধক ভোজ বৃষ্ণি কুকুর। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়।

২. কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর।

৩. যাদব বীর বিশেষ।

না। দ্বারকায় নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল; মূষিকের দল নিদ্রিত যাদবগণের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শৃগালের রব করতে লাগল। গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তীশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হল। যাদবগণ নির্লজ্জভাবে পাপকার্য করতে লাগলেন।

একদিন ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, ভারতযুদ্ধকালে এইপ্রকার দুর্নিমিত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে যাও।

২। যাদবগণের বিনাশ

দ্বারকায় আরও নানাপ্রকার উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নারী নিদ্রিত পুরাঙ্গনাদের মঙ্গলসূত্র এবং ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ যাদবদের অলংকার ছত্র ধ্বজ ও কবচ হরণ করতে লাগল। কৃষ্ণের চক্র সকলের সমক্ষে আকাশে অন্তর্হিত হল, দারুকের সমক্ষে অশ্বগণ কৃষ্ণের দিব্য রথ নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে চলে গেল। অপ্সরারা বলরামের তালধ্বজ এবং কৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ হরণ করে উচ্চরবে বলল, যাদবগণ, প্রভাসতীর্থে চলে যাও।

বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পেয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গ ও সৈন্যদের সঙ্গে প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে নিরন্তর পানভোজনে রত হলেন এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত অন্নে সুরা মিশ্রিত করে বানরদের খাওয়াতে লাগলেন। বলরাম সাত্যকি গদ[১] বভ্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের সমক্ষেই সুরাপান করতে লাগলেন। সাত্যকি অত্যন্ত মত্ত হয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, কোন ক্ষত্রিয় মৃতবৎ নিদ্রামগ্ন লোককে বধ করে? তুমি যা করেছিলে যাদবগণ তা ক্ষমা করবেন না। প্রদ্যুম্ন সাত্যকির বাক্যের সমর্থন করলেন। কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ভূরিশ্রবা যখন ছিন্নবাহু হয়ে প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন তখন তুমি নৃশংসভাবে তাঁকে বধ করেছিলে কেন? সাত্যকি স্যমন্তক মণি হরণ ও সত্রাজিৎ[২] বধের বৃত্তান্ত বললেন। পিতার মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য তাঁর ক্রোড়ে বসে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যকি উঠে বললেন, সুমধ্যমা, আমি শপথ করছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব; এই পাপাত্মা অশ্বত্থামার সাহায্যে তাঁদের সুপ্তাবস্থায় হত্যা করেছিল। এই বলে তিনি খড়্গাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন।

---

১. কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

২. সত্যভামার পিতা; কৃতবর্মা ও অক্রূরের প্ররোচনায় শতধন্বা এঁকে বধ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে স্যমন্তক মণির উপাখ্যান আছে।

তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যকিকে বেষ্টন করে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। কালের বিপর্যয় বুঝে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন না। রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকিকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যকির সহিত তিনিও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা[1] নিলেন, তা বজ্রতুল্য লৌহমুষলে পরিণত হল। সেই মুষলের আঘাতে তিনি সম্মুখস্থ সকলকে বধ করতে লাগলেন। সেখানকার সমস্ত এরকাই মুষল হয়ে গেল; তার দ্বারা অন্ধক ভোজ বৃষ্ণি প্রভৃতি যাদবগণ পরস্পরের হত্যায় প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হয়ে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নিপাতিত করলেন। অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় সকলে মরতে লাগলেন, কারও পলায়নের বুদ্ধি হল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদেষ্ণ অনিরুদ্ধ গদ প্রভৃতি নিহত হলেন। তখন বভ্রু ও দারুক বললেন, ভগবান, বহু লোককে বিনষ্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন।

৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ

বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নির্জন স্থানে বৃক্ষমূলে বসে চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারুককে বললেন, তুমি সত্বর হস্তিনাপুরে গিয়ে যাদবগণের নিধনসংবাদ অর্জুনকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। দারুক তখনই যাত্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বভ্রুকে বললেন, তুমি নারীদের রক্ষা করতে যাও, যেন দস্যুরা তাঁদের আক্রমণ না করে। বভ্রু যাত্রার উপক্রম করতেই এক ব্যাধের মুদ্গর সহসা নিপতিত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করল। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে বললেন, আমি নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন।

কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয়ের না আসা পর্যন্ত আপনি নারীদের রক্ষা করুন। বলরাম বনমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখেছি। যাদবশূন্য এই পুরীতে আমি থাকতে পারব না, বনবাসী হয়ে বলরামের সঙ্গে তপস্যা করব। এই বলে কৃষ্ণ বসুদেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নারী ও বালকদের ক্রন্দন শুনে বললেন, সব্যসাচী এখানে আসছেন, তিনি তোমাদের দুঃখমোচন করবেন।

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে বসে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রক্তমুখ মহানাগ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন। সাগর, দিব্য নদী সকল, বাসুকি কর্কোটক তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বরুণ প্রত্যুদ্গমন করে স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা করলেন।

---

১. হোগলা বা তজ্জাতীয় তৃণ।

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছুক্ষণ বিচরণের পর ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দুর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় করে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে করে তাঁর পদতল শরবিদ্ধ করল। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করে ঊর্ধ্বে স্বকীয় লোকে প্রয়াণ করলেন। দেবতা ঋষি চারণ সিদ্ধ গন্ধর্ব প্রভৃতি সেই ঈশ্বরের অর্চনা করলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে অভিনন্দিত করলেন।

৪। অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন

দারুক হস্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার ঘটনাবলি জানালেন। ভোজ অন্ধক কুকুর ও বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণের নিধন শুনে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদুকুল ধ্বংস হয়েছে এই আশঙ্কায় অর্জুন তাঁর মাতুল বসুদেবকে দেখবার জন্য তখনই যাত্রা করলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন সেই নগরী পতিহীনা রমণীর ন্যায় শ্রীহীন হয়েছে। কৃষ্ণসখা অর্জুনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। অর্জুনের চক্ষু বাষ্পাকুল হল, তিনি সেই পতিপুত্রহীনা নারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন করে ভূপতিত হলেন। রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন এবং তাঁকে বেষ্টন করে বিলাপ করতে লাগলেন।

অনন্তর অর্জুন বাসুদেবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে শুয়ে আছেন। বসুদেব বললেন, অর্জুন, আমার মৃত্যু নেই; যাঁরা শত শত নৃপতি ও দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, সেই পুত্রদের না দেখেও আমি জীবিত আছি। যে দু জন তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল, যারা অতিরথ বলে খ্যাত এবং কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিল, সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিই বৃষ্ণিবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আমি তাদের দোষ দিতে পারি না, ঋষিশাপেই আমাদের বংশ বিনষ্ট হয়েছে। তুমি ও নারদাদি মুনিগণ যাঁকে সনাতন বিষ্ণু বলে জানতে, আমার পুত্র সেই গোবিন্দ যদুবংশের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছেন, তিনি জ্ঞাতিদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করেননি। কৃষ্ণ আমাকে বলে গেছেন— 'আমি আর অর্জুন একই, অর্জুন দ্বারকায় এসে স্ত্রী ও বালকগণের রক্ষার ভার নেবেন এবং মৃতজনের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া করবেন; তিনি প্রস্থান করলেই দ্বারকা সমুদ্রজলে প্লাবিত হবে; আমি বলদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে অন্তকালের প্রতীক্ষা করব।'

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ, আমি আহার ত্যাগ করেছি, জীবনধারণে আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে এই রাজ্য, নারীগণ ও ধনরত্ন তোমাকে সমর্পণ করছি। অর্জুন বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধববিহীন এই পৃথিবী আমি দেখতে ইচ্ছা করি না। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর মনের অবস্থাও অনুরূপ, কারণ আমরা ছ জন একাত্মা। রাজা যুধিষ্ঠিরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয়েছে, অতএব আমি স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে যাব।

পরদিন প্রভাতকালে বসুদেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবকী ভদ্রা মদিরা ও রোহিণী পতির চিতায় আরোহণ করে তাঁর সহগামিনী হলেন। অর্জুন সকলের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করে এনে সৎকার করলেন। সপ্তম দিনে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী, পৌত্র বজ্র[১], এবং অসংখ্য নারী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রথী গজারোহী ও অশ্বারোহী অনুচরগণ এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি প্রজা তাঁদের সঙ্গে গেলেন। অর্জুন দ্বারকার যে যে স্থান অতিক্রম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হল।

কিছু দিন পরে তাঁরা গবাদিপশু ও ধান্যসম্পন্ন পঞ্চনদ প্রদেশের এক স্থানে এলেন। সেখানকার আভীর দস্যুগণ যাদবনারীদের দেখে লুব্ধ হয়ে যষ্ঠি নিয়ে আক্রমণ করল। অর্জুন ঈষৎ হাস্য করে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও তো দূর হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে। দস্যুগণ নিবৃত্ত হল না দেখে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব নিলেন এবং অতি কষ্টে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্র স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি এবং সহগামী যোদ্ধারা বাধা দেবার চেষ্টা করলেও দস্যুরা নারীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হলে তিনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন, কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ দস্যুগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় সুন্দরীদের হরণ করে নিয়ে গেল। অর্জুন তাঁর দূরদৃষ্ট দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন।

কৃতবর্মার পুত্র এবং ভোজ নারীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অর্জুন অবশিষ্ট বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনলেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য দিলেন। অক্রূরের পত্নীরা প্রব্রজ্যা নিলেন। কৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিপ্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ হিমালয় অতিক্রম করে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। দ্বারকাবাসী পুরুষগণকে বজ্রের নিকটে রেখে অর্জুন সজলনয়নে ব্যাসদেবের আশ্রমে এলেন।

অর্জুনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন শ্রীহীন দেখছি কেন? তোমার গাত্রে কি কেউ নখ কেশ বস্ত্রাঞ্চল বা কলসের জল দিয়েছে? তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা

১. ভাগবতে আছে, ইনি কৃষ্ণের প্রপৌত্র, প্রদ্যুম্নের পৌত্র, অনিরুদ্ধের পুত্র।

করেছ, না যুদ্ধে পরাজিত হয়েছ? অর্জুন দ্বারকার সমস্ত ঘটনা, কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু এবং দস্যুহস্তে তাঁর পরাজয়ের বিবরণ দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধর শ্যামতনু চতুর্ভুজ পীতাম্বর পরমপুরুষ, যিনি আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাচ্ছি না; আর আমার জীবনধারণের ফল কী? তাঁর অদর্শনে আমি অবসন্ন হয়েছি, আমার শরীর ঘুরছে, আমি শান্তি পাচ্ছি না। মুনিসত্তম, বলুন এখন আমার কী কর্তব্য।

ব্যাস বললেন, কুরুশার্দূল, বৃষ্ণি-অন্ধক বীরগণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করো না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সে জন্য নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করে দেহত্যাগ করে স্বীয় ধামে গেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, ভীম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পৃথিবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন করে কৃতকৃত্য হয়েছ; তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্ত্রসমূহের প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার হস্তগত হবে।

ব্যাসের উপদেশ শুনে অর্জুন হস্তিনাপুরে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

১। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরাদি

অর্জুনের মুখে যাদবগণের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, কালই সকল প্রাণীকে বিনষ্ট করেন, তিনি আমাকেও আকর্ষণ করছেন; এখন তোমরা নিজ কর্তব্য স্থির কর। ভীমার্জুন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমরাও কালের প্রভাব অতিক্রম করতে চাই না।

পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে এবং যুযুৎসুর ওপর রাজ্যপালনের ভার দিয়ে যুধিষ্ঠির সুভদ্রাকে বললেন, তোমার পৌত্র কুরুরাজ রূপে হস্তিনাপুরে থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন করবেন। তুমি এঁদের রক্ষা করো, যেন অধর্ম না হয়। অনন্তর যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা বসুদেব ও কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির যথাবিধি শ্রাদ্ধ করলেন এবং কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যাস নারদ মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনরত্ন দান করলেন। যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যকে পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন এবং প্রজাগণকে আহ্বান করে মহাপ্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে বারণ করতে লাগল, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন না।

যুধিষ্ঠির, তাঁর ভ্রাতৃগণ, এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে বল্কল পরিধান করলেন এবং যজ্ঞ করে তার অগ্নি জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। নারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। পুরবাসী ও অন্তঃপুরবাসিনীগণ বহু দূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন, কিন্তু কেউ পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত হতে বললেন না। নাগকন্যা উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে গেলেন, অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের কাছে রইলেন।

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্ব দিকে চললেন, একটি কুকুর তাঁদের পিছনে যেতে লাগল। তাঁরা বহু দেশ অতিক্রম করে লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। আসক্তিবশত অর্জুন এ পর্যন্ত তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তূণ ত্যাগ করেননি। এখন অগ্নি মূর্তিমান হয়ে পথরোধ করে বললেন, পাণ্ডবগণ, আমার কথা শোন, আমি অগ্নি, পূর্বে অর্জুন ও নারায়ণের প্রভাবে খাণ্ডব দগ্ধ করেছিলাম। অর্জুনের আর গাণ্ডীবের

প্রয়োজন নেই; আমি বরুণের কাছ থেকে এই ধনু এনে দিয়েছিলাম, এখন ইনি বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। কৃষ্ণের চক্রও এখন প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শুনে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও দুই তূণ জলে নিক্ষেপ করলেন, অগ্নিও অন্তর্হিত হলেন। পাণ্ডবগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগরপ্লাবিত দ্বারকাপুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু

পাণ্ডবগণ হিমালয় পার হয়ে বালুকার্ণব ও মেরুপর্বত দর্শন করে যোগযুক্ত হয়ে শীঘ্র চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হয়ে ভূপতিত হলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মাচরণ করেননি, তবে কেন ভূপতিত হলেন? যুধিষ্ঠির বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই বলে যুধিষ্ঠির সমাহিতমনে চলতে লাগলেন, দ্রৌপদীর দিকে আর দৃষ্টিপাত করলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপুত্র নিরহংকার ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপতিত হলেন কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করতেন ওঁর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই। এই বলে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হলেন।

তার পর নকুল পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় রূপবান ভ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হননি এবং সর্বদা আমাদের আজ্ঞাবহ ছিলেন; ইনি ভূপতিত হলেন কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, নকুল মনে করতেন তাঁর তুল্য রূপবান কেউ নেই। বৃকোদর, তুমি আমার সঙ্গে এস, নকুল তাঁর কর্মের বিধিনির্দিষ্ট ফল পেয়েছেন।

দ্রৌপদী ও নকুল-সহদেবের পরিণাম দেখে অর্জুন শোকার্ত হয়ে চলছিলেন, কিছুদূর গিয়ে তিনিও পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পরিহাস করেও কখনও মিথ্যা বলেননি, তবে কেন এঁর এমন দশা হল? যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন সর্বদা গর্ব করতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনষ্ট করবেন, কিন্তু তা পারেননি; তাছাড়া ইনি অন্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন; ঐশ্বর্যকামী পুরুষের এমন করা উচিত নয়। এই বলে যুধিষ্ঠির চলতে লাগলেন।

অনন্তর ভীম ভূপতিত হয়ে বললেন, মহারাজ মহারাজ, দেখুন, আমিও পড়ে গেছি; আমি আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হল কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্ব করতে। এই বলে যুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে অগ্রসর হলেন। কুকুর তাঁর পিছনে চলল।

৩। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা

ভূমি ও আকাশ নিনাদিত করে ইন্দ্র রথারোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি এই রথে ওঠ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হয়ে বললেন, সুরেশ্বর, আমার ভ্রাতারা এবং সুকুমারী দ্রুপদরাজপুত্রী এখানে পড়ে আছেন, তাঁদের ফেলে আমি যেতে পারি না, আপনি তাঁদেরও নিয়ে চলুন। ইন্দ্র বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ করে আগেই স্বর্গে গেছেন; শোক করো না, তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুর আমার ভক্ত, একেও আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমার পক্ষে নির্দয়তা হবে।

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমার তুল্য অমরত্ব ঐশ্বর্য সিদ্ধি ও স্বর্গসুখের অধিকারী হয়েছ, এই কুকুরকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নির্দয়তা হবে না। যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্যের আচরণ করতে পারব না; এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে আমি দিব্য ঐশ্বর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুর থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না, ক্রোধবশ নামক দেবগণ তার যজ্ঞাদির ফল বিনষ্ট করেন। ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহেন্দ্র, ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়, নিজের সুখের জন্য আমি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। প্রাণ বিসর্জন দিয়েও আমি ভীত অসহায় আর্ত দুর্বল ভক্তকে রক্ষা করি, এই আমার ব্রত। ইন্দ্র বললেন, কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভ্রাতৃগণ ও প্রিয় পত্নীকে ত্যাগ করে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে ছাড়তে চাও না কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, মৃত জনকে জীবিত করা যায় না, তাদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে জীবিত করবার শক্তি নেই সে জন্যই ত্যাগ করেছি, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ করিনি। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, ব্রহ্মস্বহরণ ও মিত্রবধ— এই চার কার্যে যে পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়।

তখন কুক্কুররূপী ভগবান ধর্ম নিজ মূর্তি গ্রহণ করে বললেন, মহারাজ, তুমি উচ্চ বংশে জন্মেছ, পিতার স্বভাবও পেয়েছ; তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া আছে। পুত্র, দ্বৈতবনে আমি একবার তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম, তুমি ভীমার্জুনের পরিবর্তে নকুলের জীবন চেয়েছিলে, যাতে তোমার জননীর ন্যায় মাদ্রীরও একটি পুত্র থাকে[১]। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কারণ ভক্ত কুকুরের জন্য তুমি দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ করে অক্ষয়লোক লাভ করবে।

---

১. বনপর্ব ৫৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তার পর ধর্ম ইন্দ্র মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবতা এবং দেবর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরকে দিব্য রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবর্ষি নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজর্ষিগণ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের কীর্তি এই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আবৃত করে দিয়েছেন; ইনি যশ তেজ ও সম্পদে সকলকে অতিক্রম করেছেন। আর কেউ সশরীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শুনিনি।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শুভ বা অশুভ যাই হোক, আমি সেখানেই যেতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুমি মানুষের স্নেহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শুভলোক জয় করেছ সেখানেই বাস কর। তুমি পরমসিদ্ধি লাভ করে এখানে এসেছ, তোমার ভ্রাতারা এখানে আসবার অধিকার পাননি। এখনও তোমার মানুষ ভাব রয়েছে কেন? এ স্বর্গ, এই দেখ দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ এখানে রয়েছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ, যেখানে আমার ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গুণবতী শ্যামাঙ্গিনী নারীশ্রেষ্ঠা পত্নী আছেন, সেখানেই আমি যাব।

স্বর্গারোহণপর্ব

১। যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মহর্ষি ব্যাসের প্রসাদে আপনি সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন; আমার পূর্ব পিতামহগণ স্বর্গে গিয়ে কোন্ স্থানে রইলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।—

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দুর্যোধন সূর্যের ন্যায় প্রভান্বিত হয়ে দেবগণ ও সাধ্যগণের মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, আমি দুর্যোধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাঞ্চালীকে সভামধ্যে নিগৃহীত করেছিল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহু কষ্ট ভোগ করেছি এবং যুদ্ধে বহু সুহৃদ ও বান্ধব বিনষ্ট করেছি, সেই লোভী অদূরদর্শী দুর্যোধনকে দেখতে চাই না, আমি আমার ভ্রাতাদের কাছে যাব। নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা বলো না, স্বর্গে বাস করলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন। ইনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হলেও ইনি কখনও ভীত হননি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়েছিলে তা এখন ভুলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ করে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও।

যুধিষ্ঠির বললেন, যার জন্য পৃথিবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধে দগ্ধ হয়েছি, সেই অধর্মচারী পাপী সুহৃদ্‌দ্রোহী দুর্যোধনের যদি এই গতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহাব্রত সত্যপ্রতিজ্ঞ ভ্রাতারা কোথায় গেছেন? কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী অভিমন্যু দ্রৌপদীপুত্রগণ প্রভৃতি কোন্ লোকে গেছেন? আমি তাঁদের দেখতে ইচ্ছা করি। দেবর্ষি, সেই মহারথগণ কি স্বর্গবাসের অধিকার পাননি? তাঁরা যদি এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

দেবগণ বললেন, বৎস, যদি তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকে তো যাও, বিলম্ব করো না। এই বলে তাঁরা এক দেবদূতকে আদেশ দিলেন, যুধিষ্ঠিরকে তাঁর

আত্মীয়-সুহৃদ্‌গণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদূত অগ্রবর্তী হয়ে পাপীরা যে পথে যায় সেই পথ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাবৃত, পাপীদের গন্ধযুক্ত, মাংসশোণিতের কর্দম অস্থি কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন, এবং মশক মক্ষিকা কৃমি কীট ও ভল্লুকাদি হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলছে; লৌহমুখ কাক, সূচীমুখ গৃধ্র এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধিরলিপ্ত ছিন্নবাহু ছিন্নপাদ ছিন্নোদর মৃতদেহ সর্বত্র পড়ে আছে। সেই পূতিগন্ধময় লোমহর্ষকর পথে যেতে যেতে যুধিষ্ঠির তপ্তজলপূর্ণ দুর্গম নদী, তীক্ষ্ণক্ষুরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন, তপ্ততৈলপূর্ণ লৌহকুম্ভ, তীক্ষ্ণকণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভৃতি, এবং পাপীদের যন্ত্রণাভোগ দেখলেন। তিনি দেবদূতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ দিয়ে আর কত দূর যেতে হবে? আমার ভ্রাতারা কোথায়?

দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হলেই দেবগণের আদেশ অনুসারে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। মনঃকষ্টে ও দুর্গন্ধে পীড়িত হয়ে যুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্তনের উপক্রম করলেন। তখন তিনি এই করুণ বাক্য শুনলেন— হে ধর্মপুত্র রাজর্ষি, দয়া করে মুহূর্তকাল থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সুখী হয়েছি, আমাদের যাতনাও নিবৃত্ত হয়েছে। দয়ালু যুধিষ্ঠির বার বার এইরূপ বাক্য শুনে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কে, কেন এখানে আছেন? তখন চারিদিক হতে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল— আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী, আমরা দ্রৌপদীপুত্র। যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কী করেছেন! কোন্‌ পাপের ফলে এঁরা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে আছেন? আমি সুপ্ত না জাগরিত, চেতন না অচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম? যুধিষ্ঠির দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হলেন এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে দেবদূতকে বললেন, তুমি যাঁদের দূত তাঁদের কাছে গিয়ে বল যে আমি ফিরে যাব না, এখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে আমার ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন। দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে যুধিষ্ঠিরের বাক্য জানালেন।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ধর্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। সহসা অন্ধকার দূর হল, বৈতরণী নদী, লৌহকুম্ভ, কণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভৃতি এবং বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হল, পাপীদের আর্তনাদ আর শোনা গেল না, শীতল সুগন্ধ পবিত্র বায়ু বইতে লাগল। সুরপতি ইন্দ্র বললেন, মহাবাহু যুধিষ্ঠির, দেবগণ তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুদ্ধ হয়ো না, সকল রাজাকেই নরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপুণ্য থাকে; যার পাপের ভাগ অধিক এবং পুণ্য অল্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ করে পরে নরকে যায়; যার পুণ্য অধিক এবং পাপ অল্প সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করে। তুমি দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে প্রতারিত

করেছিলে, তাই আমি তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখিয়েছি। তোমার ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদীও ছলক্রমে নরকভোগ করেছেন। তোমার পক্ষে যেসকল রাজা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বর্গে এসেছেন। যাঁর জন্য তুমি পরিতাপ কর সেই কর্ণও পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তুমি পূর্বে কষ্টভোগ করেছ, এখন শোকশূন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর। এই ত্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান করে মানুষভাব থেকে মুক্ত হও।

মূর্তিমান ধর্ম তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, এই তৃতীয়বার তোমাকে আমি পরীক্ষা করেছি, তোমাকে বিচলিত করা অসাধ্য। তোমরা কেউ নরকভোগের যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রের মায়া। তার পর যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় স্নান করে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ করে যেখানে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ ক্রোধশূন্য হয়ে সুখে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন।

২। কুরুপাণ্ডবাদির স্বর্গলাভ

যুধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ব্রাহ্মী তনু ধারণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভৃতি ঘোর অস্ত্রসমূহ পুরুষমূর্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অর্জুন তাঁকে উপাসনা করছেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখে কৃষ্ণার্জুন যথাবিধি অভিবাদন করলেন। তার পর যুধিষ্ঠির অন্যান্য স্থানে গিয়ে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মরুদ্‌গণবেষ্টিত ভীমসেন, অশ্বিদ্বয়ের নিকটে নকুল-সহদেব, এবং সূর্যের ন্যায় প্রভাশালিনী কমল-উৎপলের মাল্যধারিণী পাঞ্চালীকে দেখলেন।

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রৌপদী অযোনিজা লক্ষ্মী, শূলপাণি তোমাদের প্রীতির নিমিত্ত এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই পাঁচজন গন্ধর্ব তোমাদের পুত্ররূপে এঁর গর্ভে জন্মেছিলেন। এই গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখ, ইনিই তোমার জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। এই সূর্যতুল্য বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণ, সাত্যকি প্রভৃতি ভোজবংশীয় বীরগণ, এবং সুভদ্রাপুত্র চন্দ্রকান্তি অভিমন্যু— এঁরা সকলেই দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী-মাদ্রী, এঁরা বিমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসুগণের মধ্যে ভীষ্ম এবং বৃহস্পতির পার্শ্বে তোমার গুরু দ্রোণকে দেখ। অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধুগণের সঙ্গে রয়েছেন।

জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, দ্বিজোত্তম, আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা কত কাল স্বর্গবাস করেছিলেন? কর্মফলভোগ শেষ হলে তাঁরা কোন্ গতি পেয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন,

অগাধবুদ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন শুনেছি তাই বলছি।— ভীষ্ম বসুগণে, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে, কৃতবর্মা মরুদ্‌গণে, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট দ্রুপদ ভূরিশ্রবা উগ্রসেন কংস অক্রূর বসুদেব শাম্ব প্রভৃতি বিশ্বদেবগণে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রপুত্র বর্চা অভিমন্যু রূপে জন্মেছিলেন, তিনি চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুনি দ্বাপরের, এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পাবকের শরীরে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা রাক্ষসের অংশে জন্মেছিলেন, তাঁরা অস্ত্রাঘাতে পূত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মে লীন হয়েছেন। বলরামরূপী ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যিনি জন্মেছিলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সহিত যুক্ত হয়েছেন। তাঁর ষোল হাজার পত্নী কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ করে অপ্সরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন। ঘটোৎকচ প্রভৃতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হলে এঁদের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন।

রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতকথা শুনে অতিশয় বিস্মিত হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হল, সর্পগণের মুক্তিতে আস্তীক মুনি প্রীত হলেন। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, নিমন্ত্রিত রাজারাও প্রস্থান করলেন। তার পর জনমেজয় যজ্ঞস্থান তক্ষশিলা থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য

নৈমিষারণ্যের দ্বিজগণকে সৌতি বললেন, আপনাদের আদেশে আমি পবিত্র মহাভারতকথা কীর্তন করেছি। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত এই ইতিহাস তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে কথিত হয়েছিল। যিনি পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ পাঠ করে শোনান তিনি পাপমুক্ত হয়ে ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি সমাহিত হয়ে এই বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন তিনি ব্রহ্মহত্যাদি কোটি কোটি পাপ থেকে মুক্ত হন। যিনি শ্রাদ্ধকালে এর কিছু অংশও ব্রাহ্মণদের শোনান তাঁর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশীয়গণের মহৎ জন্মকথা এতে বর্ণিত হয়েছে এই কারণে এবং মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ও বেদ-বেদাঙ্গ একদিকে, এবং কেবল মহাভারত আর একদিকে। পুরাণপ্রণেতা এবং বেদসমুদ্রের মন্থনকর্তা ব্যাস ঋষির সিংহনাদ এই মহাভারত; তিন বৎসরে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এতে বর্ণিত হয়েছে। যা মহাভারতে

আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, যা এতে নেই তা আর কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ও রাজাদের শোনা উচিত। মহাভারত শুনলে স্বর্গকামীর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং গর্ভিণীর পুত্র বা বহুভাগ্যবতী কন্যা লাভ হয়। সমুদ্র ও হিমালয় যেমন রত্ননিধি নামে খ্যাত, মহাভারতও সেইরূপ।

যাঁর গৃহে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত। বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে আদি অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হরিকথা কীর্তিত হয়েছে। সূর্যোদয়ে যেমন তমোরাশি বিনষ্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কায়িক বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপ দূর হয়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

মহাভারতে বহু উক্ত ব্যক্তি, স্থান ও অস্ত্রাদি

অক্রূর— কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।
অঙ্গ দেশ— মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায়।
অন্ধ্র দেশ— মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের কিয়দংশ।
অবন্তী— মালব দেশ।
অম্বা— কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী।
অম্বালিকা— কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী, পাণ্ডু-জননী।
অম্বিকা— কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী, ধৃতরাষ্ট্র-জননী।
অর্জুন— পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।
অলম্বুষ— কুরুপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসুরের পুত্র।
অশ্বত্থামা— দ্রোণ-কৃপীর পুত্র।
অহিচ্ছত্র দেশ— যুক্তপ্রদেশে বেরেলি জেলায়।
আস্তীক— জরৎকারু-পুত্র, বাসুকির ভাগিনেয়।
ইন্দ্রপ্রস্থ— দিল্লির নিকটবর্তী নগর।
ইন্দ্রসেন— যুধিষ্ঠিরের সারথি।
ইরাবান— অর্জুন-উলূপীর পুত্র।
উগ্রসেন— কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা।
উত্তমৌজা— পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চাল বীর বিশেষ।
উত্তর— বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র।
উত্তরকুরু— তিব্বতের উত্তরপশ্চিমস্থ দেশ; মতান্তরে সাইবিরিয়া।
উত্তরা— বিরাট-কন্যা, অভিমন্যু-পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী।
উদ্ধব— কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।
উপপ্লব্য— মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর।
উলূক— শকুনি-পুত্র।
উলূপী— নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অর্জুন-পত্নী।
একচক্রা নগরী— অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত বোধ হয়।
কংস— উগ্রসেন-পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা।

কবচ— বর্ম।
কম্বোজ— কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ।
কর্ণ— সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত।
কলিঙ্গ— মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ।
কাম্যক বন— কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে।
কীচক— বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।
কুন্তিভোজ— শূরের পিতৃষ্বসার পুত্র, কুন্তীর পালক-পিতা।
কুন্তী— অন্য নাম পৃথা; শূরের দুহিতা, বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা, পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী, যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের জননী।
কুরু— দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।
কুরুক্ষেত্র— পাঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায়।
কুরুজাঙ্গল— কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান।
কৃতবর্মা— ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ।
কৃপ — শরদ্বানের পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অন্যতম অস্ত্রশিক্ষক, দ্রোণের শ্যালক।
কৃষ্ণ— বসুদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সুভদ্রার বৈমাত্র ভ্রাতা, যুধিষ্ঠিরাদির মামাতো ভাই।
কেকয়— শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশ। মতান্তরে— সিন্ধু নদের উত্তরপশ্চিমে।
কেরল — দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ।
কোশল— যুক্তপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবর্তী ফয়জাবাদ গণ্ডা ও বরৈচ জেলায় অবস্থিত দেশ; উত্তর ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই অংশে বিভক্ত। পরে দক্ষিণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় জেলায়।
কৌশিকী নদী— আধুনিক কুশী বা কোশী।
ক্ষুরপ্র— খুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র।
গদ— যাদব বীর বিশেষ।
গদা— মুদ্গরতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।
গান্ধার— সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দেশ। মতান্তরে আধুনিক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।
গান্ধারী— গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।
গিরিব্রজ— জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগির।
ঘটোৎকচ— ভীম-হিড়িম্বার পুত্র।
চক্র— তীক্ষ্ণধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, diskus।
চর্ম— ঢাল।
চর্মন্বতী নদী— আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে।
চিত্রাঙ্গদা— মণিপুরপতি চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জুন-পত্নী, বভ্রুবাহনের জননী।
চেকিতান— যাদব যোদ্ধা বিশেষ।
চেদি— নর্মদা-গোদাবরীর মধ্যস্থ জব্বলপুরের নিকটবর্তী দেশ।
চোল— কাবেরী নদীর উভয়তীরবর্তী দেশ।
জনমেজয়— পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র।

জয়দ্রথ— সৌবীররাজ, ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দুঃশলার পতি।
জরাসন্ধ— মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।
তক্ষক— নাগরাজ বিশেষ।
তক্ষশিলা নগরী— উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রাওলপিণ্ডি জেলায়।
তোমর— শাবলতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।
ত্রিগর্ত দেশ— পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্রুর পূর্ববর্তী মরুপ্রদেশে।
দরদ— কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দর্দিস্থান।
দশার্ণ দেশ— মধ্যভারতে চম্বল ও বেতোয়া নদীর মধ্যবর্তী।
দারুক— কৃষ্ণের সারথি।
দুঃশলা— ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথ-পত্নী।
দুঃশাসন— ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র।
দুর্যোধন— ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।
দ্রবিড়— ভারতের দক্ষিণপূর্ববর্তী দেশ।
দ্রুপদ— পাঞ্চালরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পিতা।
দ্রোণ— ভরদ্বাজ-পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু, কৃপের ভগিনীপতি।
দ্রৌপদী— কৃষ্ণা, পাঞ্চালী; দ্রুপদ-কন্যা, পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী।
দ্বৈতবন— পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরে।
ধৃতরাষ্ট্র— বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে জাত।
ধৃষ্টকেতু— শিশুপাল-পুত্র, চেদি দেশের রাজা।
ধৃষ্টদ্যুম্ন— দ্রুপদ-পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।
ধৌম্য— যুধিষ্ঠিরাদির পুরোহিত।
নকুল-সহদেব— পাণ্ডুর চতুর্থ ও পঞ্চম যমজ পুত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জাত।
নর— বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ।
নারাচ— লৌহময় বাণ।
নালীক— বাণ বিশেষ।
নিষধ দেশ— মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের পূর্বে। মতান্তরে যুক্তপ্রদেশে কুমায়ুন অঞ্চলে।
নৈমিষারণ্য— যুক্তপ্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধুনিক নিমসার।
পঞ্চাল— গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঙ্গাদ্বার থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত।
পট্টিশ— দ্বিধার খড়্গ বিশেষ।
পরশু— কুঠার বা টাঙ্গি তুল্য যুদ্ধাস্ত্র। মতান্তরে খড়্গ বিশেষ।
পরিঘ— লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকযুক্ত মুদ্গর।
পরীক্ষিৎ— অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র, অর্জুনের পৌত্র।
পাণ্ডু— বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জাত।
পাণ্ড্য দেশ— মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তিনেভেল্লি জেলায়।
পুণ্ড্র দেশ— উত্তরবঙ্গ।
প্রদ্যুম্ন— কৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র।

প্রভাস— কাথিয়াবাড়ে সমুদ্রতীরবর্তী তীর্থ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ— কামরূপ।
প্রাচ্য— সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ।
প্রাস— ছোট বর্শা।
বঙ্গ দেশ— পূর্ববঙ্গ।
বৎস দেশ— প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনার উত্তরে।
বভ্রু— যাদব বীর বিশেষ।
বভ্রুবাহন— অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পুত্র।
বলরাম— বলদেব, কৃষ্ণের অগ্রজ বৈমাত্র ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পুত্র।
বসুদেব— কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার পিতা, কুন্তীর ভ্রাতা, শূরের পুত্র।
বারণাবত— প্রয়াগের নিকটস্থ নগর।
বাসুকি— নাগরাজ, অনন্ত, কশ্যপ-কদ্রুর পুত্র।
বাহীক বা বাহ্লীক দেশ— সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশ। মতান্তরে বাল্‌খ।
বাহ্লীকরাজ— কুরুবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবার পিতামহ।
বিকর্ণ— দুর্যোধনের এক ভ্রাতা।
বিচিত্রবীর্য— শান্তনু-সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা।
বিদর্ভ দেশ— আধুনিক বেরার।
বিদুর— ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত।
বিদেহ দেশ— উত্তর বিহার বা মিথিলা।
বিরাট— মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা।
বিশ্বামিত্র— কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র, কুশিকের পৌত্র।
বৃহৎক্ষত্র— নিষধরাজ। জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ।
বৃহদ্‌বল— কোশলরাজ।
বৈশম্পায়ন— ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত-বক্তা।
ব্যাস— কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা।
ব্রহ্মর্ষি দেশ— কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল ও শূরসেন সংবলিত দেশ।
ব্রহ্মাবর্ত— সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতী নদীর মধ্যস্থ দেশ।
ভগদত্ত— প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা, ম্লেচ্ছ ও অসুররূপে উক্ত।
ভরত— দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ।
ভল্ল— বর্শা বিশেষ।
ভীম— পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র, পবনদেবের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।
ভীষ্ম—শান্তনু-গঙ্গার পুত্র।
ভীষ্মক— রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর, ভোজ দেশের রাজা।
ভূরিশ্রবা— সোমদত্তের পুত্র, কুরুবংশীয় যোদ্ধা বিশেষ।
ভোজ— যদুবংশ। মালব ও বিদর্ভের নিকটবর্তী দেশ।

মগধ দেশ— পাটনা-গয়ার নিকটে।
মণিপুর— আধুনিক মণিপুর নয়; মহাভারতের মণিপুর অনির্ণীত।
মৎস্য দেশ— রাজপুতানায় ঢোলপুর রাজ্যের পশ্চিমে। মতান্তরে আধুনিক জয়পুর।
মদ্র দেশ— পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যে।
মধ্য দেশ— হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পশ্চিমে এবং কুরুক্ষেত্রের পূর্বে অবস্থিত ভূভাগ।
ময় দানব— নমুচির ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভা-নির্মাতা।
মহেন্দ্র পর্বত— পূর্বঘাট পর্বতমালা।
মাদ্রী— মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী।
মালব দেশ— মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোআ।
মাহিষ্মতী পুরী— মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতীরে।
মেকল দেশ— নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টকের নিকটে।
মেরু, সুমেরু— চীন-তুর্কিস্থানে, সম্ভবত হিন্দুকুশ পর্বত।
যুধামন্যু— পাঞ্চাল বীর বিশেষ।
যুধিষ্ঠির— পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।
যুযুৎসু— বৈশ্যার গর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।
রৈবতক পর্বত— কাথিয়াবাড়ে, আধুনিক গির্নার।
লক্ষ্মণ— দুর্যোধন-পুত্র।
লৌহিত্য— ব্রহ্মপুত্র নদ।
শকুনি— দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র।
শঙ্খ— বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র।
শক্তি— ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ।
শতঘ্নী— লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।
শতানীক— বিরাটের ভ্রাতা।
শল্য— বাহ্লীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা।
শান্তনু— প্রতীপের পুত্র, ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের পিতা।
শাম্ব— কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র।
শাল্ব দেশ— সম্ভবত রাজপুতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্ব।
শিখণ্ডী— দ্রুপদের পুত্র, পূর্বজন্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা।
শিশুপাল— চেদি দেশের রাজা, দমঘোষ-পুত্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই।
শুকদেব— ব্যাসের পুত্র।
শূর— বসুদেবের পিতা।
শূরসেন— মথুরার নিকটবর্তী প্রদেশ।
শ্রুতায়ু— কলিঙ্গরাজ।
শ্বেত— বিরাটের মধ্যম পুত্র।
সঞ্জয়— ধৃতরাষ্ট্রের সারথি, সূত-জাতীয়।
সত্যজিৎ— দ্রুপদের ভ্রাতা।

সত্যবতী— অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপরিচর বসুর কন্যা, মৎসীগর্ভে জাতা, ব্যাসের জননী। পরে শান্তনুর পত্নী এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জননী।

সমন্তপঞ্চক— কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চহ্রদযুক্ত স্থান।

সহদেব— নকুল দেখ। জরাসন্ধ-পুত্র, মগধরাজ।

সাত্যকি— বৃষ্ণিবংশীয় যাদববীর, সত্যকের পুত্র, শিনির পৌত্র।

সারণ— কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর।

সুদেষ্ণা— বিরাটমহিষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয়রাজকন্যা।

সুবল— গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকুনির পিতা।

সুভদ্রা— কৃষ্ণের বৈমাত্র ভগিনী, অর্জুন-পত্নী, অভিমন্যু-জননী।

সুমেরু— মেরু দেখ।

সুরাষ্ট্র, সৌ— আধুনিক কাথিয়াবাড় ও গুজরাট।

সুশর্মা— ত্রিগর্ত দেশের রাজা।

সুহ্ম দেশ— তমলুকের নিকট।

সোমদত্ত— কুরুবংশীয়, বাহ্লীকরাজপুত্র, ভূরিশ্রবার পিতা।

সৌতি— প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সূত; ইনি নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মহাভারত শুনিয়েছিলেন।

সৌবীর দেশ— রাজপুতানার দক্ষিণ; মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশে।

হস্তিনাপুর— দিল্লির পূর্বে, মিরাটের নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

হিড়িম্বা— ভীমের রাক্ষসী পত্নী, ঘটোৎকচ-জননী।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

* 9 8 4 1 8 0 4 3 0 1 2 0 2 *